Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

611
Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11195

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1

No. 11195

Books should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of -/10/- N. P. daily shall have to be paid.

23/7/77				

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

N 33-1

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11/75

প্রাচ্যবাণী গবেষণা-গ্রন্থমালা

ত্রয়োদশ পুষ্প।

ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

(তৃতীয় খণ্ড)

শ্রীমৎ-স্বামী বিদ্যারণ্য

(পূর্বাশ্রমে)

ডক্টর-বিভূতিভূষণ দত্ত,

(এম্‌-এস্‌সি, পি, আর, এস্‌, ডি, এস্‌সি)

কর্ত্তৃক বিরচিত

কলিকাতা, ১৯৬৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রাচ্যবাণী মন্দিরের পক্ষ হইতে
ডক্টর-রমা চৌধুরী
কর্তৃক প্রকাশিত

প্রাপ্তিস্থান

১। প্রাচ্যবাণী-মন্দির
৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯

২। মহেশ লাইব্রেরী
২।১নং শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলেজ স্কোয়ার,
কলিকাতা-১২

৩। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং
৫৪।৩নং কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-১২

৪। চক্রবর্তী চ্যাটার্জী এণ্ড কোং
১৫নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

৫। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার
৩৮নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬

আরো অন্যান্য সুপ্রসিদ্ধ পুস্তকের দোকান।

মূল্য ২০ টাকা

মুদ্রণালয়—
প্রাচ্যবাণী মুদ্রণালয়
৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৯
ফোন : ৩৫-১৯৯৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11|95

নিবেদন

পরমপুণ্যশ্লোক শ্রীমৎ-স্বামী বিদ্যারণ্য প্রণীত গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশের গুরুভার আজ অকস্মাৎ পরমা জননী অর্পণ করলেন অতি অযোগ্যা একাকিনী আমাকেই। যাঁরই উৎসাহে এই গ্রন্থ প্রকাশ আরম্ভ হয়, এবং যিনি আজ অতি আনন্দিত হতেন এই খণ্ডের শুভ প্রকাশে, সেই অক্লান্তকর্মী, "প্রাচ্যবাণী"-প্রতিষ্ঠাতা ডাঃ যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী আজ আর নেই। কিন্তু তাঁর অমর আশীর্বাদ নিশ্চয়ই আছে আমাদের জন্য চিরকালই। সেই ভরসাই ত রইল আজ কেবল সম্বল আমার।

রমা

"প্রাচ্যবাণী"
৩নং ফেডারেশন ষ্ট্রীট,
কলিকাতা-৯
ফোন— ৩৫-১৯৯৫
১৫ই ডিসেম্বর ১৯৬৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চচামরেণ

বিভুতিভুষণ-বন্দনম্

জগজ্জনৈকভূষণং তমোবিনাশপূষণং,
সমগ্রভূততোষণং ত্রিতাপমূলশোষণম্।
শিবং শ্মশানবাসিনং রবীন্দুবহ্নিলোচনং,
বিমুক্তভোগবাসনং ভজে বিভূতিভূষণম্॥

যতীন্দ্রবিমল-চতুর্ধুরীণস্ত॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

11|95

ভাগবতধর্ম্মের প্রাচীন ইতিহাস

বিষয় নির্দ্দেশিকা

চতুর্দ্দশ অধ্যায়

ভাগবতধর্ম্মের আদি প্রবর্ত্তক "নারায়ণ-ঋষি" ১
নারায়ণ-ঋষি সম্বন্ধে দ্বিবিধ প্রবাদ ১
দ্বিবিধ প্রবাদের সমন্বয় ও বৈদিক দৃষ্টান্ত ২
নারায়ণঋষির পিতা-মাতা ৪
নারায়ণ-ঋষির তপস্যা ৭
নারায়ণ-ঋষি সর্ব্বজ্ঞতা লাভ ৯
উহাঁর আশ্রম ৯
নারায়ণ-ঋষি নারায়ণের অবতার ১০
নারায়ণ-ঋষি স্বয়ং নারায়ণ ১১
নারায়ণ-ঋষি কর্ম্মনিষ্ঠা ১৪
" " ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা ২১
" " শিবভক্তি ২২
" " কাম ও ক্রোধ জয় ২৩
নারায়ণ-ঋষি পুরুষসূক্তের দ্রষ্টা ৩২
" চিত্রকলার স্রষ্টা ৩৩
নারায়ণ-ঋষির ব্রহ্মজ্ঞান ৩৩
নর ও নারায়ণ ঋষির রূপ ৩৬
নারায়ণ ঋষি সম্বন্ধে জৈনাগমে কিম্বদন্তী ৩৭
নর ও নারায়ণ ঋষির সম্বন্ধে আধুনিক লেখকগণের মত ৩৮
ধর্ম্মতীর্থ ৩৮

পঞ্চদশ অধ্যায়

দেবর্ষি-নারদ ভাগবতধর্ম্মের আচার্য ৩৯
নারদের কর্ম্ম ৪০
পরমেষ্ঠী-পুত্রনারদ ৪৯
পর্ব্বতসখা নারদ ৫১
নারদের পূর্ব্বজন্মের স্মৃতি ৫৫
নারদের পরজন্মের স্মৃতি ৫৬
নারদের মাহাত্ম্য ৫৮
নারদের নৃত্য-গীত-কুশলতা ৬২
নারদের আশ্রম ৬৪
নারদের রূপ ৬৪
নারদের বেদভক্তি ৬৪
নারদের ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা ৬৭
নারদের বর্ণাশ্রমবাদ ৬৮
নারদের সন্ন্যাসপ্রিয়তা ৭০
নারদের স্বধর্ম্মবাদ ৭৩
নারদ যজ্ঞপন্থী ৭৩
নারদ অহিংসাবাদী ৭৩
নারদের মতে জগৎ স্বপ্নবৎ ভ্রমমাত্র ৮১
নারদের মতে শোক করিতে নাই ৮২
নারদের বিষ্ণুর মায়াদর্শন ৮৩
নারদ কলহপ্রিয় ও কলহকর্ত্তা ৮৫

ষোড়শ অধ্যায়

বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু ৮৮
বিবস্বানের পিতা-মাতা ৮৮
মহর্ষি কশ্যপ ৮৮
মহর্ষি কশ্যপের অধ্যাত্ম নিরুক্তি ও অধিদৈবত নিরুক্তি ৯০
প্রজাপতি দক্ষ ৯৪
অদিতি ও তাঁহার পুত্রগণ ৯৫
বিবস্বান্ আদিত্য ১০২
" প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্ত্তা ১০৪
" নারায়ণের ভক্ত ১০৬
" শিবের ভক্ত ১০৬
" সূর্য্যের ভক্ত ১০৭
" সূর্য্যের অবতার ১০৭
বিবস্বান্ ভগবান্ সূর্য্য স্বয়ংই ১০৯
বিবস্বান্ পরব্রহ্ম পরমাত্মাই ১১১
বিবস্বানের পূজা ১১১
বিবস্বান্ বামন অবতারের ভাই ১১২
বিবস্বানের সন্ততি ১১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনু বৈবস্বত ১২০
"শ্রদ্ধাদেবো বৈ মনুঃ" ১২২
মনু আদর্শ যজ্ঞকর্তা ১২৪
মনু পিতা ১২৫
মনু প্রজাপতি ও বিষ্ণুর প্রিয় ১২৬
মনু তপশ্চর্য্যা ১২৬
মনুদ্বারা মহাজলপ্লাবনে জীব-রক্ষা ১২৭
মনু আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টা ১৩০
মনু শিবোপাসনার উপদেষ্টা ১৩০
মনুর উপাসনা ১৩০
মনু সাবর্ণি ১৩১
যমবৈবস্বত ১৩২
বৈবস্বত মনুর সন্তুতি ১৩৬
শর্য্যাতি মানব ১৩৭
নাভানেদিষ্ট মানব ১৩৮
ইলা মানবী ১৪০
পুরুরবা ঐল ১৪৩
ইক্ষ্বাকু মানব ১৪৪
জেন্দাবেস্তার প্রমাণ ১৪৭

সপ্তদশ অধ্যায়

অঙ্গিরা বৃহস্পতি ১৫১
সাত্ত্বতধর্ম ও আঙ্গিরসগণ ১৫১
আদিত্যগণ ও আঙ্গিরসগণ ১৫১
মহর্ষি অঙ্গিরা ১৫২
মহর্ষি অঙ্গিরার জন্মকথা ১৫৩
" অগ্নির পুত্র ১৫৪
" ব্রহ্মার মানস-পুত্র ১৫৪
মহর্ষি অঙ্গিরা অগ্নি স্বয়ংই ১৫৪
মহর্ষি অঙ্গিরা অগ্নির আবিষ্কর্তা ১৫৫
" প্রসিদ্ধ উপাসক ১৫৬
মহর্ষি অঙ্গিরার উপাস্য ও উপাসকের অভেদজ্ঞান ১৫৭
মহর্ষি অঙ্গিরার অগ্নির সহিত পিতা-পুত্র সম্বন্ধ ১৫৭
মহর্ষি অঙ্গিরা ইন্দ্রের ভক্ত ১৫৮
মহর্ষি অঙ্গিরার একদেববাদ ১৬০
মহর্ষি অঙ্গিরা ব্রহ্মবিৎ ১৬০
মহর্ষি অঙ্গিরার বেদে শ্রদ্ধা ও ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা ১৬৪
মহর্ষি অঙ্গিরার উপবাস ব্রত ১৬৪
মহর্ষি অঙ্গিরা অহিংসাবাদী ১৬৫
মহর্ষি অঙ্গিরার মতে আত্মজ্ঞানীর পূজা ১৬৫
আঙ্গিরসগণ ১৬৬
মহর্ষি বৃহস্পতি ১৭০
মহর্ষি বৃহস্পতি শ্রেষ্ঠ পুরোহিত ১৭২
বৃহস্পতির যজ্ঞে শ্রদ্ধা ১৭৪
ঋতপ্রজাত ১৭৬
বৃহস্পতি ত্রয়ীবিদ্যাবিৎ ১৭৭
" তত্ত্বজ্ঞানবিৎ ১৭৯
" ব্রহ্মবর্চ্চসম্পন্ন ১৮০
" প্রাণোপাসক ১৮১
বৃহস্পতির স্তুতি ১৮১
বৃহস্পতির উপাসনা ১৮৩
সাত্ত্বতধর্ম্মাচার্য ১৮৪
ধর্ম ১৮৫
বৃহস্পতির মতে ধর্মলাভের উপায় ১৮৬
বৃহস্পতির মতে দান ১৮৬
" অসিংসা ১৮৭
" আত্মৌপম্যদৃষ্টি ১৮৭
" সার্ব্বাত্ম্যবাদ ১৮৮
" আত্মদর্শন ও ব্রহ্মসম্পত্তি ১৮৮
শান্তভাব ও কর্ম ১৮৯
লোককল্যাণকারী ১৮৯
বৃহস্পপতির মতে-ঈশ্বরার্পিত কর্ম ও কর্মসন্ন্যাস ১৯০
বৃহস্পতি মতে পুণ্যদ্বারা পাপ নাশ ১৯২
বৃহস্পতির শিবভক্তি ১৯২
বৃহস্পতি নীতিবিৎ ১৯৩
" রাজধর্মবিৎ ১৯৪
বৃহস্পতিসন্তুতি ১৯৪
ভরদ্বাজ ঋষি ১৯৬
মন্ত্রদ্রষ্টা ১৯৬
বেদভক্তি ১৯৬
"অনুচানতম" ১৯৬
যজ্ঞভক্ত ১৯৭
দিবোদাসের পুরোহিত ১৯৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষয় নির্দ্দেশিকা

ভরদ্বাজ-ঋষির নাম নিরুক্তি ১৯৮
পাশুপতাচার্য ১৯৮
পাঞ্চরাত্রাচার্য ১৯৮

অষ্টাদশ অধ্যায়

বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ ১৯৯
শ্রীকৃষ্ণের শাস্ত্রনিষ্ঠা ২০১
" নিত্যকর্মানুষ্ঠান ২০২
" যজ্ঞ দান এবং তপ ২০৫
" (১) যজ্ঞ ২০৬
" (২) দান ২১০
" (৩) তপ ২১০
" "যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণ" ২১৪
"যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মঃ" ২১৫
কৃষ্ণই সনাতন ধর্ম ২১৫
ধর্ম সত্য ২১৬
কৃষ্ণই সত্য ২১৭
শ্রীকৃষ্ণ সর্বভূতের শরণ্য ২১৮
কৃষ্ণের অসাম্প্রদায়িকতা ২১৯
কৃষ্ণের অহিংসাবাদ ২২৫
কৃষ্ণের মতে যুদ্ধ ধর্মার্থ এবং অন্তিম উপায় ১৫১
শ্রীকৃষ্ণ সর্বাত্মক ও সমদর্শী ২৫৪
কর্মমাহাত্ম্য ২৫৬
দৈব ও পুরুষকার ২৫৯
কৃষ্ণের মতে—পুরুষকার সতত কর্তব্য ২৬৩
কর্মানুষ্ঠানরহস্য ২৬৯
ভূমা লাভ ২৭২
দুঃখ-বিস্মরণ ২৭৩
বৃষ্ণিবংশের ব্রাহ্মণভক্তি ২৭৫
কৃষ্ণের ব্রাহ্মণভক্তি ২৭৮
কৃষ্ণ ব্রাহ্মণপ্রিয় ২৮৩
কৃষ্ণ বেদবিৎ ২৮৪
কৃষ্ণ বেদরক্ষক ২৮৪
চাতুরাশ্রম্য ২৮৬
মানুষ কৃষ্ণ ২৮৯
কৃষ্ণ অতিমানব বা দিব্যমানব ২৯০
মানব-রূপী ভগবান্ বা দেব-মানব নারায়ণের অবতার ২৯২
নারায়ণ ঋষির অবতার ২৯৩
কপিলের অবতার ২৯৫
কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু বা নারায়ণ ২৯৫
কৃষ্ণ পরমদেবতা বা পরব্রহ্ম ২৯৭
ঋষি-মুনি-ব্রাহ্মণাদিসম্মত ২৯২
কৃষ্ণের অবতারত্বে বিরোধ ৩০০
অবতারের জীবভাব ৩০৩
কৃষ্ণের নিন্দিত কর্ম ৩০৭
কৃষ্ণের মতে মায়াবী মায়াদ্বারা বধ্য ৩০৮
যোগ বা কর্মকৌশল ৩১১
কৃষ্ণের যোগ বা অলৌকিক শক্তি ৩১২
কৃষ্ণের মোহপ্রাপ্তি ৩১৬
কৃষ্ণোপাসনা ৩১৭

উনবিংশ অধ্যায়

সঙ্কর্ষণ বা বার্ষ্ণেয় রাম ৩২২
সঙ্কর্ষণের উপাসনা ৩৩৬
নয় বলদেব নয় বাসুদেব ৩৩৮
সময় ৩৪০
(১) নারদ ৩৪৩
(২) পুরূরবা ৩৪৪
(৩) অঙ্গিরা ও বৃহস্পতি ৩৪৪

বিংশ অধ্যায়

দেবাসুর-সংগ্রাম ৩৪৫
রাম, পরশুরাম ও বিশ্বামিত্র ৩৫৬
ব্যাস, কৃষ্ণ ও বলরাম ৩৫৭
পারমেশ্বর সংহিতার মত ৩৫৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস

গ্রন্থের বিষয়সূচী

আদ্যাচার্যগণ

অধ্যায়		
১৪	নারায়ণ ঋষি	৩১
১৫	দেবর্ষি নারদ	৪৭
১৬	বিবস্বান, মনু ও ইক্ষ্বাকু	৫৬
১৭	অঙ্গিরা ও বৃহস্পতি	৪৫+৫
১৮	বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ	৯৫
১৯	বলরাম	১৬
২০	সময়	২৯০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্দশ অধ্যায়

নারায়ণ ঋষি

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ভগবান নারায়ণ ঋষি ভাগবতধর্মের আদি প্রবর্তক। মহাভারতপুরাণাদিতে দেখা যায়, তাঁহার সহিত নর নামে অপর একজন ঋষির অতি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। অনেক স্থলে নারায়ণকে "নরসখ"[১] এবং নরকে "নারায়ণ-সহায়ক"[২] বা "নারায়ণ-সহায়বান্"[৩] বলা হইয়াছে। আবার কখন কখন বলা হইয়াছে যে "একই সত্ত্ব নর ও নারায়ণ (রূপে) দ্বিধাকৃত হইয়াছে।[৪] সেই মূল তত্ত্বের দৃষ্টিতে কখন কখন অভিন্নরূপে একবচনে তাঁহাদিগের উল্লেখ হইয়াছে। যথা,—"নরনারায়ণ হরি",[৫] "নরনারায়ণদেব"[৬] ইত্যাদি।[৭] ঐ প্রকার প্রয়োগ হইতে কখন কখন মনে হয় যে তাঁহাদের উভয়েই ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র ভাগবতধর্মবিবরণে উল্লিখিত হইয়াছে যে আদিদেব ভগবান্ নারায়ণ প্রশান্ত ঋষিপ্রবর নর এবং নারায়ণ হইয়া "নৈষ্কর্ম্যলক্ষণমুবাচ চচার কর্ম" ('নৈষ্কর্ম্যলক্ষণ উপদেশ করেন এবং কর্ম-আচরণ করেন')।[৮] 'পদ্মপুরাণে' বর্ণিত হইয়াছে যে নরঋষি শ্বেতবর্ণ, আর নারায়ণ ঋষি কৃষ্ণবর্ণ।[৯]

মহাভারতপুরাণাদিতে নর ও নারায়ণ ঋষির জীবনবৃত্তের যে সামান্য বিবরণ পাওয়া যায়, তাহা এত রহস্যাবৃত যে তাহা হইতে বাস্তব তথ্য নিঃসন্দিগ্ধরূপে নিরূপণ করা অতীব কঠিন। তথাপি উহার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করা উচিত মনে করি। কেননা, প্রতিষ্ঠাতার পরিচয় ব্যতীত ভাগবতধর্মের প্রাচীন ইতিহাস অপূর্ণই থাকিবে।

দ্বিবিধ প্রবাদ

'মহাভারতে' নর ও নারায়ণ ঋষি সম্বন্ধে দুই প্রকার প্রবাদ দেখা যায়। কোথাও কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে যে তাঁহারা "পুরাণ ঋষিসত্তমদ্বয়"।

---

১) যথা দেখ—(বিষ্ণু)ভাগপু, ১২।৯।১'২ ; আরও দেখ—ঐ, ১০।৬৯।১৬'১ ; ১১।৭।১৮'২ ইত্যাদি মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নাটকে নারায়ণ ঋষি "নরসখ মুনি" নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন। (১।৩'১)

২) যথা দেখ—মহাভা, ৩।২৭২।২৯

৩) যথা দেখ—মহাভা, ৩।৩৬।৩৩ ; ৩।৪০।১ ; ৬।২৩।১৮

৪) মহাভা, ৫।৪৯।২০'২ আরও দেখ—"দ্বিধাভূতৌ মহাপ্রাজ্ঞৌ বিদ্ধি ব্রহ্মন্ পরন্তপৌ।" (মহাভা, ৫।৪৯।৯'১)

৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১২।৮।৩২'২ আরও দেখ—"শুশ্রাব ভগবান্ বিষ্ণুর্নরনারায়ণস্তদা"—(দেবীভাগপু, ৪।৬।৩১'১)

৬) নর "নারায়ণদেবো যত্র তিষ্ঠতি নারদ।"—(পদ্মপু, ৬।২।২'১

৭) যথা দেখ—মহাভা, ৬।৮।২১'২—২২ পরে দেখ।

"ভারতেঽপি বর্ষে ভগবান্নরনারায়ণাখ্য" ইত্যাদি। (বিষ্ণু)ভাগপু, ৫।১৯।৯)

"নমোঽকিঞ্চনায় ঋষিঋষভায় নরনারায়ণায়" ইত্যাদি। (ঐ, ৫।১৯।১১)

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় কৃত নর ও নারায়ণ ঋষির স্তুতিতে প্রায় একবচন প্রয়োগ হইয়াছে। (ঐ, ১২।৯।৪০-৯)

৮) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৪।৬ ৯) পদ্মপু, ৬।২।৪-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ।"[১]

'যাঁহারা নর ও নারায়ণ (নামে অভিহিত হন), তাঁহারা পুরাণ ঋষিসত্তমদ্বয়।' "নরনারায়ণাবেতৌ পুরাণাবৃষিসত্তমৌ" ('ইঁহারা পুরাণ ঋষিসত্তমদ্বয় নর ও নারায়ণ'[২] ইত্যাদি।[৩] আবার কোথাও আছে যে তাঁহারা "পূর্বদেবদ্বয়" বলিয়া প্রসিদ্ধ।

"নরনারায়ণৌ দেবৌ পূর্বদেবাবিতি শ্রুতিঃ।[৪]

'নর ও নারায়ণ দেবদ্বয় পূর্বদেবদ্বয় বলিয়া প্রসিদ্ধি (আছে)।'

"নরনারায়ণাবেতৌ পূর্বদেবৌ দিবি শ্রুতৌ।"[৫]

'ইঁহারা স্বর্গে প্রসিদ্ধ পূর্বদেবদ্বয় নর ও নারায়ণ। "নরনারায়ণৌ যৌ তৌ পূর্বদেবৌ" ('যাঁহারা নর ও নারায়ণ (নামে অভিহিত হন), তাঁহারা পূর্বদেবদ্বয়')[৬] ইত্যাদি।[৭] আবার কোন কোন বচনে উক্ত উভয় সংজ্ঞারই প্রয়োগ আছে,—তাঁহাদিগকে 'পুরাণ ঋষিসত্তমদ্বয়' এবং 'পূর্বদেবদ্বয়' উভয়ই বলা হইয়াছে।[৮]

সমন্বয়; বৈদিক দৃষ্টান্ত

ঐ দ্বিবিধ উক্তির সুসমন্বয় হইতে পারে। নর ও নারায়ণ ঋষি প্রকৃতপক্ষে মনুষ্যই ছিলেন,—যেমন কোথাও কোথাও অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে।[৯] পরন্তু জ্ঞানাদির উৎকর্ষ হেতু তাঁহারা পরে দেবতা বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকেন। বেদে তাহার একাধিক দৃষ্টান্ত আছে। যথা, 'ঋগ্বেদে' বাতরশন ঋষির পুত্র জুতি, বাতজুতি, প্রভৃতি মুনিগণকে "দেবাস" ('দেবতাস্বরূপ') "দেবস্য দেবস্ত⋯সখ" ('সকল দেবতার সখা') এবং "দেবেষিত" ('দেবতাদিগের ইষ্ট') বলা হইয়াছে।[১০] তাঁহারা জীবন্মুক্ত মহাত্মা ছিলেন।[১১] ঐ বিষয়ের আরও প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ঋভুগণ। 'মহাভারতে' ঋভুগণকে "দেবতা", "দেবতাদিগেরও দেবতা" "সনাতন দেবদেবগণ", প্রভৃতি বলা হইয়াছে এবং তাঁহাদিগের মহিমা বর্ণনা করা হইয়াছে।[১২] আরও উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা মরুদ্গণের ন্যায় দেবতাদিগের গণ।[১৩] আচার্য যাস্কের 'নিরুক্তে'ও ঋভুগণকে দেবতাদিগের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে।[১৪] 'ঋগ্বেদে'ও ঋভুগণ দেবতা বলিয়া

---

১) মহাভা, ৩।৪৭।১০'১ = ৬।৬৬।১১'১ ২) মহাভা, ৮।৮৭।৭৯'১

৩) আরও দেখ—মহাভা, ১।১২০।৫'২ ; ৩।৪৭।৯'১, ১১'১ ; ৩।৮৯।৬'১ ; ৬।৬৬।১২'২ ; ৬।৬৮।১৮'২, ৭।৮১।৯'২ ইত্যাদি।

৪) মহাভা, ৫।৪৯।১৯'১ ৫) মহাভা, ১।২৩০।১৮'১

৬) মহাভা, ১।২২৬।৮'১

৭) আরও দেখ—মহাভা, ৬।৬৬।৩২'২ ; ৭।১১।৪১'১ ; ১২।৩৪৩।৬'২—৭'১

৮) যথা দেখ—মহাভা, ১।২৩০।১৮—৯ ; ৮।৯৬।২৮ ; দেবীভাগপু, ৪।১।১২

৯) যথা দেখ—মহাভা, ৫।৯৮।১২-৪০ ; পদ্মপু, ৬।২।৩'২

১০) ঋকসং, ১০।১৩৬ সূক্ত দেখ।

১১) 'প্রাচীন অদ্বৈত কাহিনী'র ১ম খণ্ড দেখ।

১২) মহাভা, ৩।২৬১।১৯—. বিশেষত দেখ—'দেবতা' (২৬১।১৯'২) ; "ঋভবো নাম তত্রাস্তে দেবানামপি দেবতাঃ।" (১৯'১) ; "দেবদেবাঃ সনাতনাঃ" (২২'১)

১৩) মহাভা, ১২।২০৮।২২'১ ১৪) 'নিরুক্ত', ১১।১৬।২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিগণিত। উহার কতিপয় মন্ত্রের দেবতা ঋভুগণ।[১] উহাদের একটিতে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা পরে দেবতা হন,—"অয়ং দেবায় জন্মনে স্তোম" ('এই স্তোম যাঁহারা দেবতা হইয়াছেন, (ঋভুনামক) তাঁহাদিগকে')।[২] অপর কতিপয় মন্ত্রে আছে যে তাঁহারা "সৌধন্বন" অর্থাৎ সুধন্বন ঋষির পুত্র।[৩] তাঁহারা সবিতার উদ্দেশে বহু চর্যা করিয়াছিলেন।[৪] "তৎ সবিতা বোঽমৃতত্বমাসুবৎ" ('সবিতা তাঁহাদিগকে অমৃতত্ব (বা দেবত্ব) প্রদান করেন')।[৫] তাঁহারা সত্যমন্ত্র ছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের মন্ত্র কখনও ব্যর্থ হইত না এবং সমস্ত কার্যেই তাঁহাদের মন্ত্রের সামর্থ্য অপ্রতিহত ছিল। তাহাতে তাঁহারা তাঁহাদের বৃদ্ধ পিতামাতাকে যুবা করিতে সমর্থ হন।[৬] প্রধান কথা এই যে তাঁহারা শ্রৌতকর্ম করিয়াই" মর্ত্যাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ" ('মর্ত্য বা মনুষ্য হইয়াও অমৃতত্ব বা দেবত্ব প্রাপ্ত হন")।[৭] তাহারা বহু ছিলেন[৮] সেইহেতু তাঁহাদিগকে "দেবদিগের গণ"ও বলা হইয়াছে।[৯] বেদের যেই সকল মন্ত্রের দেবতা ঋভুগণ উহাদিগকে ব্রাহ্মণগ্রন্থে 'আর্ভব' বলা হইয়াছে।[১০] 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে "পুরাকালে পিতা প্রজাপতি ঋভুগণকে,—যাঁহারা মর্ত্য (বা মনুষ্য) ছিলেন, তাঁহাদিগকে অমর্ত্য (বা দেবতা) করিয়া তৃতীয় সবনের ভাগী করেন;"[১১] "ঋভুগণ তপস্যা দ্বারা দেবগণের মধ্যে সোমপান অভিপ্রাপ্ত হন।"[১২] 'কৌষীতকী ব্রাহ্মণে'র মতে, যখন ঋভুগণ প্রজাপতির প্রিয় হন, তখন ইন্দ্র তাঁহাদিগকে সোমপানে ভাগী করেন।[১৩] 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে „মনুষ্যগন্ধ হেতু" (অর্থাৎ মনুষ্য বলিয়া) অগ্নিবস্বাদি অপর দেবতাগণ ঋভুগণ হইতে দূরে দূরে থাকিতেন এবং তাঁহাদিগকে ভয় করিতেন।[১৪] 'বৃহদ্দেবতা'য় বর্ণিত হইয়াছে যে "পুরাকালে অঙ্গিরা-গোত্রীয় সুধন্বন (ঋষির) তিন পুত্র ছিল,—ঋভু, বিভ্বা এবং বাজ। তাঁহারা ত্বষ্টার শিষ্য হন। যাহা কিছু 'ত্বাষ্ট্র কর্ম' ছিল, (তৎ সমস্তই) ত্বষ্টা তাঁহাদিগকে শিক্ষা দেন। পরিনিষ্ঠিতকর্মা বিশ্বেদেবগণ তাঁহাদিগকে উপাহ্বান করেন" ইত্যাদি।[১৫] 'ঋগ্বেদে' আছে যে মনুষ্য দেবতাকে হবি প্রদান করে, সে দেবতা।[১৬] তন্মূলে দ্যা দ্বিবেদ লিখিয়াছেন, "যাঁহারা যজ্ঞীয় কর্ম করেন, তাঁহারা মনুষ্য নহেন, দেবতাই।"[১৭] 'শতপথব্রাহ্মণে'ও

---

১) ঋক্সং ১।২০, ১১০, ১১১, ১৬১; ২।৬০, প্রভৃতি সূক্ত

২) ঋক্সং, ১।২০।১

৩) যথা দেখ—ঋক্সং, ১।১১০।২, ৪, ৮ প্রভৃতি।

৪) ঋক্সং, ১।১১০।২

৫) ঋক্সং, ১।১১০।৩

৬) ঋক্সং, ১।২০।৪; ১।১১০।৮

৭) "বিষ্ট্বী শমী তরণিত্বে বাধতো মর্ত্যাসঃ সন্তো অমৃতত্বমানশুঃ।
সৌধন্বনাঃ ঋভবঃ সূরচক্ষসঃ সংবৎসরে সমপৃচ্যন্ত ধীতিভিঃ॥"—(ঋক্সং, ১।১১০।৪)

৮) "বহূনি হ বা তদৃভূণাং রূপং"—(ঐতব্রা, ৬।১২)

৯) "গণং দেবানামৃভবঃ সুহস্তাঃ"—(ঋক্সং, ৪।৩৫।৩)

১০) যথা দেখ—ঐতব্রা, ৩।৩০; ৪।৩০, ৩২; ৫।১৯ ইত্যাদি; কৌষীব্রা ১৬।১,২

১১) ঐতব্রা, ৬।১২

১২) ঐতব্রা, ৩।৩০

১৩) কৌষীব্রা, ১৬।১

১৪) "তেভ্যো বৈ দেবা অপৈবাবীভৎসন্ত মনুষ্যগন্ধাৎ" ইত্যাদি।—(ঐতব্রা, ৩।৩০)

১৫) 'বৃহদ্দেবতা', ৩।৮৩—; আরও দেখ 'নিরুক্ত', ১১।১৬।২

১৬) ঋক্সং, ৭।১।২৩

১৭) 'নীতিমঞ্জরী' ১০০ শ্লোক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে, "যজ্ঞেন বৈ দেবাঃ।"[১] তাঁহারা দেব-প্রকৃতির লোক বলিয়াই দেবতা। 'মহাভারতে'ও দেব-প্রকৃতির লোকদিগকে কখন কখন 'দেব' বলা হইয়াছে। যথা,

"ব্রহ্মাদয়ঃ পিশাচান্তা যংহি দেবা উপাসতে।"[২]

'ব্রহ্মা হইতে আরম্ভ করিয়া পিশাচ পর্যন্ত দেবগণ যাঁহাকে (ভগবান্ শিবকে) উপাসনা করেন।' শ্রেণী-দৃষ্টিতে পিশাচশ্রেণীর জীব দেবশ্রেণীর জীব হইতে অত্যন্ত ভিন্ন। পরন্তু পিশাচ-শ্রেণীতেও দেব-প্রকৃতির জীব থাকিতে পারে এবং তাহাদিগকে উক্ত বচনে 'দেব' বলা হইয়াছে। মহান্ পুরুষগণকে ও 'দেব' বলার প্রথা প্রাচীন কাল হইতে প্রচলিত আছে। যথা, কপিলকে কখন কখন 'কপিলদেব', ব্যাসকে 'ব্যাসদেব' বলা হয়। সুতরাং নর ও নারায়ণ ঋষিকে যে 'দেব' বলা হইয়াছে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি আছে? 'হরিবংশে' ঋভুগণ ব্যতীত আরও অনেক দেবগণের উল্লেখ আছে। যথা, কথিত হইয়াছে যে রৈবত মন্বন্তরে (পঞ্চম) পারিপ্লব ও রৈভ্য দেবগণ ("দেবাঃ") ছিলেন। তাঁহারা প্রকৃত পক্ষে অভূতরজঃস্বভাব প্রকৃতি বা সাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। পরন্তু সেই হেতু দেবতা বলিয়া খ্যাত হন।[৩] ষষ্ঠ চাক্ষুষ মন্বন্তরে আপ্তগণ, প্রভূতগণ, ঋভুগণ, পৃথগ্‌ভাবগণ এবং লেখাগণ—এই পাঁচ দেবগণ ("দেবান্", "দিবৌকসঃ", "দেবগণাঃ") বলিয়া স্মৃত হন। উহারা সকলে অঙ্গিরা ঋষির সন্তান ছিলেন;—"মহা ওজস্বী মহাত্মা" ছিলেন।[৪]

'বায়ুপুরাণে' আছে, ধর্ম ঋষির পুত্র নর ও নারায়ণ 'দেবর্ষি' ছিলেন। "ঋষন্তি দেবান্ যস্মাত্তে তস্মাদ্দেবর্ষয়ঃ স্মৃতাঃ" ('যেহেতু তাঁহারা দেবগণকে দর্শন করিতেন, সেইহেতু তাঁহারা 'দেবর্ষি' বলিয়া স্মৃত হন)'।[৫] "দেবলোকপ্রতিষ্ঠাশ্চ জ্ঞেয়া দেবর্ষয়ঃ শুভাঃ" ('যাঁহারা দেবলোকে প্রতিষ্ঠিত তাঁহারাও দেবর্ষি')।[৬] সুতরাং নর ও নারায়ণকে দেবতা ও ঋষি উভয়ই বলা হইয়াছে, মনে করা যায়।

পিতামাতা

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে পুরাকালে স্বায়ম্ভুব (? বৈবস্বত) মন্বন্তরের আদি কৃতযুগে সনাতন বিশ্বাত্মা নারায়ণ নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ—ধর্মের এই চারি আত্মজরূপে জন্মগ্রহণ করেন। ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে তিনি তাঁহার পিতার নিকট উহা শুনিয়াছিলেন।[৭] নারদও বলেন, ভগবান্ নারায়ণ "আত্ম-প্রভাবে"ই ধর্মের গৃহে চতুর্ধা জন্মগ্রহণ করিয়াছেন;

---

১) শতব্রা (মাধ্য), ১।৬।৩।১; আরও দেখ—"যজ্ঞেন হ বৈ দেবাঃ"—(ঐ, ১।৬।৩।২)

২) মহাভা, ১৩।১৪।৪˙২

৩) "দেবাশ্চাভূতরজসস্তথা প্রকৃতয়ঃ"—('হরিবংশ', ১।৭।২৭)

৪) ঐ, ১।৭।৩১˙২—৩২ "ঋষেরঙ্গিরসঃ পুত্রাঃ মহাত্মানো মহৌজসঃ (৩২˙২) টীকাকার নীলকণ্ঠ লিখিয়াছেন গৌড়গণ 'আপ্তগণ' স্থলে 'আপ্যগণ' পাঠ করেন।

৫) 'বায়ুপুরাণে'র (৬১।৮২—৫) মতে, ধর্ম, পুলস্ত্য, পুলহ, ক্রতু, প্রত্যুষ, প্রভাস এবং কশ্যপের পুত্রগণই 'দেবর্ষি'। ধর্মের পুত্র নর ও নারায়ণ, পুলস্ত্যের পুত্র কুবের, পুলহের পুত্র কর্দম, ক্রতুর পুত্র বালখিল্যগণ, প্রত্যুষের পুত্র অচল এবং কশ্যপের পুত্র পর্বত ও নারদ।

৬) ঐ, ৬১।৮৮˙১

৭) মহাভা, ১২।৩৩৪।৮-৯; আরও দেখ—১২।৩৩৪।১৬˙২—১৯˙১; ৩৪৩।৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ ঋষি উহাঁদের অন্যতম।[১] কথিত হইয়াছে যে নর ও নারায়ণ ঋষি স্বয়ং নারদকে বলেন যে "হে দ্বিজোত্তম! আমরা দুই জনে ধর্মের গৃহে জাত হইয়া রম্য বিশালাকে আশ্রয় করত উগ্র তপস্যায় সমাস্থিত আছি।"[২] কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, তাঁহার এক নাম 'ধর্মজ'; উহার উৎপত্তি এই প্রকার হয়, "হে পার্থ! আমি পুরাকালে কোন কারণবশত ধর্মের আত্মজ বলিয়া প্রথিত হই। সেইহেতু, হে কুরুশার্দুল! আমি 'ধর্মজ' বলিয়া স্মৃত।"[৩] ঐ প্রসঙ্গে তিনি এক প্রাচীন আখ্যায়িকাও বিবৃত করেন। উহাতে আছে যে ব্রহ্মা নারায়ণ ঋষিকে লক্ষ্য করিয়া রুদ্রকে বলেন, "যাহা অক্ষর ও অব্যক্ত, তথা যাহাকে ঈশ্বর, লোকভাবন ও কর্তা এবং কূটস্থ, নির্দ্বন্দ্ব ও অকর্তা বলিয়াও লোকগণ জানে, ইনি ব্যক্তিভাবগত তাঁহারই এক শুভ মূর্তি। মহান্ তপস্যা যুক্ত এবং মহাব্রত দেবশ্রেষ্ঠ নর এবং নারায়ণ ধর্মকুলোদ্বহ (রূপে) জাত।"[৪] কোন কোন পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি ধর্মের পুত্র।[৫] 'দেবীভাগবত-পুরাণে'র মতে, হরি, কৃষ্ণ, নর এবং নারায়ণ—এই চারিজন ব্রহ্মার হৃদয় হইতে জাত পুত্র ধর্ম ঋষির ঔরসে এবং দক্ষ-দুহিতার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন; ধর্ম সদা সত্যসম্পন্ন এবং বেদধর্ম-নিরত ব্রাহ্মণ ছিলেন।[৬] পরন্তু দক্ষের ঐ দুহিতার নাম,—নারায়ণ ঋষির মাতার নাম উহাতে উল্লিখিত হয় নাই। অপর কোন কোন পুরাণে তাহা পাওয়া যায়। তবে তৎসম্বন্ধে বিস্তর মতানৈক্য আছে। যথা, '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণের ভাগবতধর্ম-বিবরণে আছে, আদিদেব ভগবান্ নারায়ণ ধর্মের ঔরসে (প্রজাপতি প্রাচেতস) দক্ষের দুহিতা মূর্তির গর্ভে নর ও নারায়ণ ঋষিরূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] উহার অন্যত্র আছে যে ব্রহ্মার মানস পুত্র প্রজাপতি দক্ষ স্বায়ম্ভুব মনু এবং শতরূপার কনিষ্ঠা কন্যা প্রসূতিকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের ষোল কন্যা জন্মে। তন্মধ্যে তেরটিকে তাঁহারা ধর্মঋষিকে বিবাহ দেন। মূর্তি উহাঁদের অন্যতম।[৮] "সর্বগুণের উৎপত্তি (স্থান) মূর্তি নর এবং নারায়ণ ঋষিদ্বয়কে (জন্ম দেন), যাঁহাদের জন্ম হওয়াতে এই সমস্ত বিশ্ব

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৫।১-২

২) মহাভা, ১২।৩৪৪।২০

৩) মহাভা, ১২।৩৪২।১০৬·২—১০৭·১

৪) মহাভা, ১২।৩৪২।১২৫·২—৭

৫) যথা দেখ—কূর্মপু, ২।১।১৯; বামনপু, ২।৪৫; ৩।৬-৭; বায়ুপু, ৬৭।৪১; ৯৮।৭১; ব্রহ্মবৈবর্তপু, ব্রহ্মখণ্ড, ৯।১২। শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৬।৯৫।

৬) দেবীভাগপু, ৪।৫।৯·১—১২; আরও দেখ—স্কন্দপু, ২।৯।২।২৩-৫

৭) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।৪।৬; আরও দেখ—২।৭।৬; ৭।১১।৬

৮) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।১।১, ১১, ৪৭—৮

ধর্ম ঋষি বস্তুতঃ দক্ষের কয় কন্যা বিবাহ করেন তৎসম্বন্ধে মহাভারত পুরাণসমূহে দুই প্রকার মত পরিদৃষ্ট হয়। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র ন্যায়, 'বিষ্ণুপুরাণে' (১।৭।১৭-৯, ২২-২৪·১) এবং 'কূর্মপুরাণে' (১।৮।১৪—) ও আছে যে দক্ষ আপন ১৩ কন্যাকে ধর্ম ঋষিকে বিবাহ দেন। পক্ষান্তরে 'মহাভারতে' ১।৭৫।৪-৯; ১২।২০৭।২২-৩), 'হরিবংশে', (১।২।৪৮; ১।১৩।২৯) এবং 'স্কন্দপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে ধর্ম ঋষি প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের ১০ কন্যাকে বিবাহ করেন। 'বায়ুপুরাণে' উভয় মতের উল্লেখ আছে এবং মন্বন্তর-ভেদে বলিয়া উভয় মতের মধ্যে অবিরোধ স্থাপিত হইয়াছে। উহাতে কথিত হইয়াছে যে স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরের ধর্ম ঋষি দক্ষের ১৩ কন্যাকে বিবাহ করেন (বায়ুপু, ১০।২৫-৬), আর চাক্ষুষ মন্বন্তরের ধর্ম ঋষি প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের ১০ কন্যাকে বিবাহ করেন। (ঐ, ৬৬।২—) নারায়ণ এই শেষোক্ত ধর্ম ঋষির পুত্র এবং তাঁহার মাতার নাম সাধ্যা। (ঐ, ৬৬।১৪) দক্ষের ঐ ১৩ কন্যার তথা ১০ কন্যার, নাম সম্বন্ধেও ঐ সকল গ্রন্থে মতভেদ আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া সর্বপ্রকারে প্রসন্নতা প্রকাশ করে।" ইত্যাদি।[১] 'নারদপুরাণে'র এবং 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণের' মতেও, নর ও নারায়ণ ঋষির মাতার নাম মূর্তি।[২] 'বামনপুরাণে'র মতে, ধর্ম ঋষি বহ্‌বৃচ ব্রাহ্মণ; তাঁহার স্ত্রীর নাম অহিংসা; তাঁহাদের চারি পুত্র—হরি, কৃষ্ণ, নর ও নারায়ণ।[৩] 'স্কন্দপুরাণে' আছে, "নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ,—এই চারিজন ধর্মের পুত্র। তাঁহারা (ভগবান্‌) বিষ্ণুর অংশের অংশ;" তাঁহাদের মাতার নাম সাধ্যা।[৪] 'বায়ুপুরাণে'র মতেও নর ও নারায়ণের মাতার নাম সাধ্যা এবং পিতার নাম ধর্মঋষি।[৫] 'হরিবংশে'র মতে ধর্ম ঋষি ও তাঁহার স্ত্রী সাধ্যার পুত্র সাধ্যগণ[৬] এবং নারায়ণ ঐ সাধ্যগণের অন্যতম ("নারায়ণশ্চ সাধ্যানাং")।[৭] সুতরাং তাহাতে ইহা স্বীকৃত হইয়াছে যে নারায়ণ ধর্ম ঋষি ও সাধ্যার পুত্র। যাহা হউক, নর ও নারায়ণ ঋষির মাতার নাম সম্বন্ধে এই প্রকার মতভেদ থাকিলেও, তাঁহারা যে ধর্ম ঋষির পুত্র ছিলেন, এই বিষয়ে সকল পুরাণ, তথা 'মহাভারত' এবং উহার পরিশিষ্ট 'হরিবংশ', একমত। তাঁহারা যে চারি ভাই ছিলেন,— নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ, তৎসম্বন্ধেও অনেকে একমত দেখা যায়।

'বায়ুপুরাণে' বর্ণিত হইয়াছে যে ব্রহ্মার মুখোৎপন্ন 'জয়' নামে খ্যাত "মন্ত্রশরীর" দেবগণ ব্রহ্মশাপবশত প্রতি মন্বন্তরে জন্মগ্রহণ করেন। উহাঁরা স্বায়ম্ভুব মন্বন্তরে 'অজিত' নামে, স্বারোচিষ মন্বন্তরে 'তুষিত' নামে, উত্তম মন্বন্তরে 'সত্য' নামে, তামস মন্বন্তরে 'হরি' নামে, রৈবত মন্বন্তরে 'বৈকুণ্ঠ' নামে, এবং চাক্ষুষ মন্বন্তরে 'সাধ্য' নামে খ্যাত হন। ঐ সাধ্য দেবগণ ধর্ম ঋষির ঔরসে এবং প্রাচেতস দক্ষের কন্যা সাধ্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। নর ও নারায়ণ উহাঁদের অন্যতম। বিপশ্চিৎ ইন্দ্র এবং সত্য হরি নামে স্বারোচিষ মন্বন্তরে তুষিত দেবদ্বয়ই চাক্ষুষ মন্বন্তরে নর এবং নারায়ণ নামক সাধ্য দেবদ্বয়রূপে পুনরায় জন্মগ্রহণ করেন।[৮] অদিতি-নন্দন শতক্রতু এবং বিষ্ণু বৈবস্বত মন্বন্তরে নর এবং নারায়ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৯] তাহাতে এই প্রবাদের আভাষ আছে বলিয়া মনে হয়—নর এবং নারায়ণ প্রতি মন্বন্তরেই ছিলেন।

'মহাভারতে'র এক স্থলে আছে, পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, "নারায়ণ নামে যে বিশ্বকৃৎ পূর্ববর্তীদিগেরও পূর্বজ তিনি কার্যার্থ ধর্মের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।"[১০] তিনি অতীব কঠোর তপস্যা করেন ?

"তস্যৈব তপসা জাতং নরং নাম মহামুনিম্।
তুল্যমেতেন দেবেন............... ॥"[১১]

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।১।৫২'২— ২) নারদপু, ২।৬৭।৪, ব্রহ্মবৈবর্তপু, ব্রহ্মখণ্ড ৯।১২

৩) বামনপু, ৬।১—২'১ অন্যত্র আছে যে সনৎকুমার, সনাতন, সনক এবং সনন্দন—'যোগশাস্ত্র বিচারক' এই চারি মহাত্মাও ধর্মের এবং তাঁহার ভার্যা অহিংসার পুত্র। (৬০।৬৮-৯)

৪) স্কন্দপু, ৫।৩।১৯২।৯'১-১০

৫) বায়ুপু, ৬৬।১৪ ; আরও দেখ—৬৭।৪১ ; ৯৮।৭১ ; পূর্ব পৃষ্ঠার ৯ম পাদটীকা।

৬) 'হরিবংশ', ১।৩।৩২'১ আরও দেখ—৩।১৫।৩৪-৫, ৪৪

৭) 'হরিবংশ', ১।৪।৭'২

৮) বায়ুপু, ৬৬।২—, ৬৪— ৯) ঐ, ৬৬।৫১

১০) মহাভা, ৭।২০১।৫৭ ১১) মহাভা, ৭।২০১।৮৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ মহামুনি নর নারায়ণ দেবেরই তপস্যার প্রভাবে তাঁহার সমান হয়। কেহ কেহ এই উক্তির এই অর্থ করেন যে নর ও নারায়ণেরই তপস্যা দ্বারা উৎপন্ন এবং তাঁহার সমান। তাহা হইতে মনে হইবে যে নর ঋষি প্রকৃতপক্ষে ধর্ম ঋষির পুত্র নহে,—তাঁহার পুত্র নারায়ণের তপস্যা হইতে উৎপন্ন এবং উহার সমান বলিয়া তাঁহার পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকেন। পরন্তু ঐ অর্থ সমীচীন নহে। কেননা, তাহাতে 'মহাভারতে'র তথা পুরাণসমূহের, অপর বহু সুস্পষ্ট উক্তির সঙ্গে বিরোধ হয়।[১]

ধর্ম ঋষি "প্রজাপতি" বলিয়া স্মৃত, তথা "সেই দেবের সনাতনী মর্যাদার পূজাপরায়ণ", একবিংশ মহান্ ব্যক্তির অন্যতম।[২]

তপস্যা

'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ ধর্ম ঋষির এই চারি পুত্রের মধ্যে নর ও নারায়ণ তপস্যায় অধিষ্ঠিত হন, অপর দুই পুত্র হরি ও কৃষ্ণ কোন কারণান্তর বশতঃ ধর্মে স্থিত হন।[৩] 'বামনপুরাণে'র মতে, হরি ও কৃষ্ণ নিত্য যোগাভ্যাসে রত হন। সৌম্য পুরাণঋষিসত্তমদ্বয় নর ও নারায়ণ জগতের হিত কামনায় তপস্যা করেন।...তাঁহারা পরব্রহ্মকে উপাসনা করিতেন।"[৪] 'দেবীভাগবত পুরাণে'ও প্রায় সেই কথা আছে।[৫] 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে "মহাত্মা নর ও নারায়ণ ঋষি উভয়েই অনির্দেশ্য ঘোর তপস্যা করিতেন।"[৬] তাঁহারা "অব্যয় তপ", "সুমহৎ তপ", "উগ্র তপ", "উত্তম তপ" করিতেন।[৭] পরমর্ষি ব্যাস নারায়ণ ঋষির তপস্যার কিঞ্চিৎ বিশদ বর্ণনা করিয়াছেন। "উজ্জ্বল আদিত্য সন্নিভ মহাতেজস্বী তিনি হিমগিরিতে আস্থিত থাকিয়া ঊর্ধ্ববাহু হইয়া তীব্র তপস্যা করেন। অরবিন্দনেত্র তিনি ৬৬ হাজার বৎসর পর্যন্ত বায়ু ভক্ষণ করত (তপস্যা করিয়া) শরীর শুষ্ক করিয়া ফেলেন। অনন্তর উহার দ্বিগুণ কাল ধরিয়া অপর এক তপস্যা করিয়া তিনি (এত তেজোময় হন যে) পৃথিবী এবং স্বর্গের অন্তর্বর্তী স্থান (স্বীয়) তেজ দ্বারা সমভাবে পূর্ণ করেন।"[৮] ভীষ্ম বলেন তপস্যা হেতু তাঁহাদের অঙ্গে জ্যোতি এত বাড়ে যে এমন কি দেবতাগণও অতিকষ্টে তাঁহাদিগকে নিরীক্ষণ করিতে পারিতেন। (আর অপর সকলের মধ্যে) যাহাকে তাঁহারা প্রসাদ করিতেন কেবল সেই তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ হইত।[৯] তাঁহাদিগের অত্যুজ্জ্বল অঙ্গজ্যোতির বর্ণনা অপরেও করিয়াছেন। এক স্থলে আছে, উঁহারা প্রজ্বলিত তেজ দ্বারা সমস্ত ব্যাপ্ত করেন, দ্যুলোককে ও ভূলোককে উদ্ভাসিত করেন এবং

---

১) বামনপু, ২।৪৯-৫১ দেখ
২) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৫-৭ পরে দেখ ; আরও দেখ—১।৬৬।৩২-৩।
৩) মহাভা, ১২।৩৩৪।১৬'২—১৯'১
৪) বামনপু, ৬।২'২-৪
৫) দেবীভাগপু, ৪।৫।২২-৪
৬) মহাভা, ৫।৯৬।১৫
৭) মহাভা, ১২।৩৪২।১০৭ ; ৩৪৩।৩৪ ; ৩৪৪।২০ ; ৩৪৬।৪ দেখ।
৮) মহাভা, ৭।২০১।৫৮—৯০
৯) মহাভা, ১২।৩৩৪।১২-১৩'১ ; স্কন্দপু, ২।৯।২।২৬-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মেন্দ্রাদি দেবতাগণেরও তেজ হরণ করেন।[১] অন্যত্র আছে, "দেবতাগণ, ঋষিগণ, কিংবা মহাত্মাগণও তাঁহাদিগকে দর্শন করিতে সমর্থ নহেন",[২] "তাঁহারা তেজে সর্বলোক প্রকাশক সূর্য হইতেও অত্যন্ত অধিক ছিলেন।"[৩] 'কূর্মপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে কোন সময়ে সনকসনৎ-কুমারাদি মুনিগণ পরস্পর বিচার করিয়াও পরমগুহ্য অধ্যাত্মতত্ত্ব বিষয়ে চিত্তের সমস্ত সংশয় সম্যক্ বিদূরিত করিতে অসমর্থ হইয়া পুণ্য বদরিকাশ্রমে গিয়া ঘোর তপস্যা করেন। তাহার ফলে তাঁহারা তাপসবেশধারী নারায়ণ ঋষিকে, নরের সহিত, দর্শন করেন। তখন তাঁহারা প্রহৃষ্ট হইয়া পুরুষোত্তম নারায়ণের শরণাপন্ন হন এবং তাঁহাদের মনের সংশয় ছেদন করিতে প্রার্থনা করেন। তাহা শুনিয়া নারায়ণ তাপসবেশ পরিত্যাগ করত তেজোময় স্বীয় রূপে সংস্থিত হন। তিনি অত্যুজ্জ্বল এবং বিমল প্রভামণ্ডল দ্বারা মণ্ডিত হন। তাঁহার জ্যোতি এত উজ্জ্বল হইল যে নর ঋষি তৎক্ষণ হইতেই দৃষ্ট হইলেন না।[৪]

'স্কন্দপুরাণে' আছে, "নর ও নারায়ণ গন্ধমাদন পর্বতে আত্মাতে আপনাকে আধান করত পরম তপস্যা করেন। বহু তপ পরায়ণ ঐ মহাত্মাদ্বয় যোগ যুক্ত হইয়া আপন কারণ, (পরন্তু স্বয়ং) অকারণ, তথা অনির্দেশ্য, অপ্রতর্ক্য, অনন্তর এবং অনৌপম্য, বাসুদেবকে ধ্যান করত আস্থিত থাকেন।"[৫]

নর ও নারায়ণ ঋষির তপস্যার হেতুও কোন কোন পুরাণে নির্দেশিত হইয়াছে। যথা,—'স্কন্দপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা „পৃথিবীতে মনুষ্যগণের কল্যাণেরই উদ্দেশ্যে ('ক্ষেমায়ৈব নৃণাং ভুবি') তপস্যা করেন ;"[৬] "তাঁহারা সর্বপ্রাণীর হিতার্থ উগ্র তপস্যা করেন।"[৭] পরে বিবৃত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি স্বয়ং বলেন, "তদাদেশিতবর্ত্মানৌ জগদ্‌বোধায় দেহিনাম্" ('মনুষ্য-দিগকে জগতের (যথার্থ স্বরূপের) বোধ করাইতে আমরা তাঁহার (বাসুদেবের) আদিষ্ট মার্গে স্থিত আছি') ;[৮] "আমাদের তপশ্চর্যা ভোগ-কারণ বশত কিংবা অপ্রাপ্ত ফল প্রাপ্তির আকাঙ্ক্ষায় নহে। জগৎকে পালনে উদ্যত হইয়া আমি, নরের সহিত, (তপস্যা) করিতেছি। আমি জগতে সন্মার্গ প্রদর্শন করিব।"[৯] "জগতের উপকারার্থই আমি অবতীর্ণ হইয়াছি।"[১০] 'দেবী-ভাগবতপুরাণে' আছে, "ধর্মপুত্র পুরাণঋষিসত্তম মহাত্মা নরদেব ও নারায়ণদেব পুণ্য বদ-রিকাশ্রমে বহু বৎসর উত্তম তপশ্চর্যা করেন। বিষ্ণুর অংশ সেই মুনিদ্বয় জগতের কল্যাণার্থ নিরাহার, জিতাত্মা এবং জিতষড়্‌গুণ হইয়া উত্তম তপশ্চর্যা করেন।"[১১] কিঞ্চিৎ পরে আবার কথিত হইয়াছে যে তাঁহারা "মুক্ত্যর্থ উগ্র তপশ্চর্যা করিয়াছিলেন।"[১২] 'বামনপুরাণের এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা "জগতের হিতকামনায় ('জগতো হিতকাম্যয়া') তপস্যা করেন।"[১৩]

---

১) মহাভা, ৫।৪৯।৫, ৭
২) মহাভা, ৩।৪৭।১২'১
৩) মহাভা, ১২।৩৪৩।৩৫'১
৪) কূর্মপু, ২।১।১৬—৩০
৫) স্কন্দপু, ৫।৩।১৯২।১১—১৬'১
৬) স্কন্দপু, ২।৯।২।২৩-৫
৭) ঐ, ৫।১।৫।৪
৮) ঐ, ৫।৩।১৯২।৬৭'২
৯) ঐ, ৫।৩।১৯২।৯০-১
১০) ঐ, ৫।৩।১৯২।৯৪'১
১১) দেবীভাগপু, ৪।১।১২'২-১৪
১২) ঐ, ৪।১।১৭'১
১৩) বামনপু, ৬।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহার অন্যত্র আছে, ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং দানবরাজ প্রহ্লাদকে বলেন,

"সোঽহং দানবশার্দূল লোকানামনুকম্পয়া।
ধর্মপ্রবর্তনার্থায় তপশ্চর্যাং সমাস্থিতঃ ॥"[১]

'হে দানবশার্দূল। আমি (নারায়ণ ঋষি রূপে) লোকগণের প্রতি অনুকম্পা বশত ধর্মপ্রবর্তনার্থ তপশ্চর্যায় সমাস্থিত (হইয়াছি)।' 'নারদপুরাণে'র মতে ভগবান্ ঋষি নর ও নারায়ণ "লোকসমূহের স্থিতির জন্যই কল্পের প্রারম্ভ হইতে তপস্যায় আস্থিত আছেন।[২]

মহাভারতে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে নারায়ণ ঋষি "লোকহিতার্থ"ই স্বেচ্ছায় ধর্ম ঋষির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন; "লোকহিতাধিবাস।"[৩] সুতরাং তিনি যাহা কিছু করেন তাহা লোকহিতার্থই বলিয়া মনে করিতে হইবে। অতএব তাঁহার তপস্যার অভিপ্রায়ও তাহাই হইবে।

সর্বজ্ঞতালাভ

"অনুত্তম সর্বকৃচ্ছ্র" তপশ্চর্যার ফলে নর ও নারায়ণ ঋষি সর্বজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহারা স্বয়ং নারদকে বলেন যে ত্রিভুবনে চর ও অচর সকলের মধ্যে শুভ ও অশুভ যাহা কিছু অতীতে হইয়া গিয়াছে, বর্তমানে (ঐ সময়ে) হইতেছে, তথা ভবিষ্যতে হইবে তৎসমস্তই তাঁহাদের সংবিদিত; সেই কারণেই তাঁহারা গন্ধমাদন পর্বতে আপন আশ্রমে থাকিয়াই শ্বেতদ্বীপে ভগবান বাসুদেবের সম্মুখে নারদকে দেখিয়াছেন এবং তথায় থাকিতে তিনি আপন মনে মনে যে সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, তাহাও জানিয়াছেন।[৪]

আশ্রম

নর ও নারায়ণ ঋষি হিমালয়স্থ গন্ধমাদন পর্বতে বদর্যাশ্রমে বা বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিতেন।[৫] ত্রিলোকে বিখ্যাত তাঁহাদের পুণ্য আশ্রম 'বিশালা' নামে এক বিরাট বদরী বৃক্ষের সন্নিকটে ছিল।[৬] সেই হইতে উহা 'বদর্যাশ্রম' নামে খ্যাত হয়। তাঁহাদের নাম অনুসারে উহা "নর-নারায়ণাশ্রম" বা "নর-নারায়ণ-স্থান",[৭] সংক্ষেপে "নারায়ণাশ্রম" বা "নারায়ণ-স্থান"[৮] নামেও খ্যাত হয়। কথিত হইয়াছে যে তথায় গঙ্গা ছিল। উহা পূর্বে শীতজলবাহী ছিল, পরে উষ্ণজলবাহী হয়। ঐ বদরী বৃক্ষের আশে পাশে স্বর্ণসিকতা ছিল।[৯] এক স্থলে বর্ণিত হইয়াছে যে মহর্ষি কাশ্যপের আশ্রম রম্যা মালিনী নদীর দ্বারা তেমন অলঙ্কৃত ছিল যেমন নর-নারায়ণ স্থান গঙ্গা দ্বারা উপশোভিত ছিল।[১০] এইরূপে জানা যায় যে তাঁহাদের

১) ঐ, ৮।৪১
২) নারদপু, ২।৬৭।৫-৬
৩) মহাভা, ১২।৩৩৫।১-২
৪) মহাভা, ১২।৩৪৪।২২-৪
৫) মহাভা, ৩।৪০।১; ৪৭।১২; ৫।১১১।৪; ১২।১২৭।২-৫; ৩৩৪।১০ ইত্যাদি।
৬) মহাভা, ৩।৯০।২৫; ৩।১৪৫।১৯-২২; ১৫৬।১০; ১২।১২৭।৩ ইত্যাদি।
৭) মহাভা, ৩।১৪৫।২৬,৪১; ৩।১৫৬।১০, ১৪, ২০; ৩।১৪১।২৩ ইত্যাদি।
৮) মহাভা, ৩।১৫৮।১; ১৭৭।৯ ইত্যাদি।
৯) মহাভা, ৩।৯০।২৫-৬; আরও দেখ—৩।৪৭।১২-৩
১০) মহাভা, ১।৭০.২৯

২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বদর্যাশ্রম গঙ্গাতীরে অবস্থিত ছিল।[১] কোথাও কোথাও উক্ত হইয়াছে যে উহা আকাশ গঙ্গা।[২] আবার কোথাও আছে যে উহা ভাগীরথী।[৩] 'বামনপুরাণে'র এক স্থলে আছে "নরনারায়ণ-স্থান বদরিকাশ্রমে" সরস্বতী নদী ছিল,[৪] পরন্তু অপর স্থলে আছে যে তথায় গঙ্গা ছিল।[৫] বর্তমান বদরিকাশ্রম অলকানন্দা নদীর উপরে, গঙ্গা নদীর তীরে নহে। অলকানন্দাকেই ঐ 'মহাভারতে'র ঐ সকল স্থলে 'গঙ্গা' বলা হইয়াছে বোধ হয়। '(বিষ্ণু)ভাগবত পুরাণে'র উক্তি হইতে তাহা পরিষ্কার জানা যায়।[৬] বর্তমান সময়েও উত্তরাখণ্ডের সমস্ত নদীকে তত্রত্য জনগণ গঙ্গা বলে। তাহাদের প্রয়োগ অনুসারে 'গঙ্গা' শব্দ 'নদী' শব্দের পর্যায়বাচক। ......কথিত হইয়াছে যে বদরিকাশ্রমে বৈহায়স হ্রদ ছিল।[৭]

'মহাভারতে' ইহাও এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে নর ও নারায়ণ ঋষি আর্চীক পর্বতেও তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তথা হইতে তাঁহারা "সনাতন স্থান" প্রাপ্ত হন।[৮] অন্যত্র আছে, হিমালয়স্থ কৈলাস পর্বতের উত্তরে মৈনাক পর্বতের সন্নিকটে হিরণ্যশৃঙ্গ নামে এক মহামণিময় সুমহান্ গিরি ছিল। উহার পাশে বিন্দুসর নামক এক রম্য সরোবর ছিল। নর ও নারায়ণ ঋষি কল্পান্তে এইখানে উপাসনা করেন।[৯] 'দেবীভাগবতপুরাণে' আছে যে তাঁহারা নৈমিষারণ্যেও তপস্যা করিয়াছিলেন।[১০] এইরূপে জানা যায় যে নর ও নারায়ণ ঋষি প্রধানতয়া বদরিকাশ্রমে তপস্যা করিলেও, অপর কোন কোন স্থানেও কখন কখন তপস্যা করিয়াছিলেন।

নারায়ণের অবতার

উপরে উল্লিখিত হইয়াছে যে বিশ্বস্রষ্টা ভগবান্ নারায়ণই নর ও নারায়ণ, তথা হরি ও কৃষ্ণ, রূপে জন্মগ্রহণ করেন। সুতরাং তাঁহারা নারায়ণের অবতার। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র যেখানে যেখানে ভগবানের অবতারসমূহের বর্ণনা আছে, সেখানে সেখানে নর ও নারায়ণের নামোল্লেখ আছে।[১১] উহার অপর কোন কোন স্থলেও তাহার উল্লেখ আছে।[১২] কখন কখন তাঁহাদিগকে "ভগবানের রূপ" বা "মূর্তি" বলা-হইয়াছে।[১৩] 'দেবীভাগবতপুরাণে' তাঁহাদিগকে "হরির অংশ" "বৈষ্ণবাংশ" "নরহরির পরমাংশ" প্রভৃতি বলা হইয়াছে;[১৪] বিষ্ণুর অবতার বর্ণনাতেও আছে ধর্মপুত্র নর ও নারায়ণ বিষ্ণুর অবতার।[১৫] 'স্কন্দপুরাণে'র মতে নরনারায়ণাদি

---

১) আরও দেখ—মহাভা, ৬।৪৭।১৩ ; ৩।১৪২।৮ ইত্যাদি
২) মহাভা, ৩।১৪২।১১
৩) মহাভা, ৬।১৪৫।৫০-২
৪) বামনপু, ২।৪৩
৫) বামনপু; ৬।৪
৬) (বিষ্ণু)ভাগপু; ১১।২৯।৪১-২
৭) মহাভা, ১২।১২৭।৩
৮) মহাভা, ৩।১২৫।১৯-২
৯) মহাভা, ২।৩।৯·২—১০ ও ১৫
১০) দেবীভাগপু, ৪।৯।১—
১১) [বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৩।৯ ; ২।৭।৬ ; ১১।৪।৬
১২) যথা দেখ—ঐ, ৪।১।৫৬, ৭।১১।৫-৬
১৩) ঐ, ১২।৮।৩৫-১ ও ৪১·১ দেখ।
১৪) দেবীভাগপু, ৪।১।১৪, ৪।৫।১৫·১ ; ৪।১০।১·২ আরও দেখ—৪।৬।৪১·১ ; ৯।৫৩·২
১৫) দেবীভাগপু, ৪।১৬।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চারি ভাই "বিষ্ণুর অংশের অংশ"।[১] 'হরিবংশে' আছে যে ভগবান্ বিষ্ণু সুদারুণ তপস্যা করত নিজ আত্মাকে নর ও নারায়ণ নামে দ্বিধা করেন।[২] 'মহাভারতে' বর্ণিত হইয়াছে যে শ্বেতদ্বীপে বিশ্বরূপধর ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলেন, "হে দ্বিজ! আমার এই শ্রেষ্ঠ তনুসমূহ ধর্মগৃহে জাত (হইয়াছে)। তুমি সতত তাহাদিগকে ভজন কর।"[৩] সংস্কৃত 'তনু' শব্দ যেমন 'শরীর' অর্থে তেমন 'মূর্তি' (বা ঘনীভূত কিম্বা ব্যক্ত রূপ) অর্থেও ব্যবহৃত হয়। সুতরাং নর ও নারায়ণ ভগবান্ নারায়ণের মূর্তি বা ব্যক্ত রূপ। পরে অর্জুনের সহায়ে তাঁহার কৃষ্ণ-প্রাদুর্ভাবের কর্মসমূহের বর্ণনা প্রসঙ্গে ভগবান্ নারদকে বলেন, "এই প্রকারে লোকে বলিবে যে ঈশ্বর নর ঋষি ও নারায়ণ ঋষি লোককার্যার্থ উদ্যোগী হইয়া ক্ষত্রিয়গণকে দগ্ধ করিতেছেন।"[৪] তাহাতেও তিনি প্রকারান্তরে নারায়ণ ঋষিকে তাঁহার রূপ বলিয়াছেন। অন্যথা তাঁহার প্রাদুর্ভাব নারায়ণ ঋষির প্রাদুর্ভাব হইত না। নর ও নারায়ণ ঋষি স্বয়ং শ্বেতদ্বীপস্থ ভগবান্ নারায়ণকে তাঁহাদের "আত্মা" "পরা প্রকৃতি" ও "যোনি" বলিয়াছেন।[৫] 'গরুড়পুরাণে' আছে, "(ভগবান্) হরি চতুর্থবারে ধর্মসংরক্ষণার্থ নরনারায়ণ হইয়া তপস্যা করেন। তিনি সুরাসুরগণ দ্বারা পূজিত হন।"[৬]

'বায়ুপুরাণে'র মতে শতক্রতু এবং বিষ্ণুই বৈবস্বত মন্বন্তরে নর এবং নারায়ণ দেবতাদ্বয় রূপে উৎপন্ন হন।[৭]

পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের মধ্যে "সাত্ত্বতসংহিতা'র মতে ভগবান্ বাসুদেবের ৩৯ মুখ্য প্রাদুর্ভাবের চারটি নর, নারায়ণ, হরি এবং কৃষ্ণ। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় তাহা স্বীকৃত হইয়াছে। পরন্তু 'পৌষ্করসংহিতা'র মতে উহাঁরা মুখ্য প্রাদুর্ভাব নহে, 'প্রাদুর্ভাবোত্তর'। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান বিষ্ণু ভগবান্ বাসুদেবের শাশ্বত প্রাদুর্ভাব এবং নরনারায়ণাদি চারি জন বিষ্ণুর প্রাদুর্ভাব; প্রাদুর্ভাবের প্রাদুর্ভাব বলিয়া উহাঁরা প্রাদুর্ভাবোত্তর। ঐ বিষয়ে 'বিষ্বক্‌সেনসংহিতা'র মত আরও ভিন্ন।[৮]

স্বয়ং নারায়ণ

পরে পরে নারায়ণ ঋষি স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ বলিয়া পরিগণিত হইতে থাকেন। যথা, বদরিকাশ্রমে দেবর্ষি নারদ "মহাদেব" নারায়ণ ঋষিকে বলেন, "সাঙ্গোপাঙ্গ বেদসমূহে এবং পুরাণসমূহে তুমি অজ এবং শাশ্বত ধাতা ও মাতা, তথা অনুত্তম অমৃত, বলিয়া গীত হও। ভূত

১) স্কন্দপু, ৫।৩।১৯২।১০'১, ৬৫-৭; আরও দেখ—২।৯।২।২৩'২-৪

২) 'হরিবংশ', ৩।৭৬।২১

৩) মহাভা, ১২।৩৩৯।১৪

৪) মহাভা, ১২।৩৩৯।১০০

৫) "তাং যৌনিং আবয়োর্বিদ্ধি যোঽসৌ সদসদাত্মকঃ।… …আত্মা হি নঃ স বিজ্ঞেয়ঃ"—(মহাভা, ১২।৩৩৪।৩২-৩)

"শ্বেতদ্বীপে ত্বয়া দৃষ্টা আবয়োঃ প্রকৃতিঃ পরা।" [মহাভা, ১২।৩৪৩।৪৭'১)

নারদ নারায়ণ ঋষিকে বলেন—

"গচ্ছামি দ্রষ্টুং প্রকৃতিং তবাদ্যাম্" (মহাভা, ১২।৩৩৫।২'২)

৬) গরুড়পু, ১।১।১৭

৭) বায়ুপু, ৬৬।৬২

৮) পূর্বে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভবিষ্যৎ এবং এই সর্বজগৎ তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। হে দেব! এই সৃষ্টিতে গার্হস্থ্যমূলক চারি আশ্রম (নিবাসী লোকগণ) নানামূর্তিতে সমাস্থিত তোমাকে অহরহ যজন করে। তুমি সর্ব-জগতের পিতা, মাতা এবং শাশ্বত গুরু”[১] কৃষ্ণ বলিয়াছেন, নারায়ণ ঋষি বিশ্বাত্মা;[২] তিনি জগতের ঈশ্বর হরি।[৩] ধৌম্য ঋষি বলেন, নারায়ণ ঋষি ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান—এই তিন কাল; শাশ্বত নারায়ণ, প্রভু, বিষ্ণু এবং পুরুষোত্তম; তিনি সনাতন পরমাত্মা; পরম দেব, ভূতদিগের পরমেশ্বর, পরম শাশ্বত ধাতা, এবং পরমপদ।[৪] অন্যত্র আছে, পুরাণ ঋষিসত্তমদ্বয় নর ও নারায়ণ “জগতের স্রষ্টাদ্বয়”; উহাঁরা জগতের নিয়ন্তা, উহাঁদের নিয়ন্তা কেহই নাই।[৫] “নর ও নারায়ণ নিশ্চয় সর্বজ্ঞ এবং সর্বভূতের সংহার-কর্তা। সেই প্রভুকে দেবগণ ‘বৈকুণ্ঠ’ এবং মনুষ্যগণ ‘বিষ্ণু’ বলে।”[৬]

‘বিশ্বোপাখ্যানে’ ইহার প্রকৃষ্ট বিবরণ আছে।[৭] তাহাতে বর্ণিত হইয়াছে যে পুরাকালে কোন সময়ে সমস্ত দেবতাগণ এবং ঋষিগণ গন্ধমাদন পর্বতে পিতামহ ব্রহ্মার নিকটে সমবেত হন। ঐ সময়ে প্রজাপতি আকাশে তেজে জাজ্জ্বল্যমান এক বিমান দেখেন। ধ্যান দ্বারা তিনি বুঝিতে পারেন যে উহাতে “পরমেশ্বর পুরুষ” বিরাজমান আছেন। তখন ব্রহ্মা তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উহাঁকে নমস্কার করেন। অনন্তর যথাবৎ অভ্যর্চনা করত তিনি উহাঁকে স্তুতি করিতে থাকেন, “তুমি বিশ্বাবসু, বিশ্বমূর্তি, বিশ্বেশ, বিষ্বক্‌সেন, বিশ্বকর্মা, বশী এবং বিশ্বেশ্বর বাসুদেব। সেইহেতু আমি যোগাত্মা দেবতা তোমার শরণ গ্রহণ করিতেছি। হে বিশ্বমহাদেব! জয়। হে লোকহিতে রত! জয়। হে যোগীশ্বর বিভু! জয়। হে যোগ-পরাবর! জয়। হে পদ্মগর্ভবিশালাক্ষ! জয়। হে লোকেশ্বরেশ্বর! জয়। হে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের নাথ। জয়।···হে সুদুষ্পার শার্ঙ্গধনুর্ধর নারায়ণ! জয়। হে সর্বগুণোপেত নিরাময় বিশ্বমূর্তি! জয়।” ইত্যাদি।[৮] “দ্যুলোক তোমার শির, ধরা দেবী তোমার চরণ, চন্দ্রসূর্য তোমার চক্ষু, দিক্‌সমূহ তোমার বাহু, আমি তোমার মূর্তি, দেবগণ তোমার শরীর,” ইত্যাদি।[৯] “হে যোগযোগীণ! তোমার সংখ্যান, পরিমাণ, তেজ, পরাক্রম, বল ও উৎপত্তি আমরা জানি না। হে দেব! হে বিষ্ণু! ত্বদ্ভক্তিনিরত এবং তোমাকে সমাশ্রিত হইয়া আমরা সদা নিয়মপূর্বক পরমেশ ও মহেশ্বর তোমাকে অর্চনা করি।”[১০] উপসংহারে ব্রহ্মা “দৈত্যদিগের বধার্থ, ধর্মের সংস্থাপনার্থ এবং জগতের ধারণার্থ” যদুবংশে জন্মগ্রহণ করিতে ঐ বাসুদেবের নিকট প্রার্থনা করেন।[১১] “লোকসমূহের ঈশ্বরদিগের ঈশ্বর ভগবান্ দেব” ব্রহ্মার ঐ প্রার্থনায় স্বীকৃত হন।[১২] দেবতাগণ এবং ঋষিগণ এতক্ষণ ব্রহ্মার দেখাদেখি করজোড়ে দাঁড়াইয়াই ছিলেন। ব্রহ্মা কাঁহাকে স্তুতি করিতেছিলেন তাঁহারা ঠিক ঠিক বুঝিতে পারেন নাই। সুতরাং

১) মহাভা, ১২।৩৩৪।২৫-২৭-১
২) মহাভা, ১২।৩৪২।১১৫·১
৩) মহাভা, ১২।৩৪২।১৩২·২
৪) মহাভা, ৩।৯০।২৪, ২৮-৩০
৫) মহাভা, ৮।৮৭।৭৮·২—৭৯
৬) মহাভা, ৬।৮।২১·২-২২
৭) মহাভা, ৬।৬৫—৬৬ তম অধ্যায়
৮) মহাভা, ৬।৬৫।৪৭—
৯) মহাভা, ৬।৬৫।৫৯—
১০) মহাভা, ৬।৬৫।৬২-৩
১১) মহাভা, ৬।৬৫।৬৮—
১২) মহাভা, ৬।৬৬।১-২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি বিনয় সহকারে প্রণাম করত বরিষ্ঠ বাক্যে কাঁহাকে স্তুতি করিতেছিলেন। ব্রহ্মা উত্তর করেন, "হে সুরর্ষভগণ! যিনি 'তৎ'(পদবাচ্য) পরব্রহ্ম, যিনি পরম পদ, এবং যিনি (ভূত), ভবিষ্যৎ ও বর্তমান এবং তাহা হইতেও পর, তথা যিনি ভূতাত্মা এবং প্রভু, (আমার উপর) প্রসন্ন তাঁহার সহিত আমি সংবাদ করিয়াছি। বাসুদেব বলিয়া প্রসিদ্ধ সেই জগৎপতির নিকট আমি প্রার্থনা করিয়াছি যে জগতের অনুগ্রহার্থ মানুষরূপ ধারণ কর; অসুরদিগকে বধার্থ পৃথিবীতে উৎপন্ন হও।' যে সকল দৈত্য, দানব ও রাক্ষসগণ (পূর্বে তাহা কর্তৃক) যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল, তাহারা এখন মনুষ্যলোকে ঘোররূপ এবং মহাবল হইয়া উৎপন্ন হইয়াছে। তাহাদের বধার্থ বশী ভগবান (নারায়ণ), নরের সহিত, মনুষ্যরূপে জন্মগ্রহণ করত মহীতলে বিচরণ করিবেন।"[১] এই উত্তর হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে ব্রহ্মা পূর্বে নারায়ণ ঋষিকেই স্তুতি ও প্রার্থনা করিয়াছেন। সুতরাং তিনি উঁহাকে পরব্রহ্ম, ভগবান বিষ্ণু, নারায়ণ বাসুদেব হইতে অভিন্ন মনে করিতেন। পুরাণসমূহেও নারায়ণ ঋষি জগতের সৃষ্ট্যাদি-কর্তা ভগবান নারায়ণ স্বয়ং বলিয়া পরিগণিত। যথা 'কূর্মপুরাণে' ভগবান নারায়ণ ঋষি সনাতন বিশ্বাত্মা; সাক্ষাৎ নারায়ণ স্বয়ং, পুরাণ অব্যক্ত পুরুষ।[২] '(বিষ্ণুভাগবতপুরাণে' মহর্ষি মার্কণ্ডেয়-কৃত নর ও নারায়ণ ঋষির স্তুতিতে আছে যে তিনি স্বয়ং ভগবান; তিনি জগৎ সৃষ্টি করেন; (মৎস্যাদি) নানা মূর্তিধারণ করত উহাকে রক্ষা করেন; জীবগণের পালন, দুঃখনিবৃত্তি ও মৃত্যুজয়ের বা মুক্তির নিমিত্ত নর ও নারায়ণ মূর্তিদ্বয় ধারণ করেন; এবং পরে সমস্তকে ঊর্ণনাভির ন্যায় পুন গ্রাস করেন।[৩] "সেই ভগবান, ভূমা-পুরুষ, পরদেবতা, বিশ্বগুরু, বিশ্ব(রূপ), শুদ্ধস্বরূপ, বাণী-নিয়ামক এবং নিগমেশ্বর নারায়ণ ঋষিকে ও নরোত্তমকে (=নর-ঋষিকে) নমস্কার।" 'বামনপুরাণে' আছে, ভগবান বিষ্ণু স্বয়ং প্রহ্লাদকে বলেন যে তিনি নারায়ণ ঋষি রূপে "লোকগণের প্রতি অনুকম্পা বশত ধর্মপ্রবর্তনার্থ তপশ্চর্যায় সমাস্থিত আছেন।[৪] তাঁহার পরামর্শে প্রহ্লাদ বদরিকাশ্রমে গিয়া নারায়ণ ঋষির পায়ে পড়িয়া প্রণাম করেন এবং তাঁহাকে স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বলিয়া স্তুতি করেন। "তুমিই নারায়ণ, অনন্ত, ও পীতবাস জনার্দন। তুমি পুণ্ডরীকাক্ষ দেব। তুমি শার্ঙ্গধনুর্ধর বিষ্ণু। তুমি অব্যয় মহেশান এবং শাশ্বত পুরুষোত্তম।" ইত্যাদি।[৫] "তুমি ব্রহ্মা, ত্রিনেত্র (শিব), দেবরাজ (ইন্দ্র), অগ্নি, প্রেতাধিপতি (যম), নীরপতি (বরুণ), বায়ু, সূর্য এবং চন্দ্র। হে বিভু! চরাচর সমস্তই তুমি। হে নাথ! তুমি গরুড়ধ্বজ (বিষ্ণু)। তুমি পৃথ্বী, জল, অগ্নি, (বায়ু) ও আকাশ হইয়া সহস্র-রূপে (অবস্থিত আছ)। সর্বজগৎ তোমার দ্বারা ব্যাপ্ত।"[৬] 'স্কন্দপুরাণে' আছে কামাদি ইন্দ্রানুচরগণ নর ও নারায়ণকে সত্যাত্মা, সনাতন পরমাত্মা, জগদ্ধাতা নারায়ণ, প্রভৃতি বলিয়া স্তুতি করেন।[৭] 'পদ্মপুরাণে' আছে, "ইনি (নারায়ণ ঋষি) নিশ্চয় কৃষ্ণ, নারায়ণ, জগতের আদি,

---

১) মহাভা, ৬।৬৬।৬-১০
২) কূর্মপু, ২।১।২১-২
৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১২।৮।৪১
৪) বামনপু, ৮।৪১ (পূর্বে দেখ)
৫) ঐ, ৮।৪৮-২
৬) ঐ, ৮।৫৩-৪
৭) স্কন্দপু, ৫।৩।১৯২।৪৬; আরও দেখ ৫।৩।১৯৩।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাপ্রভু, চতুর্বাহু, মহা-শ্রীমান্, ব্যক্ত এবং সনাতন অব্যক্ত।…সাক্ষাৎ অব্যয় পুরুষ, ঈশ্বর, গরুড়ধ্বজ।"[১]

কর্মনিষ্ঠা

নর ও নারায়ণ ঋষি অতি কর্মনিষ্ঠ ছিলেন। শাস্ত্রবিহিত নিত্য ও নৈমিত্তিক ক্রিয়া-সমূহ তাঁহারা যথাবিধি সম্পাদন করিতেন। নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে[২] কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে দর্শনের অভিলাষে তাঁহাদের বদরিকাশ্রমে গমন করেন। তখন আহ্নিকের বেলা ছিল। তাই তাঁহারা আহ্নিককার্যে ব্যাপৃত ছিলেন। পরন্তু তাহা দেখিয়া নারদ পরম আশ্চর্যান্বিত হন। কেননা, তখন নর ও নারায়ণ ঋষি সিদ্ধাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, ভগবান নারায়ণের প্রাদুর্ভাব বলিয়া, ততোধিক এমন কি স্বয়ং ভগবান নারায়ণ বলিয়া পরিগণিত হইতেন। সুতরাং কোন সাধনার প্রয়োজন তখন তাঁহাদের ছিল না। তথাপি তাঁহারা যথারীতি আহ্নিক ক্রিয়া করিতেছেন, দেখিয়া নারদ আশ্চর্যান্বিত হন। তিনি আপনার মনে মনে বিচার করিতে লাগিলেন, "যাঁহাতে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব, কিন্নর, মহোরগ, (প্রভৃতি) সহিত সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত, ইহাঁরা সেই আস্পদ। যাঁহা পূর্বে একই মূর্তি ছিল, তাঁহা পরে চতুর্মূর্তি হয়।……ইহারা নিশ্চয় পরম ধাম। সুতরাং ইহাঁদের আবার আহ্নিক ক্রিয়া কেন? এই মহামতিদ্বয় সর্বপ্রাণীর পিতর্ এবং যশস্বী দেবতা। সুতরাং ইহাঁরা কোন্ দেবতাকে বা কোন পিতৃগণকে যজন করিতেছেন?"[৩] উহার রহস্য জানিতে তাঁহার মনে পরম আগ্রহ হয়। সেইহেতু উহাঁদের দেবকার্য ও পিতৃকার্য সম্পন্ন হইলে পর, নারদ ভক্তি সহকারে উহাঁদের সম্মুখে উপস্থিত হন। অতিথিকে দেখিয়া নর ও নারায়ণ শাস্ত্রে যেমন প্রোক্ত হইয়াছে তেমন বিধি অনুসারে তাঁহার পূজা করেন। ঐ অপূর্ব বিধিবিস্তর দেখিয়া তাঁহার মহান্ আশ্চর্য হয়। যাহা হউক, তাহাতে প্রীত হইয়া তিনি উপবেশন করেন। অনন্তর নমস্কার করত প্রসন্ন অন্তঃকরণে নারদ "মহাদেব নারায়ণকে" লক্ষ্য করিয়া বলেন, "সাঙ্গোপাঙ্গ বেদসমূহে এবং পুরাণসমূহে তুমি অজ ও শাশ্বত, ধাতা ও মাতা, তথা অনুত্তম অমৃত, বলিয়া গীত হও। ভূত, ভবিষ্যৎ এবং এই সর্বজগৎ তোমাতে প্রতিষ্ঠিত। হে দেব! এই সৃষ্টিতে গার্হস্থ্যমূলক চারি আশ্রম (নিবাসী লোকগণ) নানামূর্তিতে সমাস্থিত তোমাকে অহরহ যজন করে। তুমি সর্ব জগতের পিতা, মাতা এবং শাশ্বত গুরু। পরন্তু আজ তুমি কোন্ দেবতাকে, তথা কোন্ পিতর্কে পূজা করিতেছ, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।"[৪] উত্তরে সনাতন বাসুদেব-তত্ত্ব ব্যাখ্যানের পর[৫] নারায়ণ ঋষি বলেন, "তিনিই আমাদের দুই জনের দ্বারা দেবকার্যে এবং পিতৃকার্যে (দেব ও পিতর্ রূপে) কল্পিত হন এবং পূজিত হন। হে দ্বিজ! তাঁহা হইতে পর (অর্থাৎ ভিন্ন) অন্য কোন দেব কিংবা পিতর্ নিশ্চয় নাই। তিনি আমাদের আত্মা

---

১) পদ্মপু, ৬।২।৫·২—৬·১, ১২·২

২) মহাভা, ১২।৩৩৪।১৩·২

৩) মহাভা, ১২।৩৩৪।১৫·২—১৬, ১৯·২—২০

৪) মহাভা, ১২।৩৩৪।২৫-৭ (পূর্বে দেখ)

৫) পূর্বে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া নিশ্চয় বিজ্ঞেয়। সেই হেতু আমরা তাঁহাকে পূজা করিতেছি।"[১] উঁহাদের মত সিদ্ধপুরুষের পূজার প্রয়োজন কি? এই শঙ্কা সমাধানার্থ উঁনি বলেন,

"তেনৈষা প্রথিতা ব্রহ্মন্মর্যাদা লোকভাবিনী।
দৈবং পিত্র্যং চ কর্তব্যমিতি তস্যানুশাসনম্॥"[২]

'দেবকর্ম ও পিতৃকর্ম কর্তব্য—ইহা তাঁহার আদেশ। হে ব্রহ্মন্, লোকের উন্নতি বিধায়ক এই মর্যাদা তাঁহার দ্বারা প্রথিত হইয়াছে।' 'প্রজাপতি' বলিয়া প্রসিদ্ধ একবিংশতি প্রাচীন মহর্ষি "তস্য দেবস্য মর্যাদাং পূজয়ন্তঃ সনাতনীম্" ['সেই দেবের (দ্বারা প্রথিত) সনাতন মর্যাদাকে পূজা করিতেন অর্থাৎ পালন করিতেন']।[৩] তাৎপর্য এই যে উঁহাদের নিজেদের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, ভগবানের আদেশ মানিয়া, তৎকর্তৃক প্রতিষ্ঠিত মর্যাদা পালনার্থ মাত্র উঁহারা কর্ম করিতেছিলেন; কেননা, তাহাতে জগতের অপর মনুষ্যগণের শ্রীবৃদ্ধি হইবে। যাহারা উঁহাদের মত সিদ্ধদশায় উপস্থিত হয় নাই, এখনও সাধক-দশায় আছে, তাহাদের জন্য নারায়ণ ঋষি বলেন, "দেবকর্ম এবং পিতৃকর্ম (প্রকৃত পক্ষে) তাঁহারই (কর্ম),—ইহা তত্ত্বতঃ জানিয়া দ্বিজোত্তমগণ সতত (যদি ঐ সকল কর্ম করে), তবে আত্মার প্রাপ্তব্য সমস্ত কিছুই প্রাপ্ত হয়। এমন কি, যে সকল স্বর্গস্থ প্রাণী তাঁহাকে নমস্কার (মাত্র) করে, তাঁহারাও তাঁহার প্রসাদে তদাদিষ্ট গতি লাভ করে।"[৪]

শ্বেতদ্বীপ হইতে প্রত্যাবর্তন করত দেবর্ষি নারদ পুনঃ বদরিকাশ্রমে আগমন করেন। নর-নারায়ণ তাঁহাকে স্বাগত করেন, কুশল জিজ্ঞাসা করেন, এবং বসিবার জন্য কুশাসন প্রদান করেন। নারদ উহাতে উপবেশন করিলে পর, উঁহারা পৌরাণিক ক্রিয়া সম্পাদনে ব্যাপৃত হন। উহা সমাপ্ত করিবার পর উঁহারা অব্যগ্রচিত্তে আতিথ্যাহ্নিক বিধি অনুসারে পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা নারদকে পূজা করেন। অনন্তর উঁহারা আসন গ্রহণ করেন।[৫] উঁহাদের ঐ প্রকার ক্রিয়া-নিষ্ঠা দেখিয়া নারদ কিন্তু এবার আর চকিত হইলেন না। তিনি সুদীর্ঘ-কাল পর্যন্ত উঁহাদের আশ্রমে থাকিয়া নারায়ণ-মন্ত্রের জপ এবং দৈব ও পিত্র্য কর্ম যথাবিধি করিতে থাকেন। তিনি প্রকৃত তত্ত্বকে স্মরণ রাখিয়া বিজ্ঞান-দৃষ্টিতে ঐ সকল কর্ম করিতেছেন, না তত্ত্বজ্ঞান দৃষ্টি ব্যতীত বাহ্য অনুষ্ঠান মাত্র যথাবিধি করিয়া যাইতেছেন, তাহা নিরূপণার্থ অনেক কাল পরে একদিন মহাত্মা নর ঋষি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! এই কল্পিত দৈব ও পিত্র্য কর্মে তুমি কাহাকে পূজা করিতেছ? হে বুদ্ধিমানদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ! তুমি

---

১) মহাভা' ১২।৩৩৪।৩২'২—৩৩ ২) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৪

৩) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৭'২

একবিংশতি প্রজাপতি এই,—(১) ব্রহ্মা, (২) স্থাণু, (৩) মনু, (৪) দক্ষ, (৫) ভৃগু, (৬) ধর্ম, (৭) যম, (৮) মরীচি, (৯) অঙ্গিরা, (১০) অত্রি, (১১) পুলস্ত্য, (১২) পুলহ, (১৩) ক্রতু, (১৪) বশিষ্ঠ, (১৫) পরমেষ্ঠি, (১৬) বিবস্বান্, (১৭) সোম, (১৮) কর্দম, (১৯) প্রচেতা, (২০) ক্রোধ, এবং (২১) অবিক্রীত। (মহাভা, ১২। ৩৩৪।৩৫-৩৭'১) ইঁহাদের মধ্যে মরীচ্যাদি ৭ জন (৮ হইতে ১৪ সংখ্যক) 'চিত্রশিখণ্ডি' বলিয়াও প্রসিদ্ধ। (মহাভা, ১২।৩৩৫।২৯) উঁহারা "মুখ্যবেদবিৎ এবং বেদাচার্য।" (১২।৩৪০।৬৯-৭০'১) উঁহারা "প্রবৃত্তিধর্মিণশ্চৈব প্রাজাপত্যে চ কল্পিতাঃ।" (১২।৩৪০।৭০'২) পূর্বে দেখ।

৪) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৮-৯ ৫) মহাভা, ১২।৩৪৩।৩৯-৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কর্ম করিতেছ? ইহার কি ফল তুমি কামনা করিতেছ? শাস্ত্রানুসারে তাহা আমাকে উপদেশ কর।"[১] নারদ উত্তর করেন, 'আপনি পূর্বে বলিয়াছেন যে "দৈব কর্ম কর্তব্য"। সনাতন পরমাত্মাই পরম দৈবত এবং যজ্ঞ। সুতরাং আমি তদ্ভাবিত হইয়া নিত্য অব্যয় বৈকুণ্ঠকে পূজা করিতেছি। নারায়ণ কৃত বিধি অনুসারে আমি পিতৃগণকে পূজা করিতেছি। তাঁহা হইতে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং আমি ব্রহ্মার মানস পুত্র। সুতরাং তিনি আমার পিতামহ। সেই ভগবান জগৎপতি সকলেরই পিতা, মাতা এবং পিতামহ। আমি পিতৃযজ্ঞে তাঁহাকে পূজা করিতেছি।"[২] অনন্তর নর-নারায়ণ ঋষি বলেন,[৩] পুরাকালে পৃথিবী জলমগ্ন হইয়া নষ্টপ্রায় হইলে ভগবান বরাহরূপ ধারণ করত উহাকে উদ্ধার করেন। অনন্তর "লোক-কার্যার্থ উদ্যত" হইয়া "মর্যাদাস্থাপনার্থ" স্বয়ং আহ্নিক-কালে পিতৃগণকে পিণ্ড দান করেন। তিনি জানিতেন যে তাঁহা হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই, সুতরাং তাঁহার পূজ্য কেহ নাই। তাঁহার পিতা, পিতামহ বা প্রপিতামহও কেহ নাই। কেননা, তিনিই সকলের কারণ,—পরম কারণ,—তাঁহার কোন কারণ নাই। পিতামহাদি সমস্তই তিনি। তথাপি লোকমর্যাদা-স্থাপনার্থ তিনি পিতৃগণকে পিণ্ড প্রদান করেন।

ভগবান স্বয়ং স্বীয় উপদেশ এবং আচরণ দ্বারা যে মর্যাদা স্থাপন করিয়াছেন, তাহা যথাযথ পালন করা সকল মনুষ্যেরই উচিত। কেননা, তাহাতে যেমন আচরণ-কর্তার নিজের, তেমন অপরেরও, সুতরাং সমস্ত জগতের, কল্যাণ হয়। যাঁহারা সিদ্ধাবস্থায় পৌঁছিয়াছে তাঁহাদের কল্যাণতর কিছু প্রাপ্তি বাকী না থাকিলেও অপর সকলকে ঐ কল্যাণকর কর্মে নিরত রাখিবার জন্য তাঁহাদেরও ঐ মর্যাদা যথাযথ পালন কর্তব্য। ইহাই নর-নারায়ণের ঐ উপদেশের সারমর্ম। এবং তদনুসারেই তাঁহারা, নিজেদের কোন প্রয়োজন না থাকিলেও, নিত্য-নৈমিত্তিক ক্রিয়াদি যথাবিধি করিতেন। 'গীতা'র পরিভাষায় বলিতে, লোকসংগ্রহার্থই নর ও নারায়ণ ঋষি নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদি করিতেন। তাঁহাদের আচরণমূলেই লোকসংগ্রহার্থ ধর্মাচরণের মতবাদ ভাগবতধর্মে প্রপঞ্চিত হয়।

নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদি ব্যতীত প্রয়োজন হইলে, অপর লোকহিতকর কার্যও নর এবং নারায়ণ ঋষি করিতেন। ভীষ্ম বলেন, উঁহারা কর্ম দ্বারা ধ্রুব এবং অক্ষয় লোকসমূহ ব্যাপিয়াছেন। যে যে স্থলে যখন যখন যুদ্ধ উপস্থিত হয়, উঁহারা তখন তখন সেই সেই স্থলে পুনঃ পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। "সেই হেতু (অর্থাৎ যেহেতু নর ও নারায়ণ ঋষি কর্ম করেন, এবং অর্জুন ও কৃষ্ণ সেই নর ও নারায়ণ ঋষি, সেইহেতু) কর্মই (ইঁহাদের একমাত্র) কর্তব্য। বৃষ্ণিচক্রের সকলেই এইরূপ বলিয়া বেদবিৎ নারদ (ঋষি) ব্যাখ্যা করিয়াছেন।"[৪] পরমর্ষি ব্যাস বলেন,

---

১) মহাভা, ১২।৩৪৫।২-৩ ২) মহাভা, ১২।৩৪৫।৪-৮'১

৩) মহাভা, ১২।৩৪৫।১২-২৫

৪) মহাভা, ৫।৪৯।২১-২ ইহার সঙ্গে 'গীতা'র এই বচনের তুলনা কর,—

"এবং জ্ঞাত্বা কৃতং কর্ম পূর্বৈরপি মুমুক্ষুভিঃ।
কুরু কর্মৈব তস্মাত্ত্বং পূর্বৈঃ পূর্বতরং কৃতম্॥"—('গীতা', ৪.১৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তাবেতৌ পূর্বদেবানাং পরমোপচিতাম্বরী।
লোকযাত্রাবিধানার্থং সম্ভায়েতে যুগে যুগে ॥"[১]

'পূর্বদেবগণের পরমবৃদ্ধিপ্রাপ্ত সেই ঐ ঋষিদ্বয় লোকযাত্রাবিধানার্থ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন।' পূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে অসুরদিগকে বধ করিয়া জগতের উপকার করিতে মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হইতে ব্রহ্মা নারায়ণ ঋষির নিকট প্রার্থনা করেন এবং তিনিও স্বীকার করেন।[২] স্মৃতিতে আছে, নারায়ণ "লোকহিতে রত" এবং "লোকার্থতৎপর।"[৩]

এইরূপে দেখা যায়, নর ও নারায়ণ ঋষি সাধারণত কঠোর তপস্যায় নিরত থাকিলেও লোককল্যাণার্থ নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়াদি করিতেন, এবং সময় সময় যুদ্ধাদি কর্মেও প্রবৃত্ত হইতেন। তাঁহাদের যুদ্ধকর্ম বিষয়ে ভীষ্ম এক প্রাচীন কথা বর্ণনা করিয়াছেন।[৪] তিনি বলেন, পুরাকালে এক সময়ে দেবগুরু বৃহস্পতি এবং দৈত্যগুরু উশনা ভগবান ব্রহ্মার সভায় গমন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে ইন্দ্র সহ মরুদ্গণ, অগ্নি সহ বসুগণ, আদিত্যগণ, সাধ্যগণ, বিশ্বাবসু প্রমুখ গন্ধর্বগণ, সপ্তর্ষিগণ, প্রভৃতিও তথায় উপস্থিত হন এবং লোকবৃদ্ধ পিতামহকে নমস্কার করত তাঁহার আশে পাশে উপবেশন করেন। এমন সময়ে "পূর্বদেব নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় (স্বীয়) তেজ দ্বারা তাঁহাদের মন ও তেজ যেন গ্রহণ করিয়াই তাঁহাদের সম্মুখ দিয়া চলিয়া যান।"[৫] দেবতাদিগের গুরু বৃহস্পতি তখন ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করেন, হে পিতামহ! আপনার নিকটেও কিঞ্চিৎ না দাঁড়াইয়া (অর্থাৎ আপনাকেও সম্মান প্রদর্শন না করিয়া) আপনার সম্মুখ দিয়া এই যে চলিয়া গেলেন, ইঁহারা দুই জন কে?' ব্রহ্মা উত্তর করেন, "প্রজ্বলিত তেজে (সর্বত্র)ব্যাপিয়া এবং স্বর্গকে ও পৃথিবীকে (স্বীয়)তেজে উদ্ভাসিত করিয়া এই যে দুই জন তেজোময় ও মহাবল তপস্বী (আমাদের সকলকে) অতিক্রম করিয়া গেলেন, ইঁহারা নর ও নারায়ণ ঋষি। ইঁহারা সর্বলোকে সমভাবে আস্থিত।[৬] ইঁহারা স্বীয় তপস্যার দ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত এবং মহাসত্ত্বপরাক্রমী। হে ব্রহ্মন্! ইঁহারা কর্ম দ্বারা (সমস্ত) লোককে নিশ্চয় আনন্দিত করেন। দেবগণ ও গন্ধর্বগণ দ্বারা পূজিত, মহাপ্রাজ্ঞ এবং পরন্তপ ইঁহারা অসুরগণকে বিনাশার্থ (একই সত্ত্ব হইয়াও) দ্বিধাভূত (হইয়াছেন বলিয়া) জান।"[৭] ঐ সময়ে দেবতাগণ ও অসুরগণের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ চলিতেছিল। দেবগণ অসুরগণের ভয়ে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ভগবান ব্রহ্মার মুখে ঐ সকল কথা শুনিয়া দেবরাজ ইন্দ্র, দেবগুরু বৃহস্পতি এবং অপর কতিপয় প্রধান দেবগণ সহ, মহাত্মা নর ও নারায়ণ ঋষির তপস্যার স্থানে গমন

---

১) মহাভা, ৭।২০১।৮৭

২) পূর্বে দেখ।

৩) মহাভা, ৩।৬৫।৪৮:১ ও ৫১'২ দেখ।

৪) মহাভা, ৫।৪৯।১—

৫) মহাভা, ৫।৪৯।৫

৬) মূলে আছে, "লোকাল্লোকং সমাস্থিতৌ।" টীকাকার নীলকণ্ঠের মতে উহার অর্থ এই যে (মনুষ্য)লোক হইতে (ব্রহ্ম)লোকে সমাস্থিত হইয়াছেন।" আমাদের মনে হয় উহার তাৎপর্য এই যে, এই ব্রহ্মাণ্ডের সর্বলোকে তাঁহাদের সমান গতি আছে; অর্থাৎ তাঁহারা যেখানে ইচ্ছা সেখানে স্বচ্ছন্দে গমন করিতে পারেন।'

৭) মহাভা, ৫।৪৯।৭-৯

৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন এবং অসুরবিনাশে তাঁহাদের সাহায্য রূপ বর প্রার্থনা করেন। তাঁহারা তাহাতে সম্মত হন। "অনন্তর তাঁহারা শক্রকে বলেন, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহাই করিব।" তাঁহাদের সাহায্যে ইন্দ্র দৈত্যদানবগণকে পরাজিত করেন। পরন্তপ নর যুদ্ধে পৌলম, কালখঞ্জ প্রভৃতি ইন্দ্রের বহু শতসহস্র শত্রুকে বধ করেন! তখন জম্ভ নামক মহাসুর তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে "অর্জুন" ভ্রাম্যমাণ রথে বসিয়া ভল্ল দ্বারা তাহার শির ছেদন করেন। ষাট্ হাজার নিবাতকবচদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমুদ্রের পারবর্তী হিরণ্যপুরকে ধ্বংস করেন।[১]

অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে সমুদ্রমন্থনকালে যখন অমৃত লইয়া দেবতাগণ এবং অসুরগণের মধ্যে মহাঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন নর নারায়ণদেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং দেবগণের পক্ষে যোগ দেন।[২] এবার তাঁহারা যেন অযাচিতভাবেই দেবতাগণের সাহায্যে উপস্থিত হন। কেননা, ইহা উল্লিখিত হয় নাই যে দেবগণ এবারেও তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।[৩] এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হইবে যে তাঁহারা অযাচিতভাবেও লোককল্যাণকর কঠিন কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন,—সতত দেবগণের সাহায্য করিতেন। যাহা হউক, কথিত হইয়াছে যে ঐ যুদ্ধে নরের হাতে "দিব্য ধনু" ছিল। তাহা দেখিয়া "ভগবান বিষ্ণু" দানবসূদন চক্রকে স্মরণ করেন। স্মরণমাত্রেই অমিত্রতাপন সেই মহাপ্রভ চক্র অম্বর হইতে নারায়ণের হাতে আসিয়া পৌছিল। তিনি উহাকে প্রবল বেগে দৈত্যগণের উপর নিক্ষেপ করেন। তখন উহা নানা প্রকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া অসুরগণকে ধ্বংস করিতে লাগিল। মহাত্মা নর বাণসমূহ দ্বারা আকাশ আবৃত করিয়া ফেলেন এবং অপর বাণসমূহ দ্বারা পর্বতের শিখর কাটিয়া কাটিয়া দৈত্যগণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের অস্ত্র দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া দৈত্যগণ ভয়ে পাতালে এবং লবণসমুদ্রে প্রবেশ করে। দেবতাগণ বিজয় প্রাপ্ত হন এবং অমৃত সুরক্ষিত হয়। অনন্তর ইন্দ্রাদিদেবতাগণ অমৃতের ভাণ্ড কিরীটীর[৪] হাতে রক্ষার্থ প্রদান করেন।[৫] সুতরাং এইবারেও নর এবং নারায়ণ ঋষির পরাক্রমবলেই দেবগণ দানবগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন।

---

১) মহাভা, ৫।৪৯।১৪-৬ পরন্তু অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনই পৌলম, কালখঞ্জ এবং নিবাতকবচদিগকে বধ করেন। (মহাভা, ৪।৪৫।৩৮; ৪৯।১০; ৫।১৬৯।২২; ৩।১৭০-৪ অধ্যায়) অর্জুন নর ঋষির অবতার বলিয়া খ্যাত হন। তাহাতে নরের কর্ম অর্জুনে আরোপিত হইয়া থাকিবে।

২) মহাভা, ১।১৯।১৯

৩) 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে' (১।৪৩।৩০—) কিন্তু ইহা উক্ত হইয়াছে যে দেবগণ দানবগণ কর্তৃক পরাজিত এবং অনুধাবিত হইয়া পরিত্রাণার্থে নর-নারায়ণের আশ্রমে গমন করেন এবং তাঁহাদের শরণ গ্রহণ করেন। নর ও নারায়ণ ঋষি তখন দেবগণকে অভয় দেন এবং দানবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করেন।

৪) এইখানে নর ঋষিকেই 'কিরীটী' বলা হইয়াছে। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনেরও এক নাম 'কিরীটী'। (মহাভা, ৪।৪৪।৯-১১) তিনি নিজেই বলেন,

"পুরা শক্রেণ মে দত্তং যুধ্যতো দানবর্ষভৈঃ।
কিরীটং মূর্ধ্নি সূর্যাভং তেনাহুর্মাং কিরীটিনম্।"—(মহাভা, ৪।৪৪।১৭)

৫) মহাভা, ১।১৯।২০-৩১ আরও দেখ—১।১৯।২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নর ও নারায়ণ ঋষির তপোবনের এবং তদর্জিত শৌর্য ও বীর্যের অপর এক কাহিনীও 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে।[১] পুরাকালে দম্ভোদ্ভব নামে অতি বীর্যবান্ এবং সার্বভৌম এক রাজা ছিলেন। প্রতিদিন সকালে তিনি দম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এবং ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'এই পৃথিবীতে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিংবা আমার সমান কোন শস্ত্রধারী শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ আছে কি?' উদার, বেদবিৎ এবং অকুতোভয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ঐ প্রকার দম্ভ করিতে অনেক বার নিষেধ করেন। পরন্তু মদোন্মত্ত রাজা তাঁহাদের ঐ সদুপদেশে কর্ণপাত করিলেন না এবং তাঁহাদিগকে পূর্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। এক দিন তপস্বী এবং বেদপ্রত্যয়দর্শী ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলেন, "যুদ্ধে বহু বিজয়ী দুই জন পুরুষসত্তম আছেন। হে রাজন, তুমি কখনও উঁহাদের সমান হইতে পারিবে না।"[২] ঐ বীরদ্বয় কে? কোথায় থাকেন? কি কর্ম করেন? রাজার ঐ সকল সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণগণ বলেন, 'উঁহারা নর ও নারায়ণ নামক দুই জন তপস্বী। আমরা শুনিয়াছি, ঐ মহাত্মদ্বয় মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন এবং গন্ধমাদন পর্বতে অনির্দেশ্য ঘোর তপস্যা করিতেছেন।' তাহা শুনিয়া রাজা দম্ভোদ্ভব ষড়ঙ্গিনী মহতী সেনা লইয়া রণলালসায় তাঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন তাঁহারা অতি কঠোর তপস্যা হেতু অস্থিচর্মসার কৃশ ছিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে প্রণাম করত কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা আসন ও উদক, তথা ফলমূলাদির দ্বারা সমাগত অতিথিকে অতি সৎকার করেন। অনন্তর তাঁহার কি কার্য করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করেন। রাজা তাঁহার চির অভিলষিত যুদ্ধ রূপ আতিথ্য প্রার্থনা করেন। নর ও নারায়ণ ঋষি বলেন, "হে রাজসত্তম! ইহা আশ্রম। এইখানে ক্রোধ ও লোভ নাই; অসরল মনুষ্য নাই। সুতরাং এই আশ্রমে যুদ্ধ কোথা হইতে হইবে? শস্ত্রও বা কোথা হইতে আসিবে? তুমি অন্যত্র (গিয়া) যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা কর। পৃথিবীতে বহু (প্রতাপান্বিত) ক্ষত্রিয় আছে (যাহাদিগকে তুমি যুদ্ধে আহ্বান করিতে পার)।"[৩] তাঁহারা বার বার ঐ প্রকার বলিয়া সান্ত্বনা দিলেও এবং ক্ষান্ত হইতে বলিলেও, দম্ভোদ্ভব বার বার তাঁহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা নর এক মুষ্টি ইষিকা উঠাইয়া বলিলেন, "হে যুদ্ধকামুক ক্ষত্রিয়! অগ্রসর হও। যুদ্ধ কর। তোমার সমগ্র শস্ত্র গ্রহণ কর। সমস্ত বাহিনী সংযোজনা কর। ইহার পর আমি তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা নিশ্চয় বিনষ্ট করিব।" দম্ভোদ্ভব হাসিয়া সমস্ত সৈন্য লইয়া তপস্বীকে মারিতে উদ্যত হইলেন এবং বাণ দ্বারা দশ দিক্ পূর্ণ করিলেন। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তিনি ঋষির কিছুই করিতে পারিলেন না। নর ঋষি অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ("মায়য়া") ঐ ইষিকাসমূহ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া এবং তখনও চারিদিকের আকাশ ইষিকাকীর্ণ দেখিয়া রাজা ভয়ভীত হইয়া নর ঋষির পায়ে লুটাইয়া পড়েন এবং স্বস্তি প্রার্থনা করেন। শরণার্থীদিগের শরণ্য ভগবান নর ঋষি তখন তাঁহাকে বলেন, "তুমি ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হও। ধর্মাত্মা হও। আর কখনও এমন (কর্ম) করিও না। হে রাজন্! হে নৃপশার্দুল!

১) মহাভা, ৫।৯৬।৫
২) মহাভা, ৫।৯৬।১২-৪০
৩) মহাভা, ৫।৯৬।৩৪-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন এবং অসুরবিনাশে তাঁহাদের সাহায্য রূপ বর প্রার্থনা করেন। তাঁহারা তাহাতে সম্মত হন। "অনন্তর তাঁহারা শক্রকে বলেন, তুমি যাহা অভিলাষ করিতেছ, তাহাই করিব।" তাঁহাদের সাহায্যে ইন্দ্র দৈত্যদানবগণকে পরাজিত করেন। পরন্তপ নর যুদ্ধে পৌলম, কালখঞ্জ প্রভৃতি ইন্দ্রের বহু শতসহস্র শক্রকে বধ করেন! তখন জম্ভ নামক মহাসুর তাঁহাকে গ্রাস করিতে উদ্যত হইলে "অর্জুন" ভ্রাম্যমাণ রথে বসিয়া ভল্ল দ্বারা তাহার শির ছেদন করেন। ষাট্ হাজার নিবাতকবচদিগকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া সমুদ্রের পারবর্তী হিরণ্যপুরকে ধ্বংস করেন।[১]

অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে সমুদ্রমন্থনকালে যখন অমৃত লইয়া দেবতাগণ এবং অসুরগণের মধ্যে মহাঘোর যুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন নর নারায়ণদেব সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং দেবগণের পক্ষে যোগ দেন।[২] এবার তাঁহারা যেন অযাচিতভাবেই দেবতাগণের সাহায্যে উপস্থিত হন। কেননা, ইহা উল্লিখিত হয় নাই যে দেবগণ এবারেও তাঁহাদের সাহায্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন।[৩] এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হইবে যে তাঁহারা অযাচিতভাবেও লোককল্যাণকর কঠিন কর্মে প্রবৃত্ত হইতেন,—সতত দেবগণের সাহায্য করিতেন। যাহা হউক, কথিত হইয়াছে যে ঐ যুদ্ধে নরের হাতে "দিব্য ধনু" ছিল। তাহা দেখিয়া "ভগবান বিষ্ণু" দানবসূদন চক্রকে স্মরণ করেন। স্মরণমাত্রেই অমিত্রতাপন সেই মহাপ্রভ চক্র অম্বর হইতে নারায়ণের হাতে আসিয়া পৌঁছিল। তিনি উহাকে প্রবল বেগে দৈত্যগণের উপর নিক্ষেপ করেন। তখন উহা নানা প্রকারে ঘুরিয়া ফিরিয়া অসুরগণকে ধ্বংস করিতে লাগিল। মহাত্মা নর বাণসমূহ দ্বারা আকাশ আবৃত করিয়া ফেলেন এবং অপর বাণসমূহ দ্বারা পর্বতের শিখর কাটিয়া কাটিয়া দৈত্যগণের উপর নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। এইরূপে উভয়ের অস্ত্র দ্বারা বিধ্বস্ত হইয়া দৈত্যগণ ভয়ে পাতালে এবং লবণসমুদ্রে প্রবেশ করে। দেবতাগণ বিজয় প্রাপ্ত হন এবং অমৃত সুরক্ষিত হয়। অনন্তর ইন্দ্রাদিদেবতাগণ অমৃতের ভাণ্ড কিরীটীর[৪] হাতে রক্ষার্থ প্রদান করেন।[৫] সুতরাং এইবারেও নর এবং নারায়ণ ঋষির পরাক্রমবলেই দেবগণ দানবগণকে পরাজিত করিতে সমর্থ হন।

---

১) মহাভা, ৫।৪৯।১৪-৬ পরন্তু অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে পাণ্ডুপুত্র অর্জুনই পৌলম, কালখঞ্জ এবং নিবাতকবচদিগকে বধ করেন। (মহাভা, ৪।৪৫।৩৮ ; ৪৯।১০ ; ৫।১৬৯।২২ ; ৩।১৭০-৪ অধ্যায়) অর্জুন নর ঋষির অবতার বলিয়া খ্যাত হন। তাহাতে নরের কর্ম অর্জুনে আরোপিত হইয়া থাকিবে।

২) মহাভা, ১।১৯।১৯

৩) 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে' (১।৪৩।৩০—) কিন্তু ইহা উক্ত হইয়াছে যে দেবগণ দানবগণ কর্তৃক পরাজিত এবং অনুধাবিত হইয়া পরিত্রাণার্থে নর-নারায়ণের আশ্রমে গমন করেন এবং তাঁহাদের শরণ গ্রহণ করেন। নর ও নারায়ণ ঋষি তখন দেবগণকে অভয় দেন এবং দানবগণকে যুদ্ধে পরাভূত করেন।

৪) এইখানে নর ঋষিকেই 'কিরীটী' বলা হইয়াছে। পাণ্ডুপুত্র অর্জুনেরও এক নাম 'কিরীটী'। (মহাভা, ৪।৪৪।৯-১১) তিনি নিজেই বলেন,

"পুরা শক্রেণ মে দত্তং যুধ্যতো দানবর্ষভৈঃ।
কিরীটং মূর্ধ্নি সূর্যাভং তেনাহুর্মাং কিরীটিনম্॥"—(মহাভা, ৪।৪৪।১৭)

৫) মহাভা, ১।১৯।২০-৩১ আরও দেখ—১।১৯।২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নর ও নারায়ণ ঋষির তপোবলের এবং তদর্জিত শৌর্য ও বীর্যের অপর এক কাহিনীও 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে।[১] পুরাকালে দম্ভোদ্ভব নামে অতি বীর্যবান্ এবং সার্বভৌম এক রাজা ছিলেন। প্রতিদিন সকালে তিনি দম্ভ করিয়া ব্রাহ্মণগণকে এবং ক্ষত্রিয়গণকে জিজ্ঞাসা করিতেন, 'এই পৃথিবীতে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিংবা আমার সমান কোন শস্ত্রধারী শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ আছে কি?' উদার, বেদবিৎ এবং অকুতোভয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ঐ প্রকার দম্ভ করিতে অনেক বার নিষেধ করেন। পরন্তু মদোন্মত্ত রাজা তাঁহাদের ঐ সদুপদেশে কর্ণপাত করিলেন না এবং তাঁহাদিগকে পূর্বের ন্যায় জিজ্ঞাসা করিতে থাকেন। এক দিন তপস্বী এবং বেদপ্রত্যয়দর্শী ব্রাহ্মণগণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাজাকে বলেন, "যুদ্ধে বহু বিজয়ী দুই জন পুরুষসত্তম আছেন। হে রাজন, তুমি কখনও উঁহাদের সমান হইতে পারিবে না।"[২] ঐ বীরদ্বয় কে? কোথায় থাকেন? কি কর্ম করেন? রাজার ঐ সকল সাগ্রহ প্রশ্নের উত্তরে ব্রাহ্মণগণ বলেন, 'উঁহারা নর ও নারায়ণ নামক দুই জন তপস্বী। আমরা শুনিয়াছি, ঐ মহাত্মদ্বয় মনুষ্যলোকে আগমন করিয়াছেন এবং গন্ধমাদন পর্বতে অনির্দেশ্য ঘোর তপস্যা করিতেছেন।' তাহা শুনিয়া রাজা দম্ভোদ্ভব ষড়ঙ্গিনী মহতী সেনা লইয়া রণলালসায় তাঁহাদের আশ্রমে উপস্থিত হন। তখন তাঁহারা অতি কঠোর তপস্যা হেতু অস্থিচর্মসার কৃশ ছিলেন। রাজা তাঁহাদিগকে প্রণাম করত কুশল জিজ্ঞাসা করেন। তাঁহারা আসন ও উদক, তথা ফলমূলাদির দ্বারা সমাগত অতিথিকে অতি সৎকার করেন। অনন্তর তাঁহার কি কার্য করিতে হইবে, জিজ্ঞাসা করেন। রাজা তাঁহার চির অভিলষিত যুদ্ধ রূপ আতিথ্য প্রার্থনা করেন। নর ও নারায়ণ ঋষি বলেন, "হে রাজসত্তম! ইহা আশ্রম। এইখানে ক্রোধ ও লোভ নাই; অসরল মনুষ্য নাই। সুতরাং এই আশ্রমে যুদ্ধ কোথা হইতে হইবে? শস্ত্রও বা কোথা হইতে আসিবে? তুমি অন্যত্র (গিয়া) যুদ্ধ আকাঙ্ক্ষা কর। পৃথিবীতে বহু (প্রতাপান্বিত) ক্ষত্রিয় আছে (যাহাদিগকে তুমি যুদ্ধে আহ্বান করিতে পার)।"[৩] তাঁহারা বার বার ঐ প্রকার বলিয়া সান্ত্বনা দিলেও এবং ক্ষান্ত হইতে বলিলেও, দম্ভোদ্ভব বার বার তাঁহাদিগকে যুদ্ধে আহ্বান করিতে লাগিলেন। তখন মহাত্মা নর এক মুষ্টি ইষিকা উঠাইয়া বলিলেন, "হে যুদ্ধকামুক ক্ষত্রিয়! অগ্রসর হও। যুদ্ধ কর। তোমার সমগ্র শস্ত্র গ্রহণ কর। সমস্ত বাহিনী সংযোজনা কর। ইহার পর আমি তোমার যুদ্ধশ্রদ্ধা নিশ্চয় বিনষ্ট করিব।" দম্ভোদ্ভব হাসিয়া সমস্ত সৈন্য লইয়া তপস্বীকে মারিতে উদ্যত হইলেন এবং বাণ দ্বারা দশ দিক্ পূর্ণ করিলেন। সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়াও তিনি ঋষির কিছুই করিতে পারিলেন না। নর ঋষি অলৌকিক শক্তি প্রভাবে ("মায়য়া") ঐ ইষিকাসমূহ নিক্ষেপ করিয়া তাঁহার সমস্ত সৈন্যকে ক্ষত-বিক্ষত করিয়া ফেলিলেন। এই অদ্ভুত কর্ম দেখিয়া এবং তখনও চারিদিকের আকাশ ইষিকাকীর্ণ দেখিয়া রাজা ভয়ভীত হইয়া নর ঋষির পায়ে লুটাইয়া পড়েন এবং স্বস্তি প্রার্থনা করেন। শরণার্থীদিগের শরণ্য ভগবান নর ঋষি তখন তাঁহাকে বলেন, "তুমি ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হও। ধর্মাত্মা হও। আর কখনও এমন (কর্ম) করিও না। হে রাজন্! হে নৃপশার্দুল!

১) মহাভা, ৫।৯৬।৫
২) মহাভা, ৫।৯৬।১২-৪০
৩) মহাভা, ৫।৯৬।৩৪-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরপুরকে বিজয়ী পুরুষ ক্ষাত্রধর্ম অনুস্মরণ করত, মনে মনেও এতাদৃশ (যুদ্ধোন্মত্ত) হইবে না। হে রাজন্! দর্পসমাবিষ্ট হইয়া কখনও কাহাকেও—তোমা হইতে শ্রেষ্ঠ হউক, কিংবা নিকৃষ্ট হউক, কোন প্রকারে ক্ষেপাইও না। ইহা সমাহিত চিত্তে অবধারণ কর। হে রাজন! তুমি কৃতপ্রজ্ঞ, বীতলোভ, নিরহঙ্কার, আত্মবান, দান্ত, ক্ষান্ত, মৃদু এবং সৌম্য হইয়া প্রজাগণকে পালন কর। বলাবল না জানিয়া আর কাহাকেও ক্ষেপাইও না। (আমাদের দ্বারা) অনুজ্ঞাত হইয়া তুমি স্বস্তিতে (আপন রাজধানীতে) গমন কর। আর কখনও এই প্রকার আচরণ করিও না। আমাদের আদেশানুসারে তুমি ব্রাহ্মণদিগকে সর্বদা যথোচিত বিনয়ভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিও।"[১] তখন রাজা দম্ভোদ্ভব সেই মহাত্মাদিগের চরণ বন্দনা করত স্বপুরে গমন করেন এবং সর্বদা ধর্ম আচরণ করিতে থাকেন। এইরূপে নর ঋষি পুরাকালে সুমহৎ কর্ম করেন। নারায়ণ ঋষি তাঁহা অপেক্ষা অতি বহুগুণে শ্রেষ্ঠ ছিলেন।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে নর ও নারায়ণ ঋষি লোকযাত্রাবিধানার্থ যুগে যুগে জন্মগ্রহণ করেন। 'মহাভারতে'র বহুত্র উক্ত হইয়াছে যে তাঁহারা অর্জুন ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন।[২] যে সকল দৈত্যগণ, দানবগণ এবং রাক্ষসগণ পূর্বে যুদ্ধে নিহত হইয়াছিল তাহারা মহাবল এবং ঘোরপ্রকৃতি মনুষ্যরূপে দ্বাপরযুগের অন্তে জন্মগ্রহণ করিয়াছিল।[৩] উহাদিগকে বধার্থ নর ও নারায়ণ ঋষি, ভগবান ব্রহ্মার প্রার্থনায়,[৪] অর্জুন ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] অন্যত্র আছে, দেবরাজ ইন্দ্রেরই নিয়োগে মহাদ্যুতি এবং মহাবীর্য নর ও নারায়ণ ঋষি পৃথিবীর ভার অপহরণার্থ এই পৃথিবীতে অর্জুন ও কৃষ্ণ রূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৬] অপর এক স্থলে কেবল এইমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে যে নর ও নারায়ণ নামক পূর্বদেবদ্বয় দেবতাদিগের কার্যার্থই মনুষ্যলোক সম্প্রাপ্ত হইয়াছেন, এবং মনুষ্যগণ উঁহাদিগকে অর্জুন ও বাসুদেব বলিয়া মনে করে।[৭]

'বামনপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে পরমবিষ্ণুভক্ত দানবরাজ প্রহ্লাদ অতি সুদীর্ঘ কাল তুমুল যুদ্ধ করিয়াও নর এবং নারায়ণ ঋষিকে পরাজয় করিতে অসমর্থ হইয়া ভগবান বিষ্ণুর পরামর্শে তাঁহাদের শরণাপন্ন হন। তিনি রাজ্যভার পরিত্যাগ করত পুণ্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন, কৃতাঞ্জলিপুটে তাঁহাদের চরণ বন্দন করেন, এবং "জগদ্গুরু"ও স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু বলিয়া নারায়ণ ঋষির স্তুতি করেন।[৮] প্রহ্লাদের "অনন্যাভক্তি" দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া "জগদ্গুরু" নারায়ণ ঋষি পরাজয় স্বীকার করেন। পরাজিত পুরুষকে দণ্ড প্রদান করিতে হয়। নারায়ণ ঋষি দণ্ডরূপে প্রহ্লাদকে যথাভিলষিত বর প্রদান করিতে অঙ্গীকার করেন। প্রথম বরে তিনি উঁহার, তথা নরের, সহিত যুদ্ধে তাঁহার যে কায়িক, বাচিক ও মানসিক পাপ হইয়াছে তাহার ক্ষমা ভিক্ষা করেন। দ্বিতীয় বরে তিনি প্রার্থনা করেন,

"যা যা জায়তে মে বুদ্ধিঃ সা সা বিষ্ণো ত্বদাশ্রিতা।
দেবার্চনে চ নিরতা ত্বচ্চিত্তা ত্বৎপরায়ণা॥"[৯]

---

১) পরে দেখ। ২) মহাভা, ১।৬৭ অধ্যায় দেখ। ৩) পূর্বে দেখ।
৪) মহাভা, ৬।৬৬।৮— আরও দেখ—১।৬৭।১১৭.২—১১৮.১, ১৫২
৫) মহাভা, ৩।৪৭।১০-৪ ৬) মহাভা, ১।২২৬।৮-৯.১
৭) পরে এবং পূর্বে দেখ।
৮) বামনপু, ৮।৫৮-৯ ৯) ঐ, ৮।৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ 'হে বিষ্ণু! আমার মনে যে যে ভাব উদয় হয়, তাহা তাহা যেন ত্বদাশ্রিতা (বা ত্বন্ময়) হয়। আমার বুদ্ধি যেন ত্বচ্চিত্ত ও ত্বৎপরায়ণ হইয়া তোমার অর্চনে নিরত হয়।' তৃতীয় বর এই যে "তোমার পাদপঙ্কজদ্বয়েই যেন আমার সদা রতি হয়।"[1] নারায়ণ তাঁহাকে ঐ সকল বর প্রদান করেন। অনন্তর তিনি আরও বলেন, "হে দৈত্যশার্দূল, তুমি নিজের গৃহে (ফিরিয়া) যাও এবং ক্রিয়ারত হও। মচ্চিত্ত তোমার কর্মবন্ধ হইবে না। ঐ দৈত্যগণকে প্রশাসন করত শাশ্বত কাল রাজ্য পালন কর। হে দৈত্য, তোমার স্বজাতির অনুরূপ অনুত্তম ধর্ম (আচরণ) কর।"[2] তাহাতে প্রহ্লাদ বলেন যে তিনি রাজ্য পরিত্যাগ করিয়াছেন; সুতরাং উহা কি প্রকারে পুনর্গ্রহণ করিবেন? তখন "জগৎস্বামী" তাঁহাকে বলেন, "তুমি নিজের আশ্রমে গমন কর; এবং দৈত্যদিগের ও দানবদিগের হিতোপদেষ্টা হও।"[3] নারায়ণ কর্তৃক এই প্রকার উপদিষ্ট হইয়া প্রহ্লাদ সন্তুষ্টচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করত নিজের নগরে গমন করেন। তাঁহাকে দেখিয়া অন্ধক দৈত্য—যাহাকে তিনি রাজ্যভার অর্পণ করিয়া গিয়াছিলেন, তথা অপর দানবগণ, অনেক সম্মান করেন এবং রাজ্য পুনর্গ্রহণ করিতে নিমন্ত্রণ করেন। পরন্তু প্রহ্লাদ তাহাদের অনুরোধ প্রত্যাখ্যান করেন। "রাজ্য পরিত্যাগ করত মহাসুরেন্দ্র (প্রহ্লাদ) অপর দানবেন্দ্রগণকে সৎপথে নিয়োজিত করেন। তখন অপ্রমেয় কেশবকে ধ্যান ও স্মরণ করত যোগবিশুদ্ধদেহ হইয়া অবস্থান করেন।"[4]

প্রহ্লাদের প্রতি নারায়ণ ঋষির ঐ উপদেশ হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে তাঁহার মতে—সকল মনুষ্যগণেরই আপন আপন বর্ণ এবং আশ্রমের উচিত কর্মসমূহ যথাযথ পালন কর্তব্য। এমন কি, সন্ন্যাসিগণেরও হিতোপদেশ দ্বারা লোকগণকে সৎপথে স্থাপন করা উচিত। ভগবচ্চিত্ত হইয়া কর্ম করিলে, তদ্দ্বারা বন্ধনগ্রস্ত হইতে হয় না।

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি প্রবৃত্তিধর্ম ও নিবৃত্তিধর্ম উভয় প্রকার ধর্মই সম্যক্ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন।

ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধা

এই মাত্র পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে যে ভগবান্ নর ঋষি শরণাপন্ন রাজা দম্ভোদ্ভবকে এই উপদেশ করেন যে "তুমি ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাপরায়ণ হও ('ব্রহ্মণ্যো ভব')।··· আমাদের আদেশানুসারে তুমি ব্রাহ্মণদিগকে সর্বদা যথোচিত বিনয়ভাবে কুশল জিজ্ঞাসা করিও।" ঐ রাজা ব্রাহ্মণের প্রতি অতি অশ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন। তিনি প্রতিদিন সকালে ব্রাহ্মণদিগকে তথা ক্ষত্রিয়দিগকে, দম্ভ করিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন, 'এই পৃথিবীতে আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিংবা আমার সমান কোন শস্ত্রধারী, শূদ্র, বৈশ্য, ক্ষত্রিয় কিংবা ব্রাহ্মণ আছে কি?' বেদবিৎ এবং অকুতোভয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাকে ঐ প্রকার দম্ভ করিতে অনেক বার নিষেধ করেন। পরন্তু মদোন্মত্ত রাজা তাঁহাদের ঐ সদুপদেশে কর্ণপাত করিতেন না। তাঁহার প্রতি নর ঋষির ঐ উপদেশ হইতে বুঝা যায় যে তিনি (নর ঋষি) ব্রাহ্মণের প্রতি অতি শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন এবং অপরকেও সেই প্রকার হইতে উপদেশ দিতেন।

১) ঐ, ৮।৬৩।২
২) ঐ, ৮।৬৫-৬
৩) ঐ, ৮।৬৮
৪) ঐ, ৮।৭১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মহাভারতে' স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি "শাশ্বতধর্মগোপ্তা" (অর্থাৎ সনাতন ধর্মের রক্ষক)।[১] সনাতন বৈদিক ধর্ম ব্রাহ্মণ-প্রধান। সুতরাং উহার পরিপালক নারায়ণ ঋষিও যে ব্রহ্মণ্য হইবেন, তাহা স্বাভাবিকই।

শিবভক্তি

'মহাভারতে'র এক স্থলে নারায়ণ ঋষির শিবভক্তির বিবরণ আছে।[২] পরমর্ষি ব্যাস বলেন, হিমালয়ে কঠোর তপস্যা[৩] দ্বারা যখন নারায়ণ ঋষি "ব্রহ্মভূত" হন, তখন তিনি চরাচর সমস্ত বিশ্বের পরম কারণ, পালক এবং ঈশ্বর রুদ্রকে,—ঈশান, বৃষভ, হর, শম্ভু, কপর্দী বা চেকিতানকে, ভগবতী পার্বতীর সহিত দর্শন করেন। উহঁার প্রতি ভক্তিবশতই বাসুদেব (=নারায়ণ ঋষি) বিশ্বরূপকে দর্শন করেন; এবং উহঁাকে দর্শন করিয়া তাঁহার দেহ, বাক্, বুদ্ধি (সম্যক্ প্রসন্ন হইল; এইরূপে) সংহৃষ্টাত্মা তিনি আনন্দিত হইলেন।"[৪] অনন্তর তিনি উহঁাকে নমস্কার করত ভক্তিমান্ হইয়া স্তুতি করিতে লাগিলেন। উহার উপসংহারে তিনি রুদ্রের নিকট এই প্রার্থনা করেন, "ভজমান ভক্ত আমাকে ভজন কর (অর্থাৎ কৃপা কর) অহিতসমূহের আধান দ্বারা আমাকে হিংসা করিও না। বিদ্বান্ ব্যক্তি তোমাকে আত্মারূপে—আপনা হইতে অনন্য বলিয়া অবগত হইয়া বিশুদ্ধ ব্রহ্মে গমন করে। হে দেববর্য! তোমাকে সম্মান করিতে ইচ্ছা করিয়া তোমার স্তুতি করিতেছি। আমার এই স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া তুমি মায়াকে প্রকৃষ্টরূপে বিদূরিত কর, আমার অভীপ্সিত সুদুর্লভ বরসমূহ আমাকে প্রদান কর।"[৫] অচিন্ত্যাত্মা নীলকণ্ঠ ঋষির ঐ স্তুতি দ্বারা পরম সন্তুষ্ট হইয়া "দেবমুখ্য অর্হৎকে" বরসমূহ প্রদান করেন। "হে নারায়ণ! তুমি আমার প্রসাদে মনুষ্যগণ, দেবগণ, এবং গন্ধর্বগণের মধ্যে অপরিমিত বলশালী হইবে। দেবতাগণ, অসুরগণ, মহোরগগণ, পিশাচগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, রাক্ষসগণ, সুপর্ণগণ ও নাগগণ—(অর্থাৎ সংক্ষেপে বলিতে) বিবিধ যোনিতে উৎপন্ন সমস্ত প্রাণিগণ তোমাকে প্রতিরোধ করিতে সমর্থ হইবে না। কেহও, এমন কি, দেবতাও, তোমাকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে পারিবে না। আমার প্রসাদে কেহ শস্ত্র, বজ্র, অগ্নি, বায়ু, (জলাদি) আর্দ্র বস্তু, কিংবা জঙ্গম ও স্থাবর শুষ্ক বস্তু দ্বারা তোমার কোন প্রকার পীড়া কর্তা হইবে না। অধিক কি, যুদ্ধে অগ্রসর হইয়া তুমি নিশ্চয় আমা হইতেও অধিক হইবে।"[৬] ব্যাস পরে বলেন যে "তাভ্যাং লিঙ্গেঽর্চিতো দেবঃ…যুগে যুগে" (অর্থাৎ নর ও নারায়ণ ঋষি যুগে যুগে লিঙ্গে মহাদেবকে অর্চনা করিয়াছেন), তাঁহাদের জন্ম, কর্ম এবং তপস্যালব্ধ সিদ্ধিসমূহ পুষ্কল;[৭] নারায়ণ ঋষি "রুদ্রভক্ত" এবং "রুদ্রসম্ভব" (অর্থাৎ রুদ্রের প্রসাদে মহাপ্রভাব-সম্পন্ন)।[৮] অন্যত্র হিমালয় পর্বতের মহিমা বর্ণনায় উক্ত হইয়াছে যে মহাপ্রলয়াগ্নিসমপ্রভ পুরুষ মহেশ্বর, প্রকৃতি (দুর্গা) সহ, হিমালয়-পৃষ্ঠে নিত্য নিবাস করেন; নর ও নারায়ণ ঋষি ব্যতীত অপর কেহই,—ইন্দ্রাদিদেবগণ, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, সিদ্ধগণ, কিম্বা মুনিগণও,

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৫।৫'২

২) মহাভা, ৭।২০১।৫৭

৩) মহাভা, ৭।২০১।৫৮-৬০ (পূর্বে দেখ)।

৪) মহাভা, ৭।২০১।৬৮

৫) মহাভা, ৭।২০১।৭৭'২-৭৮

৬) মহাভা, ৭।২০১।৮০-৪

৭) মহাভা, ৭।২০১।৯২

৮) মহাভা, ৭।২০১।৯৫-১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহাঁদের দর্শন পাইতেন না।[১] এই উক্তি যেমন নর-নারায়ণ ঋষির শ্রেষ্ঠ মহিমা খ্যাপন করে, তেমন তাঁহাদের শিবভক্তিও খ্যাপন করে, বোধ হয়। নারায়ণীয়াখ্যানে কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট বর্ণনা করেন যে দক্ষযজ্ঞের সময়ে ঘটনাক্রমে রুদ্রের সহিত নর-নারায়ণ ঋষির বিরোধ এবং ভীষণ সংগ্রাম হয়। পরে আবার তাঁহাদের মধ্যে "অতুল সখ্য" স্থাপিত হয়। আমরা ইতিপূর্বে তাহা বর্ণনা করিয়াছি এবং তাহার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য বিষয়েও ইঙ্গিত করিয়াছি।[২] যাহা হউক, তন্মূলে ইহা সিদ্ধ করা যায় না যে নারায়ণ ঋষি শিবের প্রতি কোন দ্বেষভাব রাখিতেন।

নারায়ণ ঋষির অতুল শিবভক্তির উল্লেখ 'কূর্মপুরাণে'ও আছে। তথায় বর্ণিত হইয়াছে যে নারায়ণের স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শিব তাঁহাকে সমালিঙ্গন করেন এবং তাঁহার প্রার্থনায় সনকসনৎকুমারাদি মুনিগণকে দিব্য তত্ত্বজ্ঞান ব্যাখ্যা করেন।[৩] 'স্কন্দপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে নর ও নারায়ণ ঋষি আপনাদের বদরিকাশ্রমে "লোকানুগ্রহকারণে" ভগবান শঙ্করের ত্রিমূর্তি লিঙ্গ স্থাপন করেন।[৪]

কাম ও ক্রোধ জয়

ভগবান্ নারায়ণ ঋষি কাম ও ক্রোধকে সম্যক্ প্রকারে জয় করিয়াছিলেন। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ কপিলদেব তাঁহার মাতাকে বলেন, ইহ সংসারে ব্রহ্মার সৃষ্ট মনুষ্যগণের মধ্যে, কিংবা তাঁহাদের বংশানুবংশজদিগের মধ্যে, একমাত্র নারায়ণ ঋষি ব্যতীত অপর কাহারও চিত্ত "যোষিন্ময়ী মায়া দ্বারা" অবিচলিত থাকে নাই।[৫] অন্যত্র তাঁহার কাম এবং ক্রোধকে বিজয়ের বিশদ বর্ণনা আছে।[৬] কথিত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষিকে বদর্যাশ্রমে কঠোর তপস্যায় নিরত দেখিয়া একবার দেবরাজ ইন্দ্রের মনে এই ভয় উপস্থিত হয় যে 'ইনি বুঝি আমার পদ কাড়িয়া লইতে তপস্যা করিতেছেন।' তাই তিনি তখন ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করিতে কামদেবকে এবং তাঁহার সহচরগণকে নিযুক্ত করেন। ইন্দ্রের আদেশে কামদেব সদলবলে বদর্যাশ্রমে উপস্থিত হইয়া বসন্ত ঋতু মন্দ ও সুগন্ধ বায়ু এবং অপ্সরাদিগের নানা প্রকার হাবভাব ও কটাক্ষবাণ দ্বারা ঋষিবরের চিত্তকে বিদ্ধ করিতে বহু প্রচেষ্টা করেন। পরন্তু তাঁহাদের সমস্ত প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। কেননা, আদিদেব নারায়ণ ঐ সকলের দ্বারা বিন্দুমাত্রও বিচলিত হইলেন না! তিনি বুঝিতে পারেন যে উহা দেবরাজ ইন্দ্রেরই কূট চাল। তিনি যখন কামাদির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন, তখন উহারা শাপের ভয়ে ভীত হইয়া কাঁপিতে থাকেন। পরন্তু ঋষি স্মিতমুখে অতি মধুর বাক্যে বলেন, "হে মদন! হে (মলয়) মারুত! হে দেববধূগণ! তোমরা ভয় পাইও না। আমার (আতিথ্য) উপহার গ্রহণ কর। (তাহা

১) মহাভা, ৫।১১১।৫-৬ ২) পূর্বে দেখ। ৩) কূর্মপু, ২।১।৩২—

৪) স্কন্দপু, ৫।৩।৯৫।৫২-৬

৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।৩১।৩৭ ৬) ঐ, ১১।৪।৭-১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রহণ না করিয়া) এই আশ্রমকে শূন্য করিও না।"[১] ঐ অভয়বাণী ও অভ্যর্থনার কথা শুনিয়া কামাদি লজ্জায় আনতমুখ হইয়া করুণ স্বরে ধীরে ধীরে অভয়দাতাকে বলেন,

"নৈতদ্বিভো ত্বয়ি পরেঽবিকৃতে বিচিত্রং
স্বারামধীরনিকরানতপাদপদ্মে ॥"[২]

হে বিভু! আত্মারাম ধীর পুরুষবৃন্দও যাঁহার চরণকমল বন্দনা করিয়া থাকেন, (মায়ার) অতীত এবং নির্বিকার সেই আপনার পক্ষে ইহা আশ্চর্য নহে।' 'যাহারা তোমার সেবায় নিরত হয়, দেবগণ তাহাদের পথে বহু অন্তরায় উপস্থিত করেন; কেননা, উঁহারা ভয় করেন যে তাহারা উঁহাদের স্থান স্বর্গলোক অতিক্রম করত তোমার পরম পদে গমন করিবে। আর যাহারা যজ্ঞে দেবতাদিগকে উঁহাদের স্ব স্ব ভাগ উপহার প্রদান করে, উঁহারা তাহাদের পথে কোন বিঘ্ন উপস্থিত করেন না। পরন্তু তুমি যদি রক্ষক হও, তবে তোমার ভক্ত সমস্ত বিঘ্নের শিরে পদ রাখিয়া উহাদিগকে পার হইয়া যায়। কোন কোন তপস্বী তপস্যার বলে ক্ষুধা, তৃষ্ণা, (শীত, গ্রীষ্ম ও বর্ষা এই) কালগুণত্রয়, বায়ু, জিহ্বা এবং শিশ্ন রূপ অপার সমুদ্র-সমূহকে উত্তীর্ণ হইয়াও নিষ্ফল ক্রোধের বশবর্তী হইয়া গোষ্পদে ডুবিয়া যান, আপন সুদীর্ঘ কালের কঠোর তপস্যা এক মুহূর্তে বৃথা হারাইয়া ফেলেন। (পরন্তু আপনি যে আমাদের উপর বিন্দুমাত্রও ক্রোধ করেন নাই, তাহা আপনার অপার মহিমা)।' এই প্রকারে স্তুতি করিতে করিতে কামদেবাদি দেখিলেন যে অত্যদ্‌ভুতরূপলাবণ্যময়ী এবং উত্তম বস্ত্রালঙ্কার-বিভূষিতা অনেক নারী ঋষির আশ্রমে সেবায় নিরত আছে। ভগবতী লক্ষ্মীর ন্যায় রূপবতী ঐ সকল নারীরত্নকে দেখিয়া অপ্সরাগণের রূপলাবণ্যাভিমান চূর্ণ হয়, উহাদের রূপমহিমা দেখিয়া তাহাদের কান্তি মলিন হয় এবং উহাদের গাত্রগন্ধ দ্বারা তাহারা বিমোহিত হয়। নারায়ণ ঋষি তখন হাসিয়া বলেন, 'ইহাদের একজনকে তোমরা লইয়া যাও। সে তোমাদের স্বর্গের ভূষণ হইবে।' তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করত দেবদূতগণ অপ্সরাশ্রেষ্ঠ উর্বশীকে লইয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করেন এবং ইন্দ্রের সভায় গিয়া সকলের সমক্ষে নারায়ণ ঋষির অত্যদ্‌ভুত প্রভাব বর্ণনা করেন। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র বিস্মিত ও শঙ্কিত হয়। অন্যত্র অতি সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে যে নর ও নারায়ণ ঋষির তপস্যার এমন প্রভাব ছিল যে উঁহাদের নিকট গমন মাত্রেই কামদেবের সেনা অপ্সরাগণের স্বভাব বিলুপ্ত হয়, সুতরাং তাহারা উঁহাদের তপস্যা ভঙ্গ করিতে চেষ্টা করিতেও পারিল না।[৩] "কৃতী তপস্বিগণ ক্রোধ দৃষ্টি দ্বারা কামকে নিশ্চয় দহন করিয়া থাকেন, পরন্তু (আপনাকেও) দহনকারী অসহ্য ক্রোধকে দহন করিতে পারেন না। সেই ঐ ক্রোধ যাঁহার অমল হৃদয়াভ্যন্তরে প্রবেশ করিতেও ভয় পায়, তাঁহার মনকে কাম আবার কি প্রকারে আশ্রয় করিবে?"[৪]

'স্কন্দপুরাণে'ও ঐ ঘটনার বিবরণ আছে।[৫] যে দার্শনিক দৃষ্টি বা তত্ত্বানুভূতি সম্পন্ন হইলে কামক্রোধাদি সম্যক্ বিজিত হয়, উহাদের কোন অবসরও থাকে না তাহাও উহাতে

১) ঐ, ১১।৪।৮
২) ঐ, ১১।৪।৯-২
৩) ঐ, ২।৭।৬
৪) ঐ, ২।৭।৭
৫) স্কন্দপু, ৫।৩।১৯২।১১—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিস্তারিতরূপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে নর ও নারায়ণ ঋষির সুকঠোর তপস্যা দর্শনে ভীত ও সন্তপ্ত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র তাহাতে বিঘ্ন উৎপাদন করিতে বাঞ্ছা করেন এবং কাম ও বসন্ত সহ অপ্সরাগণকে তদর্থে নিযুক্ত করেন। দেবরাজের আদেশে অপ্সরাগণ, মদন ও বসন্তকে সঙ্গে লইয়া, ধর্ম তনয় নর ও নারায়ণ ঋষির তপস্যা ভঙ্গ করিতে গন্ধমাদন পর্বতে তাঁহাদের আশ্রমে গমন করে। বসন্তের প্রভাবে চারিদিকের প্রকৃতি অপরূপ শোভা ধারণ করে।। মলয়ানিল ধীরে ধীরে প্রবাহিত হইতে থাকে। অপ্সরাগণ নানা প্রকার নৃত্য, গীত হাবভাব করিতে থাকে। কাম পূর্ণরূপে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করে। "তথাপি, হে পৃথিবীপতি! অধ্যাত্মের (পর) পার সম্প্রাপ্ত-চিত্ত তাঁহাদের মনে কোন প্রকার বিকার উপস্থিত হইল না। হে নৃপ! বায়ু (প্রবাহ) রহিত স্থানে রক্ষিত দীপ যেমন নিকম্পভাবে স্থিত থাকে, বাসুদেবার্পণ দ্বারা স্বরূপে স্থিত তাঁহাদের মন তেমনই নিশ্চল রহিল। চারিদিক হইতে বহু নদনদীর জল আসিয়া পড়িলেও যেমন মহোদধি সংক্ষোভ প্রাপ্ত হয় না, তেমন তাঁহাদের মন কিঞ্চিন্মাত্রও সংক্ষুব্ধ হইল না। সর্বভূতহিত বাসুদেবময় পরব্রহ্মকে ধ্যায়মান তাঁহারা রাগের কিংবা দ্বেষের বশীভূত হইলেন না। যেমন অন্ধকার দীপালোকিত গৃহের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে পারে না, তেমন কাম তাঁহাদের বিদ্যাময় হৃদয়ে প্রবেশ করিতে সমর্থ হইল না। হে পুরুষর্ষভ! পুষ্প-শোভিত বৃক্ষসমূহ, বসন্ত, দক্ষিণানিল, সমস্ত অপ্সরাগণ, এবং গন্ধমাদন পর্বতকে, তথা নিজেকে এবং নিজেদের দ্বারা আরব্ধ তপস্যাকে—সমস্তকেই সেই মহামুনিদ্বয় ব্রহ্মের রূপ বলিয়া দর্শন করিতে থাকিলেন। যেমন অগ্নি অগ্নিকে দগ্ধ করিতে পারে না, জল জলকে ক্লেদাক্ত করিতে পারে না,—(এক কথায়) কোন দ্রব্য সেই দ্রব্যে বিকার উৎপাদন করিতে সমর্থ হয় না, তেমন বসন্ত, কন্দর্প ও অপ্সরাগণকে (এবং আপনাদিকে) স্বরূপত পরব্রহ্ম বলিয়া সতত বিজ্ঞাত থাকায় (উহাদের দ্বারা) তাঁহাদের কোন বিকার হইল না।"[১] তখন মদনাদি তাঁহাদের চিত্তকে ক্ষুভিত করিতে আরও গুরুতর প্রচেষ্টা আরম্ভ করে। তাহা দেখিয়া উদারচিত্ত নারায়ণ ঋষি ধৈর্য ধারণ করত আপন উরু হইতে এক বরাঙ্গী অবলাকে উৎপাদন করেন,—যে ত্রিলোকে সমস্ত সুন্দরীগণের রত্নস্বরূপ।[২] তাহা দেখিয়া মদনাদি অতীব বিস্মিত হইল এবং ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা মুনিদ্বয়কে স্তুতি করিতে লাগিল এবং নিজেদের অপ-রাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। "রাগদ্বেষবিবর্জিত ঈশ্বর" নারায়ণ ঋষি তাহাদিগকে অভয় প্রদান করেন এবং আশ্রমে স্বাগত করেন। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা ইন্দ্র দ্বারা প্রেরিত হইয়াই নৃত্যগীতাদির দ্বারা আমাদিগকে প্রলোভিত করিতে চাহিতেছ', পরন্তু "আমরা নৃত্য, গীত, নানাবিধ অঙ্গচেষ্টা, (সুমধুর) ভাষণ, প্রভৃতি বিষয়সমূহ দ্বারা প্রলুব্ধ হইব

---

১) ঐ, ৫।৩।১৯২।৩১-৩৯

২) ঐ, ৫।৩।১৯২।৪১-২ ঐ রূপসী 'উর্বশী' নামে প্রথিতা হয়। নারায়ণ ঋষি বলেন,

"যস্মাদস্মদূরুনিষ্পন্না প্রিয়মিন্দীবরেক্ষণা।
উর্বশী নাম কল্যাণী ভবিষ্যতি বরাপ্সরা॥" —(ঐ, ৫।৩।১৯২।৮৮ ভগবান যাস্কের মতে 'উর্বশী'

নামের ব্যুৎপত্তি এই "উর্বশ্যপ্সরা উর্বভ্যশ্নুতে উরুভ্যামশ্নুতে উরুর্বা বশোহস্যাঃ।"—('নিরুক্ত', ৫।১৩)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া মনে করি না। বিষয়সমূহ অতি দারুণ। হে শুভগণ, আমাদের ইন্দ্রিয়সমূহ যখন শব্দাদি (বিষয়সমূহ) আসক্তি দ্বারা তুষ্ট নহে, তখন নৃত্যাদি ভাবসমূহ কি প্রকারে আমাদের নিকট লোভপ্রদায়ী হইবে?"[১] "সেই যে পর, পরম পুরুষ, পরমেশ্বর বা পরমাত্মা—যিনি চরাচর সমস্তরই উৎপত্তির হেতু এবং যাঁহাতে এই (পরিদৃশ্যমান) সমস্তই (কল্পান্তে) প্রলীন হয়, যিনি সর্বাবাসী বলিয়া তথা দেব বলিয়া, 'বাসুদেব' বলিয়াও উদাহৃত হইয়া থাকেন, আমরা সেই চতুর্ব্যূহাভিমানীর 'অংশের অংশ।' মনুষ্যদিগকে জগতের (যথার্থস্বরূপের) বোধ করাইতে আমরা তদাদেশিত মার্গে স্থিত আছি। সর্বভূতকে সেই সর্বত্র সমদর্শী সর্বেশ বলিয়া দর্শনপরায়ণ আমরা কি প্রকারে বিভেদদর্শী জনোচিত রাগাদি করিব? আমাদিগেতে, ইন্দ্রে, বসন্তে, কামে এবং তোমাদিগেতে (অর্থাৎ অপ্সরাগণে) যখন একমাত্র সেই ভূতাত্মাই (বর্তমান) তখন (তোমাদের প্রতি আমাদের) দ্বেষাদি কি প্রকারে হইবে? নানারূপে বিভক্ত এবং ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া (আপাতত) প্রতীয়মান সমস্ত বস্তুই যখন (প্রকৃত পক্ষে) তন্ময়,—সর্বপ্রাণীতেই যখন এক সর্বেশ্বরেশ্বর বিষ্ণু বর্তমান, তখন রাগাদি কি প্রকারে হইবে? ব্রহ্মা, ইন্দ্র, ঈশান, আদিত্য, মরুদ্গণ, বিশ্বেদেবগণ, ঋষিগণ, সাধ্যগণ, বসুগণ, পিতৃগণ, যক্ষরাক্ষসভূতাদি, নাগগণ, সর্পগণ, সরীসৃপগণ, মনুষ্য, পক্ষী, গজ, গো, সিংহ, জলচর প্রাণী, মক্ষিকা, মশক, দংশ, শলভ, জলজ কৃমি, গুল্ম, বৃক্ষ, লতা, বল্লী, ত্বক্‌সার তৃণজাতি, প্রভৃতি যাহা কিছু দৃশ্য ও অদৃশ্য (পদার্থ) আছে, তৎসমস্তই, হে ত্রিদশাঙ্গনাগণ, একই পরমাত্মা হইতে জাত বলিয়া মনে কর। হে অমরাঙ্গনাগণ, সেই জায়মান বিষ্ণুর প্রতি,—যিনি পরমাত্মাও, তাঁহার প্রতি, কে কি প্রকারে রাগ কিংবা দ্বেষ তথা লোভ করিবে? সর্বভূতময়, সর্বগ এবং সর্বধাতা বিষ্ণুকে পৃথগ্‌রূপে (পরিদৃশ্যমান সর্ব)ভূতে নিপাত করিলে (অর্থাৎ সর্বত্র বিষ্ণুকে দর্শন করিলে) রাগাদি গুণ কোথা হইতে হইবে? হে অবলাগণ, এই প্রকারে (আমাদিগেতে এবং তোমাদিগেতে, তথা সর্বভূতে,—তন্ময় রূপে একীভূত ভূতসমূহের মধ্যে (পরস্পরের প্রতি) রাগাদির অবসর কোথায়?

'সম্যগ্‌দৃষ্টিরিয়ং প্রোক্তা সমস্তৈক্যাবলোকিনী।
পৃথগ্‌বিজ্ঞানমাত্রৈব লোকসংব্যবহারবৎ॥'[২]

সর্বভূতের মধ্যে ঐক্য অবলোকিনী এই দৃষ্টি সম্যগ্‌দৃষ্টি বলিয়া প্রোক্ত হয়। ভেদদৃষ্টি নিশ্চয়ই লোকসংব্যবহারবৎ বিজ্ঞানমাত্রই। যেহেতু এই নিখিল জগৎ (পঞ্চমহা)ভূত, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ, প্রধান এবং পুরুষ—এতদাত্মকই, তখন ভেদ কিমাত্মক? সমুদ্রের সলিলে ঊর্মিসমূহ উৎপন্ন হয় এবং লয় পায়। জল হইতে অভিন্ন বলিয়া উহারা যেমন ভিন্ন ভিন্ন নহে, তেমন (উপাদানের) ঐক্য হেতু এই জগৎ (ভিন্ন ভিন্ন) নহে। যেমন অগ্নির পীত, পিঙ্গল, অরুণ এবং ধূসর (অর্থাৎ নানা বর্ণের) শিখাসমূহ (নির্গত হয়), তথাপি উহারা অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, তেমন এই জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে।

'ভবতীভিশ্চ যৎক্ষোভমস্মাকং স পুরন্দরঃ।
কারয়ত্যসদেতচ্চ বিবেকাচারচেতসাম্॥'[৩]

১) ঐ, ৫।৩।১২।৬২-৩

২) স্কন্দপু, ৫।৩।১২।৭৮ ৩) ঐ, ৫।৩।১২।৮২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই পুরন্দর তোমাদের দ্বারা আমাদের যে ক্ষোভ করাইতে চাহিতেছেন, তাহা বিবেক-বিচারপূর্ণচিত্ত আমাদের দৃষ্টিতে অসৎ। সেই দেবেন্দ্র, এবং তোমরা,—সুরাসুরযুক্ত এবং সমুদ্রাদ্রিবনোপেত এই সমস্ত লোক আমার দেহান্তরগোচর।[১] যেমন এই চারুসর্বাঙ্গী নারীকে তোমাদের সম্মুখে আমি দেখাইয়াছি, তেমন সমস্ত জগৎকে দেখাইতে পারি। ইন্দ্র যেন গর্ব না করেন। কাহার ইন্দ্রত্ব সতত স্থির রহিয়াছে? (তোমাদের অপেক্ষাও) রূপবতী স্ত্রীগণ আছে দেখিয়া তোমরা বিস্মিত হইও না।

'কিং সুরূপং কুরূপং বা যদা ভেদো ন দৃশ্যতে।
তারতম্যং সুরূপত্বে সততং ভিন্নদর্শনাৎ।'[২]

যখন ভেদই দৃষ্ট হয় না, তখন সুরূপ বা কুরূপ কি? সুরূপত্বে তারতম্য সতত ভেদদৃষ্টি হেতুই (হইয়া থাকে)।"[৩] অনন্তর নারায়ণ ঋষি অপ্সরাদিকে, উর্বশীকে লইয়া, স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে বলেন এবং ইন্দ্রকে বলিতে বলেন যে, কোন প্রকার ভোগ প্রাপ্তির লালসায় তাঁহারা তপস্যা করিতেছেন না, জগতের কল্যাণার্থই তাঁহারা তপস্যা করিতেছেন,[৪] সুতরাং তাহাতে ইন্দ্রের সন্তাপিত হওয়ার কোন কারণ নাই।

নারায়ণ ঋষি বলিয়াছেন যে সমস্ত জগৎ তাঁহার দেহাভ্যন্তরে বর্তমান; যেমন উর্বশীকে বাহির করিয়া দেখাইয়াছেন, তেমন সমস্ত জগৎকেও তিনি বাহির করিয়া দেখাইতে পারেন। তাঁহার ঐ উক্তি শুনিয়া কামাদি সকলে পরম কৌতুহলান্বিত হইয়া তাহা দেখাইতে বার বার প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তখন নারায়ণ ঋষি বলেন, "হে সুরাঙ্গনাগণ, বসন্তকে, মদনকে এবং তোমাদের নিজেকে, তথা অপর যাহা যাহা দেখিতে তোমাদের ইচ্ছা হয়, সেই সকলকে,—নিখিল লোকসমূহকে এখানে,—আমার দেহে দর্শন কর।"[৫] এই বলিয়া তিনি উচ্চস্বরে হাস্য করেন এবং তখনই—সমস্ত জগৎ প্রকটিত হইল।[৬] পরে তিনি ঐ বিশ্বরূপ উপসংহৃত করেন এবং বলেন, "এই সমস্ত ভূতগ্রাম আমার অংশ, আমি অধ্যাত্মভূত যোগী বাসুদেবের (অংশ)। তিনি 'অনন্ত' বলিয়াও পরিপঠিত হন। এবং তাঁহা হইতে পরতর কিছুই নাই। সেই অজকে পরম পদ এবং সর্বভূতেশ বলিয়া জানিবে। আমি, তোমরা, দেবগণ, মনুষ্যগণ এবং পশুগণ এই সমস্তই নিশ্চয় অনন্ত বাসুদেবেরই কৃতি। ইহা জানিয়া, হে ত্রিদেশাঙ্গনাগণ! দেবতা, অসুর, মনুষ্য, পশু, প্রভৃতি সর্বকে নিশ্চয় সম বলিয়া দর্শন কর্তব্য।"[৭] অনন্তর মদনাদি সেই ঋষিদ্বয়কে প্রণাম করত, উর্বশীকে সঙ্গে লইয়া দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করে এবং তাঁহাকে সমস্ত বৃত্তান্ত নিবেদন করে। তাহা শুনিয়া ইন্দ্র পরম বিস্ময় প্রাপ্ত হন। তিনি কোন কথাই বলিতে পারিলেন না।

ভগবান নারায়ণ ঋষির ঐ উপদেশের তাৎপর্য সংক্ষেপে এই যে সর্বভূতে বাসুদেবকে দর্শন করিলে এবং সর্বভূত বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে বলিয়া জানিলে,—'গীতা'র ভাষায়

---

১) ঐ, ৫।৩।১৯২।৮৩
২) ঐ, ৫।৩।১৯২।৮৬
৩) ঐ, ৫।৩।১৯২।৬৫-৮৬
৪) ঐ, ৫।৩।১৯২।৯০-১ (পূর্বে দেখ)
৫) ঐ, ৫।৩।১৯৩।৬
৬) ঐ, ৫।৩ ১৯৩।৭
৭) ঐ, ৫।৩।১৯৩।৫৮'২—৬১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"বাসুদেবঃ সর্বম্"—এই বোধ জন্মিলে মানুষ সমতা লাভ করে,—সর্বত্র সমদর্শী হয়। সুতরাং কামক্রোধ-লোভাদি দোষসমূহ তাহাতে থাকিতে পারে না।[১]

ঐ ঘটনা কিঞ্চিৎ পরিবর্তিতরূপে 'দেবীভাগবতপুরাণে'ও বিবৃত হইয়াছে।[২] উহাতে আছে যে "হরির অংশদ্বয়" নর নারায়ণ ঋষির কঠোর তপস্যা দেখিয়া ভীত ও শঙ্কিত হইয়া দেবরাজ ইন্দ্র অতি দারুণ কাম, ক্রোধ কিম্বা লোভ উৎপাদন করত তাহাতে বিঘ্ন করিতে সঙ্কল্প করেন। প্রথমে তিনি স্বয়ং ঐ কার্যে ব্রতী হন এবং ঐরাবতে চড়িয়া গন্ধমাদন পর্বতে তাঁহাদের আশ্রমে গমন করেন। তাঁহাদের সম্মুখে গিয়া তিনি বলেন, "হে মহাভাগ ধর্মসুতদ্বয়, তোমাদের কি কার্য করিব বল। হে ঋষিদ্বয়! তোমাদিগকে শ্রেষ্ঠ বর প্রদান করিব। তাহা প্রদান করিতেই আমি এখানে আসিয়াছি। তোমাদের তপস্যা দ্বারা আমি সন্তুষ্ট হইয়াছি। সুতরাং (তোমরা যাহা চাহ, তাহা,) এমন কি যদি অদেয়ও হয়, তথাপি আমি তোমাদিগকে দিব।"[৩] ইন্দ্র বার বার ঐ প্রকার বলিলেও তন্ময়চিত্তে ধ্যানে মগ্ন ঋষিদ্বয় কোন উত্তর করিলেন না। তখন তিনি মোহিনী মায়া দ্বারা সিংহ ব্যাঘ্রাদি ভয়ানক হিংস্র জন্তুগণকে, তথা অতি দারুণ বহ্নি-বর্ষা-বাতাদি, উৎপাদন করত তাহাদিগকে ভয় দেখাইলেন। পরন্তু তাহাতেও তাঁহাদের ধ্যানভঙ্গ হইল না,—তাঁহারা ভীত হইলেন না। এইরূপে লোভ ও ভয় দ্বারা তাঁহাদিগকে বিচলিত করিতে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্র নিরাশ হৃদয়ে স্বর্গে ফিরিয়া যান এবং দুঃখিতচিত্তে তাহার কারণ চিন্তা করিতে লাগিলেন—'এই মুনিবরোত্তমদ্বয় লোভ এবং ভয় দ্বারা কেন বিচলিত হইলেন না? তাঁহারা কেন মায়া দ্বারা বিমুগ্ধ হইলেন না?[৪] যাহা হউক, ইন্দ্র পুনঃ উদ্‌যোগ করিতে সঙ্কল্প করেন এবং "পুরাণঋষিসত্তমদ্বয়" নর ও নারায়ণের তপস্যা ভঙ্গ করিতে কামাদিকে আদেশ করেন। কামাদি বদরিকাশ্রমে গিয়া "ধর্মপুত্র" ঋষিদ্বয়ের চিত্ত বিকল করিতে সর্বপ্রকারে যথাশক্তি প্রচেষ্টা করে। অকালে প্রকৃতির অদ্ভুত শোভা দেবাঙ্গনাদিগের হাবভাবোল্লাস দেখিয়া ঋষিদ্বয় প্রথমে বিস্মিত হন; পরন্তু অচিরে বুঝিতে পারিলেন যে উহা তাঁহাদের তপস্যায় বিঘ্ন উৎপাদন করিতে দেবরাজ ইন্দ্রের কূট চালই। নারায়ণ মুনি কামাদিকে তাঁহাদের আতিথ্য স্বীকার করিতে অনুরোধ করিলেন। ইন্দ্র তাঁহাদের তপস্যার বিঘ্ন করিতে উহাদিগকে পাঠাইয়াছেন ভাবিয়া তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ অভিমানও হইল। "শক্তিমান্" হইয়া তিনি মনে ভাবিলেন, "ইহারা সকলে কি দুর্ভাগা। ইহাদের অপেক্ষা দিব্যরূপা এক নবীনাকে নিশ্চয় সৃষ্টি করিব। তপোবল প্রদর্শন করিব। ইহা মনে মনে সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিয়া কর দ্বারা (আপন) উরু

---

১) স্কন্দপু, ৫।৩।১৯৩।৬৪-৭০ দেখ। ২) দেবীভাগপু, ৪।৫।১৬—

৩) ঐ, ৪।৫।২৩-৪'১

৪) কথিত হইয়াছে যে নর ও নারায়ণ ঋষি সর্বলোকের ঈশ্বরী অদ্ভুতা পরা প্রকৃতি সনাতনী আদ্যাশক্তি মহাবিদ্যার ধ্যানে নিমগ্ন ছিলেন। দেবতা কিংবা অসুর যে সকল মায়া প্রদর্শন করিতে পারে তৎসমস্তই তন্মূলা। সুতরাং উহার ধ্যানে নিমগ্ন ব্যক্তিকে ত্রিভুবনে কে,—যদি সে বহুমায়াবিদ্‌ও হয়, মায়া দ্বারা বিমোহিত করিতে সক্ষম হইবে? (ঐ, ৪।৫।৩১-৩৪'১) পরন্তু ইহার পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে "তপস্বিগণের মধ্যে ধুরন্ধর পুরাণ মুনিসত্তমদ্বয় সেই পরব্রহ্মের উপাসনায় নিরত ছিলেন।"—(ঐ, ৪।৫।১৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকৃষ্টরূপে তাড়ন করত সহসা সর্বাঙ্গসুন্দরী এক নারী উৎপাদন করেন। নারায়ণের ঊরু হইতে সম্ভূত বলিয়া সেই—শুভা 'উর্বশী' বলিয়া (খ্যাত হয়)।"[১] অনন্তর তিনি অপ্সরা-পরিচর্যার্থ উহাদের অপেক্ষা অতি সুন্দরী ১৬০৫০ নারী উৎপন্ন করেন।[২] ঐ নারীগণ হাতের নানা ভঙ্গী করিয়া হাসিতে হাসিতে গাহিতে গাহিতে মুনিদ্বয়কে প্রণাম করত কৃতাঞ্জলি হইয়া তাঁহাদের অগ্রে দণ্ডায়মান রহিল। নারায়ণের তপস্থার ঐ সকল বিভূতি দেখিয়া কামাদি পরম বিস্মিত এবং প্রবিমোহিত হইল। তখন তাহারা অতি বিনতি সহকারে নর ও নারায়ণকে স্তুতি করিতে লাগিল এবং নিজেদের অপরাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল। তাহাতে প্রীত হইয়া তাঁহারা সন্তুষ্টচিত্তে তাহাদিগকে তাহাদের বাঞ্ছিত কামসমূহ প্রদান করিবেন বলেন, উরুসম্ভবা চারুলোচনা উর্বশীকে দেবরাজ ইন্দ্রের জন্য উপহার স্বরূপে লইয়া স্বর্গে ফিরিয়া যাইতে বলেন; এবং সমস্ত দেবতাগণের স্বস্তি কামনা করেন। আরও বলেন, 'ভবিষ্যতে আর কাহারও তপস্থার বিঘ্ন করিও না।' বাঞ্ছিত বর লাভের আশ্বাসন পাইয়া দেবাঙ্গনাগণ নারায়ণকে পতি পাইতে বাঞ্ছা প্রকাশ করিল; তাঁহাদের ছাড়িয়া স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিতে অস্বীকার করিল এবং তাঁহাদের নিকটে থাকিয়া তাহাদিগকে সেবা করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিল। ঐ বাঞ্ছিত বর প্রদান করত তাঁহাদের বাণীকে সত্য করিতে প্রার্থনা করে। তাহাদিগকে ঐ অভিলাষ হইতে নিবৃত্ত করিতে ঋষি বহু বুঝাইলেন। পরন্তু তাহারা নিবৃত্ত না হইয়া আরও কামার্ততা প্রকাশ করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল। ঋষি তখন যেন কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া পড়েন। তিনি বুঝিতে পারিলেন যে "অহঙ্কার বশত আমি এই দুঃখ প্রাপ্ত হইয়াছি। তাহাতে কোন সংশয় নাই। অহঙ্কৃতি ধর্মবিনাশের প্রথম মূল। উহা সংসারবৃক্ষের মূল বলিয়া মহাত্মগণ-কর্তৃক প্রোক্ত হইয়া থাকে। বারাঙ্গনাগণকে এইখানে সমাগত দেখিয়া আমি মৌনাবলম্বন করিয়া না থাকিয়া (ভাষণাদি দ্বারা) সেবা করিয়াছি তাহাতে আমি দুঃখভাজন হইয়াছি। (তপস্যা) ধর্মের ব্যয় সত্ত্বেও আমি নারীসমূহকে উৎপাদন করিয়াছি। তাহাতে এই প্রমদোত্তমা-গণ কামার্তা হইয়া আমাকে বাধা দিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। অদ্য আমি স্বকৃত অহং-জাল দ্বারাই রেশম-কীটের ন্যায় সুদৃঢ়রূপে বদ্ধ হইয়াছি। অতঃপর আমার কি করা উচিত?[৩] ইহা চিন্তা করিতে করিতে প্রথমে তাঁহার মনে ইহা আসিল যে ক্রোধ প্রকাশ করত ঐ অবলাগণকে পরিত্যাগ পূর্বক বিজনে গিয়া পরম তপস্যা করিবেন। পরন্তু তখন ইহাও বুঝিলেন যে ক্রোধ সন্তাপকারক দ্বিতীয় মহাশত্রু; উহা কাম এবং লোভ হইতেও অধিক দারুণ। ক্রোধ দ্বারা অভিভূত হইয়া মানুষ প্রাণবিঘাতিনী হিংসা করে। সুতরাং ক্রোধ সর্বভূতের দুঃখপ্রদ এবং নরকবৎ। যেমন বৃক্ষের ঘর্ষণে উৎপন্ন দাবানল বৃক্ষকে দগ্ধ করে, তেমন দেহোৎপন্ন অতি দারুণ ক্রোধ দেহকে দগ্ধ করে। তাঁহাকে চিন্তায় দীনমানস দেখিয়া তাঁহার "অনুজ" নর ঋষি তাঁহাকে ক্রোধ পরিত্যাগ পূর্বক শান্তভাব সমাশ্রয় করত পরা অহঙ্কৃতিকে বিনাশ করিতে

---

১) ঐ, ৪।৬।৩৪-৩৬-১

২) ইন্দ্র ১৬০৫০ অপ্সরা প্রেরণ করিয়াছিলেন।—(ঐ, ৪।৬।২৮, ৫১)

৩) দেবীভাগপু, ৪।৭।২-৬-১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন।[১] অপ্সরাগণকে শাপ দিতেও তিনি বারণ করেন।[২] তাহাতে নারায়ণ শান্ত হন এবং স্মিতমুখে অপ্সরাগণকে বলেন, বর্তমান জন্মে দার পরিগ্রহ করিয়া তিনি ব্রতভঙ্গ করিবেন না; তবে ভবিষ্যতে, আর এক জন্মে তাহাদের পতি হইবেন;—অষ্টাবিংশ দ্বাপরযুগে, দেবগণের কার্য্যসিদ্ধ্যর্থ" তিনি আবার পৃথিবীতে প্রাদুর্ভূত হইবেন; তখন তাহারা রাজকন্যারূপে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিবে; এবং তিনি তাহাদিগকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবেন।[৩] ঐ সমাশ্বাসন পাইয়া অপ্সরাগণ স্বর্গে ফিরিয়া যায় এবং ইন্দ্রের নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন পূর্বক উর্বশীকে প্রদান করে। ইন্দ্র মুনির ধৈর্যের, কামজয়ের এবং তপোবলের প্রশংসা করেন।

'বামনপুরাণে'ও ঐ ঘটনার সংক্ষিপ্ত বিবরণ আছে।[৪] তাহাতেও উল্লিখিত হইয়াছে যে তাঁহার তপস্যার বিঘ্ন করিতে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত কামাদির প্রচেষ্টায় নারায়ণ ঋষি কিঞ্চিন্মাত্রও ক্ষুব্ধ হইলেন না, বরং তাহাদিগকে সাদরে স্বাগত করত অভিপূজা করেন। অনন্তর কিঞ্চিৎ হাসিয়া ভগবান্ এক কুসুমাবৃত মঞ্জরী গ্রহণ করত আপন উরু হইতে এক সুবর্ণাঙ্গী বালাকে নির্মাণ করেন।[৫] ঐ সর্বাঙ্গসুন্দরীকে দেখিয়া কামদেব স্বয়ং "কামাতুর" হইয়া পড়েন। সুতরাং অপরের কথা আর কি? তাঁহার উরু হইতে সম্ভূতা ঐ "কামাপ্সরা মাধবী"কে স্বর্গে লইয়া যাইতে এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে প্রদান করিতে ঋষি কামাদিকে বলেন। তাহারা কাঁপিতে কাঁপিতে উর্বশীকে লইয়া স্বর্গে প্রত্যাগমন করে এবং ইন্দ্রের নিকট সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করে। নারায়ণ ঋষির ঐ চরিত স্বর্গে ও মর্ত্যে সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। ঐ ঘটনার আভাস মহাকবি কালিদাসের 'বিক্রমোর্বশীয়' নামক নাটকেও আছে।[৬] তথায়ও সংক্ষেপে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে যে যখন অপ্সরাগণ নারায়ণ ঋষিকে প্রলোভিত করিতে প্রচেষ্টা করিতেছিল, তখন তিনি তাঁহার উরু হইতে উর্বশীকে সৃষ্টি করেন এবং তাহাতে অপ্সরাগণ অতি লজ্জিত হইয়া পড়ে। পরে তিনি উহাকে ইন্দ্রকে উপহার প্রদান করেন।[৬] 'হরিবংশে' এবং 'ব্রহ্মপুরাণে'ও উল্লিখিত হইয়াছে যে উর্বশী নারায়ণ ঋষির উরু হইতে সম্ভূতা।[৭] 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে'রও মতে, উর্বশী অনাদিনিধন নারায়ণ হইতে উৎপন্ন।[৮]

'দেবীভাগবতপুরাণে' বর্ণিত হইয়াছে যে পরম বিষ্ণুভক্ত দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের সহিত নর

---

১) ঐ, ৪।৭।১৩-৪, ১৬.২—১৭.১ ২) ঐ, ৪।১৭।৭ ৩) ঐ, ৪।১৭।১৪-৬

৪) বামনপু, ৬।৫-২২ ; ৭।১-২১ ৫) ঐ, ৭।৫

৬) দেখ—'বিক্রমোর্বশীয়', ১।৩.১, ৮, ১৪.১ কালিদাসের এক বচন উল্লেখযোগ্য মনে হয়,

অথবা নেয়ং তপস্বিনঃ সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি।

বেদাভ্যাসজড়ঃ কথং নু বিষয়ব্যাবৃত্তকৌতূহলো

নির্মাতুং প্রভবেন্ মনোহরমিদং রূপং পুরাণো মুনিঃ॥"—(ঐ, ১।৮.২)

'ব্রহ্মপুরাণে' আছে, "নারায়ণোরুপ্রভবামুর্বশীমপ্সরোবরাম্।" (১।১২০।১০৪)

৭) 'হরিবংশে' কথিত হইয়াছে যে মথুরার রাজা উগ্রসেনের রূপবতী রাণীকে দেখিয়া দ্রমিল রাক্ষস মনে মনে চিন্তা করিতে লাগিল,—

"নারায়ণোরু নির্ভিদ্য সম্ভূতা বরবর্ণিনী।

ঐলস্য দয়িতা দেবী যোষিদ্রত্নং কিমুর্বশী।"—('হরিবংশ' ২।২৮।৭৯)

৮) ব্রহ্মাণ্ডপু, ৩।৭।১৬ আরও দেখ—বিষ্ণুধর্মোত্তরপু. ১।১২৮।৩২.১ ; ১২৯।১— ; ইত্যাদি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ও নারায়ণ ঋষির একবার সুবহু বৎসর ব্যাপিয়া অতি অদ্ভুত যুদ্ধ হইয়াছিল।[১] কোন সময়ে মহাত্মা প্রহ্লাদ, বহু দৈত্য সমভিব্যাহারে, পাতাল হইতে নির্গত হইয়া নৈমিষতীর্থ দর্শনে গমন করেন। তীর্থবিধি অনুসারে তথায় পরিক্রমণ করিতে তিনি এক বিশাল ন্যগ্রোধ বৃক্ষের সুমহৎ ছায়ায় নানা জাতীয় উৎকৃষ্ট বাণসমূহ সংগৃহীত আছে দেখিতে পাইলেন। তাহাতে বিস্মিত হইয়া তিনি মনে মনে ইহা চিন্তা করিতে লাগিলেন যে,—ঐ পরম পবিত্র তীর্থে ঋষিদিগের পুণ্য আশ্রমে ঐ দিব্য বাণসমূহ কোথা হইতে আসিল? ঐগুলি কাহার? এমন সময়ে তিনি কৃষ্ণাজিনপরিহিত এবং সমুন্নত জটাভারমণ্ডিতমস্তক মহাভাগ্যবান্ ধর্মসুত নর ও নারায়ণ ঋষিকে দেখিতে পাইলেন। তাঁহারা ধ্যানস্থ ছিলেন। পরন্তু তাঁহাদের প্রত্যেকের সম্মুখে ভগবান্ বিষ্ণুর শার্ঙ্গধনুর এবং ভগবান্ শিবের পিনাক-ধনুর ন্যায় সুলক্ষণান্বিত একটি শুভ্র ধনু এবং একটি বাণপূর্ণ অক্ষয় তূণীর ধৃত ছিল। তাহা দেখিয়া দৈত্যপতি ক্রোধে রক্তচক্ষু হইয়া তাঁহাদের ভর্ৎসনা করিতে আরম্ভ করেন,—'আপনারা এই ধর্মবিনাশক দম্ভ কেন আরম্ভ করিয়াছেন? তপস্বী হইয়াও ধনুর্বাণ ধারণ করিতেছেন কেন? তপশ্চরণ ও বাণধারণ পরস্পর-বিরুদ্ধ। তাহা কলিকালের যোগ্য হইতে পারে; পরন্তু বর্তমান সত্যযুগের যোগ্য নহে। তপস্যাই ব্রাহ্মণের যোগ্য। তবে চাপধারণ কেন? তাহা শুনিয়া নর ঋষি উত্তর করেন, 'হে দৈত্যেন্দ্র! আমাদের তপস্যার জন্য কেন বৃথা চিন্তা করিতেছ? সামর্থ্য থাকিলে, যে যাহা করে, তাহার তাহা শোভা পায়। যুদ্ধ ও তপস্যা উভয়েই আমাদের সামর্থ্য আছে। তাহাতে তুমি কি করিবে? কেন বৃথা বক্‌বক্ করিতেছ? আপন রাস্তা দেখ।' তাহাতে আরও ক্রুদ্ধ হইয়া প্রহ্লাদ বলেন, 'হে মহাবুদ্ধি তাপসদ্বয়? তোমরা বৃথা গর্বে উন্মত্ত হইতেছ। ধর্মের মর্যাদা প্রবর্তক আমি বর্তমান থাকিতে এই পুণ্য তীর্থে এই প্রকার অধর্মাচরণ আর হইতে পারিবে না। যুদ্ধে তোমাদের কি শক্তি আছে, আজ দেখাও।' এই প্রকারে উভয় পক্ষে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া যায়। অতি সুদীর্ঘ কাল পর্যন্ত ঐ মহাযুদ্ধ চলিতে থাকে। তথাপি কাহারও হার কিংবা জিত হইল না। অনন্তর ভগবান্ বিষ্ণু সেইখানে আবির্ভূত হন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রহ্লাদ পরম ভক্তি সহকারে প্রণাম করেন এবং করজোড়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'ঐ তপস্বিদ্বয়কে তিনি পরাজিত করিতে পারিলেন না কেন?' বিষ্ণু উত্তর করেন যে উহাতে বিস্ময়ের কিছুই নাই। কেননা, ঐ সিদ্ধদ্বয় তাঁহারই অংশ। অনন্তর তাঁহার আদেশে প্রহ্লাদ পাতালে আপন নিবাস-স্থানে ফিরিয়া যান। তখন নর ও নারায়ণ পুনঃ তপস্যায় নিবিষ্ট হন।

ঐ যুদ্ধের বিবরণ 'বামনপুরাণে'ও আছে।[২] প্রথমাংশ যেমন 'দেবীভাগবতপুরাণে' বর্ণিত হইয়াছে প্রায় তেমনই। পরন্তু শেষাংশ ভিন্ন। কথিত হইয়াছে যে প্রহ্লাদের ভর্ৎসনায় প্রত্যুত্তরে নর ঋষি ইহাও বলেন যে তাঁহাদিগেতে শক্তি উর্জিত,—নর ও নারায়ণকে পরাজিত করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দৈত্যেশ্বর এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যে কোন প্রকারে তাঁহাদিগকে পরাজিত করিবেন। তখন নরের সঙ্গে প্রহ্লাদের তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ হয়। দীর্ঘকাল পরে নারায়ণ ঋষি যুদ্ধে অগ্রসর হন। অতি সুদীর্ঘকাল পর্যন্ত ঐ মহাযুদ্ধ চলিতে থাকে।

১) দেবীভাগপু, ৪।৯।১ ২) বামনপু, ৭।৪১-৮ম অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথাপি কাহারও হার কিংবা জিত হইল না। তখন প্রহ্লাদ পীতবাস ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করেন, তিনি যে অদ্যাপিও নারায়ণ হরিকে বিজয় করিতে সমর্থ হইলেন না, তাহার কারণ কি? পীতবাস বলেন যে তিনি উহাঁকে জয় করিতে পারিবেন না; কেননা ধর্মাত্মজ দুর্জয়,—উহাঁকে যুদ্ধে পরাজয় করিতে দেবতা কিংবা অসুর কাহারও সাধ্য নাই। তখন প্রহ্লাদ উত্তর করেন যে যদি উহাঁকে যুদ্ধে জয় করিতে না পারেন, তবে তাঁহার প্রতিজ্ঞা মিথ্যা হইবে; হীনপ্রতিজ্ঞ হইয়া তিনি বাঁচিয়া থাকিতে ইচ্ছা করেন না; সুতরাং তিনি ভগবানের অগ্রে কায়শোষণ করিবেন। এই বলিয়া প্রহ্লাদ দেহত্যাগ করিতে বসিয়া পড়েন। তখন ভগবান্ বলেন, তুমি ভক্তি দ্বারা উহাকে জয় করিতে পারিবে, পরন্তু যুদ্ধে কদাচ জয় করিতে পারিবে না।'১ "হে দানবশার্দুল! আমি (নারায়ণ ঋষি রূপে) লোকগণের প্রতি অনুকম্পা বশত ধর্মপ্রবর্তনার্থ তপশ্চর্যায় সমাহিত (হইয়াছি)। সেই কারণে, হে দানব, যদি তুমি জয় ইচ্ছা কর, তবে উহাঁকে আরাধনা কর। ভক্তি দ্বারা উহাকে জয় করিতে সমর্থ হইবে। সুতরাং ধর্মাত্মজকে সেবা কর।"২ তাহা শুনিয়া হৃষ্ট হইয়া প্রহ্লাদ অন্ধক দৈত্যকে রাজ্যভার অর্পণ করত পুণ্য বদরিকাশ্রমে গমন করেন এবং কৃতাঞ্জলিপুটে নর ও নারায়ণ ঋষির চরণ বন্দনা করেন। অতঃপর যাহা ঘটে, তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।৩

ঐ যুদ্ধের মূল কারণ, নর ঋষি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন, অহঙ্কার এবং তজ্জনিত ক্রোধ। তাহাতে তাহাদের তপস্যা নষ্ট হয় এবং তাঁহারা বহুতর দুঃখ প্রাপ্ত হন।৪ পরমর্ষি ব্যাসও তাহা বলিয়াছেন।৫ সুতরাং ঐ যুদ্ধের সময় পর্যন্ত নারায়ণ ঋষি অহঙ্কার ও ক্রোধকে সম্যক্ জয় করিতে পারেন নাই। উহা ইন্দ্রের আদেশে কামাদির দ্বারা তাঁহার তপস্যা ভঙ্গের চেষ্টার পূর্বের ঘটনা। সুতরাং পূর্বে,—প্রহ্লাদের সঙ্গে যুদ্ধের সময়ে, কাম ও ক্রোধ তাঁহার দ্বারা সম্যক্ বিজিত না হইলেও, পরে নিশ্চয় হইয়াছিল।

পুরুষসূক্তের দ্রষ্টা

বেদের সুপ্রসিদ্ধ 'পুরুষসূক্তে'র দ্রষ্টার নাম নারায়ণ ঋষি। 'মুদ্গলোপনিষৎ' নামে ১০৮ উপনিষদের অন্তর্গত একখানি উপনিষদে উহার তাৎপর্য ব্যাখ্যাত হইয়াছে। একমাত্র ঐ অভিপ্রায়েই ঐ উপনিষদ্খানি রচিত হইয়াছিল। উহার মতে 'পুরুষসূক্তের' প্রথম তিন (কি চার) মন্ত্রে চতুর্ব্যূহ ব্যাখ্যাত হইয়াছে; "ত্রিপাদ্" ইত্যাদি মন্ত্রে অনিরুদ্ধের বৈভব প্রোক্ত হইয়াছে। পুরুষের যেই পাদ জগৎ হইয়াছে, উহাকে "অনিরুদ্ধ নারায়ণ" বলা হইয়াছে। ঐ সকল সংজ্ঞা এবং ব্যাখ্যা নারায়ণীয়াখ্যানেও আছে। 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য়ও প্রদর্শিত হইয়াছে যে 'পুরুষসূক্তে' ভাগবতধর্মের দার্শনিক সিদ্ধান্তই অতি সংক্ষেপে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং উহার প্রথম চারি মন্ত্রে বাসুদেবাদি চাতুরাত্ম্যের তত্ত্ব বিবেচিত হইয়াছে।৬ এই সকল হইতে মনে হয় যে 'পুরুষসূক্তের' দ্রষ্টা 'নারায়ণ ঋষি এবং ভাগবতধর্মের প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি অভিন্ন ব্যক্তি। উভয়ের দার্শনিক সিদ্ধান্ত তুলনা পূর্বক বিচার করিলে ঐ অনুমান আরও দৃঢ় হয়।৭

---

১) বামনপু, ৮।৩৮
২) ঐ, ৮।৪১-২
৩) পূর্বে দেখ।
৪) দেবীভাগপু, ৪।৭।১৪-৬
৫) ঐ, ৪।১০।১৭-২
৬) অহির্বুধ্ন্যসং, ৫৯।২-৩৯
৭) 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী'র ১ম ভাগের পৃষ্ঠা দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চিত্রকলার স্রষ্টা

এইখানে অপ্রাসঙ্গিক হইলেও, একটা বিষয়ের উল্লেখ করিলে বিশেষ দোষ হইবে না বোধ হয়। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি চিত্রকলার স্রষ্টা। যখন ইন্দ্র-প্রেরিত অপ্সরাগণ তাঁহার তপস্যাভঙ্গ করিতে আসে, তখন নারায়ণ ঋষি উর্বশীকে সৃষ্টির পূর্বে, "লোকদিগের হিতকামনায় সমুপস্থিত দেবস্ত্রীদিগকে বঞ্চনার্থ" সহকারের রস দ্বারা ভূমিতে এক বরস্ত্রীর চিত্র অঙ্কন করেন। ঐ বরাপ্সরা এমন রূপযুক্ত হয় যে উহাকে দেখিয়া সমস্ত দেবযোষিদ্‌গণ লজ্জিত হইয়া পড়েন। ঐ মহামুনি ঐ প্রকারে লক্ষণসংযুত চিত্র অঙ্কন করিয়া উহার বিদ্যা বিশ্বকর্মাকে গ্রহণ করান।[১]

ব্রহ্মজ্ঞান

'মহাভারতে' নারায়ণ ঋষির মহিমা এই বলিয়া উক্ত হইয়াছে যে তিনিই সর্বপ্রথমে ব্রহ্মের প্রকৃত স্বরূপ জানিতে সমর্থ হন। একটা প্রাচীন মতবাদ আছে যে প্রতিকল্পের অন্তে বেদ, ইতিহাস, প্রভৃতি সমস্ত জ্ঞান, সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ সহ, ব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হয়, এবং পরের কল্পের প্রারম্ভে সেইগুলি আবার তাঁহা হইতে নির্গত হয়,—মহর্ষিগণ তপস্যার দ্বারা স্বয়ম্ভু দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া বেদাদি জ্ঞাত হন।[২] কথিত হইয়াছে যে কল্পের প্রারম্ভে ভগবান্ ব্রহ্মা বেদ প্রাপ্ত হন ; বৃহস্পতি বেদাঙ্গসমূহ, ভার্গব নীতিশাস্ত্র, নারদ গান্ধর্বশাস্ত্র, ভরদ্বাজ ধনুর্বেদ, গার্গ্য দেবর্ষিচরিত, এবং কৃষ্ণাত্রেয় চিকিৎসাশাস্ত্র লাভ করেন। ঐ প্রকারে অপরাপর মুনি-ঋষিগণ তখন অপরাপর শাস্ত্রসমূহ অবগত হন। পরন্তু কোন দেবতা কিংবা ঋষি পরব্রহ্মকে জানিতে সমর্থ হন নাই। "একমাত্র প্রভু ও ধাতা ভগবান্ নারায়ণ (ঋষিই) তাঁহাকে জানিতে পারেন। নারায়ণ হইতে (অপর) ঋষিগণ, মুখ্য মুখ্য সুরগণ ও অসুরগণ, এবং প্রাচীন রাজর্ষি-গণ (সংসার) দুঃখের পরম ঔষধ (সেই ব্রহ্মতত্ত্ব) অবগত হন।"[৩] পরে ইহাও বলা হইয়াছে যে—

"ন স বেদ পরং ব্রহ্ম যো ন বেদ চতুষ্টয়ম্।
ব্যক্তাব্যক্তং যত্তত্ত্বং সম্প্রোক্তং পরমর্ষিণা॥"[৪]

টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, স্বপ্ন ও সুষুপ্তি দৃষ্টান্তভূত এই দুই এবং সগুণ ও নির্গুণ ব্রহ্ম দার্ষ্টান্তিক এই দুই—এই চতুষ্টয়ই এই বচনে অভিহিত হইয়াছে; 'ব্যক্ত' অর্থ 'দৃশ্য' বা সর্বাত্মক ব্রহ্ম, আর 'অব্যক্ত' অর্থ সর্বাতীত বা নির্গুণ ব্রহ্মস্বরূপ। "অব্যক্তং ব্রহ্ম শাশ্বতম্।"[৫] সুতরাং পরমর্ষি নারায়ণ কর্তৃক সম্প্রোক্ত ব্রহ্মতত্ত্ব যে জানে না, সে ব্রহ্মকে জানিতে পারে না। এতদপেক্ষা তাঁহার উচ্চতর প্রশংসা আর কি হইতে পারে? 'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' আছে, শ্রীকৃষ্ণ বলেন যে তিনি

"নারায়ণর্ষির্ভগবান্ জ্ঞানিনাং মধ্য এব চ।"[৬]

'জ্ঞানীদিগের মধ্যে নিশ্চয় ভগবান্ নারায়ণ ঋষি।'

১) 'বিষ্ণুধর্মোত্তর পুরাণ', ৩।৩৫।১-৫'১
২) মহাভা, ১২।২১০।১৩'২—১৯ আরও দেখ—'ব্রহ্মসূত্র', ১।৩।২৯-৩০
৩) মহাভা, ১২।২১০।২০-৪ ; পূর্বে দেখ।
৪) মহাভা, ১২।২১৭।১
৫) মহাভা, ১২।২১৭।৩
৬) ব্রহ্মবৈবর্তপু, শ্রীকৃষ্ণজন্মখণ্ড, ৭৩।৭৩ ২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ ঋষি কি রূপক কল্পনা ?

কালক্রমে কেহ কেহ নারায়ণ ঋষিকে প্রকৃত ব্যক্তি বলিয়া না মানিয়া রূপক কল্পনা বলিয়া মনে করিতে লাগিল দেখা যায়। যথা, ষোড়শ খ্রীষ্টশতকে 'মহাভারতে'র টীকাকার নীলকণ্ঠ দেখাইতে চাহিয়াছেন যে নারায়ণ ও নর ঈশ্বর ও জীবই। নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে নারায়ণ ঋষি নারদ ঋষিকে বলেন, সদসদাত্মক অব্যয় প্রকৃতিই 'আমাদের দুই জনের' ("আবয়োঃ") যোনি।[১] নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে 'আমাদের দুই জনের' অর্থ "জীব ও ঈশ্বরের"। তথায় আরও বিবৃত হইয়াছে যে অব্যয় নর ও নারায়ণ বদর্যাশ্রমে গিয়া "কনকময় শকটে" তপস্যা করেন।[২] "অষ্টচক্রং হি তদ্‌যানং ভূতযুক্তং মনোরমম্" ('সেই যান নিশ্চয় অষ্টচক্র, ভূতযুক্ত এবং মনোরম')।[৩] নীলকণ্ঠ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ঐ যান মনুষ্য শরীর। "শকটবৎ পরপ্রের্য বলিয়া" উহাকে 'শকট' এবং "কনকবৎ মোহকত্ব হেতু" উহাকে 'কনকময়' বলা হইয়াছে। অষ্ট অবিদ্যা চক্রবৎ উহাকে বহন করে; সেইহেতু উহা 'অষ্টচক্র'। 'ভূতযুক্ত' অর্থ 'পঞ্চমহাভূতযুক্ত' বা পঞ্চমহাভূতবিনির্মিত। তিনি আরও বলেন যে নর-নারায়ণের ঐ শরীর মায়াময়; ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং তাহা পরে বলিয়াছেন।[৪]

'মহাভারতে'র অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে "সেই প্রকারেই ক্ষীরোদ সমুদ্রের উত্তরে প্রভু হরি বৈকুণ্ঠ কনকময় শকটে বাস করেন। সেই যান নিশ্চয় অষ্টচক্র, ভূতযুক্ত, মনোজব, অগ্নিবর্ণ, মহাতেজ, এবং জাম্বূনদবিভূষিত! হে পার্থিব, তিনি বিভু এবং সর্বভূতের প্রভু। তিনি (সর্বজগতের) বিস্তার ও সংক্ষেপ, কর্তা ও কারয়িতা, তথা পৃথিবী, জল, অগ্নি বায়ু ও আকাশ (—এই পঞ্চমহাভূত বা তদাত্মক জগৎ। তিনি সর্বভূতের যজ্ঞ এবং অগ্নি তাঁহার মুখ।"[৫] ইহার ব্যাখ্যায় নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে ঐ 'অষ্টযান চক্র' জীবের লিঙ্গশরীরই। ইহলোক হইতে পরলোকে গমনের সাধন বলিয়া উহাকে 'যান' বলা হইয়াছে। অষ্ট ভগবত্তনু দ্বারা বাহিত বলিয়া উহা 'অষ্টচক্র'। (১) কর্মেন্দ্রিয়পঞ্চক, (২) জ্ঞানেন্দ্রিয়পঞ্চক, (৩) প্রাণপঞ্চক, (৪) অন্তঃকরণপঞ্চক, (৫) সূক্ষ্মভূতপঞ্চক, (৬) কর্ম, (৭) কাম, এবং (৮) অবিদ্যা—এই পুর্যষ্টক উহার অষ্ট চক্র। লিঙ্গ-শরীর পুর্যষ্টকাত্মক বলিয়া শাস্ত্রে প্রসিদ্ধি আছে। শকটবৎ অচেতন বলিয়া উহাকে 'শকট' এবং কনকবৎ ভাস্বর অর্থাৎ জ্যোতির্ময় বলিয়া উহাকে 'কনকময়' বলা হইয়াছে। সুতরাং 'কনকময় শকট, অর্থ 'চিন্ময় শরীর'। অগ্নিবৎ যাহার বর্ণ বা বর্ণনা, তাহা 'অগ্নিবর্ণ' অর্থাৎ "অত্যন্ত-সংসারদুঃখপ্রদ। 'মহাতেজ' অর্থ "অনেকবিধজ্ঞানেন্দ্রিয়"। 'জাম্বূনদ' অর্থ 'দিব্য সুবর্ণ' বা "চিত্তহরণকারী বাসনাজাল"; 'জাম্বূনদবিভূষিত' অর্থ 'চিত্তাপহারক বাসনাজালময়'। ঐ

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩১-২

২). মহাভা. ১২।৩৩৪।১০ অন্যত্র আছে, "পুরাকালে নর ও নারায়ণ গন্ধমাদন পর্বতে ধর্মযানে সমারূঢ় হইয়া অব্যয় তপস্যা করিয়াছিলেন।" (মহাভা, ১২।৩৪২।১০৭'২=১০৮'১)

৩) মহাভা, ১২।৩৩৪।১১'১ অন্যত্র 'মনোরম' স্থলে 'মনোজব' পাঠ আছে। (পরে দেখ)

৪) "মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যন্মাং পশ্যসি নারদ।
সর্বভূতগুণৈর্যুক্তং নৈবং ত্বং জ্ঞাতুমর্হসি।" —(মহাভা, ১২।৩৩৯।৪৫'২=৪৬'১ পূর্ব পৃষ্ঠায় ধৃত) নীলকণ্ঠ 'ত্বং' স্থলে 'মাং' পাঠ ধরিয়াছেন।

৫) মহাভা, ৬।৮।১৫-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লিঙ্গশরীর শকটবৎ অচেতন হইলেও 'ভূতযুক্ত' অর্থাৎ "ভূত বা নিত্যসিদ্ধ ব্রহ্ম দ্বারা অনুপ্রবিষ্ট" হইয়া 'মনোজব' অর্থাৎ "শীঘ্রগামী হয়, প্রাণনাদিক্রিয়া করে।" ঐ শকটে বা শরীরে যিনি বাস করেন, তিনি 'প্রভু' (বা "সর্বজীবের নিয়ন্তা"), 'হরি' (বা "সর্বসংহর্তা") এবং "বৈকুণ্ঠ (বা "অকুণ্ঠিত-সামর্থ্য"), 'সংক্ষেপ' (বা "সংহর্তা"), 'বিস্তার' (বা "সম্যক্ বিরচয়িতা"), 'কর্তা' ("জীবরূপে") এবং 'কারয়িতা' ("ঈশ্বররূপে")। এই ব্যাখ্যার সঙ্গে সমন্বয় রক্ষার্থ নীলকণ্ঠ মনে করেন যে অধ্যাত্ম "সর্বকারণভূত আনন্দময় (কোশই)" উক্ত বচনে অধিদৈবত 'ক্ষীরোদ' সমুদ্র শব্দে উল্লিখিত হইয়াছে।[১] এই প্রকারে অধ্যাত্ম এবং অধিদৈব রূপ ব্যাখ্যা করত অনন্তর বলা হইয়াছে হে অধিভূত এবং অধিযজ্ঞ রূপও তাঁহারই ;—তিনিই পৃথিব্যাদি পঞ্চমহাভূত, আর তিনিই সর্বভূতের যথাধিকার নিবর্ত্য যজ্ঞ এবং তিনিই উহার মুখ হুতাশন, অর্থাৎ তিনি যজ্ঞ দ্বারাই তৃপ্ত হন। প্রকরণ দৃষ্টে এই ব্যাখ্যাকে সমীচীন বলা যায়। ঐ বচনের ঈষৎ পরে আছে, "নর ও নারায়ণ নিশ্চয়ই সর্বজ্ঞ এবং সর্বভূতহৃৎ। সেই প্রভুকে দেবগণ 'বৈকুণ্ঠ' এবং মনুষ্যগণ 'বিষ্ণু' বলে।"[২] নীলকণ্ঠ বলেন, এই বচনের নর ও নারায়ণ জীব ও ঈশ্বরই ; উভয়ে মিলিয়া এক সর্বজ্ঞ এবং সর্বভূতহৃৎ পরমেশ্বর ; সেই পরমেশ্বরকে দেবগণ 'বৈকুণ্ঠ' বলেন, অর্থাৎ তিনি অধিদৈব ভাবে বৈকুণ্ঠাধিপতি ; তাঁহাকেই মনুষ্যগণ 'বিষ্ণু' বলে, অর্থাৎ অধ্যাত্ম ভাবে তিনি সর্বজনের অন্তঃপ্রবিষ্ট শাস্তা,—অষ্টচক্র শকটের চালক। এই দুই বচনের সঙ্গে সমন্বয় রক্ষা করিতে নীলকণ্ঠ কল্পনা করিয়াছেন যে নারায়ণীয়াখ্যানের ধর্মপুত্র নর ও নারায়ণ ঋষি রূপক কল্পনা মাত্র।

পরন্তু নারায়ণীয়াখ্যানের ধর্মপুত্র নর ও নারায়ণ ঋষি যদি প্রকৃত পক্ষে ঐ প্রকার রূপক কল্পনাই হয়,—তাঁহারা যদি বস্তুত জীব ও ঈশ্বরই হন, তবে তাঁহাদের অপর দুই ভাই বলিয়া তথায় উল্লিখিত হরি ও কৃষ্ণ বস্তুতঃ কি? কিসের রূপক? তাহা নীলকণ্ঠ বলেন নাই। সুতরাং তাঁহার ঐ কল্পনা ত্রুটিময় রহিয়াছে। যাহা হইক, নারায়ণীয়াখ্যানে যেমন নারদকে তেমন নারায়ণ ঋষিকেও "দ্বিপদাং বরিষ্ঠঃ" (অর্থাৎ 'মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ') বলা হইয়াছে।[৩] সুতরাং তিনি মনুষ্যই। 'মহাভারতে'র অন্যত্র তাঁহার শিবভক্তির কথাও আছে।[৪] তাহাতেও বুঝা যায় যে তিনি মনুষ্য। তথায় নীলকণ্ঠও নর এবং নারায়ণকে "বিষ্ণুরূপী ঋষিদ্বয়",— সুতরাং মনুষ্যদ্বয় বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন।[৫] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে উহঁারা তপস্যার

---

১) নীলকণ্ঠ বলেন, যাহাদিগকে অধিদৈবত রূপে লবণসমুদ্র, ইক্ষুসমুদ্র, সুরাসমুদ্র, সর্পিঃসমুদ্র, দধিসমুদ্র, ক্ষীর (বা ক্ষীরোদ) সমুদ্র এবং শুদ্ধোদক সমুদ্র—এই সপ্ত সমুদ্র বলা হয়, অধ্যাত্মে উহারা যথাক্রমে (১) অন্নময় কোশ, (২) ইন্দ্রিয়ময় কোশ, (৩) প্রাণময় কোশ, (৪) মনোময় কোশ, (৫) বিজ্ঞানময় কোশ, (৬) আনন্দময় কোশ, এবং (৭) শুদ্ধ ব্রহ্ম। সাধারণতঃ ইন্দ্রিয়ময় কোশ এবং প্রাণময় কোশকে একত্রে প্রাণময় কোশ বলা হইয়া থাকে। আনন্দময় কোশ "সর্বকারণভূত।" "ঐ ক্ষীরোদের পরে জগতের জন্মাদির হেতু মহাবিষ্ণুর স্থান আছে, যাহা দহরাদি-উপাসকগণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, এবং যেখানে 'অরণশ্চার্ণবৌ' যেখানে 'প্রভুবিমিতং হিরণ্ময়ং বেশ্মনং', যেখানে 'অশ্বত্থঃ সোমসবনঃ', ইত্যাদি শ্রুতি-প্রসিদ্ধ চিহ্নসমূহ (আছে বলিয়া) উক্ত হইয়াছে।"

২) মহাভা, ৬।৮।২১'২—২২

৩) মহাভা, ১২।৩৩৫।১

৪) পূর্বে দেখ।

৫) মহাভা, ৭।২০০।৮৭-৮ শ্লোকের নীলকণ্ঠের টীকা দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা মনুষ্যলোক হইতে ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইয়াছেন।[১] নারদও বলিয়াছেন, নারায়ণ দেব ব্রহ্মলোকে ব্রহ্মসভায় থাকেন।[২] অতএব উহাঁরা মনুষ্যই।

যে অষ্টচক্র কনকময় শকটে থাকিয়া নারায়ণ ঋষি গন্ধমাদন পর্বতস্থ বদর্যাশ্রমে তপস্যা করিতেন বলিয়া নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে, উহা অষ্টচক্রযুক্ত এবং সুবর্ণনির্মিত এক বিমানও হইতে পারে। নারায়ণ ঋষি সময় সময় ঐ বিমানে চড়িয়া ইতস্ততঃ বিচরণ করিতেন বোধ হয়। 'বিশ্বোপাখ্যানে' আছে, গন্ধমাদন পর্বতে ভগবান্ ব্রহ্মা যখন তাঁহাকে দর্শন করেন,[৩] তখন তিনি আকাশে তেজে প্রজ্জ্বলিত এক বিমানে আসীন ছিলেন।[৪] পরমভাগবত বসুরও এক বিমান ছিল। উহাতে বসিয়া তিনি আকাশমার্গে বিচরণ করিতেন। তাহাতে তিনি 'উপরিচর' বলিয়া খ্যাত হন।

আধুনিক লেখকদিগের কেহ কেহও নারায়ণ ঋষি নামে কোন প্রাচীন ব্যক্তির সদ্ভাবে বিশ্বাস করেন না। রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মনে করেন যে নর, নারায়ণ, হরি ও কৃষ্ণ— এই চারি নাম বৈদিক যাগযজ্ঞাদির এবং উহাদিগেতে পশুবধের বিরোধী, ধর্মাচরণ এবং অহিংসা (বা প্রাণীদিগের অবধ)-মূলক, এক নূতন ধর্মমার্গের উদ্ভবের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। উঁহাদের পিতার নাম ধর্ম এবং মাতার নাম অহিংসা—'বামনপুরাণে'র এই উক্তির অভিপ্রায় ইহাই। মহাভারত পুরাণাদিতে যে নর ও নারায়ণকে কখন কখন ঋষি বলা হইয়াছে, তাহা সম্ভবতঃ 'পুরুষসূক্তে'র ঋষির বা রচয়িতার নাম নারায়ণ বলিয়া কল্পনার অনুসরণে।[৫] ভাণ্ডারকর মনে করেন যে,—তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে, 'পুরুষসূক্তে'র দ্রষ্টার নারায়ণ নাম কল্পনা মাত্র।[৬]

তাঁহাদের রূপ

'মহাভারতে' নর ও নারায়ণ ঋষির রূপের বর্ণনা আছে। কথিত হইয়াছে যে অতি কঠোর তপস্যা হেতু তাঁহারা "কৃশৌ ধমনিসন্ততৌ" অর্থাৎ অস্থিচর্মসার কৃশ হইয়াছিলেন, তাঁহাদের শিরাজাল ভাসিয়া উঠিয়াছিল।[৭] পরন্তু তাঁহাদের মুখ অতি সুন্দর ছিল; ললাট বিশাল ছিল; ভ্রূ, হনু ও নাসিকা সুন্দর ছিল। তাঁহাদের শির ছত্রের ন্যায় ("আতপত্রেণ সদৃশে") ছিল; বক্ষস্থল বিশাল এবং ভুজদ্বয় দীর্ঘ ছিল। তাঁহারা জটামণ্ডলধারী এবং শ্রীবৎস-লক্ষণ যুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের উভয় ভুজে হংসচিহ্ন এবং উভয় পদতলে চক্রচিহ্ন ছিল। তাঁহারা চতুর্মুষ্ক, ষষ্টিদন্ত এবং অষ্টদ্রংষ্ট্র যুক্ত ছিলেন। তাঁহাদের স্বর মেঘ গর্জনের ন্যায় গম্ভীর ছিল। তাঁহারা সর্বলোক-প্রকাশক সূর্য হইতেও অত্যধিক তেজঃপুঞ্জমণ্ডিত ছিলেন। এই প্রকার লক্ষণ সম্পন্ন তাঁহারা 'মহাপুরুষ' নামে বিখ্যাত ছিলেন।[৮] নারদ বলেন যে শ্বেতদ্বীপে তিনি যে সকল পুরুষকে দেখিয়াছিলেন, ঐ ঋষিসত্তমদ্বয় তাদৃশ।[৯] তিনি আরও বলেন

১) পূর্বে পৃষ্ঠার সংখ্যক পাদটীকা দেখ।
২) মহাভা, ২।১১।৫২
৩) পূর্বে দেখ।
৪) মহাভা, ৬।৬৫।৪৩
৫) R. G. Bhandarkar, Vaisnavism,' p. 46
৬) ঐ, ৪৪ পৃষ্ঠা
৭) মহাভা, ১২।৩৩৪।১১-২
৮) মহাভা. ১২।৩৪৩।৩৫-৮
৯) মহাভা, ১২।৩৪৩।৪০-২-৪১।১ শ্বেতদ্বীপবাসী "শ্বেত পুরুষগণে"র রূপের বর্ণনার জন্য ১২।৩৩৫।১০-১ দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে অব্যক্তরূপধারী ভগবান হরি যে সকল লক্ষণ যুক্ত ব্যক্তরূপধারী নর এবং নারায়ণও সেই সকল লক্ষণ যুক্ত ; সুতরাং ইঁহাদের দর্শন করিয়া তাঁহার উঁহারই দর্শন হইতেছে।৪

জৈনাগমের কিংবদন্তী

'সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র' নামে জৈন আগম গ্রন্থে নারায়ণ ঋষির উল্লেখ আছে। তথায় উক্ত হইয়াছে যে সাধুদিগকে প্রতারণার্থ কেহ কেহ বলেন যে, "আমরা ইহা শুনিয়াছি" যে "বহুত্র উদগং ভোচ্চা তথা নারায়ণে রিসী"৫ অর্থাৎ "বাহুক শীতোদকাদি পরিভোগ করত, তথা নারায়ণ নামক মহর্ষি পরিণতোদকাদি পরিভোগ করত, সিদ্ধ হন" (শীলাঙ্ক)৬ উহাতে আরও কথিত হইয়াছে যে তিনি, তথা অসিত, দেবল, দ্বৈপায়ন, পরাশর প্রভৃতি মহর্ষিগণ "ইঁহারা পূর্ব মহাপুরুষগণ বলিয়া আখ্যাত।"৭

---

৪) মহাভা, ১২।৩৪৩।৪৮-৯ ৫) সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র, ১।৩।৪।২'১

৬) "কেহ কেহ বলেন যে শীতোদক সেবন দ্বারা, আর কেহ কেহ বলেন যে হবন দ্বারা মোক্ষলাভ হয়।" (সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র, ১।৭।১২'১) যাঁহারা বলেন যে শীতোদক সেবন দ্বারা মোক্ষলাভ হয়, শীলাঙ্ক উহাদিগকে "বারিভদ্রকগণ" বলিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে "বারিভদ্রকাদয়ো ভাগবতবিশেষাঃ" ('বারিভদ্রকাদি ভাগবতবিশেষগণ')। বারিভদ্রকগণের উল্লেখ 'নির্যুক্তি'-কার ভদ্রবাহুও করিয়াছেন। ('সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র-নির্যুক্তি, ৯০)

৭) সূত্রকৃতাঙ্গসূত্র, ১।৩।৪।৩-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আধুনিক লেখকগণের মত

নর ও নারায়ণ ঋষি সম্বন্ধে আধুনিক লেখকগণের নানা জনে নানা প্রকার মত পোষণ করেন। রামকৃষ্ণগোপাল ভাণ্ডারকর মনে করেন যে নারায়ণ "has a cosmic character and is not a historical or mythological individual." (**Vaisnavism** p. 43) তাঁহার মতে 'পুরুষসূক্তে'র দ্রষ্টা নারায়ণও কল্পিত নাম মাত্র। (৪৪ পৃষ্ঠা)

"These four names, (নরনারায়ণাদি), therefore, were names connected with the introduction of a new system of religion, not heterodox, which concerned itself with righteousness and non-slaughter of animals. That is what appears to be meant by Dharma being called the father of these four and Ahimsa their mother. (ঐ, ৪৬ পৃষ্ঠা)

বার্নেট মনে করেন যে নর ও নারায়ণ 'legendary saints' (**Hindu Gods & Heroes**, p. 78)

"From the fact that no god called Nara is known outside the Epic, and that from the different accounts of his origin it would appear that he was a speculative creator intended for the glorification of Arjuna with whom he is often identified". (Nanimadhab Chaudhuri, "Some Aspects of the Worship of Narayana", IHQ, XY (1944), p. 275—84, exp. p. 278)

"It may be suggested that the ancient Rigvedic rishi Narayana, the author of the Purushasukta, perhaps gives rise to the conception of the Purusha Narayana of the SBr. who performed Pancharatra sacrifice and that a parallel to the composite conception of Purusha N. may perhaps be seen in the pair Nara Narayana given to practising austerities.

(Ibid, p. 297)

ধর্মতীর্থ

'মহাভারতে' 'ধর্মতীর্থ' নামে এক তীর্থের উল্লেখ আছে। মহাভাগ ধর্ম তথায় অনুত্তম তপ করেন। তাহাতে ঐ স্থান তীর্থ হয় এবং তাঁহার নামে বিশ্রুত হয়। (মহাভা, ৩।৮৪।১-২)

তাহাতে নিশ্চিত হয় যে ধর্ম নামে জনৈক মহাত্মা ছিলেন। অবশ্য তিনি ও ধর্ম ঋষি অভিন্ন কিনা বলা যায় না।

"স্তনং তু দক্ষিণং ভিত্ত্বা ব্রহ্মণো নরবিগ্রহঃ।
নিঃসৃতো ভগবান্ ধর্মঃ সর্বলোকসুখাবহঃ ॥৩২

ত্রয়স্তস্য বরাঃ পুত্রাঃ সর্বভূতমনোহরাঃ সমঃ কামশ্চ হর্ষশ্চ তেজসা লোকধারিণঃ ॥৩৩

কামের স্ত্রী রতি, সমের স্ত্রী প্রাপ্তি এবং হর্ষের স্ত্রী নন্দা "যাসু লোকাঃ প্রতিষ্ঠিতাঃ"৩৪ (মহাভা, ১।৬৬ অধ্যায়) এই ধর্ম পূর্বোক্ত ধর্ম ঋষি হইতে ভিন্ন। (১।৬৬।১৪-৫)

'স্কন্দপুরাণে'র মতে নরনারায়ণাদি ব্রহ্মার স্তন হইতে সঞ্জাত ধর্ম ঋষির পুত্র। (৫।৩।১৯২।৭)

'দেবীভাগবতে'র মতে "ব্রহ্মণো হৃদয়াজ্জাতঃ পুত্রো ধর্ম ইতি স্মৃতঃ ॥৯২ ব্রাহ্মণঃ সত্যসম্পন্নো বেদধর্মরতঃ সদা। দক্ষস্য দুহিতারো হি বৃতা দশ মহাত্মনা ॥"১০ (৪।৫।৯'২-১০)

'সূতসংহিতা'র মতে, ব্রহ্মা সঙ্কল্প হইতে সাধকোত্তম ধর্ম ঋষিকে সৃষ্টি করেন। —(১।১০।৪৪—৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চদশ অধ্যায়

দেবর্ষি নারদ

ভাগবতধর্মের আচার্য

'মহাভারত' এবং পুরাণ হইতে জানা যায় যে দেবর্ষি নারদ ভাগবতধর্মের আদ্য আচার্য-দিগের অন্যতম, খুব সম্ভবতঃ উঁহাদের মধ্যে মুখ্যতম। তিনি সাক্ষাৎ ভাগবতধর্মের প্রথম প্রবর্তক ভগবান নারায়ণ ঋষি হইতে উহার উপদেশ লাভ করেন; হিমালয় পর্বতস্থ উঁহার আশ্রমে,—যাহা বদরিকাশ্রম বা নারায়ণাশ্রম নামে খ্যাত,—সুদীর্ঘ কাল বাস করিয়া উহা সম্যক্ অভ্যাস করেন ও তৎসম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করেন; এবং পরে সর্বত্র উহা প্রচার করেন।

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে ভাগবতধর্ম সম্বন্ধে সম্যক্ জ্ঞান লাভের পর দেবর্ষি নারদ ভগবান ব্রহ্মার সদনে অর্থাৎ ব্রহ্মলোকে গিয়া তথায় সমুপস্থিত সিদ্ধগণকে উহার উপদেশ করেন। ঐ সময়ে সূর্য (বা সূর্যের উপাসক জনৈক সিদ্ধ পুরুষ)ও উহা শুনিয়াছিলেন। নারদ পরে পরমর্ষি ব্যাসের নিকট উহা ব্যাখ্যা করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরকেও তিনি ভাগ-বতধর্মের উপদেশ প্রদান করেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণ এবং ভীষ্মও উহা শ্রবণ করিয়াছিলেন। এই সমস্ত পূর্বে তৃতীয় অধ্যায়ে বর্ণিত হইয়াছে।

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে—

(১) দেবর্ষি নারদ পরম ভক্তিভাব সহকারে ভগবান নারায়ণ ঋষিকে সেবা করেন এবং তাঁহার এই মন্ত্র সতত জপ করেন,—

"ওঁ নমো ভগবতে উপশমশীলায়োপরতানাত্ম্যায় নমোঽকিংচনবিত্তায় ঋষি-ঋষভায় নর-নারায়ণায় পরমহংসগুরব আত্মারামাধিপতয়ে নমো নমঃ"

তিনি সেই ঋষি কর্তৃক প্রোক্ত "সাংখ্য ও যোগের সহিত ভগবদনুভাবোপবর্ণন" (অর্থাৎ যাহাতে সাংখ্য ও যোগ সংমিশ্রিত ভগবানের অনুভাব উপবর্ণিত হইয়াছে, সেই ভাগবতধর্ম) সাবর্ণি মনুকে উপদেশ করেন।[১]

(২) তিনি মহাভাগবত দৈত্যরাজ প্রহ্লাদকে ঐ ভাগবতধর্মের উপদেশ করেন। ঐ সময়ে প্রহ্লাদ মাতৃগর্ভেই ছিলেন। গর্ভস্থ শিশুকে লক্ষ্য করিয়া নারদ তাঁহার মাতা কয়াধুকে ভাগবতধর্ম উপদেশ করেন। কয়াধু দেবর্ষি নারদের আশ্রমেই ঐ সময়ে অবস্থান করিতেছিলেন।[২]

(৩) তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে, তাঁহার রাজসূয় মহাযজ্ঞের সময়ে "নারায়ণের মুখ হইতে শ্রুত সনাতনধর্ম" ব্যাখ্যা করেন।[৩]

(৪) তিনি দ্বারকায় কৃষ্ণের পিতা বসুদেবের নিকটে "ভাগবতধর্মসমূহ" ব্যাখ্যা করেন।[৪]

---

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৫।১৯।১০-১

২) ঐ, ৭।৬।২৭-৮; ৭।১৫-৬ প্রসঙ্গক্রমে ইহা বলা যাইতে পারে যে 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'ও (১।৫।৯।১) প্রহ্লাদকে "কায়াধব" (কয়াধুর পুত্র') বলা হইয়াছে।

৩) ঐ, ৭।১১।৫—

৪) ঐ, ১১।২।৭—৫ম অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৫) তিনি পরমর্ষি ব্যাসের নিকট ভাগবতধর্মের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করেন এবং তদ্বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিতে তাঁহাকে প্রেরণা করেন। তাহাতে ব্যাস 'ভাগবতপুরাণ' রচনা করেন।[১]

(৬) তিনি, গন্ধর্ব তুম্বুরু সহ, ভগবান ব্রহ্মার সভায় ভগবান সঙ্কর্ষণের "অনুভাবসমূহ" বর্ণনা করেন।[২]

(৭) তিনি শূরসেনাধিপতি চিত্রকেতুকে ভগবান সঙ্কর্ষণকে দর্শনার্থ "মন্ত্রোপনিষৎ" প্রদান করেন।[৩] তদনুসারে সাধন করত চিত্রকেতু ভগবান্ সঙ্কর্ষণের দর্শন লাভ করেন। সঙ্কর্ষণ চিত্রকেতুকে বলেন যে তিনি নারদ হইতে যেই "বিদ্যা"[৪] লাভ করিয়াছেন, উহা তাঁহারই অনুশাসন"।[৫]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' এবং 'গরুড়পুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদ

"তন্ত্রং সাত্বতমাচষ্টে নৈষ্কর্ম্যং কর্মণাং যতঃ।"[৬]

'যাহা হইতে কর্মসমূহের নৈষ্কর্ম্য হয় সেই সাত্বততন্ত্র ব্যাখ্যা করেন।'

পাঞ্চরাত্র আগমশাস্ত্রে দেখা যায়, নারদ পাঞ্চরাত্রধর্মের আচার্য এবং বৈখানস আগমশাস্ত্রে দেখা যায়, নারদ বৈখানসমতেরও আচার্য। এই সকল পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৭] পাঞ্চরাত্রধর্ম ও বৈখানসধর্ম ভাগবতধর্মেরই শাখা। সুতরাং ঐ আগমশাস্ত্রের প্রমাণেও সিদ্ধ হয় যে নারদ ভাগবতধর্মের আচার্য।

নারদের কর্ম

হিন্দুর প্রাচীন শাস্ত্রে,—বেদে, ইতিহাসে, পুরাণে, তথা অন্যত্র, নারদ-কৃত আরও বহু কর্মের উল্লেখ আছে। যথা, ঋষি নারদ 'ঋগ্বেদে'র ৮ম মণ্ডলের ১৩শ সূক্তের দ্রষ্টা। ৯ম মণ্ডলের ১০৫তম সূক্তের দ্রষ্টা নারদ এবং পর্বত ঋষি। তৎপূর্বের ১০৪তম সূক্তের দ্রষ্টাও হয়ত তাঁহারাই।[৮] 'অথর্ববেদে'র কতিপয় মন্ত্রে নারদের নাম উল্লিখিত আছে। এক মন্ত্রে ব্রহ্মস্ব অপহরণের নিন্দা করিয়া বলা হইয়াছে, "হে নারদ, যে ব্যক্তি ব্রাহ্মণের সন্ধন (আপনার বলিয়া) অভিমান করে (অর্থাৎ অপহরণ করে), তাহাকে বৃক্ষগণও এই বলিয়া দূরে বিতাড়িত করে যে 'আমাদের ছায়ায় আসিও না'।"[৯] 'অথর্ববেদে'র ১২শ কণ্ডিকার ৪র্থ সূক্তের ১৬, ৪১, ৪২, ৪৩ ও ৪৫তম মন্ত্রে বশা গৌ সম্বন্ধে নারদের মতের উল্লেখ আছে। 'মৈত্রায়ণীসংহিতা'র এক মন্ত্রে নারদের মত প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে।[১০]

'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' নারদের উল্লেখ তিন প্রসঙ্গে হইয়াছে। তাহার বিবরণ কিঞ্চিৎ পরে

---

১) পূর্বে পৃষ্ঠা দেখ। 'নারদপুরাণে'র মতে নর এবং নারায়ণ ঋষিরই নির্দেশে ব্যাস "ভাগবতশাস্ত্র" বা "হরিভক্তিবিবর্দ্ধিনী ভাগবতী সংহিতা" রচনা করেন। (নারদপু, ১।৬২।৭১'২—৭২ ও ৭৭—৮)

২) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৫।২৫।৯—১৩ ৩) ঐ, ৬।১৫।২৭-৮ ৪) ঐ, ৬।১৬।১৯-৫

৫) ঐ, ৬।১৬।৫০ টীকাকার শ্রীধরস্বামী উহাকে "শেষতোষিণী মহাবিদ্যা" বলিয়াছেন।

৬) ঐ, ১।৩।৮'২ ; গরুড়পু, ১।১।১৬'২ ৭) পূর্বে দেখ।

৮) মহর্ষি কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'র মতে 'ঋগবেদে'র ৯।১০৪ সূক্তের দ্রষ্টা হয়ত পর্বত এবং নারদ, অথবা কশ্যপের পুত্রী শিখণ্ডিনী নামক অপ্সরাদ্বয়।

৯) অথসং, ৫।১৯।৯ ১০) "এতদ্ধ স্ম বা আহ নারদ" ইত্যাদি। (মৈত্রাসং, ১।৫।৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদত্ত হইবে। 'সামবিধানব্রাহ্মণে' উপদিষ্ট বিধির 'বংশ-ব্রাহ্মণে', অর্থাৎ ঐ "সামবিধানের সম্প্রদায়-প্রবর্তক আচার্যদিগের" মধ্যে নারদের নাম আছে।[১]

'ছান্দোগ্যোপনিষদে' (৭ম অধ্যায়ে) বিবৃত হইয়াছে যে নারদ ভগবান সনৎকুমারের নিকটে 'ভূমা' নামক পরম তত্ত্বের উপদেশ প্রাপ্ত হন। ঐ সনৎকুমারকে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ 'স্কন্দ' বলিতেন।[২] তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণের পূর্বে, নারদ, তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি মতে, এই সমস্ত বিদ্যা অধ্যয়ন করিয়াছিলেন,—ঋগ্বেদ, যজুর্বেদ, সামবেদ, অথর্ববেদ, ইতিহাস, পুরাণ, "বেদসমূহের বেদ" (=ব্যাকরণ), পিত্র্য (=পিতৃশ্রাদ্ধতত্ত্ব), রাশি, দৈব, নিধি, বাকোবাক্য (=তর্কবিদ্যা), একায়ন, দেববিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা, ভূতবিদ্যা, ক্ষত্রবিদ্যা, নক্ষত্রবিদ্যা, সর্পবিদ্যা এবং দেবজনবিদ্যা।[৩] সুতরাং তিনি প্রায় সমস্ত বিদ্যাই অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। পরন্তু তিনি মন্ত্রবিৎ মাত্রই ছিলেন, আত্মবিৎ নহেন। সেইহেতু তিনি শোকাতীত হইতে পারেন নাই, শোকগ্রস্তই ছিলেন। তিনি নিজেই তাহা স্বীকার করেন।[৪] শোকাতীত হইবার উদ্দেশ্যেই তিনি ভগবান্ সনৎকুমারের শরণ গ্রহণ করেন। সনৎকুমার ভূমাবিদ্যার উপদেশ প্রদান করত নারদের চিত্তের কষায় পরিক্ষালন করেন, এবং তাঁহাকে "তমের পার" (অর্থাৎ অজ্ঞানান্ধকারের অতীত পরমার্থ তত্ত্ব) প্রদর্শন করান।[৫]

'নারদপরিব্রাজকোপনিষদে'[৬] আছে, "পরিব্রাজকাভরণ" এবং "ভগবদ্‌ভক্ত" নারদ ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে করিতে এক সময়ে পুণ্য নৈমিষারণ্যে উপস্থিত হন। তখন ঐখানে দ্বাদশ-বর্ষব্যাপী এক সত্র চলিতেছিল। উহাতে সমুপস্থিত "শ্রুতধ্যানসম্পন্ন, সর্বজ্ঞ, তপোনিষ্ঠাপরায়ণ এবং জ্ঞানবৈরাগ্যসম্পন্ন শৌনকাদি মহর্ষিগণ" তাঁহাকে সাদরে অভ্যর্থনা ও সৎকার করত জিজ্ঞাসা করেন, "হে ভগবান ব্রহ্মপুত্র, মুক্তির উপায় কি?" নারদ উত্তর করেন, যে ব্যক্তি পরমহংসাশ্রমে সন্ন্যাসী হইয়া "অস্খলিত স্বরূপধ্যান দ্বারা দেহত্যাগ করে, সে মুক্ত হয়।" অনন্তর ঐ সত্র পূর্ণ হইলে নারদ শৌনকাদি মহর্ষিগণকে সঙ্গে লইয়া, সত্যলোকে "বিধিবৎ-ব্রহ্মনিষ্ঠাপর" পিতামহ পরমেষ্ঠীর নিকট গমন করেন, এবং তাঁহাকে "পারিব্রাজ্যস্বরূপক্রম" জিজ্ঞাসা করেন। পিতামহ তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসধর্মের উপদেশ করেন। 'নারদপরিব্রাজকোপনিষদে' ঐ উপদেশ লিপিবদ্ধ আছে।

'বাসুদেবোপনিষৎ' নামে অপর এক অমুখ্য উপনিষদে আছে, "ভগবান্ নারদ" "সর্বেশ্বর বাসুদেবকে" "ঊর্ধ্বপুণ্ড্রবিধি,—দ্রব্য, মন্ত্র, স্থান প্রভৃতি সহ" জিজ্ঞাসা করেন এবং বাসুদেব তাহা ব্যাখ্যা করেন। ঐ বাসুদেব দ্বারকাবাসী বার্ষ্ণেয় বাসুদেব বা কৃষ্ণই ("দ্বারকানিলয়াচ্যুত")। 'কলিসন্তরণোপনিষৎ' নামে অপর এক অমুখ্য উপনিষদে বিবৃত আছে যে নারদ দ্বাপরের অন্তে ব্রহ্মা বা হিরণ্যগর্ভ হইতে কলি হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় অবগত হন।

'মহাভারতে' দেবর্ষি নারদ কর্তৃক কৃত বহু কর্মের উল্লেখ আছে। তাঁহার চারিটি কার্য

১) সামবিধানব্রা, ৩।৯।৮
২) ছান্দোগ্যউ, ৭।২৬।২
৩) ঐ, ৭।১।২ ; আরও দেখ—৭।১।৪ ; ৭।২।১
৪) ঐ, ৭।১।৩
৫) ঐ, ৭।২৬।২
৬) এই 'নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ' প্রসিদ্ধ ১০৮ উপনিষদের অন্তর্গত।

৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ সময়ে অতি প্রসিদ্ধ ছিল, দেখা যায়। কেননা, একাধিক ব্যক্তি উহাদের উল্লেখ করিয়াছেন। (১) পুত্রশোকে অতীব কাতর রাজা অকম্পনকে সান্ত্বনা প্রদান, যাহার প্রসঙ্গে তিনি মৃত্যুর উৎপত্তির কথা বিবৃত করেন। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ-কালে বীরবালক অভিমন্যুর শোকে কাতর যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে পরমর্ষি ব্যাস উহা বর্ণনা করেন।[১] ঐ মহাযুদ্ধের পরে আত্মীয়-স্বজনের শোকে অভিভূত যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে ভীষ্মও উহা পুনরায় বর্ণনা করেন।[২] (২) পুত্রশোকাতুর রাজা সৃঞ্জয়কে সান্ত্বনা প্রদান, যখন তিনি অতি প্রসিদ্ধ প্রাচীন ষোল রাজার কাহিনী বিবৃত করেন এবং সেইহেতু যাহা "ষোড়শরাজক" বা "ষোড়শরাজোপাখ্যান" নামে খ্যাত হয়। ব্যাস[৩] এবং কৃষ্ণ[৪] উভয়েই পূর্বোক্ত দুই সময়ে যুধিষ্ঠিরের নিকট উহা বিবৃত করেন। (৩) সৃঞ্জয়ের কন্যার সহিত দেবর্ষি নারদের এবং তাঁহার ভাগিনা দেবর্ষি পর্বতের প্রেমের কাহিনী (কিঞ্চিৎ পরে দেখ)। ঐ কাহিনীও ব্যাস[৫] এবং কৃষ্ণ[৬] বিভিন্ন সময়ে যুধিষ্ঠিরকে শুনাইয়াছিলেন। (৪) কৃষ্ণের অবতারত্ব ঘোষণা। বর্তমান 'মহাভারতে'র বহুত্র নানা প্রসঙ্গে ইহা ঘোষিত হইয়াছে কৃষ্ণ নারায়ণ ঋষির অবতার এবং তাঁহার সখা অর্জুন নর ঋষির অবতার। ঐ মতের প্রথম প্রচারক দেবর্ষি নারদ বলিয়া মনে হয়। কেননা, ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, যুধিষ্ঠির প্রভৃতি সকলে এক বাক্যে বলিয়াছেন যে তাঁহারা নারদেরই মুখ হইতে উহা শুনিয়াছিলেন।[৭]

'মহাভারতে'র ব্যাপারেও দেবর্ষি নারদ কিছু কিছু ভাগ লইয়াছেন দেখা যায়। পাণ্ডবদিগকে তিনি অতি স্নেহের চক্ষে দেখিতেন এবং সদাই তাঁহাদের কল্যাণ কামনা করিতেন। মহামতি বিদুর এক সময়ে বলেন, নারদ সদাই পাণ্ডবদিগের "দ্রষ্টা" (অর্থাৎ তত্ত্বাবধান-কারক)।[৮] এক সময়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের কল্যাণ-জনক এক উপদেশ প্রদানের পর দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে বলেন যে তাঁহাদের প্রতি স্নেহ বশতই তিনি ঐ উপদেশ দিয়াছেন এবং তাঁহারা যদি নিজেদের কল্যাণ, তথা তাঁহার (নারদের) প্রিয় করিতে ইচ্ছা করেন, তবে যেন উহা পালন করেন।[৯] তিনি পাণ্ডবদিগের হিতার্থ আরও অনেক কর্ম করেন,—

(১) দ্রৌপদীকে বিবাহ করিবার পর পাণ্ডবগণ ইন্দ্রপ্রস্থে রাজ্য স্থাপন করিয়া যখন শাসন করিতে আরম্ভ করেন ঐ সময়ে একদিন দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হন এবং দ্রৌপদীর বিষয়ে নিজেদের মধ্যে একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করিতে পরামর্শ দেন। অন্যথা, তিনি বলেন, উহাকে লইয়া তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্য এবং বিবাদ হইতে পারে যেমন তিলোত্তমাকে লইয়া সুন্দ ও উপসুন্দ নামক ভ্রাতৃদ্বয়ের মধ্যে হইয়াছিল।[১০] পরিশেষে তিনি বলেন যে তাঁহাদের প্রতি স্নেহ বশতই তাঁহাদের কল্যাণার্থ তিনি ঐ পরামর্শ দিয়াছেন।

---

১) মহাভা, ৭।৫২।২০—৫৪ অধ্যায়। ২) মহাভা, ১২।২৫৬।৭—২৫৮ অধ্যায়।

৩) মহাভা, ৭।৫৫।৩৫—৭০ অধ্যায়। ৪) মহাভা, ১২।২৯।১৬'২—১৪৯

৫) মহাভা, ৭।৫৫।৫— ৬) মহাভা, ১২।৩০।৪— ৭) পূর্বে দেখ।

৮) মহাভা, ২।৭৮।১৬'২ মহর্ষি বৈশম্পায়ন ও সেই প্রকার বলিয়াছেন, দেবর্ষি নারদ "পাণ্ডবদিগের অবলোকক।" (মহাভা, ৩।১৮৩।৪৭'২ ?

৯) মহাভা, ১।২১৪।২৬'২—৭ ১০) মহাভা, ১।২১০—৪ অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মহাভারতের'র ব্যাপারে দেবর্ষি নারদের প্রথম অবতারণা এইখানেই।[১]

(২) উহার দীর্ঘকাল পরে, অসুর ময় কর্তৃক রাজসভা নির্মাণ এবং যুধিষ্ঠিরাদির উহাতে প্রবেশের পরে, একদিন দেবর্ষি নারদ, পর্বতাদি অপর ঋষিচতুষ্টয় সহ, তথায় আসিয়া উপস্থিত হন; (ক) প্রশ্ন ব্যাজে তিনি যুধিষ্ঠিরকে সমগ্র রাজনীতি-শাস্ত্র সংক্ষেপে উপদেশ করেন।[২] (খ) যুধিষ্ঠিরের সভার প্রশংসার ছলে তাঁহার নিকটে লোকপালদিগের সভাসমূহের বর্ণনা করেন।[৩] এবং (গ) তিনি যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিতে পরামর্শ দেন। ঐ কথাটা তিনি এই ভাবে পাড়েন যে এক সময়ে তিনি পিতৃলোকে গমন করিয়াছিলেন; সেইখানে যুধিষ্ঠিরাদির পিতা পাণ্ডুর সহিত তাঁহার সমাগম হয়; পাণ্ডুই তাঁহাকে দিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিতে সন্দেশ পাঠাইয়াছেন।[৪] এই সকল অর্থবাদও হইতে পারে। প্রধান কথা এই যে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদনের প্রস্তাব যুধিষ্ঠিরের নিকট নারদই সর্বপ্রথমে করেন।

(৩) যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়-মহাযজ্ঞে নারদ প্রমুখ মহর্ষিগণ অন্তর্বেদীতে বিরাজিত ছিলেন।[৫] লক্ষ্মীবান্ ধর্মরাজের "যজ্ঞবিধানতা লক্ষ্মীকে" দেখিয়া নারদ পরিতুষ্ট হন। সেই সর্বক্ষত্রসমাগম দেখিয়া নারদ তখন সেই পুরাবৃত্ত কথা স্মরণ করেন, যাহা অংশাবতরণের (পরামর্শ) কালে ব্রহ্মার ভবনে হইয়াছিল।" তখন ভগবান্ নারায়ণ, পৃথিবীর ভার উত্তারণার্থ, যদুবংশে অবতার লইতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া নারদ বুঝিতে পারিলেন যে ভগবান আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন,—তিনি কৃষ্ণরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছেন।[৬] ঐ সময় কৃষ্ণের অবতারত্ব বিষয়ে শিশুপাল কর্তৃক আপত্তি উত্থাপন করিলে "সর্বসংশয়ছিন্নকারক সর্বলোকবিৎ (দেবর্ষি) নারদ নিখিল জনগণের মধ্যে এই স্পষ্টতর বাণী বলেন, 'যে সকল মনুষ্য কমলপত্রাক্ষ কৃষ্ণকে অর্চনা করে না, তাহাদিগকে, জীবিত থাকিলেও, মৃতই বলিয়া জানিতে হইবে। তাহাদের সহিত কখনও সম্ভাষণ করাও উচিত নহে।"[৭] ঐ সময়ে নারদ যুধিষ্ঠিরকে এই বলিয়া সাবধান করেন যে "পাণ্ডবগণ এবং কৌরবগণ সকলেই পরস্পরে যুদ্ধ করিয়া বিনষ্ট হইবে। অতএব, হে কৌন্তেয়, তুমি যাহা করা উচিত মনে কর তাহাই কর।" নারদের ঐ বচন শুনিয়া পাণ্ডবগণ বহু শোচনা করেন।[৮]

(৪) পাণ্ডবদিগের বনগমনের অব্যবহিত পরে, যখন ধৃতরাষ্ট্র ও বিদুর ঐ বিষয় লইয়া আলোচনা করিতেছিলেন, তখন "সুবিপুল ব্রাহ্মী শ্রী ধারণকারী দেবর্ষিসত্তম" নারদ, অপর মহর্ষিগণ সহ, কুরুদিগের সভায় উপস্থিত হইয়া এই "রৌদ্র বাক্য" বলেন, "এই সময় হইতে চতুর্দশ বর্ষে কৌরবগণ দুর্যোধনের অপরাধে, ভীম ও অর্জুনের বলে, ইহসংসারে বিনষ্ট হইবে।"

---

১) বর্তমান 'মহাভারতে' ইহার পূর্বে দুইবার নারদের নামোল্লেখ আছে। প্রথম বারে কথিত হইয়াছে যে নারদ দেবলোকে 'ভারত' শ্রবণ করান। (মহাভা, ১।১।১০৭) দ্বিতীয় বারে ধৃতরাষ্ট্র বিলাপ করিতে করিতে বলেন যে তিনি নারদের নিকট শুনিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ অর্জুন যথাক্রমে নারায়ণ ও নর ঋষিই। (মহাভা, ১।১।১৭৪) ঐ সকল অবশ্যই পরের ঘটনা।

২) মহাভা, ২।৫।১৮-১৩১ ৩) মহাভা, ২।৬—১১ অধ্যায় ৪) মহাভা, ২।১২।৮-৩০

৫) মহাভা, ২।৩৬।১-২ ; আরও দেখ—২।৫৩।১০ ৬) মহাভা, ২।৩৬।১০—

৭) মহাভা, ২।৩৬।৮-৯ (পূর্বে দেখ)। ৮) মহাভা, ১১।৮।৩৭—৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বলিয়া তিনি ক্ষিপ্র আকাশে অন্তর্হিত হন।[১] তাঁহার প্রিয় পাণ্ডবদিগকে কপটতা পূর্বক ঐ কঠোর দুঃখ প্রদান হেতু যেন ক্রুদ্ধ হইয়াই নারদ কৌরবদিগকে ঐ শাপ প্রদান করেন।

(৫) ভগবান্ মহাদেব এবং অপর দেবতাদিগের নিকট হইতে দিব্য মহাস্ত্রসমূহ লাভ করত অর্জুন স্বর্গ হইতে যুধিষ্ঠিরাদির নিকট প্রত্যাবর্তন করত যখন তাঁহাদিগকে উহাদের মহান প্রভাব দেখাইতেছিলেন, তখন নারদ, দেবগণ দ্বারা প্রেরিত হইয়া, সেইখানে উপস্থিত হন এবং বৃথা উহাদিগকে প্রয়োগ করিতে নিষেধ করেন।[২]

(৬) কৃষ্ণ এবং মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যখন কাম্যক বনে পাণ্ডবদিগের নিকট উপস্থিত হন, তখন "পাণ্ডবদিগের অবলোকক" দেবর্ষি নারদও সেইখানে আসেন। তিনি পুরাবৃত্ত কথা বলিতে মার্কণ্ডেয়কে যুধিষ্ঠিরের অনুরোধের অনুমোদন করেন।[৩]

(৭) কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টা করিতে কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে কৌরবদিগের সভায় উপস্থিত হন, তখন পরশুরামাদি অপর ঋষিগণের সঙ্গে, দেবর্ষি নারদও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন।[৪] তিনিও দুর্যোধনকে অনেক বুঝান এবং যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে শান্তি স্থাপনে পরামর্শ দেন।[৫]

(৮) মহাযুদ্ধের পরে আত্মীয়-স্বজনের শোকে অভিভূত যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে যে সকল "সিদ্ধ মহাত্মা এবং ব্রহ্মর্ষিসত্তম" গঙ্গাতীরে তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্যে দেবর্ষি নারদও ছিলেন।[৬] তিনি স্বয়ং যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দেন,[৭] তথা কৃষ্ণের এবং ব্যাসের সদুপদেশের অনুমোদন করেন।[৮]

(৯) মহাবীর ভীষ্মের দেহত্যাগের পূর্বে তাঁহার শরশয্যার পাশে উপস্থিত ঋষিদিগের মধ্যে দেবর্ষি নারদ ছিলেন।[৯] তথায় উপস্থিত পাণ্ডবদিগকে, তথা অপর রাজগণকে, ভীষ্মকে ধর্মাদি বিষয়ে প্রশ্ন করিয়া মনের সংশয়সমূহ নিবারণ করিতে তিনি পরামর্শ দেন।[১০]

(১০) দেবর্ষি নারদ, তথা পর্বত, ব্যাস, প্রভৃতি মহর্ষিগণ, মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতে গঙ্গাদ্বারে তাঁহার আশ্রমে আগমন করেন এবং সৎকথা দ্বারা তাঁহাকে আনন্দিত করেন।[১১]

(১১) উহার দুই বৎসর পরে দেবর্ষি নারদ হস্তিনাপুরে যুধিষ্ঠিরের নিকট আগমন করত ধৃতরাষ্ট্রাদির মৃত্যু-সংবাদ প্রদান করেন এবং তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন।[১২]

(১২) পাণ্ডবদিগের মহাপ্রস্থানের সময়েও নারদ উপস্থিত ছিলেন।[১৩]

বর্তমান 'মহাভারতে' দেবর্ষি নারদের আরও বহু কথা পাওয়া যায়;—তিনি আরও বহু জনকে সদুপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। যথা,—

---

১) মহাভা, ২।৮০।৩৪-৫ ; আরও দেখ—১১।৮।৩৪ ২) মহাভা, ৩।১৭৫।১৮
৩) মহাভা, ৩।১৮৩।৪৭— ?
৪) মহাভা, ৫।৯৪।৪ ? ৫) মহাভা, ৫।১০৬।৫—১২৩ অধ্যায়।
৬) মহাভা, ১২।১।৪
৭) মহাভা, ১২।১।৯-১২ ; ১২।২-৫ অধ্যায় ; আরও দেখ—১৪।১৪।১-৩ ও ১০-১১
৮) মহাভা, ১২।৩১।৪৬-৭ ৯) মহাভা, ১২।৪৭।৫'১ ; ৫৪।৪
১০) মহাভা, ১২।৫৪।৭-১০ ১১) মহাভা, ১৫।২০ অধ্যায়।
১২) মহাভা, ১৫।৩৭।১— ১৩) মহাভা, ১৭।১।১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(১) তিনি পরমর্ষি ব্যাসের পুত্র শুকদেবকে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ করেন।[১]

(২) তিনি গালব ঋষিকে উপদেশ করেন।[২]

(৩) তিনি এক সময়ে আত্মীয়-স্বজনের ব্যবহারে "ক্লিশ্যমান" কৃষ্ণকে সান্ত্বনা দেন,[৩] অপর সময়ে তাঁহার নিকট ব্রাহ্মণ ভক্তির মহিমা বর্ণনা করেন।[৪]

(৪) গন্ধর্ব বিশ্বাবসু ঋষি যাজ্ঞবল্ক্যকে বলেন যে তিনি যে সকল ঋষি হইতে জীবের এবং পরমাত্মার অভিন্নতার উপদেশ পাইয়াছিলেন, নারদ উঁহাদের অন্যতম।[৫]

(৫) তিনি শিব ও সুহোত্র রাজাকে,[৬] তথা মহর্ষি বিশ্বামিত্রের পুত্র অষ্টকের অশ্বমেধ যজ্ঞে উঁহাকে,[৭] উপদেশ করেন। ইত্যাদি।[৮] কথিত হইয়াছে যে তিনি স্বয়ং মহর্ষি অসিত-দেবল,[৯] তথা মহর্ষি সঙ্গম,[১০] হইতে উপদেশ গ্রহণ করেন। গঙ্গাতীরে শ্রীর সহিত দেবরাজ ইন্দ্রের সংবাদের সময়ে দেবর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত ছিলেন।[১১] একবার ঋষিবর নারদ তাঁহার গুরু অসিত-দেবলের প্রতিবাদী মহর্ষি জৈগীষব্যকে এই বলিয়া নিন্দা করেন যে উঁহার তপ নাই। উঁহাকে ঐ প্রকার মিথ্যা অপবাদ দিতে দেবতাগণ তাঁহাকে নিষেধ করেন; কেননা, তাহারা বলেন তপের এবং যোগের প্রভাবে এবং তেজে মহামুনি জৈগীষব্য হইতে শ্রেষ্ঠ কেহই ছিল না।[১২]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' দেবর্ষি নারদের বহু কর্মের স্বল্পাধিক বর্ণনা আছে। উহাদের একটিমাত্র 'মহাভারতে'ও পাওয়া যায়। যথা, তিনি হস্তিনাপুরে আগমন করত ধৃতরাষ্ট্রাদির চিন্তায় আকুল মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে উঁহাদের মৃত্যুর সংবাদ প্রদান করেন এবং সান্ত্বনা দেন।[১৩] অপরগুলি নূতন। তন্মধ্যে ভাগবতধর্মের প্রচার সম্পর্কে দেবর্ষি নারদের সাত কর্মের উল্লেখ ইতিপূর্বে, বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে, কৃত হইয়াছে অন্যগুলির উল্লেখ এখানে করা যাইতেছে,—

(১) ভগবান্ ব্রহ্মা এবং তাঁহার পুত্র নারদের সংবাদ।[১৪] যাহাতে ব্রহ্মা নারদকে "আত্মতত্ত্ব-নিদর্শন জ্ঞান" উপদেশ করেন। তদুপলক্ষণভূত এই বিশ্বপ্রপঞ্চ যদ্রূপ, যদধিষ্ঠান, যৎসৃষ্ট, যৎসংস্থান, যৎপর এবং তত্ত্বতঃ যাহা—তৎসমস্তই তত্ত্বতঃ ব্যাখ্যা করেন।[১৫] উহার উপসংহারে ব্রহ্মা বলেন যে নারদের বিবৃদ্ধ ভাবভক্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান বাসুদেব উঁহাকে (=নারদকে) "আত্মতত্ত্বদীপ ভাগবত জ্ঞান এবং যোগ" উপদেশ করেন,—যাহা বাসুদেবের শরণাপন্ন ভক্তগণ অনায়াসে অবগত হইয়া থাকে।[১৬]

---

১) মহাভা, ১২।৩২৯-৩১ অধ্যায়। ২) মহাভা, ১২।২৮৭ অধ্যায়।

৩) মহাভা, ১২।৮১ অধ্যায়। ৪) মহাভা, ১৩।৩১।৫-৩৫

৫) মহাভা, ১২।৩১৮।৫৮— ৬) মহাভা, ৩।১৯৪।৪-৯

৭) মহাভা, ৩।১৯৮।৩

৮) আরও দেখ—মহাভা, ১৩।৩৮ অধ্যায় (স্ত্রীদিগের স্বভাব সম্বন্ধে দেবর্ষি নারদ ও পুংশ্চলী পঞ্চচূড়ার সংবাদ); ১৩।৬৩।৪-৪২ (ভীষ্মের নিকটে অন্নদানের প্রশংসা); ১৩।৬৪।২—(দেবকীর নিকটে নক্ষত্রযোগে দানের ফল বর্ণনা); ১৩।১৩৯ অধ্যায় (কৃষ্ণের দ্বাদশ বার্ষিক ব্রতচারণের সময়ে, অপর ঋষিগণের সঙ্গে উপস্থিতি); এবং ১৩।১৪০-১৪৮।১৭ (ঐ সময়ে কৃষ্ণের নিকটে ভগবান্ শঙ্কর এবং ভগবতী উমার সংবাদ বর্ণনা); ১২।২৭২ অধ্যায় (যজ্ঞে হিংসার নিন্দা)

৯) মহাভা, ১২।২৭৫ অধ্যায় ১০) মহাভা, ১২।২৮৬ অধ্যায়।

১১) মহাভা, ১২।২২৮ অধ্যায়। ১২) মহাভা, ৯।৫০।৬৬-৮

১৩) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১।১৩।৩৭-৫৮ ১৪) ঐ, ২।৪।২৫—৭।৫৩ ১৫) ঐ, ২।৫।২— ১৬) ঐ, ২।৭।১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(২) দেবর্ষি নারদ ভগবানের দর্শনার্থ অরণ্যে প্রস্থিত বালক ধ্রুবকে উপদেশ প্রদান করেন ;[১] এবং উঁহার চিন্তায় ব্যাকুল উঁহার পিতা-রাজা উত্তানপাদকে সান্ত্বনা দেন।[২]

(৩) "ভগবান ঋষি নারদ" প্রাচেতস্‌দিগের সত্রে ধ্রুবের মহিমা গান করেন ;[৩] এবং উঁহাদিগকে "ভগবৎ কথা" উপদেশ করেন।[৪]

(৪) প্রাচেতস্‌দিগের পিতা রাজা প্রাচীনবর্হি "কর্মসমূহে আসক্তচিত্ত" ছিলেন। "অধ্যাত্ম-তত্ত্বজ্ঞ এবং কৃপালু নারদ তাঁহাকে প্রতিবোধিত করেন।"[৫]

(৫) তিনি রাজা প্রিয়ব্রতকে আত্মবিদ্যা উপদেশ করেন।[৬]

(৬) প্রাচেতস দক্ষের পুত্র হর্যশ্বগণকে এবং শবলাশ্বগণকে দেবর্ষি নারদ "ভিক্ষুর মার্গে" প্রবৃত্ত করান। "পারমহংস্য ধর্মে"র মতে প্রোৎপন্ন সত্ত্বেও হর্যশ্বগণ বিবাহার্থ পিতার আজ্ঞার দ্বারা যন্ত্রিত থাকিয়া নারায়ণ সরোবরে উগ্র তপস্যা করিতেছিলেন। ঐ সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহাদের নিকট উপস্থিত হন এবং তাঁহাদিগকে ভিক্ষুর মার্গে প্রেরিত করেন।[৭] পরে দক্ষের অপর পুত্রগণকে,—প্রজাসৃষ্ট্যর্থ তপস্যা-পরায়ণ শবলাশ্বগণকে নারদ উঁহাদের জ্যেষ্ঠভ্রাতা হর্যশ্বগণকে অনুসরণ করিতে উপদেশ করেন। তাহাতে উঁহারাও প্রব্রজ্যা করেন।[৮] এইরূপে সমস্ত পুত্রগণকে "ভিক্ষুর মার্গে" প্রবৃত্ত করাতে দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া এই শাপ দেন যে "লোকেষু তে মূঢ় ন ভবেদ্‌ভ্রমতঃ পদম্‌" (অর্থাৎ হে মূর্খ ! তোমাকে বরাবর লোক-লোকান্তরে ঘুড়িয়া বেড়াইতে হইবে ; কোথাও তোমার স্থিতি হইবে না)।[৯]

(৭) মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকটে ভগবান্‌ কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত শিশুপালের আত্মার উহাঁতে প্রলীন হওয়ার রহস্য, একান্ত ভক্তির মহিমা বর্ণনা করেন।[১০] প্রসঙ্গ ক্রমে তিনি প্রহ্লাদ-চরিত্র বর্ণনা করেন[১১] এবং "নারায়ণের মুখ হইতে শ্রুত সনাতন ধর্ম" ব্যাখ্যা করেন।[১২]

---

১) ঐ, ৪।৮।২৫-৬১। পরন্তু, 'বিষ্ণুপুরাণে'র মতে, মরীচ্যাদি সপ্তর্ষিগণই ধ্রুবকে উপদেশ প্রদান করেন। (বিষ্ণুপু, ১।১১।৩১—৫৭)

২) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৪।৮।৬৪-৯

৩) ঐ, ৪।১২।৪১-৩ মহাত্মা বিদুর বলিয়াছেন, "যৎ-কর্তৃক ক্রিয়াযোগ,-(ভগবান্‌) হরির পরিচর্যা-বিধি প্রোক্ত হইয়াছে সেই দেবদর্শন নারদকে আমি মহাভাগবত বলিয়া মানি।" (ঐ, ৪।১৩।৩)

৪) ঐ, ৪।৩১।৯-২২ ; আরও দেখ—৪।১৩।৪-৫'১

৫) ঐ, ৪।২৫।৩.৪।২৯।৭৯

৬) ঐ, ৪।৩১।২৭ ; ৫।১।৬, ৩৭ কথিত হইয়াছে যে রাজা প্রিয়ব্রত, দেবর্ষি নারদ হইতে আত্মবিদ্যা অধিগত হওয়ার পরেও পুনরায় কিছুকাল রাজ্য ভোগ করেন ; তৎপরে সমস্ত রাজ্য আপন পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দিয়া সন্ন্যাস করত মোক্ষ লাভ করেন। (ঐ, ৪।৩১।২৭)

৭) ঐ, ৬।৫।৪-৯

৮) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৬।৫।৩০-১

৯) ঐ, ৬।৫।৪৩

দেবর্ষি নারদ কর্তৃক দক্ষের পুত্র হর্যশ্বগণ ও শবলাশ্বগণকে সংসারধর্ম হইতে নিবৃত্তির উপদেশ প্রদানের এবং সেইহেতু দক্ষ কর্তৃক নারদকে শাপ প্রদানের উল্লেখ 'হরিবংশে' (১।৩।১৬—) 'ব্রহ্মপুরাণে, (১।১।১১৯- 'বিষ্ণুপুরাণে'ও (বিষ্ণুপু, ১।১৫।৯২-) পাওয়া যায়। দক্ষ কি শাপ দিয়াছিলেন, তাহা 'বিষ্ণুপুরাণে' বিবৃত হয় নাই।

১০) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১।১৫—

১১) ঐ, ৭।২।১-১০।৪৭

১২) ঐ, ৭।১১।৫— যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে দেবর্ষি নারদের উপস্থিতির এবং কৃষ্ণ কর্তৃক নিহত শিশুপালের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৮) দেবাসুর-সংগ্রামে দেবগণ অসুরগণকে সম্পূর্ণ ক্ষয় করিতে উদ্যত হইলে, দেবর্ষি নারদ, ভগবান্ ব্রহ্মা কর্তৃক প্রেষিত হইয়া, উহাঁদিগকে বারণ করেন। হতাবশিষ্ট অসুরগণ নারদের অনুমতি লইয়া অস্তাচল পর্বতে গমন করে।[১]

(৯) পুত্রের অভাবে বিষণ্ণাত্মা অযোধ্যাপতি হরিশ্চন্দ্রকে নারদ এই উপদেশ দেন যে "হে প্রভু, আমার পুত্র উৎপন্ন হউক। হে মহারাজ, যদি (আমার) বীর (পুত্রজন্মে, তবে) উহাকে দিয়া তোমাকে যজন করিব'—এই বলিয়া বরুণের শরণ গ্রহণ কর।"[২]

(১০) ভগবান্ ঋষি নারদ মথুরার রাজা কংসকে বলেন যে নন্দাদি গোপগণ, বসুদেবাদি বৃষ্ণিগণ, এবং উভয়ের স্ত্রীগণ, বন্ধুগণ, প্রভৃতি সকলেই "দেবতাপ্রায়"। পৃথিবীর ভার কমাইতে দৈত্যদিগকে মারিবার উদ্দেশ্যে দেবতাদিগের ঐ উদ্যম। তাহা শুনিয়া কংস দেবকী ও বসুদেবকে কারাগারে নিবদ্ধ করেন, এবং উহাঁদের সন্তানগণকে একে একে মারিতে আরম্ভ করেন।[৩] তৎপূর্বে কংস উঁহাদের প্রথম পুত্রকে মারেন নাই।

(১১) নলকুবর ও মণিগ্রীব নামক কুবের-পুত্রদ্বয়ের অশিষ্ট ব্যবহারে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবর্ষি নারদ তাঁহাদিগকে বৃক্ষ হইতে শাপ দেন। তাহাতে উহাঁরা বৃন্দাবনে যমলার্জুন বৃক্ষ হন।[৪]

(১২) বালক কৃষ্ণ অশ্বরূপধারী কেশী দৈত্যকে বধ করিলে পর "ভাগবতপ্রবর দেবর্ষি" নারদ আসিয়া তাঁহাকে স্তুতি করেন।[৫]

(১৩) দেবর্ষি নারদ এক সময়ে কৃষ্ণের গৃহচর্যা দেখিতে দ্বারকায় গমন করেন।[৬]

(১৪) দেবর্ষি নারদ একদা যাদব-সভায় গমন করেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতে অনুমতি দিতে কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন।[৭]

(১৫) নারদ বসুদেবের যজ্ঞে তাঁহাকে উপদেশ দেন।[৮]

(১৬) নারদ ও নারায়ণ ঋষির সংবাদ। যখন দেবর্ষি নারদ নারায়ণ ঋষির অনুমতি লইয়া ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন করিতে বদরিকাশ্রম হইতে শ্বেতদ্বীপে গিয়াছিলেন, তখন জনলোকে "ব্রহ্মসত্র" হয়, যাহাতে মহর্ষি সনন্দন 'বেদস্তুতি' বলেন। পরে নারায়ণ ঋষি নারদের নিকট ঐ ব্রহ্মসত্রের কথা বর্ণনা করেন।[৯]

(১৭) শকুনি অসুরের পুত্র দুর্বুদ্ধি বৃকাসুর একবার নারদকে পথে যাইতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করেন, 'ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব—এই তিন দেবের মধ্যে আশুতোষ কে?' নারদ উত্তর

আত্মার তাঁহাতে প্রবেশের উল্লেখ 'মহাভারতে'ও (২।৪৫।২৭-৯) আছে। পরন্তু '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' ঐ প্রসঙ্গে উক্ত নারদের অপর কথাসমূহ 'মহাভারতে' নাই।

১) '(বিষ্ণু) ভাগপু ৮।১১।৪৩ ও ৪৬ ২) ঐ, ৯।৭।৮— (পরে দেখ)

৩) ঐ, ১০।১।৬২— ৪) ঐ, ১০।১০ অধ্যায়। নারদের শাপের কথা 'বিষ্ণুপুরাণে' নাই।

৫) ঐ, ১০।৩৭।৯-২৩; বিষ্ণুপু, ৫।১৬।১৮-২৭ ৬) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১০।৬৯ অধ্যায়।

৭) ঐ, ১০।৭০।৩২—

'মহাভারতে' ইহা বিবৃত হইয়াছে যে যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদনের পরামর্শ প্রদানের পর দেবর্ষি নারদ তাঁহার নিকট বিদায় লইয়া "দাশার্হনগরী"তে গমন করেন। (মহাভা, ২।১২।৩৩·২) পরন্তু সেখানে গিয়া তিনি যে উহা অনুমোদন করিতে কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন, তাহা 'মহাভারতে' উল্লিখিত হয় নাই।

৮) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১০।৮৪।৩০-৩ ৯) ঐ, ১০।৮৭।৪-৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, 'ভগবান্ শঙ্কর ; কেননা, অল্প গুণ দেখিলে উনি আশু তুষ্ট হন।' সঙ্গে সঙ্গে তিনি ইহাও বলেন যে, অল্প দোষ দেখিলে শঙ্কর আশু রুষ্টও হন।[১]

'হরিবংশে' দেবর্ষি নারদের অপর কতিপয় কর্মের উল্লেখ আছে। যথা

(১) "ত্রৈলোক্যের হিতার্থ" কংসাদি অত্যাচারী রাজগণকে নিহত করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে দেবর্ষি নারদ ভগবান্ বিষ্ণুর নিকট প্রার্থনা করেন।[২]

(২) তিনি যখন জানিতে পারিলেন যে ভগবান্ বিষ্ণু অবতার গ্রহণ করিয়াছেন, তখন স্বর্গ হইতে মথুরায় গমন করত কংসকে এই বলিয়া সাবধান করেন যে তাঁহার ছোট বোন দেবকীর অষ্টম গর্ভজাত পুত্রের হাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে।[৩] তাই, তিনি বলেন, "হে কংস, দেবকীর গর্ভনাশে যত্ন কর।"[৪]

(৩) উহার কিছুকাল পরে নারদ আবার কংসের নিকটে আসিয়া বলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভকে বিনাশ করিতে তিনি (কংস) যে সকল প্রযত্ন করিয়াছেন তৎসমস্তই বসুদেব কর্তৃক বিফলী-কৃত হইয়াছে। কেননা, রাত্রে জন্মমাত্রেই বসুদেব আপন পুত্রকে যশোদার কন্যার সহিত পরিবর্তন করেন। নারদ আরও বলেন যে কৃষ্ণ নামে খ্যাত নন্দগোপের পুত্রই কংসহন্তা বসুদেব-সুত।[৫]

(৪) কৃষ্ণ কেশী দৈত্যকে বধ করিলে নারদ আসিয়া তাঁহাকে স্তুতি করেন।[৬]

(৫) দেবর্ষি নারদ কংসের নিকটে তাঁহার জন্মের গুপ্ত কথা,—তিনি যে সৌভপতি দ্রুমিলের ঔরসে জাত, উগ্রসেনের নহে, তাহা প্রকট করেন।[৭]

(৬) রাজর্ষি মান্ধাতার পুত্র মুচুকুন্দ দেবাসুরের যুদ্ধে শ্রান্ত হইয়া দেবতাগণের সমক্ষে এই প্রতিজ্ঞা করিয়া এক পর্বত গুহায় সুষুপ্ত হন যে যে ব্যক্তি তাঁহাকে জাগাইবে তিনি ক্রোধদীপ্ত নেত্রে তাহাকে ধ্বংস করিবেন। তিনি আরও সঙ্কল্প করেন যে কৃষ্ণের দর্শন পর্যন্ত তিনি সুষুপ্ত থাকিবেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে সেই বর দেন। দেবর্ষি নারদ তাহা জানিতেন। তিনি কৃষ্ণের নিকটে তাহা প্রকট করেন এবং মুচুকুন্দ কোন্ গুহায় সুষুপ্ত আছে, তাহাও বলিয়া দেন। ঐ বৃত্তান্ত জানিয়া কৃষ্ণ কৌশলে মুচুকুন্দকে দিয়া যাদবগণের অবধ্য কালযবনকে বধ করেন।[৮]

'রামায়ণে'র প্রারম্ভে বিবৃত আছে যে দেবর্ষি নারদ মহর্ষি বাল্মীকির নিকট রামচরিত,—রামকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিতে অযোধ্যা-রাজ দশরথের সংকল্প হইতে আরম্ভ করিয়া রাজ্যপালন পর্যন্ত রামের জীবনের সমস্ত ঘটনা সংক্ষেপে বর্ণনা করেন। অনন্তর মহর্ষি বাল্মীকি এবং তাঁহার শিষ্যগণ কর্তৃক পূজিত হইয়া নারদ আকাশমার্গে দেবলোকে গমন করেন। তিনি সমগ্র মনুষ্যলোককে বিজয় করিতে উদ্যত লঙ্কাধিপতি রাবণকে যমরাজকে বিজয় করিতে

---

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১০।৮৮।১৪— ২) 'হরিবংশ', ১।৫৪-৫ অধ্যায়।

৩) ঐ, ২।১।১— আরও দেখ—ঐ, ২।২২।৬০—২৮।৫১-৩

৪) ঐ, ২।১।১৯'২ ; ব্রহ্মপু, ১।৭২।৭৪-৫ ৫) হরিবংশ, ২।২২।৪৮—ব্রহ্মপু, ১।৮২।৩-৪

৬) হরিবংশ, ২।২৪।৫৯—ব্রহ্মপুরাণে (১।৮২।৩৯-) 'বিষ্ণুপুরাণে এবং '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'ও এই কথা আছে। (পূর্বে দেখ)।

৮) ঐ, ২।৫৭।৪৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরামর্শ দেন।[১] তিনি বলেন, সমস্ত মনুষ্য যমরাজের অধীন; সুতরাং যমকে জয় করিলে সকলকে জয় করা হইবে।[২] রাবণ যমপুরীতে আসিয়া পৌঁছিবার পূর্বে "ভগবান্ ঋষি নারদ" তথায় গিয়া যমকে সংবাদ দেন যে রাবণ তাঁহাকে বিজয় করিতে আসিতেছেন।[৩] যম ও রাবণের যুদ্ধে নারদ দ্রষ্টারূপে উপস্থিত ছিলেন। তিনি রাবণের নিকট শ্বেতদ্বীপের মহিমা বর্ণনা করেন। তাহা শুনিয়া রাবণ বিস্মিত হন এবং যুদ্ধার্থ শ্বেতদ্বীপে গমন করেন। ঐ যুদ্ধ দেখিতে কৌতূহলান্বিত হইয়া নারদও তথায় গমন করেন।[৪] ঐখানে যুবতীদিগের দ্বারা রাবণকে ধর্ষিত হইতে দেখিয়া মহাতেজা নারদ অতীব বিস্ময় লাভ করেন; তিনি উচ্চ স্বরে হাসিতে ও নাচিতে থাকেন।[৫]

মহাপুরাণসমূহের মধ্যে একটি 'নারদপুরাণ' বা 'নারদীয় মহাপুরাণ' নামে খ্যাত। ব্রহ্মার মানসপুত্র সনকাদি উহা মহাত্মা নারদকে উপদেশ করেন।[৬] ঐ নারদ "দেবর্ষি,"[৭]—"ব্রহ্মসুত"।[৮]

পরমেষ্ঠী-পুত্র নারদ

যেই "ভগবান্ ঋষি নারদ"[৯] বদরিকাশ্রমে ভগবান্ নারায়ণ ঋষির নিকটে ভাগবতধর্মের উপদেশ পাইয়াছিলেন বলিয়া 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে, তিনি পরমেষ্ঠীর পুত্র! মহামতি ভীষ্ম তাঁহাকে কখন "পারমেষ্ঠ্য",[১০] আর কখন "পরমেষ্ঠি-পুত্র"[১১] বলিয়াছেন। অপরে তাঁহাকে "পরমেষ্ঠিজ" বলিয়াছেন।[১২] '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'ও উক্ত হইয়াছে যে যিনি ভগবান্ নারায়ণের মুখ হইতে সনাতন ধর্ম শ্রবণ করিয়াছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের নিকট তাহা ব্যাখ্যা করেন, সেই নারদ "প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর সাক্ষাৎ আত্মজ।"[১৩] 'স্কন্দপুরাণে'র বাসুদেব-মাহাত্ম্যেরও মতে, তিনি পরমেষ্ঠীর পুত্র![১৪]

ঐ পরমেষ্ঠী কে? জগতের স্রষ্টা ব্রহ্মাকে মহাভারতপুরাণাদিতে 'পরমেষ্ঠী' বলা হয়।[১৫] পরতত্ত্ব পরমাত্মাকে বা ভগবান্ বাসুদেবকেও,—যাঁহা হইতে ব্রহ্মা পরমেষ্ঠী উৎপন্ন হইয়াছেন, তাঁহাকেও নারায়ণীয়াখ্যানে 'পরমেষ্ঠী' বলা হইয়াছে।[১৬] নারায়ণীয়াখ্যানে আরও আছে যে 'প্রজাপতি' বলিয়া বিখ্যাত একুশ ঋষির একজনের নাম পরমেষ্ঠী, অপরের নাম ব্রহ্মা।

---

১) 'রামায়ণ', ৭।২০ অধ্যায়। ২) ঐ, ৭।২০।১৭'১ ৩) ঐ, ৭।২১।১—

৪) ঐ, ৭।৪৬।১— ৫) ঐ, ৭।৪৬।৪২ ৬) নারদপু, ১।১।৩৫'২—

৭) ঐ, ১।১৭।৩'১ ৮) ঐ, ১।১৭।৪'২ ; ১।১২৫।৬-৭

৯) মহাভা, ১২।৩৩৪।২৩'২ ; ৩৩৮।১'১ ; ৩৪৪।২৭'১

ইহাও এইখানে বলা উচিত যে 'ভগবান্ ঋষি' সংজ্ঞার কোন নিজস্ব বৈশিষ্ট্য 'মহাভারতে' নাই মনে হয়। কেননা, দ্রোণকেও 'ভগবান্ ঋষি' বলা হইয়াছে। (মহাভা, ১।২০৮।১'১) পরমর্ষি ব্যাসকে যে 'ভগবান্ ঋষি' বলা হইয়াছে (মহাভা, ১।১।১০০) তাহা খুবই ঠিক হইয়াছে।

১০) মহাভা, ১২।৩৩৫।৫ ১১) মহাভা, ১২।৩৩৫।৬ ; আরও দেখ "নারদং পরমেষ্ঠিনং" (১২।৩৩৯।১৮)

১২) মহাভা, ১২।৩৪৩।২৩'১ ও ২৬'২ (জনমেজয়) ; ৩৪৫।১.১ (বৈশম্পায়ন)

১৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১১।৩ ১৪) স্কন্দপু, ২।৯।৪।৭'১

১৫) দেখ—মহাভা, ১।১।৬০-১ ১৬) মহাভা, ১২।৩৪৫।৬'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ ঋষি পরমেষ্ঠী-পুত্র নারদকে বলেন যে ঐ প্রজাপতিগণ ভগবান্ নারায়ণের লোকভাবিনী সনাতন মর্যাদা,—'দৈব ও পিত্র্য কর্ম কর্তব্য', তাঁহার এই অনুশাসন পালন করেন।[১] প্রজাপতি পরমেষ্ঠী ঋষিই বোধ হয় ঋগ্বেদের সুপ্রসিদ্ধ নাসদীয়-সূক্তের দ্রষ্টা। যাহা হউক, ঐ প্রজাপতি পরমেষ্ঠী অবশ্যই জগৎ-স্রষ্টা ব্রহ্মা পরমেষ্ঠী হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। জগৎ-স্রষ্টাকে 'প্রজাপতি'ও বলা হয়। সুতরাং প্রজাপতি খ্যাতি দিয়াও উভয়ের মধ্যে পার্থক্য করা যায় না। তাই প্রশ্ন হয়, ভাগবতধর্মাচার্য ভগবান্ ঋষি নারদের পিতা পরমেষ্ঠী কে?

ঐ নারদ স্বয়ং নর ও নারায়ণ ঋষিকে এই প্রকারে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন—

"তস্মাচ্চ প্রসৃতঃ পূর্বং ব্রহ্মা লোক-পিতামহঃ॥
মম বৈ পিতরং প্রীতঃ পরমেষ্ঠ্যপ্যজীজনৎ।
অহং সংকল্পজস্তস্য পুত্রঃ প্রথম-কল্পিতঃ॥"[২]

তাঁহা (অর্থাৎ অব্যয় বৈকুণ্ঠ বা নারায়ণ) হইতে প্রথমে লোক-পিতামহ ব্রহ্মা নির্গত হন। অধিকন্তু ('অপি') পরমেষ্ঠী প্রীত হইয়াই আমার পিতাকে উৎপন্ন করেন। আমি তাঁহার প্রথমে কল্পিত সঙ্কল্পজ পুত্র।' এই অর্থ গ্রহণ করিলে ঐ বচন হইতে বুঝা যায় যে নারদের পিতা লোক-পিতামহ ব্রহ্মাই,—তিনি ব্রহ্মার মানস পুত্র; পরমেষ্ঠী নারায়ণই। পরন্তু দ্বিতীয় পঙক্তির 'অপি' শব্দের অর্থ 'ও' করিলে, উহার অর্থ হইবে,—"পরমেষ্ঠী প্রীত হইয়া আমার পিতাকেও উৎপন্ন করেন।" তাহাতে বুঝিতে হইবে যে নারদের পিতা লোক-পিতামহ ব্রহ্মা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। 'পরমষ্ঠীমজীজনৎ' পাঠ গ্রহণ করিলেও সেই সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এই প্রকারে একাধিক ব্যাখ্যা সম্ভব বলিয়া ঐ বচন হইতে নারদের পিতা সম্বন্ধে কোন সংশয়-বিরহিত স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না।

নারায়ণীয়াখ্যান হইতে আরও জানা যায় যে ভাগবতধর্মাচার্য নারদ "সুরর্ষি" (বা দেবর্ষি)[৩] এবং ব্রাহ্মণ ছিলেন।[৪] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ'[৫] এবং পাঞ্চরাত্রসংহিতা[৬] হইতেও তাহা জানা যায়।

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে ভাগবতধর্মাচার্য পরমেষ্ঠি-পুত্র নারদ স্বয়ং মহারাজা যুধিষ্ঠিরের নিকট স্বীকার করেন যে তিনি ব্রহ্মার পুত্র।[৭] উহাতে ইহাও আছে যে ঐ ব্রহ্ম-পুত্র নারদই পরমর্ষি ব্যাসকে ভাগবতধর্মের গূঢ় রহস্য ব্যাখ্যা করেন এবং তদ্বিষয়ে

১) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৪-৭; আরও দেখ—১।১।৩১-৩

২) মহাভা, ১২।৩৪৫।৫'২-৬

৩) মহাভা, ১২।৩৪৩।৯'২

৪) যথা দেখ—মহাভা, ১২।৩৩৪।২৮'১, ৩১'১, ৩৪'১; ৩৩৯।১৫, ৬৮'২, ৯৬'১; ৩৪৪।৩'২, ৪'১; ইত্যাদি।

৫) দেবর্ষি বা সুরর্ষি—(বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১।১২'১; ৪।৪৪'১; ১৫।৭৮'১
ব্রাহ্মণ—ঐ, ৭।৪।৪৬'১; ১১।৩'২

৬) জয়াখ্যসং, ২।২৭'২; সাত্বতসং, ১।২'২; অহিবুর্ধ্ন্যসং, ১।১৮'১, ৪২'২, ইত্যাদি।

৭) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১৫।৭৩ শুকদেব তাঁহাকে "স্বয়ম্ভুর তনয়" বলিয়াছেন। (৭।১১।১) উহার অন্যত্র (২।৭।১৯) আছে ভগবান্ ব্রহ্মা কোন সময়ে তাঁহার পুত্র নারদকে বলেন যে তাঁহার (নারদের) বিবৃদ্ধ ভাবভক্তি দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়াই ভগবান্ বিষ্ণু তাঁহাকে "আত্মতত্ত্বদীপ ভাগবত জ্ঞান এবং যোগ—যাহা বাসুদেবশরণ ব্যক্তিগণ অনায়াসে অবগত হন, তাহা" উপদেশ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গ্রন্থ রচনা করিতে প্রেরণা দেন।[১] 'স্কন্দপুরাণে'ও আছে যে ঐ দেবর্ষি নারদ "বিধির পুত্র" বা "ব্রহ্মপুত্র"।[২] 'নারদপুরাণে'র মতে, যিনি ধর্মপুত্র নারায়ণ ঋষি হইতে বিষ্ণুতত্ত্ব অবগত হইয়াছিলেন, তিনি "বিধিজ"।[৩] জয়াখ্যসংহিতা'র মতে, যিনি ভগবান্ নারায়ণ এবং নারায়ণ ঋষি হইতে পাঞ্চরাত্রধর্মের উপদেশ প্রাপ্ত হন, 'তিনি ব্রহ্মার পুত্র'। এই সকল প্রমাণ হইতে নিশ্চিত হয় যে ভাগবতধর্মাচার্য দেবর্ষি নারদের পিতা পরমেষ্ঠী জগৎস্রষ্টা ব্রহ্মাই, অপর কেহ নহেন।

'নারদপরিব্রাজকোপনিষদে'র "পরিব্রাজকাভরণ" এবং "ভগবদ্ভক্ত" নারদ উহঁার নিজের উক্তি মতে "ব্রহ্মাত্মজ" বা "ব্রহ্মপুত্র"। সত্যলোকে তিনি পিতামহ পরমেষ্ঠীকে গুরু ও জনক বলেন ("গুরুস্ত্বং জনকস্ত্বং"), আর পরমেষ্ঠী তঁাহাকে "মৎপুত্র" বলিয়া সম্বোধন করেন। সুতরাং তিনি ভাগবতধর্মাচার্যই।

পর্বত-সখা নারদ

এক জন নারদ ঋষির পর্বতঋষির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সখ্য ছিল, মনে হয়। কেননা, প্রাচীন শাস্ত্রে উক্ত কতিপয় কর্ম উহঁারা এক সঙ্গে করিয়াছিলেন, দেখা যায়। উহারা একত্রে 'ঋগ্বেদে'র একটি কিংবা দুইটি সূক্ত দর্শন করেন।[৪] 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র মতে, নারদ ও পর্বত ঈক্ষ্বাকু-বংশীয় রাজা বেধসের পুত্র রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুরোহিত। হরিশ্চন্দ্র অপুত্রক ছিলেন। এক সময়ে নারদ ও পর্বত তঁাহার গৃহে বাস করিতেছিলেন। তিনি নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'যাহারা বিজ্ঞান-সম্পন্ন, আর যাহারা নহে,—সকলেই পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছা করে, দেখা যায়; পুত্র দ্বারা পিতা কি লাভ করে?' নারদ বলেন, "পিতা যদি জাত এবং জীবিত পুত্রের মুখ দর্শন করে, তবে ইহসংসারে ঋণ হইতে মুক্ত হয়, এবং (দেহান্তে) অমৃতত্বে গমন করে; প্রাণিগণের পৃথিবীতে যাবতীয় ভোগসমূহ আছে, জলে যাবতীয় ভোগসমূহ আছে, এবং অগ্নিতে যাবতীয় ভোগসমূহ আছে, পিতার পুত্রে তদপেক্ষা অধিক আছে" ইত্যাদি। তাহা শুনিয়া রাজা হরিশ্চন্দ্রের পুত্রলাভের আকাঙ্ক্ষা হয়। নারদ তঁাহাকে এই পরামর্শ দেন যে "বরুণং রাজানমুপধাব পুত্রো মে জায়তাং তেন ত্বা যজা ইতি" ('রাজা বরুণের নিকটে গমন কর (অর্থাৎ শরণ গ্রহণ কর) এবং (এই বলিয়া প্রার্থনা কর,–হে বরুণ! তোমার প্রসাদে) আমার পুত্র হউক। (অনন্তর) আমি তাহার দ্বারা তোমাকে যজন করিব (অর্থাৎ তাহাকে বলি দিয়া তোমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিব')।[৫] নারদ এবং পর্বত ঋষি রাজা সহদেবকে এবং তাহার পুত্র সোমককে উপদেশ প্রদান করেন।[৬] তঁাহারা সোমককে ফল-চমস-ভক্ষের উপদেশ করেন। রাজা সোমক রাজসূয় মহাযজ্ঞ করেন। পর্বত ও নারদ ঋষির উপদেশে তিনি এক বিশিষ্ট

---

১) ঐ দেবর্ষি (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৫।১'২ ও ১।৬।১;১) নারদকে পরমর্ষি ব্যাস "আত্মভবাত্মভূত" (১।৫।৫'২) ও "স্বায়ম্ভুব" (১।৬।৩'১) বলিয়াছেন। আর নারদ তাঁহাকে বলেন যে সৃষ্টির প্রারম্ভে সৃষ্টিকাম ("সিসৃক্ষতঃ") ব্রহ্মার "প্রাণসমূহ (বা ইন্দ্রিয়সমূহ) হইতে মরীচিপ্রভৃতি ঋষিগণ এবং আমি উৎপন্ন হই।" (১।৬।৩১)

২) ঐ, ১।২।৩৭।৯-১১

৩) নারদপু, ২।৫৯।২০

৪) পূর্বে পৃষ্ঠা দেখ।

৫) ঐতব্রা, ৭।১৩-৪

৬) "এতমু হৈব প্রোচতুঃ পর্বতনারদৌ সোমকায় সাহদেব্যায়, সহদেবায় সাৰ্ঞ্জয়ায়।"—(ঐতব্রা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপায়ে সোমরস নিষ্কাশন করেন। তাহাতে তিনি অতীব প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[১] 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে' আরও আছে যে নারদ ও পর্বত রাজা আম্বষ্ঠ্যকে এবং উগ্রসেনের পুত্র রাজা যুধাংশ্রৌষ্টিকে "ঐন্দ্র মহাভিষেক" দ্বারা অভিষিক্ত করেন। তাহাতে উহাঁরা "সর্বদিকে সমুদ্র পর্যন্ত পৃথিবীকে জয় করত সর্বদিকে বিচরণ করেন; আর মেধ্য অশ্ব দ্বারা যজ্ঞ করেন।"[২]

'মহাভারতে'র কালে নারদ ও পর্বতের একটা কথা প্রখ্যাত ছিল, বোধ হয়। কেননা, একাধিক ব্যক্তি উহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] সেইটি হইতেছে উহাঁদের প্রেমের কাহিনী। উহাঁরা পরস্পরের সখা ছিলেন।[৪] প্রকৃত পক্ষে উহাঁরা মামা ভাগিনা ছিলেন,—নারদ মামা, আর পর্বত ভাগিনা।[৫] কোন সময়ে উহাঁরা দুইজনে সম্প্রীতি সহকারে মনুষ্যলোকে পর্যটন করিতে দেবলোক হইতে নির্গত হন। তখন উহাঁরা প্রীতিমান্ এবং মুদ্-যুক্ত হইয়া এই প্রতিজ্ঞায় আবদ্ধ হন যে মনে ভাল কি মন্দ যেই ভাব উদয় হয়, তাহা একে অপরকে বলিবেন; যদি কেহ তাহা না করে, তবে সে শাপের ভাগী হইবে।[৬] তাহাতে উহাঁদের পরস্পরের মধ্যে গভীর সৌহার্দ্যের পরিচয় পাওয়া যায়। ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে উহাঁরা একদা, কিছু ধনলাভের কামনায়, রাজা শৈব্যের পুত্র রাজা সৃঞ্জয়ের নিকটে উপস্থিত হন এবং তাঁহার দ্বারা সমাদৃত ও পূজিত হইয়া কিছুকাল তাঁহার গৃহে বাস করেন। রাজার সৎকার দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া নারদ ও পর্বত অপুত্রক তাঁহাকে পুত্রবর প্রদান করেন। তাহাতে রাজার এক পুত্র জন্মে। ঐ সময়ে সৃঞ্জয়ের যুবতী কন্যাকে দেখিয়া এবং তাহার সেবা দ্বারা মুগ্ধ হইয়া নারদ ও পর্বত উভয়েরই মনে উহাকে বিবাহ করিতে তীব্র কাম জন্মে। পরন্তু লজ্জা বশতঃ একে অপরের কাছে তাহা প্রকাশ করিতে পারিলেন না। কিছু দিনের মধ্যে তাহা প্রকাশ হইয়া পড়ে এবং ঐ প্রেমের ব্যাপার লইয়া মামা ও ভাগিনার মধ্যে মনোমালিন্য ও বিবাদ হয় এবং একে অন্যকে শাপ দেন। পর্বত রাগ করিয়া অন্যত্র চলিয়া যান। নারদের শাপ হেতু তিনি স্বর্গে প্রত্যাবর্তন করিতে পারিলেন না। সুতরাং কেবল পৃথিবীতেই পর্যটন করিতে লাগিলেন। নারদ সৃঞ্জয়ের কন্যাকে বিবাহ করেন। পরন্তু পর্বতের শাপ হেতু বিবাহের পর হইতেই তাঁহার স্বরূপ ভ্রষ্ট হয়। ঐ কন্যার, তথা অপর সকল মনুষ্যের, নিকট তিনি বানর রূপে দৃষ্ট হইতে লাগিলেন। তৎসত্ত্বেও তাঁহার স্ত্রী তাঁহার প্রতি সম্পূর্ণ ভক্তিপরায়ণ রহিলেন,—কখনও কোন প্রকারে তাঁহার সেবায় ত্রুটী করিলেন না, কিংবা তাঁহাকে অশ্রদ্ধা করিলেন না। কিছুকাল পরে একদিন বন মধ্যে একান্তে নারদ ও পর্বতের দেখা হয়। তাঁহারা পরস্পরের প্রতি ক্রোধ পরিত্যাগ করেন এবং শাপ প্রত্যাহার করেন। তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে পূর্বের প্রীতি-সম্বন্ধ পুনরায় সংস্থাপিত হয়। যখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের নিকটে ঐ প্রেমের কাহিনী বিবৃত করেন, তখন নারদ সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি নিজে কৃষ্ণের বিবৃতি যথার্থ বলিয়া অনুমোদন করেন,[৭] এবং স্বয়ং উহা পূর্ণ করেন।[৮]

---

১) ঐতব্রা, ৭।৩৪ ২) ঐতব্রা, ৮।২১ ৩) পূর্বে পৃষ্ঠা দেখ।
৪) মহাভা, ৭।৫৫।৫'১
৫) মহাভা, ১২।৩০।৪'২-৬, ১৮'২ ও ২৭'১নারদ নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। (মহাভা, ১২।৩১।৪'১)
৬) মহাভা, ১২।৩০।৮—৯
৭) মহাভা, ১২।৩১।৩'১, ৪০ ৮) মহাভা, ১২।৩১।৩'২—৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মহাভারতে' বিবৃত নারদের আরও কতিপয় কর্মের সঙ্গে পর্বতও সংশ্লিষ্ট ছিলেন, দেখা যায়। যথা, ময় দানব নির্মিত সভায় যুধিষ্ঠিরের আরোহণের পর যখন দেবর্ষি নারদ তথায় আগমন করেন, তখন পর্বত ঋষিও সঙ্গে ছিলেন। যখন নারদ মহাত্মা ধৃতরাষ্ট্রকে দর্শন করিতে গঙ্গাদ্বারে তাঁহার আশ্রমে আগমন করেন, তখনও পর্বত সঙ্গে ছিলেন।

'রামায়ণে' আছে নারদ ও পর্বত রাজা নৃগকে ব্রাহ্মণ কর্তৃক প্রদত্ত শাপের মহান্ ভয় প্রদর্শন করিয়াছিলেন।[১]

ইহা বিশেষ করিয়া বলা যাইতে পারে যে যে দেবর্ষি নারদ দেবর্ষি পর্বতের মামা ও সখা এবং রাজা সৃঞ্জয়ের কন্যার প্রেমে পড়িয়াছিলেন, তথা পুত্রশোকে কাতর সৃঞ্জয়কে সান্ত্বনা দেন[২] এবং তদর্থে ঐ মৃতপুত্রকে পুনর্জীবিত করেন ও সহস্র বৎসর আয়ু প্রদান করেন,[৩] তিনিই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরে শোকে অভিভূত যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'মহাভারতে' তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ আছে। যথা, এই শেষোক্ত নারদকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ ঐ সময়ে বলিয়াছিলেন,

"সৃঞ্জয়ং পুত্রশোকার্তং যথাঽয়ং নারদোঽব্রবীৎ।"[৪]

"প্রত্যক্ষকর্তা সর্বস্য নারদো ভগবানৃষিঃ।
এষ বক্ষ্যতি তে পৃষ্টে যথা বৃত্তং নরোত্তম॥"[৫]

নারদও তাহা স্বীকার করেন।[৬]

পূর্বজন্মের স্মৃতি

প্রজাপতি পরমেষ্ঠীর পুত্র দেবর্ষি নারদ জাতিস্মর ছিলেন। নিজের তিন পূর্বজন্মের কথা তাঁহার স্মরণ ছিল। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট নারায়ণীয় ধর্ম ব্যাখ্যার উপসংহারে সাধু মহাপুরুষদিগকে অবহেলার এবং সেবার ফলের দৃষ্টান্তরূপে তিনি নিজের পূর্বজন্মের কথা বিবৃত করেন। তিনি বলেন যে অতীত মহাকল্পে তিনি উপবর্হণ নামে এক গন্ধর্ব ছিলেন। গন্ধর্বদিগের সমাজে তাঁহার খুব সম্মান ছিল। সুন্দরতা, সুকুমারতা, এবং মধুরতা হেতু তিনি প্রিয়দর্শন ছিলেন। তাঁহার শরীর হইতে সুগন্ধ নির্গত হইত। তিনি স্ত্রীদিগের প্রিয়তম ছিলেন। সেই হেতু তিনি নিত্য মত্ত এবং বড় লম্পট ছিলেন। এক সময়ে দেবতাদিগের এক সত্র হয়। উঁহারা, হরিগাথা গান করিবার জন্য, গন্ধর্বদিগকে এবং অপ্সরাদিগকে নিমন্ত্রণ করেন। উপবর্হণও তথায় উপস্থিত হন। তিনি দেবতাদিগের কথা উপেক্ষা করিয়া স্ত্রীগণ সহকারে লৌকিক গান করিতে থাকেন। তাহার অবহেলন দেখিয়া দেবতাগণ তাহাকে শাপ দেন, "যেহেতু তুমি রূপোন্মত্ত হইয়াই (আমাদিগকে) এই প্রকার অবহেলা করিয়াছ, সেইহেতু তোমার রূপ নষ্ট হউক। তুমি শীঘ্র শূদ্র হও। ঐ শাপের ফলে উপবর্হণ পরের জন্মে এক দাসীর পুত্র হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। ঐ শূদ্র-

১) 'রামায়ণ', ৭।৬৪।৭
২) মহাভা, ১২।২৯।১৪—
৩) মহাভা, ১২।২৯।১৪৯
৪) মহাভা, ১২।২৯।১৪১
৫) মহাভা, ১২।৩০।৪৪
৬) মহাভা, ১২।৩১।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জীবনে ব্রহ্মবাদী মহাত্মাদিগের সেবা-শুশ্রূষার এবং সঙ্গের ফলে তিনি পরের জন্মে অর্থাৎ তাঁহার বর্তমান জন্মে ব্রহ্মার পুত্র হইয়াছেন।[১]

পূর্বের দাসী-পুত্র-জন্মে নারদ ব্রহ্মবাদী মহাত্মাদিগের কি প্রকার সেবা-শুশ্রূষা এবং সঙ্গ করিয়াছিলেন, তাহা তিনি অন্যত্র পরমর্ষি ব্যাসের নিকট বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেন। তিনি বলেন যে পূর্বে—অতীত জন্মে তিনি একজন বেদবাদী (ব্রাহ্মণের) দাসীর পুত্র ছিলেন। একবার বর্ষাকালে কতিপয় ব্রহ্মজ্ঞ যোগী চাতুর্মাস্য-ব্রত পালনার্থ ঐ ব্রাহ্মণের গৃহে অবস্থান করিতেছিলেন; উঁহাদের সেবা-শুশ্রূষার ভার তাঁহার উপর ন্যস্ত হইয়াছিল। তিনি তখন স্বল্পবয়স্ক বালক মাত্র ছিলেন। পরন্তু তাঁহার স্বভাব বাল-সুলভ চঞ্চলতা এবং ক্রীড়া-পরায়ণতা বিরহিত ছিল,—দান্ত ছিল। তিনি স্বল্পভাষী ছিলেন। তিনি সর্বপ্রকারে ঐ মহাত্মগণের আজ্ঞানুকূল থাকিয়া উঁহাদিগকে সেবা-শুশ্রূষা করিতেন। উঁহারা সমদর্শী ছিলেন। তথাপি তাহার শান্ত ও মধুর স্বভাব এবং সেবা-ভাব দেখিয়া তাঁহাকে কৃপা করেন; এবং উঁহাদের উচ্ছিষ্টান্ন ভোজনে অনুমতি দেন। তাহাতে ক্রমে তাহার সমস্ত পাপ বিদূরিত হয় এবং চিত্ত বিশুদ্ধ হয়। তখন ঐ মহাত্মা যোগীদিগের ধর্মে তাহার রুচি উৎপন্ন হয়। উঁহারা প্রতিদিন একান্তে মনোহর কৃষ্ণকথা উত্তমরূপে গান করিতেন। উঁহাদের অনুগ্রহে বালক শ্রদ্ধার সহিত উহার প্রতিপদ শ্রবণ করিত। তাহাতে ক্রমে ভগবান কৃষ্ণে তাহার রুচি উৎপন্ন হয়। ঐ প্রকারে বর্ষা এবং শরৎ ঋতুদ্বয়ের প্রতিদিন ঐ মহাত্মা মুনিগণ দ্বারা সঙ্কীর্ত্যমান হরির অমল যশ শ্রবণ করিতে করিতে বালকের হৃদয়ে রজ এবং তম গুণ অপহরণকারী ভক্তির উদয় হয়। তাহাতে তাহার মন স্খলিত (অর্থাৎ নাশ-প্রাপ্ত বা নিরুদ্ধ) হয়। "যয়াহমেতৎ সদসৎ স্বমায়য়া পশ্যে ময়ি ব্রহ্মণি কল্পিতং পরে" ('তাহাতে আমি ইহা উপলব্ধি করিলাম যে সদসদাত্মক এই জগৎপ্রপঞ্চ পরব্রহ্মস্বরূপ আমাতে আমার নিজ মায়া দ্বারা কল্পিত।[৩] পরে ঐ দীনবৎসল মুনিগণও তথা হইতে অন্যত্র যাত্রা করিবার সময়ে তাহাকে কৃপা করিয়া "সেই গুহ্যতম জ্ঞান, যাহা সাক্ষাৎ ভগবান্ কর্তৃক কথিত, উপদেশ করেন।" যাহা দ্বারা আমি বিশ্বস্রষ্টা ভগবান বাসুদেবের মায়ানুভাব নিশ্চিতরূপে অবগত হইয়াছিলাম এবং যাহা দ্বারা (মনুষ্যগণ) তাহার পদ প্রাপ্ত হয়।"[৪] ইত্যাদি। কালক্রমে, প্রারব্ধকর্ম-ভোগ শেষ হইলে, বালকের পাঞ্চভৌতিক দেহের পতন হয়। তখন ভগবান তাহাকে "শুদ্ধ ভাগবতী তনু" প্রদান করেন, সে ভগবানের পার্ষদ হয়। ঐ কল্পের অন্তে সমস্ত সৃষ্টিকে উপসংহার করত ভগবান (কারণ) সলিল মধ্যে শয়ন করিতে উদ্যত হইলে তখন তাহাকে (তথা সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চকে আপনার মধ্যে গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মা) তাহার নিশ্বাসের সহিত তাঁহার অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। অনন্তর সহস্র চতুর্যুগ পরে জাগ্রত হইয়া ভগবান নারায়ণ যখন বিশ্বসৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন (ব্রহ্মা তাঁহার নাভিকমল হইতে নির্গত হন এবং) তিনি, মরীচ্যাদি মহর্ষিগণের সহিত, উহার প্রাণসমূহ হইতে জন্ম গ্রহণ করেন।[৫]

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১৫।৬৯-৭৩ ২) ঐ, ১।৫।২৩— ; পূর্বে পৃষ্ঠা।
৩) ঐ, ১।৫।২৭ (পূর্বে পৃষ্ঠা) ৪) ঐ, ১।৫।৩১ (পূর্বে পৃষ্ঠা)
৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৬।২৮—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে, নারদ সর্বপ্রথমে ভগবান ব্রহ্মার সংকল্প বলে তাঁহার কণ্ঠদেশ হইতে, সুতরাং তাঁহার মানস পুত্র রূপে, উৎপন্ন হন।[১] ব্রহ্মা তাহাকে বিবাহ করিয়া সংসার করিতে আদেশ করিলে নারদ অস্বীকার করেন এবং প্রবৃত্তিমার্গের তীব্র নিন্দা করেন। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া ব্রহ্মা তাহাকে এই শাপ দেন যে,—তাহার জ্ঞান লোপ পাইবে, তিনি সহসা মৃত্যুগ্রস্ত হইবেন, পরে তিনি অতীব রূপ-যৌবন সম্পন্ন, যোষিৎলুব্ধ, লম্পট, এবং নানা-প্রকার- শৃঙ্গার-নিপুণদিগের গুরুর গুরু এক গন্ধর্ব হইয়া জন্মগ্রহণ করিবেন; তখন তাহার নাম হইবে উপবর্হণ ; তাহার পরের জন্মে তিনি এক দাসীর পুত্র হইবেন ; তখন বৈষ্ণবদিগের সংসর্গ এবং বৈষ্ণবদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন হেতু কৃষ্ণের প্রসাদ লাভ করিয়া তিনি পুনরায় ব্রহ্মার পুত্র হইয়া জন্ম-গ্রহণ করিবেন ; তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে পুরাতন দিব্য জ্ঞান প্রদান করিবেন। ঐ ভীষণ শাপ শুনিয়া নারদ অতীব মর্মাহত হইলেন এবং কাঁদিতে কাঁদিতে ব্রহ্মার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিলেন। পরন্তু ব্রহ্মার শাপ ব্যর্থ হইল না,—উহা যথাযথ ফলিল।[২] উহাতে নারদের গন্ধর্ব-জন্মের[৩] এবং দাসী-পুত্র-জন্মের[৪] বিস্তারিত বিবরণ আছে। দাসী-পুত্র-জন্মেও তাঁহার নাম নারদ হয়। উহার তিনটি ব্যুৎপত্তি প্রদর্শিত হইয়াছে।[৫] (১) ঐ দাসী-পুত্র দীর্ঘ অনাবৃষ্টির অবসানে জন্মগ্রহণ করে। সুতরাং সে জন্মকালে 'নার' বা জল দান করে, তাই তাহার নাম 'নাম' 'নারদ' হয়।[৬] (২) ঐ দাসী-পুত্র বাল্যকালেই জাতিস্মর এবং মহাজ্ঞানী ছিল। সে তখন অপর বালকগণকে 'নার' বা জ্ঞান প্রদান করে। তাহাতে তাহার নাম 'নারদ' হয়। (৩) সে নারদ নামে এক মুনীন্দ্রের বরে এবং বীর্যে জন্মগ্রহণ করে। তাহাতে তাহার নাম 'নারদ' হয়।[৭] ব্রহ্মার পুত্ররূপে জন্মে 'নারদ' নামের ব্যুৎপত্তি নাকি এই,—তিনি ব্রহ্মার কণ্ঠ হইতে জন্মগ্রহণ করেন ; ঐ কণ্ঠ হইতে কল্পকল্পান্তরে বহু নরগণ উৎপন্ন হয় ; সেইহেতু 'নারদ' নামে স্মৃত হয় ("নরান্ দদৌ তৎকণ্ঠং চ তেন তন্নরদং স্মৃতম্") ; নরদ বা কণ্ঠ হইতে উৎপন্ন বলিয়া ব্রহ্মা বালকের নাম 'নারদ' রাখেন।[৮] শূদ্র-দেহ ত্যাগের পর নারদ শাপমুক্ত হইয়া ব্রহ্মার দেহে বিলীন হন এবং কালান্তরে তাঁহার কণ্ঠ হইতে পুন আবির্ভূত হন।[৯]

'নারদপুরাণে' ব্রহ্মপুত্র নারদের এক পূর্বজন্মের কথা আছে। কথিত হইয়াছে যে নারদের ভ্রাতা সনৎকুমার তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দেন যে বহু কল্প পূর্বে তিনি (নারদ) কশ্যপ-বংশে জন্মগ্রহণ করেন এবং তখনও তাঁহার নাম নারদ ছিল। তখন নারদ স্বয়ং ধ্যানস্থ হইয়া তাহা অনুস্মরণ করেন।[১০] ঐ জন্মে নারদ ভগবান শিব হইতে যুগলাত্মক কৃষ্ণমন্ত্ররহস্য অবগত হন।

---

১) ব্রহ্মবৈবর্তপু, ব্রহ্মখণ্ড, ৮।২৬-২ ২) ঐ, ৮।৪১—৮
৩) ঐ, ৮।৬৭-৮ ৪) ঐ, ১২।৪৩— ৫) ঐ, ২০।১২—
৬) ঐ, ২১।৭-৯
৭) ২১।১৩—৪ ; পূর্বোক্ত মুনীন্দ্রের নাম 'নারদ' হওয়ার হেতু নাকি এই,—ধর্মপুত্র নর ঋষি অপুত্রক রূপে বিপ্রকে ঐ পুত্র প্রদান করেন ("নরো মুনিঃ দদৌ পুত্রং") ; সেই কারণে ঐ পুত্র 'নারদ' নামে অভিহিত হইতে থাকে (ঐ, ২১।১১)
৮) ঐ, ২১।৫৪—৬
৯) নারদপু, ১।৮২।১—মূলে আছে সারস্বতকল্পেই নারদ ব্রহ্মপুত্র হন ; উহার পূর্বে পঞ্চবিংশক কল্পে তিনি নারদ নামে কাশ্যপ ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরজন্মের কথা

পরমেষ্ঠী-পুত্র নারদের মৃত্যু এবং পুনর্জন্মেরও কথা আছে। 'হরিবংশে' বিবৃত হইয়াছে যে[১] প্রাচেতস দক্ষ বীরণ প্রজাপতির কন্যা মহাতপস্বিনী অসিক্নীকে বিবাহ করেন এবং উহার গর্ভে পাঁচ হাজার পুত্র উৎপন্ন করেন। ঐ পুত্রগণ 'হর্যশ্বগণ' নামে বিশ্রুত হয়। মহাবীর্যবান্ উহারা যখন প্রজা বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হয়, তখন পরমেষ্ঠীর[২] পুত্র প্রিয়সংবাদী নারদ উহাদের নিকটে আসিয়া উপস্থিত হন; এবং বলেন, "হে প্রাচেতসাত্মজগণ! তোমারা নিশ্চয় মুর্খ; কেননা, তোমরা এই পৃথিবীর প্রমাণ জান না, অথচ প্রজা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হইয়াছ। এই পৃথিবীর উর্ধ্ব, অধঃ এবং মধ্যকে তোমরা জান না। সুতরাং তোমরা কি প্রকারে প্রজা সৃষ্টি করিবে?"[৩] নারদের এই বচন শুনিয়া হর্যশ্বগণ এই পৃথিবীর প্রমাণ দর্শন করিতে (অর্থাৎ জগতের প্রকৃত তত্ত্ব জানিতে) অভিলাষী হইয়া সর্বদিকে প্রয়াণ করে ("প্রযাতাঃ সর্বতো দিশম্")।[৪]

"বায়োরনশনং প্রাপ্য গতান্তে বৈ পরাভবম্।
অদ্যাপি ন নিবর্তন্তে সমুদ্রেভ্য ইবাপগাঃ॥"[৫]

'তাহারা বায়ু হইতে (অর্থাৎ সূত্রাত্মাকে অতিক্রম করতঃ) অনশনকে (অর্থাৎ অশনাদ্যতীত শুদ্ধ-ব্রহ্মকে) প্রাপ্ত হইয়া পরম অভবকে প্রাপ্ত হয়। যেমন নদীসমূহ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করে না, সেই প্রকার উহারাও (অনশনকে প্রাপ্ত হইয়া) আজ পর্যন্তও (ইহসংসারে) প্রত্যাবর্তন করে নাই।'[৬] এই প্রকারে হর্যশ্বগণ বিনষ্ট হইলে পর প্রাচেতস দক্ষ পুনরায় বীরণের কন্যা অসিক্নীতে এক হাজার প্রজা সৃষ্টি করেন। উহারা 'শবলাশ্বগণ' নামে খ্যাত হয়। উহারা যখন প্রজা বৃদ্ধি করিতে অভিলাষী হয়, তখন মহামুনি নারদ আসিয়া

১) 'হরিবংশ', ১।৩।৫— এই বর্ণনা ঈষৎ পাঠান্তরে 'ব্রহ্মপুরাণে' (১।১।১১৮'২—) এবং 'বিষ্ণুপুরাণে'ও (১।১৫।৮৯—) আছে। উভয় গ্রন্থের বর্ণনায় এত সামান্য অংশ আছে যে তাহাতে মনে হয় 'বিষ্ণুপুরাণ' 'হরিবংশ' 'এবং 'ব্রহ্মপুরাণ' হইতে উহা গ্রহণ করিয়াছে। আরও দেখ—বিষ্ণুধর্মোত্তরপু, ১।১১০।১৫।

২) টীকাকার নীলকণ্ঠ সত্যই বলিয়াছেন, এই পরমেষ্ঠী ব্রহ্মাই। 'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে' ঐ নারদকে 'ব্রহ্মপুত্র' বলা হইয়াছে। (১।১১০।১৭

৩) 'হরিবংশ', ১।৩।১৭ 'বিষ্ণুপু, ১।১৫।৯৪ (মধ্যের পঙক্তি ব্যতীত,)=ব্রহ্মপু, ১।১।১৩০-১৩১'১

৪) টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, 'সর্বদিকে প্রয়াণে'র তাৎপর্য এই যে উহারা "অন্যোন্য-নিরপেক্ষ হইয়া আত্ম-দর্শনার্থ প্রয়াণ করে।"

৫) 'হরিবংশ', ১।৩।১৯ ; ব্রহ্মপু, ১।১।১৩১'২-১৩২'১ এই বচনের দ্বিতীয় পংক্তি-মাত্র 'বিষ্ণুপুরাণে' (১।১৫।৯৬'২) আছে।

৬) এই অনুবাদ নীলকণ্ঠের টীকার অনুযায়ী। ঐ বচনের কিঞ্চিৎ পুর্বে আছে, হর্যশ্বগণ নারদ কর্তৃক—

"নির্মথ্য নাশিতাঃ সর্বে বিধিনা চ ন সংশয়ঃ"—('হরিবংশ', ১।৩।১১'২ ; ১।১।১২৬)

নীলকণ্ঠ বলেন, "বিধিনা শাস্ত্রীয়মার্গেণ নির্মথ্য দেহাভিমানতঃ প্রচ্যাব্য নাশিতা অদর্শনং নীতাঃ।"

'বিষ্ণুধর্মোত্তরপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে হর্যশ্বগণ

"লোকালোকস্য পরতো গর্ভোদস্য তথোপরি।
বায়ুমণ্ডলমাসাদ্য ভ্রমণান্নাশমাগতাঃ।" (১।১১০।১৯'২-২০'১)

শবলাশ্বগণ ও "তথৈব বায়ুমাসাদ্য বিনষ্টাঃ শাশ্বতীঃ সমাঃ।" (১।১১০।২৪'১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহাদিগকেও সেই পূর্বোক্ত বচন বলেন। তাহা মানিয়া "উহারাও সেই মার্গে সর্বদিকে প্রয়াণ করে। যেমন নদীসমূহ সমুদ্রকে প্রাপ্ত হইয়া তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করে না; সেই প্রকার উহারাও (অনশনকে প্রাপ্ত হইয়া) আজপর্যন্তও (ইহসংসারে) প্রত্যাবর্তন করে নাই।"[১] শবলাশ্বগণও ঐ প্রকারে নারদ-কর্তৃক বিনষ্ট হইলে পর অমিতবিক্রম দক্ষ তাহাকে (নারদকে)ও শাপ দিয়া নাশ করিতে উদ্যত হন। তখন পরমেষ্ঠী মরীচ্যাদি মহর্ষিগণকে সঙ্গে লইয়া দক্ষের নিকট নারদকে প্রার্থনা করেন। অনন্তর তাঁহারা এক "অভিসন্ধি" (বা মর্যাদা) করেন, যদনুসারে দক্ষ পরমেষ্ঠীকে বলেন যে "কন্যায়াং নারদো মহ্যং তব পুত্রো ভবেদিতি" (আপনার পুত্র নারদ আমার কন্যাতে উৎপন্ন হউক।"[২] পরমেষ্ঠী তাহা স্বীকার করেন। তাহাতে দক্ষ নারদকে এই শাপ দেন যে "তুমি বিনাশ প্রাপ্ত হও এবং পুনরায় গর্ভে বাস কর।"[৩] অনন্তর দক্ষ বৈরিণীর গর্ভে যাট্ কন্যা উৎপন্ন করেন এবং উহাদের তেরটি মহর্ষি কশ্যপকে বিবাহ দেন। দেবর্ষি নারদ দেহত্যাগ করত ইহাদের একজনের গর্ভে পুনঃ জন্মগ্রহণ করেন। তাই কথিত হইয়াছে যে "যেই সুতবরকে (প্রথমে) পরমেষ্ঠী উৎপন্ন করিয়াছিলেন, (নারদ নামক) তাঁহাকে কশ্যপ মুনি দক্ষের শাপের ভয়ে দক্ষের দুহিতায় উৎপন্ন করেন। সেই নারদ পূর্বে নিশ্চয় পরমেষ্ঠী কর্তৃক সমুৎপন্ন হইয়াছিলেন। দেবর্ষি সত্তম (কশ্যপ) সেই মুনিপুঙ্গবকে (=নারদকে) পুনরায় বৈরিণী অসিক্লীতে[৪] পিতার (অর্থাৎ পরমেষ্ঠীর) ন্যায় উৎপন্ন করেন।"[৫]

ঐ ঘটনার স্বল্পবিস্তর বর্ণনা স্বল্পাধিক পরিবর্তন সহকারে অপর কোন কোন পুরাণেও পাওয়া যায়।[৬] 'মহাভারতে' কেবল ইহা সংক্ষেপে বিবৃত হইয়াছে যে প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষ বীরিণীর গর্ভে নিজের সদৃশ সংশিতব্রত সহস্র পুত্র উৎপন্ন করেন; নারদ উহাঁদিগকে

---

১) 'হরিবংশ', ১৷৩৷২৪=বিষ্ণুপু, ১৷১৫৷১০০ ('সর্বতোদিশং' স্থলে 'সর্বতোমুখং' পাঠান্তরে)

২) 'হরিবংশ', ১৷৩৷১৩; ব্রহ্মপু, ১৷১৷১২৭-১২৮'১ ৩) 'হরিবংশ' ১৷৩৷২৫'২ · পূর্বে পৃষ্ঠার সংখ্যক পাদটীকা দেখ।

৪) এইখানে 'বৈরিণী' অসিক্লী পাঠ ভুল মনে হয়। কেননা, পরমেষ্ঠীর সহিত দক্ষ এই অভিসন্ধি করিয়াছিলেন যে উহার (পরমেষ্ঠীর) পুত্র নারদ মরিয়া তাঁহার (=দক্ষের) কন্যার পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। ('হরিবংশ', ১৷৩৷১৩; ব্রহ্মপু, ১৷১৷১২৮; বায়ুপু, ৬৫৷১৪১; ইত্যাদি)

উহার অব্যবহিত পরেও আছে যে

"ততো দক্ষস্তু তাং প্রাদাৎ কন্যাং বৈ পরমেষ্ঠিনে।
স তস্যাং নারদো জজ্ঞে দক্ষশাপভয়াদৃষিঃ ॥

—হরিবংশ, ১৷৩৷১৪ ঈষৎ পাঠান্তরে ব্রহ্মপু, ১৷১৷১২৮; বায়ুপু, ৬৫৷১৪২

কশ্যপ দক্ষের ১৩ কন্যাকে বিবাহ করেন। তাঁহার ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়াও সিদ্ধ হয় যে নারদ দক্ষের কন্যার গর্ভেই পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বৈরিণী অসিক্নী দক্ষের স্ত্রী এবং কশ্যপের শ্বশুরী। সুতরাং এইখানে 'বৈরিণী অসিক্লী"; পাঠ শুদ্ধ হইতে পারে না। এই ভুল প্রাচীন মনে হয়। কেননা, অপর কোন কোন পুরাণেও তাহার উল্লেখ আছে। (যথা দেখ—দেবীভাগপু, ৭৷১৷১৩-৬,) টীকাকার নীলকণ্ঠ তাহাকে নানা প্রকারে ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। 'দেবীভাগবতপুরাণে' তাহার এই সমাধান হইয়াছে যে নারদ দক্ষের পুত্ররূপেই জন্মে। (পরে দেখ)

৫) 'হরিবংশ', ১৷৩৷৯-১০; ব্রহ্মপু, ১৷১৷১২৩-১২৫'১

৬) যথা দেখ—বিষ্ণুপু, ১৷১৫৷৮৯; ব্রহ্মপু, ১৷১৷১১৪,২—; বায়ুপু, ৬৫৷১৩৩—; মৎস্যপু, ৫৷৩—; দেবীভাগপু, ৭৷১৷১২—]; গরুড়পু, ১৷৬৷১৫—; বিষ্ণুধর্মোত্তরপু, ১৷১১০৷১৫—;

৮CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"মোক্ষমধ্যাপয়ামাস সাংখ্যজ্ঞানমনুত্তমম্" ('মোক্ষপ্রদ অনুত্তম সাংখ্যজ্ঞান পড়ান)।[১] দক্ষ-কর্তৃক সেই কারণে নারদকে শাপ প্রদানের কথা উহাতে উল্লিখিত হয় নাই। 'মৎস্যপুরাণে'র বর্ণনা তদপেক্ষা কিঞ্চিৎ বিস্তৃত।[২] দক্ষের পুত্র হর্যশ্বগণ এবং শবলাশ্বগণকে নারদের উপদেশ প্রদানের এবং তাহা শুনিয়া উহাঁদের প্রব্রজ্যা গ্রহণের কথা উহাতে আছে। পরন্তু তদ্ধেতু দক্ষ কর্তৃক নারদকে শাপ প্রদানের কথা 'মহাভারতে'র ন্যায় উহাতেও নাই। 'দেবীভাগবতপুরাণে'র বর্ণনা আরও বিস্তৃত, প্রায় 'হরিবংশে'র বর্ণনার তুল্য।[৩] পরন্তু উহার মতে দক্ষ নারদকে এই শাপ দেন যে "যেইহেতু আমার পুত্রগণ (তোমার দ্বারা) নাশিত হইয়াছে, সেইহেতু তুমিও নাশ প্রাপ্ত হও। হে দুর্বুদ্ধি! ঐ পাপ বশতঃ তুমি গর্ভবাস প্রাপ্ত হও। যেহেতু আমার পুত্রগণ ভ্রংশিত হইয়াছে, সেইহেতু তুমি আমার পুত্র হও।"[৪] ঐ শাপ বশতঃ নারদ দক্ষের ঔরসে এবং তাঁহার স্ত্রী বীরিণীর (যাঁহার অপর নাম অসিকনী) গর্ভে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন।[৫] অপর কোন পুরাণের মতে, যেমন 'হরিবংশে'র মতে, নারদ দক্ষের শাপে কশ্যপ মুনির পুত্র রূপে পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হন।[৬] আবার কোন কোন পুরাণে কেবল ইহা মাত্র উল্লিখিত হইয়াছে দক্ষ নারদকে শাপ দেন; কিন্তু কি শাপ দেন তাহা উল্লিখিত হয় নাই।[৭]

'হরিবংশ' হইতে আরও বোধ হয় যে নারদ আরও বহুবার জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। কেননা, কথিত হইয়াছে যে স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণে তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন বলিয়া কৃষ্ণ পরিতুষ্ট হইয়া ব্রহ্মসুত নারদকে[৮] যথাভিলষিত বরসমূহ প্রদান করিতে উদ্যত হন। তাহাতে নারদ প্রার্থনা করেন যে তিনি যেন কৃষ্ণের প্রসাদে তাঁহার সালোক্য লাভ করেন, অযোনিজ হন, এবং "ভবেয়ং ব্রাহ্মণশ্চৈব পুনর্জাত্যন্তরেষ্বপি" (অর্থাৎ আমি যেন জন্ম জন্মান্তরেও ব্রাহ্মণ হই')।[৯] কৃষ্ণ বলেন, 'তাহাই হইবে'। তাহাতে নারদ অতীব তুষ্ট হন।

নারদের মাহাত্ম্য

'মহাভারতে' দেবর্ষি নারদের অতি উচ্চ প্রশংসা আছে। মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন, দেবর্ষি নারদ দেবতাদিগেরও পূজনীয়। তিনি বেদের ও উপনিষৎসমূহের বেত্তা, ইতিহাস-পুরাণজ্ঞ, পুরাকল্পবিশেষবিৎ, ন্যায়বিৎ, ধর্মতত্ত্বজ্ঞ, অনুত্তম ষড়ঙ্গবিৎ ঐক্যসংযোগনানাত্বসমবায়-বিশারদ (অর্থাৎ নানা শাস্ত্রের পরস্পর-বিরুদ্ধ বিধিবাক্যসমূহের একতা করণ, বাক্যসমূহকে পৃথক্করণ, ইত্যাদিতে বিশারদ), প্রগল্ভ বক্তা, মেধাবী, স্মৃতিমান্, নয়বিৎ, কবি, পরবিভাগবিৎ, প্রমাণকৃতনিশ্চয়, "পঞ্চাবয়ব-যুক্ত বাক্যের গুণদোষবিৎ", বক্তা বৃহস্পতিরও উত্তরোত্তর বক্তা, ধর্ম, অর্থ, কাম এবং মোক্ষ—(এই চতুর্বর্গে) যথাবৎ কৃতনিশ্চয়, এই সমস্ত ভুবনকোশের,—কি ঊর্ধ্বে, কি অধে, (মধ্যে) কিংবা তির্যক্‌দিকে স্থিত সমস্ত লোকসমূহের প্রত্যক্ষদর্শী, সাংখ্যযোগ বিভাগজ্ঞ, সুরগণ এবং অসুরগণ সকলকেই নির্বেদ-যুক্ত করিতে ইচ্ছা-পরায়ণ ("নির্বিবিৎসুঃ

---

১) মহাভা, ১।৭৫।৫-৭ ২) মৎস্যপু, ৫।৩—

৩) দেবীভাগপু, ৭।১।১২— ৪) ঐ, ৭।১।৩২-৩'১ ৫) ঐ, ৭।১।১৩-৭, ৩৩'২

৬) যথা দেখ বায়ুপু, ১৬৫।১৩৫—৮, ১৪১-২, ১৫৬; গরুড়পু, ১।৬।১৫-৮; বিষ্ণুধর্মোত্তরপু, ১।১১০।২৬-৭'১

৭) বিষ্ণুপু, ১।১৫।১০১।

৮) 'হরিবংশ' ২।৬৫।১৮'১ ৯) ঐ, ২।৭৬।১৬-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরাসুরান্") সন্ধিবিগ্রহতত্ত্বজ্ঞ, অনুমানবিভাগবিৎ, ষাড়্গুণ্যবিধিযুক্ত, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, এবং যুদ্ধ ও গন্ধর্ববিদ্যাসেবী। এতদ্ব্যতীত তাঁহার আরও বহুগুণ ছিল। তাঁহার গতি সর্বত্র অপ্রতিহত ছিল।[১] পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, দেবর্ষি নারদ "বেদবাদবিচক্ষণ," সর্বজ্ঞ, সর্বদর্শী এবং সর্বত্র কুতূহলী; তিন লোকে যাহা কিছু হইয়া গিয়াছে সমস্তই তাহার মনে স্থিত আছে"।[২] কৃষ্ণ বলিয়াছেন, ভগবান্ ঋষি নারদ সর্বের প্রত্যক্ষকর্তা।"[৩] যুধিষ্ঠির বলিয়াছেন, নারদ সর্ববিৎ—যাহা 'কৃত' (অর্থাৎ পূর্বে ঘটিয়া গিয়াছে) এবং যাহা 'অকৃত' (অর্থাৎ এখনও ঘটে নাই, ভবিষ্যতে ঘটিবে)—তৎসমস্তই তিনি জানেন।[৪] রাজর্ষি শতযূপ বলেন, দেবর্ষি নারদ "সর্ববৃত্তান্ততত্ত্বজ্ঞ"; তিনি দিব্য দৃষ্টি দ্বারা প্রাণীদিগের বিবিধ গতি দর্শন করেন।[৫] মহাত্মা ভীষ্ম বলেন, দেবর্ষি নারদ "বীতমোহক্লম, বিপ্র, জ্ঞানতৃপ্ত, জিতেন্দ্রিয়, এবং যতাত্মা;"[৬] তিনি "সর্বলোকদৃক্"[৭] তিনি মহাতপা এবং শান্তপাপ্মা; মহান্ তপস্যার সমৃদ্ধির উদয়ে তিনি ব্রহ্মলোকনিবাসী ঋষিগণের সমান হন, ব্রহ্মার ন্যায় অমিতদীপ্তৌজা হন, এবং পর ও অবর উভয় লোক প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে সমর্থ হন। তিনি তিন লোকেই যথাকাম বিচরণ করিতেন।[৮] গালব মুনি বলেন, যেই সকল গুণ দ্বারা কোন মনুষ্য ইহ জগতে সর্বলোকের সম্যক্ মান্য হয়, সেই সমস্ত গুণ নারদে অক্ষয়রূপে বর্তমান[৯] সুতরাং তিনি প্রকারান্তরে বলিয়াছেন যে দেবর্ষি নারদ সর্বজনমান্য। রাজর্ষি শতযূপ সাক্ষাদ্ভাবে বলিয়াছেন যে দেবর্ষি নারদ "লোকপূজিত"।[১০] মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন, উনি "সুরগণার্চিত",—"দেবব্রাহ্মণ-পূজিত";[১১] "সর্বজ্ঞানাং পুরাতনং"।[১২]

'মহাভারতে'র এক স্থলে নারদের মাহাত্ম্য এই প্রকারে প্রকীর্তিত হইয়াছে। "এই পৃথিবীতে এমন মনুষ্য কে আছেন যিনি সমস্ত গুণসমূহ দ্বারা উপেত; যিনি সর্বপ্রাণীকে (সর্ব প্রকারে) আনন্দ প্রদান করেন এবং সেইহেতু যিনি সর্বলোকের প্রিয়?[১৩] যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলেন, নারদ। নিজের ঐ মতের সমর্থনে তিনি কৃষ্ণের মত উপস্থিত করেন। মথুরার রাজা উগ্রসেন কোন সময়ে কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, সমস্ত লোক নারদের মাহাত্ম্য প্রকীর্তন করিতে ইচ্ছা করে, দেখা যায়। যেই গুণসমূহ হেতু তিনি ঐ প্রকারে সর্বত্র পূজিত হন, সেইগুলি কি?[১৪] কৃষ্ণ সংক্ষেপে ১৯ শ্লোকে নারদের গুণসমূহ বর্ণনা করেন।[১৫] প্রত্যেক শ্লোকের চতুর্থ চরণ "তস্মাৎ সর্বত্র পূজিতঃ" ('সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত')।

তাঁহার শ্রুত (অর্থাৎ জ্ঞান) এবং চারিত্র অভিন্ন, এবং ঐ (জ্ঞান ও) চারিত্র হেতু দেহতাপন অহঙ্কার তাঁহাতে নাই। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥৫॥

---

১) মহাভা, ২।৫।২-৯ ঐ নারদ যে 'দেবর্ষি' তাহা কিঞ্চিৎ পরে (২।৫।১১) উল্লিখিত হইয়াছে। বৈশম্পায়ন অন্যত্র বলিয়াছেন, দেবর্ষি-নারদ "সর্বপ্রত্যক্ষদার্শিবান্"; (মহাভা, ১৫।২০।৫)=দিব্যদর্শী"। (মহাভা, ১৫।২০।২৯

২) মহাভা, ১২।৩২৮।১৬, ১৭·২-১৮·১

৩) মহাভা, ১২।৩০।৪৪·১

৪) মহাভা, ১২।১।৪৪·২

৫) মহাভা, ১৫।২০।২৬

৬) মহাভা, ১২।২৮৭।৪

৭) মহাভা, ১২।২০৮।৪৭·২

৮) মহাভা, ১২।২২৮।৪-৫

৯) মহাভা, ১২।২৮৭।৫-৬

১০) মহাভা, ১৫।২০।২।৫·২

১১) মহাভা, ২।৫।২ ও ৯।৫৪।২০

১২) মহাভা, ১২।৩৭।৫·২

১৩) মহাভা, ১২।২৩০।১

১৪) মহাভা, ১২।২৩০।৩

১৫) মহাভা, ১২।২৩০।৫—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অরতি, ক্রোধ, চাপল্য, ও ভয়—এই সমস্ত নারদে নাই। তিনি দীর্ঘসূত্রী নহেন,—তিনি শূর। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥৬॥

"কাম কিংবা লোভ বশতঃ তিনি আপন বাণীর ব্যতিক্রম করেন না। (সেইহেতু) তিনি নিশ্চয় (সকলেরই) উপাস্য। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥৭॥

"তিনি অধ্যাত্মবিধিতত্ত্বজ্ঞ। তিনি (যদিও) শক্তিমান (তথাপি) ক্ষমাশীল এবং জিতেন্দ্রিয়। তিনি ঋজু এবং সত্যবাদী। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥৮॥

"তেজঃ, যশ, বুদ্ধি-জ্ঞান, বিনয়, জন্ম এবং তপস্যায় তিনি বৃদ্ধ (অর্থাৎ পরিপক্ক)। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥৯॥

"তিনি সুশীল, সুখসংবেশ, সুভোজ, স্বাদর, শুচি, সুবাক্য, এবং ঈর্ষ্যাবিরহিত। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥১০॥

"তিনি সকলের কল্যাণ করেন। তাঁহাতে পাপ নিশ্চয়ই নাই। অপরের অনর্থ দেখিয়া তিনি প্রীত হন না। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥১১॥

"বেদশ্রুতিসমূহের এবং আখ্যানসমূহের সহায়ে তিনি বিষয়সমূহকে অভিজয় করিতে ইচ্ছা করেন। (সুতরাং) তিনি তিতিক্ষু। তিনি কাহাকেও অবজ্ঞা করেন না। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥১২॥

"(সর্বত্র) সমত্ব (বুদ্ধি) হেতু (কেহই এবং কিছুই) তাঁহার কোন প্রকারে প্রিয়ও নহে, অপ্রিয়ও নহে। (তথাপি) তিনি শ্রোতার মনের অনুকূল বাণী বলিয়া থাকেন৷ সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥১৩॥

"তিনি বহুশ্রুত (অর্থাৎ বহু শাস্ত্রের জ্ঞাতা) এবং চিত্রকথ (অর্থাৎ বহু প্রকার কথা বলিতে পারেন,—বিচিত্র আখ্যায়িকা বলিয়া এবং দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া সর্বপ্রকার অধিকারীর নিকট শ্রুততত্ত্ব ব্যাখ্যা করিতে পারেন)। (সুতরাং) তিনি পণ্ডিত। তিনি অলালস, অশঠ, অদীন (অর্থাৎ উদার), অক্রোধী এবং অলোভী। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥১৪॥

"অর্থ, ধন, কিংবা কাম হেতু পূর্বে কখনও কাহারও সহিত তাঁহার বিগ্রহ হয় নাই। তাঁহার দোষসমূহ সমুচ্ছিন্ন হইয়াছে। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥১৫॥

"তিনি দৃঢ়ভক্তিমান্, অনিন্দ্যাত্মা, শ্রুতবান্, আনৃশংস্যবান্, বীতসংমোহ এবং বীতদোষ। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥১৬॥

"তিনি সসঙ্গে (অর্থাৎ মানুষের আসক্তির সমস্ত বিষয়সমূহে) অসক্ত, (যদিও) সক্তাত্মার ন্যায় লক্ষিত হন। কোন প্রকার সংশয় তাঁহার মনে দীর্ঘকাল থাকে না। তিনি বাগ্মী। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥১৭॥

"অর্থে ও কামে তাঁহার সমাধি (অর্থাৎ স্থির বুদ্ধি বা দৃঢ় বাসনা) নাই। তিনি কখনও নিজের প্রশংসা করেন না। তিনি ঈর্ষ্যাবিরহিত এবং মৃদুসংভাষী। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥১৮॥

"তিনি লোকের চিত্তবৃত্তি প্রেক্ষণ করিয়া থাকেন, পরন্তু কিছুরই নিন্দা করেন না। তিনি সংসর্গবিদ্যায় (বা সৃষ্টিতত্ত্বে) কুশল। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥১৯॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"তিনি কোন আগমকে কিঞ্চিন্মাত্রও অসূয়া করেন না ; পরন্তু স্বনয় (অর্থাৎ স্বীয় আগম) অনুসারে জীবন যাপন করেন। তিনি অবন্ধ্যকাল (অর্থাৎ কোন কালের বন্ধন তাঁহার নাই,—সর্বকালেই তিনি স্বরূপস্থ) এবং বশ্যাত্মা। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥২০॥

"তিনি কৃতশ্রম এবং কৃতপ্রজ্ঞ (অর্থাৎ তাঁহার তপস্যা পূর্ণ হইয়াছে,—সুতরাং আরও তপস্যা করার প্রয়োজন তাঁহার নাই। তাঁহার প্রজ্ঞালাভ সম্যক্ হইয়াছে, সুতরাং তাঁহার অপর কিছু জানিবার বাকী নাই)। তিনি সমাধি দ্বারাও তৃপ্ত নহেন। তিনি নিত্যযুক্ত এবং অপ্রমত্ত। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥২১॥

"তিনি অনপত্রপ (অর্থাৎ নিজের কোন ত্রুটীর জন্য তাঁহাকে কখনও সঙ্কোচ বোধ করিতে হয় না)। তিনি (পরমতত্ত্বে নিত্য) যুক্ত, (তথাপি) অপর সকলের দ্বারা (তাহাদের স্ব স্ব) শ্রেয়ঃ সাধনে নিযুক্ত হন। তিনি অপরের গুহ্য বিষয়সমূহ কখনও প্রকাশ করেন না। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥২২॥

"অর্থ লাভ হইলে, তিনি হৃষ্ট হন না ; আর লাভ না হইলে, তিনি ব্যথিত হন না। তিনি স্থিরবুদ্ধি এবং অসক্তাত্মা। সেইহেতু (তিনি) সর্বত্র পূজিত ॥২৩॥

পরিশেষে কৃষ্ণ বলেন, "সেই সর্বগুণসম্পন্ন, দক্ষ, শুচি, অনাময়, কালজ্ঞ এবং প্রিয়জ্ঞ ব্যক্তিকে কে প্রেম করিবে না ?" ইহা বিশেষভাবে উল্লেখ করা উচিত বোধ হয় যে ঐ নারদ 'দেবর্ষি' কিংবা পরমেষ্ঠি-পুত্র কিনা তাহা 'মহাভারতে' স্পষ্টতঃ বলা হয় নাই। তবে দেবর্ষি নারদের পূর্বোক্ত গুণসমূহের সহিত তুলনা করিলে ইহাঁকেও সেই দেবর্ষিই বলিয়া মনে হয়।

'স্কন্দপুরাণে' ঐ উগ্রসেন-বাসুদেব-সংবাদের কিঞ্চিৎ ভিন্ন বর্ণনা আছে। তন্মতে উগ্রসেন কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, "এই যে নারদ, যিনি মহাজ্ঞানী এবং বিশ্ববন্দিত, কি কারণে তিনি অতি চপল,—বায়ুর ন্যায় জগতে ঘুরিয়া বেড়ান ? কি কারণে বা তিনি কলি-প্রিয় ? আর কি কারণে তিনি তোমার প্রতি অতীব প্রীতিমান্ ?"[১] কৃষ্ণ উত্তর করেন, পুরাকালে নারদ দক্ষের পুত্রগণকে "সৃষ্টিমার্গ হইতে বিচলিত" করেন ; তাহাতে দক্ষ তাঁহাকে এই শাপ দেন যে "নাবস্থানং চ লোকেষু ভ্রমতস্তে ভবিষ্যতি" ('লোকসমূহে ভ্রমণ করিতে করিতে কোথাও তোমার অবস্থান হইবে না')। তাঁহার দ্বিতীয় বারের পুত্রগণকে সেইপ্রকারে প্রচালন হেতু দক্ষ শাপ দেন যে নারদ "পৈশুন্যবক্তা" হইবেন।[২] কৃষ্ণ আরও বলেন যে, তিনি "মহেন্দ্র-গদিত স্তোত্র" দ্বারা দেবদর্শন নারদকে নিত্য স্তুতি করেন। "যিনি শ্রুত ও চরিত্র সম্পন্ন, যাঁহার অহন্তা নাই, এবং যাঁহার শ্রুত ও চরিত্র গুপ্ত নহে, সেই নারদকে আমি নমস্কার করি। অরতি, ক্রোধ, চাপল্য ও ভয়—এই সকল যাঁহাতে নাই, যিনি অদীর্ঘসূত্র এবং ধীর সেই নারদকে আমি নমস্কার করি। কাম কিংবা লোভ বশতঃ যিনি অন্যথা বাণী বলেন না, এবং (সেইহেতু) যিনি সর্ব প্রাণীর উপাস্য সেই নারদকে আমি নমস্কার করি।" ইত্যাদি।[৩] এইরূপে দেখা যায় 'স্কন্দপুরাণে' উক্ত ঐ মহেন্দ্র স্তুতি' প্রায় সর্বাংশে 'মহাভারতে'র পূর্বোক্ত কৃষ্ণ বচনেরই অনুরূপ,—নারদের গুণসমূহ সম্বন্ধে উভয়ের মধ্যে কোন মতভেদ নাই।

'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে দেখা যায়, পরমেষ্ঠি-পুত্র দেবর্ষি নারদ নিজে নারায়ণ

১) স্কন্দপু, ১।২।৫৪।২০ ২) ঐ, ১।২।৫৪।২২—(পূর্বে দেখ) ৩) ঐ, ১।২।৫৪।২৮—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঋষির নিকট আপন গুণসমূহের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন করিতে যাইতে নারায়ণ ঋষির অনুমতি প্রার্থনা করত, আপন যোগ্যতা প্রদর্শনার্থ নারদ বলেন, "আমি গুরুজনদিগকে সতত পূজা করি। পরের গুহ্য বিষয় ইতিপূর্বে (কখনও) প্রকাশ করি নাই। বেদসমূহ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছি। তপস্যা করিয়াছি। পূর্বে কখনও মিথ্যা বলি নাই। আমার (হাত, পা, উদর ও উপস্থ—এই) চারিটি যেমন শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তেমন ভাবে গুপ্ত (অর্থাৎ সংরক্ষিত বা সংযত)। শত্রুতে এবং মিত্রে আমি সতত সম আছি। আমি সেই আদিদেবে সতত প্রপন্ন এবং একান্তভাবে তাঁহাকে অজস্র বরণ করি। এই সকল বিশেষ হেতু পরিশুদ্ধসত্ত্ব আমি ঈশ্বর অনন্তকে দর্শন করিতে কেন সমর্থ হইব না?"[১] শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণ নারদকে বলেন যে তিনি (নারদ) "একান্তিকোত্তম"; "একান্তগতবুদ্ধি হেতুই" তিনি উহাঁর দর্শন প্রাপ্ত হইয়াছেন,—যেই দর্শন একান্তিকশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপর কেহ প্রাপ্ত হয় না; একত, দ্বিত এবং ত্রিত নামক মহর্ষিত্রয় দর্শনলালসায় শ্বেতদ্বীপে গিয়াও যেই দর্শন পায় নাই, এবং যেই দর্শন এমন কি ব্রহ্মাও প্রাপ্ত হন নাই।[২] যেই "সর্বলোকনমস্কৃত ভগবান্ দেব ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণের, তথা অপর মহর্ষিগণেরও দুর্দর্শ, নারদ যে সেই দেব নারায়ণ হরিকে দর্শন করিয়াছিলেন"[৩] তাহাতে তাঁহার শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ হয়।[৪] মহারাজ জনমেজয় বলেন, "পরমেষ্ঠি-পুত্র নারদ তাঁহাদিগের (অর্থাৎ শ্রীবৎসাঙ্কভূষণ ভগবানের সাক্ষাৎ দ্রষ্টা পাণ্ডবদিগের) অপেক্ষাও ধন্যতর। যিনি শ্বেতদ্বীপে গমন করত স্বয়ং হরিকে দর্শন করিয়াছিলেন, সেই অব্যয় নারদ ঋষিকে আমি অল্পতেজস্বী মনে করি না"[৫]

'রামায়ণে' আছে, দেবর্ষি নারদ "তপঃস্বাধ্যায়নিরত, তপস্বী এবং বাগ্‌বিদ্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ;"[৬] "ত্রিকালজ্ঞ"।[৭]

নৃত্য-গীত-কুশলতা

দেবর্ষি নারদের অপর এক গুণ নৃত্যে এবং গীতে কুশলতা। 'মহাভারতে' মহর্ষি বৈশম্পায়ন এক স্থলে বলিয়াছেন, নারদ "গান্ধর্বসেবী"[৮], এক স্থলে আরও পরিষ্কার করিয়া বলিয়াছেন, "নৃত্যে ও গীতে কুশল"[৯] সেই কারণে তিনি সকল সময়ে এক "মনোরম ও সুখশব্দ বীণা" হাতে লইয়া চলিতেছেন।[১০] পুরাণে দেখা যায়, ব্রহ্মার পুত্র দেবর্ষি নারদ 'বীণাপাণি'।[১১] নারদ নিজে বলেন যে তাঁহার বীণা ভগবান্ কর্তৃক প্রদত্ত। উহা স্বর-ব্রহ্ম-বিভূষিত। উহাতে মূর্ছনা দিয়া হরিকথা গান করিতে করিতে তিনি সর্বত্র পর্যটন করেন।[১২] জগতের হিতার্থই তিনি বীণা বাজাইতে বাজাইতে পর্যটন করেন[১৩] 'হরিবংশে' বিবৃত হইয়াছে যে কোন সময়ে "গাতা চতুর্ণাং বেদানাং বিদ্বান্ গন্ধর্ববেদবিৎ" ('বিদ্বান্, গন্ধর্ববেদবিৎ এবং চারিবেদের গানকারী')[১৪] দেবর্ষি নারদ মথুরাতে কংসের নিকটে উপস্থিত হন এবং কংসকে কিছু সংবাদ

১) মহাভা, ১২।৩৩৫।৩-৫'১
২) মহাভা ১২।৩৩৯।১২-৩, ১০৭'২-১০৮'১
৩) মহাভা, ১২।৩৪৩।৪-৫'১
৪) দেখ—মহাভা, ১২।৩৪৪।১-৩
৫) মহাভা, ১২।৩৪৩।২৩-২৪'১
৬) রামায়ণ, ১।১।১'১
৭) ঐ, ১।১।৬'১
৮) মহাভা, ২।৫।৯'১
৯) মহাভা, ৯।৫৪।২০'১
১০) মহাভা, ৯।৫৪।১৯'২
১১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১।৫।১'২
১২) ঐ, ১।৬।৩৩—
১৩) ঐ, ৪।৮।৩৮; ৬।৫।২২
১৪) 'হরিবংশ', ২।২৮।৪৫; "গাতা চতুর্ণাং বেদানামুদ্গাতা প্রথমর্দ্বিজান্" (ঐ, ১।৫৪।১০'১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করত "তপস্যার বীর্য প্রভাবে দীপ্যমান—সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান তিনি সপ্তস্বর-বিমূর্ছিতা বল্লকী বাজাইতে বাজাইতে এবং গান করিতে করিতে দেবযান মার্গে ব্রহ্মার নিকটে গমন করেন।"[১] তাহাতে বোধ হয় যে নারদ বীণা বাজাইয়া বেদ গান করিতে ভালবাসেন।

ইন্দ্রের সুহৃৎ

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদ দেবরাজ ইন্দ্রের সুহৃৎ ছিলেন।[২] 'হরিবংশে' তাঁহাকে "শক্রসখ মুনি" বলা হইয়াছে।[৩]

কৃষ্ণ-ভক্তি

দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিতেন। তিনি কৃষ্ণকে বলেন

"ত্বং গুরুঃ সর্বভূতানাং জানীষে ত্বং গতাগতম্।"[৪]

'তুমি সর্বভূতের গুরু। তুমি অতীত ও ভবিষ্যৎ সমস্তই জান।' তিনি ভীষ্মের নিকট কৃষ্ণের তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।[৫] "সর্বলোকদৃক্ দেবর্ষি নারদ" কৃষ্ণের পরত্ব ও শাশ্বতত্ব যথাবৎ মানিতেন।[৬] তিনি মানিতেন যে কৃষ্ণ 'লোকভাবন, ভাবজ্ঞ, সাধ্যদিগের এবং দেবতাদিগেরও প্রভু—দেবদেবেশ্বর'।[৭] তিনি কৃষ্ণকে ভগবান্ নারায়ণের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন।[৮] মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞসভায় "সর্বসংশয়-নির্মোক্তা এবং সর্বলোকবিৎ নারদ" সকলের সামনে এই "স্পষ্টতর বাণী" বলেন যে

"কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সম্ভাষ্যাঃ কদাচন॥"[৯]

'যে সকল মনুষ্য কমলপত্রাক্ষ কৃষ্ণকে অর্চনা করে না, তাহারা জীবিত থাকিলেও মৃত বলিয়া জ্ঞেয়। উহাদের সহিত কখনও কথা বলাও উচিত নহে।' "ভগবান্ ঋষি নারদ নারায়ণ-সুহৃৎ।"[১০] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে "কৃষ্ণোপাসনলালস" নারদ তাঁহার দ্বারাবতীতে প্রায় বাস করিতেন।[১১]

কৃষ্ণও নারদকে অতি সম্মান করিতেন। 'হরিবংশে' বিবৃত হইয়াছে যে একবার নারদ দ্বারকায় কৃষ্ণের নিকট আগমন করিলে কৃষ্ণ এবং সত্যভামা উভয়ে মিলিয়া তাঁহাকে "যথাবিধি পূজা করেন।"[১২] "তখন দেব কৃষ্ণ স্বয়ং ভৃঙ্গার দ্বারা জল প্রদান করেন এবং সত্রাজিতদুহিতা স্বয়ং মুনির পাদদ্বয় প্রক্ষালন করেন।"[১৩] নারদ কৃষ্ণকে আশীর্বাদ প্রদান করেন এবং কৃষ্ণ প্রীতমনে তাহা প্রতিগ্রহণ করেন।[১৪]

বিষ্ণুর অবতার

ভাগবতধর্মাচার্য নারদ কালক্রমে ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হন। কোন কোন পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ বিষ্ণুর ২২ অবতারের মধ্যে তৃতীয় অবতার নারদ,

---

১) ঐ, ২।২৯।১১-১২'১
২) মহাভা, ১২।২২৮।৮৯'১
৩) 'হরিবংশ', ২।১।৬'২ ; ২৮।৪৬'১
৪) মহাভা, ১২।৮১।৩০'২
৫) মহাভা, ১২।২০৭।৩
৬) মহাভা, ১২।২০৭।৪৭-৮
৭) মহাভা, ৬।৬৮।২
৮) পূর্বে দেখ।
৯) মহাভা, ২।৫৯।৯
১০) মহাভা, ১৩।১৪০।১'১
১১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১১।২।১
১২) 'হরিবংশ', ২।৬৭।৩৯
১৩) ঐ, ২।৬৭।৪০
১৪) ঐ, ২।৬৭।৪৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ নারায়ণ তৃতীয় বারে ঋষিসর্গে, দেবর্ষি (নারদ) রূপে উৎপন্ন হইয়া সাত্বত তন্ত্র ব্যাখ্যা করেন।[১] 'জয়াখ্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মার পুত্র নারদ মুনি,—যিনি বদরিকাশ্রমে নারায়ণ ঋষিরূপে অবতীর্ণ ভগবান্ বিষ্ণু হইতে ভাগবতধর্মের উপদেশ লাভ করেন, তিনি তাঁহার "স্বাংশভূত"।[২] তাহাতে এক প্রকারে স্বীকৃত হইয়াছে নারদ বিষ্ণুর অবতার।

'সাত্বতসংহিতা'য় উক্ত এবং তথা হইতে 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় গৃহীত, ভগবান্ বিষ্ণুর ৩৯ বিভবের একটি 'শান্তাত্মা' নামে অভিহিত।[৩] 'সাত্বতসংহিতা'য় উঁহার এই পরিচয় আছে,—উঁহার চিত্ত করুণাপরায়ণ। উনি শঙ্খ ও পদ্মধারী। উনি জ্ঞান, বৈরাগ্য এবং সদ্ধর্ম—এই মার্গত্রয়ের প্রদর্শক।[৪] ডক্টর শ্রেডার অনুমান করেন যে উনি সনৎকুমার কিংবা সাত্বতমতের ব্যাখ্যাতা নারদ হইতে পারেন।

আশ্রম

পরমেষ্ঠি-পুত্র দেবর্ষি নারদের আশ্রম হিমালয় পর্বতে ছিল। ভাগবতধর্ম শ্রবণের পর তিনি এক হাজার বৎসর হিমালয়স্থ নারায়ণাশ্রমে বাস করিয়া তপস্যাদি করেন; পরে তথা হইতে উহার অপর ভাগে তাঁহার নিজের আশ্রমে গমন করেন।[৫]

দেবর্ষি নারদের আশ্রমের উল্লেখ '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও আছে। তথায় বিবৃত হইয়াছে যে যখন দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তপস্যার্থ মন্দরাচলে গমন করেন তখন দেবরাজ ইন্দ্র সসৈন্যে তাঁহার রাজধানী আক্রমণ করত তাঁহার স্ত্রীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। পথিমধ্যে দেবর্ষি নারদ অসুর-মহিষীকে ইন্দ্রের কবল হইতে উদ্ধার করেন এবং নিজের আশ্রমে লইয়া যান। উনি সেইখানে কিছুকাল বাস করেন।[৬] পরন্তু ঐ আশ্রম কোথায় ছিল, তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

নারদের রূপ

মহাভারতপুরাণাদির কোন কোন স্থলে "ভগবান্ ঋষি নারদে"র রূপের বর্ণনাও পাওয়া যায়। 'মহাভারতে'র এক স্থলে আছে, তাঁহার মাথায় জটামণ্ডল; হাতে হেমদণ্ড, কমণ্ডলু ও বীণা; এবং পরিধানে "স্বর্ণচীর" বা পীতবস্ত্র ছিল।[৭] 'হরিবংশে'রও মতে নারদের মাথায় জটামণ্ডল এবং হাতে দণ্ড, কমণ্ডলু ও বীণা থাকিত। পরন্তু তন্মতে তাঁহার পরিধানে "চন্দ্রাংশু-শুক্লবসন" ছিল। তাঁহার কৃষ্ণাজিনোত্তরীয় এবং স্বর্ণযজ্ঞোপবীত ছিল। তিনি "তপস্যার বীর্য প্রভাবে দীপ্যমান—সাক্ষাৎ অগ্নির ন্যায় জাজ্বল্যমান" ছিলেন।[৮]

বেদভক্তি

দেবর্ষি নারদ বেদের প্রতি পরম শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন এবং সর্বপ্রকারে উহাকে অনুসরণ করিতেন। নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে তিনি নারায়ণ ঋষিকে বলেন যে যেই সকল বিশেষ হেতু পরিশুদ্ধসত্ত্ব হইয়াছেন বলিয়া তিনি ভগবান্ নারায়ণকে দর্শন করিতে সমর্থ

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১।৩।৮=গরুড়পু, ১।১।১৬ (পূর্বে দেখ)
২) জয়াখ্যসং, ১।৪৪
৩) পূর্বে দেখ।
৪) সাত্বতসং, ১২।১১০
৫) মহাভা, ১২।৩৪৬।১-৩'১ ; আরও দেখ—১২।৩৪৪।২৫-৭
৬) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।৭।১২-৩ আরও —পূর্বে দেখ।
৭) মহাভা, ৯।৫৪।১৭-১৯ দেখ
৮) 'হরিবংশ', ১।৫৪।৭— ; ২।২৮।৪৩-৪ ও ২৯।১১-২ দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া নিজেকে মনে করেন, উহাদের একটি এই যে তিনি সমস্ত বেদ উত্তমরূপে অধ্যয়ন করিয়াছেন। এইরূপে তাঁহার নিজের স্বীকারোক্তি মতে, তাঁহার প্রধান গুণসমূহের একটি এই যে তিনি উত্তম বেদবিৎ। অপরেও বলিয়াছেন, তিনি "বেদোপনিষৎসমূহের বেত্তা",[১] "বেদপারগ"[২]। পরমর্ষি বেদব্যাস স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন যে, দেবর্ষি নারদ "বেদতত্ত্ববিৎ"[৩] এবং "বেদবাদবিচক্ষণ"[৪]। কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তিনি "বেদশ্রুতিভিরাখ্যানৈরর্থানভিজিগীষতি" ('বেদশ্রুতিসমূহের এবং আখ্যানসমূহের সহায়ে বিষয়সমূহকে অভিজয় করিতে ইচ্ছা করেন')।[৫]

দেবর্ষি নারদের বেদপ্রিয়তার একটা প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। উহাতে কথিত হইয়াছে যে,[৬] পরমর্ষি বেদব্যাসের বেদের শিষ্যগণ সমাবর্তন করিলে পর তিনি যেন কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণমনা হইয়া পড়েন। একমাত্র পুত্র শুককে লইয়া তিনি একান্তে তূষ্ণী হইয়া ধ্যান-পরায়ণ থাকিতেন। সুতরাং তাঁহার আশ্রমে তখন বেদধ্বনি গুঞ্জরিত না। ঐ সময়ে মহর্ষি নারদ তথায় উপস্থিত হইয়া অতি মধুর বাণীতে ব্যাসকে বলেন, "ভো ভো বাশিষ্ঠ ব্রহ্মর্ষি; ব্রহ্মঘোষ নাই কেন? কি চিন্তা করিতে করিতে তুমি একা তূষ্ণী এবং ধ্যান-পরায়ণ আছ? ব্রহ্মঘোষসমূহ বিরহিত হওয়াতে এই (হিমালয়) পর্বত শোভা পাইতেছে না, যেমন ধূলিকণা কিংবা তমঃ (=রাহু) হেতু রশ্মিবিহীন চন্দ্র শোভা পায় না। দেবর্ষিগণজুষ্ট হইলেও বেদধ্বনি-নিরাকৃত (এই পর্বত) পূর্বের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইতেছে না, (পক্ষান্তরে) নিষাদগণের আলয়ের ন্যায় (বোধ হইতেছে)! মহাতেজস্বী ঋষিগণ, দেবতাগণ এবং গন্ধর্বগণ ব্রহ্মঘোষ-বিযুক্ত হইয়া পূর্বের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইতেছেন না।"[৭] তাহা শুনিয়া ব্যাস বলেন, "হে বেদবাদবিচক্ষণ মহর্ষি, আপনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা আমারও মনের অনুকূল (অর্থাৎ সম্মত)। এবং আপনিই তাহা বলিতে সমর্থ।......হে বিপ্রর্ষি, এখন আমার প্রতি আপনার কি আজ্ঞা বলুন। আপনার জন্য কি কি করিব, বলুন। হে ব্রহ্মর্ষি, যাহা আমার সমনুষ্ঠান করা উচিত হইবে, তাহা বলুন।" তখন নারদ বলেন, "অনাবৃত্তিই বেদের মল এবং ব্রাহ্মণের মল ব্রতরাহিত্য।......আপনার ধীমান্ পুত্রের সহিত আপনি বেদসমূহ পাঠ করুন, এবং ব্রহ্মঘোষ দ্বারা রাক্ষসভয়জনিত তম বিদূরিত করুন।"[৮] নারদের এই বচন শুনিয়া পরমধর্মবিৎ এবং বেদাভ্যাসে দৃঢ়ব্রত ব্যাস অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া পুত্র শুকের সহিত, শৈক্ষ্যের সহিত উচ্চস্বরে যেন লোকসমূহ আপূরিত করিয়া বেদাভ্যাস করিতে থাকেন।

উহার কিছুকাল পরে দেবর্ষি নারদ "বেদার্থান্ প্রষ্টুমীপ্সয়া" ('বেদের তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া') বদরিকাশ্রমে স্বাধ্যায়ে নিরত শুকদেবের নিকটে আগমন করেন। ঐ সময়ে তিনি শুককে নিবৃত্তিমার্গের উপদেশ করেন; কেননা, নিবৃত্তিই তাঁহার মতে ইহলোকে মনুষ্যের একমাত্র হিতকর এবং শ্রেয়স্কর।[৯] তিনি গালব মুনিকে বলিয়াছেন, "ধর্ম অনুসারে বেদ ও বেদান্তের অধ্যয়ন, তথা জ্ঞানার্থসমূহের জিজ্ঞাসা, শ্রেয়ঃ। তাহাতে সংশয় নাই।"[১০]

১) মহাভা, ২।৫।২'১ ২) মহাভা, ২।৫।১৬'২ ৩) মহাভা, ১১।৮।৩৪'২
৪) মহাভা, ১২।৩২৮।১৬'২ ৫) মহাভা, ১২।২৩০।১২'১
৬) মহাভা, ১২।৩২৮ অধ্যায়। ৭) মহাভা, ১২।৩২৮।১২-৫ ৮) মহাভা, ১২।৩২৮।২০-১
৯) মহাভা, ১২।৩২৯ অধ্যায়। ১০) মহাভা, ১২।২৮৭।২১'২-২২'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রেয়োঽর্থী ব্যক্তির কোন্ দেশে বাস করা উচিত তাহা ব্যাখ্যা করিতে গিয়া,[১] দেবর্ষি নারদ বলেন, "যে রাজ্যে যজন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত এবং সনাতন ধর্মে সতত নিরত শ্রোত্রিয়গণ অগ্রভোক্তা সেই রাজ্যেই বাস করা উচিত। যেখানে সম্যগনুষ্ঠিত স্বাহা, স্বধা, এবং বষট্‌কার অজস্র বর্তমান থাকে, সেইখানে, অপর কোন বিচার না করিয়া, বাস করিবে।"[২]

দেবর্ষি নারদের বেদ-শ্রদ্ধার এবং বেদানুযায়িতার অপর প্রমাণও 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। যথা, পূর্বে উক্ত হইয়াছে তিনি এক সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভায় উপস্থিত হইয়া প্রশ্নব্যাজে তাঁহাকে সমগ্র রাজনীতিশাস্ত্র সংক্ষেপে উপদেশ করেন। ঐ সময়ে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, "পূর্বমহাজনগণ কর্তৃক আচরিত ত্রয়ীমূলক ধর্মে;—তত্রোক্ত কর্মসমূহে, তাঁহারা যেমন ভাবে (আচরণ করিয়াছিলেন ঠিক) তেমন ভাবে করিতে প্রযত্ন করত বর্তমান থাক ত?"[৩] "তুমি জিতেন্দ্রিয় এবং একাগ্রচিত্ত হইয়া বাজপেয়, পুণ্ডরীক প্রভৃতি সমস্ত যজ্ঞকে সম্পূর্ণতঃ করিতে যত্ন কর ত?"[৪] নারদ আরও জিজ্ঞাসা করেন, "কচ্চিত্তে সফলা বেদাঃ" ('বেদসমূহ তোমার পক্ষে সফল ত'?)[৫] তাহাতে যুধিষ্ঠির জিজ্ঞাসা করেন, "বেদসমূহ কি প্রকারে সফল হয়?"[৬] নারদ উত্তর করেন, "অগ্নিহোত্রফলা বেদাঃ" (অর্থাৎ বেদে এবং তদনুযায়ী ধর্মশাস্ত্রসমূহে) বিহিত অগ্নিহোত্রাদি যজ্ঞসমূহ যথাবিধি সম্পাদন করিলেই উহাদের স্বাধ্যায় সফল হয়।[৭] তিনিই মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ সম্পাদন করিতে পরামর্শ দেন। তিনি কৃষ্ণকে বলেন,—

"যাঁহারা বেদবিৎ এবং নিত্য বেদপরায়ণ, তথা তপোধন, হে বৃষ্ণিশার্দূল, সেই সকল মহাপূজনীয় ব্যক্তিগণকে আমি সদা সম্যক্ পূজা করি।"[৮]

"যাঁহারা বেদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচারী, দুর্ধর্ষ এবং বাগ্মী হইয়াছেন, তথা যজনে ও অধ্যাপনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকে আমি নিত্য নমস্কার করি। যাঁহারা সর্ব প্রাণীর প্রতি সতত প্রসন্নচিত্ত, এবং যাবৎপর্যন্ত সূর্যের তাপ পিঠের উপর না পড়ে তাবৎপর্যন্ত (অর্থাৎ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত) স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকে আমি পূজা করি।"[৯]

"যাহারা নিত্য-স্বাধ্যায়ী তাহারা সমস্ত ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হয়। যাহারা (কোন) এক বেদের আশ্রিত হইয়া দান্ত ও শ্রদ্ধা-পরায়ণ হইয়া সমস্ত দেবগণকে নমস্কার করে, তাহারা সমস্ত ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হয়।"[১০]

'হরিবংশে'র মতে, দেবর্ষি নারদ চারি বেদের গান-কর্তা এবং ঋত্বিক্‌দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ উদ্গাতা।[১১]

'সামবিধানব্রাহ্মণে'র বংশব্রাহ্মণে নারদের নাম আছে। তন্মতে নারদ বিষ্বক্‌সেনকে এবং বিষ্বক্‌সেন ব্যাস পারাশর্যকে সাম-বিদ্যা উপদেশ করেন।

---

১) মহাভা, ১২।২৮৭।৩৬—
২) মহাভা, ১২।২৮৭।৫০·১
৩) মহাভা, ২।৫।১০০
৪) মহাভা, ২।৫।১০২
৫) মহাভা, ২।৫।১১৩·১
৬) মহাভা, ২।৫।১১৪·১
৭) মহাভা, ২।৫।১১৫·১
৮) মহাভা, ১৩।৩১।৮
৯) মহাভা, ১৩।৩১।১৩-৪ ; আরও দেখ—১০।৩১।১৮-৯
১০) মহাভা, ১৩।৩১।২৯·২—৩০
১১) "গাতা চতুর্ণাং বেদানামুদ্গাতা প্রথমর্ত্বিজাম্"—('হরিবংশ', ১।৫৪।১০·১) আরও দেখ—ঐ, ২।২৮।৪৫·১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা।

দেবর্ষি নারদ ব্রাহ্মণের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তিনি ব্রাহ্মণদিগকে সতত পূজা করিতেন এবং মনে করিতেন যে উহার দ্বারা মানুষের, তাহার সমাজের ও রাষ্ট্রের কল্যাণ হয়। তাই যুধিষ্ঠিরের ন্যায় ধর্মশীল এবং রাষ্ট্রের কল্যাণকামী রাজাকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন,

"ব্রাহ্মণদিগকে এবং সাধুদিগকে তুমি সর্ব বিদ্যায় গুণ অনুসারে পূজা কর ত? এবং উঁহাদিগকে তুমি দক্ষিণা প্রদান কর ত? কেননা, তাহাতে তোমার স্বর্গ এবং অপবর্গপ্রদ শুভা নৈঃশ্রেয়সী।"[১]

"তোমার গৃহে গুণবান ব্রাহ্মণগণ স্বাদু ও গুণকারী নানা প্রকার অন্ন ভোজন করেন ত? তখন তুমি অধ্যক্ষতা কর ত? এবং উঁহারা (ভোজনান্তে) দক্ষিণা পান ত?"[২]

"তুমি ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম কর ত?"[৩]

পরে এক সময়ে তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "চাতুর্বর্ণ্যের রক্ষণে তুমি নিত্য উত্থিত হও এবং অপ্রমত্ত হও। তুমি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, তুমি মুদিত হও; এবং ব্রাহ্মণদিগকে ধন দ্বারা তৃপ্ত কর।"[৪]

'মহাভারতে' আরও বিবৃত হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদ মহাপুরুষ শ্রীকৃষ্ণের নিকটেও ব্রাহ্মণ-পূজার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করেন এবং উহা করিতে তাঁহাকে উপদেশ দেন।[৫] একদা নারদকে ব্রাহ্মণদিগের পূজার্থ প্রাঞ্জলি-বদ্ধ দেখিয়া কৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করেন, 'হে ভগবন্, কাহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন? হে ধর্মবিত্তম, ব্রাহ্মণদিগের প্রতি বহুমানপরায়ণ হইয়া আপনি কাঁহাদিগকে প্রণাম করিতেছেন? তাহাতে নারদ উত্তর করেন,—

"যাঁহারা ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, স্কন্দ, বরুণ, আদিত্য, অগ্নি, বাচস্পতি, চন্দ্রমা, অপ্ (প্রভৃতি দেবগণকে), তথা সরস্বতী, লক্ষ্মী, পৃথিবী (প্রভৃতি দেবীগণকে), সতত নমস্কার করেন, হে বিভু, তাঁহাদিগকেই আমি প্রণাম করি। যাঁহারা বেদবিৎ এবং নিত্য বেদপরায়ণ তথা তপোধন, হে বৃষ্ণিশার্দুল, সেই সকল মহাপূজনীয় ব্যক্তিগণকে আমি সদা সম্যক্ প্রকারে পূজা করি। যাঁহারা অভুক্ত থাকিয়াও দেবকার্য সমূহ করেন, (পরন্তু সেইহেতু) আত্মশ্লাঘা করেন না এবং যাঁহারা সন্তুষ্ট ও ক্ষমাযুক্ত, হে বিভু, তাঁহাদিগকেই আমি নমস্কার করি। হে যাদব, যাঁহারা ক্ষান্ত, দান্ত, এবং জিতেন্দ্রিয় হইয়া ইষ্টিযজ্ঞসমূহ সম্যক্ সম্পাদন করেন, তথা সত্য, ধর্ম, পৃথিবী ও গোসমূহকে সম্যক্ প্রকারে পূজা করেন, তাঁহাদিগকেই আমি নমস্কার করি। হে যাদব, যাঁহারা বনে বাস করত ফলমূলাদি ভক্ষণ করিয়া তপস্যায় নিরত থাকেন, সঞ্চয় করেন না এবং ক্রিয়াবান্ তাঁহাদিগকেই আমি নমস্কার করি। হে যাদব, যাঁহারা পোষ্যবর্গকে ভরণপোষণ করিতে সমর্থ, সতত অতিথি-ব্রত এবং দেবশেষসমূহ ভোজন করেন তাঁহাদিগকেই আমি নমস্কার করি। যাঁহারা বেদ প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মচারী, দুর্ধর্ষ এবং বাগ্মী হইয়াছেন,

---

১) মহাভা; ২।৫।৯৯ ২) মহাভা,২।৫।১০১ ৩) মহাভা, ২।৫।১০৩'২

৪) মহাভা, ৫।১২।৩১'২-৩২ ৫) মহাভা, ১৩৩১ অধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা যজন ও অধ্যাপনে নিযুক্ত আছেন, তাঁহাদিগকেই আমি নিত্য নমস্কার করি। যাঁহারা সর্ব প্রাণীর প্রতি সতত প্রসন্নচিত্ত এবং যাবৎপর্যন্ত সূর্যের তাপ পিঠের উপর না পড়ে তাবৎপর্যন্ত (অর্থাৎ মধ্যাহ্ন পর্যন্ত) স্বাধ্যায়ে নিযুক্ত থাকেন, তাঁহাদিগকেই আমি পূজা করি।" ইত্যাদি।

এইখানে নারদ ব্রাহ্মণদিগের সদ্গুণসমূহের বিস্তারিতভাবে উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে তাঁহার পূজ্য ব্রাহ্মণগণ সুব্রত, সত্যসঙ্গর এবং হব্যকব্যসমূহের বহনকর্তা;[১] ইঁহারা বেদ প্রাপ্ত হইয়া নির্মম, নিষ্প্রতিদ্বন্দ্ব, নির্হ্রীক, নিষ্প্রয়োজন, দুর্ধর্ষ, বাগ্মী, ব্রহ্মবাদী, অহিংসা-নিরত, সত্যব্রত, দান্ত ও শান্ত;[২] "যে ব্রাহ্মণগণ শ্রুতসম্পন্ন, ত্রিবর্গের অনুষ্ঠানে রত, অলোলুপ এবং পুণ্যশীল, হে কেশব, তাঁহাদিগকেই আমি নমস্কার করি।[৩] পরিশেষে তিনি কৃষ্ণকে বলেন, "হে অনঘ বার্ষ্ণেয়, সেই হেতু তুমিও নিত্য ব্রাহ্মণকে পূজা কর। পূজনার্হ উঁহারা পূজিত হইলে তোমাকে নিশ্চয় সুখ প্রদান করিবেন। উঁহারা সতত ইহলোকে এবং পরলোকে সুখ প্রদান করত বিচরণ করেন। (ত্বৎকর্তৃক) মানিত হইলে নিশ্চয় তোমাকে সুখ প্রদান করিবেন। যাহারা নিত্য সকলের আতিথ্য পরায়ণ, (বিশেষতঃ) ব্রাহ্মণগণে এবং গোগণে, তথা সত্যে, নিত্য অভিরত, তাহারা সকল ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হয়।"[৪] "তথা যাহারা বিপ্রপ্রবরগণকে নমস্কার করত যতব্রত এবং দানরত হয়, তাহারা সকল ক্লেশ হইতে উত্তীর্ণ হয়।"[৫]

অন্নদানের প্রশংসা করিতে গিয়া দেবর্ষি নারদ বলেন, "যে ব্যক্তি যাচক অভিরূপ ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করে, সে নিজের পারলৌকিক শ্রেষ্ঠ নিধি বিধান করে।"[৬] "অতিপাতক কর্ম করিয়াও যে ব্যক্তি যাচককে, বিশেষত ব্রাহ্মণকে অন্ন দান করে, সে পাপ দ্বারা মোহগ্রস্ত হয় না। ব্রাহ্মণকে এবং শূদ্রকে অন্ন দান বিশিষ্ট হয় (অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ); কেননা, ব্রাহ্মণদিগকে অন্ন দান করিলে অক্ষয় ফল, এবং শূদ্রকে অন্ন দান করিলে মহাফল, লাভ হয়। ব্রাহ্মণ অন্ন ভিক্ষা করিলে, তাঁহার গোত্র, আচরণ, স্বাধ্যায় এবং দেশ জিজ্ঞাসা করিবে না। তাঁহাকে প্রযাচিত অন্ন প্রদান করিবে।"[৭] "অতিথি ব্রাহ্মণকে যথাবিধি অন্ন দান করিলে, প্রদাতা নিশ্চয় সুখ প্রাপ্ত হয় এবং দেবতাগণ দ্বারাও পূজিত হয়।"[৮] নক্ষত্রযোগে দানও, নারদ বলেন, ব্রাহ্মণকেই করিতে হইবে।[৯]

বর্ণাশ্রমবাদ

বেদানুযায়ী ধর্ম বা ব্রাহ্মণ-প্রধান ধর্ম বর্ণাশ্রমবিভাগসংযুক্ত। বর্ণাশ্রমবাদ উহার এক মুখ্য সিদ্ধান্ত। বেদ এবং ব্রাহ্মণের প্রতি পরম শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন বলিয়া দেবর্ষি নারদ বর্ণাশ্রমবাদও মানিতেন। তাঁহার মতে নারায়ণীয় ধর্ম "বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত।" '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে, "যাহার দ্বারা মনুষ্য পরম (তত্ত্বকে বা পদকে) লাভ করিতে পারে মনুষ্যদিগের

---

১) মহাভা, ১৩৷৩১৷১৬ ২) মহাভা, ১৩৷৩১৷১৮-৯ ৩) মহাভা, ১৩৷৩১৷২২
৪) মহাভা, ১৩৷৩১৷২৬-৮ ৫) মহাভা, ১৩৷৩১৷৩১ ৬) মহাভা, ১৩৷৬৩৷১০
৭) মহাভা, ১৩৷৬৩৷১৬-৮; ৮) মহাভা, ১৩৷৬৩৷২৭; আরও দেখ—৬৩৷২১-৩, ২৮
৯) মহাভা, ১৩৷৬৪৷৫—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বর্ণাশ্রমাচারযুত সেই সনাতন ধর্ম" মহারাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদের নিকট শুনিতে ইচ্ছা করেন।[১] উত্তরে নারদ "নারায়ণের মুখ হইতে শ্রুত সনাতন ধর্ম" ব্যাখ্যা করেন।[২] চারি বর্ণের ধর্ম বর্ণনার পর তিনি ১২শ অধ্যায়ে ব্রহ্মচর্য ও বানপ্রস্থ আশ্রমের ধর্ম, ১৩শ অধ্যায়ে যতি-ধর্ম এবং ১৪শ ও ১৫শ অধ্যায়ে গৃহস্থদিগের ধর্ম বর্ণনা করেন।

কিঞ্চিৎ পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, 'মহাভারতে'র মতে দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন, "পূর্ব মহাজনগণ আচরিত ত্রয়ীমূলক ধর্মে,—তত্রোক্ত কর্মসমূহে, তাঁহারা যেমন ভাবে (আচরণ করিয়াছিলেন ঠিক) তেমন ভাবে করিতে প্রযত্ন করত, বর্তমান থাক ত ?"[৩] ঐ উপদেশের উপসংহারে তিনি বলেন, "যে রাজা এই চাতুর্বর্ণ্যের রক্ষণে নিরত থাকে, সে ইহলোকে বিহার করত সুসুখী হয় এবং (দেহান্তে) ইন্দ্রের সলোকতা প্রাপ্ত হয়।"[৪] কিঞ্চিৎ পরে তিনি আবার বলেন, "চাতুর্বর্ণ্যের রক্ষণে তুমি নিত্য উত্থিত হও এবং অপ্রমত্ত হও।"[৫] এক সময়ে নারদ দ্বাদশবার্ষিক ব্রতে দীক্ষিত কৃষ্ণের, তথা উঁহার দর্শনার্থ সমুপস্থিত ব্যাস-পর্বতাদি ঋষিগণের সমক্ষে উমা-মহেশ্বর সংবাদ বর্ণনা করেন।[৬] ঐ সংবাদে ভগবান মহেশ্বর ভগবতী উমার প্রশ্নের উত্তরে ধর্মের লক্ষণ বর্ণনা করেন।[৭] তাহাতে চারি বর্ণের এবং চারি আশ্রমের ধর্ম পৃথক পৃথক ভাবে বিশদরূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাহাতেও বুঝা যায় যে দেবর্ষি নারদ বর্ণাশ্রমবাদ মানিতেন।

'নারদপরিব্রাজকোপনিষদে' বিবৃত হইয়াছে যে ব্রহ্মার বা পরমেষ্ঠীর পুত্র নারদ নৈমিষারণ্যনিবাসী শৌনকাদি মহর্ষিগণের মুক্তির উপায় সম্বন্ধে প্রশ্নের উত্তরে বলেন, সৎকুলে উৎপন্ন ব্যক্তি সম্যক্ উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করিবেক এবং পরে ৪৪ সংস্কার সম্পন্ন হইবেক।[৮] উপনয়ন-সংস্কারের পর সে স্বাভিমত এক গুরুর সমীপে গমন করত তাঁহাতে শুশ্রূষা-পরায়ণ থাকিয়া বেদের স্বশাখা অধ্যয়ন পূর্বক সর্ববিদ্যা অভ্যাস করিবে। এই প্রকারে ১২ বৎসর গুরুর সেবা করিয়া ব্রহ্মচর্য পালন করিবে। অনন্তর ২৫ বৎসর গার্হস্থ্য এবং ২৫ বৎসর বানপ্রস্থ পর পর যথাবিধি নির্বর্তন করত,—চতুর্বিধ ব্রহ্মচর্য, ষড়্বিধ গার্হস্থ্য এবং

---

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১১।২ ২) ঐ, ৭।১১।৫

৩) মহাভা, ২।৫।১০০ (পূর্বে দেখ)। ৪) মহাভা, ২।৫।১৩১

৫) মহাভা, ২।৫।৩১'২ ৬) মহাভা, ১৩।১৪০—অধ্যায়।

৭) মহাভা, ১৩।১৪১।২৩—

৮) ৪৪ বৈদিক সংস্কার এইগুলি,—

(১) গর্ভাধান, (২) পুংসবন. (৩) সীমন্তোন্নয়ন, (৪) বিষ্ণুবলি, (৫) জাতকর্ম, (৬) নামকরণ, (৭) উপনিষ্ক্রমণ, (৮) অন্নপ্রাশন, (৯) চূড়াকরণ, (১০) কর্ণবেধ, (১১) অক্ষরারম্ভ, (১২) উপনয়ন, (১৩) ব্রতারম্ভ, (১৪) সমাবর্তন, (১৫) বিবাহ, (১৬) উপাকর্ম, (১৭) উৎসর্জন,

সপ্ত পাকযজ্ঞ-সংস্থা—(১৮) হুত, (১৯) প্রহুত, (২০) আহুত, (২১) শূলগব, (২২) বলিহরণ, (২৩) প্রত্যবরোহণ, ও (২৪) অষ্টকাহোম,

সপ্ত হবির্যজ্ঞ-সংস্থা—(২৫) অগ্ন্যাধান, (২৬) অগ্নিহোত্র, (২৭) দর্শপূর্ণমাস, (২৮) চাতুর্মাস্য, (২৯) আগ্রয়ণেষ্টি, (৩০) নিরূঢ়পশুবন্ধ ও (৩১) সৌত্রামণী,

সপ্ত সোমযজ্ঞ-সংস্থা—৩২) অগ্নিষ্টোম, (৩৩) অত্যগ্নিষ্টোম, (৩৪) উক্থ্য, (৩৫) ষোড়শী, (৩৬) বাজপেয়, (৩৭) অতিরাত্র ও [৩৮] আপ্তোর্যাম, [৩৯] বানপ্রস্থ এবং [৪০] সন্ন্যাস—এই ৪০ সংস্কার। অধিকন্তু [৪১] শৌচ, [৪২] সন্তোষ, [৪৩] তপ এবং [৪৪] স্বাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্বিধ বানপ্রস্থ ধর্ম সম্যক্ অভ্যাস করত,—তদুচিত সমস্ত কর্ম নির্বর্তন করত, সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়া সমস্ত সংসারের উপরে উঠিয়া মন, বাণী ও কায় কর্ম জনিত সর্বপ্রকার আশা পরিত্যাগ করিবে। এই প্রকারে বাসনা এবং এষণার অতীত হইয়া নির্বৈর, শান্ত ও দান্ত সন্ন্যাসী হইবে। "পরমহংসাশ্রমেণাস্খলিতস্বরূপধ্যানেন দেহত্যাগং করোতি স মুক্তো ভবতি" ('যে ব্যক্তি পরমহংসাশ্রমে থাকিয়া অস্খলিত ভাবে স্বরূপের ধ্যান দ্বারা দেহত্যাগ করে সে মুক্ত হয়')।[১]

সন্ন্যাস-প্রিয়তা

ইহাও বিশেষ ভাবে বলা উচিত যে সকল দ্বিজকেই পর পর সমস্ত আশ্রম অবশ্যই গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া নারদ মনে করিতেন না। কেননা, তিনি বলেন যে, নারায়ণীয় সনাতন ধর্ম মতে, দ্বিজবালক গুরুকুলে বাস করত "সাঙ্গোপনিষৎ ত্রয়ী যাবদর্থ এবং যথাবল অধ্যয়ন করত এবং তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া ('অধীত্যাববুধ্য চ')", গুরুকে যথারীতি দক্ষিণা প্রদান করত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্যাশ্রমে বাস সমাপনান্তে, যথাধিকার "গৃহং বনং বা প্রবিশেৎ প্রব্রজেৎ তত্র বা বসেৎ" (অর্থাৎ গার্হস্থ্যাশ্রম কিংবা বানপ্রস্থাশ্রম স্বীকার করিবে; অথবা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিবে বা সন্ন্যাসী হইবে: অথবা নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী হইয়া আজীবন গুরুগৃহে বাস করিবে)।[২] তিনি আরও বলেন, "(আদ্য তিন আশ্রমের) সমস্ত নিয়মচোদনাসমূহের একমাত্র অন্ত ছয় ইন্দ্রিয়বর্গের সংযম। তদন্ত হইয়াও উহারা যদি (প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি—এই) যোগসমূহ সিদ্ধ না করে, তবে কেবল শ্রমাবহই হয়। যেমন বার্তাদি এবং উহাদের অর্থসমূহ, যোগের অর্থ (মোক্ষ) সিদ্ধ করে না, বরং অনর্থার্থকই (বা সংসারার্থকই) হয়, তেমন ইষ্টপূর্তাদি নিয়মচোদনাসমূহ অসৎ (বা অজিতেন্দ্রিয়) ব্যক্তির পক্ষে তদ্বৎ (বা সংসারার্থক) হয়।

'যশ্চিত্তবিজয়ে যত্তঃ স্যান্নিঃসঙ্গোঽপরিগ্রহঃ।
একো বিবিক্তশরণো ভিক্ষুর্ভিক্ষামিতাশনঃ॥'[৩]

যে ব্যক্তি চিত্তবিজয়ে উদ্যুক্ত সে নিঃসঙ্গ অপরিগ্রহ, এক, বিবিক্তশরণ এবং পরিমিত ভিক্ষান্ন-ভোজী ভিক্ষু হইবে।"[৪] এইরূপে দেখা যায়, দেবর্ষি নারদ ভিক্ষুমার্গ-প্রিয় ছিলেন। তাহার প্রমাণও পুরাণাদিতে পাওয়া যায়। পুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে প্রাচেতস দক্ষের বিবাহ করত প্রজা বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হর্যশ্ব এবং শবলাশ্ব নামক সাধু এবং তপস্বী পুত্রগণকে নারদ তাহা হইতে নিবৃত্ত করিয়া "ভিক্ষুর মার্গে" প্রেরিত করেন। তাহাতে দক্ষ নারদের উপর অতি ক্রুদ্ধ হন।[৫] তিনি তাঁহাকে এই বলিয়া ভর্ৎসনা করেন যে "আমার সাধু (বা স্বধর্মাচরণে প্রবৃত্ত) বালকগণকে যে তুমি ভিক্ষুর মার্গ প্রদর্শন করিয়াছ তাহাতে তুমি অসাধু কর্ম করিয়াছ। হে পাপী, যাহারা ঋণত্রয় হইতে মুক্ত হয় নাই এবং (পরীক্ষার অভাবে) কর্ম সম্বন্ধে প্রকৃত

---

১) 'নারদপরিব্রাজকোপনিষৎ', ১ম উপদেশ। ২) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১২।১৩-৪

৩) ঐ, ৬।১৫।৩০ টীকাকার শ্রীধরস্বামী বলেন এই বচনের তাৎপর্য নিম্নোক্ত স্মৃতিবচনের ন্যায়,—

"দ্বন্দ্বাহতস্য গার্হস্থ্যং ধ্যানভঙ্গাদিকারণং।
লক্ষয়িত্বা গৃহী স্পষ্টং সংন্যসেদবিচারয়ন্॥"

৪) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১৫।২৮-৩০ ৫) পূর্বে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মীমাংসায় উপনীত হয় নাই, তাহাদিগের (ইহলোক ও পরলোক—এই) উভয় লোকের শ্রেয়-সমূহের বিঘাত (তোমার দ্বারা) কৃত হইয়াছে।"[১] "যদিও কেবলী তুমি মনে করিতেছ যে (বৈরাগ্যের উপদেশ লাভ হইলেই বৈরাগ্য উৎপন্ন হইবে; বৈরাগ্য উৎপন্ন হইলেই চিত্তের উপশম হইবে এবং তাহাতে স্নেহপাশ ছিন্ন হইবে; সুতরাং বিরক্ত পুরুষের ঋণত্রয় অপাকরণের প্রয়োজন নাই), তোমার সেই ধারণা মিথ্যা। কেননা, ঐ প্রকারে পুরুষের (প্রকৃত) বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় না; (সুতরাং চিত্তের) উপশম এবং স্নেহপাশ-নিকৃন্তনও হয় না। (স্বয়ং) অনুভব না করিয়া মনুষ্যগণ বিষয়ের তীক্ষ্ণতা (ঠিক্ ঠিক্) জানিতে পারে না। (অনুভব করিবার পর) তাহারা স্বয়ং বিষয় হইতে যেই প্রকার নির্বেদ প্রাপ্ত হইবে অপরের দ্বারা ভেদবুদ্ধিগ্রস্ত হইয়া সেই প্রকার (নির্বেদ প্রাপ্ত হইতে পারে না)।"[২] দক্ষ-কৃত নারদের এই ভর্ৎসনা হইতে দেখা যায় যে দক্ষও সন্ন্যাসমার্গ মানিতেন। তবে তিনি পূর্ব পূর্ব আশ্রমধর্মসমূহ পালনের পর সন্ন্যাস গ্রাহ্য বলিয়া মনে করিতেন। আর নারদ মনে করিতেন যে ব্রহ্মচারী, নির্বেদ প্রাপ্ত হইলে পর, গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ না করিয়াও সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিতে পারে। প্রাচেতস দক্ষের পুত্র হর্যশ্বগণের এবং শবলাশ্বগণের চিত্তের সমস্ত মল তপস্যা দ্বারা বিনির্ধূত হইয়াছিল ("বিনির্ধূতমলাশয়াঃ") "পারমহংস্য ধর্মে" তাঁহাদের মতি প্রোৎপন্ন হইয়াছিল। তথাপি পিতার আজ্ঞায় তাঁহারা প্রজাবৃদ্ধি করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। নারদ তাঁহাদিগকে সন্ন্যাসাশ্রমে প্রেরিত করেন। দক্ষের পিতামহ রাজা প্রাচীনবর্হিকেও নারদ সন্ন্যাসে প্রেরিত করেন। "কর্মসমূহে আসক্তচিত্ত" প্রাচীনবর্হিকে তিনি বলেন মানুষ বৈদিক কর্ম দ্বারা দুঃখনাশ এবং সুখপ্রাপ্তি রূপ নিজের শ্রেয় লাভ করিতে পারে না।[৩] তিনি উঁহাকে "হংসদ্বয়ের" (অর্থাৎ জীবের ও ঈশ্বরের) তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন। তাহা শুনিয়া রাজা প্রাচীনবর্হি পুত্রগণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করত সন্ন্যাস গ্রহণ করেন।[৪]

'মহাভারতে' আছে, দেবর্ষি নারদ পরমর্ষি ব্যাসের পুত্র শুককে সন্ন্যাসে প্রেরিত করেন।[৫] কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ "বেদের তাৎপর্য সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে ইচ্ছা করিয়া" বদরিকাশ্রমে স্বাধ্যায় নিরত শুকদেবের নিকটে আগমন করেন। তখন শুক তাঁহাকে বলেন, 'যাহা ইহ-সংসারে সর্বশ্রেষ্ঠ হিত উহাতে আমাকে সংযোজিত করুন।'[৬] তাহাতে নারদ ভগবান্ সনৎকুমারের এই বচন উপদেশ করেন "বিদ্যার সমান চক্ষু নাই; সত্যের সমান তপস্যা নাই; রাগের সমান দুঃখ নাই; এবং ত্যাগের সমান সুখ নাই।"[৭] তিনি আরও বলেন,—

"আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান।"[৮]

"যে সর্বারম্ভপরিত্যাগী, নিরাশী এবং নিষ্পরিগ্রহ হইয়া সমস্ত পরিত্যাগ করিয়াছে, সেই বিদ্বান্ এবং সেই পণ্ডিত।"[৯]

---

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৬।৫।৩৬-৭

২) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৬।৫।৪০-১ ৩) ঐ, ৪।২৫।৪ ৪) ঐ, ৪।২৯।৮০-১

৫) 'নারদপুরাণে'র মতে, ভগবান্ সনৎকুমারই শুককে সন্ন্যাসে প্রেরিত করেন। ১।৬০।৪৩—

৬) মহাভা, ১২।৩২৯।১— ৭) মহাভা; ১২।৩২৯।৬=নারদপু, ১।৬০।৪৩

৮) মহাভা ১২।৩২৯।১২'১=নারদপু, ১।৬০।৪৯'১ ৯) মহাভা, ১২।৩২৯।১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভূতবর্গের সহিত যাহার সদা অদর্শন, অসংস্পর্শ এবং অসংভাষণ হয়, হে মুনি, সেই পরম শ্রেয় লাভ করে।"[১]

"আকিঞ্চন্য, সুসন্তোষ, নিরাশীত্ব এবং অচাপল্য—এইগুলিকেই (আত্মবিদ্‌গণ) জিতাত্মা আত্মজ্ঞের পরম শ্রেয় বলেন। হে তাত, তুমি পরিগ্রহ পরিত্যাগ করত জিতেন্দ্রিয় হও এবং ইহলোকে ও পরলোকে অশোক ও অভয় স্থানে আস্থিত হও।"[২]

"গ্রামে বাসকারী ব্যক্তি যে রতি তাহাই তাহার নিবন্ধনী রজ্জু। সুকৃত ব্যক্তিগণ উহাকে ছিন্ন করিয়া চলিয়া যায়, আর দুষ্কৃত ব্যক্তিগণ উহাকে ছিন্ন করিতে পারে না।"[৩]

"ত্যজ ধর্মমধর্মং চ তথা সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তং ত্যজ॥"[৪]

দেবর্ষি নারদের নিকট সন্ন্যাস-পরক এই উপদেশ লাভ করত মহাত্মা শুক সর্বসন্ন্যাসে উদ্যত হন। তিনি সেই "পরা নৈঃশ্রেয়সী গতি" লাভ করিতে,—"পরম ভাব" প্রাপ্ত হইতে দৃঢ় সঙ্কল্প করেন, যেখানে আত্মা সমস্ত সঙ্গ পরিত্যাগ করত পরম শম লাভ করে এবং যেখানে উহা অক্ষয় ও অব্যয় ভাবে শাশ্বত-কাল থাকে, সুতরাং সংসারপ্রবাহে আর প্রত্যাবর্তন করে না।[৫] যেহেতু যোগ ব্যতীত সেই পরম গতি লাভ করা যায় না, সেইহেতু তিনি পরম যোগ অবলম্বন করত দেহত্যাগ করিতে সঙ্কল্প করেন।[৬] ঐ সঙ্কল্প পূর্ণ করিতে তিনি নারদের অনুজ্ঞা প্রাপ্ত হন।[৭] পরমর্ষি নারদকে প্রদক্ষিণ করত তিনি বলেন, "হে মহাদ্যুতি তপোধন, আপনার প্রসাদে আমি (পরম) মার্গ দেখিয়াছি এবং (উহাতে গমনে) প্রবৃত্ত হইয়াছি। আপনার-প্রসাদে আমি অভীষ্ট গতি লাভ করিব। আপনার স্বস্তি হউক।"[৮] তাঁহার দ্বারা অভ্যনুজ্ঞাত হইয়া শুক তাঁহাকে প্রণাম করত যোগ দ্বারা আকাশে আবিষ্ট হন।[৯]

পরন্তু 'মহাভারতে' ইহাও দেখা যায় যে রাজ্যাদি সন্ন্যাস করিতে উদ্যত যুধিষ্ঠিরকে দেবর্ষি নারদ নিষেধ করেন। তিনি বলেন, "তুমি পিতৃপিতামহের রাজ্যে আস্থিত হইয়া (উঁহাদের দ্বারা প্রবর্তিত) মার্গ ধারণ কর।' পুণ্য মহাযজ্ঞ সমূহ দ্বারা যজন করত তুমি অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইবে।"[১০] ঐ সময়ে পরমর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরের নিকট গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রশংসা করেন। তিনি বলেন "শাস্ত্রদৃষ্ট পরম ধর্ম গার্হস্থ্যকে আশ্রয় করিয়া স্থিত। সুতরাং হে ধর্মজ্ঞ, তুমি যথাশাস্ত্র স্বধর্ম যথাবিধি আচরণ কর। গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করিয়া অরণ্য আশ্রয় করা তোমার নিশ্চয় উচিত হইবে না।" ইত্যাদি।[১১] ঐ প্রকার উপদেশের কারণও তিনি নির্দেশ করিয়াছেন। পৈতৃক রাজ্য হইতে চ্যুত হইয়া যুধিষ্ঠিরাদিকে দীর্ঘ-কাল বনে বাস করিয়া বহু দুঃখকষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছিল। ঐ রাজ্য পুন প্রাপ্তির অভিলাষেই তাঁহারা কুরুক্ষেত্রে মহাসমরে প্রবৃত্ত হন। 'পরন্তু উহাতে সমস্ত আত্মীয়স্বজনের নিধন হওয়াতে শোকে ও দুঃখে

১) মহাভা, ১২।৩২৯।১৭=নারদপু, ১।৬০।৫২'২-৫৩'১
২) মহাভা, ১২।৩২৯।১৯-২০ ; নারদপু, ১।৬০।৫৪'২-৫৬'১ (ঈষৎ পাঠান্তরে)
৩) মহাভা, ১২।৩২৯।৩৭=নারদপু, ১।৬০।৭২
৪) মহাভা, ১২।৩২৯।৪০ ; ৩৪১।৪৪ ('তথা' স্থলে 'উভে' পাঠান্তরে।
৫) মহাভা, ১২।৩৩১।৪৮-৫১ ৬) মহাভা, ১২।৩৩১।৫২-৩
৭) মহাভা, ১২।৩৩১।৬১ ; আরও দেখ—৩৩২।৬-৯ ৮) মহাভা, ১২।৩৩২।৮
৯) মহাভা, ১২।৩৩২।৯ ১০) মহাভা ১২।৩১।৪৭ ১১) মহাভা, ১৩।২৩।২'২-৩—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাতর হইয়াই যুধিষ্ঠির নির্বেদ প্রাপ্ত হন এবং রাজ্যাদি সন্ন্যাস করিতে উদ্যত হন। ঐ প্রকারে উৎপন্ন বৈরাগ্যকে শাস্ত্রে প্রকৃত বৈরাগ্য বলা হয় না এবং ঐ অবস্থায় সন্ন্যাস সমীচীন মনে করা হয় না। তাই নারদ সন্ন্যাস-প্রিয় হইয়াও, যুধিষ্ঠিরকে সন্ন্যাস করিতে নিষেধ করেন। আরও একটি কথা, যুধিষ্ঠির সন্ন্যাস করিয়া বনে গেলে, তাঁহার ভাইগণ এবং স্ত্রীও নিশ্চয় বনে যাইত। উঁহারা সন্ন্যাসের অধিকারী নিশ্চয় ছিলেন না। যুধিষ্ঠির উঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাই ঐ সময়ে এবং ঐ অবস্থায় যুধিষ্ঠিরকে রাজ্যাদি সন্ন্যাস করিতে নারদ ও ব্যাস নিষেধ করেন।

স্বধর্মবাদ

বর্ণাশ্রমবাদের এক মুখ্য অঙ্গ স্বধর্মবাদ। তন্মতে প্রত্যেক বর্ণের ও আশ্রমের প্রত্যেক ব্যক্তিকে তজ্জন্য শাস্ত্রে বিহিত ধর্মাচারসমূহ যথাযথ এবং যথাশক্তি পালন করিতে হইবে, অপর বর্ণের ও আশ্রমের জন্য বিহিত আচারসমূহ পালন করিতে সে ইচ্ছাও করিবে না। দেবর্ষি নারদ স্বধর্মবাদ মানিতেন। কেননা, তিনি বলেন, শ্রেয়োঽর্থী ব্যক্তি নিত্যধর্মপরায়ণ,—স্বধর্মে নিরত, সাধু এবং বদান্য লোকদিগের মধ্যে বাস করিবে; যেখানে চারি বর্ণের ধর্মব্যতিকর হয়, শ্রেয়োঽর্থী সেইখানে কোন প্রকারে বাস করিবে না।[১] যুধিষ্ঠিরকে তিনি জিজ্ঞাসা করেন, উনি উঁহার পূর্ব পিতামহগণ দ্বারা আচরিত অক্ষুদ্র এবং ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই ত্রিবর্গ যুক্ত বৃত্তিতে বর্তমান থাকেন কিনা।[২] যুধিষ্ঠিরের পূর্ব পিতামহগণ দ্বারা আচরিত ধর্ম উঁহার স্বধর্ম। সুতরাং নারদ উঁহাকে প্রকারান্তরে স্বধর্মপালনের ঔচিত্য নির্দেশ করিয়াছেন। পরে তিনি স্পষ্টতঃ সেই কথা বলেন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন, মনুষ্যগণের ধর্ম প্রায় স্বভাব কর্তৃক বিহিত। বেদদ্রষ্টা ঋষিগণ উহাকে দর্শন করেন। ঐ ধর্ম ইহকাল ও পরকাল উভয়েরই কল্যাণকারী। স্বকর্মকৃৎ মনুষ্য স্বভাবকৃত বৃত্তিতে বর্তমান থাকিয়া ধীরে ধীরে স্বভাবজ কর্ম পরিত্যাগ করত নির্গুণতা প্রাপ্ত হয়।[৩]

যজ্ঞপন্থী

বৈদিক বর্ণাশ্রমবাদের এক অঙ্গ যজ্ঞানুষ্ঠান। তাই দেবর্ষি নারদ বৈদিক যজ্ঞানুষ্ঠানকে সমর্থন করিতেন। তিনি মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিতে প্রেরণা করেন এবং স্বয়ং ঐ যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরে রাজ্যাদি সন্ন্যাস করিতে উদ্যত যুধিষ্ঠিরকে তিনি রাজা হইয়া লোকসমূহকে পবিত্রকারক মহাযজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করিতে পরামর্শ দেন,—"পুণ্য মহাযজ্ঞসমূহ দ্বারা যজন করত তুমি অভীষ্ট লোক প্রাপ্ত হইবে।"[৪]

অহিংসাবাদী

বৈদিক যজ্ঞের অনুষ্ঠানের সমর্থক হইলেও দেবর্ষি নারদ উহাতে পশুহিংসার বিরোধী ছিলেন, দেখা যায়। উহার সমর্থনে তিনি এক উঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ যাজ্ঞিক ব্রাহ্মণের আখ্যায়িকা বর্ণনা করিতেন। মহাত্মা ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরের নিকট "যজ্ঞ বিষয়ে নারদ কর্তৃক অনুকীর্তিত উঞ্ছবৃত্তি

---

১) মহাভা, ১২।২৮৭।৩৬-৭ ২) মহাভা, ২।৫।১৯

৩) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১১।৩১— ৪) মহাভা, ১২।৩১।৪৭ (পূর্বে দেখ)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণের পুরাবৃত্ত" বিবৃত করেন।[১] প্রসিদ্ধ ধর্মপ্রধান বিদর্ভরাষ্ট্রে সত্য নামক জনৈক উঞ্ছবৃত্তি-পরায়াণ তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি যজ্ঞে পরম শ্রদ্ধাসম্পন্ন ছিলেন। তাই যজ্ঞ করিতে সমাহিত বা দৃঢ়ভাবে অভিনিবিষ্ট হন। তিনি বনে বাস করিতেন এবং ফলমূলাদির দ্বারা স্বর্গ-প্রাপক যজ্ঞ করিতেন। সর্বভূতের প্রতি অবিহিংসা-ভাব হেতু তাঁহার চিত্ত শুদ্ধ হয়। তাঁহার স্ত্রী অতীব ব্রত-পরায়ণা ছিলেন। ব্রতাচরণ করিতে করিতে উঁহার শরীর অত্যন্ত কৃশ হয়। তিনিও শুদ্ধচিত্ত ছিলেন। তিনি সর্বান্তঃকরণে অহিংসা-পরায়ণ ছিলেন। ফল-মূলাদির দ্বারা যজ্ঞ করাকেও তিনি পাপ মনে করিতেন। তথাপি স্বামীর আজ্ঞায় তাঁহার স্বভাবের অনুবর্তী হইয়া, অন্যথা পাপ হইবে ভয়ে, উনি স্বামীর যজ্ঞে যোগ দিতেন,—যজ্ঞপত্নী হইতেন। ব্রাহ্মণ কোন ফল-কামনা ব্যতীত শাস্ত্রের অনুশাসন পালনার্থই যজ্ঞ করিতেন এবং তদনুসারে স্ত্রীকে সঙ্গে লইতেন। ঐ বনে সত্যের আশ্রমের নিকটে পর্ণাদ নামে এক ধর্মবিৎ মৃগ বাস করিত। এক দিন ঐ মৃগ সত্যকে বলেন, 'তুমি এই দুষ্কর্ম করিতেছ। কেননা, তোমার এই যজ্ঞ অঙ্গহীন, সুতরাং বিকৃত হইতেছে। তুমি আমাকে বধ করিয়া আমার মাংস দ্বারা হোম কর এবং সেইহেতু অনিন্দিত হইয়া স্বর্গে গমন কর।' ভগবতী সাবিত্রী স্বয়ং ঐ সময়ে তথায় প্রকট হইয়া ঐ প্রকার করিতে ব্রাহ্মণকে আদেশ করেন। পরন্তু ব্রাহ্মণ তাহাতে স্বীকৃত হইলেন না। তিনি উত্তর করেন "ন হন্যাং সহবাসিনম্" ('আমার সহবাসী মৃগকে আমি বধ করিব না')। ঐ উত্তর পাইয়া সাবিত্রী নিবৃত্ত হইলেন এবং যজ্ঞে দুশ্চরিত হইতেছে ভাবিয়া উহার অগ্নিতে প্রবেশ করিলেন। হরিণ পুনরায় ব্রাহ্মণকে অনুরোধ করিলেন। ব্রাহ্মণ তখনও রাজী হইলেন না। তিনি প্রেম সহকারে হরিণের গায়ে হাত বুলাইয়া তাহাকে আদর করিয়া চলিয়া যাইতে বলিলেন। অষ্টপদ (অর্থাৎ কিছুদূর) গমন করত হরিণ ব্রাহ্মণ সত্যের নিকট প্রত্যাবর্তন করে এবং তাহাকে বলে, "হে সাধু সত্য, তুমি আমাকে (এই যজ্ঞে) হিংসা কর। (তোমার দ্বারা যজ্ঞে) হত হইয়া আমি সদ্গতি প্রাপ্ত হইব। এই বলিয়া হরিণ ব্রাহ্মণকে দিব্যদৃষ্টি প্রদান করেন এবং স্বর্গের ভোগৈশ্বর্য দেখিতে বলেন। স্পৃহালগ্ন দৃষ্টিতে দীর্ঘকাল তাহা দেখিতে দেখিতে ব্রাহ্মণের স্বর্গে যাইতে অভিলাষ হয় এবং পশু হিংসা দ্বারা তাহা লাভ হইবে ভাবিয়া, মৃগকেও হিংসিত হইতে ইচ্ছুক দেখিয়া তিনি যজ্ঞে ঐ মৃগকে হিংসা করিতে ইচ্ছা করেন। ঐ মৃগ প্রকৃত পক্ষে ধর্মই ছিল। ধর্ম মৃগ হইয়া বহুবৎসর পর্যন্ত ঐ বনে বাস করিতেছিলেন। মৃগযোনি হইতে নিষ্কৃতি লাভের উদ্দেশ্যেই তিনি ব্রাহ্মণের যজ্ঞে হত হইতে ইচ্ছা করেন। "ন ত্বসৌ যজ্ঞসংবিধিঃ" (পরন্তু পশুহিংসা যজ্ঞের প্রকৃত বিধি নহে)।[২]

"তস্য তেনানুভাবেন মৃগহিংসাত্মনস্তদা।
তপো মহৎ সমুচ্ছিন্নং তস্মাদ্ধিংসা ন যজ্ঞিয়া ॥"[৩]

কিন্তু মৃগকে হিংসা করিবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাহ্মণের মহৎ তপস্যা সম্যক্ বিনষ্ট হইল। সেইহেতু হিংসা প্রকৃত পক্ষে যজ্ঞের অঙ্গ নহে। তাহা দেখিয়া ব্রাহ্মণের মন হইতে যজ্ঞে পশুহিংসার

১) মহাভা, ১২।২৭২ অধ্যায়। ২) মহাভা, ১২।২৭২।১৭
৩) মহাভা, ১২।২৭২।১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাব সম্পূর্ণ তিরোহিত হইল। তখন ভগবান ধর্ম স্বয়ং তাঁহার যজ্ঞে পৌরোহিত্য করেন। ব্রাহ্মণ তপস্যা দ্বারা ভার্যা সহ পরম সমাধি লাভ করেন।

ভীষ্মের মতে, ঐ আখ্যায়িকার তাৎপর্য এই যে

"অহিংসা সকলো ধর্মো হিংসাঽধর্মস্তথাঽহিতঃ।"[১]

'অহিংসাই সকল (বা সর্বাঙ্গপূর্ণ) ধর্ম (ধর্মের এক কলা মাত্র নহে), আর হিংসা সকল অধর্ম, তথা অহিত।' তিনি আরও বলেন, "যাহা সত্যবাদিগণের ধর্ম, সেই সত্যধর্মই আমি তোমার নিকট বর্ণনা করিয়াছি।"[২] যুধিষ্ঠিরের প্রশ্নে ছিল' একার্থক নানা প্রকার যজ্ঞ তপস্যার মধ্যে কোন্ যজ্ঞ সম্যক্ অনুষ্ঠিত হইলে কেবল ধর্মার্থকই হয়, সুখার্থক কিংবা অর্থার্থক হয় না ?[৩] তাহার উত্তরে ভীষ্ম ঐ অহিংসাধর্ম ব্যাখ্যা করেন।

দেবর্ষি নারদ যে অহিংসা-বাদী ছিলেন তাহার অপর প্রমাণও 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। তিনি শুকদেবকে বলেন, ভগবান্ সনৎকুমার তত্ত্বজিজ্ঞাসু ভাবিতাত্মা ঋষিগণকে বলিয়াছিলেন,

"আনৃশংস্যং পরো ধর্মঃ"[৪]

'অনৃশংসতাই পরম ধর্ম।'

"ন হিংস্যাৎ সর্বভূতানি মৈত্রায়ণগতশ্চরেৎ।
নেদং জন্ম সমাসাদ্য বৈরং কুর্বীত কেনচিৎ॥"[৫]

'কোন প্রাণীকে হিংসা করিবে না। সকলের সহিত মৈত্রীভাবাপন্ন হইয়া ব্যবহার করিবে। এই (মনুষ্য) জন্ম লাভ করিয়া কাহারও সহিত শত্রুতাচরণ করিবে না।'

ঐ প্রকারে সর্বভূতের প্রতি অহিংসা-পরায়ণ, অধিকন্তু মৈত্রী-পরায়ণ, ছিলেন বলিয়া নারদ ইহা মনে করিতেন না যে কেহ নিষ্কারণ শত্রুতা আচরণ করিলে তাহাকে বাধা দিতে নাই, কিংবা কোন হিংস্র প্রাণীকেও মারিতে নাই। তিনি বলেন, "মিত্রদিগকে অনুগ্রহ, অমিত্রদিগের নিগ্রহ এবং ত্রিবর্গের সংগ্রহ—এই তিনটিকে মনীষিগণ শ্রেয় বলেন। উহা যে সম্যক্ নিঃশ্রেয়স (সাধক), তাহাতে কোন সংশয় নিশ্চয় হইতে পারে না।"[৬]

'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' দেখা যায়, পর্বত-সখা নারদ যজ্ঞে পশুহিংসার পক্ষপাতী ছিলেন। কেননা, তিনি অযোধ্যার রাজা অপুত্রক হরিশ্চন্দ্রকে বলেন, পুত্রলাভার্থ "তুমি রাজা বরুণকে (এই বলিয়া) প্রার্থনা কর যে (হে বরুণ, তোমার প্রসাদে) আমার পুত্র হউক। (অনন্তর) আমি তাহার দ্বারা তোমাকে যজন করিব (অর্থাৎ তাহাকে বলি দিয়া তোমার উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করিব)।"[৭] সুতরাং ঐ নারদ যজ্ঞে নরবলি প্রদান সমর্থন করিয়াছেন।

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' আছে, প্রজাপতি পরমেষ্ঠী বা ভগবান্ ব্রহ্মার পুত্র নারদ বলেন, নারায়ণীয় সনাতন ধর্ম মতে, "ধর্মতত্ত্ববিদ্ ব্যক্তি শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান করিবে না, এবং (স্বয়ং) ভক্ষণও করিবে না। মুন্যন্নসমূহ দ্বারা (পিতৃগণের) যেমন পরা প্রীতি হইয়া থাকে, পশুহিংসা

১) মহাভা, ১২।২৭২।২০'১.
২) মহাভা, ১২।২৭২।২০'২
৩) মহাভা ১২।২৭২।১
৪) মহাভা, ১২।৩২৯।১২'১
৫) মহাভা, ১২।৩২৯।১৬
৬) মহাভা, ১২।২৮৬।১৫
৭) ৭।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা তেমন হয় না। মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা প্রাণিগণকে দণ্ড প্রদানের যে পরিত্যাগ তাদৃশ পরমধর্ম সদ্ধর্মাভিলাষী মনুষ্যগণের আর নাই।"[১] "দ্রব্যযজ্ঞসমূহ দ্বারা যজনশীল মনুষ্যকে দেখিয়া প্রাণিগণ (এই ভাবিয়া) ভয় প্রাপ্ত হয় যে, 'তত্ত্বজ্ঞানরহিত, নির্দয় এবং ইন্দ্রিয়তৃপ্তিকারী এই ব্যক্তি নিশ্চয় আমাকে হনন করিবে'। সেইহেতু ধর্মতত্ত্ববিৎ ব্যক্তি প্রারব্ধবশে প্রাপ্ত মুন্যন্ন দ্বারাই সন্তুষ্টচিত্তে প্রতিদিন নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম করিবেক।"[২] সুতরাং নারদ পশুহিংসার এবং মাংসভক্ষণের বিরোধী ছিলেন।

পরন্তু ইহাও স্মরণ রাখিতে হইবে যে নারদ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিতে প্রেরণা দেন এবং ঐ যজ্ঞে স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন; উহাতে অসংখ্য পশুকে বধ করা হইয়াছিল।

সত্য কি?

দেবর্ষি নারদ বলেন

"সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যজ্ঞানং তু দুষ্করম্॥
যদ্ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং ব্রবীম্যহম্।"[৩]

'সত্য বলা শ্রেয়ঃ (প্রদ)। পরন্তু সত্যের জ্ঞান (অর্থাৎ সত্য কি, তাহা নির্ণয় করা) কঠিন। যাহা প্রাণিগণের আত্যন্তিক হিত হয়, তাহাকেই আমি সত্য বলি।' অন্যত্র তিনি বলেন,

"ন সত্যাদ্বিদ্যতে পরং॥
সত্যস্য বচনং শ্রেয়ঃ সত্যাদপি হিতং বদেৎ।
যদ্ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতং মম॥[৪]

সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ (কিছুই) নাই। সত্য বল শ্রেয়ঃ (প্রদ)। সত্য হইতেও হিত (বচন) বলিবে। যাহাতে প্রাণিগণের আত্যন্তিক হিত হয়, তাহাই সত্য, ইহাই আমার মত।'

ব্যবহারভূমির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়াই দেবর্ষি নারদ শুকদেবকে ঐ উপদেশ করেন। "যাহা ইহলোকে হিত হইবে" তাহাতে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে শুক নারদকে প্রার্থনা করেন।[৫] তাহাতে নারদ তাঁহাকে ঐ হিতোপদেশ করেন। কিন্তু তিনি ইহাও বলেন যে পরমার্থ উহা হইতে ভিন্ন। পরমার্থ লাভার্থ তিনি শুকদেবকে বলেন,

"ত্যজ ধর্ম্মমধর্ম্মং চ তথা সত্যানৃতে ত্যজ॥"
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তং ত্যজ॥"[৬]

'ধর্মকে এবং অধর্মকে ত্যাগ কর। তথা সত্যকে এবং অনৃতকে ত্যাগ কর। সত্য এবং অসত্য উভয়কে ত্যাগ করিয়া, যাহা দ্বারা (উহাদিগকে) ত্যাগ করিয়াছ, তাহাকেও ত্যাগ কর।' "অসঙ্কল্প দ্বারা (অর্থাৎ সঙ্কল্প পরিত্যাগ দ্বারা) ধর্মকে ত্যাগ কর এবং অলিপ্সা দ্বারা অধর্মকে ত্যাগ কর। ("সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই) বুদ্ধি দ্বারা সত্য ও অনৃত উভয়কে ত্যাগ কর। আর পরম (তত্ত্বকে) নিশ্চয় করিয়া ঐ বুদ্ধিকে ত্যাগ কর।"[৭] তাৎপর্য এই যে সর্বত্র ব্রহ্মবুদ্ধি হইলে,—সমস্ত ব্রহ্ম

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১৫।৮-৮
২) ঐ, ৭।১৫।১০-১ (পূর্বে দেখ)
৩) মহাভা, ১২।২৮৭।১৯'২-২০
৪) মহাভা, ১২।৩২৯।১২'২-১৩
৫) মহাভা, ১২।৩২৯।৪২
৬) মহাভা, ১২।৩২৯।৪০ ; ১২।৩৩১।৪৪ ('তথা' স্থলে 'উভে' পাঠান্তরে)
৭) মহাভা, ১২।৩২৪।৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিয়া বোধ হইলে সত্য ও অসত্য ভেদ থাকিবে না। অনন্তর ব্রহ্ম নির্গুণ ও নির্বিশেষ বলিয়া অবগতি হইলে সর্বের জ্ঞান লোপ পাইবে,—সর্ব থাকিবে না ; সুতরাং তখন বুদ্ধিমান্‌ও থাকিবে না, বুদ্ধিও থাকিবে না।

আত্মজ্ঞান

দেবর্ষি নারদ শুকদেবকে বলেন,

"আত্মজ্ঞানং পরং জ্ঞানং"[১]

'আত্মজ্ঞানই পরম জ্ঞান।' "(আত্মজ্ঞানী) আত্মাকে লোকসমূহে এবং লোকসমূহকে আত্মাতে বিতত দেখেন। যিনি সর্বাবস্থায় সর্বকালে সর্বভূতকে (আত্মাতে, তথা আত্মাকে সর্বভূতে) দর্শন করেন, সেই পরমদর্শীর জ্ঞানমূলা শক্তি বিনষ্ট হয় না। সর্বভূতের সহিত (নিজ আত্মার ঐ) সংযোগ অশুভ কর্ম দ্বারা হয় না। (আবার) যে মোহজ বিবিধ ক্লেশসমূহকে জ্ঞান দ্বারা অতিক্রম করিয়াছে, লোকে বুদ্ধিপ্রকাশ হেতু তাহার লোকমার্গ হিংসিত হয় না (অর্থাৎ জ্ঞানোদয়ের পরে লোকাচার বিরুদ্ধ কর্ম করে না, কিংবা স্বৈরাচারী হয় না)। তীর্থবিৎ ভগবান্‌[২] বলিয়াছেন যে এই দেহে (হৃদয়ের অভ্যন্তরে) স্থিত জীব অনাদি, অবিনাশী এবং অব্যয়, তথা অমূর্ত (অর্থাৎ নিরাকার, বিভু) এবং অকর্তা।"[৩] পরন্তু মোহবশত সে নিজেকে মূর্ত এবং কর্তা মনে করিতেছে, এবং নানাপ্রকার কর্ম করিয়া সংসারে নানাযোনিতে নিরন্তর চক্রবৎ পরিভ্রমণ করিতেছে, এইরূপে বন্ধগ্রস্ত হইয়াছে এবং বহু দুঃখ ভোগ করিতেছে।[৪]

ঐ মোহজাল হইতে মুক্ত হইয়া আত্মজ্ঞান লাভার্থ, সুতরাং সংসারবন্ধন এবং দুঃখভোগ হইতে মুক্তি লাভার্থ, দেবর্ষি নারদ শুককে বলেন, "তুমি (কর্মের) বন্ধন হইতে এবং (পরে) কর্ম হইতেও নিবৃত্ত হইয়া সর্বজিৎ এবং সর্ববিৎ সিদ্ধ হও। (অনন্তর) (সর্ব) ভাব বিবর্জিত হও।"[৫] ঐ প্রকার হওয়া যে বস্তুত সম্ভব তাহা প্রতিপাদন করিতে, তথা শুককে উৎসাহিত করিতে, তিনি বলেন, "বহু জনে সংযম ও তপস্যার বলে বন্ধকে নিবৃত্ত করত নির্বাধ সুখোদয় রূপ সিদ্ধি সংপ্রাপ্ত হইয়াছেন।"[৬] সর্বভাববির্জিত হওয়ার জন্য তিনি বলেন "ধর্মকে ও অধর্মকে ত্যাগ কর" ইত্যাদি। নারদ আরও বলেন, "যিনি সর্বারম্ভপরিত্যাগী, নিরাশী এবং নিষ্পরিগ্রহ,—সর্বও যাঁহার দ্বারা পরিত্যক্ত হইয়াছে, তিনিই বিদ্বান্‌ এবং তিনিই পণ্ডিত। যিনি আত্মবশ্য ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ইন্দ্রার্থসমূহে বিচরণ করেন, অথচ উহাদিগেতে আসক্ত থাকেন না ; যিনি শান্তাত্মা, নির্বিকার ও সমাহিত ; যিনি দেহেন্দ্রিয়াদির সহিত থাকিয়াও অতদ্ভূত (অর্থাৎ উহাদের সহিত তাদাত্ম্যাপন্ন হন নাই,—নিজেকে উহাদের হইতে পৃথক্‌ বলিয়া অনুভব করেন), তথা উহাদের বিনাও থাকেন (অর্থাৎ দেহবোধও যাঁহার থাকে না), তিনিই বিমুক্ত। তিনি অচিরে পরম শ্রেয় অধিষ্ঠিত হন। হে মুনি! যাঁহার ভূতবর্গের সহিত সদা অদর্শন, অস্পর্শন

---

১) মহাভা, ১২।৩২৯।১২.২

২) ঐ "তীর্থবিৎ ভগবান্‌" কে তাহা পরিষ্কার বলা হয় নাই। তিনি হয়ত ভাগবতধর্মের প্রতিষ্ঠাতা ভগবান্‌ নারায়ণ ঋষিই, অথবা ভগবান্‌ সনৎকুমার।

৩) মহাভা, ১২।৩২৯।৫০.২-৫৪.১

৪) মহাভা, ১২।৩২৯।৫৪.২-৫৮.১

৫) মহাভা, ১২।৩২৯।৫৮.২-৫৯.১

৬) মহাভা, ১২।৩২৯।৫৯.২-৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং অসম্ভাষণ হয় (অর্থাৎ সর্বের বা চিদচিৎ জগৎপ্রপঞ্চের বোধ যাঁহার থাকে না, তিনি পরম শ্রেয় লাভ করেন।" ইত্যাদি।[১]

দেবর্ষি নারদ প্রাচীনবর্হিকে, অধ্যাত্মতত্ত্বের উপদেশ দিয়াছিলেন।[২] উহার সংক্ষিপ্তসার আমরা অন্যত্র বিবৃত করিয়াছি।[৩] তথা হইতে এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,—

"তিনি (নারদ) বলেন, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, সুতরাং নির্গুণ এবং স্বয়ংজ্যোতি। পরন্তু অজ্ঞানবশতঃ প্রকৃতির মোহে পতিত হয়। সত্ত্বাদি প্রকৃতির গুণে অভিমান বশতঃ বিবশ হইয়া ভালমন্দ নানাবিধ কর্ম করিয়া থাকে, এবং সেইহেতু নানা যোনিতে পরিভ্রমণ করে। প্রকৃতিজ দেহেন্দ্রিয়াদির ধর্ম আপনাতে আরোপ করিয়া নানা ক্লেশ ভোগ করিয়া থাকে।[৪]

"অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
মনসা লিঙ্গরূপেণ স্বপ্নে বিচরতো যথা॥"[৫]

'যেমন মনোময় লিঙ্গশরীর দ্বারা স্বপ্নে বিচরণকারীর স্বপ্নজগৎ বস্তুতঃ না থাকিলেও নিবৃত্ত হয় না, সেই প্রকার এই দৃশ্য-প্রপঞ্চ বস্তুতঃ না থাকিলেও (উহাতে অভিনিবেশকারী) জীবের জন্ম-মৃত্যু-পরংপরা বন্ধ হয় না।' স্বপ্নে দৃষ্ট স্বপ্নান্তর যেমন প্রথম স্বপ্ন হইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নহে, তেমন কেবল কর্ম দ্বারা কর্মজ সংসৃতি হইতে ঐকান্তিক মুক্তি হইতে পারে না। কেননা, উভয়েই অবিদ্যা-জনিত।[৬] একমাত্র জ্ঞান ও বৈরাগ্য দ্বারাই উহার প্রতিকার হয় এবং বাসুদেবে ঐকান্তিক ভক্তি দ্বারা ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্য লাভ হয়।[৭]

"অতস্তদপবাদার্থং ভজ সর্বাত্মনা হরিম্।
পশ্যংস্তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ॥"[৮]

'অতএব উহার (অর্থাৎ অবিদ্যাজ কর্মবন্ধন জনিত সংসৃতির) অপবাদার্থ যাঁহা হইতে এই বিশ্ব-প্রপঞ্চের উৎপত্তি, স্থিতি এবং লয় হয়, ইহাকে তদাত্মক বলিয়া জানিয়া, সেই হরিকে সর্বান্তঃ-করণে ভজন কর।' সুতরাং দেখা যায়, জগৎকে বস্তুত ব্রহ্ম বলিয়া জানাই, নারদের মতে, হরির ঐকান্তিক ভক্তি। তিনি প্রতীয়মান জগৎকে স্বপ্নবৎ মনে করিতেন। সেইহেতু বলিয়াছেন যে পরলোকে কর্মফল ভোগ স্বপ্নে ভোগের সদৃশ।[৯] তিনি বলেন, লিঙ্গশরীরাবচ্ছিন্ন চৈতন্যই জীব।[১০]

"স বৈ প্রিয়তমশ্চাত্মা যতো ন ভয়মণ্বপি।
ইতি যো বেদ স বৈ বিদ্বান্ যো বিদ্বান্ স গুরুর্হরিঃ॥"[১১]

---

১) মহাভা, ১২।৩২৯।১৪-১৭—
২) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৪।২৮।৬৫ ; পূর্বে দেখ।
৩) 'প্রাচীন অদ্বৈত-কাহিনী', ২য় খণ্ডে, দেখ।
৪) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৪।২৯।২৪-৩১
৫) ঐ, ৪।২৯।৩৫ কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারেও নারদ উহার পুনরুল্লেখ করিয়াছেন

"অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি সংসৃতির্ন নিবর্ততে।
ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা॥"—(ঐ, ৪।২৯।৭৩)

৬) "নৈকান্ততঃ প্রতীকারঃ কর্মণাং কর্ম কেবলম্।
দ্বয়ং হ্যবিদ্যোপসৃতং স্বপ্নে স্বপ্ন ইবানঘ॥"—(ঐ, ৪।২৯।৩৪)

আরও দেখ—ঐ, ৪।২৯।৪৭ ; ৪।২৫।৪
৭) ঐ, ৪।৩৯।৩৬-৭
৮) ঐ, ৪।২৯।৭৯
৯) ঐ, ৪।২৯।৬১
১০) ঐ, ৪।২৯-৭৪
১১) ঐ, ৪।২৯।৫১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যাহা হইতে অণুমাত্রও ভয় হয় না, তাহাই প্রিয়তম আত্মা। যে তাহাকে জানে সে নিশ্চয়ই জ্ঞানী এবং যে জ্ঞানী সে নিশ্চয়ই গুরু ও হরি।' অর্থাৎ, যেমন শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মবিদ্ নিশ্চয়ই ব্রহ্ম হয়।

"ঐ প্রসঙ্গে দেবর্ষি নারদ পুরঞ্জনের উপাখ্যান বর্ণনা করেন। ঐ উপাখ্যান রূপক কল্পনামাত্র। পুরঞ্জন জীবই। আপনার ভোগের জন্য নানাবিধ-দেহরূপ পুর নির্মাণ করে বলিয়া জীবকে 'পুরঞ্জন' বলা হয়। জীব ভোগের জন্য নবদ্বার দেহে প্রবেশ করত অহন্তা-মমতা-জননী বুদ্ধিরূপা যুবতী স্ত্রীর সহিত দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত নানা প্রকারে ভোগ করে।[১] কাল উপস্থিত হইলে পুরঞ্জন ঐ দেহ পরিত্যাগ করত বিদর্ভরাজের দুহিতা রূপে জন্মগ্রহণ করে। তথায় পতির মৃত্যুতে শোকে আকুলা রাজপুত্রীকে সান্ত্বনা দিতে ব্রাহ্মণ-বেশী ভগবান্ আত্ম-তত্ত্বের উপদেশ প্রদান করেন।

"ন ত্বং বিদর্ভদুহিতা নায়ং বীরঃ সুহৃত্তব।
ন পতিস্ত্বং পুরঞ্জন্যা রুদ্ধো নবমুখে যয়া॥
মায়া হ্যেষা ময়া সৃষ্টা যৎ পুমাংসং স্ত্রিয়ং সতীম্।
মন্যসে নোভয়ং যদ্বৈ হংসৌ পশ্যাবয়োর্গতিম্॥
অহং ভবান্ ন চান্যস্ত্বং ত্বমেবাহং বিচক্ষ্ব ভোঃ।
ন নৌ পশ্যন্তি কবয়শ্ছিদ্রং জাতু মনাগপি॥
যথা পুরুষ আত্মানমেকমাদর্শচক্ষুষোঃ।
দ্বিধাভূতমবেক্ষেত তথৈবান্তরমাবয়োঃ॥"[২]

'তুমি বিদর্ভ-দুহিতা নহ, এবং এই (মৃত) বীর তোমার সুহৃদ নহে। যে তোমাকে নবদ্বার পুরীতে অবরুদ্ধ করিয়াছে, সেই পুরঞ্জনীর পতিও তুমি নহ। তুমি যে আপনাকে (কখন) পুরুষ এবং (কখন) সতী স্ত্রী মনে করিতেছ, তাহা মৎসৃষ্ট মায়া। (প্রকৃতপক্ষে) তুমি উভয়ই নহ। বস্তুত আমরা হংস। আমাদের তত্ত্ব তুমি জান। তুমি আমিই, অন্য নহ এবং আমি নিশ্চয়ই তুমি—অহে, ইহা তুমি বিশেষরূপে অবগত হও। তত্ত্বদর্শিগণ আমাদের উভয়ের মধ্যে কখনও কিঞ্চিৎ মাত্রও অন্তর দেখেন না। যেমন পুরুষ এক আপনাকে দর্পণে এবং (অপরের) চক্ষুতে দ্বিধাভূত বলিয়া দেখে, আমাদের অন্তরও সেই প্রকার।' নারদ বলেন, ঈশ্বর দ্বারা এই প্রকারে প্রতিবোধিত হইয়া জীব বিস্মৃত আত্মজ্ঞানকে পুনঃ প্রাপ্ত হইয়া স্বস্থ হয়।[৩] যেহেতু ঈশ্বরকে নাম, ক্রিয়া, কিংবা গুণ দ্বারা জানা যায় না, সেইহেতু তাঁহাকে ঐ উপাখ্যানে 'অবিজ্ঞাত' বলা হইয়াছে।[৪]

দেবর্ষি নারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে "নারায়ণের মুখ হইতে শ্রুত সনাতন ধর্ম" ব্যাখ্যা করেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি আত্মতত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা যাহা বলেন তাহা সংক্ষেপে অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে।[৫] তথা হইতে একাংশ এইখানে উদ্ধৃত করিতেছি ;

১) কথিত হইয়াছে যে অহন্তামমতা-কৃৎ বুদ্ধি এই দেহে কোথা হইয়াছে, কে উহাকে সৃষ্ট হইয়াছে, এবং উহার স্বরূপ কি তাহা নিরূপণ করা যায় না। (ঐ, ৪।২৫।৩৩—৩৪)

২) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৪।২৮।৬০-৩ ৩) ঐ, ৪।২৮।৬৪ ৪) ঐ, ৪।২৯।৩

৫) 'প্রাচীন অদ্বৈত-কাহিনী', ২য় খণ্ড, দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ব্রহ্মই শরীর পরিগ্রহণ করিয়া জীব সাজিয়াছেন।

"পুরাণ্যনেন সৃষ্টানি নৃতির্যগৃষিদেবতাঃ।
শেতে জীবেন রূপেণ পুরেষু পুরুষো হ্যসৌ॥"[1]

তিনি মনুষ্য, তির্যক্, ঋষি, দেবতা, (প্রভৃতি শরীররূপ) পুরসমূহ সৃষ্টি করিয়া জীব রূপে উহা-দিগেতে শয়ন করিয়া আছেন। সেইহেতু তিনি 'পুরুষ' (নামে অভিহিত হন)।' সুতরাং জীবে জীবে ভেদ শরীরোপাধিবশতঃই। উপাধির তারতম্য হেতু জীবেরও তারতম্য হইয়া থাকে।[2] যখন জীব আপন ব্রহ্মস্বরূপ উপলব্ধি করে, আপনাকে ব্রহ্ম বলিয়া জানে, তখন তাহার সমস্ত পূর্ববাসনা বিনষ্ট হয়, এবং তখন সে আর এই দেহে বাস করে না।[3] ঐ আত্ম-জ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান বা স্বরূপজ্ঞান লাভের জন্যই জীবকে সাধনা করিতে হয়। ব্রহ্মের জীবরূপে বন্ধন আবার ব্রহ্মরূপে মোক্ষ অবশ্যই বাস্তব নহে, মায়ামাত্র।

"বন্ধং চ মোক্ষং চ মায়ামাত্রং ন বস্তুতঃ।"[4]

তথাপি যতক্ষণ বন্ধনের ভান আছে, ততক্ষণ মোক্ষের জন্য সাধন করিতেই হইবে। নারদ বলেন, যাবৎকাল "আন্বীক্ষিকী বিদ্যা" বা তত্ত্বজ্ঞানে অধিকার না হয়, তাবৎকাল পর্যন্ত বানপ্রস্থী ব্রততপশ্চর্যা করিবেক। পরে আত্ম-বিলয় ভাবনা করিবেক।[5] তিনি অহন্তা-মমতা পরিত্যাগ করত এই দেহেন্দ্রিয়সংঘাতকে উহার যথোচিত কারণে ভাবনা দ্বারা লয় করিবেক। স্ব স্ব উদ্ভবস্থান অনুসারে ইন্দ্রিয়সমূহকে আকাশে, শ্বাসপ্রশ্বাসকে বায়ুতে, উষ্ণবস্তুসমূহকে তেজে, রক্তাদি জলীয় বস্তুসমূহকে জলে এবং অস্থি প্রভৃতি কঠিন বস্তুসমূহকে পৃথিবীতে বিলয় করিবেক।

"ইত্যক্ষরতয়াত্মানং চিন্মাত্রমবশেষিতম্।
জ্ঞাত্বাঽদ্বয়োঽথ বিরমেদ্দগ্ধযোনিরিবানলঃ॥"[6]

'এই প্রকারে (সমস্ত উপাধি বিলয় করত) অবশিষ্ট চিন্মাত্র আত্মাকে অক্ষর (ব্রহ্ম) বলিয়া জানিয়া অদ্বয় হইয়া দগ্ধেন্ধন অগ্নির ন্যায় বিরাম লাভ করিবেক।' আর সন্ন্যাসী

"পশ্যেদাত্মন্যদো বিশ্বং পরে সদসদোঽব্যয়ে।
আত্মানং চ পরং ব্রহ্ম সর্বত্র সদসন্ময়ে॥
সুপ্তপ্রবোধয়োঃ সন্ধাবাত্মনো গতিমাত্মদৃক্।
পশ্যন্ বন্ধং চ মোক্ষং চ মায়ামাত্রং ন বস্তুতঃ॥"[7]

'এই বিশ্বপ্রপঞ্চকে সৎ ও অসৎ হইতে পর অব্যয় আপনাতে এবং পরব্রহ্মস্বরূপ আপনাকে সদ-সন্ময় বিশ্বপ্রপঞ্চের সর্বত্র দেখিবেক। আত্মদৃষ্টিকামী (যতি) স্বপ্ন ও জাগ্রতের সন্ধিস্থলে (স্থিত

---

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১৪।৩৭ ২) ঐ, ৭।১৪।৩৮

৩) "আত্মানং চেদ্বিজানীয়াৎ পরং জ্ঞানধুতাশয়ঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য বা হেতোর্দেহং পুষ্ণাতি লম্পটঃ॥"—(ঐ, ৭।১৫।৪০)

ইহা ব্রহ্মিষ্ঠ মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের বাণীর প্রতিধ্বনি মাত্র।

"আত্মানং চেদ্বিজানীয়াদয়মস্মীতি পুরুষঃ।
কিমিচ্ছন্ কস্য কামায় শরীরমনুসংজ্বরেৎ॥"—(বৃহউ, ৪।৪।১২)

৪) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১৩।৫'২

৫) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১২।২৪-৩১ ৬) ঐ, ৭।১২।৩১ ; আরও দেখ—ঐ, ৭।১৫।৫২'২-৫৩ ৭) ঐ, ৭।১৩।৪-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তির ন্যায়) আত্মতত্ত্ব অবগত হইবেক। বন্ধন ও মোক্ষ মায়ামাত্র, বস্তুত নহে!' এই প্রসঙ্গে নারদ প্রহ্লাদ ও অজগরবৃত্তি-পরায়ণ জনৈক মুনির সংবাদ বর্ণনা করেন। অজগর মুনি প্রহ্লাদকে বলেন, আত্মা আনন্দস্বরূপ এবং উহার সংসার ভোগসমূহ মনঃসংস্পর্শজমাত্র।[১] পরন্তু

"ইত্যেতদাত্মনঃ স্বার্থং সন্তং বিস্মৃত্য বৈ পুমান্।
বিচিত্রামসতি দ্বৈতে ঘোরামাপ্নোতি সংসৃতিম্॥"[২]

'পুরুষ আপনার এই সত্য স্বার্থ (অর্থাৎ আনন্দস্বরূপতা) বিস্মৃত হইয়া (সুখের আশায়) অসৎ দ্বৈতপ্রপঞ্চে (আসক্ত হয় এবং সেইহেতু) বিচিত্র এবং ঘোর সংসৃতি প্রাপ্ত হয়।' আত্মা ভিন্ন জগৎকে বাস্তব মনে করাতে ("অন্যত্রার্থদৃক্ স্বতঃ") জীব উহার প্রতি প্রভাবিত হয়।[৩] এই রূপে দেখা যায়, অজগর মুনির মতে, আত্মাই একমাত্র সত্য বস্তু, দ্বৈতপ্রপঞ্চ অসৎ। ইত্যাদি

জগৎ স্বপ্নবৎ ভ্রমমাত্র

ঐ আত্মজ্ঞান ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে নারদ বলিয়াছেন যে জগতের উৎপত্ত্যাদি ব্রহ্ম হইতেই হয় এবং উহা তদাত্মক। "তদাত্মকং বিশ্বং স্থিত্যুৎপত্ত্যপ্যয়া যতঃ")। তাহাতে মনে হইবে যে তিনি জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করিতেন। পরন্তু ঐ অনুমান সত্য হইবে না। কেননা, তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে জগৎ অসৎ ("অসতি দ্বৈতে"); উহা বস্তুতঃ নাই ("অর্থে হ্যবিদ্যমানেঽপি")। উহা স্বপ্নবৎ ("ধ্যায়তো বিষয়ানস্য স্বপ্নেঽনর্থাগমো যথা")। তিনি বলেন,

"আবাধিতোঽপি হ্যাভাসো যথা বস্তুতয়া স্মৃতম্।
দুর্ঘটত্বাদৈন্দ্রিয়কং তদ্বদর্থবিকল্পিতম্॥"[৪]

'আভাস (যুক্তিবিচারে) সর্বপ্রকারে বাধিত হইলেও যেমন দুর্ঘটত্ব হেতু বস্তুরূপে স্মৃত হইয়া থাকে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগৎও সেই প্রকার বাস্তব বলিয়া বিকল্পিত হইয়া থাকে।',

"স্যাৎ সাদৃশ্যভ্রমস্তাবদ্‌বিকল্পে সতি বস্তুনঃ।
জাগ্রৎস্বপ্নৌ যথা স্বপ্নে তথা বিধিনিষেধতা॥"[৫]

দৃশ্যপ্রপঞ্চ প্রকৃত পক্ষে মনঃকল্পনা মাত্র হইলেও যে পর্যন্ত ঐ বিকল্প থাকে, সেই পর্যন্ত উহাতে বস্তুর সাদৃশ্য ভ্রম থাকে, এবং সেই পর্যন্ত স্বপ্নে জাগ্রৎ ও স্বপ্নের প্রতীতির তুল্য, শাস্ত্রে বিধি-নিষেধতাও থাকে।'

"ভ্রমমিমং দ্বিতয়ং"[৬]

'এই দ্বৈতবোধ ভ্রমমাত্র।' দ্বৈতজগৎকে ভ্রমমাত্র বলিয়া মানিতেন বলিয়াই দেবর্ষি নারদ বলিতেন যে "জগদাত্মার পরম পদ" "দ্রব্যক্রিয়াজ্ঞানভিদাভ্রমাত্যয়ঃ" ('দ্রব্য, ক্রিয়া ও জ্ঞান ভেদ

১) ঐ, ৭।১৩।২৬ ২) ঐ, ৭।১৩।২৭
৩) ঐ, ৭।১৩।২৮
৪) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৭।১৫।৫৮ ৫) ঐ,, ৭।১৫।৬১ ৬) ঐ, ৬।১৫।২৮-১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপ ভ্রমের অতীত')।[১] অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বরূপ ব্যবহারিক দৃষ্টিতে জগদাত্মক বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও, প্রকৃতপক্ষে তদ্বৎ নহে। কেননা, জগৎ ভ্রমমাত্র এবং ঐ ভ্রম উহাতে পরমার্থ দৃষ্টিতে নাই; সুতরাং ব্রহ্ম প্রকৃতপক্ষে জগদাত্মক নহে।

দেবর্ষি নারদ পরমর্ষি ব্যাসকে বলেন যে পূর্বজন্মে ব্রহ্মবিদ্ মুনিগণের সৎসঙ্গ এবং কৃপা বলে তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে তিনি ইহা উপলব্ধি করেন যে তিনি পরব্রহ্মই এবং সদসদাত্মক এই জগৎপ্রপঞ্চ তাঁহাতে তাঁহার নিজ মায়া দ্বারা কল্পিত।[২]

শোক করিতে নাই

নারদ বলেন, কখনও কোন বিষয়ের জন্য শোক করিতে নাই। যদি কখনও কোন কারণে শোক উৎপন্ন হয়, তবে উহাকে বিনাশার্থ অশোক, শান্তিকর এবং শিব শাস্ত্র শ্রবণ করিবে। তাহা শুনিলে জ্ঞান লাভ হইবে এবং জ্ঞান লাভ হইলে আনন্দ লাভ হইবে।[৩] যেই সকল দ্রব্য সমতীত হইয়া গিয়াছে, উহাদের গুণের চিন্তা করিবে না। কেননা, তাহাতে উহাদের প্রতি সমাদর উৎপন্ন হইবে, আর যে উহাদিগকে সমাদর করিতে থাকে, তাহার স্নেহবন্ধন প্রমুক্ত হয় না। সুতরাং যে বিষয়ে অনুরাগ প্রবৃত্ত হইতে থাকে, তাহার দোষ দর্শন করিতে থাকিবে এবং তাহার দ্বারা নিজের অনিষ্ট বাড়িতেছে বলিয়া দেখিবে। তাহাতে উহার প্রতি শীঘ্র বিরাগ হইবে।[৪] "যে গত বিষয়ের জন্য অনুশোচনা করে, তাহার ধর্ম, অর্থ কিংবা যশ (লাভ) হয় না। অধিকন্তু সে অভাবেরই সহিত (অর্থাৎ যাহার অভাব হইয়া গিয়াছে, সুতরাং যাহা আর লাভ হইবে না, উহারই সহিত) যুক্ত হয় এবং তাহার অনুশোচনা নিবৃত্ত হয় না।"[৫] "যে মৃত কিংবা নষ্ট অতীত বিষয়ের জন্য অনুশোচনা করে, সে দুঃখের দ্বারা দুঃখ লাভ করে। (সুতরাং) সে দুই অনর্থ প্রাপ্ত হয়।"[৬] "যদি এমন কোন শারীরিক কিংবা মানসিক দুঃখ উপস্থিত হয়, যাহাতে (প্রতিকারার্থ) যত্নও করা যায় না, তাহার চিন্তা করিবে না। ইহাই দুঃখের ঔষধ যে উহার বিষয়ের চিন্তা করিবে না। (অর্থাৎ দুঃখের বিষয়ের চিন্তা না করাই দুঃখনাশের মহৌষধ) উহার বিষয়ে চিন্তা করিতে থাকিলে উহা বিদূরিত হয় না, বরং আরও বৃদ্ধি পায়। প্রজ্ঞা দ্বারা মানস দুঃখকে এবং ঔষধের দ্বারা শারীর দুঃখকে বিনাশ করিবে। বিজ্ঞানের ঐ সামর্থ্য আছে। (সুতরাং) মূর্খের সমান হইবে না।"[৭]

"ন জানপদিকং দুঃখমেকঃ শোচিতুমর্হতি।
অশোচন্ প্রতিকুর্বীত যদি পশ্যেদুপক্রমম্॥"[৮]

'যাহা সমগ্র জনপদের উপর আপতিত হয়, সেই দুঃখের জন্য একজনের (বা একাকী) শোক করা উচিত নহে। শোক না করিয়া, যদি উহার উপক্রম দেখা যায়, তাহার প্রতীকার করিবে।' মহাত্মা বিদুরও প্রায় সেই প্রকার বলিয়াছেন।[৯]

---

১) ঐ, ৪।৩১।১৬ আরও দেখ—ঐ, ৪।৩১।১৭
২) ঐ, ১।৫।২৭-২ (পূর্বে দেখ)।
৩) মহাভা, ১২।৩৩০।১
৪) মহাভা, ১৩।৩৩০।৫-৬
৫) মহভা, ১২।৩৩০।৭
৬) মহাভা, ১২।৩৩০।৯
৭) মহাভা, ১২।৩৩০।১১-৩
৮) মহাভা, ১২।৩৩০।১৫
৯) মহাভা, ১১।২ অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণুর মায়া দর্শন

কোন কোন পুরাণে দেবর্ষি নারদের "বিষ্ণুর মায়া" দর্শনের এবং তদ্‌হেতু বিড়ম্বনা প্রাপ্তির আখ্যায়িকা আছে। 'ব্রহ্মপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে[১] "ব্রহ্মাত্মজ" দেবর্ষি নারদ ভগবান বিষ্ণুর পরম ভক্ত ছিলেন। তাঁহার ভক্তির দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্‌ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন, এবং তাঁহাকে বর মাগিতে বলেন। তখন নারদ বলেন, "হে জনার্দন, তোমার যে পরম মায়া, তাহা আমি জানিতে ইচ্ছা করি।" ভগবান নিবারণ করিলেও "অতিমূঢ়ভাব বশতঃ" নারদ মানিলেন না; বার বার সেই বরই মাগিতে লাগিলেন। তখন ভগবান্‌ তাঁহাকে বলেন, 'তুমি এই পুকুরের জলে ডুব দাও; তখন আমার মায়া জানিবে।' তদনুসারে নারদ সেই পুকুরের জলে ডুব দেন। তিনি কাশীর রাজার সুশীলা নামক কন্যা হন। যৌবনে উপনীত হইলে কাশীপতি সুশীলাকে বিদর্ভরাজের পুত্র সুধর্মের সহিত বিবাহ দেন। নবদম্পতি অতুল কামসমূহ ভোগ করিতে থাকেন। কালক্রমে বিদর্ভরাজের মৃত্যু হয়। সুধর্ম রাজা হন এবং বিদর্ভরাষ্ট্র উত্তমরূপে পরিপালন করেন। তাহার বহু পুত্র ও পৌত্র জন্মগ্রহণ করে। অনন্তর কোন সময়ে কাশীর রাজার সহিত তাঁহার জামাতা বিদর্ভরাজ সুধর্মের যুদ্ধ বাধে। ঐ ভীষণ যুদ্ধে বিদর্ভপতি এবং কাশীপতি উভয়েই, পুত্রপৌত্রাদি সহ, নিধন প্রাপ্ত হন। ঐ সংবাদ পাইয়া রাণী সুশীলা কাঁদিতে কাঁদিতে স্বীয় রাজধানী হইতে নির্গত হইয়া রণস্থলে উপনীত হন। সেইখানে তিনি তাঁহার মাতাকেও উপস্থিত দেখিতে পাইলেন। পিতৃবংশের এবং পতিবংশের ঐ শোচনীয় পরিণাম দেখিয়া সুশীলা অতীব মর্মাহত হন এবং ভীষণ বিলাপ করিতে থাকেন। শোকের ঐ মহাবেগ কথঞ্চিৎ শান্ত হইলে তিনি নিজের পতির এবং পিতার, তথা ভাইগণের ভ্রাতুষ্পুত্রগণের এবং পুত্রগণের ও পৌত্রগণের, শবদেহসমূহ খুঁজিয়া বাহির করত মহাশ্মশানে লইয়া যান এবং মহাচিতায় অগ্নি প্রদান করেন। অগ্নি উত্তম রূপে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিলে সুশীলা হঠাৎ 'হা পুত্র, হা পুত্র' বলিয়া অতি উচ্চ স্বরে চীৎকার করিতে করিতে বেগে সেই অগ্নিতে ঝাঁপ দেন। তখন তিনি পুনরায় নারদ মুনি হন। ঐ অগ্নি নির্মল স্ফটিক হয়। ঐ পুকুর পূর্ণ হয়। নারদ, যেন উহা হইতে উত্তীর্ণ হইয়া, সম্মুখে চতুর্ভুজ ভগবান্‌কে দর্শন করেন। উনি ঈষৎ হাসিয়া নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, 'হে মহর্ষি! বল দেখি তোমার পুত্র কে? কাহার মৃত্যুতে তুমি বুদ্ধি-ভ্রষ্ট হইয়া এমন শোক করিতেছ? তাহাতে নারদ অতীব লজ্জিত হন এবং কিছুই বলিতে না পারিয়া মৌন রহিলেন। তখন বিষ্ণু বলেন, "হে নারদ! আমার মায়া ঈদৃশী কষ্টরূপা। ব্রহ্মা, রুদ্র, ইন্দ্র, প্রভৃতি (দেবগণ)ও উহাকে

নারদ বিদুর

১২।৩০।৭'১ = ১১।২।২৯'

১২।৩০।৭'২ = ১১।২।২৬'২

১২।৩০।১২ = ১১।২।২৭'২-২১'১

১২।৩০।১৩ = ১১।২।৩১

১২।৩০।১৪ = ১১।২।২৫

১২।৩২০।১৫ = ১১।২।২৬'১, ২৭'১

১) ব্রহ্মপু, ১।১২১।৪৪— 'ব্রহ্মরাণে'র ঐ অধ্যায়ের নাম "বিষ্ণুধর্মানুকীর্তনে মায়াপ্রাদুর্ভাবনিরূপণং"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(যথাযথ) জানিতে সমর্থ নহে। সেই দুর্বিভাব্যকে তুমি কি প্রকারে জানিবে?" তখন নারদ ভগবানের নিকট ভক্তি প্রার্থনা করেন।

কথিত হইয়াছে যে ঐ আখ্যায়িকা পরমর্ষি ব্যাস অপর মুনিগণের নিকট বর্ণনা করেন। তিনি প্রথমে বলেন, "তাঁহার (ভগবান্ বিষ্ণুর) যে গহ্বরী মায়া, তাহা সুরগণের তথা অসুরগণেরও দুর্বিজ্ঞেয়। উহা মনুষ্যদিগের মহামোহকরী এবং অকৃতাত্ম ব্যক্তিগণ দ্বারা দুস্তরা। …স্বপ্নেন্দ্রজাল-সঙ্কাশা সেই মায়া লোককর্ষিণী। কেশব (স্বয়ং) ব্যতীত অপর কে হরির মায়াকে বিজ্ঞাত হইতে সমর্থ হয়?[১] উহার দৃষ্টান্ত রূপেই তিনি নারদের ঐ কথা বর্ণনা করেন। উহার উপসংহারে তিনি বলেন, "হে বিপ্রগণ! মৎকর্তৃক এই প্রকারে উক্ত হইল যে পরমেশ্বর মুরারির স্বপ্নেন্দ্রজাল-প্রতিমা মায়া,—যদ্‌হেতু জগৎ মোহ প্রাপ্ত হয়, তাহা—সুরগণেরও দুর্বিচিন্ত্য।"[২]

ঐ আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে বিষ্ণুর মায়ার প্রভাবে মনুষ্য আপন স্বরূপ বিস্মৃত হয় এবং যাহা সে বস্তুত নহে বা হয় নাই যেন সত্যসত্যই তাহাই বা তাহা হইয়াছে বলিয়াই নিজেকে মনে করে; অধিকন্তু যাহা প্রকৃতপক্ষে নাই কিংবা ঘটে নাই, তাহা যেন বস্তুতই আছে কিংবা ঘটিতেছে বলিয়া দেখে। তাই পরমর্ষি বলিয়াছেন, যে উহা স্বপ্ন এবং ইন্দ্রজালের সদৃশ। পরন্তু উহার প্রকৃত স্বরূপ দুর্বিভাব্য বা দুর্বিচিন্ত্য এবং দুর্বিজ্ঞেয়।

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদ এক সময়ে যোগেশ্বর কৃষ্ণের যোগমায়া জানিবার অভিলাষে দ্বারকায় গমন করেন।[৩] তিনি মনে মনে ভাবিলেন, "ইহা অতি বিচিত্র যে একই কৃষ্ণ একই শরীরে একই সময়ে পৃথক্ পৃথক্ গৃহে ষোল হাজার স্ত্রীকে বিবাহ করেন।"[৪] তিনি প্রথমে রুক্মিণীর গৃহে প্রবেশ করেন। তিনি দেখেন যে কৃষ্ণ রুক্মিণীর পর্যঙ্কের উপর বসিয়া আছেন এবং রুক্মিণী সমান গুণ, রূপ, বয়স ও আভরণ যুক্ত সহস্র দাসী সহ, তাঁহার সেবায় নিরত আছেন। তাঁহাকে দেখিয়াই কৃষ্ণ তাড়াতাড়ি পর্যঙ্ক হইতে ভূমিতে অবতরণ করেন; তাঁহার পায়ে আপন মস্তক রাখিয়া তাঁহাকে প্রণাম করেন; এবং দুই হাতে তাঁহার হাত ধরিয়া আপন আসনে বসান। অনন্তর কৃষ্ণ নারদের পাদ প্রক্ষালন করেন এবং সেই পাদোদক আপন শিরে ধারণ করেন। তারপর কৃষ্ণ যথাবিধি নারদকে পূজা করেন এবং সুমধুর বাণীতে তাঁহার আদেশ প্রার্থনা করেন। অতঃপর নারদ কৃষ্ণের আর এক পত্নীর গৃহে যান। তিনি দেখিলেন যে তথায় কৃষ্ণ আপন স্ত্রীর এবং উদ্ধবের সহিত অক্ষ ক্রীড়া করিতেছেন। কৃষ্ণ পরম ভক্তি সহকারে প্রত্যুত্থান, আসন, প্রভৃতির দ্বারা সেবা করেন এবং "অজ্ঞজনের ন্যায় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'আপনি কখন আসিয়াছেন?' আমাদের ন্যায় অপূর্ণ জনগণ পূর্ণ আপনাদিগের কি (সেবা) করিতে পারিবে? তথাপি, হে ব্রহ্মন্, আপনি কিছু

১) ঐ, ১।১২।১৮, ২০ ২) ঐ, ১।১২।৮৮

৩) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১০।৬৯ অধ্যায়। বিশেষভাবে ১৯শ শ্লোক দেখ।

৪) ঐ, ১০।৬৯।২;

'বিষ্ণুপুরাণে'ও উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণ নিজেকে ষোল হাজার একশ করেন এবং একই সময়ে এক এক শরীরে পৃথক্ পৃথক্ এক গৃহে এক কন্যাকে বিবাহ করেন। তাহাদের প্রত্যেকে এই ভাবিল যে 'কৃষ্ণ আমারই পাণিগ্রহণ করিয়াছেন। (বিষ্ণুপু, ৫।৩১।১৬-২০)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(সেবা) বলুন এবং আমার জন্ম সফল করুন'।"[১] এই প্রকারে নারদ কৃষ্ণের অপর স্ত্রীগণের প্রাসাদে পর পর গমন করেন এবং তাঁহার নূতন লীলা দর্শন করেন।[২] "মানুষভাবাপন্ন (কৃষ্ণের ঐ প্রকার) যোগমায়োদয় দর্শন করত নারদ হাসিতে হাসিতে তাঁহাকে বলেন, "হে যোগেশ্বরাত্মন্, আমি জানি যে তোমার যোগমায়া (ব্রহ্মাদি) মায়ীদিগেরও দুর্দৃশ্য। তথাপি তাহা, আপনার চরণসেবা দ্বারা, আমার নিকট নির্ভাত হইয়াছে॥[৩]

এই বিবৃতি হইতে মনে হইতে পারে যে '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরা'ণের মতে, দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণের মায়া দ্বারা সৃষ্ট পদার্থসমূহকে সত্য বলিয়া মনে করিতেন। পরন্তু ঐ ধারণা সত্য হইবে না। কেননা, উহার কিঞ্চিৎ পরে নারদ কৃষ্ণকে বলেন যে তিনি (নারদ) মায়াবী বিশ্বস্রষ্টা উহাঁর (কৃষ্ণের) দুরত্যয়া মায়া বহুশঃ দেখিয়াছেন।৬

"তবেহিতং কোঽর্হতি সাধু বেদিতুং
স্বমায়য়েদং সৃজতো নিয়চ্ছতঃ।
যদ্বিদ্যমানাত্মতয়াবভাসতে…"৬

অর্থাৎ এই জগৎপ্রপঞ্চ কৃষ্ণের স্বমায়া দ্বারা সৃষ্ট, পালিত এবং বিলয়িত হয়; উহা বস্তুতঃ বিদ্যমান না থাকিলেও বিদ্যমানরূপে অবভাসিত হয়। কৃষ্ণ কোন্ অভিপ্রায়ে ঐ অসৎ জগৎকে ঐ প্রকারে সৃষ্ট্যাদি করেন, কোন মনুষ্য তাহা জানিতে সমর্থ নহে।

কলহপ্রিয় ও কলহকর্তা

দেবর্ষি নারদের একটি দুর্গুণও ছিল দেখা যায়। সেইটি তাঁহার কলহপ্রিয়তা। কলহপ্রিয় ছিলেন বলিয়া তিনি অপরের মধ্যে কলহ বাধাইতেন। 'মহাভারতে' দেখা যায়, মহর্ষি বৈশম্পায়ন এক স্থলে বলিয়াছেন, দেবর্ষি নারদ "যুদ্ধসেবী";[৪] পরে অপর এক স্থলে বলিয়াছেন, তিনি "প্রকর্তা চ কলহানাং নিত্যং চ কলহপ্রিয়:" ('নিত্য কলহপ্রিয় এবং কলহসমূহের প্রকর্তা')।[৫]

'হরিবংশে'র মতে, দেবর্ষি নারদ "বিগ্রহসমূহের গ্রহোপম," "বিগ্রহ-রুচি", "বৈরিকেলিকিল" এবং "দ্বিতীয় কলির ন্যায়"।[৬] টীকাকার নীলকণ্ঠ বলেন, ধূমকেতু প্রভৃতি গ্রহের ন্যায় যুদ্ধবিগ্রহের সূচক বলিয়া নারদ 'বিগ্রহসমূহের গ্রহোপম'; বৈরীদিগের কেলি বা সংগ্রাম তাঁহার কিল বা ক্রীড়া বলিয়া তিনি 'বৈরিকেলিকিল'। কংস বলেন, "সেই বিপ্র নারদ কেলিকিল এবং ভেদশীল। ইহলোকে সুশ্লিষ্ট ব্যক্তিদিগেরও মধ্যেও ভেদ উৎপাদন করিয়া তিনি রতি লাভ করেন। (লোকদিগের মধ্যে) সংঘর্ষ উৎপাদন করত এবং রাজাদিগের মধ্যে নানা উপায়ে নানা প্রকার শত্রুতা ঘটাইয়া চঞ্চল তিনি সতত লোক-লোকান্তরে পর্যটন করেন।"[৭]

'রামায়ণে'ও আছে, "সেই বিপ্র (=নারদ) নিত্য কেলিকর এবং সমর-প্রিয়;"[৮] "তিনি দেবগণ ও গন্ধর্বগণের মধ্যে বিহারকারী এবং সমরপ্রিয়।"[৯]

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে তাঁহার পুত্রগণকে "ভিক্ষুর মার্গে" প্রবেশ করাইয়াছিলেন বলিয়া প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষ ক্রুদ্ধ হইয়া দেবর্ষি নারদকে কঠোর ভর্ৎসনা

১) (বিষ্ণু]ভাগপু, ১০।৬৯।২১-২'১
২) পূর্বে দেখ।
৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৬৯।৩৭
৪) মহাভা, ২।৫।৯'১
৫) মহাভা, ৯।৫৪।২০'২
৬) 'হরিবংশ', ১।৫৪।১০-১
৭) ঐ, ২।১।৩০-১
৮) 'রামায়ণ', ৭।৩৬।২০'২
৯) ঐ, ৭।২০।১৮'২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। তিনি বলেন যে এক নারদ ব্যতীত অপর ভাগবতগণ "নিত্য ভূতানুগ্রহকাতর," আর নারদ নিশ্চয় সৌহার্দ্যঘ্ন এবং অবৈরীদিগেরও মধ্যে বৈরকারক।"[১]

দেবর্ষি নারদের ঐ প্রকৃতির উল্লেখ মহাকবি ভাসও করিয়াছেন। ভাসের 'বালচরিতে' নারদ স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন তিনি কলহপ্রিয়।[২] "আমি বেদাধ্যয়নের অন্তরে অন্তরে বীণা বাজাই এবং বৈরসমূহ সংঘটন করি। দেবতা ও অসুরের সংগ্রামসমূহ ক্ষীণ এবং নিত্যপ্রশান্ত হইয়া যাওয়াতে (আমার মন) অন্তরিক্ষে রমণ করিতেছে না।"[৩] "পিতামহ কর্তৃক উদ্ভাবিত (ধর্মসমূহে) আমার পরা ভক্তি আছে এবং সমস্ত তপোবনসমূহ আমার বহু মান্য।...বৈরসমূহ এবং ভীমকঠিন কলহসমূহ আমার প্রিয়।"[৪]

ইহাও বোধ হয় এইখানে বলা উচিত যে দেবর্ষি নারদের কলহপ্রিয়তার এবং কলহ-প্রকর্তৃতার উল্লেখ বর্তমান 'মহাভারতে' থাকিলেও তাহার কোন দৃষ্টান্ত উহাতে নাই। উহাতে পক্ষান্তরে দেখা যায় যাহাতে আত্মীয়স্বজনের মধ্যে কলহ না বাধে তিনি সেই প্রচেষ্টা করিয়াছেন। যথা দ্রৌপদীকে লইয়া যুধিষ্ঠিরাদি পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে যাহাতে মনোমালিন্য এবং বিবাদ না বাধে তাহার জন্য একটা সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা করিবার জন্য পরামর্শ দিতে নারদ স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হন। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের প্রচেষ্টায় কৃষ্ণ যখন হস্তিনাপুরে কৌরবদিগের সভায় উপস্থিত হন, তখন দেবর্ষি নারদও সেইখানে উপস্থিত হন। তিনিও দুর্যোধনকে অনেক বুঝান এবং যুধিষ্ঠিরাদির সঙ্গে শান্তি স্থাপনে পরামর্শ দেন।[৫]

'হরিবংশে নারদের ঐ প্রকৃতির প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত আছে। যথা, তথায় বিবৃত হইয়াছে যে দেবর্ষি নারদ "ত্রৈলোক্যের হিতার্থ" কংসাদি দুরাচারী রাজগণকে বধ করিতে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইতে সর্বদেবগণের সমক্ষে ভগবান্ বিষ্ণুর নিকটে প্রার্থনা করেন এবং ভগবান্ও স্বীকৃত হন। তখন নারদ স্বর্গ হইতে মথুরাতে কংসের নিকটে গিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে বলেন যে দেবগণ তাহাকে মারিতে মন্ত্রণা করিয়াছেন; তাঁহার ছোট বহিন্ দেবকীর অষ্টম গর্ভ-জাত পুত্রের হাতে তাঁহার মৃত্যু হইবে। তাই, "হে কংস, দেবকীর গর্ভনাশে যত্ন কর।" 'তোমার প্রতি আমার অত্যধিক প্রীতি আছে বলিয়াই তোমাকে ঐ সংবাদ দিতে এবং আত্মরক্ষার পরামর্শ দিতে স্বর্গ হইতে তোমার নিকটে আসিয়াছি। তুমি সমস্ত কাম্যবস্তুসমূহ ভোগ কর। তোমার কল্যাণ হউক।" এই বলিয়া নারদ চলিয়া যান। দেবকীর অষ্টম পুত্র কৃষ্ণকে মারিতে কংসের সমস্ত চেষ্টা বিফল হয়। কৃষ্ণ রক্ষা পায় এবং বৃন্দাবনে নন্দগোপের ঘরে লালিত পালিত হইতে ও বাড়িতে থাকে। তখন নারদ আবার কংসের নিকটে উপস্থিত হইয়া বলেন যে দেবকীর অষ্টম গর্ভকে মারিতে তিনি (কংস) যে সকল প্রযত্ন করিয়াছেন তৎসমস্তই বসুদেব কর্তৃক বিফলী-কৃত হইয়াছে। কৃষ্ণ রক্ষা পাইয়াছে; কৃষ্ণ নামে খ্যাত নন্দগোপ-পুত্রই কংসহন্তা ঐ বসুদেব-সুত।[৬]

'স্কন্দপুরাণে' দেবর্ষি নারদের কলহকারিতার হেতু প্রদর্শিত হইয়াছে।[৭] তথায় বিবৃত

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৬।৫।৩৯ ২) 'বালচরিত', মহাকবি ভাস-বিরচিত, ১।৬

৩) ঐ, ১।৪ ৪) ঐ, ১।৫ ৫) পূর্বে দেখ

৬) পূর্বে দেখ। ৭) স্কন্দপু, ১।২।৫৪।৩—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে যে কোন এক সময়ে মধ্যম পাণ্ডব বীরবর অর্জুন স্বয়ং নারদকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি (নারদ) মোক্ষধর্মে পরিনিষ্ঠিত ও পারঙ্গত, সর্বভূতে সম, দান্ত এবং রাগদ্বেষ-বিবর্জিত হইয়াও লোকগণের মধ্যে সদা কলহ করান কেন? তৎকৃত কলহের ফলে বহু সহস্র দেবতা, গন্ধর্ব, রাক্ষস, দৈত্য, রাজা এবং মুনি বিনষ্ট হইয়াছে। প্রাণিগণের প্রতি ঐ নির্দয় ব্যবহারে তাঁহার প্রবৃত্তি কেন হয়?' কথিত হইয়াছে যে নারদের ঐ চরিত্রের সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। তৎপূর্বে রাজা উগ্রসেনের মনে সেই সন্দেহ হইয়াছিল। তিনি কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করেন, নারদ "কলিপ্রিয়" কেন? কৃষ্ণ উত্তর করেন যে প্রজাপতি দক্ষের শাপেই নারদ "পৈশুন্যবক্তা" হন।[১] তিনি আরও বলেন যে, "যেহেতু বিনাশকাল অবেক্ষণ করিয়াই তিনি (নারদ) কলি বৃদ্ধি করেন এবং সত্য বলেন, সেইহেতু তিনি পাপ দ্বারা লিপ্ত হন না।"[২]

---

১) পূর্বে দেখ। ২) স্কন্দপু, ১।২।৫৪।২৪'২-২৫'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষোড়শ অধ্যায়

বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষ্বাকু

ইহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ভাগবতধর্মের, আরও বিশেষ করিয়া বলিতে উহার শাখা একান্তধর্মের, প্রাচীন আচার্য-বংশের পর পর চারি জনের নাম দক্ষ, বিবস্বান্, মনু এবং ইক্ষ্বাকু। ‘গীতা’য় বিবৃত হইয়াছে যে উহাতে ব্যাখ্যাত যোগ শ্রীকৃষ্ণ কর্তৃক পূর্ব জন্মে বিবস্বানকে প্রোক্ত হইয়াছিল ; বিবস্বান মনুকে, এবং মনু ইক্ষ্বাকুকে উহা উপদেশ করেন। ‘নারায়ণীয়াখ্যানে’র মতে, বর্তমান সপ্তম কল্পে, ভগবান্ ব্রহ্মার পদ্মজ জন্মে, যুগের প্রারম্ভে, ভগবান্ নারায়ণ স্বয়ং ভগবান্ ব্রহ্মাকে একান্তধর্মের উপদেশ করেন এবং ব্রহ্মা (আপন মানস পুত্র) দক্ষকে উহা প্রদান করেন। দক্ষ আপন জ্যেষ্ঠ দৌহিত্র বিবস্বান্‌কে উহা প্রদান করেন। “অনন্তর ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিবস্বান্ মনুকে (এই ধর্ম) প্রদান করেন। মনু লোকধারণার্থ আপন পুত্র ইক্ষাকুকে উহা দেন। ইক্ষাকু দ্বারা প্রচারিত হইয়া উহা সর্বলোক ব্যাপিয়া অবস্থিত হয়।” এই উক্তি দ্বয়ের, তথা তদ্বিষয়ক অপরাপর উক্তিসমূহের, সমন্বয় করিয়া আমরা একান্তধর্মের আচার্যপরম্পরা এই বলিয়া নিরূপণ করিয়াছি,—

নারায়ণ ঋষি—দক্ষ—বিবস্বান—মনু—ইক্ষাকু—⋯—কৃষ্ণ—অর্জুন১

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা বিবস্বান্, মনু এবং ইক্ষাকুর কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব। প্রসঙ্গতঃ দক্ষেরও কথা আসিয়া পড়িবে। নারায়ণ ঋষির এবং কৃষ্ণের পরিচয় পূর্বে প্রদত্ত হইয়াছে।

বিবস্বানের পিতা-মাতা

মহাভারতপুরাণাদির মতে, বিবস্বানের পিতার নাম কশ্যপ এবং মাতার নাম অদিতি ; অদিতি প্রজাপতি দক্ষের কন্যা, সুতরাং “দাক্ষায়ণী”।[২] বেদেও আছে যে বিবস্বান্ অদিতির তনয় এবং অদিতি দক্ষের দুহিতা।[৩]

মহর্ষি কশ্যপ

বিবস্বানের পিতা মহর্ষি কশ্যপ মহর্ষি মরীচির পুত্র। মহাভারতপুরাণাদিতে বিবৃত হইয়াছে যে সৃষ্টির প্রারম্ভে ক্ষীরোদ-সলিলে অনন্ত-শয্যায় শায়িত ভগবান্ বিষ্ণুর নাভি-কমল হইতে ভগবান্ ব্রহ্মা প্রাদুর্ভূত হন। তিনি প্রজা-বর্ধনার্থ সঙ্কল্প-বলে মরীচি প্রভৃতি কতিপয় মহাপুরুষকে সৃষ্টি করেন, ইঁহারাও ‘ব্রহ্মা’ নামে অভিহিত হইতে থাকেন। ব্রহ্মার ঐ মানস পুত্রগণের সংখ্যা সম্বন্ধে মতভেদ পাওয়া যায়। তবে এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই যে

---

১) পূর্বে দেখ।

২) যথা দেখ—মহাভা, ১।৭৫।১০-১ ; ৯৫।৭ ; হরিবংশ, ১।৯।১ ; (বিষ্ণু) ভাগপু, ৯।১।১০ ; ব্রহ্মাণ্ডপু, ৬।২'১ ; মার্কণ্ডেয়পু, ১৭১।১ ; শিবপু, ধর্মসং, ৫৯।১ আরও দেখ—রামায়ণ, ১।৭০।২০'২ ; বিষ্ণুপু, ৪।১।৪

ইহা বিশেষ প্রণিধান কর্তব্য যে এই অধ্যায়ে প্রদত্ত মহাভারতপুরাণাদির প্রমাণ উহাদের কলিকাতার সংস্করণেরই।

৩) পরে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহঁাদের এক জনের নাম মরীচি এবং অপর জনের নাম দক্ষ।[১] 'মহাভারতে'র মতে, ভগবান্ ব্রহ্মার ঐ মানস পুত্রদিগের মধ্যে মরীচি সর্বজ্যেষ্ঠ, আর দক্ষ সপ্তম।[২] "হে তাত! অগ্রজ মরীচি তৈজস এবং ব্রহ্মবিত্তম। অগ্রজ মানস পুত্র কশ্যপকে উৎপন্ন করেন।"[৩] মরীচি যে ব্রহ্মার প্রথম মানস পুত্র, তাহা কোন কোন পুরাণেও পাওয়া যায়।[৪] আর কশ্যপ যে মরীচির মানস পুত্র, তাহাও কোন কোন পুরাণে আছে।[৫] পরন্তু অপর কোন কোন পুরাণের মতে, মহর্ষি মরীচি কর্দম ঋষির কন্যা কলাকে বিবাহ করেন; কশ্যপ উহঁাদেরই পুত্র।[৬]

'রামায়ণে' আছে, "নিত্য, শাশ্বত, এবং অব্যয় (ভগবান্) ব্রহ্মা অব্যক্ত-প্রভব। তাঁহা হইতে মরীচি জন্মলাভ করেন। মরীচির পুত্র কশ্যপ। কশ্যপ হইতে বিবস্বান্ জন্মে। মনু বৈবস্বত (অর্থাৎ বিবস্বানের পুত্র) বলিয়া স্মৃত। মনু পূর্বে প্রজাপতি ছিলেন। মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু। তিনি অযোধ্যার পূর্বতন রাজা।"[৭]

এইরূপে দেখা যায়, মহাভারতপুরাণাদি সকলেই এই বিষয়ে একমত যে মহর্ষি কশ্যপ মহর্ষি মরীচির পুত্র। মহর্ষি শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা'র মতও তাহাই—"প্রাজাপত্যো মরীচির্হি মারীচঃ কশ্যপো মুনিঃ" ('মরীচি প্রাজাপত্য বা প্রজাপতির তনয় এবং কশ্যপ মুনি মারীচ বা মরীচির তনয়')।[৮] তাই কখন কখন বলা হইয়াছে যে 'কশ্যপ মারীচ' বা 'মারীচ কশ্যপ'।[৯] কশ্যপ কখন কখন কেবল 'মারীচ' বলিয়াও উক্ত হইয়া থাকেন।

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে মরীচি-নন্দন কশ্যপের নাম প্রকৃতপক্ষে দুইটি বলিয়া স্মৃত হয়,—অরিষ্টনেমি ও কশ্যপ; কেহ কেহ তাঁহাকে অরিষ্টনেমি বলেন, আর অপর কেহ কেহ তাঁহাকে কশ্যপ বলেন।[১০] কশ্যপের এক নাম যে অরিষ্টনেমিও তাহা 'রামায়ণ', তথা কোন কোন পুরাণ হইতেও জানা যায়।[১১]

'বায়ুপুরাণে'র মতে, কশ্যপের মূল নাম প্রকৃতপক্ষে অরিষ্টনেমিই; পরে 'কশ্য' (বা মদ্য) পান হেতু তাঁহার নাম কশ্যপও হয়।[১২] সমস্ত ব্যাপারটা এই বলিয়া বিবৃত হইয়াছে। মহর্ষি মরীচি সর্বগুণ-সম্পন্ন, প্রজ্ঞাবান্ এবং সুরুচি পুত্র লাভের মানসে জলে বাস করিয়া কঠোর তপস্যা করেন এবং তাহার ফলে এক পুত্র লাভ করেন। তিনি উহার নাম রাখেন অরিষ্টনেমি। ঐ পুত্র অপ্রতিমৎ এবং সূর্যাভ ছিলেন। উনি সবিতৃ-তত্ত্বে অতীব বিদ্বান্ ছিলেন। সেইহেতু উনি ভগবান্ ব্রহ্মার সমান ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভগবান্ ব্রহ্মার অংশেই তিনি উৎপন্ন হন।

---

১) দেখ—মহাভা, ১।৬৫।১০-১; ৬৬।১০-১; ১২।২০৭।৯—; 'হরিবংশ', ৩।১৪।২৮; দেবীভাপু, ৭।১।৭—; ২।১০—; মৎস্যপু, ৩।৫—; মার্কণ্ডেয়পু, ১০১।৯-১০; ১০৪।৩; অগ্নিপু, ৫।২; ব্রহ্মবৈবর্তপু, প্রকৃতিখণ্ড, ১৮।৩৩-৪

২) মহাভা, ১২।২০৭।১৮-৯

৩(মহাভা, ১২।২০৭।১৮

৪) যথা দেখ—মৎস্যপু, ৩।৭

৫) যথা দেখ—ব্রহ্মবৈবর্তপু, ব্রহ্মখণ্ড, ৯।২.১

৬) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৪।১।৩

৭) রামায়ণ, ১।৭০।১৯.২—২২.১=২।১১০।৫-৭ ঈষৎ পাঠান্তরে)।

৮) বৃহদ্দেবতা, ৫।১৪৩.১

৯) রামায়ণ, ১।৪৬।১, ৪; মহাভা, ১।৭৫।১০; ১২।২০৭।২১

১০) মহাভা, ১২।২০৮।৮

১১) রামায়ণ, ৪।৬৬।৪

১২) 'বায়ুপুরাণে'র ন্যায় 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'ও উক্ত হইয়াছে যে কশ্যপান হেতুতেই মরীচির পুত্রের নাম কশ্যপ হয়। পরন্তু 'কশ্য' শব্দের অর্থ কি, তাহা উহাতে বলা হয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি প্রজাপতি দক্ষের কন্যার পাণি প্রার্থনা করেন। দক্ষ তাঁহাকে তিরস্কার করেন এবং ক্রূর বাক্য বলেন। তাহাতে নিরাশ এবং কুপিত হইয়া অরিষ্টনেমি মদ্য পান করিতে আরম্ভ করেন। মদ্যকে বিপ্রগণ 'কশ্য' বলেন। 'কশ্য' পান হেতু অরিষ্টনেমি 'কশ্যপ' নামে খ্যাত হন। অনন্তর কশ্যপের অনুরোধে পরমেষ্ঠী ভগবান্ ব্রহ্মা কশ্যপকে কন্যা প্রদান করিতে দক্ষকে আদেশ করেন। তদনুসারে দক্ষ কশ্যপকে কতিপয় কন্যা বিবাহ দেন। উহঁারা সকলেই ব্রহ্মবাদিনী এবং সকলেই লোকমাতা ছিলেন।[১]

'কশ্যপ' নামের ঐ নিরুক্তি সমীচীন মনে হয় না। যিনি প্রগাঢ় বিদ্বত্তা হেতু ভগবান্ ব্রহ্মার সমান, এমন কি তাঁহার অংশাবতার বলিয়া পরিগণিত হন,—'বায়ুপুরাণে'ই তাহা উক্ত হইয়াছে—তাঁহার ঐ প্রকার দুশ্চরিত্রতা থাকা সম্ভব মনে হয় না। অধিকন্তু 'মহাভারতে' 'কশ্যপ' নামের অন্য প্রকার নিরুক্তি পাওয়া যায়। তথায় উক্ত হইয়াছে যে এক সময়ে মহর্ষি কশ্যপ স্বয়ং তাঁহার নিজের নামের নিরুক্তি নির্দেশ করেন।

"কুলং কুলং চ কুবমঃ কুবমঃ কশ্যপো দ্বিজঃ।
কাশ্যঃ কাশনিকাশত্বাদেতন্মে নাম ধারয় ॥"[২]

এই বচনের তাৎপর্য স্পষ্ট নহে। টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে উহাতে 'কশ্যপ' শব্দের দুই প্রকার নিরুক্তি আছে,—প্রথমটি অধ্যাত্ম, আর দ্বিতীয়টি অধিদৈবত।

(১) অধ্যাত্ম নিরুক্তি—'কশা' শব্দের অর্থ 'অশ্বতাড়নরজ্জু'; যে তাহার যোগ্য সে 'কশ্য'। সুতরাং 'কশ্য' শব্দের অর্থ 'অশ্ব'। শ্রুতিতে আছে, "ইন্দ্রিয়গণকে অশ্বগণ বলা হয়।[৩]" অতএব 'কশ্য' অর্থ 'ইন্দ্রিয়'ও। কশ্যগণের বা ইন্দ্রিয়গণের আশ্রয় শরীরও 'কশ্য'। কশ্যপ ঋষি বলেন যে তিনি "কুলং কুলং" অর্থাৎ সমস্ত শরীরে অন্তর্যামিরূপে প্রবেশ করিয়া উহাদিগকে পালন করেন ('পাতি'), জীবরূপে প্রবেশ করিয়া উহাদের দ্বারা সুখদুঃখাদি ভোগ করেন ('পিবতি'), এবং ব্রহ্মরূপে সেইগুলিকে আপনাতে প্রবিলয় করেন ('পায়য়তি'); সেই হেতু তিনি 'কশ্যপ' নামে অভিহিত হন। "কশ্যানি শরীরাণি পাতি (রক্ষতি), পিবতি (ভুঙ্ক্তে), পায়য়তি (শোষয়তি) বা কশ্যপ ইতি।" ঐ প্রকারে সর্ব অধ্যাত্ম তৎস্বরূপ।

(২) অধিদৈবত নিরুক্তি—'কু' অর্থ 'পৃথিবী'। যিনি 'কু'তে 'বমতি' (বমন করেন বা বর্ষণ করেন) তিনি 'কুবম' অর্থাৎ 'আদিত্য'। কশ্যপ ঋষি বলেন যে "কুবমঃ কুবমঃ" অর্থাৎ সমস্ত আদিত্য তিনিই; কেননা, উহঁারা সকলেই তাঁহার পুত্র। 'কুবম' স্থলে 'কুপপী' পাঠান্তরও পাওয়া যায়। উহারও অর্থ সূর্য। কাশপুষ্প সদৃশ বলিয়া সূর্য 'কাশ্য' বা দীপ্তিমান্। 'পলিত' অর্থাৎ চিরন্তন তপস্যা হেতু 'কাশ্য' বা দীপ্তিমান্ বলিয়া তিনি 'কাশ্যপ' নামে খ্যাত। এই প্রকারে সর্ব অধিদেব তৎস্বরূপ।

'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' 'কশ্যপ' নামের আর এক প্রকার নিরুক্তি আছে। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে সূর্য আটটি; অষ্টম সূর্যের নাম কশ্যপ। উহা সর্বদা মেরুপর্বতকেই প্রকাশ করে,

---

১) বায়ুপু, ৬৫।১১০—

২) মহাভা, ১৩।৯৩।৯০

৩) কঠউ, ১।৩।৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখনও মেরু-পর্বতকে পরিত্যাগ করে না। আরোগাদি অপর সপ্ত সূর্য লোকার্থ (বৃষ্টি-আদি দ্বারা) ক্ষীরাদিরস দোহন করত, কখনও প্রাণীদিগের প্রতিকূলতা না করিয়া, সর্বত প্রকাশিত হয়। উহারা জগৎপ্রকাশনার্থ কশ্যপ হইতেই জ্যোতি লাভ করে।[১] কেহ কেহ সূর্যের সংখ্যা সহস্র বা অনন্ত বলিয়া বলেন। প্রকৃত পক্ষে আট সূর্যই উপাধিভেদে অনন্ত সূর্য বলিয়া মনে করা হইয়া থাকে। সুতরাং সূর্যের সংখ্যা বস্তুত আট বলিয়াই নিশ্চিত হয়।[২] সপ্ত সূর্য অথবা অপর সমস্ত সূর্য কশ্যপ হইতেই উদিত।[৩] সুতরাং উহা সমস্ত সূর্যের যোনি। কশ্যপের জ্যোতির বা বর্চার উল্লেখ 'অথর্ববেদে'ও আছে। তথায় উহাকে প্রজাপতিও বলা হইয়াছে।[৪] 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' আছে

"কশ্যপঃ পশ্যকো ভবতি। যৎ সর্বং পরিপশ্যতীতি সৌক্ষ্যাৎ।[৫]

যাহা অত্যন্ত সূক্ষ্মত্ব হেতু অর্থাৎ দিব্যদৃষ্টি দ্বারা সমস্তকে দেখে সে পশ্যক। 'পশ্যক' শব্দ আদ্যন্ত বর্ণবিপর্যয় দ্বারা 'কশ্যপ' হইয়াছে। এইরূপে 'কশ্যপ' শব্দের অর্থ 'সর্বদর্শী',—সর্বজ্ঞ। ইহা হইতে এই মনে করা যাইতে পারে যে ঋষি অরিষ্টনেমি মারীচ সাধন বলে সর্বজ্ঞ ও সর্বদর্শী হইয়াছিলেন; সেইহেতু তিনি 'পশ্যক' বা 'কশ্যপ' নামে খ্যাত হন; অথবা, যেমন তিনি নিজে বলিয়াছেন, তিনি "কুবমঃ কুবমঃ" বা "কুপপীঃ কুপপীঃ" অর্থাৎ সর্বসূর্যাত্মক হইয়াছিলেন; 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' উক্ত কশ্যপ সূর্যের সদৃশ হইয়াছিলেন; সেইহেতু তিনি 'কশ্যপ' বলিয়াও অভিহিত হইতে থাকেন। বেদভাষ্যকার সায়ন কশ্যপ ঋষির নামের উৎপত্তি এই প্রকারেই হইয়াছে বলিয়া মনে করেন।[৬]

তাঁহার নামের ঐ সকল ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হইতে বুঝা যায় মহর্ষি কশ্যপ সর্বদর্শী এবং সর্ববিৎ হইয়াছিলেন; অধিকন্তু তিনি সর্বকে তৎস্বরূপ বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন অর্থাৎ সার্বাত্ম্য লাভ করিয়াছিলেন। 'মহাভারতে' সাক্ষাদ্‌ভাবেও উক্ত হইয়াছে যে কশ্যপ ঋষি "তৈজস ও ব্রহ্মবিত্তম;"[৭] "সর্বধর্মবিশেষজ্ঞ, পুণ্যকীর্তি ও মহাযশা।"[৮] 'হরিবংশে' তাঁহার মহান্ মহিমার কথা আছে। কথিত হইয়াছে যে তিনি 'ন্যস্তদণ্ড' (অর্থাৎ ভূতমাত্রেরই প্রতি হিংসা হইতে বিরত, সর্বভূতের অভয়দাতা) ছিলেন। তিনি 'তপোযুক্ত,—দিব্যতপোনিধি, দীপ্ততেজ, ব্রহ্মবর্চায় প্রদীপ্ত, অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্, অগ্নিশিখাপ্রভ গৌর, এবং তেজে ভাস্কর সদৃশ, অথচ শান্ত' ছিলেন। তিনি "ব্রহ্মবাদিগণের শ্রেষ্ঠ, সুরাসুর-গুরু, এবং প্রভু" ছিলেন। তিনি "বদ্ধ-কৃষ্ণাজিনোত্তর, বল্কলাজিনসংবীত, ত্রিসবনাম্বু দ্বারা ক্লিন্ন, আজ্যমন্ত্রপুরস্কৃত এবং স্বাধ্যায়নিরত" ছিলেন।[৯] কশ্যপ, তথা তাঁহার বংশজগণ, সাত্ত্বিক যজ্ঞপরায়ণ ছিলেন।[১০] 'হরিবংশে' আরও

---

১) তৈত্তিআ, ১।৭।১—, আরও দেখ—তৈত্তিব্রা, ২।৭।১৫।৩

২) তৈত্তিআ, ১।৭।৫—

৩) ঐ, ১।৮।৬

৪) অথসং, ১৭।১।২৭, ২৮

৫) ঐ, ১।৮।৮

৬) অথসং ৪।২৯।৩ ও ১৮।৩।১৫ সায়ন-ভাষ্য দেখ। আরও দেখ—অথসং, ১৭।১।২৭ সায়নভাষ্য।

৭) মহাভা, ১২।২০৭।১৮

৮) মহাভা, ১২।২০৭।২১'১

৯) হরিবংশ, ৩।৬৬।৭'২-১২

১০) ঐ, ৩।২৫।৫-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত হইয়াছে যে 'যিনি সর্বভূতের স্রষ্টা এবং প্রজাদিগের উত্তম প্রজাপতি, কশ্যপ আত্মভাব-বিশেষে সেই প্রজাপতিই, তবে (বাহিরের দৃষ্টিতে, তাঁহার অপেক্ষায়) তৃতীয় প্রজাপতি।'[১] শ্রুতির মতে, "আত্মা বৈ পুত্রনামাসীৎ" ('আত্মাই পুত্ররূপে উৎপন্ন হয়')। সুতরাং প্রজাপতি ভগবান্ ব্রহ্মাই তাঁহার পুত্র মরীচিরূপে উৎপন্ন হন; এবং মরীচিই আবার তাঁহার পুত্র কশ্যপ রূপে উৎপন্ন। তিনের মধ্যে বস্তুত একই আত্মা বিদ্যমান আছে। এইরূপে আত্মার দৃষ্টিতে কশ্যপ প্রকৃত পক্ষে প্রজাদিগের মূল পতি ভগবান্ ব্রহ্মাই। তবে শারীরিক দৃষ্টিতে পুত্র-পৌত্র [illegible] কশ্যপ ব্রহ্মার অপেক্ষায় তৃতীয় প্রজাপতিই। 'বায়ুপুরাণে' অতীব স্পষ্ট বাক্যে কশ্যপকে ভগবান্ ব্রহ্মার অংশাবতার, সুতরাং ব্রহ্মার সমান বলা হইয়াছে।[২]

কশ্যপ মারীচ বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। 'ঋগ্বেদে'র ১।৯৯, ৯।৬৪, ৯।৯১-২, এবং ৯।১১৩-৪ সূক্তের, তথা ৯।৬৭।৪-৬ মন্ত্রের, দ্রষ্টা ঋষি কশ্যপ মারীচ। 'ঋগ্বেদে'র ৯।১০৭ এবং ১০।১৩৭ সূক্তের দ্রষ্টা সপ্ত ঋষিগণের একজনও কশ্যপ মারীচ।[৩] 'ঋগ্বেদে'র ৯।১১৪।২ মন্ত্রে ঋষি নিজেকে 'কশ্যপ ঋষি' বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। মহর্ষি কশ্যপ কর্তৃক দৃষ্ট 'বিবর্হ (সূক্তে)'র উল্লেখ 'অথর্ববেদে' আছে।[৪] তথায় যক্ষ্মা-রোগের অপনোদনার্থ ঐ সূক্তের প্রয়োগ হইয়াছে।[৫] 'অথর্ববেদে' সদংপুষ্প ঔষধকে 'কশ্যপের চক্ষু' ("কশ্যপস্য চক্ষুরসি") বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে।[৬] কশ্যপ সমেত কণ্ব, কক্ষীবান, প্রভৃতি বার ঋষির নিকট প্রার্থনা করা হইয়াছে যে "আমাদিগকে রক্ষা করুন।[৭]

'বৃহদ্দেবতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "মরীচি প্রাজাপত্যই (অর্থাৎ প্রজাপতির বা ব্রহ্মার পুত্র)। কশ্যপ মুনি মারীচ (বা মরীচির পুত্র)। ত্রয়োদশ দাক্ষায়ণী দেবী তাঁহার জায়া হয়।' উহাদের নাম অদিতি, দিতি, দনু, কালা, দনায়ু, সিংহিকা, মুনি, ক্রোধা, অবশা, বরিষ্ঠা, সুরভি, বিনতা, এবং কদ্রু।[৮] 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে কশ্যপ প্রজাপতি দক্ষের জ্যেষ্ঠ ১৩ কন্যাকে বিবাহ করেন এবং তন্মধ্যে আবার অদিতি সর্বাপেক্ষা বড়।[৯] পুরাণেও সেই কথা আছে।

---

১) "যঃ স্রষ্টা সর্বভূতানাং প্রজানাং পতিরুত্তমঃ।
আত্মভাববিশেষেণ তৃতীয়ো যঃ প্রজাপতিঃ॥"—(ঐ, ৩।৬৬।১২)

২) পূর্বে দেখ।

৩) ঐ সপ্ত ঋষিগণের অপর ছয় জনের নাম—ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য, গৌতম রাহুগণ, অত্রি ভৌম, বিশ্বামিত্র গাথিন, জমদগ্নি ভার্গব, এবং বশিষ্ঠ মৈত্রাবরুণি।

৪) অথসং, ২।৩৩।৭ ; ২০।৯৬।২৩

৫) অথসং, ৪।২০।৭

৬) অথসং, ১৮।৩।১৫

৭) 'বৃহৎদেবতা', ৫।১৪৩

৮) 'বৃহদ্দেবতা.' ৫।১৪৪-৫'১ ; আরও দেখ—"দক্ষসুতা অদিতি" (ঐ, ৩।৫৭)

৯) মহাভা, ১।৭৪।৮-১০

দক্ষের কন্যাদিগের মধ্যে সর্বাপেক্ষা অদিতি বড় কি দিতি বড় তাহা লইয়া হয়ত মতভেদ ছিল। কেননা, 'মহাভারতে'র এক স্থলে (১২।২০৭।১৯-২১) আছে যে ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষ প্রজাপতির প্রথম ১৩ কন্যাকে মারীচ কাশ্যপ বিবাহ করেন এবং উহাঁদের মধ্যে দিতি "জ্যেষ্ঠা" ছিলেন। পরন্তু অন্যত্র (১।৭৫।৮-১০) আছে, কশ্যপ মারীচ প্রাচেতস দক্ষের ১৩ কন্যা বিবাহ করেন এবং উহঁাদের মধ্যে অদিতি "বরা" ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হরিবংশে'র এক স্থলে আছে যে কশ্যপ দক্ষের ১৩ কন্যাকে বিবাহ করেন,[১] আবার অন্যত্র আছে যে ১২ কন্যাকে বিবাহ করেন।[২] 'রামায়ণে'র মতে, কশ্যপ দক্ষ প্রজাপতির ৮ কন্যাকে বিবাহ করেন।[৩]

কশ্যপের স্ত্রীগণের নাম সম্বন্ধে 'মহাভারতে' এবং 'পুরাণে' স্বল্পবিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। যথা 'মহাভারতে' 'বৃহদ্দেবতা'য় উক্ত ত্রয়োদশ নামের বরিষ্ঠা এবং সুরভির স্থলে প্রাধা এবং কপিলা নাম আছে।[৪] অন্যত্র আরও অধিক পার্থক্য আছে।[৫] যাহা হউক, এই বিষয়ে কোন মতভেদ নাই যে কশ্যপের স্ত্রীগণের মধ্যে জ্যেষ্ঠার নাম অদিতি।[৬]

'বৃহদ্দেবতা'য় উক্ত হইয়াছে যে কশ্যপের অদিত্যাদি স্ত্রীগণ হইতে দেবতা, অসুর, গন্ধর্ব উরগ, রাক্ষস, পক্ষী, পিশাচ, এবং অপরাপর জাতিগণ উৎপন্ন হয়।[৭] মহাভারতপুরাণাদিতেও তাহা এক বাক্যে উক্ত হইয়াছে। তাই 'মহাভারতে' কথিত হইয়াছে যে "কশ্যপ হইতেই এই সমস্ত প্রজা উৎপন্ন হইয়াছে;[৮] "লোকানাং প্রভবস্তু সঃ" ('তিনি সমস্ত লোকগণের প্রভব বা উৎপত্তি-স্থল')।[৯] 'হরিবংশে' উক্ত হইয়াছে যে "এই সমস্ত প্রজা অব্যয় কশ্যপ কর্তৃক ইহসংসারে কালধর্ম দ্বারা সংযুক্ত হইয়া দক্ষ-কন্যা-সমূহে উৎপন্ন হইয়াছে।"[১০] 'শতপথব্রাহ্মণে'ও উল্লিখিত হইয়াছে যে

"তস্মাদাহুঃ সর্বাঃ প্রজাঃ কাশ্যপ্য ইতি।"[১১]

'সেইহেতু (পণ্ডিতগণ) বলেন, 'সমস্ত প্রজাগণ কশ্যপেরই'।' তাই কথিত হয় যে কশ্যপ প্রজাদিগের পতি বা প্রজাপতি। মহাভারতপুরাণাদিতে দেখা যায়, প্রাচীন কালে অনেক মহাপুরুষ 'প্রজাপতি' বলিয়া প্রখ্যাত হয়। মহর্ষি কশ্যপ উঁহাদের এক জন।[১২] বস্তুতঃ তিনি সর্বোত্তম প্রজাপতি। কেননা, এই সমস্ত প্রজা তাঁহারই বলিয়া খ্যাত।

দক্ষের কোন্ কন্যার গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে প্রজাদিগের কোন্ জাতি জন্মে মহাভারতপুরাণাদিতে তাহার অল্পাধিক বিস্তারিত বর্ণনা আছে।[১৩] কদ্রুর ও কশ্যপের সন্তান নাগদিগের ভাগবতধর্মের সহিত সম্পর্ক পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। বর্তমান অধ্যায়ের উদ্দেশ্য অদিতির ও কশ্যপের সন্তানদিগের ভাগবতধর্মের সম্বন্ধে পর্যালোচনা করা। প্রসঙ্গতঃ অদিতির পিতা দক্ষ সম্বন্ধে দুই একটি কথা বলা উচিত হইবে। তিনিও একান্তধর্মের একজন আপ্ত আচার্য বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকেন।

---

১) হরিবংশ, ১।৩।৫৪-৫   ২) ঐ, ৩।১৪।৩২   ৩) রামায়ণ, ৩।১৪।১১

৪) মহাভা, ১।৬৫।১২-৩

৫) যথা দেখ—হরিবংশ, ১।৩।৫৪-৫ ; ৩।১৪।৩০-৩২ ; বিষ্ণুপু, ১।১৫।১২৫'২-৬ ; মৎস্যপু, ৬।১-২

৬) উপরের ২য় পাদটীকা দেখ।   ৭) বৃহদ্দেবতা, ৫।১৪৫'২-৬'১

৮) মহাভা, ১।৬৫।১১   ৯) মহাভা, ১।৬৬।৩৫

১০) হরিবংশ, ৩।২২।১৮—   ১১) শতব্রা (মাধ্য), ৭।৫।১।৫

১২) মহাভা, ১২।২০৮।৫ ; হরিবংশ, ৩।৬৬।১২ ; রামায়ণ, ৩।১৪।৯

১৩) যথা দেখ—মহাভা, ১।৬৫।৭— ; মৎস্যপু, অধ্যায় ৬ ও ৭ ; রামায়ণ, ৩।১৪।১১— ; পদ্মপু, ৫।৬।৩৪—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রজাপতি দক্ষ

অদিতির পিতা এবং কশ্যপের শ্বশুর প্রজাপতি দক্ষ একজন মহান্ পুরুষ ছিলেন। 'মহাভারতে'র মতে, "দক্ষ···ভগবান ঋষি···শান্তাত্মা এবং সুমহৎতপ (সম্পন্ন)।"[১] আচার্য শৌনকের 'বৃহদ্‌দেবতা'র মতে, 'ঋগ্বেদে'র ১০।৭২ সূক্তে দক্ষ এবং অদিতির আট পুত্র—ধাতা ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, অংশ, সূর্য, অর্যমা ও ভগ—স্তুত হইয়াছেন।[২] ঐ সূক্তের দ্রষ্টা, শৌনকের শিষ্য কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'র মতে, বৃহস্পতি ঋষি বা দাক্ষায়ণী অদিতি। উহাতে আছে "দক্ষ অদিতি হইতে উৎপন্ন হন, পরে দক্ষ হইতে অদিতি।"[৩] "হে দক্ষ! যিনি তোমার দুহিতা সেই অদিতি (নিজের পুত্রগণকে) উৎপন্ন করেন। (স্তুতি দ্বারা) ভজনীয় এবং অমৃতবন্ধু দেবগণ তাঁহা হইতে উৎপন্ন হন।"[৪]

ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে অদিতির পিতা দক্ষ প্রজাপতি সম্বন্ধে প্রাচীনকালে যেন কিঞ্চিৎ মতভেদ ছিল বলিয়া মহাভারতপুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। কখন কখন বলা হইয়াছে, যে উনি ভগবান্ ব্রহ্মার মানস পুত্র।[৫] আবার কখন কখন বলা হইয়াছে যে উনি প্রাচেতসই (=প্রচেতার পুত্রই)।[৬] এই প্রকার বলার হেতু এই মনে করা হইত যে প্রজাপতি দক্ষ প্রথমে ব্রহ্মা হইতে তাঁহার মানস পুত্ররূপে উৎপন্ন হন, এবং পরে জন্মান্তরে প্রচেতাগণের ঔরসে মারিষার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৭] উভয় জন্মে তাঁহার নাম দক্ষ ছিল এবং তিনি প্রজাপতি বলিয়াও খ্যাতিমান্ হন। কোথাও কোথাও ঐ বিষয়ে শঙ্কা উত্থাপন করিয়া সমাধান করা হইয়াছে, দেখা যায়। যথা, 'হরিবংশে' বিবৃত হইয়াছে যে, মহারাজ জনমেজয় মহর্ষি বৈশম্পায়নকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে অনঘ, আপনি (পূর্বে) বলিয়াছেন যে দক্ষ ব্রহ্মার দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন এবং তাঁহার স্ত্রী সেই প্রকারে বাম অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হয়। সেই মহাতপা কি প্রকারে পুন প্রাচেতসত্ব প্রাপ্ত হন? হে বিপ্র, আমার এই সংশয় সমাধান করুন।"[৮] 'বিষ্ণুপুরাণে' আছে, মহর্ষি মৈত্রেয় মহর্ষি পরাশরকে বলেন, "হে মহামুনি, আমি শুনিয়াছি যে দক্ষ পূর্বে (ভগবান ব্রহ্মার) দক্ষিণ অঙ্গুষ্ঠ হইতে উৎপন্ন হন। তিনি পুনঃ প্রাচেতস হইয়া সমুৎপন্ন হইলেন কি প্রকারে? হে ব্রাহ্মণ, আমার অন্তরে এই সুমহান সংশয় আছে।"[৯] উভয়ে একই উত্তর আছে, 'জন্ম ও মৃত্যু প্রাণীদিগের মধ্যে নিত্যই বর্তমান আছে। ঋষিগণ এবং বিদ্বান ব্যক্তিগণ তাহাতে মোহ প্রাপ্ত হন না। দক্ষাদি প্রতি যুগে উৎপন্ন হন, পুনঃ নিরোধ-প্রাপ্ত হন। বিদ্বান ব্যক্তি তাহাতে মোহ প্রাপ্ত হন না।

১) মহাভা, ১।৬৬।১০   ২) বৃহদ্দেবতা, ৭।১১৪

৩) ঋক্‌সং, ১৯।৭২।৪,২

এই মন্ত্রের গূঢ় রহস্যের জন্য 'প্রাচীন অদ্বৈত-কাহিনী'র ১ম খণ্ডের পৃষ্ঠা দেখ।

৪) ঋক্‌সং, ১০।৭২।৫

৫) যথা দেখ—মহাভা, ১।৬৬।১০-৩ ; ১২।২০৭।১৯-২০ ; হরিবংশ, ৩।৩৬।২০-৩ ; বিষ্ণুপু, ৪।১।৬

৬) যথা দেখ—মহাভা, ১।৭৫।৫, ৮— ; হরিবংশ, ১।২।৪৬-৮ ; ৩।২২।৬-৭ ; বিষ্ণুপু, ১।১৫।৭৪-৭ ; মৎস্যপু, ৫।১৩ ; ৬।১— ; পদ্মপু, ৫।৬।১৩, ৩৪—

৭) বিষ্ণুপু, ১।১৫।৭৪   ৮) হরিবংশ, ১।২।৫২-৩

৯) বিষ্ণুপু, ১।১৫।৮১—২'১ ; ব্রহ্মপু, ২।৫২-৩ (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পূর্বে জন্ম হেতু উহাদের জ্যেষ্ঠতা বা কনিষ্ঠতা বিচার হইত না। তখন তপ এবং প্রভাবকেই জ্যেষ্ঠতার একমাত্র কারণ মনে করা হইত।'[১] যাহা হউক, ইহা অনুমান করিবার যথেষ্ট হেতু আছে যে অদিতির পিতা প্রকৃত পক্ষে ব্রহ্মার মানস পুত্র দক্ষই, প্রাচেতস দক্ষ নহেন।

অদিতি ও তাঁহার পুত্রগণ

কশ্যপ মারীচের ন্যায় তাঁহার স্ত্রী অদিতি দাক্ষায়ণীও বেদের মন্ত্রদ্রষ্ট্রী। শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা'য় "ব্রহ্মবাদিনীগণে"র (অর্থাৎ বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা নারী ঋষিগণের) মধ্যে তাঁহার নাম আছে।[২] 'ঋগ্বেদে'র ৪র্থ মণ্ডলের ১৮শ সূক্ত ইন্দ্র দেবতা, তাঁহার মাতা অদিতি এবং ঋষি বামদেবের সংবাদ। বেদভাষ্যকার সায়ন ঐ বিষয়ে এই আখ্যায়িকা বিবৃত করিয়াছেন,—মহামুনি বামদেব মাতৃ-গর্ভে থাকিতেই পরম জ্ঞান লাভ করেন। তিনি মাতার যোনি দিয়া নির্গত হইতে ইচ্ছা করিলেন না। পরন্তু তাহাতে মাতার অসহ্য কষ্ট হইতেছে জানিয়া, উহার শান্তির জন্য ইন্দ্রের মাতা অদিতিকে ধ্যান করিতে লাগিলেন। দেবী অদিতি ইন্দ্রকে সঙ্গে লইয়া বন মধ্যে গর্ভিণী বামদেব মাতার নিকটে উপস্থিত হন। তখন অদিতি ইন্দ্র এবং বামদেবের মধ্যে ঐ সংবাদ হয়। ঐ সূক্তের ৪র্থ মন্ত্রের উত্তরার্ধ এবং ৭ম মন্ত্র অদিতির উক্তি।

অদিতি বড় তপস্বিনী ছিলেন। তাঁহার তপস্যার কথা বেদে এবং পরবর্তী শাস্ত্রে বিবৃত হইয়াছে। (পরে দেখ)

বেদের মতে, অদিতির পুত্র আট জন। যথা, 'ঋগ্বেদে' আছে,

"অদিতির দেহ হইতে আট পুত্র উৎপন্ন হইয়াছে। সাত পুত্র সহ অদিতি দেবতাদিগকে প্রাপ্ত হইয়াছেন। অষ্টম পুত্র মার্তাণ্ডকে তিনি দূরে ফেলিয়া রাখিয়াছেন। সৃষ্টির প্রথমে অদিতি, সাত পুত্র সহ, প্রজা সৃষ্টি করেন। পুনঃ উহাদের মৃত্যুর জন্য মার্তাণ্ডকে (গর্ভে) ধারণ করেন।"[৩]

এই মন্ত্রদ্বয়ের কোন কোনটা বেদের অন্যান্য স্থলেও পাওয়া যায়।[৪] 'অথর্ববেদে' উক্ত হইয়াছে যে "অদিতি অষ্টপুত্রা।"[৫] 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' কেবল 'অষ্টপুত্রা' নামে অদিতির উল্লেখ হইয়াছে।[৬]

অদিতি কি প্রকারে,—কোন্ সাধন বলে আপন পুত্রগণকে লাভ করেন, তাহার বিবরণও বেদে আছে। যথা, 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে

"অদিতি পুত্রকামা (হইয়া) সাধ্য দেবগণের জন্য ব্রহ্মৌদন পাক করেন। (উহাঁরা) তাহা ভক্ষণ করত) উচ্ছিষ্ট তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি উহা ভক্ষণ করেন। তিনি গর্ভ ধারণ করেন। তাঁহা হইতে চারি জন আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় (বার ব্রহ্মৌদন)

---

১) হরিবংশ, ১।২।৫৪-৬ ; বিষ্ণুপু, ১।১৫।৮৩-৫ ; ব্রহ্মপু, ২।৫৪-৬

২) বৃহদ্দেবতা, ২।৮২-৪ ৩) ঋক্‌সং, ১০।৭২।৮-৯

৪) 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' (১।১৩।২-৩) উভয় মন্ত্র আছে। 'মৈত্রায়ণীয়সংহিতা'য় (৪।৬।৯) এবং শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য, ৩।১।৩।২) কেবল প্রথম মন্ত্র আছে।

৫) অথসং, ৮।৯।২১ ৬) তৈত্তিআ, ১।১৩।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাক করেন। (তখন) তিনি মনে মনে এই ভাবিলেন, 'উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করাতে আমার ইহারা (এই তেজস্বী পুত্রগণ) জন্মিয়াছে। যদি আমি অগ্রে প্রাশন করি, তবে আমার ইহাদের অপেক্ষা অধিকতর তেজস্বী (পুত্রগণ) জন্মিবে।' (এই ভাবিয়া) তিনি (ঐ ব্রহ্মৌদন) অগ্রে প্রাশন করিলেন। তাঁহা হইতে এক আণ্ড জন্মিল, যাহা (যথাযথ) বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় নাই। তিনি তৃতীয় বারে আদিত্যগণের জন্য (ব্রহ্মৌদন) পাক করেন, (এই ভাবিয়া যে) 'আমার এই পরিশ্রম ভোগার্থ হউক।' তাঁহারা (আদিত্যগণ) বলিলেন, 'আমরা এক বর যাচনা করিতেছি,—ইহা হইতে যে জন্মিবে, সে এক মাত্র আমাদেরই হইবে; তাহার প্রজাগণের মধ্যেও যে ঋদ্ধিমান্ হইবে সে আমাদের ভোগার্থক হইবে।' অনন্তর আদিত্য বিবস্বান্ জন্মিল। এই যে মনুষ্যগণ, ইহারা নিশ্চয় তাঁহারই প্রজা। ইহাদের মধ্যে সেই ঋদ্ধিমান্ হয়, যে যজন করে, এবং সেই দেবগণের ভোগার্থক হয়।"[১]

'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' ইহার ঈষৎ ভিন্ন প্রকার বর্ণনা আছে,—

"অদিতি পুত্রকাম হইয়া সাধ্যদেবগণের জন্য ব্রহ্মৌদন পাক করেন। (উহাঁরা তাহা ভক্ষণ করত) উচ্ছিষ্ট তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি উহা ভক্ষণ করেন। তিনি গর্ভ ধারণ করেন। তাহা হইতে ধাতা এবং অর্যমা জন্মগ্রহণ করেন। তিনি দ্বিতীয় (বার ব্রহ্মৌদন) পাক করেন। (উহাঁরা তাহা ভক্ষণ করত) উচ্ছিষ্ট তাঁহাকে প্রদান করেন। তিনি উহা ভক্ষণ করেন। তিনি গর্ভ ধারণ করেন। তাঁহা হইতে মিত্র এবং বরুণ জন্মে" ইত্যাদি। সেই প্রকারে অদিতি আরও দুইবার সাধ্যদেবগণের জন্য ব্রহ্মৌদন পাক করেন এবং উহাঁদের প্রদত্ত উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করিয়া গর্ভ ধারণ করেন। তাঁহা হইতে তৃতীয় বারে অংশ ও ভগ, এবং চতুর্থ বারে ইন্দ্র ও বিবস্বান্ জন্মে।[২]

'মৈত্রায়ণীসংহিতা'র কথার শেষ ভাগ অন্য প্রকার। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'র ন্যায় উহাতেও উক্ত হইয়াছে যে অদিতি প্রজাকাম হইয়া পর পর তিন বার 'ওদন' পাক করেন। প্রতিবারে তিনি উহার উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করেন এবং দুই পুত্র উৎপন্ন করেন। তাঁহা হইতে প্রথম বারে ধাতা ও অর্যমা, দ্বিতীয় বারে মিত্র ও বরুণ, এবং তৃতীয় বারে অংশ ও ভগ জন্মেন। কোন্ দেবতার জন্য অদিতি ওদন পাক করিয়াছিলেন, তাহা 'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় উক্ত হয় নাই। যাহা হউক, ইহা উক্ত হইয়াছে যে অদিতি চতুর্থ বারও ওদন পাক করেন। তখন তিনি মনে মনে ভাবিলেন, উচ্ছিষ্ট ভক্ষণ করাতে আমার দুই দুই পুত্র জন্মিতেছে; ইহা অপেক্ষা শ্রেয় আমার নিশ্চয় হইবে, যদি আমি প্রথমে ভক্ষণ করি।' এই ভাবিয়া অদিতি ঐ ওদন প্রথমে ভক্ষণ করিলেন। সেই বারও তাঁহার গর্ভে দুই জন পুত্র হইল। ঐ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে এক জন ইন্দ্র প্রাণকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করেন। তাহাতে অপর আণ্ড মৃতের ন্যায় হইল। তিনিই মার্তাণ্ড। তিনিই বিবস্বান আদিত্য।[৩] যাহা হউক, এইরূপে 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'র ন্যায়

১) তৈত্তিসং, ৬।৫।৬।১-২ "ততো বিবস্বানাদিত্যোঽজায়ত তস্য বা ইয়ং প্রজা যন্মনুষ্যাস্তাস্বেক এবর্দ্ধো যো যজতে স দেবানাং ভোগায় ভবতি।" (ঐ, ৬।৫।৬।২) 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' (১।৮।৮।১) আছে, "আদিত্যা বৈ প্রজাঃ।"

২) তৈত্তিব্রা, ১।১।৯।১—

৩) মৈত্রাসং, ১।৬।১২ "স বাব মার্তাণ্ডো যস্তেমে মনুষ্যাঃ প্রজা,,...স বা বিবস্বানাদিত্যো" ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে চতুর্থবারে অদিতি ইন্দ্র এবং মার্তাণ্ড বা বিবস্বানকে উৎপন্ন করেন।

পুত্রকামনায় অদিতি কর্তৃক ব্রহ্মৌদন পাকের উল্লেখ 'অথর্ববেদে'ও আছে। "হে অগ্নি! (তুমি মন্থন হেতু) উৎপন্ন হও। (অভীপ্সিত ফল) আকাঙ্ক্ষায় পুত্রকামা এই অদিতি ব্রহ্মৌদন পাক করিবে।"[১] ইতোধিক ঐ বিষয়ে অপর কিছু 'অথর্ববেদে' নাই।

এই রূপে দেখা যায়, শ্রুতির মতে অদিতির পুত্র আট জন; এবং উঁহাদের নাম—ধাতা, অর্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র এবং বিবস্বান বা মার্তাণ্ড।[২] 'ঋগ্বেদে'র এক স্থলে অদিতির পাঁচ পুত্রের উল্লেখ আছে,—মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ এবং অংশ।[৩] উহাতে সূর্যকেও কখন কখন 'আদিত্য' বলা হইয়াছে।[৪] 'অথর্ববেদে'ও সূর্যকে 'আদিত্য'[৫] এবং "অদিতির পুত্র"[৬] বলা হইয়াছে। অদিতির পুত্র বিবস্বান্ এবং সূর্যদেবতা অভিন্ন মনে করিয়াই ঐ প্রকার বলা হইয়াছে।

পরে পরে দেখা যায়, মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দেবী অদিতির গর্ভে বারটি পুত্র জন্মে। আচার্য শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা'য় তাহার উল্লেখ আছে।[৭] মহাভারতপুরাণাদিতেও এক বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে অদিতির পুত্র বার জন।[৮]

পরন্তু উহাদের নাম সম্বন্ধে মতভেদ আছে। 'বৃহদ্দেবতা'র মতে, অদিতির বার পুত্রের নাম এই,—(১) ভগ, (২) অর্যমা, (৩) অংশ, (৪) মিত্র, (৫) বরুণ, (৬) ধাতা, (৭) বিধাতা, (৮) বিবস্বান্, (৯) ত্বষ্টা, (১০) পূষা, (১১) ইন্দ্র এবং (১২) বিষ্ণু।[৯] 'মহাভারতে' 'বিধাতা' স্থলে 'সবিতা' নাম আছে।[১০] 'বিষ্ণুপুরাণে' এবং 'হরিবংশে'র এক স্থলেও তাহা আছে।[১১] পরন্তু 'হরিবংশে'র অপর এক স্থলে, তথা 'বায়ুপুরাণে' 'বিধাতা' স্থলে 'পর্জন্য' নাম আছে।[১২] ঐ বিষয়ে অপর ভেদও পাওয়া যায়।[১৩]

---

১) অথসং, ১১।১।১

২) মৈত্রাসং, ১।৬।১২ ; তৈত্তিব্রা, ১।১।৯।১— ; তাণ্ড্যব্রা, ২৪।১২।৪ ; তৈত্তিআ, ১।১৩।৩

৩) ঋক্‌সং, ২।২৭।১—

৪) ঋক্‌সং, ১।৫০।১৩ ; ৮।৯০।১১

৫) অথসং, ১৩।২।৩, ২৯

৬) অথসং, ১৩।২।৩৭

৭) "তত্রৈকা ত্বদিতির্দেবী দ্বাদশাজনয়ৎ সুতান্"—(বৃহদ্দেবতা, ৫।১৪৬'২

৮) যথা দেখ—মহাভা, ১।১৪-১৫ , ১।৬৬।৩৭ ; ইত্যাদি

৯) বৃহদ্দেবতা, ৫।১৪৭—৮'১

১০) মহাভা ১।৬৫।১৪—১৬'১ ; ১২।২০৮।১৫-৬

'মহাভারতে' বিবস্বান্‌কেও কখন কখন সবিতা বলা হইয়াছে। ঐ প্রয়োগ 'ঋগ্বেদে' (১০।৯২।৪) ও আছে। তাহার হেতু এই যে বিবস্বান্, সবিতা, আদিত্য, সূর্য প্রভৃতি শব্দ পর্যায় বাচী।

১১) বিষ্ণুপু, ১।১৫।১৩০'২-১৩২ ; হরিবংশ, ১।৩।৫৯'২—৬১

১২) হরিবংশ, ৩।৪৮।১১-২ ; বায়ুপু, ৬৬।৬৬'২—

১৩) যথা দেখ—হরিবংশ, ৩।১৪।৫৭-৮ ; ৩।৩৬।৩০-১ ; ৩।৬০।২১-২ ; মৎস্যপু, ৬।৩-৫

১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদিতির ঐ বার পুত্র মহাভারতপুরাণাদিতে "দ্বাদশাদিত্য" নামে খ্যাত হন।[১]

অদিতির পুত্রগণ,—আদিত্যগণ কালক্রমে দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন; এবং লোকে দেবতারূপে তাঁহাদিগকে আহ্বান এবং স্তুতিও করিত। তাই 'ঋগ্বেদে' উক্ত হইয়াছে যে দক্ষের দুহিতা অদিতি হইতে "ভদ্র (=স্তুতি দ্বারা ভজনীয়) এবং অমৃতবন্ধু দেবগণ উৎপন্ন হন।"[২] 'অথর্ববেদে' আছে, 'অদিতির পুত্র দেবগণ বৃহৎ (অর্থাৎ গুণে মহান্) এবং অনর্ম (অর্থাৎ অপরাজেয়)। নমস্কার দ্বারা (বন্দনীয়) তাঁহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অপর কেহ নাই।'[৩] মহাভারতপুরাণাদিতেও আছে, কশ্যপের স্ত্রী অদিতি দেব-মাতা।

'ঋগ্বেদে'র ২।২৭ সূক্তের দেবতা আদিত্যগণ। উহার ১ম মন্ত্রে মিত্র, অর্যমা, ভগ, বরুণ এবং অংশ—এই আদিত্যগণকে স্তুতি করা হইয়াছে। ২য় মন্ত্রে মিত্র, অর্যমা ও বরুণ—এই আদিত্যগণকে স্তুতি করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে "আদিত্যাস: শুচয়: ধারপূতা অবৃজিনা অনবদ্যা অরিষ্টা:" ('আদিত্যগণ শুচি (অর্থাৎ শুভ্র দীপ্তিমান্) (জল) ধারা দ্বারা ক্ষালিতের ন্যায় পূত (অর্থাৎ নির্মল), নিষ্পাপ, অনবদ্য এবং (কাহারও দ্বারা) অহিংসিত')।[৪] সেই আদিত্যগণ মহান্, গম্ভীর, ভুরিচক্ষু (অর্থাৎ সর্বদিকে দৃষ্টি রাখেন, সর্বদৃক্)। তাঁহারা স্বয়ং কাহারও দ্বারা হিংসিত নহেন, পরন্তু অপরকে হিংসা করিতে অভিলাষী। তাঁহারা (সমস্ত জনগণের হৃদয়) মধ্যে, থাকিয়া (তাহাদের কৃত) পাপ ও সাধু (কর্মসমূহ) দেখেন ইত্যাদি।[৫] 'ঋগ্বেদে'র ১০।১৮৫ সূক্তের দেবতা মিত্রবরুণাদি আদিত্যগণ। উহাতে তাঁহাদের নিকট রক্ষা প্রার্থনা করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে "অদিতির পুত্রগণ যেই মনুষ্যকে জীবিত থাকিতে অজস্র জ্যোতি প্রদান করেন (শত্রুগণ) তাহার কোন অনিষ্ট করিতে সমর্থ হয় না।"[৬] 'ঋগ্বেদে'র ৮।১৮ সূক্তের ৮ম ও ৯ম মন্ত্র ব্যতীত অপর মন্ত্রসমূহের দেবতা ঐ আদিত্যগণ। 'বাজসনেয়সংহিতা'য় আছে, মিত্র, অর্যমা এবং বরুণ—অদিতির এই তিন পুত্র মনুষ্যকে জীবিতার্থে অজস্র জ্যোতি (বা জ্ঞান) প্রদান করেন। তাই উপাসক তাঁহাদের নিকট মহৎ এবং সুবর্ণাদিদ্রব্যযুক্ত রক্ষণ প্রার্থনা করিয়াছেন।[৭] 'অথর্ববেদে' অদিতির পুত্র ভগকে ("ভগং…পুত্রমদিতের্য:") উপাসনা করা হইয়াছে।[৮] উহাতে "বরুণং পুত্রমদিত্যা:" (অদিতির পুত্র বরুণকে') স্তুতি করা হইয়াছে।[৯] উহার এক স্থলে আছে, "রাজা বরুণ, মিত্র, বিষ্ণু এবং ভগকে স্তুতি করিতেছি। অংশ ও বিবস্বান্‌কে স্তুতি করিতেছি। তাঁহারা আমাকে পাপ হইতে মুক্ত করুন।"[১০]

'মহাভারতে'ও দেখা যায়, মহর্ষি কশ্যপের ও অদিতির পুত্র দ্বাদশ আদিত্য "ত্রিভুবনেশ্বর

---

১) মহাভা, ১।৬৫।১৪ ; হরিবংশ, ৩।১৪।৫৮
২) ঋক্‌সং, ১০।৭২।৫ (পূর্বে দেখ)
৩) অথসং, ৭।৮।১
৪) ঋক্‌সং, ২।২৭।২
৫) ঋক্‌সং, ২।২৭।৩—
৬) ঋক্‌সং, ১০।১৮৫।৩ ; আরও দেখ—মৈত্রাসং, ১।৫।৫ ; বাজসং, ৩।৩৩
৭) বাজসং, ৬।৩১-৩
৮) অথসং, ৩।১৬।২—
৯) অথসং, ৫।১।৯
১০) অথসং, ১১।৮।২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেব।"[১] 'হরিবংশে'র মতে, উঁহারা "বরিষ্ঠ ত্রিদিবৌকস্।"[২] পুরাণে আছে, উঁহারা সাত্ত্বিক প্রকৃতির ছিলেন ; সেইহেতু স্রষ্টা পরমেষ্ঠী প্রজাপতি উঁহাদিগকে যজ্ঞভুক্ এবং ত্রিভুবনেশ্বর করেন।[৩]

অদিতিকেও লোকে দেবী মনে করিতে লাগিল। তাঁহারও স্তুতি বেদে আছে। যথা, 'ঋগ্বেদে' আছে,—

"হে অরিষ্টভরণ ও পুরুপ্রিয় দেবী অদিতি! (তোমার পুত্র) সুরি ও সুশর্ম দেবগণসহ, যে প্রকারে শোভন হয়, সেই প্রকারে আস।"[৪]

"অদ্বয়া (=দ্বিভাব রহিত, সর্বদা এক ভাব যুক্তা, অর্থাৎ কপটতা-রহিতা) অদিতি দিনে এবং রাত্রিতে আমাদের পশুগণকে রক্ষা করুন। (আত্মীয় রক্ষণে) সদা বৃদ্ধিমতী হইয়া অদিতি (আমাদিগকেও) পাপ হইতে রক্ষা করুন।" ইত্যাদি।[৫]

"পিপর্তু নো অদিতী রাজপুত্রা" ('রাজপুত্রা অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন')।[৬]

অপর বেদেও অদিতি দেবীর স্তুতি আছে। যথা

"আমি শূরপুত্রা দেবী অদিতিকে আহ্বান করিতেছি, যাহাতে আমি (সমৃদ্ধিকাম হইয়া) নিজের সমান ব্যক্তিগণ দ্বারা সেব্যমান হই।"[৭]

প্রকরণ হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে ঐ অদিতি মিত্রবরুণাদির মাতা। কোন কোন মন্ত্রে তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে। যথা

"ধনবান্ মিত্র, অর্যমা ও বরুণের মাতা অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন এবং শর্ম প্রদান করুন।"[৮]

"ধনবান্ মিত্র ও বরুণের মাতা অদিতি আমাদিগকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করুন।"[৯]

এই সকল বচনে অদিতিদেবীর কতিপয় বিশেষণের প্রতি বিশেষ ধ্যান দেওয়া উচিত। কথিত হইয়াছে যে তিনি "অরিষ্টভরণ" ও "পুরুপ্রিয়", তথা "রাজপুত্রা" ও "শূরপুত্রা"। যে সকল মনুষ্য তাঁহাকে হিংসা করে না, অর্থাৎ তাঁহার প্রতি দ্বেষ ভাব রাখে না, বরং তাঁহাকে ভজন করে, উহাদিগকে তিনি ভরণ করেন। তাই তিনি 'অরিষ্টভরণ'। তিনি লোকের পুরু অর্থাৎ বহু প্রিয়, অথবা পুরু বা বহু জনের তিনি প্রিয়। সেইহেতু তিনি 'পুরুপ্রিয়'। তাহাতে জানা যায় যে অদিতি দেবীর উপাসনা লোকের বহু প্রিয় হইয়াছিল, এবং বহু লোকের মধ্যে তাহা প্রচলিত হইয়াছিল। অদিতির অপর দুই বিশেষণ তাঁহার পুত্রগণ সম্পর্কে। তাঁহার পুত্রগণ শূর বীর ছিলেন, পুত্রগণের রাজা বা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সেইহেতু তিনি 'শূরপুত্রা' ও 'রাজপুত্রা'।

দেবতারূপে অদিতির আট পুত্রের উপাসনার উল্লেখ ব্রাহ্মণগ্রন্থেও পাওয়া যায়।[১০]

---

১) মহাভা, ১২।২০৮।১৪-৬ ; আরও দেখ—মহাভা, ১।৬৫।১৪ ("ভুবনেশ্বর")
২) হরিবংশ, ৩।১৪।৫৮
৩) যথা দেখ—ব্রহ্মপু, ৩২।৭-৮ ; মার্কণ্ডেয়পু, ১০৪।১২
৪) ঋক্সং, ৮।৯৮।৪
৫) ঋক্সং, ৮।১৮।৬—
৬) ঋক্সং, ২।২৭।৭
৭) অথসং, ৩।৮।২
৮) ঋক্সং, ৮।৪৭।৯
৯) ঋক্সং, ১০।৩৬।৩
১০) যথা দেখ—শতব্রা (মাধ্য), ৩।১।৩।২—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অদিতি এবং তাঁহার পুত্রগণ সাধনার বা তপস্যার বলেই শ্রেষ্ঠ মহিমা সম্পন্ন হন এবং সেইহেতু ক্রমে দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন, তথা মনুষ্যগণ দ্বারা পূজিত হইতে থাকেন। তাঁহাদের সাধনার উল্লেখ বেদেও কিছু কিছু পাওয়া যায়। যথা, 'ঋগ্বেদে' উক্ত হইয়াছে যে দেবী অদিতি, (তাঁহার পুত্র) মিত্র, বরুণ ও অর্যমাসহ, সবিতা দেবের সব (বা অনুজ্ঞা) সেবমান হইয়া, তাঁহাকে অভিস্তুতি করেন।[১] ঋতের রক্ষণার্থ তিনি স্বরাট ইন্দ্রের উদ্দেশে অতি উৎকৃষ্ট বা সকলের প্রশংসিত স্তুতি প্রণয়ন করেন।[২] 'তৈত্তিরীয়সংহিতা' এবং 'মৈত্রায়ণী-সংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে অদিতি পুত্রকামনায় সাধ্যদেবগণের উদ্দেশে ব্রহ্মৌদন পাক করেন এবং উঁহাদের প্রসাদে প্রতি বারে দুই পুত্র করিয়া চারি বারে আট পুত্র লাভ করেন।[৩] 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে'ও তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।[৪]

'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে আদিত্যগণ কতিপয় অতিরাত্র দর্শন করেন।[৫] তাহার বলে তাঁহারা দুই দুই জনে মিলিয়া,—মিত্র ও বরুণ, ধাতা ও অর্যমা, অংশ ও ভগ, এবং ইন্দ্র ও বিবস্বান—সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন। মনুষ্যদিগের মধ্যে যাহারা আদিত্যগণ কর্তৃক দৃষ্ট ঐ অতিরাত্র অনুষ্ঠান করে, তাঁহারাও ঐ সমৃদ্ধি লাভ করে।[৬] "অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেঃ" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্রে তাহাই অনূদিত হইয়াছে নাকি।[৭] "(ঐ অতিরাত্রসমূহ দ্বারা) আদিত্যগণ ইহলোকে ঋদ্ধি প্রাপ্ত হন, আদিত্যগণ ঐ পরলোকে (ও) ঋদ্ধিমান্ হন। যাহারা উহাদিগকে আশ্রয় করে, তাহারাও মনুষ্যলোক এবং দেবলোক—এই উভয় লোকে ঋদ্ধিমান্ হয়।"[৮]

কোন কোন ব্রাহ্মণে দেখা যায়, কাহারা প্রথমে যজ্ঞ করিবে এবং তৎফলে স্বর্গে যাইবে তাহা লইয়া আদিত্যগণ এবং আঙ্গিরসগণ প্রতিস্পর্ধা করেন। আদিত্যগণ এই বলিয়া স্পর্ধা করেন যে 'আমরাই প্রথমে স্বর্গলোকে যাইব;' আর আঙ্গিরসগণ স্পর্ধা করিলেন যে "আমরাই প্রথমে (স্বর্গলোকে যাইব)।" 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' তাঁহাদের ঐ প্রতিস্পর্ধার বিস্তারিত বিবরণ আছে।[৯] অপর কোন কোন ব্রাহ্মণেও তাহা সংক্ষেপে উল্লিখিত হইয়াছে।[১০] তাহাতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে আদিত্যগণ, আঙ্গিরসদিগের ন্যায়, প্রথমে মনুষ্যই ছিলেন, পরে সাধন বলে স্বর্গে গমন করেন। 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র অপর এক স্থলে অতি স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে আদিত্যগণ এবং আঙ্গিরসগণ ইহলোকেই ছিলেন, তাঁহারাই সর্বপ্রথমে অগ্নিদেবের উদ্দেশে অগ্নিতে হবন করেন এবং তাহার ফলে স্বর্গলোকে গমন করেন।[১১]

'ঋগ্বেদে' আছে, যজ্ঞের অগ্নিকে স্তুতি করিতে গিয়া শর্যাৎ মানব বলেন যে ঐ অগ্নিকে "পূতদক্ষ (=পূত ও দক্ষ, অথবা শুদ্ধ-বল-সম্পন্ন) ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, ভগ এবং সবিতা (বা বিবস্বান্)—(অর্থাৎ আদিত্যগণ) শ্রেষ্ঠতা লাভের উপায় বলিয়া সম্যক্ জানেন।"[১২] সুতরাং

---

১) ঋক্‌সং, ৭।৩৮।৪

২) ঋক্‌সং, ৮।১২।১৪ ; আরও দেখ—ঐ, ৫।৩১।৫

৩) পূর্বে দেখ।

৪) তাণ্ড্যব্রা, ২৪।১২।২

৫) ঐ, ২৪।১২।৪

৬) ঐ, ২৪।১২।৫-৬

৭) ঐ, ২৪।১২।৭

৮) ঐতব্রা, ৬।৩৪ ও ৩৫ ; আরও দেখ—ঐ, ৪।১৭

৯) যথা দেখ—কোষীব্রা, ৩০।৬ ; শতব্রা (মাধ্য), ১২।২।২।৯-১১

১০) ঐতব্রা, ১।১৬

১১) ঋক্‌সং, ১০।৯২।৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐখানেও প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে যে আদিত্যগণ অগ্নি-উপাসনা বা যজ্ঞানুষ্ঠান দ্বারাই শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন।

ইহা বিশেষভাবে বলা উচিত মনে হয় যে প্রজাপতি দক্ষের দুহিতা এবং মহর্ষি কশ্যপ মারীচের পত্নী অদিতি দেবীর পুত্র আদিত্য-দেবগণ, এবং বেদোক্ত তেত্রিশ দেবতার অন্তর্গত আদিত্যদেবগণ ভিন্ন ভিন্ন। অপর কথায় বলিতে, বেদে দ্বিবিধ আদিত্যদেবগণের উল্লেখ আছে। এক দক্ষের দুহিতা এবং কশ্যপের স্ত্রী অদিতির পুত্রগণ। অদিতিপুত্র বলিয়া উঁহারা 'আদিত্য'। উঁহারা প্রথমে মনুষ্যই ছিলেন এবং ইহলোকেই বাস করিতেন। সাধন বলে তাঁহারা অনেক মহিমাসম্পন্ন হন এবং তাহাতে মনুষ্যগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করে। তাঁহারা দেহান্তে স্বর্গে গমন করেন। কালক্রমে তাঁহারা দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন এবং পূজিত হইতে থাকেন। পূর্বের মাতৃ-সম্পর্কে তাঁহারা 'আদিত্যদেবগণ' বলিয়া অভিহিত হইতে থাকেন। অপর আদিত্য দেবগণ, যাঁহারা বেদোক্ত তেত্রিশ দেবতার অন্তর্গত, তাঁহারা প্রথম হইতেই দেবতা। তাঁহারা কখনও মনুষ্য ছিলেন না। সুতরাং তাঁহাদের দেবত্ব সাধন দ্বারা অর্জিত নহে। তাঁহারা মূলতঃই দেবতা। তাঁহাদের 'আদিত্য' সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তি যাহাই হউক না কেন, দাক্ষায়ণী অদিতির পুত্র বলিয়া অবশ্যই নহে। 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে দাক্ষায়ণী অদিতি দেবী পুত্রকামনায় তৃতীয় বারে আদিত্যদেবগণের জন্য ব্রহ্মৌদন পাক করেন এবং উঁহাদের নিকট তিনি এই বচনে বদ্ধ হন যে সেইবারে তাঁহার গর্ভে যে পুত্র জন্মিবে সে উঁহাদের "ভোগার্থক" অর্থাৎ সেবক হইবে। অনন্তর উঁহাদের প্রসাদে "বিবস্বান্ আদিত্য" জন্মগ্রহণ করিল।[১] ইহা হইতে অতি নিশ্চিত রূপে জানা যায় যে দাক্ষায়ণী অদিতি দেবীর পুত্র আদিত্যগণ অথবা যেমন তাঁহারা পরে পরে কথিত হইতে থাকেন, আদিত্যদেবগণ, তাঁহার উপাস্য আদিত্যদেবগণ হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।

আরও দেখ, দাক্ষায়ণী অদিতি দেবীর পুত্র আদিত্যগণ সংখ্যায়, বেদের মতে, আট জন। পরন্তু তেত্রিশ দেবতার আদিত্যগণ সংখ্যায় বার জন। 'শতপথব্রাহ্মণে'র এক স্থলে অদিতি পুত্র আদিত্য দেবগণ যে সংখ্যায় আট জন, তাহার সমর্থনে "অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেঃ" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র [ঋক্‌সং, ১০।৭২।৮] অনূদিত হইয়াছে।[২] উহাতে পরে আবার উক্ত হইয়াছে যে আদিত্য দ্বাদশ জন।[৩] অষ্ট বসু, একাদশ রুদ্র, দ্বাদশ আদিত্য, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি—দেবতা এই তেত্রিশ জন।[৪]

"কতম আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্যৈত আদিত্যাঃ"[৫]

'আদিত্যগণ কাহাঁরা? সম্বৎসরের দ্বাদশ মাস। (উহাদের অধিপতি) ঐ আদিত্যগণ।' সুতরাং এক বছরের দ্বাদশ মাসের অধিপতি দ্বাদশ সূর্যই দ্বাদশ আদিত্য। প্রকৃত পক্ষে একই সূর্য ভিন্ন ভিন্ন মাসে ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। এক বছরে বার মাস। সুতরাং

---

১) পূর্বে দেখ।
২) "অষ্টৌ পুত্রাসো অদিতেঃ। যাংস্তেদ্দেবা আদিত্যা ইত্যাচক্ষতে" ইত্যাদি।—(শতব্রা (মাধ্য), ৩।১।৩।৩—)
৩) শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।২।৮ ৪) ঐ, ১১।৬।৩।৫ ৫) ঐ, ১১।৬।৩।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্যের নাম বার হয়। তাহা হইতে বলা হয় যে আদিত্যদেবগণ সংখ্যায় বার জন। উঁহাদিগকে 'আদিত্য' বলার হেতু এই,—

"এতে হীদং সর্বমাদদানা যন্তি তে যদিদং সর্বমাদদানা যন্তি তস্মাদাদিত্যা ইতি।"[১]

এইরূপে দেখা যায়, 'আদিত্য' সংজ্ঞার ব্যুৎপত্তিগত অর্থ উভয়ত্র ভিন্ন ভিন্নই।

বেদে উক্ত আদিত্যদেবগণের ঐ দ্বিবিধতা লোকে কালক্রমে ভুলিয়া যাইতে লাগিল মনে হয়। লোকে তাঁহাদিগকে অভিন্ন বলিয়া মনে করিতে লাগিল বোধ হয়। তাঁহাদের সকলের একই 'আদিত্য' সংজ্ঞা এবং তাঁহাদের ব্যষ্টির ধাতা, অর্যমা প্রভৃতি নামৈকত্ব ঐ বিষয়ে সহায়ক হইয়াছিল। মূল আদিত্যদেবগণের নামেই অদিতি দেবী নিজের পুত্রগণের নাম রাখেন বোধ হয়। তাহাতে তাঁহার পুত্রগণের নাম এবং মাসাধিপতি আদিত্যগণের নাম একই হয়। তাহাতে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য ভুলিয়া যাওয়া লোকের পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক হইয়াছিল। উভয়ের সংখ্যার পার্থক্য ঐ একীকরণের পক্ষে বিঘ্ন হয়। সেই কারণেই বোধ হয়, পরবর্তী লোকেরা মনে করিতে লাগিলেন যে দাক্ষায়ণী অদিতির পুত্রও বার জন। এইরূপে দাক্ষায়ণী অদিতিদেবীর পুত্র আদিত্যগণের এবং তেত্রিশ দেবতার অন্তর্গত আদিত্যদেবগণের অভিন্নতা স্থাপিত হইবার পর, লোকে ইহাও মনে করিতে লাগিল যে তেত্রিশ দেবতা দাক্ষায়ণী অদিতিরই সন্তান।[২]

বিবস্বান্ আদিত্য

অদিতির পুত্রগণের মধ্যে বিবস্বানই একান্তধর্মের আচার্য বলিয়া খ্যাত। সুতরাং তাঁহার কথাই আমরা এখানে বিশেষভাবে আলোচনা করিব।

বিবস্বানের এক নাম মার্তাণ্ড (বা মার্তণ্ড)ও ছিল দেখা যায়। অদিতির আট পুত্রের সর্ব কনিষ্ঠের নাম বেদের কোথাও কোথাও দেখা যায় 'মার্তাণ্ড'[৩], আর কোথাও কোথাও দেখা যায় 'বিবস্বান্'।[৪] আর কোন কোন শ্রুতির এক স্থলে তাঁহাকে 'মার্তাণ্ড', এবং অপর স্থলে 'বিবস্বান্' বলা হইয়াছে।[৫] তাহাতে বুঝা যায় যে 'বিবস্বান্' ও 'মার্তাণ্ড' অদিতির একই পুত্রের নাম। 'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় ও 'শতপথব্রাহ্মণে' তাহা অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে।[৬] পরন্তু 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র মত ভিন্ন দেখা যায়।[৭]

'মহাভারতে'র মতে, অদিতির তনয় বা আদিত্য যদিও দ্বাদশ জন, তথাপি অষ্টমের নাম বিবস্বান্ বা মার্তণ্ড।[৮] উহার মতে সর্বকনিষ্ঠ আদিত্যের নাম বিষ্ণু।[৯]

বিবস্বানের 'মার্তাণ্ড' বা 'মার্তণ্ড' নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানা প্রকার কিংবদন্তী প্রচলিত ছিল, দেখা যায়। 'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে, ইন্দ্র ও বিবস্বান্ একই সময়ে মাতা অদিতির গর্ভে ছিলেন। ঐ সময়ে

---

১) শতব্রা (মাধ্য), ১১।৬।৩।৮
২) যথা দেখ—রামায়ণ, ৩।১৪।১৪·২—
৩) ঋক্‌সং, ১০।৭২।৮ পূর্বে দেখ)।
৪) তাণ্ড্যব্রা, ২৪।১২।৪ ; তৈত্তিব্রা, ১।১।৯।১—(পূর্বে দেখ)
৫) তৈত্তিআ, ১।১৩।২-৩
৬) শতব্রা (মাধ্য), ৩।১।৩।২-৪ ; মৈত্রীসং, ১।৬।১২ (পূর্বে দেখ)।
৭) পূর্বে দেখ।
৮) দেখ—মহাভা, ১।৭৫।১০—১২, ১৫ ও ১৭ ; ১২।২০৮।১৭
৯) মহাভা, ১।৬৫।১৬ ; ১২।২০৮।১৬ ; ১২।৩৩৯।৮১ ; ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"স বা ইন্দ্র উর্দ্ধ এব প্রাণমনুদশ্রয়ত, মৃতমিতামাণ্ডমবাপদ্যত, স বাব মার্তাণ্ডঃ"[১] ইন্দ্র প্রাণকে উর্দ্ধে আকর্ষণ করেন। তাহাতে অপর আণ্ড মৃতের ন্যায় হইল। তাহাতে উহার নাম মার্তাণ্ড হয়।

'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে "অদিতি দেবতাদিগের নিমিত্ত অন্ন পাক করেন, (এই ভাবিয়া যে) (তাঁহারা) এই অন্ন ভোজন করিয়া অসুরগণকে হনন করিবে।' ঐ সময়ে বুধ, ব্রতচর্যা সমাপ্ত হওয়াতে অদিতির নিকট আগমন করেন এবং বলেন 'ভিক্ষা দাও।' 'দেবতাগণ এই অন্নকে প্রথমে ভোজন করিবেন, অপর কেহ ইহাকে ভোজন করিতে পাইবে না',— এই বলিয়া অদিতি (বুধকে) ভিক্ষা দিলেন না। এইরূপে ভিক্ষা প্রত্যাখ্যান হেতু ব্রহ্মভূত বুধ অদিতিকে শাপ দেন, 'হে অদিতি, তোমার (পেটে) ব্যথা হইবে।' অণ্ড-সংজ্ঞিত বিবস্বানের দ্বিতীয় জন্মে মাতার অণ্ড (এই প্রকারে) অদিতির দ্বারা মারিত (হয় ; সেইহেতু) ঐ বিবস্বান্ শ্রাদ্ধ-দেব মার্তণ্ড (নামে অভিহিত হইতে থাকেন)।"[২]

'ব্রহ্মপুরাণে' এবং 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' ঐ বিষয়ে এই প্রকার কথা আছে,—যখন ভগবান্ আদিত্য অদিতির গর্ভে প্রবেশ করেন, তখন অদিতি শুচি এবং সমাহিত থাকিয়া সেই দিব্য গর্ভ ধারণ করিতে লাগিলেন। ঐ সময়ে তিনি কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি ব্রতসমূহ অনুষ্ঠান করিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া মহর্ষি কশ্যপ এক দিন কিঞ্চিৎ কোপাপ্লুত বাক্যে তাঁহাকে বলিলেন, "নিত্য উপবাসী থাকিয়া তুমি কি এই গর্ভাণ্ডকে মারিয়া ফেলিবে ('মারয়সি')?" অদিতি উত্তর করিলেন, 'হে কোপন-স্বভাব, এই গর্ভাণ্ডকে আমি মারি নাই ("ন মারিতং")। উহা শত্রুদিগের মৃত্যুর হেতু হইবে।' এই বলিয়া অদিতি, পতির বাক্যে কুপিত হইয়া, তেজসমূহ দ্বারা জাজ্বল্যমান সেই গর্ভকে তৎক্ষণাৎ পরিত্যাগ করেন। উদ্যদ্ভাস্করবর্চস্ সেই গর্ভকে দেখিয়া মহর্ষি কশ্যপ প্রণত হইয়া আদ্য ঋক্‌মন্ত্রসমূহ দ্বারা ভক্তি সহকারে স্তুতি করিতে লাগিলেন। ঐরূপে সংস্তুত হইয়া সেই গর্ভাণ্ড হইতে পদ্মপত্রসবর্ণাভ এক দিব্য শিশু তেজ দ্বারা সমস্ত দিক উদ্ভাসিত ও ব্যাপ্ত করিয়া প্রকট হন। তখন অশরীরী বাণী আকাশ হইতে সতোয়মেঘগম্ভীর শব্দে কশ্যপকে বলেন, 'হে মুনি, যেহেতু তুমি অদিতিকে এই বলিয়াছিলে যে "এতদণ্ডং ত্বয়া মারিতং" (এই অণ্ড তোমার দ্বারা মারিত হইয়াছে), সেই হেতু তোমার এই পুত্র 'মার্তণ্ড' নামে খ্যাত হইবে।'[৩]

'বায়ুপুরাণে'র কথা উহা হইতেও সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের। তথায় বিবৃত হইয়াছে যে অদিতির গর্ভাণ্ড যখন দীর্ঘকালেও প্রসূত হইল না, তখন ত্বষ্টা উহাকে বিদীর্ণ করেন,—অণ্ডকে দ্বিধা ভিন্ন করেন। তাহা দেখিয়া কশ্যপ গর্ভবধের ভয়ে ভীত ও দুঃখিত হইলেন। তিনি ত্বষ্টাকে বলিলেন, 'এই অণ্ড নিশ্চয় মৃত নহে।' তারপর স্নেহার্দ্রচিত্তে ঐ অণ্ডকে বলিলেন, 'হে অনঘ, তুমি নিশ্চয় অণ্ড নহ। তুমি মার্তণ্ড হও।' যেহেতু অণ্ড দ্বিধা-কৃত হইলে পরও পিতা উহাকে 'মার্তণ্ড হও' বলিয়াছিলেন, সেই হেতু বিবস্বান্ 'মার্তণ্ড' নামেও আখ্যাত হইতে থাকেন। পুরাণজ্ঞগণ এই প্রকার বলিয়া থাকেন।[৪]

---

১) মৈত্রাসং, ১৷৬৷১২ (পূর্বে দেখ) ২) মহাভা, ১২৷৩৪২৷৫৬

৩) মার্কণ্ডেয়পু, ১০৫৷১১-৯ ; ব্রহ্মপু ৩২৷৩২-৪০ (ঈষৎ পাঠান্তরে) ৪) বায়ু পু, ৮৪৷২৬-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হরিবংশে' আছে,

"ন খল্বয়ং মৃতোঽণ্ডস্থ ইতি স্নেহাদভাষত।
অজ্ঞানাৎ কশ্যপস্তস্মান্মার্তণ্ড ইতি চোচ্যতে॥"[১]

'কশ্যপ অজ্ঞান হেতু স্নেহ বশত বলেন, 'অণ্ডস্থ ইহা নিশ্চয় মৃত নহে।' সেই হেতু 'মার্তণ্ড' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকেন।' এই বচন ঈষৎ পাঠান্তরে 'ব্রহ্মপুরাণে' এবং বায়ুপুরাণে'ও পাওয়া যায়।[২] উহা 'বায়ুপুরাণে' বিবৃত আখ্যায়িকার সদৃশ কোন আখ্যায়িকামূলকই। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র মতে "মৃতেঽণ্ড এষ এতস্মিন্ যদভূৎ ততো মার্তণ্ড ইতি ব্যপদেশঃ" (অর্থাৎ যেহেতু তিনি মৃত অণ্ড হইতে উৎপন্ন হন। সেইহেতু 'মার্তণ্ড' নামে অভিহিত হইতে থাকেন)।[৩] 'মৎস্যপুরাণে'ও ঠিক সেই কথা আছে।[৪]

এই সকল অল্পাধিক ভিন্ন ভিন্ন প্রকারের বিবরণ পড়িয়া অন্ততঃ ইহা নিশ্চিত বলিয়া মনে হয় যে বিবস্বানের জন্মের সময়ে এক অতি অসাধারণ ঘটনা ঘটিয়াছিল; এবং ঐ ঘটনা এতটা বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ছিল যে তাহার জন্য তাঁহার এক নূতন আখ্যা পড়ে। পুরাণসমূহ সংগ্রহের অতি বহু কাল পূর্বে ঐ ঘটনা ঘটে। পুরাণ-সংগ্রহের সময়ে লোকে ঐ ঘটনা বিস্মৃত হয় নাই বটে; পরন্তু সুদীর্ঘকালের বিপর্যয়ে তৎসম্বন্ধে প্রবাদ বিকৃত হইতে হইতে নানা রূপ ধারণ করিয়াছিল। সেই কারণেই বিভিন্ন পুরাণে তৎসম্বন্ধে স্বল্পাধিক বিভিন্ন প্রকারের বর্ণনা পাওয়া যায়। ঐ সকল পর্যালোচনা করিলে প্রকৃত ঘটনা এই বলিয়া মনে হয়,—বিবস্বান দীর্ঘকাল,—সাধারণ নিয়মের দশ মাস দশ দিন অপেক্ষা অনেক সময় বেশী মাতৃগর্ভে ছিলেন। তারপর যখন গর্ভ হইতে নির্গত হন, তখন মৃত ছিলেন। গর্ভ হইতে তিনি স্বাভাবিক নিয়মেই নির্গত হন, না অন্য উপায়ে নিপতিত হইয়াছিলেন, তাহা নিশ্চয় বলা যায় না। 'বায়ুপুরাণ', 'ব্রহ্মপুরাণ' এবং 'মার্কণ্ডেয় পুরাণে'র বর্ণনা হইতে মনে হয় যে গর্ভ সুদীর্ঘকালেও মাতার কুক্ষি হইতে স্বাভাবিক নিয়মে নির্গত না হওয়াতে কৃত্রিম উপায়ে উহাকে নির্গত করান হয়। যখন মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয়, তখন শিশুর দেহে প্রাণক্রিয়া ছিল না। সেই কারণে লোকে তাহাকে মৃত বলিয়াই মনে করিয়াছিল। 'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় যে উক্ত হইয়াছে "ইন্দ্র প্রাণকে ঊর্ধ্বে আকর্ষণ করেন। তাহাতে অপর অণ্ড মৃতের ন্যায় হইল" তাহা হইতেও উহা সমর্থিত হয়। মহর্ষি কশ্যপের প্রচেষ্টায়, হয়ত তাঁহার যোগবলপ্রভাবে, ঐ মৃত দেহে প্রাণের সঞ্চার হয়, শিশু জীবিত হইয়া উঠে। তাহা হইতে উহার 'মার্তণ্ড' আখ্যা পড়ে।

প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্তা

বেদে দেখা যায়, বিবস্বান্ অতি প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্তা ছিলেন। 'বাজসনেয়সংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে

---

১) হরিবংশ, ১।৯।৫

২) ব্রহ্মপু, ৬।৫ ('অজ্ঞানাৎ' স্থলে 'অজানন্' পাঠান্তরে); বায়ুপু, ৮৪।৩৫ ('অণ্ডস্থ' ও 'অজ্ঞানাৎ' স্থলে যথাক্রমে 'হ্যণ্ডে' ও 'অজ্ঞান' পাঠান্তরে)।

৩) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৫।২০।৪৪

৪) "মৃতেঽণ্ডে জায়তে যস্মান্মার্তণ্ডস্তেন সংস্মৃতঃ।"
—(মৎস্যপু, ২।৩৮'১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যজ্ঞ (আদিত্য) দেবগণের সুখ করিতে তাঁহাদের নিকটে আগমন করেন ; (এবং বলেন) 'হে আদিত্যগণ. তোমরা (আমার) সুখকর্তা হও। তোমাদের সুমতি আমার প্রতি আবর্তন কর,। অত্যন্ত ধনলোভী পাপীদিগেরও যে সুমতি অসৎ তাহাও আমার অভিমুখে আবর্তন কর।' (অনন্তর যজ্ঞ সোমকে বলেন, হে সোম,) আদিত্যগণের জন্য তোমাকে (মিশ্রণ করিতেছি)।' (তৎপরে আবার বিবস্বান্‌কে বলেন) 'হে বিবস্বান্ আদিত্য, এই তোমার সোমপীথ (=পাতব্য সোম)। তাহাতে তৃপ্তি কর।"[১]

এইখানে কেবল যে বিবস্বান্‌কে যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে বলা হইয়াছে তাহা নহে, অপর যাহারা যজ্ঞ করে না, এমন কি যজ্ঞের বিরোধীও, তাহাদিগকেও উহার অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত করাইতে বলা হইয়াছে। সুতরাং বিবস্বান্ কেবল স্বয়ং যজ্ঞকর্তা নহেন, যজ্ঞের প্রচারকও।

'ঋগ্বেদে' দেখা যায়, বিবস্বান্ সতত উত্তম যজ্ঞ করিতে উদ্‌যোগী ; সুতরাং অগ্নি তাঁহার মুখ্য আশ্রয়। আঙ্গিরস হিরণ্যস্তূপ ঋষি অগ্নিদেবতার স্তুতিতে বলিয়াছেন,—

"ত্বমগ্নে প্রথমো মাতরিশ্বন আবির্ভব সুক্রতূয়া বিবস্বতে।"[২]

'হে অগ্নি, তুমি প্রথম (অর্থাৎ মুখ্য) হইয়া মাতরিশ্বা এবং সুক্রতু অভিলাষী বিবস্বানের নিকট আবির্ভূত হইয়াছিলে।' অগ্নিকে বিবস্বানের দূত বলা হইয়াছে। যথা

"যৎ দূতো অভবদ্‌বিবস্বতঃ"[৩]
"আশুং দূতং বিবস্বতঃ"[৪]
"ত্বং হ্যসি পূর্ব্যঃ শিবো দূতো বিবস্বতঃ"[৫]
"অগ্নিঃ……ভুবদ্দূতো বিবস্বতঃ"[৬]

বিবস্বান্ এত অধিক যজ্ঞ করেন যে এবং তাহাতে তিনি এত অধিক খ্যাতি অর্জন করেন যে, বৈদিক কালে যজ্ঞকর্তা যজমান মাত্রকেই লোকে 'বিবস্বান্' বলিত। 'ঋগ্বেদে' তাহার প্রমাণ আছে। 'যজ্ঞকর্তা যজমান' অর্থে 'বিবস্বান্' শব্দের প্রয়োগ 'ঋগ্বেদে' বহুল পাওয়া যায়।[৭]

বেদে "বিবস্বানের সদনে"র উল্লেখ আছে। কথিত হইয়াছে যে,—

(১) ইন্দ্র "বিবস্বানের সদনে" সোমপানাদি দ্বারা অত্যন্ত প্রীত হন।[৮]

(২) দেবগণ "বিবস্বানের সদনে" যজ্ঞে নিজেদের স্থাপন করেন এবং সোমপানাদি দ্বারা মুদিত হন।[৯]

(৩) ঋত্বিক্‌গণ "বিবস্বানের সদনে" ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি গান করেন।[১০]

(৪) স্তোতাগণ "বিবস্বানের সদনে" অপের মহিমা প্রকৃষ্টরূপে গণনা করেন।[১১]

---

১) বাজসং, ৮।৪— আরও দেখ—শতব্রা, ৪।৩।৫।৫-৮ ২) ঋক্‌সং, ১।৩১।৩
৩) ঋক্‌সং, ১।৫৮।১ ৪) ঋক্‌সং, ৪।৭।৪ ৫) ঋক্‌সং, ৮।৩৯।৩
৬) ঋক্‌সং, ১০।২১।৪
৭) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।৪৬।১৩ ; ২।১৩।৬ ; ৫।১১।৩ ; ৯।১৪।৪ ; ৯।২৬।৪ ; ইত্যাদি
৮) ঋক্‌সং, ৩।৫১।৩ ৯) ঋক্‌সং, ১০।১২।৭ ; অথর্বসং, ১৮।১।৩২
১০) ঋক্‌সং, ১।৫৩।১=অথর্বসং ২০।২১।১ ; ঋক্‌সং, ৩।৩৪।৭=অথর্ব°, ২০।২১।৭
১১) ঋক্‌সং, ১০।৭৫।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐ সকল স্থলে 'বিবস্বান্' শব্দের অর্থ, সায়নের মতে, 'যজ্ঞকর্তা যজমান'। পরন্তু উহার অর্থ বিবস্বান আদিত্যও হইতে পারে।

'মহাভারতে' আছে যে সমস্ত দক্ষিণ দিক্ বিবস্বান্ কর্তৃক যজ্ঞে ("শ্রৌবেণ বিধিনা") দক্ষিণা রূপে প্রদত্ত হইয়াছিল; সেই কারণেই উহা 'দক্ষিণ' বলিয়া অভিহিত হয়।[১] সুতরাং বিবস্বান্ সমস্ত দক্ষিণ দিকের অধিপতি ছিলেন। নতুবা তিনি উহা দান করিতে পারিতেন না। অতএব বিবস্বান্ এক প্রসিদ্ধ সম্রাট্ ছিলেন। তিনি এক বিরাট যজ্ঞ করেন। এবং ঐ যজ্ঞে তিনি আপন সাম্রাজ্যের সমস্ত দক্ষিণ ভাগ ঋত্বিক্‌দিগকে দান করেন।

বিবস্বানের সঙ্গে সোমযজ্ঞের বিশেষ সম্বন্ধ ছিল মনে হয়। কেননা, কথিত হইয়াছে যে বিবস্বানের ধী (=কর্মবুদ্ধি বা স্তুতি) দ্বারা প্রেরিত হইলেই হরিতবর্ণ সোম প্রবাহিত হয়।[২] বিবস্বানের যজ্ঞে স্তুতি দ্বারা প্রেরণাকারী সাত ভগিনী সমস্বরে স্তুতি করিয়া পবমান সোমকে প্রেরিত করে।[৩] বিবস্বানের পৌত্রীগণ (=হাতের অঙ্গুলিসমূহ) দ্বারা সেবিত হইয়াই সোম শুদ্ধ রূপ ধারণ করে।[৪] এবং সোমস্তুতি "অদণ্ডনীয় স্তুতিপতি" বিবস্বানের সঙ্গে বাস করে।[৫]

নারায়ণের ভক্ত

'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ ঋষি দেবর্ষি নারদকে বলেন যে তাঁহার ন্যায় প্রজাপতিগণও দৈব এবং পিত্র্য কর্মের কর্তব্যতা বিষয়ে ভগবান্ নারায়ণের সনাতন ধর্মের মর্যাদার সম্মান করেন।[৬] সুতরাং ইহা দেখা যায় যে উহঁারা সকলে ভগবান্ নারায়ণের ভক্ত ছিলেন। প্রাচীনকালে যাঁহারা প্রবৃত্তিধর্মে থাকিয়া প্রজা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন; তাঁহারা 'প্রজাপতি' নামে খ্যাত হন। 'মহাভারতে' ২১ জন প্রাচীন প্রজাপতির নামোল্লেখ আছে।[৭] তন্মধ্যে বিবস্বানের, তাঁহার পুত্র মনুর ও যমের, তাঁহার পিতামহ মরীচির এবং তাঁহার মাতামহ দক্ষের নাম আছে। উহার অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে বিবস্বানের পিতা কশ্যপও একজন প্রজাপতি।[৮] 'রামায়ণে'ও আছে যে দক্ষ, বিবস্বান্ এবং অরিষ্টনেমি বা কশ্যপ পূর্বকালের প্রজাপতি।[৯] কোন কোন পুরাণ হইতেও জানা যায় যে বিবস্বান্ প্রজাপতি।[১০] অতএব, নারায়ণ ঋষির ঐ উক্তি মতে, বিবস্বান্, তথা দক্ষ, মরীচি, কশ্যপ, মনু এবং যম, নারায়ণের ভক্ত। বিবস্বান্, তথা দক্ষ ও মনু, যখন নারায়ণীধর্মের আদ্য আচার্য বলিয়া প্রখ্যাত, তখন তাঁহারা যে ভগবান্ নারায়ণের ভক্ত হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? অথবা সংশয়ের হেতু কি থাকিতে পারে? পরন্তু দুঃখের বিষয় এই যে প্রাচীন শাস্ত্রে উহঁাদের যজ্ঞ-ভক্তির যতটা পরিচয় পাওয়া যায়, নারায়ণ-ভক্তির ততটা পরিচয় পাওয়া যায় না, অথবা আরও ঠিক্ ঠিক্ বলিলে অতি অল্পই পাওয়া যায়।

শিবের ভক্ত

বিবস্বান ভগবান্ শিবেরও ভক্ত ছিলেন বোধ হয়। 'সৌরপুরাণ' নামে একটা উপপুরাণ আছে। উহার বক্তা ভগবান্ বিবস্বান্ স্বয়ং এবং শ্রোতা তাঁহার পুত্র মনু বৈবস্বত। বক্তা

১) মহাভা, ৫।১০৯।১
২) ঋক্‌সং, ৯।৯৯।২
৩) ঋক্‌সং, ৯।৬৬।৮
৪) ঋক্‌সং. ৯।১৪।৫
৫) ঋথসং, ১।২৬।৪
৬) পূর্বে দেখ।
৭) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৫-৩৭'১
৮) পূর্বে দেখ
৯) রামায়ণ, ৩।১৪।৬'১-৫
১০) যথা দেখ—বায়ু, ৬৫।৫৩-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবস্বান্ বা সূর্যের নাম অনুসারেই উহা 'সৌরপুরাণ' বলিয়া অভিহিত হয়। উহাতে ভগবান্ শিবেরই মাহাত্ম্য খ্যাপিত হইয়াছে।[১]

মনু ভগবান্ বিবস্বান্‌কে জিজ্ঞাসা করেন, "বেদান্তসমূহে প্রতিষ্ঠিত সেই শ্রেয়স্কর তত্ত্ব কি? এই বিশ্ব কোথা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে? এবং কাহাতে লয় প্রাপ্ত হইবে? ব্রহ্মাদি দেবগণ কাহার বশে সর্বদা স্থিত থাকেন? উহা এক, কিংবা অনেক, অথবা উভয়ই?" ইত্যাদি।[২] তাহাতে বিবস্বান্ উত্তর করেন,

"ভগবান্ ঈশ শূলীর যাহা স্বরূপ, তাহাই তত্ত্ব। তাঁহারই দ্বারা এই অখিল বিশ্ব ব্যাপ্ত, অপর কিছুর দ্বারা নহে। শ্রুতি ইহা বলিয়াছেন। হে মনুজাধিপ, তিনিই সমস্ত ভূতবর্গের আত্মা। ভগবান্ মহাদেব চৈতন্যস্বরূপ। শিব কেবল এবং এক হইলেও, উমা সহ, লীলা দ্বারা, বহুধা ভাত হন। দেবদেব মহেশ্বর ব্রহ্মাবিষ্ণু প্রভৃতি রূপে (প্রতিভাত হন)।" ইত্যাদি।[৩] "পরমাত্মা, আদিকর্তা ও ঈশ্বর এক তাঁহাকেই তত্ত্বজ্ঞগণ ইন্দ্র, মিত্র, ইত্যাদি বহুবিধ বলিয়া থাকেন। শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন।"[৪] প্রকৃত পক্ষে "স এবৈকো ন চানেকো ন দ্বিরূপঃ কদাচন" (তিনি নিশ্চয় একই; কদাচও অনেক নহেন, উভয়রূপও নহেন।"[৫]

'সৌরপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ শিবের মাহাত্ম্য বিবস্বান্ যতটা জানেন, অপর কেহ ততটা জানে না।[৬] 'যেহেতু তিনি ঈশ্বরের অপরামূর্তি, (সুতরাং স্বয়ং) পরমেশ্বরই, সেইহেতু মহেশ্বরের মহিমা তিনিই জানেন।'[৭] উহাতে অধিকন্তু বিবস্বানকে এই বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে যে তিনি 'বরদ রুদ্র, পরমকারণ শিব, এবং অম্বিকাপতি ঈশান' তিনি 'সহস্রাক্ষ হিরণ্ময় তপন, সূর্য, প্রভাকর, ভানু, জ্যোতিসমূহের অব্যয় জ্যোতি এবং জ্যোতিষ্মান্ দিবাকর।'[৮]

সূর্যের ভক্ত

'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে বিবস্বানের জন্মের পূর্বে তাঁহার মাতা অদিতি দেবী আদিত্যগণের জন্য ব্রহ্মৌদন পাক করেন। আদিত্যদেবগণ তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া তাঁহাকে এই বচনে বদ্ধ করেন যে "ইহা হইতে যে জন্মিবে, সে একমাত্র আমাদেরই হইবে; তাহার প্রজাগণের মধ্যেও যে ঋদ্ধিমান্ হইবে সে আমাদের ভোগার্থক হইবে।" তৎপরেই বিবস্বান্ আদিত্য জন্মগ্রহণ করেন। শ্রুতিতে ঐ স্থলে ইহাও পরিষ্কারভাবে উক্ত হইয়াছে যে যে দেবগণের উদ্দেশ্যে যজ্ঞ করে, সেই উহাঁদের ভোগার্থক হয়।[৯] তাহা হইতে অন্তত ইহা জানা যায় যে বিবস্বান ভগবান্ সূর্যের ভক্ত উপাসক ছিলেন।

সূর্যের অবতার

পরে পরে বিবস্বান্ ভগবান্ সূর্যের অবতার, তথা ভগবান্ সূর্য স্বয়ংই, বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকেন। পুরাণের মতে, ভগবান্ সূর্যই অদিতি দেবীর আরাধনায় প্রসন্ন হইয়া বিবস্বান্

---

১) "বক্তা যত্র রবিঃ সাক্ষাচ্ছ্রোতা তস্য সুতো মনুঃ।
মাহাত্ম্যং কথ্যতে শংভোঃ.........................।"—(সৌরপু, ১।১৭)

আরও দেখ—ঐ, ১।২৯-৩০ ; ৯।১৩-৫ ; ১৫।২ ("কশ্যপনন্দন") ; ৬৯।৫৫·২—৫৮

২) সৌরপু, ১।৩৯-৪০— ৩) ঐ, ২।২।-৪—

৪) ঐ, ২।৭ ৫) ঐ, ২।২৪·১

৬) সৌরপু, ৫৩।৪ ৭) ঐ, ৫৩।৫ ৮) ঐ, ৫৩।৬-৭ ৯) পূর্বে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রূপে তাঁহার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। যথা, 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে মহর্ষি মার্কণ্ডেয় ক্রোষ্টুকিকে বলেন,

"হে দ্বিজ, যিনি ব্রহ্মস্বরূপ, অশেষ জগতের বরপ্রদ, এবং সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয় কর্ম সমূহের আদি, মধ্য ও অন্তভূত; এই নিখিল জগৎ অশেষে যাঁহা হইতে উদ্ভূত এবং যাঁহাতে স্থিত আছে; সদেবাসুরমানুষ এই জগৎ যৎস্বরূপ,—যিনি সর্বভূত ও সর্বাত্মা; এবং যিনি সনাতন পরমাত্মা; সেই ভাস্বান্ (সূর্য) অদিতি হইতে, তৎ-কর্তৃক পূর্বে আরাধিত হইয়া, জন্মগ্রহণ করেন।"[১]

তখন ক্রোষ্টুকি বলেন,

"হে ভগবান্, (১) বিবস্বানের স্বরূপ যাহা, (২) যেই কারণে সেই আদিদেব কশ্যপের আত্মজ হন, (৩) কশ্যপ ও অদিতি দেবী দ্বারা তিনি যে প্রকারে আরাধিত হইয়াছিলেন, এবং (৪) আরাধিত হইয়া সেই ভাস্বান কর্তৃক যাহা উক্ত হইয়াছিল,—(তৎসমস্তই) আমি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি। হে মুনিসত্তম, (অদিতির গর্ভে) অবতীর্ণ তাঁহার প্রভাবও—যাহা আপনি পূর্বে বলিয়াছিলেন, অশেষতঃ সম্যক্‌ভাবে এবং যথাবৎ শুনিতে আমি ইচ্ছা করি।"[২]

ভগবান্ বিবস্বানের স্বরূপ সম্বন্ধে মার্কণ্ডেয় বলেন,

"বিস্পষ্টা পরমা বিদ্যা, জ্যোতি, শাশ্বতী স্ফুটা ভা, কৈবল্য, জ্ঞান, আবিভূ, প্রাকাম্য, সম্বিৎ, বোধ, অবগতি, এবং স্মৃতিবিজ্ঞান—এই সমস্তই ইহজগতে সেই ভাস্বানের স্বরূপের রূপসমূহ।"[৩] " 'ওঁ'—এই স্বরূপ হইতেই রবির পরম সূক্ষ্মরূপ হইয়াছে।"[৪] মহ, জন, প্রভৃতি তাঁহার পর পর স্থূল, স্থূলতর রূপসমূহ।[৫] তাঁহার এই রূপসমূহ কখন কখন থাকে, আর কখন কখন থাকে না। সেই কারণে তাঁহার স্বভাবের এবং ভাবের ভাব সম্বন্ধে সংশয় হয়।[৬]

"হে বিপ্র, এই বিশ্বের আদিতে (অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্বে), তথা অন্তে (অর্থাৎ প্রলয়ের পরে) পরম সূক্ষ্ম এবং পরম অরূপ যাহা স্থিত থাকে,—যাহা 'ওঁ' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে, সেই পর-ব্রহ্মই 'তদ্বপু' (অর্থাৎ বিবস্বানের স্বরূপ)।"[৭]

তিনি পরে আবার বলেন,

"এই প্রকারে ভগবান্ ভাস্বান বেদাত্মা, বেদসংস্থিত, এবং বেদবিদ্যাত্মক পরম পুরুষ বলিয়া উক্ত হন। সেই শাশ্বত (দেব) সর্গ, স্থিতি ও অন্তের কারণে রজঃসত্ত্বাদি গুণসমূহ আশ্রয় করত ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন। তিনি দেবগণ কর্তৃক সদা পূজ্য। আদ্য অমূর্তি হইয়াও তিনি বেদমূর্তি, অখিলমর্ত্যমূর্তি। তিনি বিশ্বাশ্রয়। তিনি জ্যোতিঃস্বরূপ। তিনি পরসমূহ হইতেও পর। তিনি অবেদ্যধর্মা ও বেদান্তগম্য।"[৮]

কথিত হইয়াছে যে তিনি জ্যোতি,—শাশ্বতী স্ফুটা ভা। আবার তিনিই বিশ্বের অব্যয় কারণ।[৯] সুতরাং তিনি বিশ্বের উৎপন্ন হওয়ার পূর্বেও ছিলেন।

---

১) মার্কণ্ডেয়পু, ১০১।১২।৪ ২) ঐ, ১০১।১৫-৭

৩) ঐ, ১০১।১৮-৯ ৪) ঐ, ১০১।২৪'২ ৫) ঐ, ১০১।২৫

৬) ঐ, ১০১।২৬ ৭) ঐ, ১০১।২৭

৮) মার্কণ্ডেয়পু, ১০২।২০-২ আদিত্যের স্বরূপের জন্য আরও দেখ—ঐ, ১০৩।৫-১১

৯) "বিশ্বস্যাস্য মহাভাগ কারণং চাব্যয়াত্মকম্।"—(ঐ, ১০২।১৪'২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"আদিত্য-সংজ্ঞামগমদাদাবেব যতোঽভবৎ।"[১]

'যেহেতু (তিনি বিশ্বের) আদিতে ছিলেন, সেইহেতুই (তিনি) 'আদিত্য' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।'

ক্রোষ্টুকির অপর প্রশ্নসমূহের উত্তরে মার্কণ্ডেয় বলেন,[২] অদিতির সন্তান দেবগণের এবং তাঁহাদের বৈমাত্রেয় ভাই দৈত্যগণের (=দিতির সন্তান) এবং দানবগণের (=দনুর সন্তান) অতি দীর্ঘ কাল ব্যাপিয়া ঘোর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে দৈত্যগণ বিজয়ী হন। তাঁহারা দেবগণকে ত্রিভুবনের আধিপত্য হইতে বিতাড়িত করেন, এবং যজ্ঞ-ভাগ হইতে বঞ্চিত করেন। আপন পুত্রগণকে এইরূপে নিরাকৃত,—ত্রিভুবনের আধিপত্য এবং যজ্ঞ-ভাগ হইতে বঞ্চিত দেখিয়া দেবী অদিতি অতীব দুঃখিত হইলেন। তাহার প্রতীকারার্থ তিনি একাগ্র, নিয়তাহার এবং শ্রেষ্ঠনিয়মপরায়ণ হইয়া ভগবান সবিতার আরাধনা করিতে আরম্ভ করেন। তিনি পরম ভক্তি সহকারে তাঁহাকে স্তুতি করিতে থাকেন। দীর্ঘ কাল পরে ভগবান্ সূর্য আকাশে তাঁহার প্রত্যক্ষগোচর হন। সূর্য ইচ্ছানুরূপ বর প্রার্থনা করিতে বলিলে, অদিতি বলেন, হে দেব, প্রসন্ন হও। আমার পুত্রগণের ত্রিভুবন এবং যজ্ঞভাগসমূহ (উহাদের অপেক্ষা) অধিকতর বলবান্ দৈত্যগণ ও দানবগণ কর্তৃক অপহৃত হইয়াছে। হে গোপতি, তুমি আমার (পুত্রগণকে) প্রসাদ কর। অংশ দ্বারা তাহাদের ভ্রাতা হইয়া তাহাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর। হে প্রভু দিবাকর! আমার তনয়গণ যাহাতে পুনরায় যজ্ঞ-ভাগভোগী এবং ত্রৈলোক্যের অধিপতি হয় (তাহা কর)।"[৩] তখন সূর্য বলেন, "হে অদিতি, আমি শীঘ্র সহস্রাংশ দ্বারা তোমার গর্ভে উৎপন্ন হইয়া তোমার পুত্রগণের শত্রুদিগকে নিঃশেষে বিনাশ করিব। তাহারা সুখী হইবে।"[৪] তৎপরে রবির সৌষুম্ন নামক কিরণসহস্রাংশ দেবমাতা অদিতির গর্ভে অবতার গ্রহণ করেন। অদিতির ঐ পুত্রই বিবস্বান্। উহার জন্মের পর মহর্ষি কশ্যপ এই আকাশ-বাণী শ্রবণ করেন, "এই বিভু জগতে সূর্যাধিকার করিবেন; এবং অসুরদিগকে,—যজ্ঞভাগহর শত্রুদিগকে বধ করিবেন।"[৫]

প্রায় ঐ প্রকার বিবরণ 'ব্রহ্মপুরাণে'ও পাওয়া যায়।[৬]

ভগবান্ সূর্য স্বয়ংই

বড় হইয়া বিবস্বান দেবগণকে লইয়া অসুরদিগের সহিত ঘোর যুদ্ধ করেন। ঐ যুদ্ধে অসুরগণ তাঁহার তেজে দগ্ধ হইয়া ভস্মীভূত হয়। তখন দেবগণ স্বর্গের অধিকার এবং যজ্ঞের ভাগ পুনঃ প্রাপ্ত হন। এইরূপে ভগবান্ মার্তণ্ড স্বাধিকার পূর্ণ করেন। তাহাতে পরম আহ্লাদিত হইয়া দেবগণ তাঁহার এবং তাঁহার মাতা অদিতি দেবীর স্তুতি করেন।[৭]

মহাত্মা বিবস্বান্ কেবল সূর্যের অবতার মাত্র নহে, অবতারী সূর্য স্বয়ংই বলিয়া ক্রমে বিবেচিত হইতে থাকেন বলিয়া পুরাণে দেখা যায়। যথা, 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' তাঁহাকে কখন

১) ঐ, ১৭২।১৪'১ ২) ঐ, ১০৪।১১— ৩) ঐ, ১০৫।৪-৬

৪) ঐ, :০৫।৯ ৫) ঐ, ১০৫।২০

৬) ব্রহ্মপু, ৩২।৩—

মার্কণ্ডেয়পু, ১০৫।৪-৬=ব্রহ্মপু, ৩২।২৫-৭ ; মার্কণ্ডেয়পু, ১০৫।৯=ব্রহ্মপু, ৩২।৩০

৭) মার্কণ্ডেয়পু, ১০৫।২২-৭=ব্রহ্মপু, ৩২।৪২'২-৪৭ ঈষৎ পাঠান্তরে)।

CC0. In Public Domain. Sri Ṣri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কখন "দিবাকর" বলা হইয়াছে।[১] দেবগণ-কৃত বিবস্বানের স্তুতিতে আছে, সূর্যস্বরূপ তোমাকে নমস্কার। প্রকাশাত্মস্বরূপী ও ভাস্কর তোমাকে নমস্কার। তথা দিনকৃৎ তোমাকে নমস্কার। শর্বরীর হেতু, তথা সন্ধ্যা-জ্যোৎস্না-কারী তোমাকে নমস্কার।" ইত্যাদি।[২] 'ব্রহ্মপুরাণে' উক্ত ঐ স্তুতিতে আছে, "হে ঘর্মবর্ষা, হে দিবাকর, হে জগন্নাথ, তোমার কল্যাণ হউক।"[৩] 'সৌরপুরাণে' বিবস্বানের স্তুতিতে আছে যে তিনি 'সহস্রাক্ষ হিরণ্ময় তপন, সূর্য, প্রভাকর, ভানু, জ্যোতিসমূহের অব্যয় জ্যোতি, এবং জ্যোতিষ্মান্ দিবাকর।'[৫] "বরদ ও বরেণ্য অংশুমালীকে নমস্কার। হে জ্যোতির্ময়, অনন্ত ও অজিত তোমাকে নমস্কার। ত্রিলোকচক্ষু তোমাকে নমস্কার।"[৫]

'রামায়ণে' 'আদিত্যহৃদয়' নামে সূর্যের এক স্তোত্র আছে।[৬] উহাতে সূর্যকে "অদিতির পুত্র" বলা হইয়াছে।[৭] তাহাতে বুঝা যায় যে অদিতি-নন্দন বিবস্বান্ এবং সূর্য অভিন্ন বলিয়া উহাতে মনে করা হইয়াছে। 'হরিবংশে'ও কশ্যপাত্মজ বিবস্বান্ মণ্ডলস্থ ঐ সূর্যের সঙ্গে অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইয়াছেন।[৮]

কশ্যপনন্দন বিবস্বান্ এবং ভগবান্ সূর্যকে অভিন্ন বিবেচনার প্রমাণ বেদেও পাওয়া যায়। তাহার কিছু কিছু ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[৯] বেদে আছে, বিবস্বানের পুত্র যম তাঁহার যমজ ভগিনী যমীকে বলেন,

"গন্ধর্বো অপ্স্বপ্যা চ যোষা সা নো নাভিঃ পরমং জামি তন্নৌ।[১০]

'অন্তরিক্ষস্থ গন্ধর্ব এবং (তাঁহার) অন্তরিক্ষস্থ সেই স্ত্রী আমাদের নাভি (অর্থাৎ উৎপত্তিস্থান, পিতামাতা); সেই কারণে আমাদের পরম মিত্র।' ঐখানে 'গন্ধর্ব' শব্দের অর্থ, সায়ন বলেন, 'আদিত্য'।[১১] 'সূর্য' অর্থে 'গন্ধর্ব' শব্দের প্রয়োগ বেদে আরও পাওয়া যায়।[১২] যম ও যমীর ঐ সংবাদ তাঁহাদের পিতা বিবস্বানের মৃত্যুর বেশী দিন পরের হইতে পারে না। তাঁহারা যখন অন্তরিক্ষস্থ সূর্যকে তাঁহাদের পিতা বলিয়াছেন, তখন বুঝিতে হইবে যে মৃত্যুর পর হইতেই বিবস্বান্ সূর্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া বিবেচিত হইতে থাকেন।[১৩]

---

১) মার্কণ্ডেয়পু' ৭৭।৩৩-দেখ ২) ঐ, ৭৮।৬-৭—
৩) ব্রহ্মপু, ৩২।৯০.১=মার্কণ্ডেয়পু, ১০৬।৪৯.৬ ('হিমকর' পাঠান্তরে) ৪) পূর্বে দেখ।
৫) সৌরপু, ১।৩১-২.১ ৬) রামায়ণ, ৬।১০৬।৪— ৭) ঐ, ৬।১০৬।১২.২
৮) হরিবংশ,।১।৯।৪,৬ ৯) পূর্বে দেখ। ১০) ঋক্‌সং, ১০।১০।৪ ; অথসং, ১৮।১।৪

১১) 'আদিত্য' অর্থে 'গন্ধর্ব' শব্দের ব্যুৎপত্তি সায়নের মতে এই,—

(i) "গন্ধর্বঃ গবাং রশ্মীনামুদকানাং বা ধারয়িতা আদিত্যঃ"—ঋক্‌সং, ১০।১০।৪ সায়নভাষ্য

(ii) "গাং বেদলক্ষণাং বাচং বা ধারয়তীতি গন্ধর্বঃ। 'ঋগ্‌ভিঃ পূর্বাহ্নে দিবি দেব ঈয়তে, [তৈত্তিব্রা, ৩।১২।৯।১] ইত্যাদি শ্রুতেঃ।" (অথসং, ২।১।২ সায়নভাষ্য)

১২) যথা দেখ—তৈত্তিসং, ৩।৪।৭।১ ; অথসং, ২।১।২ ; ২।২।১-৩

১৩) শ্রীযুত এ, সি, সেন বলিয়াছেন, মৃত্যুর পরেই লোকে বিবস্বানকে দেবতা মনে করিতে থাকে এবং সূর্যের সহিত অভিন্ন বলিয়া বিবেচনা করিতে থাকে। সূর্যের সহিত একীভূত মনে করিয়াই 'ঋগ্বেদে' বহু স্থলে বিবস্বান্ 'গন্ধর্ব' এবং তাঁহার স্ত্রী সরণ্যু 'অপ্সরা' বলিয়া কথিত হইয়াছেন। (A.C. Sen, "The Hero-Gods of the Rigveda, II—King Vivasvan," Research and Review, Calcutta, Vol. 1, pp. 19-39 ; বিশেষভাবে (২৬ পৃষ্ঠা দেখ) সেন মহাশয় আরও বলেন, "By this double character of Vivaswan—a King while on earth and the sun after death and deification, we will be able to explain many a rik which, otherwise, wereexceedingly obscure—almost unintelligible." (ঐ, ২৭ পৃষ্ঠা))

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরব্রহ্ম পরমাত্মাই

'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' অতি স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে যিনি অদিতি দেবীর গর্ভে বিবস্বান্ রূপে জন্মগ্রহণ করেন, সেই সূর্য প্রকৃতপক্ষে পরব্রহ্ম বা পরমাত্মাই। আকাশস্থ সূর্য তাঁহার প্রত্যক্ষ রূপ মাত্র। তিনি বস্তুতঃ জ্ঞান, সম্বিৎ, ওঁ বা পরব্রহ্ম। তাই দেবগণকৃত বিবস্বানের স্তুতিতে যেমন বলা হইয়াছে যে তিনি দিন-কৃৎ সূর্য, তেমন বলা হইয়াছে যে তিনি 'জ্ঞানৈকধাম-ভূত, নির্ধূততম, শুদ্ধজ্যোতিঃস্বরূপ, বিশুদ্ধ ও অমল আত্মা, বরেণ্য ও বরিষ্ঠ (সকলের) পর পরমাত্মা।' তিনি 'সর্বকারণভূত, সর্বব্যাপী, আত্মমূর্তি এবং জ্ঞানীদিগের (পরা) নিষ্ঠা।'[১] "হে ভগবান্, (পরিদৃশ্যমান) এই সমস্ত তুমিই। তুমিই জগৎকে উদ্‌ভ্রমণ করাইতেছ,—তোমার দ্বারা আবিদ্ধ হইয়াই সচরাচর অখিল ব্রহ্মাণ্ড ভ্রমণ করিতেছে।"[২] "তুমিই ব্রহ্মের পর ও অপর রূপ; তথা অমূর্ত ও মূর্ত, এবং সূক্ষ্ম ও স্থূল রূপে স্থিত। তুমিই ক্ষয়াত্মক নিমেষকাষ্ঠাদিময় কালরূপ।"[৩] 'ব্রহ্মপুরাণে' আছে, "তুমি দেবগণের আদিদেব। পৃথিবীর ভূতির জন্যই তুমি উৎপন্ন হইয়াছ। সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়—এই তিন কালে তুমি (ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও রুদ্র—এই) তিন প্রকার ভেদে অবস্থিত হও।"[৪] অগ্নিপ্রমুখ দেবগণ তাঁহাকে এই বলিয়া স্তুতি করেন, "হে নাথ, তুমি মুমুক্ষুদিগের পরম মোক্ষ। তুমি ধ্যানীদিগের পরম ধ্যেয়। তুমি কর্মকাণ্ডবিবর্তী-দিগের (পরম) সংপূজ্য। (সুতরাং) তুমি সর্বভূতের গতি। হে দেবেশ, হে জগৎপতি, আমাদের কল্যাণ হউক।"[৫]

বিবস্বানের পূজা

বিবস্বানের পূজাও লোকমধ্যে প্রচলিত হয়। 'হরিবংশে' "আদিত্য বিবস্বানের সাযুজ্য" প্রাপ্তির কথা আছে। কথিত হইয়াছে যে "আদিত্য বিবস্বানের সৃষ্টির",—তাঁহার বংশে উৎপন্ন ভূরিতেজা রাজাদিগের ইতিবৃত্তের পাঠ "প্রজাদিগের পুষ্টিদ"। যে ব্যক্তি উহা পাঠ করে, "সে (ইহজীবনে) আয়ুষ্মান্ ও প্রজাবান্ হয়, এবং (অন্তে) বিপাপ্মা ও বিরজা হইয়া আদিত্য বিবস্বানের সাযুজ্য লাভ করে।"[৬] কথিত হইয়াছে যে বিবস্বানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মনুও দিবাকরে প্রবিষ্ট হন।[৭] তাহাতে বুঝা যায় যে অদিতি-নন্দন বিবস্বান্ দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন এবং সূর্যের সহিত এক ও অভিন্নরূপে পূজিত হইতে থাকেন।

বিবস্বান্ ও তাঁহার ভাইগণ যে দেবতারূপে উপাসিত হইতেন, তাহার প্রমাণ বেদে পাওয়া যায়। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।[৮] এখানে আমরা বিশেষভাবে বিবস্বান্ সম্বন্ধে কতিপয় মন্ত্র অনুবাদ করিতেছি। 'ঋগ্বেদে' আছে,

"যম···বিবস্বতং হুবে পিতা তে"[৯]

'হে যম!···যিনি তোমার পিতা সেই বিবস্বানকে আহ্বান করিতেছি।' এই মন্ত্র 'অথর্ববেদে'ও পাওয়া যায়।[১০] তথায় বিবস্বানের নিকট অভয় এবং অমৃতত্ব প্রার্থনাও আছে,

---

১) মার্কণ্ডেয়পু, ৭৮।৩-৫ ২) ঐ, ৭৮।৮ ৩) ঐ, ৭৮।১২-১৩'১

৪) ব্রহ্মপু, ৩৮।৮৯—মার্কণ্ডেয়পু, ১০৬।৪৮ (ঈষৎ পাঠান্তরে)।

৫) ব্রহ্মপু, ৩২।৯৩২-৪= মার্কণ্ডেয়পু, ১০৬।৫৩-৪'১ (ঈষৎ পাঠান্তরে)।

৬) হরিবংশ, ১।১৫।৩৬-৮=ব্রহ্মপু, ৮।৯৪- (শেষ পঙ্‌ক্তি ব্যতীত)

৭) ঐ, ১।১০।২০'১ ৮) পূর্বে দেখ। ৯) ঋক্‌সং, ১০।১৪।৫ ১০) অথসং, ১৮।২।৫৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যিনি সুত্রাতা, জীবনের কর্তা এবং সুদাতা, সেই বিবস্বান্ আমাকে অভয় করুন। ইহলোকে এই বীরগণ (অর্থাৎ আমার পুত্রপৌত্রাদি) বহু হউক। তথায় বহু গো এবং অশ্ব যুক্ত পোষক ধন আমার হউক।

"বিবস্বান্ আমাকে অমৃতত্বে স্থাপন করুক। (তাঁহার প্রসাদে) মৃত্যু আমা হইতে দূরে যাউক; অমৃত আমাকে প্রাপ্ত হউক। জরাবস্থা হইতে (আমার) এই পুরুষগণকে রক্ষা করুক। ইহাদের প্রাণসমূহ সুষ্ঠু থাকুক, যমের নিকট না যাউক।"[১] যমই লোকের মৃত্যু ঘটাইয়া থাকে। ঐ যম বিবস্বানের পুত্র। পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে। মৃত্যু হইতে বাঁচিবার জন্য ঋষি যেমন যমের নিকট, তেমন তাঁহার পিতা বিবস্বানেরও নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন। তিনি বিবস্বানের ভ্রাতা মিত্রবরুণাদি আদিত্যদেবগণেরও নিকট,[২] তথা অপর ঋষিগণেরও নিকট,[৩], তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রার্থনা করিয়াছেন।

বামন অবতারের ভাই

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মহাভারতপুরাণাদির মতে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে দেবী অদিতির গর্ভে বার পুত্র জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহারা 'দ্বাদশ আদিত্য' নামে প্রখ্যাত হন। ঐ দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে বিবস্বান অষ্টম; দ্বাদশতম বা সর্বকনিষ্ঠের নাম বিষ্ণু। 'মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে বিষ্ণু বয়সে সর্ব-কনিষ্ঠ হইলেও গুণে সর্বাধিক;[৪] সমস্ত লোক তাহাতেই প্রতিষ্ঠিত।[৫] ঐ বিষ্ণু বামন অবতারই। 'মহাভারতে' তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে, "অদিতি দেবশ্রেষ্ঠ মহাবল আদিত্যগণকে উৎপন্ন করেন। উঁহাদের মধ্যে বিষ্ণু বামন হইয়াছিলেন। গোবিন্দ উহাদের প্রভু হন। তাঁহার বিক্রমে দানবগণ, তথা দৈতেয়ী আসুরী প্রজাগণ, পরাভূত হয় এবং দেবগণের শ্রী বিশেষরূপে বৃদ্ধি পায়।"[৬] উহার অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলেন যে যখন বিরোচনের পুত্র বলবান্ মহাসুর বলি যজ্ঞের বিঘ্ন করিবে এবং দেবরাজ ইন্দ্রকে পরাভূত ও বিতাড়িত করিয়া স্বর্গরাজ্য অধিকার করিবে, তখন তিনি কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে দ্বাদশ আদিত্যরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন। তিনি বলিকে পরাভূত করিয়া পাতালে প্রেরণ করিবেন, ইন্দ্রকে স্বর্গরাজ্য প্রদান করিবেন, এবং দেবতাগণকে স্ব স্ব স্থানে স্থাপন করিবেন।[৭] 'গীতা'য় আছে, "আদিত্যানামহং বিষ্ণুঃ" ('আদিত্যদিগের মধ্যে আমি বিষ্ণুই')।[৮]

অন্যত্র বামন অবতারের বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। 'হরিবংশে' বর্ণিত হইয়াছে যে[৯] ভগবান বিষ্ণু প্রজাপতি কশ্যপ মারীচের ঔরসে দেবমাতা অদিতির গর্ভে ইন্দ্রের অনুজ রূপে জন্মগ্রহণ করেন। অদিতির পুত্র দেবতাগণ দিতির সন্তান দৈত্যগণ দ্বারা, প্রহ্লাদের পৌত্র এবং বিরোচনের পুত্র বলির নেতৃত্বে, যুদ্ধে পরাজিত ও লাঞ্ছিত হন, এবং স্বর্গ

---

১) অথসং, ১৮।৩।৬১-২

২) অথসং, ১৮।৩।১২

৩) অথসং, ১৮।৩।১৫-৬

৪) মহাভা, ১।৬৫।১৬·২

৫) মহাভা, ১।৬৬।৩৭·২

৬) মহাভা, ১২।২০৭।২৬-৭; আরও দেখ—(বিষ্ণু) ভাগপু, ৮।১৩।৬;

৭) মহাভা, ১২।৩৩৯।৭৯-৮৩

৮) 'গীতা', ১০।২১; মহর্ষি উপমন্যু-কৃত শিবস্তুতিতে আছে, "আদিত্যানাং ভবান্ বিষ্ণুঃ" (মহাভা।১৩।১৪।৩২২·১

৯) হরিবংশ, ৩।৪৮-৬৮ অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে বিতারিত হন। তখন দেবগণ মাতা অদিতির নিকটে গিয়া নিজেদের দুঃখের কাহিনী বিবৃত করেন, এবং তাঁহার পরামর্শে তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া পিতা কশ্যপের নিকটে গমন করেন। "লোককৃৎ" কশ্যপ পুত্রগণের কাহিনী শুনিয়া উঁহাদের সঙ্গে লইয়া ভগবান ব্রহ্মার নিকটে গমন করেন এবং দৈত্যগণকে বিজয়ের উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মার পরামর্শে কশ্যপ ও অদিতি, তথা দেবগণ, ক্ষীরোদসাগরের উত্তরকূলে "অমৃত নামক পরম স্থানে" গিয়া দুশ্চর তপস্যা করেন। উঁহাদের তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান বিষ্ণু উঁহাদের সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং যথাভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তখন কশ্যপ ও অদিতি পরাভক্তি সহকারে তাঁহার পায়ে শির রাখিয়া প্রণাম করিয়া এই বর প্রার্থনা করেন যে 'আপনি আমাদের পুত্র হউন, এবং আমাদের পুত্র দেবগণের কল্যাণ করুন।' দেবতাগণও সেই প্রকার বর প্রার্থনা করেন। ভগবান বিষ্ণু তাহাতে স্বীকৃত হন। অনন্তর অল্প কালের মধ্যে বিষ্ণু কশ্যপের ঔরসে অদিতির গর্ভে বামনরূপে প্রাদুর্ভূত হন। 'রামায়ণে' বিবৃত হইয়াছে যে'[1] অগ্নিসমপ্রভ ভগবান্ কশ্যপ ঋষি, দেবী অদিতির সহিত, দিব্য সহস্র বৎসর ব্যাপী এক ব্রত অনুষ্ঠান করেন। উহা সমাপ্ত হইলে তিনি ভগবান মধুসূদনকে স্তুতি করেন, "আমি সুতপ্ত তপস্যা দ্বারা পুরুষোত্তম তোমাকে (প্রত্যক্ষ) দর্শন করিতেছি। এই সমস্ত জগৎকে তোমার শরীরে দর্শন করিতেছি। পরন্তু, হে প্রভু! তুমি (প্রকৃতপক্ষে) অনাদি ও অনির্দেশ্য। আমি তোমার শরণাগত হইলাম।"[2] তাহাতে পরিতুষ্ট হইয়া ভগবান কশ্যপকে যথাভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তখন কশ্যপ এই বর প্রার্থনা করেন যে 'তুমি আমার ও অদিতির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ কর,—ইন্দ্রের কনিষ্ঠ ভ্রাতা হও; এবং শোকার্ত দেবগণকে সাহায্য কর।' ভগবান্ বিষ্ণু তাহাতে স্বীকৃত হন এবং অদিতির গর্ভে বামন রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

বিবস্বানের সন্ততি

বিবস্বানের সন্ততি সম্বন্ধে বেদে নিম্ন প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়। তাঁহার পৌত্র এবং যমের পুত্র দেবশ্রবা ঋষি লিখিয়াছেন,

"ত্বষ্টা দুহিত্রে বহতুং কৃণোতীতীদং বিশ্বং ভুবনং সমেতি।
যমস্য মাতা পর্যুহ্যমানা মহো জায়া বিবস্বতো ননাশ॥
অপাগূহন্নমৃতাং মর্ত্যেভ্যঃ কৃত্বী সবর্ণামদদুর্বিবস্বতে।
উতাশ্বিনাবভরদ্যত্তদাসীদজহাদু দ্বা মিথুনা সরণ্যূঃ॥"[3]

'ত্বষ্টা (আপন) দুহিতার বিবাহ দেন। তাহাতে এই সমস্ত ভুবন উপস্থিত হইয়াছিল। বিবাহের পর মহান বিবস্বানের জায়া,—যমের মাতা, নাশ প্রাপ্ত হইলেন। অমৃত তাঁহাকে মর্ত্যগণ হইতে গোপন করিলেন এবং (তাঁহার) সবর্ণা (এক নারী) করিয়া বিবস্বানকে দিলেন। সরণ্যু পুত্র অশ্বিনীদ্বয়কে (গর্ভে) ধারণ করিলেন, যখন তাহা (অর্থাৎ অশ্বী)

---

১) রামায়ণ, ১।২৯।১০— ২) ঐ, ১।২৯।২২-৩
৩) ঋক্‌সং, ১০।১৭।১-২ এই মন্ত্রদ্বয় 'অথর্ববেদে'ও (১৮।১।৫৩, ১৮।২।৫৩) আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। (এইরূপে) সরণ্যু দুই মিথুনকে (=যম ও যমী এবং অশ্বিনীদ্বয়কে) ত্যাগ করিয়াছিলেন (অর্থাৎ প্রসব করিয়াছিলেন)।'

আচার্য যাস্ক লিখিয়াছেন, ঐতিহাসিকগণ উক্ত দ্বিতীয় ঋক সম্বন্ধে এই প্রকার বলেন, "ত্বাষ্ট্রী সরণ্যু বিবস্বান বা আদিত্য হইতে যমদ্বয় বা মিথুনদ্বয় উৎপন্ন করেন। (অনন্তর) তিনি (তাঁহার) সবর্ণা অন্যকে প্রতিনিধি রূপে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন করেন। বিবস্বান্ বা আদিত্য অশ্বরূপ ধরিয়াই তাঁহাকে অনুসরণ করেন এবং তাঁহার সহিত সঙ্গম করেন। তাহাতে অশ্বিনীদ্বয়ের জন্ম হয়। সবর্ণা হইতে মনু (জন্মে)।" তিনি আরও লিখিয়াছেন, ঐতিহাসিকগণ ইহাও বলেন যে অশ্বরূপ ধারণের পূর্বে সরণ্যুর বিবস্বানের ঔরসে যমজ সন্তান উৎপন্ন হইয়াছিল; উহাদের নাম যম ও যমী। প্রথম ঋক্ সম্বন্ধে যাস্ক নূতন কিছু বলেন নাই।[1]

আচার্য শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা'য় ঐ বিষয়ের আরও কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ আছে। "ত্বষ্টার যমজ সন্তান উৎপন্ন হয়—সরণ্যু এবং ত্রিশিরা। তিনি নিজেই সরণ্যুকে বিবস্বানকে প্রদান করেন। অনন্তর বিবস্বান্ ও সরণ্যু হইতে যম ও যমী জন্মগ্রহণ করেন। উহারা দুই জনেও যমজ ছিলেন। পরন্তু উহাদের দুই জনের মধ্যে যম বড় ছিলেন।" "অনন্তর সরণ্যু, ভর্তার পরোক্ষে (আপনার) সদৃশী এক স্ত্রী সৃষ্টি করত ('সৃষ্ট্বা') (আপন) যমজ সন্তানকে তাঁহাকে নিক্ষেপ করিয়া অশ্বা হইয়া চলিয়া যান। পরন্তু বিবস্বান্ তাহা না জানার কারণে উহাতে মনুকে উৎপন্ন করেন। তিনি (মনু) রাজর্ষি হন, এবং তেজে বিবস্বানের সদৃশ হন। অনন্তর তিনি (বিবস্বান্) জানিতে পারেন যে ত্বাষ্ট্রী সরণ্যু অশ্বীরূপ হইয়া পলায়ন করিয়াছেন। তখন তিনি আশু সুলক্ষণ বাজী হইয়া উঁহার নিকট গমন করেন। সরণ্যু অশ্বরূপীকে বিবস্বান বলিয়া চিনিতে পারিয়া মৈথুনার্থ উপক্রম করেন। তিনি (অশ্বরূপী বিবস্বান্) উহাতে (অশ্বীরূপী সরণ্যুতে) আরোহণ করেন। পরন্তু তাঁহাদের বেগ বশতঃ শুক্র ভূমিতে নিপতিত হইল। তখন ঐ অশ্বী গর্ভকামনায় সেই শুক্রকে আঘ্রাণ করেন। আঘ্রাণমাত্রই শুক্র হইতে কুমারদ্বয় উৎপন্ন হইলেন,—নাসত্য এবং দস্র, যাঁহারা 'অশ্বিনীদ্বয়' নামে স্তুত হন। যাস্ক মনে করেন যে 'ত্বষ্টা' ইত্যাদি মন্ত্রদ্বয়—যাহাদের দেবতা সরণ্যু—একত্রে বিবস্বানের এবং ত্বাষ্ট্রীর ইতিহাস।"[2]

এইরূপে দেখা যায় বিবস্বানের সন্তান পাঁচটি। সরণ্যুর গর্ভে তিনি দুই বার যমজ সন্তান উৎপন্ন করেন; প্রথম বারে যম ও যমীকে, এবং দ্বিতীয় বারে অশ্বিনীদ্বয় বলিয়া খ্যাত দস্র ও নাসত্যকে। সবর্ণার গর্ভে বিবস্বানের কেবল একটি পুত্র জন্মে এবং উহার নাম মনু।

'মৈত্রায়ণীসংহিতা'র এক স্থলে আদিত্য বা অদিতির পুত্র বিবস্বানের দুই পুত্রের নামোল্লেখ আছে,—মনু ও যম।

---

১) নিরুক্ত, ১২।১১

২) বৃহদ্দেবতা, ৬।১৬২-৩ ; ৭।১-৭ আরও দেখ,—
"সাবিত্রী চৈব সূর্যা চ সৈব পত্নী বিবস্বতঃ।"—(ঐ, ৭।১১৯'২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"স বাব বিবস্বানাদিত্যো যস্য মনুশ্চ বৈবস্বতো যমশ্চ, মনুরেবাস্মিন্ লোকে যমোঽমুষ্মিন্ এতে বৈ দেবযানান্ পথো গোপায়ন্তি"[১]
'তিনি নিশ্চয় বিবস্বান আদিত্য, যাঁহার (এই দুই পুত্র)—মনু বৈবস্বত এবং যম (বৈবস্বত)। ইঁহারা দুই জনেই দেবযান পথকে রক্ষা করেন।'

মহাভারতপুরাণাদির মতে, বিবস্বানের সন্তান তদপেক্ষা বেশী ছিল। আরও বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে উহাদের মতে 'মনু' নামে বিবস্বানের দুইটি পুত্র ছিল; একটি তাঁহার প্রথম পুত্র এবং ত্বষ্টা-নন্দিনীর গর্ভে জন্মে, আর অপরটী তাঁহার তৃতীয় পুত্র এবং সবর্ণার গর্ভ হইতে সম্ভূত। প্রথম মনু বিশেষভাবে 'বৈবস্বত মনু' বা 'মনু বৈবস্বত', আর দ্বিতীয় মনু বিশেষভাবে 'সাবর্ণি মনু' বা 'মনু সাবর্ণি' নামে প্রখ্যাত হন।

'মহাভারতে' বর্ণিত হইয়াছে যে নাসত্য এবং দস্র,—যাঁহারা 'অশ্বিনীদ্বয়' বলিয়া স্মৃত হন—অষ্টম আদিত্য মহাত্মা মার্তণ্ডের আত্মজ;[১'১] অশ্বরূপধারিণী সবিতার ভার্যা মহাভাগ ত্বাষ্ট্রী উহাঁদিগকে প্রসব করেন।[২] বিবস্বানের অপর দুই পুত্র মনু এবং যম। তন্মধ্যে মনু জ্যেষ্ঠ, আর যম তাঁহার অনুজ।[৩] সুতরাং ঐ মনু বেদে উক্ত সবর্ণার পুত্র মনু হইতে ভিন্ন; কেননা, এই সবর্ণার পুত্র মনু যম হইতে ছোট।

'মহাভারতে' তপতী নামে এক কন্যার কাহিনী আছে। তাঁহার পরিচয় এই যে যিনি স্বীয় তেজে দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়াছেন, তপতী সেই বিবস্বান্ দেবেরই কন্যা এবং সাবিত্রীর অবরজা।[৪] তিনি নিজেই সেই প্রকারে লোকপ্রদীপ সবিতার সাবিত্র্যবরজা সুতা বলিয়া আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন।[৫] ঐ বিবস্বান্ বা সবিতা সূর্য, তপন, আদিত্য, প্রভৃতি নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন।[৬] ঐ বিবস্বান্ বা আদিত্য কশ্যপ-নন্দন কিনা, 'মহাভারতে' উক্ত হয় নাই। পরন্তু কোন কোন পুরাণে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে তপতী কশ্যপ-নন্দন বিবস্বানেরই দুহিতা।[৭] 'বিষ্ণুপুরাণে' আছে, তপতী বিবস্বানের ঔরসে ছায়ার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন।[৮]

পুরাণে বিবস্বানের সন্ততির বিস্তারিত বিবরণ পাওয়া যায়। যথা, 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' বর্ণিত হইয়াছে যে বিবস্বান প্রজাপতি বিশ্বকর্মার কন্যা সংজ্ঞাকে বিবাহ করেন। সংজ্ঞার গর্ভে তাঁহার তিনটি সন্তান জন্মে,—দুইটি পুত্র এবং একটি কন্যা। তাঁহাদের প্রথম পুত্রের নাম মনু; উহাঁর অপর নাম শ্রাদ্ধদেব। উনি একজন প্রজাপতি। তদনন্তর সংজ্ঞা যম ও যমী (বা যমুনা) নামে যমজ পুত্র ও কন্যা প্রসব করেন।[৯] অনন্তর সংজ্ঞা পতির মহৎ তেজ সহন করিতে অসমর্থ হইয়া আপন অনুরূপ ছায়াকে ("স্বচ্ছায়ং") পতির গৃহে রাখিয়া পিতার গৃহে চলিয়া যান।[১০] তিনি ছায়াকে এই বলিয়া যান যে, "হে শুভে, তোমার কল্যাণ হউক। আমি আমার পিতার ভবনে যাইব। তুমি আমার শাসনে (অর্থাৎ অনুমতিতে) নির্বিকারে

---

১) মৈত্রাসং, ১৷৬৷১২ ২) মহাভা, ১২৷২০৮৷৩৭ ৩) মহাভা, ১৷৬৬৷৩৬
৪) মহাভা, ১৷৭৫৷১১-২ ৫) মহাভা, ১৷১৭১৷৬-৭ ৬) মহাভা, ১৷১৭২৷২৬
৭) যথা দেখ—মহাভা, ১৷১৭৩৷১০, ১২-৬, ২০ ; ১৭২৷২৪-৫ ; ইত্যাদি
৮) যথা দেখ—মার্কণ্ডেয়পু, ১০৬৷১৬'৩ ; (বিষ্ণু) ভাগপু, ৮৷১৩৷১১'১ ; মৎস্যপু, ১১৷৯
৯) বিষ্ণুপু, ৩৷২৷৪) মার্কণ্ডেয়পু, ১০৬৷১-৪ ; আরও দেখ—৭৪৷১—
১০) ঐ ছায়া "ছায়া-সংজ্ঞা", "পার্থিবীসংজ্ঞা", প্রভৃতি নামেও উল্লিখিত হইয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইখানে থাকিবে। আমার এই পুত্রদ্বয়কে এবং এই বরবর্ণিনী কন্যাকে সমভাবে (বা সম্যক প্রকারে) লালন-পালন করিও। আর ভগবানকে (অর্থাৎ স্বামীকে) এই কথা কখনও বলিও না।"[১] ছায়া উত্তর করেন, "হে দেবী, (স্বামী) যে পর্যন্ত আমার কেশ গ্রহণ না করেন, কিংবা আমায় শাপ না দেন, সেই পর্যন্ত আমি কখনও তাঁহাকে এই কথা বলিব না। আপনি অভিলষিত স্থানে গমন করুন।" ছায়া এই প্রকার বলিলে সংজ্ঞা পিতৃগৃহে গমন করেন। কিছুকাল পরে তাঁহার পিতা তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ বলিতে লাগিলেন 'ভর্তার সমীপে যাও।' তখন সংজ্ঞা বড়বা-রূপ ধারণ করত উত্তরকুরু দেশে গমন করেন এবং নিরাহারে থাকিয়া তপস্যা আরম্ভ করেন।

এদিকে বিবস্বান্ ছায়াকে প্রকৃত সংজ্ঞা বলিয়াই মনে করিলেন, এবং তাঁহার গর্ভে দুইটি পুত্র ও একটি কন্যা উৎপাদন করেন। ঐ পুত্রদ্বয়ের মধ্যে যিনি প্রথম উৎপন্ন হন, তিনি পূর্বজ (সংজ্ঞার জ্যেষ্ঠ পুত্র) মনুর তুল্য ছিলেন। সেই কারণে তিনি পরে 'সাবর্ণি' নামে খ্যাত হন। দ্বিতীয় পুত্র পরে শনৈশ্চর নামে গ্রহ (অর্থাৎ উহার অধিপতি) হন। কন্যার নাম ছিল তপতী। পরে রাজা সংবরণ তপতীকে বিবাহ করেন।

ছায়া নিজের সন্তানত্রয়কে যেমন স্নেহ করিতেন, সতীনের সন্তানগণকে তেমন স্নেহ করিতেন না। তিনি উহাদিগকে দুর্ব্যবহার করিতে লাগিলেন। মনু তাঁহার ঐ ব্যবহার নীরবে সহ্য করিতে লাগিলেন। পরন্তু যম তাহা সহন করিতে পারিলেন না। সৎমা দ্বারা বহু প্রকারে তিরস্কৃত হইয়া যম অতীব দুঃখিত হইলেন। এক দিন যম অতীব ক্রুদ্ধ হইয়া বালস্বভাব বশতঃ, কিংবা ভবিতব্যের প্রাবল্য বশতঃ, তর্জন গর্জন করিয়া বিমাতাকে লাথি মারিতে পা উঠান। তিনি পদাঘাত অবশ্যই করেন নাই। যাহা হউক, তাহাতে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া ছায়া-সংজ্ঞা যমকে এই শাপ দেন যে, 'তোমার ঐ পা নিশ্চয় খসিয়া পড়িবে।' ধর্মাত্মা যম ঐ শাপ শুনিয়া নিতান্ত দুঃখগ্রস্ত হইলেন। তিনি বড় ভাই মনুকে সঙ্গে লইয়া পিতার নিকটে গিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে সমস্ত ব্যাপার নিবেদন করেন। তিনি কৃতকর্মের জন্য পিতার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন; এবং যাহাতে ঐ ভীষণ শাপ হইতে অব্যাহতি পান তাহার উপায় করিতে প্রার্থনা করেন। বিবস্বান্ যমকে বলেন, 'হে পুত্র, ধর্মজ্ঞ এবং সত্যবাদী তুমি ক্রোধাবিষ্ট হইয়া যে ঐ প্রকার আচরণ করিয়াছ, তাহার কারণ ভবিতব্যই হইবে। তাহাতে কোন সংশয় নাই। অপর সর্বপ্রকার শাপের প্রতিঘাত হইতে পারে, পরন্তু মাতৃশাপের প্রতিষেধ হইতে পারে না। সুতরাং তোমার মাতার ঐ বচন মিথ্যা করিতে আমি সমর্থ নহি। তবে পুত্রস্নেহবশতঃ আমি তোমাকে কিঞ্চিৎ অনুগ্রহ করিব। কৃমিসমূহ তোমার পায়ের মাংস লইয়া পৃথিবীতে নিপতিত হইবেই। (তবে তুমি পুনরায় অনায়াসে নুতন পদ প্রাপ্ত হইবে)। ঐ প্রকারে তোমার মাতার বচনও সত্য হইবে এবং তুমিও ত্রাণ পাইবে।' তারপর বিবস্বান্ ছায়ার নিকটে গিয়া পুত্রগণের প্রতি ঐ বিষম ব্যবহারের জন্য তাহাকে ভর্ৎসনা করেন। তাহা শুনিয়াও ছায়া চুপ করিয়া রহিলেন। পূর্ব-প্রতিজ্ঞা স্মরণ করিয়া বিবস্বানকে কোন কিছু বলিলেন না। পরন্তু বিবস্বান্ যোগবলে সমস্ত ব্যাপার অবগত

১) মার্কণ্ডেয়পু,১০৩।৭-৮ ; বায়ু,পু, ৮৪।৪১.২-৪৬.১ (ঈষৎ পাঠান্তরে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া ছায়াকে শাপ দিতে উদ্যত হন। তখন ছায়া ভয়ে কাঁপিতে কাঁপিতে প্রকৃত ব্যাপার যথাযথ নিবেদন করেন। তাহা শুনিয়া বিবস্বান্ ক্ষুব্ধ চিত্তে শ্বশুরের গৃহে গমন করেন। বিশ্বকর্মা তাঁহাকে যথোচিত অর্চনা করেন এবং নানা প্রকারে সান্ত্বনা দেন। তাঁহার তীব্র তেজ সহন করিতে অসমর্থ হইয়াই যে সংজ্ঞা বনে গিয়া, স্বামীর রূপ যাহাতে সৌম্য ও শুভ হয়—সেই উদ্দেশ্যে তপস্যা করিতেছে, তাহা বলেন। অনন্তর বিশ্বকর্মা, বিবস্বানের অনুমতি লইয়া, স্বীয় যোগৈশ্বর্য বলে উহাঁর দুঃসহ তীব্র তেজঃ অনেকটা শাতন করেন এবং উহাঁকে কান্ততেজ করেন। তখন বিবস্বান্ যোগ বলে অশ্বীরূপী নিজের ভার্যাকে দর্শন করেন এবং উত্তর কুরু দেশে গিয়া অশ্বরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার নিকটে গমন করেন। অশ্বীরূপী সংজ্ঞা তাঁহাকে পরপুরুষ বিবেচনা করিয়া শঙ্কিত হইয়া আপন পশ্চাদ্ভাগ রক্ষণার্থ তাঁহার মুখের নিকট আপনার মুখ করেন। ঐরূপে উভয়ের নাসিকার সংযোগ হইলে বিবস্বানের তেজ নাসিকা দ্বারা সংজ্ঞাতে প্রবেশ করে। তাহাতে নাসত্য ও দস্র নামে যমজ পুত্র উৎপন্ন হয়। যেহেতু উহারা অশ্বরূপধারী বিবস্বান্ ও সংজ্ঞার সন্তান সেইহেতু উহাঁরা 'অশ্বিনীদ্বয়' নামে খ্যাত হন। তৎপরে "বর্মপরিহিত, খড়্গধারী, ধনুষ্মান্, বাণতূণসমন্বিত, এবং অশ্বারূঢ় রেবন্ত সমুদ্ভূত হয়।" তদন্তর অশ্বরূপধারী বিবস্বান্ অশ্বীরূপধারী সংজ্ঞাকে নিজ নূতন শান্ত ও কান্তরূপ প্রদর্শন করেন। তাহা দেখিয়া অতীব হৃষ্ট হইয়া সংজ্ঞাও নিজ রূপ ধারণ করেন। অতঃপর বিবস্বান্ ও সংজ্ঞা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

স্বল্পাধিক ঐ প্রকারের বর্ণনা 'হরিবংশে' এবং অপর কোন কোন পুরাণেও পাওয়া যায়।[২] উহাদিগেতে আরও আছে যে বিবস্বানের স্ত্রীর,—ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মার দুহিতা সংজ্ঞার অপর নাম ছিল 'সুরেণু'।[৩] 'হরিবংশে'র মতে, তিনি 'সুরেণু' নামেই ত্রিলোকে বিখ্যাত ছিলেন।[৪] বেদের 'সরণ্যু' নাম পুরাণে 'সুরেণু'তে পরিবর্তিত হয়।

'বায়ুপুরাণে'র মতে, সংজ্ঞা মৃত্তিকা দ্বারাই আপন ছায়া সবর্ণাকে নির্মাণ করেন। তাই উহাতে ছায়াকে কখন কখন "মহীময়ী নারী",[৫] "পার্থিবী সংজ্ঞা"[৬]ও বলা হইয়াছে। 'হরিবংশ' ও 'ব্রহ্মপুরাণে'র মতে, সংজ্ঞা "মায়াময়ী" ছিলেন। তিনি আপন মায়া দ্বারাই আপন ছায়া সবর্ণাকে নির্মাণ করেন।[৭] তবে উহাঁর "পার্থিবী সংজ্ঞা' নামও উহাদিগেতে আছে।[৮]

'বায়ুপুরাণে' আরও আছে যে বিবস্বানের স্ত্রী সুরেণু বিশ্বকর্মা ময়ের ছোট বহিন। প্রভাস নামক অষ্টম বসু বৃহস্পতির ভগিনীকে বিবাহ করেন। তাঁহাদের পুত্র ত্বষ্টা বা বিশ্বকর্মা দেবতাদিগের শিল্পী ছিলেন। তিনি দৈত্যরাজ ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের কন্যাকে বিবাহ করেন। ঐ কন্যা প্রহ্লাদের দুহিতা হিসাবে 'প্রহ্লাদী' এবং বিরোচনের ভগিনী হিসাবে 'বিরোচনা'

---

১) মার্কণ্ডেয়পু, ১০৬-৮ অধ্যায়।

২) যথা দেখ—হরিবংশ, ১৯ অধ্যায়; বায়ুপু, ৮৪।২১— ; ব্রহ্মপু, ৬।১—ও ৩২।৪৯— ; বিষ্ণুপু, ৩।২।২— ; শিবপু, ধর্মসং. ৫৯।১—

৩) যথা দেখ—হরিবংশ, ১।৯।১—২ , বায়ুপু, ৮৪।২১ ও ৩২ ; ব্রহ্মপু, ৬।১-২

৪) হরিবংশ, ১।৯।২ ; ব্রহ্মপু, ৬।২

৫) বায়ুপু, ৮৪।৪০'১

৬) ঐ, ৮৪।৪৬'২, ৫২'২

৭) হরিবংশ, ১।৯।৯-১০ ; ব্রহ্মপু, ৬।৯-১০

৮) হরিবংশ, ১।৯।২১ ; ব্রহ্মপু, ৬।২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নামে অভিহিত হইতেন। তাঁহার গর্ভে বিশ্বকর্মার দুই পুত্র,—ত্রিশিরা ও ময় এবং এক কন্যা জন্মে। ময় স্বয়ং বিশ্বকর্মা বলিয়া খ্যাত্যাপন্ন হন। তাঁহার ছোট বহিন 'ত্বাষ্ট্রী'র নাম ছিল 'সুরেণু'।[১]

'বায়ুপুরাণ' ও 'ব্রহ্মপুরাণে'র মতে, ছায়ার গর্ভে বিবস্বানের দুইটি পুত্র জন্মে। কন্যা তপতীর জন্মের কথা উহাদিগেতে নাই। 'বায়ুপুরাণে' আরও উক্ত হইয়াছে যে ঐ দুই পুত্রের জ্যেষ্ঠের নাম ছিল 'শ্রুতশ্রবা', এবং কনিষ্ঠের নাম ছিল 'শ্রুতকর্মা'। সর্বজ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মনুর সদৃশ ছিল বলিয়া শ্রুতশ্রবা 'মনু' নামেও অভিহিত হইত এবং তাঁহার নাম 'সাবর্ণ' হয়। শ্রুতকর্মা পরে শনৈশ্চর গ্রহ (অর্থাৎ উহার অধিপতি) হয়।[২]

যেমন 'হরিবংশে' উক্ত হইয়াছে, ছায়ার এক নাম 'সবর্ণা' ছিল। সুতরাং তাঁহার অপত্যের নাম 'সাবর্ণ' বা 'সাবর্ণি' হইতে পারে। পরন্তু উহাতে বিশেষভাবে উক্ত হইয়াছে যে ছায়ার প্রথম পুত্রের নাম সেই কারণে সাবর্ণ হয় নাই, পরন্তু পূর্বজ ভ্রাতা মনুর সবর্ণত্ব হেতুতেই তাঁহার নাম 'সাবর্ণ' হয়।[৩] অপর কোন কোন পুরাণেও সেই কথা আছে।[৪]

'বিষ্ণুপুরাণে', 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'র, ন্যায় বিবৃত হইয়াছে যে ছায়ার গর্ভে বিবস্বানের দুইটি পুত্র,—মনু ও শনৈশ্চর এবং একটি কন্যা,—তপতী জন্মে।[৫] উহাতে, 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'র ন্যায় ইহাও উক্ত হইয়াছে যে বড়বারূপী সংজ্ঞার গর্ভে তিন পুত্র জন্মে—অশ্বিনীদ্বয় ও রেবন্ত।[৬] ছায়ার পুত্র মনু আপন পূর্বজ মনুর সবর্ণ ছিলেন। সেইহেতু 'সাবর্ণি' বলিয়া অভিহিত হইতেন।[৭]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' সংক্ষেপে এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে বিবস্বানের ঔরসে তাঁহার স্ত্রী সংজ্ঞা শ্রাদ্ধদেব মনুকে এবং যম ও যমী নামক মিথুনকে প্রসব করেন। অনন্তর তিনি বড়বা হইয়া নাসত্যদ্বয়কে প্রসব করেন। ছায়া বিবস্বান্ হইতে শনৈশ্চরকে, সাবর্ণি মনুকে এবং তপতী নামক কন্যাকে,—যিনি পরে সংবরণকে পতি বরণ করেন—লাভ করেন।[৮] উহাতে পরে উক্ত হইয়াছে যে "বিবস্বানের দুই জায়া। উভয়েই বিশ্বকর্মার সুতা। উহাদের নাম সংজ্ঞা ও ছায়া।...কেহ কেহ বলেন যে বড়বা নামে তাঁহার এক তৃতীয়া (স্ত্রী ছিলেন)।"[৯] পরন্তু উহার নিজের মতে বড়বা প্রকৃত পক্ষে সংজ্ঞারই নামান্তর; কেননা, সংজ্ঞাই বড়বা হইয়াছিলেন।

---

১) বায়ুপু, ৮৪।১৫-২১ ২) ঐ, ৮৪।৪৯-৫২·১

৩) "পূর্বজস্য মনোস্তাত সদৃশোঽয়মিতি প্রভুঃ।
সবর্ণত্বান্মনোর্ভূয়ঃ সাবর্ণ ইতি চোক্তবান্।
মনুরেবাভবন্নাম্না সাবর্ণ ইতি চোচ্যতে।"— (হরিবংশ. ১।৯।১৯—)

এই বচনের ১ম ও ৩য় পঙ্ক্তি 'ব্রহ্মপুরাণে' (৬।১১) ও আছে।

৪) যথা দেখ—ব্রহ্মপু, ৬।১৯ ; পদ্মপু, ৫।৮।৪০ ; মার্কণ্ডেয়পু, ৭৮।৩২
"পূর্বজস্য সবর্ণোঽসৌ সাবর্ণিস্তেন কথ্যতে।"—(বিষ্ণু, ৩।২।১৩·২
সবর্ণত্বাচ্চ সাবর্ণিঃ মনোর্বৈবস্বতস্য চ"—(মৎস্যপু, ১১।৯·১)

৫) বিষ্ণুপু, ৩।২।৪ ৬) ঐ, ৩।২।৭ ৭) ঐ, ৩।২।১৩·২

৮) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৬।৬।৪০-১ ৯) ঐ, ৮।১৩।৮—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মৎস্যপুরাণ' ও 'পদ্মপুরাণে'র বিবরণ অপর পূর্বোক্ত বর্ণনাসমূহ হইতে অনেকাংশে ভিন্ন।[১] উহাদের মতে, বিবস্বানের তিন স্ত্রী,—সংজ্ঞা, রাজ্ঞী এবং প্রভা। সংজ্ঞা ত্বষ্টার কন্যা, আর রাজ্ঞী রৈবতের কন্যা। রাজ্ঞীর পুত্র রেবত এবং প্রভার পুত্র প্রভাত। সংজ্ঞার বিবরণ প্রায় অপর পুরাণের বিবরণের মত। সংজ্ঞার গর্ভে বিবস্বানের তিন অপত্য জন্মে,— মনু, এবং যম ও যমুনা নামে যমজ সন্তান। অতঃপর বিবস্বানের তেজোময় রূপ সহন করিতে অসমর্থা হইয়া সংজ্ঞা আপন শরীর হইতে এক অনিন্দ্য সুন্দর নারী উৎপন্ন করেন। উহাঁর স্বরূপ তাঁহার নিজের স্বরূপেরই মতন ছিল। সুতরাং উনি তাঁহারই ছায়া ছিলেন। তাই উহাঁর নাম হয় ছায়া। সংজ্ঞা ছায়াকে ভর্তৃগৃহে রাখিয়া এবং আপন পুত্রকন্যাগণকে উহাঁর নিজের পুত্রকন্যার মত পালন করিতে বলিয়া পিতৃগৃহে চলিয়া যান। ছায়ার গর্ভে বিবস্বানের দুইটি পুত্র এবং দুইটি কন্যা জন্মে। প্রথম পুত্র মনুর স্বরূপ ছিল এবং তাঁহার সবর্ণত্ব হেতু উহার নাম হইল 'সাবর্ণি' বা 'সাবর্ণ'। দ্বিতীয় পুত্রের নাম শনি। কন্যাদ্বয়ের নাম তপতী ও বিষ্টি। ইহার পরের বর্ণনা প্রায় অপর পুরাণের বর্ণনার ন্যায়। 'অগ্নিপুরাণে'ও অতি সংক্ষেপে সেই কথা বিবৃত হইয়াছে।[২]

'কূর্মপুরাণে'র ও 'সৌরপুরাণে'র মতে, বিবস্বানের চারি পত্নী—সংজ্ঞা, রাজ্ঞী, প্রভা এবং ছায়া।[৩]

পুরাণের মতে, মহাত্মা বিবস্বানের পুত্রকন্যাগণের সকলেই অতি উচ্চ পদ লাভ করেন। তাঁহার প্রথম পুত্র মনু 'বৈবস্বত মনু' নামে খ্যাত্যাপন্ন হন এবং বর্তমান সপ্তম মন্বন্তরের অধিপতি হইয়াছেন। তাঁহার নাম অনুসারেই সপ্তম মন্বন্তর 'বৈবস্বত মন্বন্তর' বলিয়া অভিহিত হয়। তাঁহার তৃতীয় পুত্র সাবর্ণ বা সাবর্ণি মনু আগামী অষ্টম মন্বন্তরের অধিপতি হইবেন। তিনি এখন মেরুপৃষ্ঠে ঘোর তপস্যায় নিরত আছেন। বিবস্বানের দ্বিতীয় পুত্র যম, যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে, বিমাতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়া অতীব দুঃখিত হইয়াছিলেন এবং পরে পিতার অনুগ্রহে উহা হইতে কোন প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। তাহার ফলে, সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য হয়; তিনি "ধর্মদৃষ্টি" হন; "ধর্মেই তাঁহার অভিরুচি" হয়। সুতরাং তিনি একান্তভাবে ধর্মাচরণেই মনোনিবেশ করেন। ধর্মাচরণ দ্বারা তিনি পরমদ্যুতি লাভ করেন; শত্রুতে ও মিত্রে সমভাবাপন্ন হন। ধর্ম দ্বারা তিনি সমস্ত প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করেন। সেই কারণে তিনি 'ধর্মরাজ' বলিয়া বিখ্যাত হন। তাহাতে তিনি লোকপালত্ব এবং পিতৃগণের আধিপত্য লাভ করেন। বিবস্বানের চতুর্থ পুত্র শনি বা শনৈশ্চর তপস্যা দ্বারা সর্বলোকে অভিপূজিত হন এবং শনিগ্রহের আধিপত্য লাভ করেন। তাঁহার দুই পুত্র নাসত্য ও দস্র বা অশ্বিনীদ্বয় দেবগণের ভিষক্ হন। বিবস্বানের জ্যেষ্ঠা কন্যা যমী (বা যমুনা), কথিত হইয়াছে যে, যমুনা নদী হন। উহার তাৎপর্য এই মনে হয় যে তিনি যমুনা নদীর অধিষ্ঠাত্রীপদ লাভ করেন। অপর কন্যা তপতী রাজা সংবরণের রাণী হন।[৪]

---

১) মৎস্যপু, ১১।২— ; পদ্মপু, ৫।৮।২৬—   ২) অগ্নিপু, ২৭৩।১-৪

৩) কূর্মপু, ১।২০।১-৭.১ ; সৌরপু, ৩০।২৭.২-৩০.১

৪) হরিবংশ, ১।৫।৫৭.২— ; মার্কণ্ডেয়পু, ৭৮।২৬— ; ১০৮।১৪— ; বায়ুপু, ৮৪।৭৯.২— ; ব্রহ্মপু, ৬।৪৬.২— ; শিবপু, ধর্মসং, ৫৯।৩৫—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কোন পুরাণের মতে, বিবস্বানের রেবন্ত নামে অশ্বিনীদ্বয় অপেক্ষাও এক কনিষ্ঠ পুত্র ছিল। 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে "রেবন্ত গুহ্যকগণের অধিপতিত্বে বিনিযোজিত হন। অনন্তর লোকভাবিত ভগবান্ (বিবস্বান্ তাঁহাকে) এই প্রকারও বলেন, 'হে বৎস, তুমিও অশেষলোকের পূজ্য হইবে। অরণ্য, মহাদাবানল, শত্রু, দস্যু, প্রভৃতির ভয়ে ভীত হইয়া যে সকল মনুষ্য তোমাকে স্মরণ করিবে, তাহারা ঐ মহাআপদ হইতে মুক্ত হইবে। পূজিত হইলে পরিতুষ্ট হইয়া তুমি মনুষ্যগণকে ক্ষেম, বুদ্ধি, সুখ, রাজ্য, আরোগ্য, কীর্তি এবং উন্নতি সম্প্রদান করিবে?"[১]

'পদ্মপুরাণে' ও 'মৎস্যপুরাণে' বিবস্বানের তিন কন্যার কথা আছে,—যমুনা, তপতী এবং বিষ্টি। কথিত হইয়াছে যে যমুনা এবং তপতী নদী হন; আর বিষ্টি, ঘোরাত্মিকা বলিয়া, ঘোর কালরূপেই অবস্থান করিতেছেন।[২]

'মহাভারতে' দেখা যায়, মনু ও যম একবিংশতি প্রজাপতিগণের অন্যতম।[৩] যম পরে পরলোকের অধিপতি এবং ধর্মাধর্মের বিচারক হন।[৪] বিবস্বানের দুই পুত্র—নাসত্য ও দস্র, "ত্রিদশেশ্বর দেবগণের" অন্যতম বলিয়া পরিগণিত হন।[৫]

বেদে কখন কখন উক্ত হইয়াছে যে সমস্ত মনুষ্যগণ বিবস্বান্ আদিত্যের সন্তান। যথা

"ততো বিবস্বানাদিত্যোঽজায়ত তস্য বা ইয়ং প্রজা যন্মনুষ্যাঃ"[৬]

"স বিবস্বানাদিত্যস্তস্যেমাঃ প্রজাঃ"[৭]

সেই হেতু বেদে বহুত্র উক্ত হইয়াছে যে 'এই প্রজাগণ আদিত্য।'[৮]

মনু বৈবস্বত

বিবস্বানের পুত্র মনু বেদের মন্ত্র-দ্রষ্টা ঋষি। মহর্ষি কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'র মতে, মনু বৈবস্বত 'ঋগ্বেদে'র ৮ মণ্ডলের ২৭-৮ ও ৩০-৩১ সূক্তের দ্রষ্টা; ৮।২৯শ সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি মনু বৈবস্বত বা কাশ্যপ মারীচ। পরন্তু মহর্ষি শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা'য় উক্ত হইয়াছে যে উক্ত পাঁচই সূক্তের (৮।২৭-৩১) দ্রষ্টা বিবস্বান্ এবং সবর্ণার পুত্র মনু; উহাদের দেবতা বিশ্বদেবগণ।[৯] 'কৌষীতকীব্রাহ্মণে' এই মাত্র আছে যে উহাদের দ্রষ্টা মনু, আর দেবতা বিশ্বদেবগণ।[১০]

---

১) মার্কণ্ডেয়পু, ১০৮।২০-২
২) পদ্মপু, ৫।৮।৭৪; মৎস্যপু, ১১।৩৯
৩) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৫-৭ (পূর্বে দেখ)
৪) মহাভা, ১।৭৪।৩১—
৫) মহাভা, ১২।২০৮।১৪,১৭
৬) তৈত্তিসং, ৬।৫।৬।২;
৭) শতব্রা (মাধ্য), ৩।১।৩।৪
৮) যথা দেখ—

"আদিত্যা বা ইমাঃ প্রজাঃ"
—মৈত্রাসং, ২।২।১; তাণ্ড্যব্রা, ১৩।৯।৫; ১৮।৮।১২
"আদিত্যা ইমাঃ প্রজাঃ"—(কাঠকসং, ১১।৬)
"আদিত্যা বা প্রজাঃ—(তৈত্তিব্রা, ১।৮।৮।২) ইত্যাদি।

৯) "বং সবর্ণা মনুর্নাম লেভে পুত্রং বিবস্বতঃ।
বৈশ্বদেবতানি পঞ্চৈতান্যগ্নিরূপে জগাদ সঃ॥"
—('বৃহদ্দেবতা', ৬।৬)

১০) কৌষীব্রা, ২৬।১৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনু বৈবস্বত যজ্ঞের পরম ভক্ত ছিলেন, দেখা যায়। 'ঋগ্বেদে'র ৮।৩১তম সূক্তে তিনি যজ্ঞ এবং যজ্ঞকর্তা উভয়েরই প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি যজ্ঞ করে, দেবগণ তাহাকে বহু ধনাদি প্রদান করেন। যে ইন্দ্রকে পুরোডাশ এবং দুগ্ধ-সংযুক্ত সোমরস প্রদান করে, ইন্দ্র তাহাকে সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত করেন। তাহার সেবার্থ দেবগণ দীপ্তিমান্ রথ প্রেরণ করেন। ঐ রথে চড়িয়া সে শত্রুগণ দ্বারা কৃত সমস্ত বাধা অনায়াসে বিনষ্ট করিতে পারে। তাহার ধনপুত্রাদি বৃদ্ধি পায়,—তাহার গৃহ অন্ন ও দুগ্ধ দ্বারা সর্বদা ভরা থাকে।[১] অন্যত্রও তিনি সেই প্রকার বলিয়াছেন, "(হে দেবগণ,) যে ব্যক্তি বর লাভার্থ তোমাদিগকে হবি প্রদান করে, সে (আপন) গৃহকে প্রকৃষ্টরূপে বর্ধিত করে, এবং মহী (অর্থাৎ জায়গাজমি) ও অন্নসমূহ বিবর্ধিত করে। সে প্রজাসমূহ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে উৎপন্ন হয়। ধর্ম (অনুষ্ঠান) হইতে সকলেই (কাহারও দ্বারা) হিংসিত না হইয়া, সর্বপ্রকারে বৃদ্ধি লাভ করে।"[২]

মনু স্বয়ং যজ্ঞ করিতেন।[৩] তাঁহার সেবা ও স্তুতি দ্বারা দেবতাগণ তাহার উপর অত্যন্ত প্রীত হন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার বংশজগণকে সর্ব প্রকারে সমৃদ্ধিশালী করেন। তাই ঋষিগণ বলিতেন যে দেবগণ "মনুপ্রীতাসো জনিমা বিবস্বতঃ" ('মনু দ্বারা প্রীত এবং বিবস্বানের জন্মদাতা অর্থাৎ বিবস্বানের বংশের অভ্যুদয়কারী)।[৪] দেবগণ মনুর যজ্ঞশালায় প্রত্যক্ষ আবির্ভূত হইয়া তাঁহাদিগকে নিবেদিত দ্রব্যসমূহ গ্রহণ করিতেন। তাই ঋষিগণ বলেন যে ইন্দ্র বৈবস্বত মনুর যজ্ঞশালায় সোমপান করিয়াছিলেন।[৫]

ইহা বিশেষভাবে বলা উচিত মনে হয় যে বৈবস্বত মনু দেবতাগণের মধ্যে কোন প্রকার ইতরবিশেষ করিতেন না। তিনি সকল দেবতাকেই সমভাবে মহান্ মনে করিতেন। তাই তিনি বলিয়াছেন,

"নহি বো অস্ত্যর্ভকো দেবাসো ন কুমারকঃ।
বিশ্বে সতো মহান্ত ইৎ ॥"[৬]

'হে দেবগণ, তোমাদের মধ্যে কেহ শিশু নহে, কেহ কুমারও নহে। তোমাদের সকলেই সৎ (অর্থাৎ এই পরিদৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ) হইতে মহান্।' তিনি আরও বলিয়াছেন যে দেবগণের মধ্যে "সজাত্য" (='সমানজাতিভাব') আছে;[৭] তাঁহাদের সকলেই "সমন্যু" (=শত্রুহননার্থ সমানক্রোধযুক্ত', অর্থাৎ উপাসককে রক্ষা করিতে সমভাবে সমর্থ)।[৮] তাই তেত্রিশ দেবতার সকলেই মনুর "যজ্ঞার্হ"।[৯] তিনি সকলকে নিজের যজ্ঞে আবাহন করিয়াছেন।

"দেবং দেবং বোঽবসে দেবং দেবমভিষ্টয়ে।
দেবং দেবং হুবেম বাজসাতয়ে গৃণন্তো দিব্যাধিয়া ॥"[১০]

---

১) ঋক্‌সং, ৮।৩১-৪ ২) ঋক্‌সং, ৮।২৭।১৬
৩) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৮।২৭।১— ৪) ঋক্‌সং, ১০।৬৩।১
৫) "যথা মনৌ বিবস্বতি সোমং শক্রাপিব স্তুতং।"
—(ঋক্‌সং, ৮।৫২।১ (বালখিল্যসূক্ত, ৪।১))
৬) ঋক্‌সং, ৮।৩০।১ ৭) ঋক্‌সং, ৮।২৭।১০ ৮) ঋক্‌সং, ৮।২৭।১৪
৯) ঋক্‌সং, ৮।৩০।২ ১০) ঋক্‌সং, ৮।২৭।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ 'আমি স্তুতিপরায়ণ দৈবী বুদ্ধিতে প্রত্যেক দেবতাকেই রক্ষণার্থ আবাহন করিতেছি; প্রত্যেক দেবতাকেই অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থ আবাহন করিতেছি, এবং প্রত্যেক দেবতাকেই অন্নলাভার্থ আবাহন করিতেছি। এই রূপে, হে দেবগণ, তোমাদের সকলকেই আমি আবাহন করিতেছি।'

"শ্রদ্ধাদেবো বৈ মনুঃ"

যজ্ঞের প্রতি মনু কতটা শ্রদ্ধাপরায়ণ ছিলেন, তাহা তদ্বিষয়ে "শ্রদ্ধাদেবো বৈ মনুঃ" ('মনু নিশ্চয় শ্রদ্ধাদেব')—এই প্রসিদ্ধি হইতে, তথা ঐ বিষয়ে ব্রাহ্মণ গ্রন্থে বিবৃত আখ্যায়িকা হইতে, অনায়াসে বুঝা যায়। 'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে,—

"মনুর একটা ঋষভ ছিল। অসুর-ঘ্নী ও শত্রু-ঘ্নী বাক্ উহাতে প্রবেশ করে। উহার শ্বাসের রব শুনিয়া অসুরগণ ও রাক্ষসগণ বরাবর মৃত্যুগ্রস্ত হইতে লাগিল। তখন অসুরগণ মিলিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, 'হায়! এই ঋষভ আমাদের সর্বনাশ করিতেছে; আমরা উহাকে কি প্রকারে দমন করিব?' কিলাত ও অকুলী নামে দুই জন অসুর-ব্রহ্মা ছিলেন। তাঁহারা বলিলেন, 'মনু নিশ্চয় শ্রদ্ধাদেব; আমরা তাহা জানিব (অর্থাৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিব)।' এই বলিয়া তাঁহারা দুই জনে (মনুর নিকটে) গমন করিলেন এবং (তাঁহাকে) বলিলেন 'হে মনু, আমরা তোমাকে যজ্ঞ করাইব।' (মনু জিজ্ঞাসা করিলেন,) 'কি দিয়া?' (তাঁহারা উত্তর করিলেন,) 'এই বৃষভকে দিয়া।' (মনু বলিলেন,) 'তাহাই হউক।' যখন উহা (বৃষভ) যজ্ঞে নিহত হইল, তখন ঐ বাক্ উহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল। তাহা মনুর স্ত্রী মানবীতে প্রবেশ করিল। (অতঃপর) যখন তাহাকে (মানবীকে) কথা বলিতে শুনিত তখনই অসুরগণ ও রাক্ষসগণ মৃত্যুগ্রস্ত হইতে লাগিল। তখন অসুরগণ মিলিয়া বলাবলি করিতে লাগিল, 'এত আমাদের আরও বেশী সর্বনাশ করিতেছে; কেননা মানুষী বাক্ (বৃষভ অপেক্ষা) বেশী বলে।' (তখন) কিলাত ও অকুলী বলিলেন, 'মনু নিশ্চয়ই শ্রদ্ধাদেব; আমরা তাহা জানিব।' এই বলিয়া তাঁহারা দুই জনে (পুনঃ মনুর নিকটে) গমন করিলেন এবং (তাঁহাকে) বলিলেন, 'হে মনু, আমরা তোমাকে যজ্ঞ করাইব।' (মনু জিজ্ঞাসা করিলেন,) 'কি দিয়া?' (তাঁহারা উত্তর করিলেন,) 'তোমার এই জায়াকে দিয়াই।' (মনু বলিলেন,) 'তাহাই হউক।' যখন তিনি (মনুর স্ত্রী) যজ্ঞে নিহত হইলেন, তখন ঐ বাক্ তাঁহা হইতে নিষ্ক্রান্ত হইল এবং যজ্ঞ ও যজ্ঞপাত্রসমূহে প্রবেশ করিল। তথা হইতে উহাকে বিতাড়িত করিতে (অসুরগণ) সমর্থ হইল না।' ইত্যাদি।[১]

'কাঠকব্রাহ্মণে'র আখ্যায়িকা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের।

"মনুর (ছয়) কপাল ছিল। তিনি যে যে অসুরের প্রতি উহাদের প্রয়োগ (অর্থাৎ উহাদের দ্বারা যজ্ঞ) করিতেন, তাহারা সকলেই অবশ্যই মরিত। তখন তৃষ্টা ও বরুত্রী নামে দুই জন অসুর-ব্রহ্মা ছিলেন। অসুরগণ তাঁহাদিগকে বলিলেন, '(মনুর নিকটে গিয়া) ঐ ছয় কপাল যাচনা কর।' তাঁহারা দুই জনে এক দিন সকালে ঋত্বিক্‌বেশে 'হে অগ্নি, বায়ুর প্রতি; হে ইন্দ্র, বায়ুর প্রতি' উচ্চারণ করিতে করিতে (মনুর নিকটে) উপস্থিত হইলেন। (মনু তাঁহাদিগকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা দুই জনে কি কামনা করিয়া আসিয়াছেন?'

১) শতব্রা (মাধ্য), ১।১।৪।১৪-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তাঁহারা উত্তর করিলেন,) 'এই কপালসমূহ আমাদিগকে দিন।' (মনু) তাঁহাদের দুই জনকে ঐগুলি দিলেন। তাঁহারা অরণ্যে গিয়া ঐগুলিকে ভগ্ন করিলেন। ঐ সময়ে মনুর গোসমূহ ঐ স্থানের চারি দিকে অবস্থান করিতেছিল। এক ঋষভ ঐ গুলিকে লেহন করে। উহা রব করিলে যে সকল অসুর শুনিত, সকলে মরিত। (অনন্তর) ঐ দুই জনে ঋত্বিক্‌বেশে 'হে অগ্নি, বায়ুর প্রতি; হে ইন্দ্র, বায়ুর প্রতি' উচ্চারণ করিতে করিতে (মনুর নিকট) উপস্থিত হইলেন। (মনু তাঁহাদিগকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা দুই জনে কি কামনা করিয়া আসিয়াছেন?' (তাঁহারা উত্তর করিলেন,) 'এই ঋষভকে দিয়া আমরা আপনাকে যজ্ঞ করাইব।' (ঋষভ যজ্ঞে নিহত হইলে, ঐ বাক্) তাঁহার (মনুর) যজুর্মন্ত্র উচ্চারণ-পরায়ণা পত্নীকে প্রাপ্ত হইল। ঐ দেবী বাক্ তাঁহাতে আশ্রিত হইল। তিনি বলিতে থাকিলে যে সকল অসুর শুনিত তাঁহারা সকলেই মরিত।...(তখন) উহারা দুই জনে (আবার) এক দিন সকালে ঋত্বিক্‌বেশে 'হে অগ্নি, বায়ুর প্রতি; হে ইন্দ্র, বায়ুর প্রতি' উচ্চারণ করিতে করিতে (মনুর নিকটে) উপস্থিত হইলেন। (মনু তাঁহাদিগকে) জিজ্ঞাসা করিলেন, 'আপনারা দুই জনে কি কামনা করিয়া আসিয়াছেন? (তাঁহারা উত্তর করিলেন,) 'আপনার এই পত্নীকে দিয়া আমরা আপনাকে যজ্ঞ করাইব।' (মনু উত্তর করিলেন, 'তাহাই হউক।') তিনি (মনু পত্নী) অগ্নি দ্বারা চারি দিকে বেষ্টিত হইলেন। তখন ইন্দ্র বুঝিতে পারিলেন যে 'তৃষ্ঠা ও বরুত্রী নামক অসুর-ব্রহ্মদ্বয় শ্রদ্ধাদেব মনুকে (তাঁহার পত্নী হইতে বিচ্ছিন্ন করিতেছে।' তিনি (ব্রহ্মদেব বেশে মনুর নিকটে) আগমন করিলেন এবং বলিলেন, 'ইহাদের দুই জনকে দিয়া আমি তোমাকে যজ্ঞ করাইব।' (মনু) বলিলেন, 'না; আমি ইহাদের দুই জনের প্রভু নহি।' (ইন্দ্র) বলিলেন, 'অথিতি-পতি নিশ্চয় অতিথির প্রভু। (তখন মনু) উহাদের দুই জনকে তাঁহাকে (ইন্দ্রকে) প্রদান করিলেন।' ইত্যাদি। "(ইন্দ্র) পর্যগ্নিকৃত তাঁহাকে (মনুর পত্নীকে) ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার দ্বারা (মনু) ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। এই সমস্তই মানব্য প্রজা। যে (মনুর) পত্নীর ন্যায় পর্যগ্নিকৃত (পশুকে) ছাড়িয়া দেয়, সে সেই সকল ঋদ্ধি লাভ করে, যেই সকল ঋদ্ধি মনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"[১] 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' এবং 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য়ও ঐ আখ্যায়িকার উল্লেখ আছে। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' আছে; "অসুর-ঘ্নী বাক্ যজমান শ্রদ্ধাদেব মনুর যজ্ঞায়ুধসমূহে প্রবিষ্ট ছিল। যে সকল অসুর ঐ যজ্ঞায়ুধসমূহকে শব্দ করিতে শুনিত, তাহারা মরিত।"[২] 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় ঐ আখ্যায়িকার শেষাংশে আছে, 'ইন্দ্র পত্নীকে দিয়া মনুকে যজ্ঞ করান। তিনি পর্যগ্নিকৃত তাঁহাকে (মনুর পত্নীকে) ছাড়িয়া দেন। তাঁহার দ্বারা মনু ঋদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন। যে যজমান (মনুর) পত্নীর ন্যায় পর্যগ্নিকৃত (পশুকে) ছাড়িয়া দেয়, সে সেই সকল ঋদ্ধি লাভ করে, যেই সকল ঋদ্ধি মনু প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"[৩] সুতরাং ঐ আখ্যায়িকা বৈদিক কালে অতি প্রসিদ্ধ ছিল।

ঐ আখ্যায়িকা হইতে অনায়াসে জানা যায় যে (১) যে কোন ব্যক্তি ঋত্বিক্‌বেশে মহাত্মা মনুর নিকটে আসিয়া যে কোন যজ্ঞ করিতে বলিত, মনু তাহাকে দিয়া সেই যজ্ঞ করাইতে তৎক্ষণে রাজী হইতেন; এবং সে ঐ যজ্ঞে যাহা কিছু আহুতি দিতে বলিত মনু সেই বস্তু, তাঁহার নিজস্ব হইলে, আহুতি দিতে রাজী হইতেন; ঋত্বিক্-বেশীর কথায় এমন কি, তাঁহার প্রিয়তম

১) কাঠকব্রা, ২।৩০।১ ২) তৈত্তিব্রা, ৩।২।৫।৫ ৩) তৈত্তিসং, ৬।৬।৬।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পত্নীকে আহুতি দিয়া যজ্ঞ করিতেও তিনি কিঞ্চিন্মাত্র কুণ্ঠিত হন নাই। (২) কোন ঋত্বিক মনুর নিকট যাহা কিছু যাচনা করিতেন, মনু তাহা দান করিতেন। ঐ সকল যজ্ঞের প্রতি মনুর অসীম শ্রদ্ধার পরিচায়ক।

শ্রদ্ধা যাহার দেবতা, অর্থাৎ যে ব্যক্তি শ্রদ্ধাকে যেমন দেবতাকে তেমন মানে, বেদে তাহাকে "শ্রদ্ধা-দেব" বলা হয়।[১] যজ্ঞের প্রতি ঐ প্রকার অসীম শ্রদ্ধার জন্যই মনু 'শ্রদ্ধাদেব' বলিয়া প্রখ্যাত হন।

আদর্শ যজ্ঞকর্তা

মনু এক জন আদর্শ যজ্ঞকর্তা ছিলেন। তিনি তদর্বাক্ যজ্ঞকর্তাদিগের আদর্শ ছিলেন। পরবর্তী যজ্ঞকর্তৃগণ তাঁহারই মতন ("মনুষ্বৎ") যজ্ঞ করিতে উচ্চাকাঙ্ক্ষা করিতেন। যথা, প্রস্কণ্ব ঋষি বলিয়াছেন,

"হে অগ্নি দেব, যজ্ঞের সাধন, হোতা এবং ঋত্বিক্, তথা (শত্রুদিগকে) জীর্ণকারক, ও (দেবতাদিগের) দূত, প্রকৃষ্টজ্ঞানবান্ এবং অমর্ত্য তোমাকে, আমরা মনুর মতন স্থাপন করিব।"[২] অপর এক ঋষি বলিয়াছেন,

"মনুষ্বৎ ত্বা নি ধীমহি মনুষ্বৎ সমিধীমহি।
অগ্নে মনুষ্বদঙ্গিরো দেবান্ দেবয়তে ॥"[৩]

'হে অগ্নি, মনুর মতন তোমাকে স্থাপন করিব; মনুর মতন তোমাকে সমিদ্ধ করিব। হে অঙ্গিরা (অর্থাৎ অংগারাত্মা অগ্নি), দেবকাম (যজমানার্থে) মনুর মতন দেবগণকে যজন কর।'

"মনুষ্বদগ্নিং মনুনা সমিদ্ধং সমধ্বরায় সদমিন্মহেম ॥"[৪]

'মনু দ্বারা যজ্ঞার্থ সমিদ্ধ অগ্নিকে আমরা মনুর মতন সদাই সম্যক্ পূজা করিব।'[৪] 'শতপথ-ব্রাহ্মণে' "মনুষ্বৎ" শব্দকে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—

"মনুর্হ বৈ অগ্রে যজ্ঞেনেজে। তদনুকৃত্য ইমাঃ প্রজাঃ যজন্তে। তস্মাদাহ 'মনুষ্বৎ' ইতি। 'মনোর্যজ্ঞঃ' ইতি উ বৈ আহুঃ। তস্মাদেবাহ 'মনুষ্বৎ' ইতি।"[৫] 'পূর্বে মনু যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়াছিলেন। এই সমস্ত প্রজা তাহার অনুকরণ করিয়া যজন করে। সেই কারণে বলেন যে 'মনুষ্বৎ' (মনুর মতন)। অথবা (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ) বলেন 'মনুর যজ্ঞ'। সেই কারণে বলেন যে 'মনুষ্বৎ' (মনুর মতন)।'[৬]

---

১) দেখ—তৈত্তিসং, ২।৫।১।৩; "শ্রদ্ধাদেবং যজমানং"—(ঐ, ৭।১।৮।২)
"শ্রদ্ধৈব দেবো যস্যাসৌ শ্রদ্ধাবানিত্যর্থঃ।" (সায়ণভাষ্য)

২) ঋক্‌সং, ১।৪৪।১১ ৩) ঋক্‌সং, ৫।২১।১ ৪) ঋক্‌সং, ৭।২।৩

৫) আরও দেখ,—
"হুতসোমাসো বরুণ হবামহে মনুষ্বৎ ইদ্ধাগ্নয়ঃ।"—(ঋক্‌সং, ৮।২৭।৭)
"উত ত্বা ভৃগুবৎ শুচে মনুষ্বদগ্ন আহুত।
অঙ্গিরস্বদ্ধবামহে ॥ —(ঋক্‌সং, ৮।৪৩।১২)
"যং ত্বা জনাস ইন্ধতে মনুষ্বদংগিরস্তম।
অগ্নে স বোধি মে বচঃ ॥" —(ঋক্‌সং, ৮।৪৩।২৭

৬) শতব্রা (মাধ্য), ১।৪।১।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই কারণে বেদে যজ্ঞকর্তাকে কখন কখন 'মনুর প্রজা' বলা হইয়াছে।[১] বেদে এই প্রসিদ্ধিও আছে যে "মনুর্যজ্ঞনীঃ" ('মনু যজ্ঞপ্রবর্তক')।

মনু পিতা

বেদে মনুর আর একটা প্রখ্যাতি এই দেখা যায় যে ঋষিগণ তাঁহাকে "পিতা" বলিতেন,—"পিতা মনু" ('মনুষ্পিতা') বলিয়া তাহার উল্লেখ করিতেন। যথা,

"যামথর্বা মনুষ্পিতা দধ্যঙ্ ধিয়মত্নত।"[২]

'অথর্বা (ঋষি), পিতা মনু, এবং দধ্যঙ্ (ঋষি) যে সকল কর্ম বিস্তার করেন,' ইত্যাদি।

"মৃড়া নো রুদ্রোত নো ময়স্কৃধি ক্ষয়দ্বীরায় নমসা বিধেম তে।
যচ্ছং চ যোশ্চ মনুরাযেজে পিতা তদশ্যাম তব রুদ্র প্রণীতিষু॥"[৩]

হে রুদ্র! আমাদের সুখয়িতা হও এবং আমাদিগকে সুখী কর। আমরা ঐশ্বর্যবান্ তোমাকে নমস্কার দ্বারা পরিচর্যা করিতেছি। যেই শান্তি এবং অভয় পিতা মনু (দেবগণ হইতে) যজ্ঞ দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া (মনুষ্যগণকে) দিয়াছেন, ঐ সকল আমরা, হে রুদ্র, তোমার প্রকৃষ্ট চালনা দ্বারা প্রাপ্ত হইব।'

"যানি মনুরবৃণীতা পিতা নস্তা শং চ যোশ্চ রুদ্রস্য বশ্মি।"[৪]

'আমাদের পিতা মনু যেই সকল বরণ করিয়াছিলেন, রুদ্রের সেই সকল শান্তি এবং অভয় আমরা কামনা করিতেছি।'

"যস্য দ্বারা মনুষ্পিতা দেবেষু ধিয়া আনজে"[৫]

'যাঁহার (ইন্দ্রের) প্রাপ্তির উপায় (রূপ) কর্মসমূহ দেবগণের (অর্থাৎ দেবপ্রকৃতির লোকগণের) মধ্যে পিতা মনু প্রাপ্ত হন।'

"যজ্ঞো মনুঃ প্রমতির্নঃ পিতা হি কং"[৬]

'যজ্ঞ, আমাদের প্রকৃষ্টমতি পিতা মনু (হইয়া আমাদিগকে) সুখ (প্রদান করুক)।'

কোন কোন আধুনিক লেখক মনে করেন যে ঐ সকল স্থলে 'পিতা' শব্দের অর্থ 'জনক' বা 'জন্মদাতা',—সমস্ত ভূতবর্গ মনু হইতে উৎপন্ন বলিয়াই মনুকে 'পিতা' বলা হইয়াছে।[৭] তাঁহাদের ঐ অনুমান সত্য হইতে পারে না। কেননা, বেদে অপর কাহাকেও কাহাকেও পিতা বলা হইয়াছে দেখা যায়। যথা, আঙ্গিরস বৃহস্পতি ঋষিকে "আমাদের পিতা" বলা হইয়াছে;[৮] বিশ্বকর্মা ঋষিকেও "আমাদের পিতা" বলা হইয়াছে।[৯] ইন্দ্র, রুদ্র, প্রজাপতি, প্রভৃতি দেবতাগণকেও বেদে কখন কখন 'পিতা' বলা হইয়াছে। তারপর বিশ্বকর্মাকে 'পিতা' এবং 'জনিতা' ("যো নঃ পিতা জনিতা") উভয় বলাতে,[১০] সিদ্ধ হয় যে 'পিতা'র অর্থ 'জনিতা' বা জনক নহে।[১১]

---

১) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৪।৩৭।১ ; ৮।১৪।২ ; ইত্যাদি। ২) তৈত্তিসং, ৩।৩।২।১
৩) ঋকসং, ১।৮০।১৬ ৪) ঋক্‌সং, ১।১১৪।২ ৫) ঋক্‌সং, ২।৩৩।১৩
৬) ঋক্‌সং, ৮।৫২।১ ৭) ঋক্‌সং, ১০।১০০।৫
৮) যথা দেখ. J. Muir, Original Sanskrit Texts, Vol. I, 2nd Ed., pp. 162—A.A. Macdonell Vedic Mythology, pp. 14-6, 189.
৯) "ষঃ...বৃহস্পতিরাংগিরসো...পিতা নঃ"—(ঋক্‌সং, ৬।৭৩।১) আরও দেখ—ঋক্‌সং, ৪।৫০।৬
১০) ঋক্‌সং, ১০।৮১।১ ১১) ঋক্‌সং, ১০।৮২।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং সায়ন ঠিকই বলিয়াছেন যে ঐ সকল স্থলে 'পিতা' শব্দের অর্থ 'পালক' বা 'পালয়িতা'; পিতা যেমন আপন সকল পুত্রকে সমভাবে পালন করে, তেমন মনু সর্বভূতকে সমভাবে পুত্রবৎ পালন করিতেন; সেই কারণে তিনি সর্বভূতের পিতৃবৎ পরিপালয়িতা বলিয়া পিতৃভূত। অতএব তিনি সর্বভূতের পিতা। ঐ উদ্ধৃত শ্রুতিবচনসমূহেই আছে, মনু ইন্দ্রকে প্রাপ্তির উপায় উদ্ভাবন করেন; তিনি মনুষ্যদিগের জন্য দেবগণের নিকট হইতে শান্তি এবং অভয় যাচনা করেন এবং প্রাপ্ত হন। এইরূপে তিনি সর্বভূতের সুখ-প্রদাতা হন। ঋষি যে পিতা মনুর ন্যায় সুখ-প্রদাতা হইতে যজ্ঞের নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহাতে উহা সিদ্ধ হয়। সুতরাং মনু সত্যই সর্বভূতের পালক বা পিতা।

প্রজাপতি

প্রাচীনকালে একুশ জন মহদ্ব্যক্তি 'প্রজাপতি' বলিয়া খ্যাত হন। উঁহাদের দুই জন বিবস্বান্ এবং তৎপুত্র মনু।[১] 'মহাভারতে' প্রজাপতি মনুকে "প্রজাদিগের শ্রেষ্ঠতম" বলা হইয়াছে।[২]

বিষ্ণুর প্রিয়

মনু বিষ্ণুর প্রিয় ছিলেন। তিনি যখন যখন বিপদে পড়েন, শত্রুগণ তাঁহাকে চারি দিকে ঘিরিয়া ফেলে, তখন বিষ্ণু তাঁহাকে উদ্ধার করেন এবং তাঁহার রাজ্য পুনঃ প্রদান করেন। তাই বিষ্ণুকে স্তুতি করিতে গিয়া ভরদ্বাজ ঋজিশ্বন্ ঋষি বলিয়াছেন,

"যো রজাংসি বিমমে পার্থিবানি
ত্রিশ্চিদ্বিষ্ণুর্মনবে বাধিতায়।"[৩]

যে বিষ্ণু (শত্রুগণ দ্বারা) বাধিত মনুর জন্য পার্থিব লোকসমূহ তিন বার পরিমাপ করেন।' মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন,

"বিচক্রমে পৃথিবীমেষ এতাং
ক্ষেত্রায় বিষ্ণুর্মনুষে দশস্যন্।"[৪]

'এই বিষ্ণু (শত্রুগণ হইতে অপহরণ করিয়া) মনুকে নিবাসার্থ প্রদান করিতে এই পৃথিবীকে বিচক্রমণ করেন।'

বেদের মতে, "যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ।"[৫] সুতরাং যজ্ঞ-ভক্ত মনুকে বিষ্ণু ভক্ত বলা যায়। যিনি যজ্ঞের ভক্ত যজ্ঞ তাহার শ্রীবৃদ্ধি করে। তাহাতে বলা যায় যে বিষ্ণু মনুর শ্রীবৃদ্ধি করেন।

তপশ্চর্যা

'মহাভারতে' বর্ণিত হইয়াছে যে বিবস্বানের জ্যেষ্ঠ পুত্র মহর্ষি মনু 'সুপ্রতাপবান্ এবং প্রজাপতিসমদ্যুতি' ছিলেন। বিশেষত ওজ, তেজ, তপস্যা এবং লক্ষ্মীতে তিনি নিজের পিতাকে

---

১) মহাভা, ১২।৩৩৪।৩৫-৭
২) মহাভা, ১২।২০১।২-৩ ও ১৩।২।৫ দেখ।
৩) ঋক্‌সং, ৬।৪৯।১৩
৪) ঋক্‌সং, ৭।১০০।৪
৫) তৈত্তিসং, ১।৭।৪; ২।৫।৭।৩; ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং পিতামাতাকেও অতিক্রম করিয়াছিলেন।[১] 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'র মতে, তিনি "প্রখ্যাত যশা এবং অনেক জ্ঞানপারগ" ছিলেন।[২] 'মৎস্যপুরাণে'র মতে, তিনি সমস্ত আত্মগুণসম্পন্ন" ছিলেন।[৩]

মহারাজা মনু বৃদ্ধ বয়সে পুত্রের হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করত বনে গমন করেন এবং কঠোর তপশ্চর্যায় নিরত হন। 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে তিনি বিশাল বদরীতে উর্ধ্ববাহু হইয়া এক পায়ের উপর দাঁড়াইয়া তীব্র সুমহৎ তপশ্চর্যা করেন। অবাক্‌শিরা থাকিয়া, তথা দৃঢ়ভাবে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে থাকিয়াও তিনি তপস্যা করেন। নদীর জলে নিমজ্জিত থাকিয়াও তিনি তপস্যা করেন। ঐরূপে "অযুতবর্ষ" পর্যন্ত, অর্থাৎ অতি সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া তিনি ঘোর তপস্যা করেন।[৪] পরন্তু 'মৎস্যপুরাণে'র মতে, মলয় পর্বতেরই এক স্থলে থাকিয়া রবি-নন্দন রাজা মনু কঠোর তপস্যা করেন। তাহাতে তিনি সুখে ও দুঃখে সমভাবাপন্ন হন এবং উত্তম যোগ প্রাপ্ত হন। অতি সুদীর্ঘ কাল অতীত হইলে ভগবান্ ব্রহ্মা, তাঁহার তপস্যা দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া, তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং তাঁহাকে যথাভিলষিত বর প্রার্থনা করিতে বলেন। তখন রাজর্ষি মনু তাঁহাকে প্রণাম করত বলেন, "আমি তোমার নিকট হইতে একটি মাত্র অনুত্তম বর লাভ করিতে ইচ্ছা করি। প্রলয় সমুপস্থিত হইলে আমি যেন চর ও অচর সমস্ত ভূতগ্রামের রক্ষণ সমর্থ হই।" বিশ্বাত্মা ব্রহ্মা "এবমস্তু" বলিয়া তথায় অন্তর্ধান হন। তখন মনুর উপর আকাশ হইতে সুরার্পিত মহান্ পুষ্পবৃষ্টি হইল।[৫]

মহাজলপ্লাবনে জীব-রক্ষা

মনু বৈবস্বতের সময়ে এক মহান্ জল-প্লাবন হইয়াছিল,—যাহা প্রায় সমস্ত পৃথিবীকেই জল দ্বারা প্লাবিত করিয়াছিল। ঐ ভীষণ জলপ্লাবনে অধিকাংশ প্রাণীই বিনষ্ট হয়; মনুর প্রচেষ্টায় অতি অল্পমাত্র জীবই রক্ষা পাইয়াছিল বোধ হয়। ঐ মহাজলপ্লাবনের স্বল্লাধিক বিস্তারিত বর্ণনা 'শতপথব্রাহ্মণে', 'মহাভারতে', এবং কোন কোন পুরাণে পাওয়া যায়। 'অথর্ববেদে'ও উহার উল্লেখ আছে।

'শতপথব্রাহ্মণে' বর্ণিত হইয়াছে যে একদিন মনু যখন, তাঁহার প্রতিদিনের অভ্যাস মত, জলে তর্পণ করিতেছিলেন, তাঁহার হাতের অঞ্জলির জলে একটা অতি ক্ষুদ্র মৎস্য উঠিয়া আসিল। উহা তাঁহাকে বলিল, 'তুমি আমাকে রক্ষা কর; আমি তোমাকে পার করি।' মনু জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি আমাকে কি হইতে পার করিবে? উহা উত্তর করিল, 'ঔঘ হইবে, যাহা এই সমস্ত প্রজাকে নিঃশেষে বহিয়া লইয়া যাইবে। তাহা হইতে আমি তোমাকে পার করিব।' মনু জিজ্ঞাসা করিলেন, '(এত ক্ষুদ্র) তুমি আমাকে কি প্রকারে পার করিবে?' মৎস্য উত্তর করিল, 'যে পর্যন্ত আমরা ছোট থাকি, সেই পর্যন্ত আমাদের বহু ভয়; কেননা, (বড়) মৎস্য (ছোট) মৎস্যকে খাইয়া ফেলে। তুমি আমাকে প্রথমে এক কুম্ভে রাখ। যখন আমি উহার পক্ষে অতি বড় হইব, তখন এক পুকুর খনন করাইয়া আমাকে উহাতে রাখিও। যখন আমি ঐ পুকুরে থাকার পক্ষেও অতি বড় হইব, তখন আমাকে সমুদ্রে লইয়া গিয়া রাখিও। তখন

১) মহাভা, ৩।১৮৭।২-৩ ২) মার্কণ্ডেয়পু, ৭৭।২ ৩) মৎস্যপু, ১।১২

৪) মহাভা, ৩।১৮৭।৪-৫ ৫) মৎস্যপু, ১।১২-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি (এত বড় হইব যে) বিনষ্ট হওয়ার ভয় আর থাকিবে না। অমুক বৎসরে অমুক তিথিতে ঔঘ উত্থিত হইবে। তুমি তৎপূর্বে একটা নৌকা নির্মাণ কর। ঔঘ উত্থিত হইলে তুমি আমার কাছে আসিও এবং উহাতে চড়িও। উহাতে করিয়া আমি তোমাকে পার করিব।' এই বলিয়া মৎস্য ক্রমে বাড়িতে লাগিল। মনু যথোপদেশ উহাকে ক্রমে ক্রমে কুম্ভে, পুকুরে এবং সমুদ্রে রাখিলেন। উহা অতি বৃহৎ হইল। মনু নৌকা তৈয়ার করাইয়া রাখিলেন। যথানির্দিষ্ট সময়ে প্লাবন আসিল। মনু সমুদ্রের পারে গেলেন। তখন ঐ মহামৎস্য তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। উহার নির্দেশ মত মনু নৌকাতে চড়িলেন এবং তাহাকে উহার শৃঙ্গে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দিলেন। মৎস্য ঐ নৌকাকে টানিয়া উত্তর গিরির শৃঙ্গে লইয়া গেল। উহার উপদেশ মত মনু নৌকাকে এক বৃক্ষে দৃঢ় করিয়া বাঁধিলেন, যাহাতে প্লাবন উহাকে ভাসাইয়া লইতে না পারে। তারপর ঐ মহামৎস্য মনুকে বলিল, আমি তোমাকে পার করিয়াছি। অতঃপর যেমন যেমন জল ধীরে ধীরে কমিতে থাকিবে, তেমন তেমন তুমি অবতরণ করিও।' মনু তাহাই করিলেন। ঐ কারণে উত্তরগিরি "মনুর অবসর্পণ" নামে অভিহিত হয়। ঐ মহা জলপ্লাবনে পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হয়; একমাত্র মনুই পরিশেষ থাকেন।[১]

যে স্থানে মনু নৌকা বাঁধিয়া রাখেন সেই স্থানকে 'অথর্ববেদে' "নাবপ্রভ্রংশন" বলা হইয়াছে এবং কথিত হইয়াছে যে উহা হিমালয় পর্বতের শিরে।[২]

'মহাভারতে'র বর্ণনা সারতঃ এই প্রকার,[৩]—"বিবস্বানের সুত মহর্ষি মনু" যখন চীরিণী নদীতে ভিজা কাপড়ে দাঁড়াইয়া তপস্যা করিতেছিলেন, তখন একদিন এক ক্ষুদ্র মৎস্য অপর বড় বড় মৎস্যগণের ভয়ে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, এবং তাঁহাকে বলে, 'যাহাতে আমি নিমগ্ন হইতেছি সেই মহান ভয়ৌঘ হইতে আমাকে পরিত্রাণ করুন। আপনি আমাকে পরিত্রাণ করিলে, আমি আপনার প্রত্যুপকার করিব।' "মনু বৈবস্বত" করুণাপরবশ হইয়া উহাকে উঠাইয়া এক জলপাত্রে রাখেন এবং উহার পরম সৎকার করিতে লাগিলেন। উহা বাড়িতে লাগিল। ক্রমে উহা এত বড় হইল যে কুম্ভে বাস করা সম্ভব হইল না। তখন উহা মনুকে বলিল, 'আমাকে অপর কোন স্থানে রাখুন।' মনু উহাকে লইয়া গিয়া এক সুবৃহৎ পুষ্করিণীতে রাখিলেন। কিছুকাল পরে উহা এত বড় হইল যে সুবৃহৎ পুকুরে নড়াচড়া করা উহার পক্ষে সম্ভবপর হইল না। তখন মনু উহাকে, উহার পরামর্শ মত, গঙ্গা নদীতে রাখিলেন। গঙ্গাও যখন উহার বাসের পক্ষে ছোট হইল, মনু উহাকে লইয়া গিয়া সমুদ্রে রাখিলেন। তখন ঐ মৎস্য মনুকে বলিল, 'হে ভগবন, আপনি সর্বপ্রকারে আমাকে রক্ষা করিয়াছেন। এখন ঐ কাল আসিয়া পড়িলে আপনাকে যাহা যাহা করিতে হইবে তাহা আমার নিকটে শুনুন। স্থাবর ও জঙ্গম পৃথিবীস্থ সমস্ত বস্তুই অচিরে প্রলয়-গ্রস্ত হইবে। লোকসমূহের সংপ্রক্ষালন-কাল উপস্থিত হইতেছে। যাহাতে আপনার অনুত্তম হিত হইবে, তাহা আমি আপনাকে বলিতেছি। একটা সুদৃঢ় নৌকা প্রস্তুত করান। সপ্তর্ষিগণকে, তথা, যেমন ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক পূর্বে উক্ত

১) শতব্রা (মাধ্য), ১।৮।১।১-৬

২) "যত্র নাবপ্রভ্রংশনং যত্র হিমবতঃ শিরঃ"—(অথর্বসং, ৮।৫৯।৮

৩) মহাভা, ৩।১৮৭।৬—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে, সমস্ত বীজগণকে সঙ্গে লইয়া উহাতে আরোহণ করিবেন এবং আমার প্রতীক্ষা করিতে থাকিবেন। আমি আপনার নিকটে উপস্থিত হইব। আমার শিং দেখিয়া আমাকে চিনিবেন। আমি আপনাদের রক্ষা করিব। যেমন বলিলাম, আপনি নিশ্চয় তেমন করিবেন। আমার কথায় অবিশ্বাস করিবেন না। আমার সাহায্য ব্যতীত আপনি ঐ মহৎ জলপ্লাবন হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না।' মনু সেই প্রকার করিতে স্বীকৃত হইলেন। অনন্তর মনু ও মৎস্য পরস্পরের নিকট বিদায় লইয়া আপন আপন পথে চলিয়া গেলেন। মৎস্যের উপদেশ মত মনু নৌকা প্রস্তুত করাইলেন, তারপর যখন অচিরে প্রলয় উপস্থিত হইল, মনু সপ্তর্ষিগণকে এবং সর্বপ্রাণীর বীজগণকে লইয়া, সমুদ্রের পারে গিয়া নৌকাতে আরোহণ করিলেন এবং ঐ মহামৎস্যের ধ্যান করিতে লাগিলেন। উহা তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল এবং উহার শৃঙ্গে মনু নৌকাকে দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দিলেন। মৎস্য নৌকাকে বেগে টানিয়া লইয়া চলিল; এবং অগাধ জলরাশি অতিক্রম করিয়া হিমালয় পর্বতের সর্বোচ্চ শৃঙ্গে উপস্থিত হইল। উহার উপদেশ মত মনু ঐখানে নৌকা বাঁধিলেন। সেই হইতে হিমালয়ের ঐ সর্বোচ্চ শৃঙ্গ "নৌবন্ধন" নামে খ্যাত হয়। তারপর ঐ মহামৎস্য মনুকে আত্মপরিচয় প্রদান করেন—"আমি প্রজাপতি ব্রহ্মাই। আমার পরম স্বরূপ (অথবা, আমা হইতে পর কিছুই) অধিগত হওয়া যায় না। আমি মৎস্যরূপে তোমাদিগকে এই বিপদ হইতে রক্ষা করিয়াছি। মনুকে সদেবাসুরমানুষ সমস্ত প্রজা, তথা চল ও অচল সমস্ত লোক, সৃষ্টি করিতে হইবে। তীব্র তপস্যা দ্বারা এবং আমার প্রসাদে (ঐ সৃষ্টিপ্রক্রিয়া) তাহার নিকট প্রতিভাত হইবে; প্রজাসর্গে সে মোহপ্রাপ্ত হইবে না।[১] এই বলিয়া ঐ মৎস্য অন্তর্হিত হইলেন।

পুরাণের বর্ণনা আরও কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের। সেই সকল এখানে উল্লেখের প্রয়োজন নাই। তবে তৎসম্বন্ধে দুই একটা বলিব।[২] যথা 'মৎস্যপুরাণে'র মতে যেই রাজর্ষি মৎস্য দ্বারা মহাজলপ্লাবনে রক্ষা পান, তিনি, যেমন 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে, মনু বৈবস্বতই।[৩] পরন্তু যিনি মৎস্যরূপে মনুকে রক্ষা করেন, তিনি বসুদেবই;[৪] ব্রহ্মা নহেন। ঐ মৎস্যরূপী ভগবান্ বিষ্ণু পরে মনুর নিকট পুরাণ বর্ণনা করেন। তাহাতে উহা 'মৎস্যপুরাণ' নামে খ্যাত হইয়াছে। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র মতে, যিনি মৎস্যরূপ ধারণ করেন, তিনি ভগবান্ নারয়ণ হরি বটে;[৫] তবে ভগবান্ হরি মৎস্যরূপে যে রাজর্ষিকে রক্ষা করেন, তাঁহার নাম সত্যব্রত;[৬] তিনি পূর্বে 'দ্রাবিড়েশ্বর' ছিলেন।[৭] তবে ইহাও উক্ত হইয়াছে যে ঐ রাজর্ষি সত্যব্রতই পরে বিবস্বানের পুত্র মনু বা শ্রাদ্ধদেব রূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৮]

১) মহাভা, ৩।১৮৭।৫২-৪
২) মহাপ্লাবন সম্বন্ধে 'শতপথব্রাহ্মণ', 'মহাভারত' এবং পুরাণের বর্ণনার তুলনার জন্য দেখ—J. Muir, Original Sanskrit Texts, 2nd Ed, Vol I, pp. 216-220.
৩) মৎস্যপু, ১।১১ ও ২২ ("রবিনন্দনঃ")
৪) ঐ, ১।২৬-৮ ; ২।১৬-৭
৫) দেখ—(বিষ্ণু) ভাগপু, ৮।২৪।৯-১০, ২৭, ৩৯-৪০, ইত্যাদি।
৬) ঐ, ৮।২৪।১০, ৫৮-৯ ; ইত্যাদি
৭) ঐ, ৮।২৪।১৩ ; ৯।১।২
৮) ঐ, ৮।২৪।১১, ৫৮ ; ৯।১।২-৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মজ্ঞানের উপদেষ্টা

'ছান্দোগ্যোপনিষদে'র উপসংহারে বিবৃত হইয়াছে যে

"তদ্ হৈতদ্‌ব্রহ্মা প্রজাপতয় উবাচ প্রজাপতির্মনবে মনুঃ প্রজাভ্যঃ"[১]

'ইহা ব্রহ্মা প্রজাপতিকে বলিয়াছিলেন; প্রজাপতি মনুকে এবং মনু (আপন) পুত্রগণকে (বলিয়াছিলেন)।' 'ইহা' অর্থ 'এই তত্ত্বজ্ঞান বা রহস্যবিজ্ঞান' অর্থাৎ উহা লাভের উপাসনা-পদ্ধতিসমূহ বা 'বিদ্যা'সমূহ সহিত আত্মজ্ঞান, যাহা 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তৎপূর্বে 'মধুবিদ্যা'র আচার্যপরম্পরা সম্বন্ধেও ঠিক সেই কথা বলা হইয়াছে।[২] তখন আরও বলা হইয়াছে যে "এই ব্রহ্ম(বিদ্যা) পিতা (আপন জ্যেষ্ঠ পুত্রকে, অথবা (গুরু আপন) সুযোগ্য অন্তেবাসী শিষ্যকে প্রকৃষ্টরূপে বলিবেন; অপর কাহাকেও বলিবেন না;" ইত্যাদি।[৩] তদনুসারে আচার্য শঙ্কর ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে প্রজাপতি আপন পুত্র মনুকে এবং মনু ইক্ষ্বাকু প্রভৃতি আপন পুত্রগণকে ঐ তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করেন। সুতরাং ঐ মনু ইক্ষ্বাকুর পিতা বিবস্বানই এবং ঐ প্রজাপতি মনুর পিতা বিবস্বানই।[৪] তাহাতে নিশ্চিত হয় যে মনু বৈবস্বত 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' ব্যাখ্যাত আত্মজ্ঞানেরও উপদেষ্টা ছিলেন। শঙ্কর মনে করেন যে ঐ ব্রহ্মা "হিরণ্যগর্ভ কিংবা পরমেশ্বর।" তাহাতে আত্মজ্ঞানের ঐ আচার্য-পরম্পরা এবং গীতা-উক্ত যোগবিদ্যার আচার্য-পরম্পরা অভিন্ন হয়।

শিবোপাসনার উপদেষ্টা

'মহাভারতে' শিবসহস্রনাম-স্তোত্রের,—যাহা "'মহাত্মা ঈশ্বরের স্তবরাজ' বলিয়া খ্যাত"[৫] তাহার—উপদেষ্টা-পরম্পরার মধ্যে বিবস্বানের পুত্র মনুর ও যমের নাম আছে। কথিত হইয়াছে যে ঐ "পরম রহস্য" তণ্ডি ঋষি ভৃগুনন্দন শুক্রকে বলেন; শুক্র গৌতমকে, গৌতম বৈবস্বত মনুকে, বৈবস্বত মনু নারায়ণ নামে ধীমান্ ও সমাধিস্থ সাধ্যকে, "অচ্যুত ভগবান্ নারায়ণ সাধ্য" বৈবস্বত যমকে এবং যম নচিকেতাকে বলেন।[৬] সুতরাং মনু বৈবস্বত শিবোপাসনারও উপদেষ্টা।

মনুর উপাসনা

পুরাকালে মনুর উপাসনাও লোক-মধ্যে প্রচলিত হইয়াছিল। বেদে তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। যথা 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় আছে,

---

১) ছান্দোগ্যউপ, ৮।১৫।১

২) ঐ, ৩।১১।৪ এইখানে আরও কথিত হইয়াছে যে, "এই ব্রহ্ম (বিজ্ঞান) জ্যেষ্ঠ পুত্র উদ্দালক আরুণিকে (তাঁহার) পিতা বলিয়াছিলেন।"

৩) ঐ, ৩।১১।৫-৬

৪) আচার্য শঙ্কর এক স্থলে (৩।১১।৪ ভাষ্য) লিখিয়াছেন, ঐ প্রজাপতি বিরাট, আর পরে (৮।১৫।১ ভাষ্য) লিখিয়াছেন, ঐ প্রজাপতি কশ্যপই,— "ব্রহ্মা হিরণ্যগর্ভঃ পরমেশ্বরো বা তদ্‌দ্বারেণ প্রজাপতয়ে কশ্যপায়োবাচ, অসাবপি মনবে স্বপুত্রায়, মনুঃ প্রজাভ্যঃ" ইত্যাদি। ঐখানে 'কশ্যপ' পাঠ ভুল, শুদ্ধপাঠ 'কাশ্যপ' হইবে। কাশ্যপ=কশ্যপ-পুত্র=বিবস্বান্ এই প্রকার হইলেই মহাভারত, রামায়ণ এবং পুরাণের উক্তির সঙ্গে শঙ্করের উক্তির বিরোধ হয় না। 'অথর্ববেদে' মনু বৈবস্বতকে বিরাটের বৎস বলা হইয়াছে ("তস্যা মনুর্বৈবস্বতো বৎস আসীৎ পৃথিবী পাত্রম্"—(অথসং, ৮।১৩।১০)। সুতরাং মনুর পিতাকে 'বিরাট্' বলা যায়।

৫) মহাভা, ১৩।১৭।২২ ৬) মহাভা, ১৩।১৭।১৭৭-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এতয়া বা ইন্দ্রং দেবা অযাজয়ন্ তস্মাদিন্দ্রসব এতয়া মনুং মনুষ্যাস্তস্মান্মনুসবো যথেন্দ্রো দেবানাং যথা মনুর্মনুষ্যাণামেবং ভবতি য এবং বিদ্বানেতয়েষ্ট্যা যজতে।"[১]

'দেবগণ ইহার (সর্বপৃষ্ঠেষ্টি) দ্বারা ইন্দ্রকে যজন করেন। সেই কারণে ইহা 'ইন্দ্রসব' (বলিয়া অভিহিত হয়)। মনুষ্যগণ ইহার দ্বারা মনুকে যজন করে। সেই কারণে ইহা 'মনুসব' (বলিয়া অভিহিত হয়)। যে তাহা জানিয়া এই ইষ্টি দ্বারা যজন করে সে যেমন দেবতাদিগের মধ্যে ইন্দ্র এবং যেমন মনুষ্যদিগের মধ্যে মনু তেমন (ঐশ্বর্যসম্পন্ন) হয়।' 'বাজসনেয়সংহিতা'য় আছে, "প্রজাপতয়ে মনবে স্বাহা"।[২] 'শতপথব্রাহ্মণে' তাহাকে এই প্রকারে ব্যাখ্যা করা হইয়াছে,—

"'প্রজাপতয়ে মনবে স্বাহে'তি। প্রজাপতির্বৈ মনুঃ। স হীদং সর্বমমনুত। প্রজাপতির্বৈ এতদগ্রে কর্মাকরোৎ। তমেবৈতদেতস্মৈ কর্মণে প্রযুঙ্‌ক্তে।"[৩]

'(শ্রুতি বলিয়াছেন) 'প্রজাপতি মনুকে স্বাহা'। মনু নিশ্চয় প্রজাপতি। কেননা, তিনি এই সমস্ত মনন (বা কল্পনা) করিয়াছিলেন। এই কর্মসমূহ মনু অগ্রে করিয়াছিলেন। তাঁহাকেই এই কর্মে ইহা প্রয়োগ করা হয়।

মনু সাবর্ণি

মনু সাবর্ণি মহান যজ্ঞকর্তা ছিলেন এবং তিনি যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণকে অতি অধিক পরিমাণে ধন দক্ষিণা রূপে দিয়াছিলেন। সেই হেতু তিনি মহতী কীর্তি লাভ করেন। তাঁহার ঐ মহাকীর্তির উল্লেখ 'ঋগ্বেদে' আছে। বেদ-ভাষ্যকার সায়ন একটা প্রাচীন বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,[৪] "সাবর্ণি কর্তৃক মানব (ঋষিগণকে) যে মহৎ ধন প্রদত্ত হইয়াছিল ('ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ৬২তম) সূক্তের শেষে 'প্র নূনং জায়তাং' ইত্যাদি (মন্ত্রসমূহে) তাহা উক্ত হইয়াছে।" তিনি বলিয়াছেন যে ঐ বচন আচার্য শৌনকের; পরন্তু শৌনকের কোন্ গ্রন্থের তাহা তিনি উল্লেখ করেন নাই। আচার্য শৌনকের 'বৃহদ্দেবতা'য় ঐ বচন নাই। তবে উহাতে ইহা আছে যে "প্র নূনমি'ত্যাদি (মন্ত্রচতুষ্টয়) সাবর্ণ মনুর স্তুতি।"[৫] ঐ মন্ত্র-চতুষ্টয়ের দ্রষ্টা নাভানেদিষ্ট মানব (=মনু-পুত্র)। তিনি লিখিয়াছেন,—[৬]

"যিনি শতসহস্র অশ্ব তখন (ঐ ঋষিগণকে) দানার্থ প্রেরণ করিয়াছিলেন, (সেই) এই (সাবর্ণি) মনু (ধনপুত্রাদির দ্বারা) প্রকৃষ্ট রূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক, জল-সিক্ত বীজের ন্যায় প্ররোহণ করুক।(৮)

"(কর্ম দ্বারা) কেহই তাঁহাকে ব্যাপ্ত (অর্থাৎ আচ্ছাদিত) করিতে পারে না। (কেননা), তাঁহার কর্ম দ্যুলোকের ন্যায় সমুচ্ছ্রিত। সাবর্ণ্যের দক্ষিণা সমুদ্রের ন্যায় বিস্তৃত হয়।(৯)

"অধিকন্তু কল্যাণদেশী এবং বহুগবাদিযুক্ত যদু ও তুর্ব (নামক রাজ-দ্বয়) দাসবৎ তাঁহার ভোজনের জন্য পশু প্রদান করেন।(১০)

---

১) তৈত্তিসং, ৭।৫।১৫।৩
২) বাজসং, ১১।৬৬
৩) শতব্রা (মাধ্য), ৬।৬।১।১৯
৪) ঋক্‌সং, ১০।৬২।৮ মন্ত্রের সায়ণ-ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত দেখ।
৫) বৃহদ্দেবতা, ৭।১০৩
৬) ঋক্‌সং, ১০।৬২।৮-১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সহস্রদাতা এবং গ্রামণী (='গ্রামসমূহের নেতা', 'জনপদসমূহের কর্তা') মনু (যেন কাহারও দ্বারা) হিংসিত না হন। তাঁহার যবমান (=গমনশীল অর্থাৎ ক্রমে বৃদ্ধিশীল) দক্ষিণা সূর্যের সহিত গমন করুক (অর্থাৎ সূর্যের ন্যায় পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হউক, সূর্যের রশ্মির ন্যায় পৃথিবীর সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ুক)। দেবতাগণ সাবর্ণির আয়ু প্রবর্ধিত করুক। (কর্ম করিতে) অশ্রান্ত আমরা যাঁহাতে (যেই মনুতে) গোলক্ষণ অন্ন সম্যক ভজনা করি।"[১]

ইতিপূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে আচার্য যাস্ক এবং আচার্য শৌনকের মতে, মনু নামে বিবস্বানের একই পুত্র ছিল এবং উনি তাঁহার স্ত্রী সবর্ণার গর্ভ-সম্ভূত।৪ বিবস্বানের অপর স্ত্রী সরণ্যুর গর্ভে সম্ভূত কোন পুত্রের নাম 'মনু' ছিল বলিয়া তাঁহারা বলেন নাই। সুতরাং তাঁহাদের মতে, যিনি মনু সাবর্ণি, তিনিই মনু বৈবস্বত। তাই 'ঋগ্বেদে'র ৮।২৭—৩১ সূক্তের দ্রষ্টাকে শৌনক বলিয়াছেন বিবস্বান্ ও সবর্ণার পুত্র মনু, আর তাঁহার শিষ্য কাত্যায়ন বলিয়াছেন মনু বৈবস্বত।[১] পরন্তু মহাভারতপুরাণাদির মতে, মনু বৈবস্বত ও মনু সাবর্ণি ভিন্ন ব্যক্তি,—তাঁহারা বৈমাত্রেয় ভাই। পুরাণের মতে, মনু বৈবস্বত বর্তমান মন্বন্তরের অধিপতি; সাবর্ণ বা সাবর্ণি মনু আগামী মন্বন্তরের অধিপতি হইবেন।[২] তিনি এখন মেরু পর্বতে তপস্যায় নিরত আছেন।[৩]

যম বৈবস্বত

বিবস্বানের পুত্র যম এবং তাঁহার সন্ততিগণ বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। 'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ১০ম সূক্তের দ্রষ্টা যম ও যমী। 'বৃহদ্দেবতা'য় উক্ত হইয়াছে যে ঐ সূক্ত 'বিবস্বত-সুত যম ও যমীর সংবাদ।'[৪] 'ঋগ্বেদে'র ১০।১৪ সূক্তের দ্রষ্টা যম বৈবস্বত এবং ১০।১৫৪ সূক্তের দ্রষ্টা যমী বৈবস্বত।

'ঋগ্বেদে'র ১০।১৫ সূক্তের দ্রষ্টা যম-পুত্র শঙ্খ ঋষি, ১০।১৬ সূক্তের দ্রষ্টা যম-পুত্র দমন ঋষি, ১০।১৭ সূক্তের দ্রষ্টা দম-পুত্র দেবশ্রবা ঋষি, এবং ১০।১৮ সূক্তের দ্রষ্টা যম-পুত্র সঙ্কুসুক ঋষি। 'ঋগ্বেদে'র ১০।১৯ সূক্তের দ্রষ্টা যম-পুত্র মথিত ঋষি, কিংবা ভার্গব চ্যবন ঋষি; ১০।১৩৫ সূক্তের দ্রষ্টা যম-গোত্রীয় কুমার ঋষি; এবং ১০।১৪৪ সূক্তের দ্রষ্টা যম-গোত্রীয় ঊর্ধ্বকৃশন ঋষি, বা ভার্গব চ্যবন ঋষি। 'বৃহদ্দেবতা'র মতে, সঙ্কুসুক যমের সর্বকনিষ্ঠ পুত্র।[৫] এই রূপে দেখা যায়, বিবস্বানের পুত্র যমের বংশে অনেক বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি জন্মগ্রহণ করেন।

বেদে দেখা যায়, বৈবস্বত যম পিতৃলোকের এবং পরলোকের রাজা। যথা, বেদে আছে, "যিনি সমস্ত জনগণের সম্যক্ গন্তব্য স্থান, তথা যিনি পরে প্রকৃষ্ট কর্মবান্ পুরুষদিগকে

---

১) পূর্বে দেখ।

'ঋগ্বেদে' মনু সাংবরণের উল্লেখ আছে। যেমন মনু বৈবস্বতের, তেমন মনু সাংবরণেরও, যজ্ঞশালায় ইন্দ্র সোম পান করিয়াছিলেন।

"যথা মনৌ সাংবরণৌ সোমমিন্দ্রাপিবঃ সুতম্।"— ঋক্সং ৮।৫১।১ (বালখিল্যসূক্ত, ৩।১)

২) পূর্বে দেখ।

৩) যথা দেখ—মৎস্যপু, ১১।৩৮-১; পদ্মপু, ৫।৮।৭৩-১; ব্রহ্মপু, ৬।৪৯; ইত্যাদি

৪) বৃহদ্দেবতা, ৬।১৫৪, (ঐ সকল সংবাদ 'অথর্ববেদে'ও (১৮।১।১—) আছে।

৫) ঐ, ২।৬১-১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তত্তৎফলভোগের উচিত) স্থানসমূহ ক্রমে প্রাপ্ত করান, এবং বহুজনকে (অর্থাৎ স্বর্গ-গমন-যোগ্য পুণ্যকর্মকারী লোক বহু হইলেও, তাহাদিগকে স্বর্গগমনের) মার্গ বাধা দেন না, সেই বৈবস্বত যম রাজাকে হবি দ্বারা পরিচর্যা কর।"[১]

"যথায় বৈবস্বত (যম) রাজা, যথায় (ভূতগণের) দ্যুলোকে প্রবেশন (দ্বারা)" ইত্যাদি।[২] 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে যম সাম-মন্ত্র দ্বারা পরলোকের আধিপত্য লাভ করেন, এবং ঐ সাম তাঁহার নামানুসারে 'যাম' নামে প্রখ্যাত হয়।[৩] মনুষ্য পরলোকে গমন করিয়া যম এবং বরুণ এই উভয় রাজাকে দর্শন করে।[৪] যম তাহাকে আবাসস্থান প্রদান করেন ("যমো দদাত্যবসানমস্মৈ")।[৫]

লোকে ঐ যমরাজের উদ্দেশে যজ্ঞাদি করিত, এবং দেবলোকে লইয়া যাইতে ও দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিতে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিত। যথা, 'ঋগ্বেদে' আছে,

"যমের উদ্দেশে সোম অভিষেক কর। যমার্থ হবি হোম কর। অগ্নিদূত এবং অলঙ্কৃত যজ্ঞ নিশ্চয় যমের নিকটে গমন করে।

"যমকে ঘৃতযুক্ত হবি হোম কর। (তাঁহার নিকটে) উপস্থিত থাক। তিনি দেবতাদিগের মধ্যে প্রকৃষ্ট জীবনার্থ আমাদিগকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করুন।

"রাজা যমকে মধুমত্তম হব্য হবন কর।"[৬]

এই সকল মন্ত্র কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে 'অথর্ববেদে'ও পাওয়া যায়।

(যজমানগণ) যমার্থ সোম অভিষেক করে। যমার্থ হবি (হোম) করে। অগ্নিদূত এবং অলঙ্কৃত যজ্ঞ নিশ্চয় যমের নিকটে গমন করে। যমকে মধুমত্তম (হব্য) হবন কর। এবং (যমের নিকট) উপস্থিত থাক।···রাজা যমকে ঘৃতযুক্ত পয় হবি হবন কর। তিনি আমাদিগকে জীবগণের মধ্যে স্থাপন করিবেন। জীবনার্থ তিনি আমাদিগকে দীর্ঘ আয়ু প্রদান করিবেন।"[৭]

ঐ বৈবস্বত যম কে? তিনি কি মারীচ কাশ্যপ এবং দাক্ষায়ণী অদিতির নন্দন বিবস্বানের পুত্র যম ঋষি, না অপর কেহ? এই শঙ্কার হেতু এই যে উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবচনসমূহের মধ্যে 'ঋগ্বেদে'র ১০।৪।১ ও ১৩-১৫ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঐ যম ঋষি স্বয়ং এবং ৯।১১২।৮ মন্ত্রের দ্রষ্টা তাঁহার পিতামহ কশ্যপ মারীচ। তিনি যাঁহাকে স্তুতি করিয়াছেন, উনি অবশ্যই তাঁহা হইতে ভিন্ন ব্যক্তি।[৮] অদিতির পুত্র বিবস্বান্‌ও পরলোকাধিপতি যমের উল্লেখ করিয়াছেন, "দেবতাদিগের

---

১) "পরেয়িবাংসং প্রবতো মহীরণু বহুভ্যঃ পন্থামনুপস্পশানম্।
বৈবস্বতং সংগমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা দুবস্য।"
—(ঋক্‌সং, ১০।১৪।১; অথসং, ১৮।১।৪৯ ('দুবস্য' স্থলে 'সপর্যত' পাঠান্তরে); তৈত্তিআ, ৬।১।১

২) ঋক্‌সং, ৯।১১২।৮

৩) তাণ্ড্যব্রা, ১১।১০।২১-৩; ঐ সাম মন্ত্র এই—সামসং, পূ, ৬।৭।৪, উ, ৪।২।৭

৪) ঋক্‌সং, ১০।১৪।৭

৫) ঋক্‌সং, ১০।১৪।৯; আরও দেখ—অথসং, ১৮।২।৩৭; ঋক্‌সং, ১০।১৮।১৩

৬) ঋক্‌সং, ১০।১৪।১৩-১৫'১

৭) অথসং, ১৮।২।১-৩

৮) "ইহ প্রজাঃ প্রযচ্ছন্ স সংগৃহীত্বা প্রযাতি চ।
ঋষির্বিবস্বতঃ পুত্রং তেনাহৈনং যমো যমং।"—(বৃহদ্দেবতা, ২।৪৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য কে মৃত্যুকে বরণ করে ? মনুষ্যদিগের জন্য কে অমৃতত্বকে বরণ করে না ? (প্রজাগণ অমৃত লাভার্থ) ঋষি বৃহস্পতির উদ্দেশে যজ্ঞ করেন। যম (নিজের) প্রিয় তনুকে পরিত্যাগ করেন।"[১]

ঐ শঙ্কা সত্ত্বেও ইহা সত্য যে যম বৈবস্বত,—যাঁহার কথা আমরা আলোচনা করিতেছি, তিনি—বেদের কতিপয় মন্ত্রে পিতৃগণের একজন,—পিতৃগণের অধিপতিরূপে স্তুত হইয়াছেন। আচার্য শৌনক তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, বেদমন্ত্রসমূহে বহুশঃ দেখা যায়, যম পিতৃগণ এবং আঙ্গিরসগণের সঙ্গে সংস্তুত হন। 'বিবস্বন্তং' মন্ত্রে[২] তিনি নিজেই পিতা।[৩]

"পিতৄণাং হি পতির্দেবো যমস্তস্মাৎ স সূক্তভাক্।"[৪]

'যেহেতু যম পিতৃগণের পতি,—দেব, সেইহেতু তিনি সূক্তভাক্।' প্রকরণ হইতে নিশ্চিতরূপে জানা যায় যে ঐ যম বৈবস্বতই। বেদে আছে যে যম ও যমীর সাহায্যেই লোক "উত্তম নাকে" গমন করিতে পারে।[৫] সুতরাং উঁহারা ঐখানেই থাকেন।

পূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে পুরাণের মতে, বিবস্বানের দ্বিতীয় পুত্র যম বাল্যকালে তাঁহার বিমাতার দ্বারা অভিশপ্ত হইয়াছিলেন এবং পরে পিতার অনুগ্রহে উহা হইতে কোন প্রকারে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন। "তাহার ফলে, সংসারের প্রতি তাঁহার বৈরাগ্য হয়; তিনি 'ধর্মদৃষ্টি' হন; 'ধর্মেই তাঁহার অভিরুচি' হয়। সুতরাং তিনি একান্তভাবে ধর্মাচরণেই মনোনিবেশ করেন। ধর্মাচরণ দ্বারা পরমদ্যুতি লাভ করেন; শত্রুতে ও মিত্রে সমভাবাপন্ন হন। ধর্ম দ্বারা তিনি সমস্ত প্রজাবর্গের মনোরঞ্জন করেন। সেই কারণে তিনি 'ধর্মরাজ' বলিয়া বিখ্যাত হন। তাহাতে তিনি লোকপালত্ব এবং পিতৃগণের আধিপত্য লাভ করেন।"[৬] কোন কোন পুরাণে যমের সংসারে বৈরাগ্য হেতু তীব্র তপশ্চর্যার এবং ভগবান্ হইতে বরলাভের কথাও আছে। যথা 'পদ্মপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে যম পুষ্কর তীর্থে গিয়া ক্রমে ফল, ফেন, ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া তীব্র তপস্যা করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মাকে সমারাধনা করেন। শতবর্ষ পরে তাঁহার তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মা সন্তুষ্ট হন (এবং তাঁহাকে যথাভিলষিত বর দিতে ইচ্ছুক হন)। যম তাঁহার নিকট লোকপালত্ব, অক্ষয় পিতৃলোক এবং এই জগতের ধর্মাধর্মের পরীক্ষণ বরণ করেন। ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই বর দেন। এই প্রকারে যম বৈবস্বত লোকপিতামহ ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে লোকপালত্ব, পিতৃগণের আধিপত্য এবং ধর্মাধর্ম বিচারের আধিপত্য লাভ করেন।[৭] 'মৎস্যপুরাণে'ও প্রায় সেই প্রকার কথা আছে। তবে তন্মতে যম গোকর্ণতীর্থে গিয়া ক্রমে ফল, পত্র ও বায়ু ভক্ষণ করিয়া তীব্র তপস্যা করত ভগবান্ মহাদেবকে আরাধনা করেন এবং শূলপাণি মহাদেব হইতেই ঐ সকল বর লাভ করেন।[৮] 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'র মতে, যমের পিতা বিবস্বানই তাঁহাকে ঐ সকল অধিকারে নিযুক্ত করেন।[৯] কাহার প্রসাদে লাভ

---

১) ঋক্সং, ১০।১৩।৪

২) "অঙ্গিরোভিরাগহি যজ্ঞিয়েভির্যম বৈরূপৈরিহ মাদয়স্ব।"
বিবস্বন্তং হুবে যঃ পিতা তেঽস্মিন্ যজ্ঞে বর্হিষ্যানিষদ্য ॥"—(ঋক্সং, ১০।১৪।৫)

৩) বৃহদ্দেবতা, ৬।১৫৭ ৪) ঐ, ৬।১৫৯"১

৫) বাজসং, ১২।৬৩ ; তৈত্তিসং, ৪।২।৫।৩ ; শতব্রা (মাধ্য), ৭।২।১।১০ ; তৈত্তিআ, ৬।৪।২

৬) পূর্বে পৃষ্ঠা ৭) পদ্মপু, ৫।৮।৫২'২-৫৬'১

৮) মৎস্যপু, ১১।১৮-২১ ৯) মার্কণ্ডেয়পু, ৭৮।২৯ ; ১০৮।১৭'২—২০।১,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন সেই সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও এই বিষয়ে কোন অনৈক্য নাই যে বিবস্বানের পুত্র যম লোকপালত্ব, পিতৃলোকের আধিপত্য, এবং ধর্মাধর্ম-বিচারের আধিপত্য বা ধর্মরাজত্ব লাভ করিতে আকাঙ্ক্ষা করিয়াছিলেন এবং তপস্যা করিয়া লাভ করেন। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে'ও সেই কথার উল্লেখ আছে।

"যমো বা অকাময়ত পিতৄণাং রাজ্যমভিজয়েয়মিতি। স এবং যমায়াপভরণীভ্যশ্চরুং নিরবপৎ।"[১]

'মহাভারতে'ও আছে, যম বৈবস্বত ধর্মবিনিশ্চয়জ্ঞ এবং ধর্মরাজ;[২] তিনি পরলোকের অধিপতি এবং ধর্মাধর্মের বিচারক হন।[৩]

'মহাভারতে' আছে যে যম এক জন প্রজাপতি।[৪] তিনি প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্তাদিগের অন্যতম।[৫] বেদেও তাহার আভাস পাওয়া যায়। 'ঋগ্বেদে' আছে যে

"অগ্নি…ভুবদ্দূতো বিবস্বতঃ…প্রিয়ো যমস্য কাম্যঃ"[৬]

"অগ্নি…বিবস্বানের দূত হয়, এবং…যমের প্রিয় কাম্য হয়।' অগ্নি যমের হুত দ্রব্য বহন করে।[৭] এই সকল বিবস্বানের ন্যায় যমের যজ্ঞকর্তৃত্ব সূচনা করে। যম নাকি ঐ বিষয়ে তাঁহার পিতা বিবস্বানকেও অতিক্রম করেন।

"যমঃ পরোঽবরো বিবস্বান্
ততঃ পরং নাতি পশ্যামি কিঞ্চন।
যমে অধ্বরো অধি মে নিবিষ্টো
ভুবো বিবস্বানন্বাততান॥"[৮]

'বিবস্বান অবর (আর) যম পর (হইলেন)। তাঁহাকে (যমকে) অতিক্রম করিয়া তাহা হইতেও পর (বা শ্রেষ্ঠ) হইয়াছে, এমন কাহাকেও আমি দেখিতেছি না। (সেই সর্বশ্রেষ্ঠ) যমে আমার যজ্ঞ অধিক নিবিষ্ট। (যজ্ঞার্থই যমের পিতা) বিবস্বান্ ভূপ্রদেশকে বিস্তারিত করিয়াছেন।

'অথর্ববেদে' উক্ত হইয়াছে যে মনুষ্যদিগের মধ্যে সর্বপ্রথমে যমই মরেন এবং তিনিই প্রথমে লোকান্তর প্রাপ্ত হন।

"যো মমার প্রথমো মর্ত্যানাং যঃ প্রেয়ায় প্রথমো লোকমেতম্।
বৈবস্বতং সঙ্গমনং জনানাং যমং রাজানং হবিষা সপর্যত॥"[৯]

'মর্তদিগের মধ্যে যিনি প্রথমে মরেন এবং যিনি প্রথমে ঐ লোকে প্রগতবান্ (হন), তথা যিনি সমস্ত জনগণের সম্যক্ গন্তব্য স্থান, সেই বৈবস্বত যম রাজাকে হবি দ্বারা পরিচর্যা কর।' মনুষ্যদিগের মৃত্যুর পরে মার্গ যমই প্রথম জানিয়াছিলেন এবং ঐ মার্গ কেহই পরিহার করিতে পারে না (অর্থাৎ সকলকে ঐ মার্গেই পরলোকে যাইতে হইবে, তদ্ভিন্ন অপর কোন মার্গ নাই)।[১০]

---

১) তৈত্তিব্রা, ৩।১।৫।১৪ ২) মহাভা, ১।৫৫।১১, ১৫
৩) মহাভা, ১।৭৪।৩১-৩৩ ৪) পূর্বে দেখ। ৫) মহাভা, ১।৫৫।৩
৬) ঋক্সং, ১০।২১।৪ ৭) ঋক্সং, ১০।৫২।৩ ৮) অথসং, ১৮।২।৩২
৯) অথসং, ১৮।৩।১৩
১০) "যমো নো গাতুং প্রথমো বিবেদ নৈষা গব্যূতিরপভর্তবা উ।
যত্রা নঃ পূর্বে পিতরঃ পরেতা এনা জজ্ঞানাঃ পথ্যা অনুস্বাঃ॥"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ বৈবস্বত যম অচ্যুত ভগবান্ নারায়ণ সাধ্য হইতে শিব-সহস্রনাম-স্তোত্র প্রাপ্ত হন এবং নচিকেতাকে উপদেশ করেন।[১] তাহাতে মনে হয় 'কঠোপনিষদে' নচিকেতাকে ব্রহ্মবিদ্যার উপদেষ্টা বৈবস্বত যমও উনিই। তাই আচার্য শঙ্কর 'কঠোপনিষদে'র স্বকৃত ভাষ্যের প্রারম্ভে বৈবস্বত যমকে "ব্রহ্মবিদ্যাচার্য" বলিয়া নমস্কার করিয়াছেন ("ওঁ নমো ভগবতে বৈবস্বতায় মৃত্যবে ব্রহ্মবিদ্যাচার্যায়")।

বৈবস্বত মনুর সন্ততি

'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে বৈবস্বত মনুর ৫৯ পুত্র ও এক কন্যা জন্মে। প্রথম ৯ পুত্রের নাম—(১) বেণ, (২) ধৃষ্ণু, (৩) নরিষ্যন্ত, (৪) নাভাগ, (৫) ইক্ষাকু, (৬) কারুষ, (৭) শর্যাতি, (৮) পৃষধ্র, এবং (৯) নাভাগারিষ্ট। অপর ৫০ পুত্র পরস্পরের মধ্যে বৈর বশত মারামারি কাটাকাটি করিয়া বিনষ্ট হয় বলিয়া প্রবাদ আছে ("ইতি নঃ শ্রুতম্")। মনুর কন্যার নাম ইলা। উহার পুত্র রাজা পুরুরবা।[২] 'হরিবংশে'র এক স্থলে আছে যে মহাত্মা বৈবস্বত মনুর ইক্ষাকু-প্রমুখ দশ পুত্র।[৩] পরন্তু কিঞ্চিৎ পরে উক্ত হইয়াছে যে মহাত্মা বৈবস্বত মনুর ৯ পুত্র। উঁহারা সকলে তাঁহারই সমান ছিলেন। উঁহাদের নাম এই,—(১) ইক্ষাকু, (২) নাভাগ, (৩) ধৃষ্ণু, (৪) শর্যাতি, (৫) নরিষ্যন্ত, (৬) প্রাংশু, (৭) নাভাগারিষ্ট (বা নাভাগাদিষ্ট), (৮) করুষ, এবং (৯) পৃষধ্র।[৪] সুতরাং দেখা যায় 'মহাভারতে' উক্ত বেণকে 'হরিবংশে' প্রাংশু বলা হইয়াছে। ইলাকে,—যিনি কখন নারী, আর কখন পুরুষ হন (পরে দেখ)—লইয়াই পূর্বে বলা হইয়াছে যে মনুর পুত্র দশ জন। 'মৎস্যপুরাণে'ও সেই প্রকারে বলা হইয়াছে যে ইল বা ইলাকে লইয়াই মনুর পুত্র দশ জন।[৫] পরন্তু অপর কোন কোন পুরাণের মতে, ইল বা ইলা ব্যতীতও মনুর পুত্র দশ জন।[৬]

বৈবস্বত মনুর পুত্রগণের নাম সম্বন্ধেও পুরাণসমূহের মধ্যে স্বল্পবিস্তর অনৈক্য দেখা যায়। উঁহাদের এক জনের নাম যে ইক্ষাকু, তাহা সর্বসম্মত। কোন কোন পুরাণে ইহাও বিশেষভাবে উল্লিখিত হইয়াছে যে ইক্ষাকুই মনুর জ্যেষ্ঠ বা প্রথম পুত্র।[৭] পরন্তু অপর কোন কোন পুরাণের মতে, মনুর জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম ইল।

কোন কোন পুরাণে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে বৈবস্বত মনুর দশ পুত্রগণের সকলেই "দিব্যমানুষ"।[৮] 'পদ্মপুরাণে' আরও বিবৃত হইয়াছে যে মনু আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র ধার্মিক ইলকে রাজ্যভার দিয়া তপস্যার্থ পুষ্করতপোবনে গমন করেন।[৯] তাঁহার তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া

---

১) "যমায় প্রাহ ভগবান্ সাধ্যো নারায়ণোঽচ্যুতঃ।
নাচিকেতায় ভগবানাহ বৈবস্বতো যমঃ।"—(মহাভা, ১৩।১৭।১৭৮'২—১৭৯'১)

পূর্বে দেখ।

২) মহাভা, ১।৭৫।১৫'২—১৮ ৩) হরিবংশ, ১।৭।৩৭ ৪) ঐ, ১।১০।১-২

৫) মৎস্যপু, ১০।৪০-১

৬) যথা দেখ—বিষ্ণুপু, ৪।১।৪ ; ব্রহ্মপু, ৭।১-২ ; মার্কণ্ডেয়পু, ৮০।১০-২ ; (বিষ্ণু) ভাগপু, ৮।১৩।২-৩ ; ৯।১।১১-২ দেবীভাগপু, ৭।২।১৭-৯ ; অগ্নিপু, ২৭৩।৫-৬

৭) যথা দেখ—হরিবংশ, ১।১০।২১'১ ; ব্রহ্মপু, ৭।২০'১ ; দেবীভাগপু, ৭।২।২০'১

৮) পদ্মপু, ৯) পদ্মপু, ৫।৮।৭৭'১ ; মৎস্যপু, ১১।৪১ (পুণাসং)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং তাঁহাকে যথাভিলষিত বর মাগিতে বলেন। তখন মনু এই বর মাগেন যে তাঁহার দশ পুত্রের সকলেই যেন ব্রহ্মার প্রসাদে এই পৃথিবীতে ধার্মিক এবং ঐশ্বর্যসম্পন্ন রাজা হয়। ব্রহ্মা তাঁহাকে সেই বর প্রদান করেন।[১] এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য এই যে মনুর পুত্রগণ যেমন ঐশ্বর্যবান্, তেমন ধর্মপরায়ণ রাজা ছিলেন। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে বৈবস্বত মনু পুত্রকামনায় যমুনা নদীর তীরে শত বৎসর ধরিয়া তপস্যা করেন। অনন্তর তিনি অপত্যার্থ ভগবান্ হরিকে যজ্ঞ দ্বারা আরাধনা করেন। তাহাতে তিনি স্বসদৃশ ইক্ষ্বাকুপূর্বজ দশ পুত্র লাভ করেন।[২] 'বিষ্ণুপুরাণে'র মতে, মনুর বংশে অনেক যজ্ঞকর্তা, শূর বীর এবং ধীর রাজা জন্মগ্রহণ করেন।[৩] 'মার্কণ্ডেয়পুরাণে'ও উক্ত হইয়াছে যে মনু, ইক্ষ্বাকু এবং তাঁহাদের বংশের আরও অনেক রাজা "ধর্মজ্ঞ, যজ্জা, শূর এবং পরমার্থার্থবিৎ" ছিলেন।[৪]

শর্যাতি মানব

বৈবস্বত মনুর দুই জন পুত্র বেদে প্রখ্যাত দেখা যায়। উঁহাদের নাম শর্যাতি বা শর্যাত[৫] এবং নাভাগারিষ্ট বা নাভাগাদিষ্ট। পরন্তু বেদে উঁহারা যথাক্রমে শর্যাত এবং নাভানেদিষ্ট নামেই উল্লিখিত হইয়াছেন।

'বৃহদ্দেবতা'য় আছে যে শর্যাতি মানব 'ঋগ্বেদে'র মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি।[৬] 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' এবং 'কৌষীতকীব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে তিনি 'ঋগ্বেদে'র ১০।৯২ সূক্তের দ্রষ্টা।[৭]

'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে আঙ্গিরসগণ স্বর্গলোকলাভার্থ এক সত্র আরম্ভ করেন। পরন্তু দ্বিতীয় দিনের অনুষ্ঠানে তাঁহাদের ভুল হইত। তাহাতে তাঁহাদের অনুষ্ঠান পণ্ড হইত এবং তাঁহারা স্বর্গলোক দর্শন করিতেছিলেন না। তখন শর্যাত মানব দ্বিতীয় দিনে ঐ সূক্ত (ঋক্‌সং, ১০।৯২) পাঠ করিতে তাঁহাদিগকে বলেন। তাঁহারা উহা করেন। তাহাতে তাঁহাদের যজ্ঞ পূর্ণাঙ্গ হয় এবং তাঁহারা স্বর্গলোক দর্শন করেন।[৮] তাঁহাতে বুঝা যায় যে শর্যাত মানব কোন কোন যজ্ঞে বিশেষ দক্ষ ছিলেন।

'শতপথব্রাহ্মণে' এবং 'জৈমিনীয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে শর্যাত মানব এক সময়ে ঘটনাচক্রে অতিবৃদ্ধ ভার্গব বা আঙ্গিরস চ্যবন ঋষির কোপে পড়েন। তখন শর্যাত অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়া ঋষিকে শান্ত করেন এবং জরায় অতি জীর্ণ তাঁহাকে আপন যুবতী মেয়ে সুকন্যাকে বিবাহ দেন। পরে ঐ সুকন্যার পাতিব্রাত্যে মুগ্ধ হইয়া দেব-ভিষক্ অশ্বিনীদ্বয় কৃপা

---

১) পদ্মপু, ৫।৮।৭৭·২—৮১·১ (পুণাসং) ২) (বিষ্ণু) ভাগপু, ৯।২।১-২

৩) বিষ্ণুপু, ৪।১।৩ ৪) মার্কণ্ডেয়পু, ১০১।৮-৭

৫) "শর্যাতো—বা ইদং মানবং"—(শতব্রা (মাধ্য), ৪।১।৫।২

৬) বৃহদ্দেবতা, ২।১২৯ ; ৬।৫৫ ৭) ঐতব্রা, ৪।৩২ ; কোষীব্রা, ১৯।৯ ; ২২।২

৮) ঐতব্রা, ৪।৩২ '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'ও তাহার উল্লেখ আছে,—

"শর্যাতির্মানবো রাজা ব্রহ্মিষ্ঠঃ স বভূব হ।
যো বা আংগিরসঃ সত্রে দ্বিতীয়হ উচিবান্॥"—(৯।৩।১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তাঁহার অতি জীর্ণ পতি চ্যবনকে যুবা করিয়া দেন।[১] মহাভারত পুরাণে ঐ ঘটনার বিস্তারিত বর্ণনা আছে।[২]

চ্যবন ভার্গব শর্যাত মানবকে ঐন্দ্র মহাভিষেক দ্বারা অভিষিক্ত করেন। তাহার ফলে শর্যাত মানব পৃথিবীর সর্বত্র বিজয় করিয়া পর্যটন করেন এবং অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন।[৩] ইহা পূর্বোক্ত ঘটনার পূর্বের কিংবা পরের তাহা নিরূপণ করা যায় না। দেবগণের সত্রে শর্যাত গৃহপতি ছিলেন।

'ঋগ্বেদে' উক্ত হইয়াছে যে অশ্বিনীদ্বয় 'মহাধনে (অর্থাৎ মহাধনোপেত সংগ্রামে ইন্দ্রের সহিত স্পর্ধমান) শর্যাত (মানবকে) রক্ষা করিয়াছিলেন।'[৪] তাহাতে বুঝা যায় যে শর্যাত অশ্বিনীদ্বয়ের ভক্ত এবং প্রিয় ছিলেন।

নাভানেদিষ্ঠ মানব

নাভানেদিষ্ঠ মানব 'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ৬১তম ও ৬২তম সূক্তের দ্রষ্টা। উহাদিগেতে তিনি নিজের নাম 'নাভানেদিষ্ঠ' ও 'নাভা' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন; এবং 'মানব' (=মনুর পুত্র) বলিয়া আত্ম-পরিচয় প্রদান করিয়াছেন।[৫] ঐ সূক্তদ্বয় ব্রাহ্মণগ্রন্থে তাঁহার নাম অনুসারে 'নাভানেদিষ্ঠ' বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকে।[৬]

নাভানেদিষ্ঠ বলিয়াছেন,

"তৎবন্ধু (অর্থাৎ দ্যুলোক-প্রিয়) এবং দ্যুলোক (বর্তমান) তোমার কর্মসমূহের ধারক ও স্বরি নাভানেদিষ্ঠ গোসহস্রের কামনায় প্রলাপ (অর্থাৎ স্তুতি) করিতেছে। অধিকন্তু উহা (=ঐ দ্যুলোক) আমার পরম নাভি এবং আমি হই উহার পরে কতিপয়ের পূরণ।"[৭]

"ইয়ং মে নাভিরিহ মে সধস্থ—
মিমে মে দেবা অয়মস্মি সর্বঃ।
দ্বিজা অহ প্রথমজ ঋতস্যে—
দং ধেনুরদুহজ্জায়মানাঃ॥"[৮]

'ইহা (=এই মাধ্যমিকা বাক্ বা আদিত্য২) আমার নাভি। এইখানে আমার স্থান। এই দেবগণ (=দ্যোতমান সূর্যরশ্মিসমূহ) আমারই। আমিই এই সর্ব। অধিকন্তু ঋতের প্রথমজা দ্বিজা ধেনু (=মাধ্যমিকা বাক্) উৎপন্ন হইয়া ইহাকে (=সর্বকে) উৎপন্ন করিয়াছে।'
এইরূপে দেখা যায়, দ্যুলোকের ও তদুৎপন্ন সূর্যের উপাসক নাভানেদিষ্ঠ মানব ক্রমে সূর্যের ও দ্যুলোকের সহিত নিজের অভেদবোধ উপলব্ধি করিয়াছিলেন, এবং তাহাতে সার্বাত্ম্যও লাভ করিয়াছিলেন।

---

১) শতব্রা (মাধ্য), ৪।১।৫।২— ; জৈমিব্রা, ৩।১২০-২

২) যথা দেখ—মহাভা, ৩।১২১।২১-৪ ; ১২২।১—

৩) ঐতব্রা, ৮।২১

৪) ঋক্‌সং, ১।১১২।১৭

৫) ঋক্‌সং, ১০।৬২।১৮ (নাভানেদিষ্ঠ) ; ১০।৬২।৪ (নাভা) ; ১০।৬২।১-৪ (মানব)

৬) যথা দেখ—ঐতব্রা, ৫।১৪, ১৫, ইত্যাদি ; কৌষীব্রা, ২৪।৯ ; ৩০।৪

৭) ঋক্‌সং, ১০।৬১।১৮

৮) ঋক্‌সং, ১০।৬১।১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে মনু আপন সম্পত্তি পুত্রগণের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। তাঁহার (কনিষ্ঠ) পুত্র নাভানেদিষ্ট তখন (গুরুর গৃহে) ব্রহ্মচর্য বাস করিতেছিল। মনু উহার জন্য কোন ভাগ রাখিলেন না।[১] নাভানেদিষ্ট যখন পিতার গৃহে প্রত্যাগমন করে, তখন পিতাকে জিজ্ঞাসা করে, 'আমাকে ভাগরহিত করিয়াছেন কেন?' মনু উত্তর করিলেন, 'আমি তোমাকে ভাগরহিত করি নাই। আঙ্গিরসগণ (স্বর্গলাভার্থ) এক সত্র করিতেছেন। তাঁহারা স্বর্গলোককে ঠিক্ ঠিক্ জানেন না। তাঁহাদিগকে এই ব্রাহ্মণ বল। (তাহাতে তাঁহারা স্বর্গলোককে জানিবেন এবং) স্বর্গলোকে যাইবার সময় তাঁহাদের গোসমূহ তোমায় দিবেন।' তখন নাভানেদিষ্ট আঙ্গিরসগণের নিকটে গিয়া ঐ ব্রাহ্মণ বলে এবং তাঁহারা স্বর্গলোকে যাইতে উদ্যত হইয়া তাঁহাদের পশুসমূহ উহাকে দেন। যখন নাভানেদিষ্ট ঐ পশুগণকে লইয়া যজ্ঞস্থল হইতে চলিতে আরম্ভ করে, তখন রুদ্র তথায় উপস্থিত হন এবং তাহাকে বলেন, 'এই পশুসমূহ আমারই।' নাভানেদিষ্ট উত্তর করেন, 'এইগুলি ত আঙ্গিরসগণ আমাকেই দিয়াছেন।' তখন রুদ্র বলেন, 'তাহাদের ঐ অধিকার ছিল না। যজ্ঞস্থলে যাহা অবশিষ্ট থাকে, তৎসমস্তই নিশ্চয় আমারই; সুতরাং অপর কাহারও তাহাতে হাত দেওয়া উচিত নহে। তারপর তিনি বলেন, 'যজ্ঞে আমাকেও ভাগী কর। আমি তোমার পশুগণে হাত দিব না।' তখন নাভানেদিষ্ট রুদ্রকে সোম ও পুরোডাশ প্রদান করে এবং রুদ্র তাহার পশুগণের কোন অনিষ্ট করিলেন না।[২]

'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' নাভানেদিষ্ট মানবের ঐ ঘটনার কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার এবং অধিক বিস্তারিত বিবরণ আছে।[৩] তন্মতে নাভানেদিষ্টের ব্রহ্মচর্যবাসকালে তাহার অপর ভাইগণই পৈতৃক সম্পত্তি নিজেদের মধ্যে বিভাগ করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহাদের পিতা মনু স্বয়ং তাঁহাদের মধ্যে সম্পত্তি ভাগ করিয়া দেন নাই। তাঁহারা বৃদ্ধ পিতাকেই নাভানেদিষ্টের ভাগ রূপে রাখিয়া দেন। যিনি নাভানেদিষ্টকে যজ্ঞস্থল হইতে পশুগণকে লইয়া যাইতে বাধা দেন, তাঁহাকে 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' "কৃষ্ণবাসী পুরুষ" বলা হইয়াছে, রুদ্র নহে। ঐ কৃষ্ণবাসী পুরুষ নাভানেদিষ্টকে বলেন, 'যদি আমার কথায় তোমার সন্দেহ হয়, তবে তোমার পিতাকে গিয়া জিজ্ঞাসা করো।' তখন নাভানেদিষ্ট পিতার নিকটে গিয়া সমস্ত ব্যাপার বলেন। মনু উত্তর করেন যে 'ঐ পুরুষ যাহা বলিয়াছেন, তাহা সত্যই। যজ্ঞস্থলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহাতে উঁহারই অধিকার।' নাভানেদিষ্ট কৃষ্ণবাসী পুরুষের নিকট প্রত্যাবর্তন করিয়া পিতার মত নিবেদন করেন। তখন ঐ পুরুষ তাহাকে, তাহার সত্যবাদিতা হেতু, ঐ পশুসমূহ প্রদান করেন। 'কৌষীতকীব্রাহ্মণে' ঐ ঘটনার উল্লেখ মাত্র আছে, পরন্তু কোন বিশেষ বিবরণ নাই।[৪]

---

১) ব্রাহ্মণে আছে, "সা যা বাগসৌ আদিত্যঃ"

২) তৈত্তিসং, ৩।১।৯।৪—

৩) ঐতব্রা, ৫।১৪

৪) কৌষীব্রা, ২৮।৪

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' ৯।৪।১—) ঐ, ঘটনার বিবরণ আছে। তাহা 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র বিবরণের ন্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইলা মানবী

রাজর্ষি মনুর কন্যা ইলা (বা ইড়া) এবং তাঁহার পুত্র রাজা পুরুরবারও উল্লেখ বেদে আছে। ইলা যজ্ঞতত্ত্বে বিশেষজ্ঞা ছিলেন। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে

"ইড়া বৈ মানবী যজ্ঞানুকাশিন্যাসীৎ"[১]

'ইড়া মানবী যজ্ঞতত্ত্বপ্রকাশনসমর্থা ছিলেন।' "(এক সময়ে) ইড়া তাঁহার পিতা মনুকে বলেন, 'আমি তোমার অগ্নি তেমনভাবে আধান করিব, যাহাতে তুমি (ইহলোকে) প্রজাগণ, পশুসমূহ এবং মিথুনসমূহ দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইবে, এবং দেহান্তে ঐ (স্বর্গ) লোকে স্থিত থাকিবে,—স্বর্গলোক সর্বপ্রকারে জয় করিবে।' (এই বলিয়া ইড়া) প্রথমে গার্হপত্য অগ্নি আধান করেন।...গার্হপত্য অগ্নিরই দ্বারা (তিনি) তাহার (মনুর) জন্য প্রজা ও পশুসমূহ উৎপন্ন করেন।"[২] তাই তৎকালে এই প্রসিদ্ধি হয় যে "ইড়া দেবহূর্মনুর্যজ্ঞনীঃ" ('ইড়া দেবগণের আহ্বানকারী, মনু যজ্ঞপ্রবর্তক')।[৩] ইড়া অগ্নিহোত্রী ছিলেন।[৪]

কথিত আছে যে অগ্নিদেবের কৃপাতেই ইলা ধর্মোপদেষ্টা হন। আঙ্গিরস হিরণ্যস্তূপ ঋষি অগ্নিদেবতার স্তুতিতে বলিয়াছেন,

"ত্বামগ্নে...ইলামকৃণ্বন্মনুষস্য শাসনীং"[৫]

'হে অগ্নি! তুমি...মনুর (কন্যা) ইলাকে শাসনী (=ধর্মের উপদেষ্টা) করিয়াছিলে।' বেদে অগ্নিকে কখন কখন "ইলার পুত্র"[৬] এবং উত্তরবেদীকে "ইলার পদ"[৭] বা "ইলস্পদ"[৮] বলা হইয়াছে।

"অদব্ধো হোতা নিষদদিলস্পদে পরিবীত ইলস্পদে।"[৯]

'অদব্ধ (=কাহারও দ্বারা অহিংসিত) এবং হোতা (=হোমনিষ্পাদক) (অগ্নি) পরিবীত (=ঋত্বিক্‌গণ দ্বারা পরিবেষ্টিত) হইয়া ইলস্পদে অবস্থান করে।' 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে 'ইলার পদ' বা 'ইলস্পদ' উত্তরবেদীই।[১০]

ইলার জন্ম সম্বন্ধে 'শতপথব্রাহ্মণে' এই প্রকার কথা আছে,—মহাজলপ্লাবনে পৃথিবীর সমস্ত প্রাণী বিনষ্ট হয়; একমাত্র মনুই মৎস্যরূপী ভগবানের কৃপায় রক্ষা পান।[১১] "তিনি প্রজাকাম হইয়া অর্চন এবং কঠোর তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন। তন্মধ্যে আবার (বিশেষভাবে) পাকযজ্ঞ দ্বারা তিনি যজন করেন। তিনি ঘৃত, দধি, মস্তু এবং আমিক্ষা জলে হবন করেন। অনন্তর এক বৎসর পরে এক যোষিৎ উৎপন্ন হইল। সে যেন পিন্দমানার

---

১) কাঠকসং, ৮।৪ ২) তৈত্তিব্রা, ১।১।৪।৪

৩) তৈত্তিব্রা, ১।১।৪।৬— 'কাঠকব্রাহ্মণে'র (৮।৪) মতে, ইড়া মনুকে বলেন, "তথা তে অগ্নিমাধাস্যামি যথা ময়স্যা দেবানুপপ্রজনিষ্যস্বে।"

৪) তৈত্তিসং, ৩।৩।২।১ ৫) শতব্রা (মাধ্য), ১১।৫।৩।৫

৬) ঋক্‌সং, ১।৩১।১১ ৭) ঋক্‌সং, ৩।২৯।৩ ৮) ঋক্‌সং, ৩।২৯।৪

৯) ঋক্‌সং, ১।১২৮।১ ; ২।১০।১ ১০) ঋক্‌সং, ১।১২৮।১

১১) "'ইলায়াস্ত্বা পদে বয়ং নাভা পৃথিব্যা অধি' [ঋক্‌সং' ৩।২৯।৪] ইত্যত্র ইলায়াস্পদং যদুত্তরবেদী" ইত্যাদি! (ঐতব্রা, ১।২৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় উৎপন্ন হয়। তাহার পায়ে ঘৃত লাগিয়া ছিল। মিত্র ও বরুণ তাহার সহিত আসিয়া মিলিল। উঁহারা তাহাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তুমি কে?' (সে উত্তর করিল) 'মনুর দুহিতা'। (উঁহারা বলেন,) 'তুমি আমাদেরই বলিয়া বল।' সে বলিল, 'না, (আমি আপনাদের নহি); যিনি আমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন, আমি নিশ্চয় তাঁহারই।' উঁহারা তাহাতে ভাগ অভিলাষ করিলেন। সে স্বীকার করিল, কিংবা করিল না; পরন্তু চলিতে লাগিল। সে মনুর নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইল। মনু তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি কে?' 'আপনার দুহিতা' বলিয়া (সে উত্তর করিল)। (তখন মনু জিজ্ঞাসা করিলেন,) 'হে ভগবতী! তুমি কি প্রকারে আমার দুহিতা?' (সে বলিল,) 'আপনি যে জলে ঘৃত, দধি, মস্তু এবং আমিক্ষা হবন করিয়াছিলেন, তাহাতে আমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। আমি (আপনার) সেই কামনা। আমাকে যজ্ঞে অবকল্পনা করুন। যদি আমাকে যজ্ঞে অবকল্পনা করেন, তবে আপনি প্রজা এবং পশুসমূহ দ্বারা বহু (অর্থাৎ সমৃদ্ধিশালী) হইবেন। আমাকে দিয়া আপনি যাহা কিছু কাম্যবস্তু কামনা করিবেন, তৎসমস্তই আপনার সমর্ধিত হইবে।' (তখন মনু) তাহাকে যজ্ঞের মধ্যে অবকল্পনা করেন। যাহা প্রযাজ ও অনুযাজের মধ্যে থাকে, তাহা যজ্ঞের মধ্যই। (মনু) প্রজাকাম হইয়া তাঁহার (দুহিতার) সহিত অর্চন এবং কঠোর তপস্যা আচরণ করিতে লাগিলেন। তাহার সহায়ে মনু এই প্রজাসমূহ উৎপন্ন করেন, যাহারা মনুর প্রজা বলিয়া (খ্যাত)। তাহাকে লইয়া তিনি যাহা কিছু কাম্য বস্তু কামনা করেন, তৎসমস্তই তাঁহার সমর্ধিত হইল। 'সে তাহাই' নিদান হেতু ইড়া।"[১]

'তৈত্তিরীয়সংহিতা'র বর্ণনা কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকারের। "পৃথিবীতে কোন্ কোন্ দ্রব্য যজ্ঞোচিত মনু তাহা অন্বেষণ করিতে লাগিলেন। তিনি (এক স্থলে) ঘৃত নিষিক্ত পাইলেন। তিনি বলিলেন, 'যজ্ঞেও ইহার (প্রয়োগ) করিতে কে সমর্থ?' মিত্র এবং বরুণ তাঁহাকে বলেন, ('কেবল ঘৃতকে কেন?) গোকেও (যজ্ঞে প্রয়োগ) করিতে আমরা দুই জনে সমর্থ।' অনন্তর উঁহারা দুই জনে এক গোকে সমানয়ন করিলেন। উহা যেখানে যেমন পদক্ষেপ করিল, তথায় তথায় ঘৃত নিষ্পীড়িত হইল। সেই হেতু উহা 'ঘৃতপদী' বলিয়া কথিত হয়। (এই প্রকারে যজ্ঞভূমিতে) উহার (ইড়ার) জন্ম (হইল)।...তিনি ইড়াকে নিকটে আহ্বান করিলেন। পশুগণই ইড়া। (সুতরাং) পশুগণকেই তিনি নিকটে আহ্বান করিলেন। তিনি চারিবার উপাহ্বান করিলেন। কেননা, পশুগণ চতুষ্পাদ। (তিনি) বলিলেন, 'মানবী'। কেননা, মনু উহাকে প্রথমে দেখিয়াছিলেন। (তিনি) বলিলেন, 'ঘৃতপদী'। যেহেতু উহার পদ (নিক্ষেপ) হইতে ঘৃত নিষ্পীড়িত হইয়াছিল, সেইহেতু ঐ প্রকার বলিলেন। (তিনি) বলিলেন, 'মৈত্রাবরুণী'। কেননা, মিত্র ও বরুণ উহার সহিত সঙ্গত হইয়াছিলেন।"[২]

ইড়ার জন্ম-কথা অপর কোন কোন সংহিতায়ও পাওয়া যায়।[৩]

'হরিবংশে' বর্ণিত হইয়াছে যে, কোন পুত্র জন্মিবার পূর্বে,—যখন তিনি অপুত্রক ছিলেন, তখন প্রজাপতি মনু বৈবস্বত মিত্রাবরুণের ইষ্টি করেন। ঐ যজ্ঞে বর্তমান থাকিতে মনু

১) শতব্রা (মাধ্য), ১।৮।১।৭—
২) তৈত্তিসং, ২।৬।৭।১— ; আরও দেখ—ঐ, ১।৭।১।১—
৩) যথা দেখ—মৈত্রাসং, ১।৬।১৩ ; কাঠকসং, ৮।৪ ; ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিত্রাবরুণের অংশে আহুতি প্রদান করেন।[১] তখন অগ্নিকুণ্ড হইতে দিব্যাম্বরধর, দিব্যাভরণ-ভূষিত এবং দিব্যসংহনন ইলা উৎপন্ন হন। এই প্রকার প্রবাদ আছে ("ইতিশ্রুতিঃ")। দণ্ডধর মনু তাঁহাকে বলেন, 'হে ভদ্রে! তুমি আমার অনুগমন কর।' তখন ইলা পুত্রকাম প্রজাপতিকে এই ধর্মযুক্ত বাক্য বলেন, 'আমি মিত্রাবরুণের অংশে উৎপন্ন হইয়াছি। সুতরাং তাঁহাদেরই নিকট আমি গমন করিব, যাহাতে আমার ধর্ম যেন হত হইয়া আমাকে বধ না করে।' মনুদেবকে এই বলিয়া ইলা মিত্রাবরুণের নিকটে গমন করেন এবং প্রাঞ্জলিবদ্ধ হইয়া বলেন, 'হে দেবদ্বয়! আমি আপনাদের অংশে উৎপন্ন হইয়াছি। এখন আপনাদের কি করিব? মনু আমাকে তাঁহার অনুগমন করিতে বলিয়াছেন।' তখন মিত্র ও বরুণ সেই সাধ্বী ধর্মপরায়ণ ইলাকে বলেন, "হে সুশ্রোণী! হে মহাভাগে! তোমার ধর্ম, প্রশ্রয়, দম এবং সত্য দ্বারা আমরা প্রীত হইয়াছি। হে মহাভাগে! তুমি আমাদের কন্যা বলিয়া খ্যাতি লাভ করিবে। তুমি মনুর বংশধর পুত্রও হইবে। হে শোভনে! তুমি মনুর বংশের বিবর্ধন ধর্মশীল এবং জগৎপ্রিয় সুদ্যুম্ন বলিয়া তিন লোকে বিখ্যাত হইবে।" তাহা শুনিয়া ইলা তথা হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পিতার (=মনুর) নিকটে যাইতে লাগিলেন। পথি মধ্যে সোম-পুত্র[২] বুধ তাঁহাকে দেখিতে পান এবং মৈথুনার্থ আহ্বান করেন। বুধ হইতে ইলার পুরুরবা নামে এক পুত্র জন্মে। ঐ পুত্র প্রসবের পর ইলা সুদ্যুম্নত্ব প্রাপ্ত হন। সুদ্যুম্নের তিন পুত্র—উৎকল, গয় ও বিনতাশ্ব। উহারা সকলেই পরম ধার্মিক ছিলেন।[৩] কোন কোন পুরাণেও ঐ প্রবাদের উল্লেখ আছে।[৪] পরন্তু অপর কোন কোন পুরাণে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার বিবরণ পাওয়া যায়।[৫]

'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় আছে

"সংপশ্যামি প্রজা অহমিড়প্রজসো মানবীঃ।
সর্বা ভবন্তু নো গৃহে।"[৬]

তাহা হইতে বলা হইয়াছে যে

"ঐড়ীশ্চ বা ইমাঃ প্রজাঃ মানবীশ্চ।"[৭]

'এই প্রজাগণ ঐড়ীও, এবং মানবীও।'

---

১) কথিত হইয়াছে যে মনু যখন ঐ আহুতি প্রদান করেন, তখন দেবতা, গন্ধর্ব, মনুষ্য, ঋষি এবং তপোধন—সকলেই পরম তুষ্টি লাভ করেন এবং এই বলিয়া মনুর প্রশংসা করিতে লাগিলেন, "অহোঽস্য তপসো বীর্যমহোঽস্য শ্রুতমদ্ভুতম্।" (হরিবংশ, ১।১০।৫২-৬)

২) সোম অত্রি ঋষির পুত্র, দত্ত ও দুর্বাসার ভাই।

৩) হরিবংশ, ১।১০।৩-১৮

৪) যথা দেখ—ব্রহ্মপু, ৭।৩-১৮; বায়ুপু, ৮৫।৬-১৯'১, বিষ্ণুপু, ৪।১।৬।১২; শিবপু, ধর্মসং, ৬০।২—; আরও দেখ—অগ্নিপু, ২৭৩।৭-৮'১; কূর্মপু, ১।২০।৬'২—

৫) যথা দেখ—মৎস্যপু, ১১।৪০-১২।১৭; (বিষ্ণু) ভাগপু, ৯।১ম অধ্যায়; রামায়ণ, ৭।১০০-১০৩ অধ্যায়।

৬) মৈত্রাসং, ১।৫।৩, ১০; কাঠকসং, ৭।১ ('সর্বা' স্থলে 'বহ্বীঃ' পাঠান্তরে)

৭) মৈত্রাসং, ১।৫।১০ আরও দেখ,—

"সং পশ্যামি প্রজা অহমিতি সর্বা এব প্রজা অবরুংদ্ধ ইড়প্রজসো মানবীরিতি ঐড়ীর্হি প্রজাঃ মানবীঃ।"—(কাঠকসং, ৭।৮)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই প্রজাগণকে বেদের বহুত্র 'আদিত্য'ও বলা হইয়াছে। তাহা ইতিপূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[১] খুব সম্ভব বিবস্বান্ আদিত্যের বংশীয়গণকে, অর্থাৎ পুরাণে প্রখ্যাত সূর্যবংশীয়গণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে 'এই প্রজাগণ আদিত্য' ; আর পুরাণে প্রখ্যাত চন্দ্রবংশীয়গণকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে যে 'এই প্রজাগণ ঐড়ী'। ইড়া (বা ইলা) স্বয়ং মানবী এবং আদিত্য হইলেও, তাঁহার বিবাহ হয় সোম ঋষির পুত্র বুধের সঙ্গে। সেই হেতু তাঁহার সন্ততিগণ চন্দ্রবংশীয় বলিয়া পুরাণে প্রখ্যাত হন। তাই চন্দ্রবংশীয়গণই ঐড়ী, সূর্যবংশীয়গণ নহে। উভয়েই আবার 'মানব' বা 'মানবী'।

কালক্রমে ইড়া দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন বোধ হয় ; এবং সেই দৃষ্টিতে লোকে তাঁহাকে পূজাও করিত বোধ হয়। 'ঋগ্বেদে' আছে,

"যো বাধতে দদাতি সূনরং বসুং স ধত্তে অক্ষিতিশ্রবঃ।
তস্মা ইড়াং সুবীরমাযজামহে সুপ্রতূর্তিমনেহসম্ ॥"[২]

'যে (যজমান) ঋত্বিক্‌কে সুনেতব্য ধন দান করে, সে অক্ষয় অন্ন ধারণ করে। তাহার জন্য আমরা সুবীরা, সুপ্রতূর্তি এবং অনেহস্ ইড়াকে যজন করি।' সায়ন মনে করেন যে, ঐ ইড়া মনুর কন্যা। উহার সমর্থনে তিনি "ইড়া বৈ মানবী যজ্ঞানুকাশিন্যাসীৎ" এই ব্রাহ্মণও [তৈত্তিব্রা, ১।১।৪।৪] উদ্ধৃত করিয়াছেন। 'বৃহদ্দেবতা'য় আছে, ইলা একজন দেবতা, যাঁহাকে মন্ত্র উক্ত হইয়াছে।[৩] ঐ ইলা দেবতা পূর্বে মানবী ছিলেন কিনা, তাহা উহাতে স্পষ্ট উক্ত হয় নাই। 'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় "সংপশ্যামি প্রজা অহমিড়প্রজসো মানবীঃ" ইত্যাদি মন্ত্রের অব্যবহিত পরে আছে,

"ইড়া স্থ মধুকৃতঃ স্যোনা মাবিশতেরংমদঃ।
সহস্রপোষং বোঽশীয় ॥

ভুবনমসি সহস্রপোষপুষি, তস্য নো রাস্ব, তস্য তে ভক্তিবানো ভূয়াস্ম, ইড়াসি ব্রতভৃৎ ত্বয়ি ব্রতং, ব্রতভৃদসি।"[৪]

তাহাতে অনায়াসে মনে হয় যে মানবী ইলাই দেবতা রূপে পরিগণিত এবং অভিপূজিত হইয়াছেন। অথবা ইহাও হইতে পারে যে মানবী ইলার ইষ্টদেবতাই তাঁহার নামে অভিহিত এবং উপাসিত হইয়াছেন ; উভয়ের ঐ প্রকার অভেদ-দৃষ্টি বশত একের গুণকর্ম অপরেও আরোপিত হইয়া গিয়াছে।

পুরূরবা ঐল

'ঋগ্বেদে'র ১০।৯৫ সূক্ত পুরূরবা ও অপ্সরা উর্বশীর সংবাদ। উহাতে উর্বশী পুরূরবাকে বার বার 'পুরূরবা' এবং একবার 'ঐল' বলিয়া সংবোধন করিয়াছেন।[৫] তাহাতে জানা

---

১) পূর্বে দেখ। ২) ঋক্‌সং, ১।৪০।৪ ৩) বৃহদ্দেবতা, ৮।১২৬

৪) মৈত্রাসং, ১।৫।৩ আরও দেখ—কাঠকসং, ৭।১

উহার ব্যাখ্যাও আছে,– মৈত্রাসং, ১।৫।১০ ; কাঠকসং, ৭।৮

৫) পুরূরবা—ঋক্‌সং, ১০।৯৫।২,৫,৭, ইত্যাদি ; ঐল—১০।৯৫।১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যায় যে ঐ পুরুরবা ঐল বা ইলার পুত্র। উর্বশী ও পুরুরবা ঐলের সংবাদের উল্লেখ বেদের অন্য বহু স্থলেও পাওয়া যায়।[১]

পুরুরবা একজন প্রসিদ্ধ যাজ্ঞিক ছিলেন। আঙ্গিরস হিরণ্যস্তূপ ঋষি অগ্নির স্তুতিতে বলিয়াছেন,

"হে অগ্নি! তুমি মনুর জন্য দ্যুলোক শব্দিত করিয়াছিলে। সুকৃত (= উত্তমরূপে তোমার পরিচর্যা-কারী) পুরুরবাকে সুকৃত্তর করিয়াছিলে।"[২]

'মৈত্রায়ণীসংহিতা'য় আছে,

"পুরুরবা ঐড় উর্বশীমবিন্দত দেবীং, তস্যা আয়ুরজায়ত, স দেবান্ স্বর্গং লোকং যন্তোঽনূদৈৎ" ইত্যাদি।[৩]

'বায়ুপুরাণে' আছে, "(ঋষি) সোমের পুত্র বুধ এবং বুধের পুত্র পুরুরবা। (তিনি) তেজস্বী, দানশীল, যজ্বা, বিপুলদক্ষিণ, ব্রহ্মবাদী, পরাক্রান্ত, যুদ্ধে শত্রুগণের দুর্জয় এবং অগ্নিহোত্রের আহর্তা (ছিলেন)। (তিনি) যজ্বগণকে পৃথিবী দান করেন। (তিনি) সত্যবাক্, কর্মবুদ্ধি ইত্যাদি।[৪] তিনি বহুবিধ যজ্ঞ দ্বারা যজন করিয়া গন্ধর্বগণের সলোকতা লাভ করেন। কথিত হইয়াছে যে তাঁহার পূর্বে অগ্নি একই ছিল; তিনিই, ত্রেতা যুগে, উহাকে ত্রিধা বিভক্ত করিয়া যজ্ঞ করেন।[৫]

'মৎস্যপুরাণে' উল্লিখিত হইয়াছে যে মনু বৈবস্বত এবং পুরুরবা ঐল ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ মন্ত্রবাদী।[৬]

ইক্ষ্বাকু মানব

ইহা অতি আশ্চর্য মনে হয় যে মনু বৈবস্বতের জ্যেষ্ঠ পুত্র ইক্ষ্বাকুর কথা বেদে বিশেষ পাওয়া যায় না। 'ঋগ্বেদে'র এক স্থলে মাত্র তাঁহার সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ উল্লিখিত হইয়াছে।

"যস্যেক্ষ্বাকুরূপ ব্রতে রেবান মরায্যেধ্যতে।
দিবীব পঞ্চ কৃষ্টয়ঃ॥"[৭]

'(রাজা) ইক্ষ্বাকু রয়িবান্ এবং (শত্রুদিগের) মারক হইয়া যাহার (অর্থাৎ যেই জনপদের) কর্মে

---

১) শতব্রা (মাধ্য), ১১।৫।১।১—; আরও দেখ,—বাজসং, ৫।২; কাঠকসং, ৮।১০; শতব্রা, ৩।৪।১।২২; বৃহদ্দেবতা, ৭।১৪৫-১৫৯

২) ঋক্সং, ১।৩১।৪

৩) মৈত্রাসং, ১।৬।১২; আরও দেখ—কাঠকসং, ৮।১০

৪) বায়ুসং, উত্তরার্ধ, ২৯।১— আরও দেখ—হরিবংশ, ১।২৬।১—

৫) "মথিত্বাগ্নিং ত্রিধা কৃত্বা হ্যযজৎ স নরাধিপঃ॥
ইষ্ট্বা যজ্ঞৈর্বহুবিধৈর্গতস্তেষাং সলোকতাম্।
বাসায় চ স গন্ধর্বস্ত্রেতায়াং স মহারথঃ।
একোঽগ্নিঃ পূর্বমাসীদ্দৈ ঐলস্ত্রীন্ তানকল্পয়ৎ॥"
—(বায়ুপু, উত্তরার্ধ, ২৯।৪৪.২—৪৫)

৬) "মনুর্বৈবস্বতশ্চৈব ঐলো রাজা পুরুরবা।
ক্ষত্রিয়াণাং বরা হ্যেতে বিজ্ঞেয়া মন্ত্রবাদিনঃ॥"
—মৎস্যপু, ১৪৫।১১৫) ?

৭) ঋক্সং, ১০।৬০।৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবর্তিত হন, তাহার পাঁচ বর্ণ যেন স্বর্গে (থাকে)।' তাৎপর্য এই যে রাজা ইক্ষ্বাকু নিজের রাজ্যের সেবায় সর্বান্তঃকরণে প্রবৃত্ত হন। তাহাতে উহা ধনধান্যে অতীব সমৃদ্ধিশালী হয়। তাঁহার প্রতাপে চোরডাকাতাদি অন্তঃশত্রু এবং বিপক্ষী রাজা রূপ বহিঃশত্রু উহার ছিলনা; উহার সর্বত্র সর্বপ্রকারে শান্তি বিরাজমান ছিল। সুতরাং তাঁহার সমস্ত প্রজাগণ যেন স্বর্গের সুখে সুখী ছিল।

'অথর্ববেদে'ও ইক্ষ্বাকুর নাম এক বার মাত্র পাওয়া যায়। তথায় তাঁহাকে "পূর্ব" বলা হইয়াছে ("পূর্ব ইক্ষ্বাকুঃ)। সুতরাং তিনি ঐ মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষির বহু পূর্বের লোক। তিনি নাকি কুষ্ঠ নামক ঔষধকে "বিশ্বভেষজ" অর্থাৎ সর্বব্যাধির নাশক বলিয়া জানিয়াছিলেন।[১]

'মহাভারতে' দেখা যায়, মনু ও তৎপুত্র অতি বিশ্রুত ছিলেন।[২] তথায় জনৈক অতীব ধর্মপরায়ণ এবং বিদ্বান ব্রাহ্মণের সহিত "সূর্য-পুত্র ইক্ষ্বাকুর" ধার্মিক বিবাদের বিবরণ আছে।[৩] ঐ ব্রাহ্মণ হিমালয় পর্বতের পাদদেশে তপস্যা করিতেন। রাজর্ষি ইক্ষ্বাকুও একসময়ে তীর্থযাত্রা ব্যপদেশে নির্গত হইয়া ঘুরিতে ফিরিতে সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার আশ্রমে সমাগত রাজাকে ব্রাহ্মণ আসন, পাদ্য ও অর্ঘ্য দ্বারা যথোচিত সম্মান করেন এবং বলেন তিনি (রাজা) যাহা ইচ্ছা তাহা উঁহার (ব্রাহ্মণের) নিকটে প্রার্থনা করিতে পারেন, উনি আপন শক্তি দ্বারা তাহা পূরণ করিবেন। এই বলিয়া ব্রাহ্মণ রাজার প্রার্থনার অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। ধর্মানুসারে রাজা ব্রাহ্মণের নিকট প্রার্থনা করিতে পারেন না। তিনি ব্রাহ্মণকে ধর্মাচরণার্থ ধন দান করিতে পারেন। সেই কারণে ব্রাহ্মণকে বলেন, তাঁহার নিকট যাচ্ঞা করিতে। ব্রাহ্মণ উত্তর করেন, "হে নৃপ, স্বধর্ম দ্বারা যেমন তুমি তুষ্ট হও, আমরাও। (সুতরাং ঐ বিষয়ে আমাদের) পরস্পরের মধ্যে কোন অন্তর নাই। সুতরাং যেমন ইষ্ট হয়, তেমন সমাচরণ কর।"[৪] এই প্রকারে স্বধর্ম-পরায়ণ ঐ দুই ব্যক্তির মধ্যে এই লইয়া বিবাদ উপস্থিত হয় যে কে কাঁহার নিকট কি প্রার্থনা করিবেন, কে কাঁহাকে কি দান করিবেন। ঐ সময়ে ত্রিদশেশ্বর সমস্ত দেবগণ, ঋষিগণ প্রভৃতি সহ, সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। "দেবদেব প্রজাপতি এবং অচিন্ত্যদেব সহস্রশীর্ষ বিষ্ণুও সমাগত হন।" উহারা ব্রাহ্মণকে ও রাজাকে বলেন যে তাঁহাদের উভয়েই সিদ্ধ হইয়াছেন। তখন তাঁহারা উভয়েই যোগবলে দেহত্যাগ করেন। তাঁহারা ইন্দ্রিয়াদিকে বিষয়সমূহ হইতে প্রত্যাহার করত মনে স্থাপন করেন; ঐরূপে জিতাত্মা ও সমাহিত হইয়া মনকে ক্রমে মূর্ধায় বা ব্রহ্মরন্ধ্রে স্থাপন করেন; অনন্তর ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ করিয়া ব্রহ্মলোকে গমন করেন, এবং ভগবান্ ব্রহ্মাতে প্রবেশ করেন।[৫] ঐ আখ্যায়িকার উপসংহারে উহার তাৎপর্য এই বলিয়া উক্ত হইয়াছে—রাজা ইক্ষ্বাকু যোগী ছিলেন, আর ব্রাহ্মণ জাপক; যোগী ও জাপক অন্তে একই ফল প্রাপ্ত হয়,—ব্রহ্মলোকে গমন এবং ব্রহ্মে প্রবেশ।[৬]

২) অথসং, ১৯।৩৯।৯

২'১) মহাভা, ৩।৮৫।১২৯

২'২) মহাভা, ১২।১৯৯।১—

২'৩) মহাভা, ১২।১৯৯।৪৩

২'৪) মহাভা, ১২।২০০।১৬-২৬

২'৫) মহাভা, ১২।২০০।২৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে জনৈক ব্রাহ্মণ রাজা যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে তাঁহার পৌত্র এবং অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত "সাক্ষাৎ মনুপুত্র ইক্ষ্বাকুর ন্যায় প্রজাপালক" হইবে।[১] সুতরাং ইক্ষ্বাকু আদর্শ প্রজাপালক রাজা ছিলেন। উহার অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে ব্রহ্মনারদাদি যাঁহারা পরমপুরুষের যোগমায়া অবগত ছিলেন, ইক্ষ্বাকু ও ঐল (=পুরুরবা) উঁহাদের অন্যতম।[২]

'পদ্মপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে "মহাভাগ" ইক্ষ্বাকু "ধর্মকোবিদ, সর্বধর্মার্থতৎপর, সর্বজ্ঞ এবং দেবব্রাহ্মণপূজক ছিলেন।" তিনি বহু যজ্ঞ করেন এবং নানা তীর্থে পরিভ্রমণ করেন।[৩] তিনি "নিশ্চয় পুণ্যাত্মা, রাজাদিগের নাথ,—বিশ্বাধিপ, এবং বিষ্ণুরূপ" ছিলেন।[৪] তিনি "সর্বজ্ঞানবান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ" ছিলেন।[৫]

পুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে ইক্ষ্বাকু মনুর হাঁচিবার সময় জন্মগ্রহণ করেন।[৬]

'পারমেশ্বরসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে সূর্যবংশসমুদ্ভব—সূর্যের পৌত্র এবং মনুর পুত্র ইক্ষ্বাকু নামক নৃপতি "মহাত্মা, যোগী এবং সর্বভূতহিতে সতত রত" ছিলেন। প্রসন্নাত্মা তিনি জগৎপতি বাসুদেবকে দর্শনের অভিলাষে তাপস বেশ ধারণ করিয়া তপস্যার্থ বনে গমন করেন। বনে প্রবেশ করিয়া তিনি শাকমূলফলাশন হইয়া কঠোর তপস্যা করিতে থাকেন। তিনি গ্রীষ্মে পঞ্চাগ্নির মধ্যে, বর্ষাকালে মুক্ত আকাশতলে এবং শীতে সরোবরের জলে থাকিয়া তপস্যা করেন। পরে বায়ুভক্ষ হইয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়সমূহ হৃদয়ে নিয়মন করিয়া এবং মনকে বিষ্ণুতে সমাবিষ্ট করিয়া দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র জপ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে ভগবান্ ব্রহ্মা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন, এবং তাঁহাকে বলেন যে তপস্যার দ্বারা ভগবান্ নারায়ণের দর্শন পাওয়া যায় না। সেই কারণে তিনি রাজাকে ঐ ঘোর তপস্যা পরিত্যাগ করিয়া স্বপুরে গিয়া প্রজাদিগকে পালন করিতে এবং বাসুদেবকে আরাধনা করিতে পরামর্শ দেন। তিনি বলেন, প্রজাপালনই রাজাদিগের ধর্ম এবং তপস্যা; নিষ্কামভাবে তাহা করিতে থাকিলে এবং সঙ্গে সঙ্গে পৌষ্করোক্তবিধানে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দ্বারা, সদ্‌ব্রহ্মনিরত এবং পঞ্চকালজ্ঞ দ্বিজগণ সহকারে, বাসুদেবের আরাধনা করিতে থাকিলে তিনি বাসুদেবের প্রসাদে মুক্তি লাভ করিবেন। ইত্যাদি। ইক্ষ্বাকু তাঁহার আদেশ শিরোধার্য করেন।[৭] তিনি "নিষ্কাম হইয়া ভোগসমূহ দ্বারা সেই সর্বদেবময় হরিকে তুষ্ট করত এবং দানধর্মসমূহ দ্বারা পরম জ্ঞান প্রাপ্ত হন। তিনি যজ্ঞসমূহ অনুষ্ঠান করত, পৃথিবীকে রক্ষা করত, কেশবার্চন করত, পিতৃগণের জন্য পুত্রসমূহ

---

১) (বিষ্ণু) ভাগপু, ১।১২।১৯·১ ২) ঐ, ২।৭।৪৩—৫

৩) পদ্মপু, ২।৪২।২-৪ ৪) ঐ, ২।৪২।২২ ৫) ঐ, ২।৪৬।৯

৬) "ক্ষুবতশ্চ মনোস্তাত ইক্ষ্বাকুরভবৎ সুতঃ"

৭) পারমেশ্বরসং, ক্রিয়াকাণ্ড, ১০।২২৫— —(হরিবংশ, ১।১১।১২·১ ; ব্রহ্মপু, ৬।৪৪·২ ('তাত' স্থলে 'বিপ্র' পাঠান্তরে) কোথাও কোথাও আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে তিনি হাঁচিবার সময় মনুর ঘ্রাণ দিয়া নির্গত হন। (বিষ্ণুপু, ৪।২।১১ ; (বিষ্ণু) ভাগপু, ৯।৬।৪·১)

"মনোস্তু ক্ষুবতঃ পুত্র উৎপন্নো মুখসম্ভবঃ।
পৃথিব্যাশ্চতুরন্তায়া রাজা ধর্মস্য রক্ষিতা॥"—(বামনপু, ৪৭।৫)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উৎপাদন করত, দীর্ঘকাল পরে নিষ্কল্মষ-দেবকে ধ্যান করিতে করিতে দেহ ত্যাগ করত বৈষ্ণব পদ প্রাপ্ত হন।"[১]

বৌদ্ধদিগের ধর্মশাস্ত্রেও রাজা ইক্ষাকুর কথা পাওয়া যায়। যথা, 'সুত্ত নিপাতে'র 'ব্রাহ্মণধম্মিকসুত্তে' বিবৃত হইয়াছে যে রাজা ইক্ষাকু ("ওক্কাক") ব্রাহ্মণগণ কর্তৃক প্রেরিত হইয়া অশ্বমেধ, পুরুষমেধ, সম্যাপ্রাস ও বাজপেয় যজ্ঞ করেন, এবং তাঁহাদিগকে বহু ধন, স্ত্রীরত্ন, রথ, অশ্ব, গো, শয্যা ও বস্ত্র দক্ষিণা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি ব্রাহ্মণদিগের পরামর্শে এক গোমেধ যজ্ঞ করেন। গোবধ হেতু ব্রহ্মা, ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণ, এমন কি অসুরগণ এবং রাক্ষসগণও, তাঁহার উপর অতি ক্রুদ্ধ হন; তাঁহার রাজ্যে রোগ বহু বৃদ্ধি পায়; পূর্বে তৃষ্ণা, ক্ষুধা এবং জরা—এই তিন রোগ ছিল; পরে রোগের সংখ্যা ৯৮ হয়; তাঁহার প্রজাদিগের মধ্যে, তথা পরিবারস্থ লোকদিগের মধ্যে, বৈমনস্য বৃদ্ধি পায়; অনুচিত এবং অপুণ্য আচরণ বৃদ্ধি পায়।[২]

ঐ ওক্কাক বা ইক্ষাকু পুরাণে উক্ত ইক্ষাকু মানব কিনা কেহ কেহ সন্দেহ করেন।[৩] কেননা, 'মহাবস্তু'তে, যদিও বলা হইয়াছে যে তিনি কোশলদিগের রাজা ছিলেন এবং তাঁহার রাজধানী সাকেত ছিল, তথাপি দেখা যায় তাঁহার স্ত্রী-পুত্রাদির নাম পুরাণের ইক্ষাকুর স্ত্রীপুত্রাদির নাম হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন।[৪] আবার 'চুলবংশে' দেখা যায়, তিনি রাজা সগরের,—যাঁহার নাম হইতে সমুদ্র 'সাগর' নামে অভিহিত হয়, তাঁহার পূর্ব পুরুষ।[৫] তাহাতে মনে হয় যে উভয় ইক্ষাকু অভিন্ন।

জেন্দাবেস্তার প্রমাণ

এইরূপে বেদের এবং তদনুযায়ী প্রাচীন শাস্ত্রের আধারে নিশ্চিতরূপে নির্ণীত হইল যে দক্ষ, বিবস্বান, মনু এবং ইক্ষাকু—একান্তধর্মের এই চারি জন প্রাচীন পর পর আচার্যের নাম বেদে আছে। তাঁহাদের, তথা তাঁহাদিগের ঘনিষ্ঠ আত্মীয়দিগের, কেহ কেহ বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। সকলেই প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্তা। কেহ কেহ তখন পূজিতও হইতেন। উঁহাদের স্তুতিও বেদে আছে। উপসংহারে আমরা দেখাইব যে বিবস্বান্ এবং তাঁহার পুত্র যমের কথা ইরাণীদিগের প্রধান ধর্মগ্রন্থ,—উঁহাদের বেদ—'জেন্দাবেস্তা'য়ও পাওয়া যায়।

'জেন্দবেস্তা'র অন্তর্গত 'হোমযস্ত'এ[৬] বিবৃত হইয়াছে যে[৭] মহাত্মা জরথুষ্ট্র এক দিন পূর্বাহ্ণে আপন অগ্নির (অর্থাৎ অগ্নিকুণ্ডের) চারিদিক্ পরিষ্কার করিতেছিলেন। ঐ সময়ে

---

১) ঐ, ১০।২৬৯।২-২৭১ ২) সুত্তনিপাত, ১ম খণ্ড, ৫০ পৃষ্ঠা

৩) যথা দেখ—Thomas, Life of Buddha, pp. 7ff ; C. Malalexhar, Dictionary of Pali Proper Names, I, pp. 461-2

৪) মহাবস্তু, ১ খং, ৩৪৮—পৃষ্ঠা।

৫) চুলবংশ, ৮৭।৩৪ Dictionary of Pali Poper Names, II, pp. 972-3

৬) সংস্কৃত 'সোম'কে জেন্দ ভাষায় 'হোম', এবং 'যজ্ঞ'কে 'যস্ত' বলা হয়। সুতরাং 'হোম যস্ত'=সোম যজ্ঞ।

৭) Martin Haug , Essays on the Sacrec Language, writings and Religion of the Parsis, 2nd Ed., pp. 196—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হোম এক অপরূপ সুন্দর মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন। তখন জরথুষ্ট্র ও হোমের মধ্যে নিম্ন প্রকার বার্তালাপ হয়,—

জরথুষ্ট্র—'হে মনুষ্য, আপনি কে? আপনার রূপ এত ভাস্বর ও অমর যে সারা সৃষ্টির মধ্যে আপনি সুন্দরতম বলিয়া মনে হইতেছে।'

হোম—'হে জরথুষ্ট্র, আমি পুণ্যাত্মা হোম, যে মৃত্যুকে অপসৃত করে।[১] হে স্পিতম! আমাকে স্তুতি কর এবং পানার্থ আমাকে (হোমরসকে) প্রস্তুত কর। যেমন পূর্ব ঋষিগণ করিয়াছেন, তেমন তুমিও আমার বিষয়ে দুইটি প্রশংসা-স্তুতি পাঠ কর।'

জরথুষ্ট্র—'হোমকে নমস্কার। হে হোম, জগতের অর্থে আপনাকে সর্বপ্রথমে কে প্রস্তুত করেন? কি আশীর্বাদ তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল? তিনি কি বর লাভ করেন?'

হোম—'বীবঙ্হ্বন্ত্ই প্রথম মনুষ্য ছিল, যে জগতের অর্থে আমাকে প্রস্তুত করে। তাহাকে এই আশীর্বাদ প্রদত্ত হইয়াছিল যে,—সে এই বর লাভ করে যে, যিম ক্ষইত নামে তাহার এক পুত্র জন্মে, যাহার প্রচুর পশুসমূহ ছিল, যে জন্মপ্রাপ্তদিগের মধ্যে অধিকতম গৌরবান্বিত ছিল, এবং যে মনুষ্যগণের মধ্যে অধিকতম সূর্য-সদৃশ ছিল। পৃথিবীতে তাহার রাজ্যকালে সে মনুষ্যগণকে ও পশুগণকে মৃতু-রহিত করে, এবং জলকে (অর্থাৎ জলাশয়সমূহকে) এবং বৃক্ষগণকে অনাবৃষ্টি-রহিত করে। তাহারা অফুরন্ত অন্ন ভোজন করিতেছিল। যিমের সুখময় রাজ্য-কালে (অতি) শীত ছিল না, (অতি) উষ্ণও ছিল না; জরাও ছিল না, মৃত্যুও ছিল না; রাক্ষসগণ-কৃত দ্বেষ ছিল না; এবং পিতা ও পুত্র (এক সাথে) চলিত,—প্রত্যেকে পনর বছর বয়স্ক দেখাইত।'

জরথুষ্ট্র—'হে হোম, দ্বিতীয় মনুষ্য কে ছিলেন, যিনি জগদর্থে আপনাকে প্রস্তুত করেন? কি আশীর্বাদ তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল? তিনি কি বর লাভ করেন?'

হোম—'অথ্ব্যই দ্বিতীয় মনুষ্য ছিল, যে জগদর্থে আমাকে প্রস্তুত করে। তাহাকে এই আশীর্বাদ প্রদত্ত হইয়াছিল যে,—সে এই বর লাভ করে যে বীরজাতির থ্রইতওন নামে তাহার এক পুত্র জন্মে, যে দহক অহিকে মারে,—যাহার তিন শির, তিন মুখ ও ছয় নেত্র ছিল; যাহার অসীম বল ছিল এবং সহস্র চর ছিল; যাহা ক্রূর ধ্বংসক, পাপ, ও গোত্রসমূহের নাশকারী ছিল,...।'

জরথুষ্ট্র—'হে হোম, তৃতীয় মনুষ্য কে ছিলেন, যিনি জগদর্থে আপনাকে প্রস্তুত করেন? কি আশীর্বাদ তাঁহাকে প্রদত্ত হইয়াছিল? তিনি কি বর লাভ করেন?'

হোম—'সামদিগের (পরিবারের) সর্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় থ্রিতই তৃতীয় মনুষ্য ছিল যে জগদর্থে আমাকে প্রস্তুত করে। তাহাকে এই আশীর্বাদ প্রদত্ত হইয়াছিল,—সে এই বর লাভ করে যে, উর্বাক্ষয় ও কেরেসাস্প নামে তাহার দুই পুত্র জন্মে। উহাদের এক জন

১) 'ঋগ্বেদে'ও আছে যে সোমপান দ্বারা মনুষ্য অমৃত হয়।

"অপাম সোমমমৃতা অভূম আগন্ম জ্যোতিরবিদাম দেবান্।
কিং নূনমস্মান্ কৃণবদরাতিঃ কিমু ধূর্তিরমৃত মর্ত্যস্য।"

—(ঋক্‌সং, ৮।৪৮।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ন্যায় প্রদাতা বিচারক ছিল, এবং অপর বীরযুবক ছিল—যাহার এক পার্শ্বকুন্তল ছিল এবং যে এক মুসল ধারণ করিত, তথা যে মনুষ্যগণের ও অশ্বদিগের ভক্ষক স্বরর নাগকে বধ করে।'

'জন্দাবেস্তা'র 'ভেন্দীদাদে' বিশ্বস্রষ্টা অহুর মজ্‌দ এবং জরথুষ্ট্রের এক সংবাদ আছে।[১] জরথুষ্ট্র অহুর মজ্‌দকে জিজ্ঞাসা করেন,—

"সেই প্রথম মর্ত্য কে ছিলেন, যাঁহার সহিত আমার,—জরথুষ্ট্রের পূর্বে আপনি,—অহুর মজ্‌দ, বার্তালাপ করিয়াছিলেন, যাঁহাকে আপনি অহুরের ধর্ম,—জরথুষ্ট্রের ধর্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন ?"

অহুর মজ্‌দ উত্তর করিলেন,

"হে পুণ্যাত্মা জরথুষ্ট্র, মহান মেষপালক সুন্দর যিমই প্রথম মর্ত্য ছিল, যাহার সহিত তোমার,—জরথুষ্ট্রের, পূর্বে আমি,—অহুর মজ্‌দ, বার্তালাপ করিয়াছিলাম ; যাহাকে আমি অহুরের ধর্ম,—জরথুষ্ট্রের ধর্ম, শিক্ষা দিয়াছিলাম।

"হে জরথুষ্ট্র, আমি,—অহুর মজ্‌দ, তাহাকে বলিয়াছিলাম, 'হে বীবঙ্‌হ্বন্তনন্দন সুন্দর যিম, তুমি আমার ধর্মের বাহক ও প্রচারক হও।'

"এবং, হে জরথুষ্ট্র, সুন্দর যিম আমাকে এই বলিয়া উত্তর দেয় যে 'আপনার ধর্মের বাহক ও প্রচারক হইতে আমি জন্মগ্রহণ করি নাই এবং শিক্ষিত হই নাই।'

"তখন, হে জরথুষ্ট্র, আমি,—অহুর মজ্‌দ, তাহাকে বলি, 'যেহেতু তুমি আমার ধর্মের বাহক ও প্রচারক হইতে চাহ না, তখন তুমি এমন কর যাহাতে আমার পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি হয়, আমার পৃথিবীর বিস্তার হয়। আমার পৃথিবীকে পোষণ, শাসন এবং রক্ষণ করিবার ভার তুমি গ্রহণ কর।'

"এবং, হে জরথুষ্ট্র, সুন্দর যিম আমাকে এই বলিয়া উত্তর দেয় যে, 'হাঁ, আমি আপনার পৃথিবীর শ্রীবৃদ্ধি করিব ; আমি আপনার পৃথিবীর বিস্তার করিব। আমি আপনার পৃথিবীকে পোষণ, শাসন এবং রক্ষণ করিব। যতদিন আমি রাজা থাকিব, ততদিন শীত বায়ুও থাকিবে না, উষ্ণ বায়ুও থাকিবে না ; জরাও থাকিবে না, মৃত্যুও থাকিবে না।'

"তখন আমি,—অহুর মজ্‌দ, তাহাকে (যিমকে) দুইটি আয়ুধ প্রদান করি—একটি সুবর্ণ চক্র, অপরটি সুবর্ণ-খচিত দণ্ড, দেখ, যিম এইখানে রাজশক্তি বহন করিতেছে" ইত্যাদি

আধুনিক লেখকগণ সকলে স্বীকার করেন যে 'জেন্দাবেস্তা'র 'বীবঙ্‌হ্বন্ত'[২] ও তৎপুত্র 'যিম' 'বেদে'র 'বিবস্বান'ও তৎপুত্র 'যমই' ; তাহাতে কোন সংশয় নাই। 'ক্ষইত' শব্দের অর্থ 'রাজা'। উহা সংস্কৃত 'ক্ষত্রিয়' শব্দের অপভ্রংশ বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, তাহাতে জানা যায় যে বৈদিক আর্যগণ যেমন যমকে সাধারণত 'যমরাজ' বলেন, তেমন ইরাণীগণ যিমকে 'যিম ক্ষইত' বলেন। বেদের যমের ও জেন্দাবেস্তার যিমের মধ্যে আরও অনেক বিষয়ে সাম্য আছে। 'জেন্দাবেস্তা'র থ্রইতওন এবং থ্রিত বেদের ত্রৈতন এবং ত্রিতই।

১) The Jend-Avesta, SBE, Part I, The Vadided, fargard II, 1—

২) ইহাঁকে ইংরাজী লেখক দিগের কেহ কেহ Vivarihvant, আর কেহ কেহ Vivanghvat লিখিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং 'জেন্দাবেস্তা'র অথ্য বা আথ্য বেদের আপত্যই। ত্রিত ঋষি 'ঋগ্বেদে' ১০।১—৭ সূক্তের দ্রষ্টা।[১] ১।১০৫ সূক্তের দ্রষ্টাও বোধ হয় তিনি।[২] একত ও দ্বিত নামে তাঁহার অপর দুই ভাই ছিল।[৩] উঁহারা অপের পুত্র ছিলেন। সেইহেতু 'আপ্য' বা 'আপ্ত্য' নামে অভিহিত হইতেন।[৪]

এইরূপে দেখা যায়, বিবস্বান এবং তাঁহার পুত্র যম জরথুষ্ট্র হইতে বহু প্রাচীন।

—

১) বৃহদ্দেবতা, ৬।১৪৭'১ ২) ঐ, ৬।১৩৬-৭

৩) "একতো দ্বিতস্ত্রিত ইতি ত্রয়ো বভূবুঃ।"—(নিরুক্ত, ৪।৬)

৪) 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' আছে, "তত একতোঽজায়ত। স দ্বিতীয়মভ্যপাতয়ৎ। ততো দ্বিতোঽজায়ত। স তৃতীয়মভ্যপাতয়ৎ। ততস্ত্রিতোঽজায়ত। যদ্দভ্যোঽজায়ন্ত তদাপ্যানামাপ্যত্বমিতি। তমেতমাপ্যং ত্রিতস্তদেবদাপ্ত্য ইতি তকারোপজননে বয়মর্বমহে। (৬।২।৮)

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তদশ অধ্যায়

অঙ্গিরা ও বৃহস্পতি

সাত্বতধর্ম ও আঙ্গিরসগণ—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে প্রাচীন ভাগবতধর্মের একান্ত শাখার সহিত আদিত্যগণের অর্থাৎ আদিত্যের বা বিবস্বানের বংশীয়গণের বিশেষ সম্পর্ক ছিল ;—উহার পর পর অন্ততঃ তিন আদ্যাচার্য,—বিবস্বান্, মনু ও ইক্ষাকু আদিত্য ছিলেন। প্রাচীন ভাগবতধর্মের সাত্বত শাখার সহিত আঙ্গিরসগণের অর্থাৎ মহর্ষি অঙ্গিরা ও তাঁহার বংশধরগণের ঠিক সেই প্রকার বিশেষ সম্পর্ক ছিল।

'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানের মতে, সাত্বতধর্মের আদি প্রবর্তক মরীচ্যাদি সাত ঋষি। মহর্ষি অঙ্গিরা ঐ সপ্তর্ষিগণের অন্যতম। সুতরাং তিনি সাত্বতধর্মের আদিপ্রবর্তকগণের একজন। তাঁহার মধ্যম পুত্র বৃহস্পতি সপ্তর্ষিগণ-বিরচিত শাস্ত্র প্রচার করেন, এবং তৎসম্বন্ধে অপর শাস্ত্র-সমূহ রচনা করেন। তিনি সপ্তর্ষিগণ হইতেই ঐ শাস্ত্রের উপদেশ প্রাপ্ত হন। সাত্বতধর্মের পরবর্তী আচার্য রাজা উপরিচর বসু মহর্ষি বৃহস্পতিরই শিষ্য ছিলেন।[১]

'(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'রও মতে, বৃহস্পতি ঋষি সাত্বতধর্মের একজন আচার্য। তবে তথাকার আচার্য-পরম্পরা ভিন্ন। তন্মতে "ভাগবতপুরাণ" সর্বপ্রথমে "সাত্বতশাস্ত্রবিগ্রহ" ভগবান্ সঙ্কর্ষণ মহর্ষি সনৎকুমারকে উপদেশ করেন ; তিনি সাংখ্যায়ন ঋষিকে, এবং সাংখ্যায়ন পরাশর ঋষিকে ও বৃহস্পতি ঋষিকে উহা শিক্ষা দেন।[২]

বর্তমান অধ্যায়ে আমরা সাত্বতধর্মের আদ্যাচার্য মহর্ষি অঙ্গিরার এবং বৃহস্পতির কিঞ্চিৎ পরিচয় প্রদান করিব।

আদিত্যগণ ও আঙ্গিরসগণ—বেদে দেখা যায় আদিত্যগণ ও আঙ্গিরসগণের মধ্যে সময় সময় এই বিষয়ে প্রতি স্পর্ধা হইত যে উহঁাদের কে আগে কোন্ বড় সত্র করিবেন এবং সুচারুতর রূপে সম্পন্ন করিবেন—তথা তাহার ফলে স্বর্গে যাইবেন। পরন্তু সেই হেতু উহঁাদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি কোন প্রকার ঈর্ষ্যা-দ্বেষ বিন্দুমাত্রও ছিল না। কেননা দেখা যায়, উহঁারা পরস্পরকে সাহায্য করিতেন ; যজ্ঞের অনুষ্ঠানে একের যখন কোন ত্রুটি হইত, কিংবা কঠিনতা উপস্থিত হইত, অপরে তাহা বিদূরিত করিতেন। যথা, 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে আঙ্গিরসগণ আদিত্যগণের জন্য যজ্ঞ করেন ; ঐ যজ্ঞের দক্ষিণারূপে আদিত্য-গণ এই সম্পূর্ণ পৃথিবী আঙ্গিরসগণকে দান করেন এবং তাঁহারা (আঙ্গিরসগণ) উহা গ্রহণ করেন, ইত্যাদি।[৩] 'কৌষীতকী ব্রাহ্মণে' আছে, আদিত্যগণ তাঁহাদের অপর এক যজ্ঞে আঙ্গিরসগণের বৃহস্পতিকে ব্রহ্ম আয়াস্যকে উদ্গাতা এবং ঘোরকে অধ্বর্যু হইতে আহ্বান করেন।[৪]

---

১) পূর্বে দেখ।
২) পূর্বে দেখ।
৩) ঐতব্রা, ৬।৩৫
৪) কৌষীব্রা, ৩০।৬ ; পূর্বে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আদিত্যগণও সেই প্রকারে আঙ্গিরসদিগকে যজ্ঞে সাহায্য করেন। তাঁহাদের সত্রে বিঘ্ন উপস্থিত হইলে শর্যাত আদিত্য দ্বিতীয় দিনের এবং নাভানেদিষ্ঠ আদিত্য ষষ্ঠ দিনের ক্রিয়া বলিয়া দেন। তাহাতে বিঘ্ন বিদুরিত হয়, আঙ্গিরসগণের ঐ সত্র সম্পূর্ণ হয়, এবং তাঁহারা স্বর্গলোক দর্শন করেন।[১]

'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে "পুরাকালে এই দুই প্রজা ছিল,—আদিত্যগণ এবং অঙ্গিরসগণ। উহঁাদের মধ্যে অঙ্গিরসগণ পূর্বে যজ্ঞ সমাহরণ করেন। যজ্ঞ সমাহরণ করত তাঁহারা অগ্নি বলেন, 'আমাদের এই শংস্তুক্তি আদিত্যগণ বলুন, এই যজ্ঞ দ্বারা আমাদিগকে যজন করুক'।" ইত্যাদি[২]

এইরূপে দেখা যায়, আদিত্যগণ ও আঙ্গিরসগণ উভয়েই সুপ্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্তা। 'তৈত্তিরীয়-সংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে আদিত্যগণ ও আঙ্গিরসগণ অগ্নির উপাসনারই দ্বারা উৎকর্ষ লাভ করেন, মহিমা প্রাপ্ত হন।১ 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে আদিত্যগণ ও আঙ্গিরসগণ পূর্বে ইহলোকেই ছিলেন; তাঁহারা অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াই স্বর্গলোকে গমন করেন।[৩]

পূর্ব অধ্যায়ে প্রদর্শিত হইয়াছে যে আদিত্যগণের অনেকে বৈদিক মন্ত্রের দ্রষ্টা ঋষি। আঙ্গিরসগণের অনেকেও বেদমন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি। আরও বিশেষ করিয়া বলিতে 'ঋগ্বেদে, আদিত্যগণের দৃষ্ট মন্ত্রের সংখ্যা অপেক্ষা আঙ্গিরসগণের দৃষ্ট মন্ত্রের সংখ্যা অনেক বেশী। ৬ষ্ঠ মণ্ডলের সমস্ত মন্ত্রই,—সর্বসমেত ৭৫ সূক্ত এবং ৭৬৫ মন্ত্র—আঙ্গিরসগণ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। অপর কোন কোন মণ্ডলেও উহঁাদের দ্বারা দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ আছে।[৪]

'ঋগ্বেদে' যেমন আদিত্যগণের, তেমন আঙ্গিরসগণেরও, প্রশংসাপরক মন্ত্রসমূহ আছে। আঙ্গিরসগণের প্রশংসা অপেক্ষা আদিত্যগণেরই প্রশংসা সমধিক পরিদৃষ্ট হয়। আরও বিশেষ কথা এই আদিত্য নাভানেদিষ্ট মানব আঙ্গিরসগণের স্তুতি করিয়াছেন।[৫] আদিত্যগণের স্তুতি কর্তা ঋষি কূর্মের পিতা গৃৎসমদ ঋষি পূর্বে আঙ্গিরস ছিলেন।[৬]

মহর্ষি অঙ্গিরা

আঙ্গিরসগণের মূলপুরুষ মহর্ষি অঙ্গিরস বা অঙ্গিরা। তাঁহার নাম হইতেই তদ্বংশীয়গণ 'অঙ্গিরস' বা 'আঙ্গিরস' নামে অভিহিত হইতে থাকেন।

ইতিপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানের মতে তিনি সাত্বত-ধর্মের আদিপ্রবর্তকদিগের অন্যতম। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে'র মতে, তিনি "অনপেক্ষ ভক্তিযোগে"র আদ্য আচার্যদিগের একজন,—তিনি স্বায়ম্ভুব মনু হইতে উহা গ্রহণ করেন।[৭]

পাঞ্চরাত্রাগমশাস্ত্র মতে, মহর্ষি অঙ্গিরা পাঞ্চরাত্রমত সম্বন্ধে একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার ঐ গ্রন্থ তাঁহার নিজের নাম অনুসারে 'অঙ্গিরা-সংহিতা' বা 'আঙ্গিরস সংহিতা' নামে খ্যাত হয়।[৮] মূল ৭ কিংবা ২৫ পাঞ্চরাত্রসংহিতার মধ্যে উহার নাম নাই।

---

১) তৈত্তিসং, ৫।৭।২।২ ২) শতব্রা (মাধ্য), ৩।৫।১।১৩—

৩) ঐতব্রা, ১।১৬ ৪) পরে দেখ।

৫) ঋক্‌সং, ১০।৬২।১-৬ (পরে দেখ) ৬) ঋক্‌সং,, ২।২৭ সূক্ত

৭) পূর্বে দেখ। ৮) শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতা-সূচীর ২য় গ্রন্থ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'পরমসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে মহর্ষি অঙ্গিরা বৈষ্ণব ; তিনি শ্বেতদ্বীপে গিয়া ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক প্রোক্ত তত্ত্বজ্ঞান লাভ করেন এবং উহা লাভ করিয়া "সুসমাহিত একান্তী, আনন্দযুক্ত, এবং বিষ্ণুভক্তপরায়ণ হন।"[১] 'লক্ষ্মীতন্ত্রে' উক্ত হইয়াছে যে "বিষ্ণুপাদার্পিতাশয়, পরমৈকান্তী, শরণাগতিধর্মজ্ঞ, দয়াপ্র্যমনুতৎপর, ও পাঞ্চরাত্রপরায়ণ" যে মহাভাগ্যবান্ আট শ্রেষ্ঠ মুনি, সবংশে, ভগবান্ হরির পরার্থ-যজনে অধিকারী, মহর্ষি অঙ্গিরা উহঁাদের অন্যতম।[২]

বৈখানসাগমশাস্ত্রের মতে, মহর্ষি অঙ্গিরা বৈখানসমতের প্রবর্তক বৈখানস মুনির অন্তেবাসী শিষ্য ছিলেন। প্রচলিত বৈখানসাগমসমূহের কোন কোনটিতে তাঁহার বচন বা মত প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহাতে মনে হয় যে তিনি বৈখানসমত সম্বন্ধেও কোন গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ; অথবা, উহার কোন কোন বিষয়ে তাঁহার বিশিষ্ট মত ছিল।[৩]

জন্মকথা—মহর্ষি অঙ্গিরার জন্ম সম্বন্ধে 'বৃহদ্দেবতা'য় এই প্রকার উপাখ্যান বিবৃত হইয়াছে,—

"প্রজাপতি প্রজাকাম হইয়া, সাধ্যগণ ও বিশ্বেদেবগণ সহকারে, ত্রিসাংবৎসরিক সত্র আহরণ করেন। বাক্ দেবী শরীরী হইয়া তথায় দীক্ষিতগণের সম্মুখে উপস্থিত হন। তাঁহাকে দেখিয়া প্রজাপতি ও বরুণ উভয়েরই বীর্য যুগপৎ স্খলিত হয়। উহাকে বায়ু যদৃচ্ছায় অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। অনন্তর অর্চিসমূহ হইতে ভৃগু উৎপন্ন হন, এবং অঙ্গারসমূহ হইতে অঙ্গিরা। প্রত্যক্ষা বাক্ (দেবী) ঐ সুতদ্বয়কে দেখিয়া প্রজাপতিকে বলেন, 'এই দুই জন হইতে তৃতীয় এক ঋষি ও আমার সুত এইখানে আছে।' ঐ প্রকারে সম্বোধিত হইয়া প্রজাপতি ভারতীকে 'তথা' (=তাহা হইবে) বলিয়া প্রত্যুত্তর করেন। তখন সূর্যানলসমদ্যুতি অত্রি ঋষি উৎপন্ন হন।"[৪]

'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র উপাখ্যান কিঞ্চিৎ ভিন্ন। উহার মতে—

"(দেবতাগণ উহাকে প্রজাপতির রেতকে) অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন এবং মরুদ্গণ উহাকে বিধুনিত করিলেন। পরন্তু অগ্নি উহাকে (উহার স্বরূপ হইতে) প্রচ্যুত করিতে পারিল না। (অনন্তর দেবগণ) উহাকে বৈশ্বানর অগ্নি দ্বারা পরিবেষ্টিত করিলেন এবং মরুদ্গণ উহাকে বিধুনিত করিলেন। বৈশ্বানর অগ্নি উহাকে প্রচ্যুত করিল। সেই রেত হইতে যাহা প্রথমে উদ্দীপ্ত হইল, তাহা ঐ আদিত্য হইল। যাহা দ্বিতীয় বারে (উদ্দীপ্ত) হইল, তাহা ভৃগু হইল। উহঁাকে বরুণ (আপন পুত্র বলিয়া) নিশ্চিতরূপে গ্রহণ করিলেন। সেই কারণে ঐ ভৃগু বারুণি। অনন্তর যাহারা তৃতীয় বারে অতিশয় দীপ্ত হইয়া উঠিল, তাহারা আদিত্যগণ হইল। যাহারা (দগ্ধ হইয়া) অঙ্গারসমূহ হইয়াছিল, তাহারা অঙ্গিরসগণ হইল ('যেঽংগারা আসংস্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্)। যে অঙ্গারসমূহ শান্তরহিত হইয়া পুনঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সেই সকল বৃহস্পতি হইল।"[৫]

---

১) পরমসং, ৩১।১৬— ২) লক্ষ্মীতং, ৪১।৬৮—(পূর্বে দেখ)।

৩) পূর্বে দেখ। ৪) বৃহদ্দেবতা, ৪।৯৭-১০১

৫) ঐতব্রা ৩।৩৪ "যেঽংগারা আসংস্তেঽঙ্গিরসোঽভবন্"—'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র এই বচন 'নিরুক্তে' (৩।১৭) ও ধৃত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মহাভারতে'র উপাখ্যান আরও ভিন্ন প্রকারের। উহাতে বিবৃত হইয়াছে যে মহান্ দেবতা বরুণের যজ্ঞে সমাগত দেবনারীগণকে দেখিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার রেত-স্খলন হয়। ভগবান্ পূষা ঐ বীর্যকে অগ্নি-কুণ্ডে নিক্ষেপ করেন। অনন্তর তথা হইতে তিন মহাপুরুষের জন্ম হয়,—অর্চি হইতে ভৃগু, অঙ্গার হইতে অঙ্গিরা, এবং মন্দজ্বালা হইতে কবি। ঐ তিন জনকে বরুণ, অগ্নি ও ব্রহ্মা প্রত্যেকেই নিজেরই পুত্র বলিয়া দাবী করেন। অনন্তর এই সমাধান করা হয় যে ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবি যথাক্রমে বরুণ, অগ্নি ও ব্রহ্মার পুত্র বলিয়া পরিগণিত হইবেন।[১] 'নিরুক্তে'র টীকাকার মহেশ্বর- কর্তৃক ধৃত একটা প্রাচীন বচনেও তথা 'ব্রহ্ম-উপপুরাণে'ও প্রায় ঐ প্রকারের কথা আছে।[২]

অগ্নির পুত্র—ঐ সকল প্রাচীন উপাখ্যানসমূহের মধ্যে অন্যান্য বিষয়ে স্বল্পবিস্তর অনৈক্য থাকিলেও, এই বিষয়ে ঐক্য আছে যে অগ্নিতে নিক্ষিপ্ত ব্রহ্মার বীর্য হইতেই মহর্ষি অঙ্গিরা উৎপন্ন হন। সেইহেতু তিনি যেমন ব্রহ্মার পুত্র, তেমন অগ্নিরও পুত্র বলিয়া প্রখ্যাত হন।

'মহাভারতে'র পূর্বোক্ত উপাখ্যানেই আছে যে অঙ্গিরা 'অগ্নির পুত্র' বলিয়া পরিগণিত হইবেন বলিয়া সমাধান করা হয়। উহার অন্যত্রও আছে "আগ্নেয়স্ত্বঙ্গিরা" ('পরন্তু অঙ্গিরা আগ্নেয় বা অগ্নির পুত্র')।[৩] কখন কখন "ভগবান্ অগ্নিসম্ভব" বলিয়া তাঁহার উল্লেখ করা হইয়াছে।[৪]

ব্রহ্মার মানসপুত্র—মহাভারতপুরাণাদিতে সাধারণত ইহা সমধিক উক্ত হয় যে মহর্ষি অঙ্গিরা ব্রহ্মার মানস পুত্র। তাঁহার অপর কোন প্রকারে উৎপত্তির উল্লেখ পুরাণে প্রায় দেখা যায় না। '(বিষ্ণু) ভাগবতপুরাণে' আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে অঙ্গিরা ব্রহ্মার মুখ হইতে উৎপন্ন হন।[৫] উহার তাৎপর্য ইহাও বলিয়া মনে করা যাইতে পারে যে অগ্নি হইতেই অঙ্গিরার উৎপত্তি হয়। কেননা, অগ্নিকে 'ব্রহ্মার মুখ'ও বলা হয়। আবার ইহাও শ্রুতিতে উক্ত হয় যে "অগ্নির্বাক্ ভূত্বা মুখং প্রাবিশৎ" ('অগ্নি বাক্ হইয়া মুখে প্রবেশ করিলেন')। সুতরাং অগ্নির সঙ্গে মুখের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক আছে। তাহাতে অগ্নি হইতে জন্মকে মুখ হইতে জন্ম বলা যায়।

অগ্নি স্বয়ংই—কালক্রমে এই প্রবাদও প্রচলিত হইয়া পড়ে যে মহর্ষি অঙ্গিরা অগ্নি স্বয়ংই। 'মহাভারতে' ঐ প্রবাদের উল্লেখ আছে। উহাতে, কিঞ্চিৎ প্রকারান্তরে, বিবৃত হইয়াছে যে মহাদ্যুতি অঙ্গিরা ঋষি, অগ্নি বিনষ্ট হইলে পর, স্বয়ং অগ্নি হইয়া দেবগণের নিকট হব্য বহন করেন।[৬] যেহেতু ঐ প্রকারে অঙ্গিরা = অগ্নি, সেই হেতু অঙ্গিরার পুত্রগণকে কখন কখন "বহ্নিজ" বলা হইয়াছে।[৭]

অঙ্গিরার অগ্নি-ভবনের, অথবা "ভগবান্ অগ্নি যে প্রকারে স্বয়ং অঙ্গিরা (ঋষি) হন,"

---

১) মহাভা, ১৩।৫৮।৯৬— ২) পূর্বে দেখ।
৩) মহাভা, ১৩।৮৫।১৬১-২ ৪) মহাভা, ১৩।১০৬।১০-১
৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৩।১২।২৪
৬) মহাভা, ৩।২৭।২ ৭) মহাভা, ১৩।৮৫।১৩-২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহার "পুরাণ ইতিহাস" মহর্ষি মার্কণ্ডেয় মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকট বর্ণনা করেন।[১] তিনি বলেন, পুরাকালে মহাভাগ অঙ্গিরা ঋষি নিজের আশ্রমে থাকিয়া উত্তম তপস্যা করেন। তাহাতে তাঁহার তেজ অগ্নির তেজ হইতেও অতি বেশী হয়। ঐ প্রকার তেজোবান হইয়া তিনি সমস্ত জগৎকে প্রকাশিত করিতে লাগিলেন। তাঁহার তেজে তেজস্বী অগ্নিও সন্তপ্ত হইয়া উঠিলেন,—অতীব গ্লানি প্রাপ্ত হইলেন। উহার কারণ খুঁজিয়া না পাইয়া ভগবান্ হব্যবাহন ভাবিলেন 'ভগবান্ ব্রহ্মা ইহসংসারে লোকদিগের জন্য অপর এক অগ্নি সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং আমার অগ্নিত্ব বিনষ্ট হইয়াছে।' অতঃপর তিনি এই চিন্তা করিতে লাগিলেন, "আমি কি প্রকারে পুনরায় অগ্নি হইব?" ঐ সময়ে তিনি লোকসমূহকে অগ্নিবৎ তপ্তকারী মহামুনি অঙ্গিরাকে দেখিতে পাইলেন। তিনি ভয়ে ভয়ে ধীরে ধীরে উহাঁর নিকটে উপস্থিত হইলেন। তখন অঙ্গিরা তাঁহাকে বলেন, তুমি শীঘ্রই পুনরায় লোক-ভাবন অগ্নি হও। তুমি তিনই লোকে চরাচর সকলের নিকটে (অগ্নি বলিয়া) বিজ্ঞাত আছ। তুমিই ব্রহ্মা কর্তৃক তিমিরাপহ অগ্নিরূপে প্রথম সৃষ্ট হইয়াছ। হে তমোনুদ! তুমি শীঘ্রই স্বস্থান প্রতিপ্রাপ্ত হও।" তখন অগ্নি উত্তর করিলেন, "লোকে আমার কীর্তি নষ্ট হইয়াছে। তুমিই হুতাশন হইয়াছ। জনগণ তোমাকেই পাবক বলিয়া জানিবে, আমাকে নহে। আমি আমার অগ্নিত্ব পরিত্যাগ করিতেছি। (এখন হইতে) তুমি প্রথম অগ্নি হও। আমি 'প্রজাপত্যক' নামে দ্বিতীয় অগ্নিই হইব।" অঙ্গিরা বলেন, "হে অগ্নিদেব! তুমি প্রজাস্বর্গ্য পুণ্য কর; শীঘ্রই তিমিরাপহ অগ্নি হও; আমাকে তোমার প্রথম পুত্র কর।" অঙ্গিরা ঋষির ঐ বাক্য শুনিয়া অগ্নি সেই প্রকার করেন। দেবগণ অঙ্গিরাকে বহ্নির প্রথম পুত্র বলিয়া জানেন।

অগ্নির এবং অঙ্গিরার অভিন্নতার প্রমাণ বেদেও পাওয়া যায়। কেননা, বেদে অগ্নিকে কখন কখন 'অঙ্গিরস' বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।[২] অধিকন্তু বেদে অগ্নিকে কখন কখন "প্রথম অঙ্গিরা ঋষি" বা "অঙ্গিরস্তম" বলা হইয়াছে। যথা, হিরণ্যস্তূপ আঙ্গিরস ঋষি বলেন, "ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরা ঋষির্দেবো দেবানামভবঃ শিবঃ সখা।" ('হে অগ্নি! তুমি প্রথম অঙ্গিরা ঋষি' হইয়াছিলে, দেবগণের দেব,-শব সখা হইয়াছিলে');[৩] "ত্বমগ্নে প্রথমো অঙ্গিরস্তমঃ" ('হে অগ্নি! তুমি প্রথম,—অঙ্গিরস্তম')।[৪] গৌতম রাহুগণ ঋষি বলেন, "হে অঙ্গিরস্তম অগ্নি')।[৫] অঙ্গিরস্ নামে খ্যাত ঋষিগণের মধ্যে যিনি 'প্রথম', সুতরাং যিনি 'অঙ্গিরস্তম', অগ্নি তিনিই, অপর কোন অঙ্গিরস নহেন। তাই কোন কোন ঋষি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন যে অগ্নি "অঙ্গিরস্গণের জ্যেষ্ঠ।"[৬]

অগ্নির আবিষ্কর্তা—ঐ সকল পুরাতত্ত্ব-প্রবাদের মূলে এই প্রকৃত তত্ত্ব নিহিত আছে মনে হয় যে মহর্ষি অঙ্গিরা অগ্নির আবিষ্কর্তা; কাষ্ঠ মধ্যে যে অগ্নি নিহিত আছে এবং ঘর্ষণ

১) মহাভা' ৩।২১৭।৬— ২) যথা দেখ—ঋক্সং,, ১।১।৬; ১।৩১।১৭; ইত্যাদি

৩) ঋক্সং, ১।৩১।১ ৪) ঋক্সং, ১।৩১।১

৫) ঋক্সং, ১।৭৫।২ আরও দেখ—ঋক্সং ৮।২৩।১০. তৈত্তিসং, ১।৩।১৪।৩; বাজসং (মাধ্য).—১২।১১৬; ইত্যাদি

৬) ঋক্সং, ১।১২৭।২ আর ও দেখ—"বেপিষ্ঠো অংগিরসাং" (ঋক্সং, ৬।১১।৩ 'শতপথব্রাহ্মণে' (মাধ্য, ৬।৪।৪।৪) স্পষ্ট বাক্যে উল্লিখিত হইয়াছে, "অংগিরা বা অগ্নিঃ"।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

•Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বারা যে উহাকে প্রজ্জলিত করা যায়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন ; অরণি-মন্থন দ্বারা অগ্নি উৎপাদনের বিদ্যা সর্বপ্রথমে মহর্ষি অঙ্গিরা উদ্ভাবন করেন। সুতম্ভর আত্রেয় ঋষি কৃত অগ্নির স্তুতিতে আছে,

"ত্বামগ্নে অঙ্গিরসো গুহাহিত
মন্ববিন্দঞ্ছিশ্রিয়াণং বনে বনে।
স জায়সে মথ্যমানঃ সহো মহৎ
ত্বামাহুঃ সহসস্পুত্রমংগির ॥"[১]

হে অগ্নি! গুহাহিত,—বনে বনে (বৃক্ষসমূহ) আশ্রিত তোমাকে অঙ্গিরা লাভ করিয়াছিলেন। মহান বল দ্বারা মথ্যমান হইয়া তুমি উৎপন্ন হও। (সেই হেতু), হে অঙ্গির! (বিদ্বানগণ) তোমাকে বলের পুত্র বলেন।'

"পুরিষায়তনো বা এষ যদগ্নিরঙ্গিরসো বা এতমগ্রে দেবতানাং সমভরন্"[২]

'এই অগ্নি পুরীষায়তন (অর্থাৎ পুরীষে বাস করে)। প্রথমে (মহর্ষি) অঙ্গিরস্ ইহাকে দেবতা-দিগের জন্য সমাহরণ করেন।

প্রসিদ্ধ উপাসক—বেদে আরও দেখা যায়, মহর্ষি অঙ্গিরা একজন অতি প্রসিদ্ধ অগ্নি উপাসক ছিলেন,—একজন অতীব প্রসিদ্ধ যজ্ঞ-কর্তা ছিলেন। তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ এই যে তিনি তদর্বাক্কালের যজ্ঞ-কর্তাদিগের আদর্শ হন ; তখন যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যাপারে নিরত হইয়া যজমান তাঁহার নাম লইতেন, এবং তাঁহাকে অনুসরণ করিতেন। যথা, অগ্নিচয়নে বৈণবী অনিকে হাতে লইতে লইতে যজমান বলিত—

"আদদে গায়ত্রেণ ছন্দসাঽঙ্গিরস্বৎ পৃথিব্যাঃ সধস্থাদগ্নিং পুরীষমঙ্গিরস্বদাভর ত্রৈষ্টুভেন ছন্দসাঽংগিরস্বৎ।"[৩]

('হে অগ্নি!) অঙ্গিরার ন্যায় গায়ত্রী ছন্দ দ্বারা তোমাকে গ্রহণ করিতেছি। (অনন্তর) তুমি পৃথিবীর সধস্থ হইতে পুরীষ্য অগ্নিকে অঙ্গিরার ন্যায় ত্রৈষ্টুভ ছন্দ দ্বারা আহরণ কর, অঙ্গিরার ন্যায়।' অর্থাৎ মহর্ষি অঙ্গিরা যেই প্রকারে তোমাকে গ্রহণ করিয়াছিলেন, আমিও সেই প্রকারে গ্রহণ করিতেছি। তোমাকে হাতে লইয়া অঙ্গিরা যেই প্রকারে অগ্নি আহরণ করিয়াছিলেন তুমিও সেই প্রকারে অগ্নি আহরণ কর।'

"এই অগ্নি পুরীষায়তন। প্রথমে (মহর্ষি) অংগিরস ইহাকে দেবতাদিগের জন্য সমাহরণ করেন। পৃথিবীর সধস্থ হইতে পুরীষ্য অগ্নিকে অংগিরার ন্যায় আহরণ কর।"[৪]

ইষ্টক স্থাপন করিতে করিতে যজ্ঞ-কর্তা বলিত "অঙ্গিরস্বৎ ধ্রুবা সীদ" (অর্থাৎ অঙ্গিরার অগ্নিচয়নে, কিংবা অংগিরা দ্বারা উপস্থিত হইয়া, যেমন ধ্রুবভাবে স্থিত ছিলে, তেমন ধ্রুব-ভাবে থাক।[৫]

---

১) ঋক্‌সং, ৫।১১।৬ ; তৈত্তিসং, ৪।৪।৪।২—; বাজসং (মাধ্য), ১৫।১৮

২) তৈত্তিসং, ৫।১।২।৪

৩) বাজসং (মাধ্য), ১১।৯ আরও দেখ—বাজসং (মাধ্য), ১১।১০-১, ১৬, ১৮, প্রভৃতি ; শতব্রা (মাধ্য), ৬।৩।১।৩৮, ৩৯, ৪১ ; ইত্যাদি

৪) তৈত্তিসং, ৫।১।২।৪

৫) বাজসং (মাধ্য), ১৩।১৯, ২৪।৫, ইত্যাদি ; শতব্রা (মাধ্য), ৬।১।২।১৮ ; তৈত্তিব্রা, ৩।১০।২।১ ; ৩।১১।১।১-২১, ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারপর অগ্নিকে আবাহন করিতেও যজমান মহর্ষি অঙ্গিরার নাম করিত—তাঁহাকে অনুসরণ করিত। যথা, গৌতম রাহুগণ অগ্‌নি দেবতাকে বলেন, "অন্নদাতা শ্রেষ্ঠ সেই তোমাকে অঙ্গিরস্বৎ আবাহন করিতেছি, ত্বদীয়গুণপ্রকাশক মন্ত্রসমূহ দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্তুতি করিতেছি।"[১] ঐ সম্বন্ধে কেহ কেহ অপর প্রাচীন প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্তাদিগের নাম করিয়াছেন। যথা বিরূপ অঙ্গিরস ঋষি বলেন, "অপিচ, হে শুচি আহূত অগ্‌নি, তোমাকে ভৃগুবৎ, মনুবৎ, ও অঙ্গিরস্বৎ আবাহন করিতেছি।"[২] প্রস্কণ্ব কাণ্ব ঋষি বলেন, "হে মহাব্রত ও জাতবেদ অগ্‌নি প্রিয়মেধবৎ, অত্রিবৎ, বিরূপবৎ ও অঙ্গিরস্বৎ (আমাদের) আবাহন শ্রবণ কর।"[৩] অর্থাৎ যেমন উঁহাদের আহ্বান শ্রবণ করিয়াছিলে, তেমন আমাদের আহ্বানও শ্রবণ কর।' হিরণ্য-স্তূপ আঙ্গিরস ঋষি বলিয়াছেন, "হে শুচি অগ্নি, হে অঙ্গির, মনুষবৎ, অঙ্গিরসবৎ ও যযাতিবৎ তথা (অপর) পূর্ব (প্রসিদ্ধ যজ্ঞকর্তা) বৎ (আমাদের) সদনে আগমন কর।"[৪] অর্থাৎ মন্বাদির যজ্ঞশালায় যেমন উপস্থিত হইয়াছিলে, তেমন আমার যজ্ঞশালায়ও আগমন কর।'

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি অঙ্গিরা ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজা করন্ধমের পুরোহিত ছিলেন এবং উঁহার পুত্র রাজা অবীক্ষিতকে দিয়া এক শত অশ্বমেধ যজ্ঞ করাইয়াছিলেন।[৫]

উপাস্য ও উপাসকের অভেদ—বেদে দেখা যায় উপাসনার পরম ফল উপাস্যের সহিত উপাসকের ঐকাত্ম্য-বোধ বা অভেদ-বোধ লাভ।[৬] তখন উপাস্য দেবতাকে ঐ সিদ্ধ উপাসকের নিজের নামেও অভিহিত করা যায়। সুতরাং ইহা মনে করা যাইতে পারে যে অগ্নি দেবতার পরম ভক্ত মহর্ষি অঙ্গিরা যখন তাঁহার সহিত অভেদ উপলব্ধি করেন, তখন হইতে উঁহাদের অভেদ দৃষ্টিতে লোকে অগ্নিকেও অঙ্গিরা বলিতে থাকে। উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে যে মহর্ষি অঙ্গিরা মুখ্য প্রাণকে উদ্গীথরূপে উপাসনা করেন, সেইহেতু উহা 'অঙ্গিরা' নামে অভিহিত হইতে থাকে।[৭]

তারপর অঙ্গিরা কর্তৃক আবিষ্কৃত বলিয়াও অগ্নিকে 'অঙ্গিরা' বলা যায়। 'নিরুক্তে'র টীকাকার মহেশ্বর কর্তৃক উল্লিখিত প্রবাদের মতে গার্হপত্যোপাগ্নিত্বাদি হেতু যিনি অংগার-সমূহে বাস করেন তিনি 'অংগিরা' বলিয়া অভিহিত হন।[৮] সেই প্রকারে বলা যাইতে পারে যে অগ্নির সহিত অতি ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট বলিয়াই তিনি 'অগ্‌নি' নামেও অভিহিত হইতে থাকেন।

পিতা-পুত্র সম্বন্ধ—অংগিরাকে অগ্‌নির পুত্র বলিয়া পরিগণিত হওয়ার একাধিক হেতু আছে, মনে করা যাইতে পারে।

(১) প্রথমত, বেদে দেখা যায় উপাসক উপাস্যকে পিতাও বলিতেন। যথা,—

"হে অগ্‌নি, তুমি (আমাদের প্রতি) প্রকৃষ্ট মতি যুক্ত হও। তুমি আমাদের পিতা।"[৯]

---

১) ঋক্‌সং, ১।৭৮।৩
২) ঋক্‌সং, ৮।৪৩।১৩
৩) ঋক্‌সং, ১।৪৫।৩
৪) ঋক্‌সং, ১।৩১।১৭
৫) মহাভা. ১৪।৪।২২ ; ১৪।৫।৮
৬) "প্রাচীন অদ্বৈত-কাহিনী", ১ম খণ্ড,
৭) ছান্দোগ্যউ, ১।২।২০
৮) পূর্বে দেখ
৯) ঋক্‌সং, ১।৩১।১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"হে অগ্‌নি, যেমন পিতা পুত্রের প্রতি তেমন তুমি আমাদের প্রতি শোভনপ্রাপ্তিযুক্ত হও। আমাদের স্তুতির জন্য সমবেত হও।"[১] ইত্যাদি।[২] ঐ দৃষ্টিতে অগ্‌নি তাঁহার প্রসিদ্ধতম উপাসক অংগিরার পিতা। সুতরাং অংগিরা অগ্‌নির পুত্র।

(২) অগ্‌নির উপাসনা দ্বারাই যজমান সমৃদ্ধি লাভ করে এবং সিদ্ধ হয়॥ প্রকারান্তরে বলিতে, অগ্‌নিরই প্রসাদে যজমান সমৃদ্ধিশালী ও সিদ্ধ হয়। ঐ দৃষ্টিতে বেদে বলা হয় যে অগ্‌নি যজমান উৎপন্ন করেন, অতএব যজমানের পিতা। যথা, আংগিরস কুৎসঋষি বলিয়াছেন,

"স পূর্বয়া নিবিদা কব্যতায়োরিমাঃ প্রজা অজনয়ন্মনূনাম্।"[৩]

অর্থাৎ প্রথম নিবিদ্ দ্বারা স্তুত হইয়া অগনি মনুর এই প্রজাগণকে উৎপন্ন করেন; অগ্‌নি "প্রজাগণের জনিতা ও গোপা।"[৪] আংগিরসগণকে স্তুতি করিতে গিয়া নাভানেদিষ্ঠ মানব বলেন, "তে অগ্‌নেঃ পরি জজ্ঞিরে" (তাঁহারা অগ্‌নি হইতে সর্বতোভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন)।[৫] সুতরাং অগনির উপাসনা দ্বারা ঐশ্বর্য ও সিদ্ধি প্রাপ্ত অংগিরাকে অগ্‌নির পুত্র বলা যায়।

(৩) বেদে দেখা যায়, গুণবান্‌কে কখন কখন গুণের 'পুত্র', 'সূনু' বা 'নপাৎ' বলা হয়। যথা, "সাহসঃ সূনো অংগিরঃ" ও "উর্জো নপাতং";[৬] "সাহসের সূনু।"[৭] ইন্দ্র "শবসের পুত্র"[৮] "সত্যের সূনু।"[৯] মিত্র ও বরুণ "শবসের নপাৎদ্বয়" ও "দক্ষের সূনুদ্বয়।"[১০] পূষাকে যেমন কখন কখন "বিমোচন" (বা বিমোচন কর্তা বা বিমোচক) বলা হইয়াছে,[১১] তেমন কখন কখন "বিমুচো নপাৎ" 'বিমোচকের পুত্র') বলা হইয়াছে।[১২] সেই প্রকারে, ইহা মনে করা যাইতে পারে যে, অগ্‌নিমান্ অংগিরাকে 'অগ্‌নির পুত্র'ও বলা হইয়াছে।

(৪) বেদে 'পিতা' শব্দ 'পালক' অর্থেও ব্যবহৃত হইয়াছে এবং দেবতাকে উপাসকের পালক, রক্ষক, ইত্যাদি বলা হইয়াছে।[১৩] সুতরাং অগ্‌নি অবশ্যই তাঁহার পরম ভক্ত মহর্ষি অংগিরার পিতা। তাহা হইতে ইহা কথিত হইতে থাকে যে অংগিরা অগ্‌নির পুত্র।

ইন্দ্রের ভক্ত—মহর্ষি অংগিরা ইন্দ্রেরও পরম ভক্ত ছিলেন। তাহাতে তিনি তদর্বাক্ যেমন অগ্‌ন্যুপাসকদিগের, তেমন ইন্দ্রোপাসকদিগেরও আদর্শ হন; তখন যজমানগণ তাঁহারই মতন, কিংবা তাঁহারই পদাঙ্কানুসরণে, ইন্দ্রকে যজন করিতে আকাঙ্ক্ষা করিত। যথা, নোধা গৌতম ঋষি বলেন

"প্র মন্মহে শবসানায় শূষমাঙ্গূষং গির্বণসে অংগিরস্বৎ।"[১৪]

'বল দ্বারা শত্রুহন্তা গির্বাণকে (ইন্দ্রকে) অংগিরস্বৎ সুখপ্রদ স্তুতি প্রকৃষ্টরূপে অবগত করাইতেছি।' গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন,

"তদস্মৈ নব্যমংগিরস্বদর্চত শুষ্মা যদস্য প্রত্নথেদীয়তে।"[১৫]

---

১) ঋক্‌সং, ১।১।৯ ; বাজসং, (মাধ্য), ৩।২৪ ; তৈত্তিসং, ১।৫।৬।২
২) আরও দেখ—ঋক্‌সং, ১।৩১।১৪, ১৬ ; ইত্যাদি
৩) ঋক্‌সং, ১।৯৬।২ ৪) ঋক্‌সং, ১।৯৬।৪
৫) ঋক্‌সং, ১০।৬২।৫ (ওরে দেখ)। ৬) ঋক্‌সং, ৮।৬০।২
৭) ঋক্‌সং, ৮।৭১।১১ ; ৮।৭৫।৩ ৮) ঋক্‌সং, ৪।২৪।১ ; ৮।৯০।২ , ৮।৯২।১৪
৯) ঋক্‌সং, ৮।৬৯।৪
১০) ঋক্‌সং, ৮।২৬।৫ ১১) ঋক্‌সং, ৮।৪।১৫, ১৬
১২) ঋক্‌সং, ১।৪২।১ ; ৬।৫৫।১ ১৩) পরে দেখ
১৪) ঋক্‌সং, ১।৬২।১ ; বাজসং (মাধ্য), ৩৪।১৭ ১৫) ঋক্‌সং, ২।১৭।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'(হে স্তোতৃগণ,) ইঁহাকে (ইন্দ্রকে) অংগিরস্বৎ তাদৃশ নব্য (স্তোত্র) অর্চনা কর, যেহেতু ইঁহার" ইত্যাদি। কুশিক ঐষীরথী বা বিশ্বামিত্র গাথিন্ বলেন,

"তমংগিরস্বন্নমসা সপর্যন্নব্যং কৃণোমি সন্যসে পুরোজাম্।"[১]

'পুরাতন তাঁহাকে (ইন্দ্রকে) সংভজনার্থ অংগিরস্বৎ নমস্কার দ্বারা পরিচর্যা করত নব্য (স্তোত্র গান) করিতেছি।"

ইন্দ্র "অংগিরস্বান্" (অর্থাৎ অংগিরস সহকারে) কতিপয় মহৎ কার্য সম্পাদন করেন। যথা, গোষ্ঠসমূহের সুদৃঢ় দ্বারসমূহ উদ্ঘাটন করত গোসমূহকে বাহির করেন;[২] বজ্রকে আবর্তন করত বল নামক অসুরকে ভিন্ন করেন।[৩] তাহাতেও জানা যায় যে ইন্দ্রের সহিত অংগিরার অতিশয় সৌহার্দ্য ছিল।

'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে মহর্ষি অংগিরা এক সময়ে 'অথর্ববেদে'র মন্ত্রসমূহ দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে পূজা করেন। তাহাতে ইন্দ্র অতীব প্রহৃষ্ট হন এবং মহর্ষিকে এই বর প্রদান করেন যে ঐ বেদে তাঁহার নাম 'অথর্বাংগিরস' হইবে, এবং তিনি যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হইবেন।[৪] উহাতে ('মহাভারতে') কখন কখন 'অথর্বাংগিরস' নামেও তাঁহার উল্লেখ হইয়াছে।[৫] 'অথর্ববেদ' যে প্রাচীন কালে কখন কখন 'অথর্বাংগিরসবেদ' তথা 'আংগিরসবেদ' নামেও অভিহিত হইত তাহা সত্য। পূর্বে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।[৬] 'মহাভারতে'র ঐ আখ্যায়িকা হইতে বলিতে হয় যে, মহর্ষি অংগিরার 'অথর্বাংগিরস' নাম হইতেই উহা 'অথর্বাংগিরসবেদ' বলিয়াও খ্যাত হয়। ইহাও সত্য যে প্রাচীন ঋষিদিগের মধ্যে অর্থবন্ বা অথর্বা নামে, মহর্ষি অংগিরা হইতে ভিন্ন, একজন ঋষি ছিলেন। উনি মন্থন দ্বারা পুষ্কর হইতে অগ্নি উৎপন্ন করেন। ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য বলেন,

"ত্বামগ্নে পুষ্করাদধ্যথর্বা নিরমন্থত।
মূর্ধ্নো বিশ্বস্য বাঘতঃ॥"[৭]

হে অগ্নি, তোমাকে অথর্বা (ঋষি) বিশ্বের মূর্ধ(বৎ ধারক) এবং বাহক পুষ্কর হইতে নির্মন্থন করেন।'

"ইমমু ত্যমথর্ববদগ্নিং মন্থন্তি বেধসঃ।"[৮]

'(কর্মসমূহের) বিধাতা (ঋত্বিকগণ) সেই (পূর্বোক্তগুণযুক্ত) এই অগ্নিকে অথর্বার ন্যায় মন্থন করেন।' অথর্বার পুত্রের নাম দধ্যঙ (বা দধীচি) ঋষি।[৯] সুতরাং তিনি অংগিরস হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। তাহার আরও নিশ্চিত প্রমাণ এই যে বেদে পিতৃগণের মধ্যে আথর্বণগণ ও

১) ঋক্‌সং, ৩৷৩১৷১৯
২) ঋক্‌সং, ৬৷১৭৷৬ (ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য) ৩) ঋক্‌সং, ২৷১১৷২০
৪) মহাভা, ৫৷১৮৷৫-৭
৫) যথা দেখ—মহাভা, ৫৷১৮৷৮ ৬) পূর্বে দেখ।
৭) ঋক্‌সং, ৬৷১৬৷১৩; বাজসং (মাধ্য), ১১৷৩২; ১৫৷২২; তৈত্তিসং, ৩৷৫৷১১৷৩; ৪৷১৷৩৷২; ইত্যাদি
৮) ঋক্‌সং, ৬৷১৫৷১৭
৯) ঋক্‌সং, ৬৷১৬৷১৪; বাজসং (মাধ্য), ১১৷৩৩ তৈত্তিসং, ৩৷৫৷১১৷৩—আরও দেখ—ঋক্‌সং, ১৷১১৬৷১২ ১৷১১৭৷২২ ইত্যাদি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আংগিরসগণের পৃথক পৃথক উল্লেখ আছে।[১] 'ঋগ্‌বেদে' যেমন আংগিরস ঋষিগণের, তেমন আথর্বণ ঋষিগণেরও দৃষ্ট মন্ত্রসমূহ আছে উহার ১০ম মণ্ডলের ৯৭তম ও ১২০তম সূক্ত যথাক্রমে ভিষক্‌ ও বৃহদ্দিব নামক আথর্বণ ঋষি কর্তৃক দৃষ্ট হয়।

কালক্রমে, লোকে যেমন অগ্‌নিকে এবং অংগিরাকে, তেমন ইন্দ্রকে এবং অংগিরাকেও অভিন্ন মনে করিতে লাগিল; সেইহেতু যেমন অগ্‌নিকে, তেমন ইন্দ্রকেও কখন কখন 'অংগিরস' বলিত; তথা অপর অংগিরসগণ হইতে পার্থক্য নির্দেশার্থ, উঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম বলিয়া, কখন কখন 'অংগিরস্তম' বলিত।

"সো অংগিরোভিরংগিরস্তমো ভূৎ"[২]

'তিনি (ইন্দ্র) অংগিরসগণের মধ্যে অংগিরস্তম হইলেন।'

একদেববাদ—বেদে অপর কোন কোন দেবতাকেও কখন কখন 'অংগিরস' কিংবা 'অংগিরস্তম' বলা হইয়াছে, দেখা যায়। যথা, অশ্বিনীদ্বয়কে 'অংগিরস'[৩] এবং উষাকে 'অংগিরস্তমা'[৪] বলা হইয়াছে। পূর্বোক্ত প্রকারে বলা যাইতে পারে যে মহর্ষি অংগিরস ঐ সকল দেবতাগণেরও উপাসনায় সিদ্ধ হইয়াছিলেন,—উহাঁদেরও সহিত ঐকাত্ম্য উপলব্ধি করিয়াছিলেন। অথবা, তাহার রহস্য ভিন্নও হইতে পারে।

আচার্য সায়ন লিখিয়াছেন, অশ্বিনীদ্বয় অংগিরসের গোত্রজ, সেইহেতু 'অংগিরস; 'অংগি' ধাতু গতিবাচক; সুতরাং 'অংগিরস' শব্দের অর্থ 'গন্তৃ' উষা গন্তৃতমা বলিয়া অংগিরস্তমা'। অথবা, যেমন 'অনুক্রমণিকা'য় উক্ত হইয়াছে, অংগিরস গোত্রীয় ভরদ্বাজের সহিত রাত্রির উৎপত্তি হয়, সেইহেতু রাত্রি 'অংগিরস'; রাত্রির অবসানই উষা; সুতরাং, সায়ন বলেন, উষা 'অংগিরস্তমা'।

আমরা অন্যত্র দেখাইয়াছি যে[৫] বৈদিক ঋষিগণ একদেববাদে উপনীত হন। বেদে অগ্নি, ইন্দ্র, প্রভৃতি বহু দেবতার উল্লেখ থাকিলেও, দেবতাগণের সংখ্যাও কখন কখন নির্দিষ্ট হইলেও, তাঁহারা উপলব্ধি করেন যে দেবতা বস্তুতঃ বহু নহেন, একই; প্রকৃত পক্ষে, একই পরম দেবতা অগ্নি, ইন্দ্র, প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত হইতেন। মহর্ষি অঙ্গিরা ঐ পরমদেবতার সহিত অভেদ উপলব্ধি করেন; তাঁহার নিজের কথায় বলিতে ঐ পরমদেবতা হন।[৬] সেইহেতু ঐ পরম দেবতাকে ঋষিগণ কখন 'অঙ্গিরা' বলিতেন।

ব্রহ্মবিদ্যাবিৎ—'মুণ্ডকোপনিষদে' ব্যাখ্যাত ব্রহ্মবিদ্যার বংশপরম্পরায় মহর্ষি অঙ্গিরার নাম আছে। কথিত হইয়াছে যে বিশ্বের কর্তা এবং গোপ্তা ভগবান ব্রহ্মা আপন জ্যেষ্ঠ পুত্র অথর্বাকে "সর্ববিদ্যার প্রতিষ্ঠা ব্রহ্মবিদ্যা" উপদেশ করেন; অনন্তর

---

১) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১০।১৪।৬; বাজসং (মাধ্য), ১৯।৫০; তৈত্তিসং, ২।৬।১২।৬

২) ঋক্‌সং, ১।১০০।৪; আরও দেখ—ঋক্‌সং ১।১৩০।৩

৩) ঋক্‌সং, ১।১১২।১৮   ৪) ঋক্‌সং, ৭।৭৫।১; ৭।৭৯।৩

৫) প্রাচীন অদ্বৈত-কাহিনী, ১ম খণ্ড,   ৬) পরে দেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অথর্বা—) অংগির বা অংগী—) ভরদ্বাজ সত্যবাহ—) অংগিরস—) শৌনক পর পর উহার উপদেশ করেন।[১] সুতরাং মহর্ষি অংগিরাই 'মুণ্ডকোপনিষদে'র বক্তা।[২]

মহর্ষি অংগিরা বলেন, ব্রহ্মবিদ্যা পরা ও অপরা ভেদে দ্বিবিধ; ঋগ্‌বেদাদি বিধিনিষেধ-মাত্রপরা বিদ্যা অপরা; আর যাহার দ্বারা অক্ষরকে (ব্রহ্মকে) জানা যায়, তাহা পরা।[৩] অক্ষর ব্রহ্মের স্বরূপ নির্দেশ করিতে গিয়া তিনি বলেন, ব্রহ্ম "ভূতযোনি" (অর্থাৎ চরাচর জগতের কারণ)।[৪] অনন্তর তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদ করিয়াছেন। যেমন মাকড়সা হইতে জাল উৎপন্ন হয়, যেমন পৃথিবী হইতে ব্রীহ্যাদিস্থাবরান্ত ওষধীসমূহ উৎপন্ন হয় এবং যেমন জীবিত পুরুষ হইতে কেশলোমাদি উৎপন্ন হয়, "তেমন ইহসংসারে অক্ষর হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হয়।[৫] তিনি ঐ বিষয়ে অগ্নি হইতে বিস্ফুলিংগসমূহের উৎপত্তির দৃষ্টান্তও দিয়াছেন।[৬] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান উভয়ই কারণ।[৭] তাহাতে ইহাও সিদ্ধ হয় যে এই জগৎপ্রপঞ্চ বস্তুত ব্রহ্মই। মহর্ষি অংগিরা অতি স্পষ্টবাক্যে তাহা বলিয়াছেন,—

"পুরুষ এবেদং বিশ্বং কর্ম তপো ব্রহ্ম পরামৃতম্।"[৮]

'এই সমস্ত জগৎ, (অগ্নিহোত্রাদি সমস্ত) কর্ম এবং তপ (বা জ্ঞান) পুরুষই;—উহাই পরম অমৃত স্বরূপ ব্রহ্ম।'

"ব্রহ্মৈবেদমমৃতং পুরস্তাদ্‌ব্রহ্ম দক্ষিণতশ্চোত্তরেণ।
অধশ্চোর্ধ্বং চ প্রসৃতং ব্রহ্মৈবেদং বিশ্বমিদং বরিষ্ঠম্॥"[৯]

'এই অমৃত ব্রহ্মই আগে, ব্রহ্মই পিছে, ব্রহ্মই দক্ষিণে ও বামে, তথা ব্রহ্মই উপরে ও নীচে প্রসৃত। এই সারা জগৎ সর্বশ্রেষ্ঠ ব্রহ্মই।' সুতরাং মহর্ষি অঙ্গিরা জগদ্‌ব্রহ্মবাদী।

ব্রহ্মের "চক্ষু নাই, শ্রোত্র নাই, হাত নাই, পাদ নাই"; প্রাণ নাই ও মন নাই"! অর্থাৎ রূপ বা আকার নাই। তিনি "অবর্ণ" ও "অমূর্ত"।[১০] সুতরাং তিনি নিরাকার। তাঁহাকে "বিভু এবং সর্বগত"[১১] বলাতেও তাহা সিদ্ধ হয়। তাঁহার স্বরূপ অতীব সূক্ষ্ম ("সুসূক্ষ্মম্", "অণুসমূহ হইতেও অণুতের)"।[১২] সুতরাং ইন্দ্রিয় দ্বারা তাহাকে গ্রহণ করা যায় না,—জ্ঞানেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও নহে, কর্মেন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও নহে।[১৩] [অক্ষর "চক্ষু দ্বারা

---

১) মুণ্ডকউ, ১।১।১-৩

২) উহার অন্তে উক্ত হইয়াছে "সেই এই সত্যকে পুরাকালে অঙ্গিরা ঋষি (শৌনককে) বলিয়াছিলেন। (মুণ্ডকউ, ৩।২।১১

৩) ঐ, ১।১।৪-৫ ৪) ঐ, ১।১।৬'২

৫) ঐ, ১।১।৭ ৬) ঐ, ২।১।১

৭) ভগবান বাদরায়ণও তাহা বলিয়াছেন। (ব্রহ্মসূ, ১।৪।২৭) তিনি আরও বলিয়াছেন যে 'মুণ্ডকোপনিষদ্' ব্রহ্মবিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা হইতেও তাহা সিদ্ধ হয়। (ঐ ১।৪।২৩)

৮) মুণ্ডকউ, ২।১।১০ ৯) ঐ, ২।২।১১

১০) দেখ—ঐ, ১।১।৬, ২।১।২ ১১) ঐ, ১।১।৬

১২) ঐ, ২।২।২ ১৩) "অদ্রেশ্যমগ্রাহ্যম্"—(ঐ, ১।১।৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহীত হয় না,[১] বাণী দ্বারাও নহে, অন্য ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারাও নহে," তিনি "অচিন্ত্যরূপ"[২] আবার প্রকারান্তরে বলিয়াছেন ব্রহ্ম বিরাট্ পুরুষ—দ্যুলোক তাঁহার মস্তক, চন্দ্র ও সূর্য তাঁহার নেত্রদ্বয়, ইত্যাদি।[৩] তিনি বৃহৎ হইতেও বৃহত্তর, সূক্ষ্ম হইতেও সূক্ষ্মতর; দূর হইতেও সুদূরে, নিকট হইতেও নিকটতর; সুতরাং অচিন্ত্যরূপ।[৪]

প্রকৃত পক্ষে, "ব্রহ্ম বিরজ ও নিষ্কল।"[৫] উহা সত্য, আনন্দ ও অমৃত; অর্চিমৎ বা স্বপ্রকাশ।[৬] সংক্ষেপে সচ্চিদানন্দ। তাঁহার স্বরূপ নিত্য, অক্ষর ও অব্যয়।[৭]

মহর্ষি অংগিরা বলেন, যে অক্ষর পুরুষকে জানে

"সোঽবিদ্যাগ্রন্থিং বিকিরতীহ"[৮]

'সেই ইহলোকেই (অর্থাৎ জীবিত থাকিতেই) অবিদ্যা-গ্রন্থিকে বিশেষভাবে ছিন্ন করে;' সে অবিদ্যারূপ অন্ধকারের পর পারে গমন করে।[৯]

"ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥"[১০]

পরাবর তিনি দৃষ্ট হইলে ইহার (জীবের) হৃদয়গ্রন্থি (অর্থাৎ হৃদয়াশ্রিত অবিদ্যাগ্রন্থি) ভিন্ন হয়; সমস্ত সংশয়সমূহ ছিন্ন হয়; সমস্ত কর্ম ক্ষয় হয়।' তখন জীব 'বীতশোক' হয়।[১১]

"তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয়
নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি।"[১২]

তখন বিদ্বান্ পুণ্য ও পাপ (সর্ববিধ কর্ম) বিধৌত করত নিরঞ্জন হয় এবং (অক্ষর ব্রহ্মের সহিত) পরম সাম্য লাভ করেন।'

"কর্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চ আত্মা
পরেঽব্যয়ে সর্ব একীভবন্তি।"[১৩]

'কর্মসমূহ এবং বিজ্ঞানময় আত্মা সমস্তই অব্যয় পরব্রহ্মে একত্ব প্রাপ্ত হয়।' অতঃপর সমুদ্রে নিপতিত নদীর দৃষ্টান্ত দিয়া তাহা বর্ণিত করা হইয়াছে।[১৪] এই প্রকারে জানা যায় যে মহর্ষি অংগিরার মতে মুক্ত জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কোন ভেদ থাকে না; মুক্ত জীবের ব্যক্তিত্ব আর থাকে না, সে ব্রহ্মই হইয়া যায়। তিনি অতঃপর অতীব স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলিয়াছেন,—

"স যো হ বৈ তৎ পরমং ব্রহ্ম বেদ ব্রহ্মৈব ভবতি……। তরতিশোকং তরতি পাপ্মানং গুহাগ্রন্থিভ্যো বিমুক্তোঽমৃতো ভবতি।"[১৫]

'যে ঐ পরম ব্রহ্মকে জানে সে নিশ্চয় পরম ব্রহ্মই হয়……। সে শোক পার হয় এবং পাপ পার হয়; হৃদয়গুহাশ্রিত অবিদ্যাগ্রন্থিসমূহ হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হয়।'

---

১) মুণ্ডকউ, ৩।১।৮ ২) ঐ, ৩।১।৭ ৩) ঐ, ২।১।৪
৪) ঐ, ৩।১।৭ ৫) ঐ, ২।২।৯
৬) ঐ, ২।২।৭ ৭) ঐ, ১।১।৫,৬; ১।২।১০
৮) ঐ, ২।১।১০ ৯) ঐ, ২।২।৬
১০) ঐ, ২।২।৮
১১) ঐ; ৩।১।২ ১২) ঐ, ৩।১।৩
১৩) ঐ, ৩।২।৭ ১৪) ঐ, ৩।২।৮ ১৫) ঐ, ২।২।৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপরের বিবৃতি হইতে মনে হইতে পারে যে, মহর্ষি অংগিরার মতে, ব্রহ্ম জগদ্রূপ প্রাপ্ত হন। পরন্তু তাহাতে এই শঙ্কা করা যাইতে পারে যে যদি তিনি ইহা মানিতেন যে ব্রহ্মা সত্য সত্যই বস্তুত জগৎ রূপে পরিণাম প্রাপ্ত হন, তবে তাঁহাকে অক্ষর ও অব্যয় বলিয়াছেন কি প্রকারে? পরিণামী বস্তুকে অক্ষর ও অব্যয় বলা যায় কি? মহর্ষি অংগিরা বার বার বলিয়াছেন যে ব্রহ্ম সত্য।[১] জগৎও সেই প্রকার সত্য কি না মিথ্যা—তাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে কিংবা অসাক্ষাদ্‌ভাবে না বলাতে ঐ সম্বন্ধে তাঁহার মত নিরূপণ করা যায় না।

পরজ্ঞান—'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে মহর্ষি অংগিরা শূরসেন দেশের অধিপতি চিত্রকেতুকে "পরজ্ঞান" উপদেশ করেন। তিনি বলেন

"এই প্রকারে স্ত্রী, গৃহ, ধন, বিবিধ ঐশ্বর্যসম্পদ, শব্দাদি বিষয়সমূহ, রাজ্যবিভূতিসমূহ, পৃথিবী, রাজ্য, বল, কোশ, ভৃত্য, অমাত্য, ও সুহৃদ্‌জনগণ—এই সকলই, হে শূরসেন, চঞ্চল, শোক, মোহ, ভয়, ও দুঃখ প্রদায়ক। উহারা গন্ধর্ব-নগর সদৃশ,—স্বপ্ন, মায়া, ও মনোরথ (সদৃশই)। উহারা অর্থ ব্যতীতই (অর্থাৎ বস্তুত না থাকিয়াও) (অজ্ঞানাবস্থায়) দৃশ্যমান হইয়া থাকে, (আর জ্ঞানোদয়ে) দৃষ্ট হয় না; উহারা মনোভাব (মাত্র)। কর্মসমূহ দ্বারা ধ্যানকারী মন হইতে নানা কর্মসমূহ উৎপন্ন হইয়াছে। দেহীর এই দেহ দ্রব্য (পঞ্চমহাভূত), জ্ঞান ও ক্রিয়া আত্মক; উহা দেহীকে ক্লেশ ও সন্তাপ প্রদানকারী বলিয়া কথিত হয়।

'তস্মাৎ স্বস্থেন মনসা বিমৃশ্য গতিমাত্মনঃ।
দ্বৈতে ধ্রুবার্থবিশ্রম্ভং ত্যজোপশমমাবিশ॥'[২]

সুতরাং তুমি স্বস্থ চিত্তে আত্মার সরূপ বিচার করত (পরিদৃশ্যমান এই) দ্বৈত (জগতে) নিত্যত্ব ও বাস্তবত্ব বুদ্ধি পরিত্যাগ কর এবং উপশম লাভ কর।"[৩] তিনি আরও বলেন,

"অজ ভূতপতি, কোন কিছুর অপেক্ষা না করিয়াও (অর্থাৎ কোন প্রয়োজন ব্যতীতও) বালকের ন্যায় স্বস্থই অস্বতন্ত্র প্রাণিগণের দ্বারা (অপর) প্রাণিগণকে সৃজন করেন, পালন করেন, এবং সংহার করেন। হে রাজন্‌! যেমন (এক) বীজ হইতে (অপর) বীজ উৎপন্ন হয়, তেমন (এক) দেহীর (=পিতার) দেহ দ্বারা (অপর) দেহীর (=মাতার) দেহ হইতে (অন্য) দেহীর (=পুত্রের) দেহ উৎপন্ন হয়। দেহী অর্থের (=পরমার্থ সত্য বস্তুর, কিংবা ঘটাদিকার্যে মৃত্তিকার) ন্যায় শাশ্বত। (পরন্তু)

'দেহদেহিবিভাগোঽয়মবিবেককৃতঃ পুরা।
জাতিব্যক্তিবিভাগোঽয়ং যথা বস্তুনি কল্পিতঃ।'[৪]

'যেমন (একই) বস্তুতে জাতি ও ব্যক্তি বিভাগ কল্পিত হয়, তেমন এই দেহ-দেহী-বিভাগ পুরাকালে অবিদ্যা বশতঃ কল্পিত হইয়াছে।"[৫]

ইহার পর আর কোন সন্দেহ থাকে না যে মহর্ষি অংগিরা এই দ্বৈতাত্মক জগৎ

---

১) যথা দেখ—ঐ, ১।২।১৩ ; ২।২।২ ; ইত্যাদি
২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।১৫।২৬
৩) ঐ, ৬।১৫।২১.২—২৬
৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৬।১৫।৮
৫) ঐ, ৬।১৫।৬-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রপঞ্চকে বাস্তব সত্য বা পরমার্থ সত্য বলিয়া মনে করিতেন না। সুতরাং উহা গন্ধর্বনগর, স্বপ্ন, মায়া প্রভৃতির ন্যায় মিথ্যাই।

['বিষ্ণু]ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি অংগিরা কর্তৃক রাজা চিত্রকেতুকে উপদিষ্ট ঐ পরজ্ঞান ভগবান সঙ্কর্ষণেরই "অনুশাসন" অর্থাৎ সাত্বত-শাস্ত্রই।[১] সুতরাং অগিংরা সাত্বতশাস্ত্রের উপদেষ্টা এবং উহা অদ্বৈতপরক।

বেদে শ্রদ্ধা—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে মহর্ষি অংগিরা অতি প্রসিদ্ধ যজ্ঞাকর্তা ছিলেন এবং তদর্বাক যজ্ঞ কর্তাদিগের একজন আদর্শ ছিলেন; তাহা হইতে অনায়াসে বুঝা যায় যে তিনি বেদের প্রতি প্রগাঢ় শ্রদ্ধা সম্পন্ন ছিলেন। 'মুণ্ডকোপনিষদে' তিনি যদিও বেদকে এবং বেদাংগসমূহকে অপরা বিদ্যা বলিয়াছেন, সংগে সংগে ইহাও বলিয়াছেন, তত্রোক্ত কর্মসমূহ সত্য সত্যই ফলপ্রদ এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভার্থ উহাদের অনুষ্ঠান অবশ্যই করিতে হইবে। "কবিগণ মন্ত্রসমূহে যে সকল কর্ম সাক্ষাৎকার করিয়াছেন, সেই সকল সত্য। ······সত্যকামা হইয়া সেই সকল নিত্য আচরণ কর। লোকে ইহাই তোমাদের সুকৃতের পন্থা।"[২] উহাদের অনুষ্ঠান দ্বারা স্বর্গলোক লাভ হয়, এমন কি ব্রহ্মলোকও লাভ হয়।[৩] 'মহাভারতের' মতে, মহর্ষি অংগিরা "বেদপঠিত শাশ্বত ধর্মে" স্থিত ঋষিগণের অন্যতম।[৪] তিনি বলেন, "নাস্তি বেদাৎ পরং শাস্ত্রং" ['বেদ হইতে শ্রেষ্ঠ শাস্ত্র নাই]।[৫]

ব্রাহ্মণে শ্রদ্ধা—ব্রাহ্মণ বেদের ও বৈদিক ধর্মের রক্ষক। সুতরাং বেদপন্থিগণ ব্রাহ্মণেরও শ্রদ্ধাপরায়ণ। মহর্ষি অংগিরা বলেন, "ব্রাহ্মণগণ হইতে পাবন অন্য কিছু ইহলোকে, কিংবা পরলোকে নাই।"[৬]

উপবাস-ব্রত—অগ্‌নিসম্ভব ভগবান্ অংগিরা ঋষি মনে করেন যে উপবাস-ব্রত পালন দ্বারাও যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ হয়; বিশেষ বিশেষ বিধিতে উপবাস-ব্রত পালন করিলে বিশেষ বিশেষ যজ্ঞের অনুষ্ঠানের ফল লাভ হয় এবং স্বর্গে বিশেষ বিশেষ ফল ভোগ হয়। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রতিদিন প্রাতে ও সন্ধ্যায় একবার মাত্র ভোজন করে, অন্য সময়ে ভোজন করে না,—এমন কি জলও পান করে না; তথা অহিংসা-নিরত থাকিয়া নিত্য অগ্‌নিতে হবন করে; সে ছয় বর্ষে সিদ্ধিলাভ করে,—অগ্‌নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে। এক হাজার বৎসর ব্রহ্মলোকে থাকিয়া নানা সুখ ভোগ করে।[৭] যে এক বৎসর পর্যন্ত দিনে একবার মাত্র আহার করে, সে অতিরাত্র যজ্ঞের ফল লাভ করে এবং দশ হাজার বৎসর স্বর্গে বাস করে।[৮] যে তিন বৎসর পর্যন্ত দিনে একবার মাত্র ভোজন করে, সে অগ্‌নিষ্টোম যজ্ঞের ফল লাভ করে।[৯] যে এক বৎসর পর্যন্ত দ্বিতীয় দিনে একবার মাত্র ভোজন করে, পরন্তু প্রতিদিন অগ্‌নিতে হবন করে, সে অগ্‌নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হয়।[১০] ইত্যাদি।[১১]

---

১) ঐ, ৬।১৬।৫০ ২) মুণ্ডকউ, ১।২।১
৩) ঐ, ১।২।৫-৬ ও ১০-১ দেখ ৪) মহাভা, ১২।১৬৬।২১—
৫) মহাভা, ১৩।১০৬।৬৫·১ ৬) মহাভা, ১৩।১০৬।৬৬·১
৭) মহাভা, ১৩।১০৬।৩৫—৩৯·১; ১০৭।৬·২—৯·১
৮) মহাভা, ১৩।১০৬।৩৯·২—৪১·১ ৯) মহাভা, ১৩।১০৭।৯·২-১২
১০) মহাভা, ১৩।১০৭।১৩-৫ ১১) মহাভা, ১৩।১০৬।৪১·২—; ১০৭।১৬—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈদিক যজ্ঞসমূহ যথাবিধি সুসম্পন্ন করিতে হইলে বহু উপকরণ ও সামগ্রী একত্রিত করিতে হয়। তাহার জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন, বহু সহায়ক লোকজনেরও প্রয়োজন। সুতরাং ধনী ব্যক্তিগণই—রাজগণ বা রাজপুত্রগণই ঐ সকল করিতে পারে। যাহারা দরিদ্র যাহাদের যথোচিত অর্থ নাই, সাহায্যকারী লোকজনও নাই, তাহারা বৈদিক যজ্ঞসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতে পারে না।[১] তাহারাও যাহাতে যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করিতে পারে, সেই উদ্দেশ্যেই মহর্ষি অংগিরা ঐ উপবাস বিধি প্রবর্তিত করেন।[২] দরিদ্র মনুষ্যগণ ঐ বিধি অনুযায়ী হইয়া উপবাস-ব্রত পালন করত যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল লাভ করে এবং স্বর্গে গমন করে।[৩] ঐ বিধিকে "যজ্ঞসমূহের উপবাসফলাত্মক উত্তম বিধি"ও বলা হয়।[৪]

ঐ উপবাস বিধির প্রশংসার্থ, অর্থবাদরূপে, বলা হয় যে "তথা উপবাসসমূহের তুল্য তপস্যা কর্ম নাই। দেবতাগণ বিধিবৎ উপবাস করতই ত্রিদিব প্রাপ্ত হন। ঋষিগণ উপবাস-সমূহ দ্বারাই পরা সিদ্ধি প্রাপ্ত হন।" ইত্যাদি।[৫]

অহিংসা—উপবাস-ব্রতের বিধি বর্ণনায় মহর্ষি অংগিরা কখন কখন কখন বলিয়াছেন যে "অহিংসানিরত থাকিয়া অগ্‌নিতে হবন করত" ব্রত পালন করিতে হইবে।[৬] সুতরাং তিনি অহিংসা-বাদী ছিলেন।

আত্মজ্ঞানীর পূজা—মহর্ষি অংগিরার মতে, আত্মজ্ঞ পুরুষের অর্চনা করা সমস্ত কল্যাণ-কামী ব্যক্তিগণেরই উচিত,—যেমন সকাম ব্যক্তিগণের, তেমন অকাম (বা নিষ্কাম) ব্যক্তি-গণেরও উচিত। কেননা, আত্মজ্ঞ পুরুষের সত্ত্ব বিশুদ্ধ হয়, তাহাতে তিনি সত্যকাম ও সত্যসঙ্কল্প হন। সুতরাং তাঁহার মনে যে কোন কামনা,—ইহজীবনে যেই যেই ভোগৈশ্বর্যসমূহ প্রাপ্তির, তথা দেহান্তে যেই যেই লোক প্রাপ্তির কামনা, যদৃচ্ছাবশে স্বতঃ উদয় হয়, কিংবা পূর্ব পরহিতে রতি বৃত্তির উদ্রেক বশতঃ তিনি স্বেচ্ছায় করেন,[৭] তাহা নিশ্চয় সফল হয়,—যাহার জন্য ঐ সকল বস্তু প্রাপ্তির কামনা হয়, সে সেই সমস্ত নিশ্চয় প্রাপ্ত হয়। সেই হেতু ভূতিকাম ব্যক্তি আত্মজ্ঞ পুরুষকে অর্চনা করিবেক।[৮] কেননা, তাহার সেবাপূজা দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আত্মজ্ঞ পুরুষ যদি তাহার জন্য কিছু কামনা করে, তবে উহা তাহার

---

১) মহাভা, ১৩।১০৭।১-৪ দেখ ২) দেখ—মহাভা, ১৩।১০৭।৫'২-৬'১ ; ১০৬।৭০-২

৩) মহাভা, ১৩।১০৭।১৪১-২— ৪) মহাভা, ১৩।১০৭।১৪০'২-২৪'১'১

৫) মহাভা, ১৩।১০৬।৬৬'২—৬৭—"তপো নানশনাৎ পরম্" (১৩ ১০৬।৬৫'২ ; ১২।১৬১।১০'২)

৬) যথা দেখ—মহাভা, ১৩।১০৬।৩৫'২,৪২'১ ; ১০৭।৭'১, আরও দেখ—১০৭।২৩'২, ৩৪'১

৭) মহর্ষি অঙ্গিরার মতে, আত্মজ্ঞ পুরুষ "আত্মরতি" হন (মুণ্ডকউ, ৩।১।৪), অপর কোন বিষয়ে তাহার রতি থাকে না। তাই কোন বিষয় লাভের কামনাও তাহার থাকে না। তিনি "আপ্তকাম" হন। (ঐ, ৩।১।৬) "পর্যাপ্তকামস্ত কৃতাত্মনস্ত্বিহৈব সর্বে প্রবিলীয়ন্তে কামাঃ" ('পরন্তু পর্যাপ্তকাম কৃতাত্মা পুরুষের সমস্ত কামনা ইহ শরীরে বর্তমান থাকিতেই প্রকৃষ্টরূপে বিলীন হয়')। (ঐ, ৩।২।২) "অভিপ্রায় এই যে উহাদের উৎপত্তির হেতু বিনষ্ট হয় বলিয়া কামসমূহ আর উৎপন্ন হয় না।" (শঙ্করাচার্য)। তাই বলা হইয়াছে যে আত্মজ্ঞ পুরুষের মনে কামনা, হয়ত যদৃচ্ছাবশতঃ, কিংবা পূর্বের পরাহিতে রতি বৃত্তির উদ্রেক বশতঃ, কখনও হয়।

৮) আচার্য শঙ্কর বলিয়াছেন, ঐ অর্চনা বা পূজা "পাদপ্রক্ষালন, শুশ্রূষা, নমস্কার, প্রভৃতি দ্বারা" করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিশ্চয় লাভ হইবে। পরন্তু সকাম পুরুষ জন্মমৃত্যুর চক্র হইতে মুক্ত হয় না। কেননা, সে আপন কামসমূহ ভোগের অনুকূল স্থানে জন্ম গ্রহণ করে। ঈপ্সিত পরলোকে অভীষ্ট ভোগৈশ্বর্যসমূহ ভোগের পর তাহাকে আবার ইহসংসারে প্রত্যাবর্তন করিতে হয়। যে অকাম বা নিষ্কাম ভাবে আত্মজ্ঞ পুরুষকে উপাসনা করে, সে পুনর্জন্মকে অতিক্রম করে।[১]

ভাগবতধর্মের নিষ্কাম-কর্ম-বাদের বীজ মহর্ষি অংগিরার এই মতে পাওয়া যায়। পরবর্তী কালে ভাগবতধর্মে ভগবানের ভক্তকে পূজার যে অত্যধিক মহিমা খ্যাপিত হয়, উহার কোন কোন শাখায়—যে এমন কি ভগবানের পূজা হইতেও ভক্তের পূজা শ্রেষ্ঠতর বলিয়া মানা হয়,[২] তাহার মূলও ঐ মতে নিহিত আছে।

অঙ্গিরসগণ

'বৃহদ্দেবতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে অংগিরস্ মুনি, ইন্দ্রসম পুত্র লাভ করিতে ইচ্ছুক হইয়া, ইন্দ্রের উপাসনা করেন। ঋষির যোগিত্ব হেতু ইন্দ্র স্বয়ং তাঁহার পুত্র হইয়া জন্মগ্রহণ করেন। ঐ পুত্রের নাম সব্য।[৩] 'সর্বানুক্রমণী'তেও ঐ ইতিহাসের উল্লেখ আছে।[৪] সায়ন লিখিয়াছেন, "জগতে মৎসম অপর কেহ না হউক৯—এই ভাবিয়াই ইন্দ্র স্বয়ং মহর্ষি অংগিরার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন।[৫] যাহা হউক, সব্য "ইন্দ্র" (বা ইন্দ্রেরই রূপবিশেষ)।[৬] সব্য অংগিরস্ 'ঋগ্বেদে'র ১ম মণ্ডলের ৫১-৭ তম সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি। 'বৃহদ্দেবতা'র অন্যত্র আছে, বৃহস্পতি ঋষিও অংগিরা ঋষির পুত্র।[৭]

'মহাভারতে'র এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি অঙ্গিরার তিন পুত্র,—উতথ্য (বা উচথ্য), বৃহস্পতি এবং সংবর্ত।[৮] অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে অঙ্গিরার আট পুত্র—উতথ্য (বা উচথ্য), বৃহস্পতি, পয়স্য, শান্তি, খোর, বিরূপ, সংবর্ত এবং সুধন্বা।[৯] 'মহাভারতে' উক্ত অঙ্গিরা-নন্দন পয়স্যই বোধ হয় বেদে উক্ত "অয়াস্য অঙ্গিরস",[১০] যিনি 'ঋগ্বেদে'র ৯।৪৪-৬ ও ১০-৬৭-৮ সূক্তের দ্রষ্টা ঋষি।

'মহাভারতে' অপর এক স্থলে বিবৃত হইয়াছে যে ব্রহ্মার তৃতীয় পুত্র অঙ্গিরা ঋষির স্ত্রীর নাম শুভা; তাঁহাদের সাত পুত্র—বৃহৎকীর্তি, বৃহজ্জ্যোতি, বৃহদ্ব্রহ্মা, বৃহন্মনা, বৃহন্মন্ত্রী, বৃহদ্ভাস ও বৃহস্পতি; এবং আট কন্যা—যথাক্রমে ভানুমতী, রাগা, সিনীবালী, অর্চিষ্মতী, হবিষ্মতী, মহিষ্মতী, মহামতী, এবং কুহূ বা একাংশা।[১১] 'বৃহদ্দেবতা'য় শাশ্বতী নামে মহর্ষি অঙ্গিরার এক কন্যার উল্লেখ আছে।[১২] উনি 'ঋগ্বেদে'র ৮।১।৩৪ মন্ত্রের দ্রষ্টা। উহাতে

---

১) মুণ্ডকউ, ৩।১।১০ ; ৩।২।১-২ ২) পূর্বে দেখ।

৩) বৃহদ্দেবতা, ৩।১২৫

৪) "অঙ্গিরা ইন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্নভ্যধাৎ। সব্য ইতীন্দ্র এবাস্য পুত্রোঽজায়ত।" (সর্বানুক্রমণী)

৫) ঋক্‌সং, ১।৫১ সূক্তের সায়ন-কৃত ভাষ্যের উপোদ্ঘাত।

৬) বৃহদ্দেবতা, ৩।১৪'২, ১১৬ ৭) ঐ, ৫।১০২'১

৮) মহাভা, ১।৬৬।৫ ৯) মহাভা, ১৩।৮৫।১৩০—১

১০) ঋক্‌সং, ১০।১০৮।৮ ; আরও দেখ—ঋক্‌সং, ১।৬২।৩, ১০।৬৭।১ ; প্রভৃতি।

উপনিষদে বিবৃত হইয়াছে যে অঙ্গিরা ও বৃহস্পতি ঋষির ন্যায় অয়াস্য অঙ্গিরস ঋষিও প্রাণকে উদ্গীথ রূপে উপাসনা করেন; তাহাতে লোকে প্রাণকে অয়াস্য বলিয়া মানে। (ছান্দোগ্যউ, ১।২।১২ ; বৃহউ, ১।৩।৮, ১৯

১১) মহাভা, ৩.২১৮।১-৮

১২) বৃহদ্দেবতা, ২।৮৩ ও ৬।৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার নামোল্লেখ আছে। তিনি মেধ্যাতিথি কাণ্বের পত্নী ছিলেন। মেধ্যাতিথি ৮।১।৩-৩৯ মন্ত্রের এবং ৮।৩ ও ৩৩ সূক্তের দ্রষ্টা। 'মহাভারতে' উক্ত অঙ্গিরা-নন্দন বৃহন্মনা 'ঋগ্বেদে'র মন্ত্র-দ্রষ্টা বৃহন্মতি অঙ্গিরস হইতে পারেন।[১]

'মহাভারতে'র বৃহস্পতি অঙ্গিরা প্রথম পুত্র।[২]

মহর্ষি অঙ্গিরার বংশজগণ বেদে 'অঙ্গিরসগণ' বা 'আঙ্গিরসগণ' বলিয়া প্রখ্যাত। নাভানেদিষ্ঠ মানব এই বলিয়া তাঁহাদিগকে স্তুতি করিয়াছেন,—

"যাঁহারা যজ্ঞ এবং দক্ষিণা দ্বারা ইন্দ্রের সখ্য, তথা অমৃতত্ব, লাভ করিয়াছেন, হে অঙ্গিরসগণ, সেই তোমাদের কল্যাণ হউক। হে সুমেধাগণ, তোমরা এই মনুপুত্রকে প্রতিগ্রহণ কর।১

"যেই পিতৃগণ গবাত্মক বসুকে ঊর্ধ্বে গমন করান, এবং ঋত (বা ঋতভূত যজ্ঞ) দ্বারা পরিবৎসরে বল (নামক অসুরকে) ভিন্ন করেন, হে অঙ্গিরসগণ, সেই তোমাদের দীর্ঘায়ুত্ব হউক। হে সুমেধাগণ! তোমরা এই মনুপুকে প্রতিগ্রহণ কর।

"যাঁহারা ঋত দ্বারা সূর্যকে দ্যুলোকে আরোহণ করান, এবং মাতা পৃথিবীকে বিশেষরূপে (কিংবা বিবিধরূপে) প্রথিত করেন, হে অঙ্গিরসগণ, সেই তোমাদের সুপ্রজাত্ব হউক। হে সুমেধাগণ, তোমরা এই মনুপুত্রকে প্রতিগ্রহণ কর।৩

"হে দেবপুত্র ঋষি অঙ্গিরসগণ, এই নাভা (-নেদিষ্ঠ) তোমাদিগের গৃহে কল্যাণবাণী বলিতেছে। তাহা অতি আদরের সহিত শ্রবণ কর। তোমাদের সুব্রহ্মণ্য হউক। হে সুমেধাগণ, তোমরা এই মনুপুত্রকে প্রতিগ্রহণ কর।৪

"বিরূপ (নামক) যে ঋষিগণ, যাঁহারা নিশ্চয় গম্ভীরকর্মা, তাঁহারা নিশ্চয়ই অঙ্গিরসের পুত্রগণ। তাঁহারা অগ্নি হইতে সর্বতোভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন।৫

"যে বিরূপগণ স্বতেজ দ্বারা দীপ্যমান অগ্নি হইতে সর্বতোভাবে উৎপন্ন হইয়াছেন, (তাঁহাদের মধ্যে যে) নবগ্ব ও দশগ্ব, ঐ দেবগণে সহাবস্থিত অঙ্গিরসত্তম (=অগ্নি) আমাকে ধন প্রদান করুন।৬"[১]

ইহা লক্ষ্য করা কর্তব্য যে এই স্তুতিতে নাভানেদিষ্ঠ মানব অঙ্গিরসগণকে "দেবপুত্রা ঋষয়ঃ" ('দেবপুত্র ঋষিগণ') বলিয়াছেন।[৩] অপরে উহাঁদিগকে "দিবস্পুত্রাসঃ" ('দ্যুলোকের বা স্বর্গের পুত্রগণ') বলিয়াছেন।[৪] অয়াস্য আঙ্গিরস ঋষি বলিয়াছেন, "দিবের, তথা অসুরের, পুত্রগণ, বীর অঙ্গিরসগণ, ঋতকে স্তুতিকারী, ঋজুকে (বা কল্যাণকে) ধ্যানকারী, বিপ্রের (বা বেদজ্ঞের)

---

১) বৃহদ্মতি অঙ্গিরস ঋষি 'ঋগবেদে'র ৯।৩৯—৪০ সূক্তের দ্রষ্টা।

২) "রাজন্ বৃহস্পতির্নাম তস্যাপ্যংগিরসঃ সুতঃ॥
স্তাত্বা প্রথমজং তং তু বহ্নেরাঙ্গিরসং সুতম্।"—(মহাভা' ৬।২২১।১৮'২—১৯'১)

৩) ঋক্‌সং, ১০।৬২।১-৬ 'বৃহদ্দেবতা'য় (৭'১০২'২-৩) উক্ত হইয়াছে ঋষি নাভানেদিষ্ঠ মানব অঙ্গিরসদিগের "জন্ম, কর্ম এবং ইন্দ্রের সহিত সখ্য কীর্তন করত স্তুতি করিয়াছেন।"

৪) ঋক্‌সং, ৩।৫৩।৭ ; ১০।৬৭।২ আরও দেখ—দিবস্পুত্রা অঙ্গিরসঃ" (ঐ, ৪।২।২৫)। অশ্বিনীদ্বয়কেও 'ঋগ্বেদে' কখন কখন "দিবো নপাতা" বলা হইয়াছে। (ঋক্‌সং ১।১৮২।১ ; ১।১৮৪।১ ; ১০।৬১।৪)। সূর্যও দ্যুলোকের পুত্র ("দিবস্পুত্রায় সূর্যায়"—ঋক্‌সং, ১০।৩৭।১ ; বাজসং (মাধ্য), ৪।৩৫ ; তৈত্তিসং, ১।২।৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদকে ধারণকারী, এবং যজ্ঞের ধাম প্রথমে মনন-কারী।[১] ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য বলিয়াছেন, "আঙ্গিরসগণ অর্চনীয় স্তুতিসমূহ দ্বারা ('অর্কেণ ব্রহ্মণা') সন্তই গো-সংঘসমূহ সৃষ্টি করেন এবং অন্ধকারসমূহ বিদীর্ণ করেন। তাহাতে তাঁহাদের দেবহূতি (=দেবস্তুতি) সত্য হয়।"[২] শক্তি ঋষির পুত্র পরাশর ঋষি বলিয়াছেন, "আমাদের পিতা অঙ্গিরসগণ উক্থসমূহ দ্বারা (অগ্নিকে স্তুতি করত) বলবান এবং দৃঢ়াঙ্গ অদ্রিকে (স্তুতি) রব দ্বারা ভগ্ন করিয়াছিলেন। বৃহতের মার্গ আমাদের জন্য করিয়াছিলেন। অহঃকে, স্বঃকে এবং (উহাদের) কেতুকে (অর্থাৎ আদিত্যকে), তথা গোসমূহকে, জানিয়াছিলেন।[৪] তাঁহারা ঋতকে ধারণ করেন এবং ইহাঁর (অগ্নির) কর্ম ধন করেন (অর্থাৎ বৃদ্ধি করেন)। তাঁহাদের হইতেই আর্যগণ ঋতকে ধারণ ও পোষণ করে, এবং অগ্নির কর্ম বিশেষরূপে (বা বিবিধরূপে) ভরণ করে; (অপর বিষয়ে) তৃষ্ণারহিত হইয়া ঐ সকল কর্মেই নিরত থাকে; এবং অন্ন দ্বারা দেবগণকে ও মনুষ্যগণকে বৃদ্ধি করে।"[৩] মহর্ষি বসিষ্ঠ মৈত্রাবরুণী বলিয়াছেন, অঙ্গিরসগণ যজ্ঞের ব্রহ্ম ছিলেন;[৪] তাঁহারা "তুরণ্যবঃ" অর্থাৎ 'যজ্ঞাদিকর্মসমূহে ত্বরিতগতি'; তাঁহারা সবিতাদেবের নিকট যাচ্ঞা করিয়া তাঁহার রত্ন প্রাপ্ত হন।[৫] শবর কাক্ষীবত ঋষি বলিয়াছেন, অঙ্গিরসগণ তপস্যা দ্বারা সরূপা, বিরূপা এবং একরূপা গোসমূহ (বা রশ্মিসমূহ) ইহলোকে করিয়াছিলেন।[৬]

নাভানেদিষ্ঠ মানব বলিয়াছেন যে অঙ্গিরসগণ "যজ্ঞ এবং দক্ষিণা দ্বারা ইন্দ্রের সখ্য, তথা অমৃতত্ব, লাভ করিয়াছেন।" বেদে দেখা যায়, তাঁহার সখা 'অঙ্গিরসগণ কর্তৃক স্তুত হইয়া' ("অঙ্গিরোভির্গৃণানঃ") বা উহাঁদের দ্বারা কথিত হইয়া ("বদদ্ভিঃ...অঙ্গিরোভিঃ") অর্থাৎ উহাঁদের প্রার্থনা দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইন্দ্র নানা কর্মসমূহ করেন। যথা,

(১) কিরণসমূহ দ্বারা অন্ধকারকে সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট করেন; ভূমির উচ্চনীচ প্রদেশ সমূহকে বিশেষরূপে প্রথিত করেন (অর্থাৎ বিষম ভূমিকে সম করেন)। পৃথিবীর উপরিস্থ অন্তরিক্ষলোককে ও দ্যুলোককে স্তম্ভিত করেন।[৭]

(২) বলকে ভিন্ন করেন। পর্বতের সুদৃঢ়ীকৃত দ্বারসমূহ উদ্‌ঘাটিত করেন।[৮]

(৩) অপের অদ্রিকে বিদারিত করেন,—যখন সরমা তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন; এবং গোত্রসমূহকে ভিন্ন করত প্রভূত অন্ন প্রাপ্ত করাইয়া মনুষ্যদিগকে আদর করেন।[৯]

(৪) বলকে নিহত করেন; এবং তাহার পুরসমূহকে সম্যক্‌রূপে বিলীন করেন।[১০]

(৫) মহৎ অর্ণবের ব্রতসমূহকে স্বমহিমা দ্বারা হিংসা করেন; এবং বহু উদকসমূহ নীচে নিপতিত করেন।[১১]

কখন কখন বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র "অঙ্গিরসবান্" (অর্থাৎ 'অঙ্গিরসগণের সহযোগে') বলকে ভিন্ন করেন,[১২] এবং গোসমূহ দূরে বিতাড়িত করেন।"[১৩] কখন কখন বলা হইয়াছে যে ইন্দ্র "অঙ্গিরসগণের জন্য" গোত্রকে অপাবৃত করেন;[১৪] ব্রজকে অপাবৃত করেন এবং উহাঁদিগকে

১) ঋক্স,, ১০।৬৭।২ ২) ঋক্‌সং, ৬।১৫।৫
৩) ঋক্‌সং, ১।৭১।২-৩ ৪) ঋক্‌সং, ৭।৮২।১
৫) ঋক্‌সং, ৭।৫৩।২ ৬) ঋক্‌সং ১০।১৬৯।২
৭) ঋক্‌সং, ১।৬২।৫ ৮) ঋক্‌সং, ২।২৫।৮ ৯) ঋক্‌সং, ৪।১৬।৮
১০) ঋক্‌সং, ৬।১৮।২ ১১) ঋক্‌সং, ১০।১১১।৪ ১২) ঋক্‌সং, ২।১১।২০
১৩) ঋক্‌সং, ৬।১৭।৬ ১৪) ঋক্‌সং, ১।৫১।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদান করেন ;[১] গুহায় লুক্কায়িত গোসমূহকে আবিষ্কার করেন, বলকে অধোদিকে প্রেরণ করেন, এবং উহাদিগকে ঊর্ধ্বে নীত করেন।[২] আবার কখন কখন বলা হইয়াছে যে ঐ সকল কর্ম অংগিরসগণেরই।[৩] তখন ইন্দ্রের নাম পৃথক্‌ভাবে উল্লিখিত হয় নাই।

ঐ সকল কর্মের তাৎপর্য এই মনে হয় যে কোন সময়ে দীর্ঘকাল ধরিয়া ভীষণ অনাবৃষ্টি হয়। তাহাতে অন্নের ও তৃণাদির অভাব হওয়াতে মনুষ্যগণের ও পশুগণের,—সমস্ত জীববর্গের মধ্যে হাহাকার উপস্থিত হয়। দেশের ও দশের ঐ ভীষণ বিপদের সময় অংগিরসগণ ইন্দ্র দেবতাকে স্তুতি করেন। তাহাতে প্রচুর বৃষ্টি হয় ; প্রভূত অন্ন উৎপন্ন হয় ; এবং সমস্ত জীবগণ আনন্দিত হন। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে'র বচন হইতে তাহাই মনে হয়,—"অংগিরসগণ এক সত্র (আরম্ভ করিয়া) স্থিত ছিলেন। তাঁহাদের এক গাই ছিল যাহার দুগ্ধ ও তদুৎপন্ন ঘৃত দ্বারা তাঁহারা ধর্ম-কর্ম করিতেন। উহা (তৃণাদির অভাবে) নিষ্পীড়িত সোমের শুষ্ক লতা খাইয়া জীবন ধারণ করিতেছিল। (তাহা দেখিয়া) তাঁহারা (নিজেদের মধ্যে) বলাবলি করিলেন, আমরা যদি ইহার জন্য ঔষধীসমূহ উৎপাদন না করি, তবে আমরা কিসের জন্য সত্র (আরম্ভ করিয়া) স্থিত আছি ?' তাঁহারা দ্যুলোক হইতে বৃষ্টি সৃষ্টি করিলেন। যাবৎপরিমাণ জলবিন্দু-সমূহ নীচে (পৃথিবীতে) পড়িল তাবৎপরিমাণ ঔষধীসমূহ উৎপন্ন হইল।"[৪]

'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে অংগিরসগণ স্বর্গপ্রাপ্তির কামনায় সত্র অনুষ্ঠান করত স্বর্গে গমন করেন। তাঁহাদের মধ্যে হবিষ্মান্ ও হবিষ্কৃৎ এই দুই জন তথা হইতে চ্যুত হইয়া পৃথিবীতে আসেন। তাঁহারা পুন স্বর্গলোক প্রাপ্তির কামনায় দ্বিরাত্র যাগ করেন এবং তাহাতে স্বর্গ পুনরায় প্রাপ্ত হন। আংগিরসদিগের ঐ দ্বিরাত্রযাগে পূর্বদিনে বৈখানস সামের প্রয়োগ হইত।[৫] আংগিরসগণের স্বর্গলোকে গমনার্থ সত্র অনুষ্ঠানের এবং তাহার ফলে স্বর্গে গমনের উল্লেখ বেদের অন্যত্রও পাওয়া যায়।[৬] 'অথর্ববেদে' উল্লিখিত হইয়াছে যে "সুকৃত অংগিরসগণ" "ঋতের সাধু পন্থা" দ্বারা স্বর্গলোকে গমন করেন।[৭] উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে অংগিরসদিগের "অয়ন" (তন্নামক সত্রাত্মক ক্রতুবিশেষ) আহবনীয়াগ্নি, আদিত্যদিগের অয়ন গার্হপত্যাগ্নি এবং দক্ষদিগের অয়ন দক্ষিণাগ্নি।[৮] "বৈশ্বানর (অগ্নি) অংগিরসদিগের স্তোম এবং উক্থকে সমর্থ করেন। (তাহাতে) তাঁহাদিগের নিকট দ্যোতমান স্বর্লোক আগমন করে (অর্থাৎ তাঁহারা স্বর্গলাভ করেন)।"[৯]

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে অঙ্গিরসগণ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ঋষিগণের অন্যতম।[১০] উহাঁরা এবং ভার্গবগণ এই জগতে লোকবিস্তারকারী।[১১] ব্রাহ্মণের তেজের প্রশংসা করিতে গিয়া উহাতে উক্ত হইয়াছে যে আঙ্গিরসগণ নীপবংশীয় ক্ষত্রিয়গণকে জয় করেন।[১২]

১) ঋক্‌সং, ১।১৩২।৪
২) ঋক্‌সং, ৮।১৪।৮ ; আরও—৮।৬৩।৩
৩) ঋক্‌সং, ৪।৩।১১ ; ১০।৬২।২ ; ইত্যাদি।
৪) তৈত্তিব্রা, ২।১।১।১
৫) তৈত্তিসং ৭।১।৪।১—
৬) যথা দেখ—ঐতব্রা, ৫।১৪
৭) অথসং, ১৮।৪।৩ ; আরও দেখ—অথসং, ১৮।১।৬১
৮) অথসং, ১৮।৪।৮
৯) অথসং, ৬।৩৫।৩
১০) মহাভা. ৩।২৫।৭
১১) মহাভা, ১৩।৮৫।১২৬'২
১২) মহাভা, ১৩।৩৪।১৭'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদে দেখা যায় অঙ্গিরসদিগের কেহ কেহ সাধনবলে অমৃতত্ব লাভ করেন এবং দেবতা বলিয়া পরিগণিত হন ; যথা, সুধন্বন্ আঙ্গিরসের পুত্র ঋভু, বিভ্‌বা ও বাজ।[১]

'অথর্ববেদে' "আঙ্গিরসী কৃত্যা"র উল্লেখ আছে।[২] তাহাতে বুঝা যায় যে মহর্ষি অঙ্গিরা স্বয়ং, অথবা তাঁহার বংশীয় কেহ, কৃত্যার প্রয়োগে প্রখ্যাত ছিলেন। সায়ন মহর্ষি অঙ্গিরস-কর্তৃক নির্মিত 'আঙ্গিরস-কল্প' নামক এক সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। 'অথর্ববেদে' হইতে আরও জানা যায় যে ঐ 'আঙ্গিরসী কৃত্যা' "আসুরী কৃত্যা" হইতে ভিন্ন।

মহর্ষি বৃহস্পতি

তাঁহার মহত্ত্ব—আংগিরসদিগের মধ্যে বৃহস্পতি সর্বাপেক্ষা অতীব অধিক মহত্ত্ব লাভ করেন। 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে তিনি "আংগিরসদিগের বরিষ্ঠ"।[৩] তাহা বেদে সাক্ষাদ্‌ভাবে উল্লিখিত না হইলেও প্রকারান্তরে স্বীকৃত হইয়াছে। কেননা, তাঁহার মহত্ত্বের কথা বেদে যত পাওয়া যায়, আংগিরসদিগের অপর কাহারও তত পাওয়া যায় না, এমন কি, তাহার দশমাংশও না।

'মহাভারতে' তাঁহাকে এই বলিয়া প্রশংসা করা হইয়াছে যে তিনি "বৃহৎতেজা"[৪] বা "মহাতেজা,"[৫] "বৃহৎকীর্তি"[৬] "সর্বধর্মজ্ঞ ও সর্বশাস্ত্রবিশারদ,"[৭] এবং "ব্রাহ্মণদিগের অধিপতি"[৮] কাহারও বুদ্ধির প্রশংসা করিতে উহাতে বলা হইয়াছে যে "বুদ্ধিতে বৃহস্পতি-সম"[৯] এবং কাহারও তেজের প্রশংসা করিতে বলা হইয়াছে "বৃহস্পতি-সম-দ্যুতি"[১০] ; "ওজে বৃহস্পতির সম"[১১] সনাতন গুহ্যতত্ত্বের "বক্তা বৃহস্পতিসমো ন হ্যন্যো বিদ্যতে কচিৎ" ('বৃহস্পতির সমান বক্তা অপর কেহ কোথাও নিশ্চয়ই নাই')।[১২]

বেদেরও মতে, বৃহস্পতির মহৎ মাহাত্ম্য ("মহি মহিত্বন্") আছে।[১৩] 'ঋগবেদে'র কতিপয় মন্ত্রে তাঁহাকে স্তুতি করা হইয়াছে।[১৪] বিশ্বামিত্র গাথিন ঋষি বলিয়াছেন, "বৃহস্পতি দৃষ্টিমানদিগের বৃষভ, বিশ্বরূপ, অদাভ্য (—অতিরস্করণীয়) এবং বরেণ্য ;"[১৫] অপরের অনভিভবনীয়।[১৬] গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন, বৃহস্পতি "গণসমূহের গণপতি, কবিদিগের কবি, এবং ব্রহ্মসমূহের ব্রহ্মের পতি" অর্থাৎ সর্বশ্রেষ্ঠ গণপতি, কবি বা ক্রাংতদর্শী এবং মন্ত্র-পালক) ; তিনি

---

১) ঋক্‌সং, ১।১১০।৩১১১ সূক্ত ; নিরুক্ত, ১১।১৬ (পরে দেখ)

২) "যাঃ কৃত্যা আঙ্গিরসীর্যাঃ কৃত্যা আসুরীঃ" ইত্যাদি। (অথসং, ৮।৫।৯)

৩) মহাভা, ৫।১৬।১৭ আরও দেখ—"অঙ্গিরসদিগের বর" (মহাভা, ১৩৬।৪৯-১)

৪) মহাভা, ১।১০৪।১০ ; ১৩।৬২।৫৪ ; ১৪।৫।৪

৫) মহাভা, ৫।১৫।২৮

৬) মহাভা, ১০৪।২৩

৭) মহাভা, ১৩।১১১।৯·১

৮) মহাভা, ১৪।৪৩।৮

৯) "বৃহস্পতিসমো বুদ্ধ্যা" মহাভা, ১২।১১৫।৮ ; ১৪।৪।২৫ ; ইত্যাদি ; "বৃহস্পতিসমো মর্ত্যৈ" মহাভা, ৭।১৯।৪।১ ; ইত্যাদি রামায়ণ, ২।১।৩৯ ; "বুদ্ধ্যা বৃহস্‌পতেস্তুল্যা"—(রামায়ণ' ২।১।৩২

১০) মহাভা, ১৩।১৮।১৯

১১) মহাভা, ১৩।৫৬।১২

১২) মহাভা, ১৩।১১১।৫·১

১৩) ঋক্‌সং, ২।২৩।৪

১৪) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।১৯০।১-৮ ; ২।২৩-৪; ৩।৬২।৪-৬, ৬।৭৩।১-৩ ; ১০।৬৭-৮ ; ইত্যাদি

১৫) ঋক্‌সং, ৩।৬২।৬

১৬) ঋক্‌সং, ৩।৬২।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"জ্যেষ্ঠরাজ" (অর্থাৎ জ্যেষ্ঠদিগেরও রাজা বা শিরোভূষণ)।[১] বিশ্বস্রষ্টা সমস্ত ভুবনের উপরে, সমস্ত সামের সার কবি রূপে, তাঁহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য ঋষি বলিয়াছেন যে আংগিরস বৃহস্পতি প্রথমজ ঋতবান্, হবিষ্মান্, (স্বর্গ ও পৃথিবী) উভয় লোকে তাড়াতাড়ি গমনে সমর্থ, এবং স্বয়ং প্রকৃষ্ট দীপ্ত স্থানে বর্তমান।[২] তিনি "প্রচেতা" (বা প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্)[৩] "সুপ্রকেত"[৪] "বিচক্ষণ"[৫] এবং "চিকিত্বান্" (—সর্বজ্ঞানে কুশল)।[৬] তিনি "বিভু ও প্রভু"[৭] "দেবকৃত ব্রহ্মের রাজা।"[৮] তিনি "অধিবক্তা,"[৯] অথচ "মন্দ্রজিত" (অর্থাৎ তাঁহার বাণী মধুর ও উন্মাদক)।[১০] ঐ সকল কারণে প্রাচীন ঋষিগণ ও বিপ্রগণ বৃহস্পতিকে তাঁহাদের অগ্রে স্থাপন করিতেন।[১১] তিনি যে কেবল ঋষিগণের ও বিপ্রগণের বরণীয় ছিলেন, তাহা নহে, সকলেরই প্রিয়তম ও বরণীয় ছিলেন ("শ্রেষ্ঠো বৃহস্পতি বিশ্ববারঃ")।[১২] গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন, "সর্বপ্রকারে বিভু এবং রময়িতা যিনি নিকৃষ্ট এবং বর্জনীয় বলে (বর্তমান) অর্থাৎ দুর্বল এবং মহান উভয়বিধ স্তোতৃগণকে (নিজ) বল দ্বারা বহন করেন, সেই ব্রহ্মণস্পতি দেব সমস্ত ভূতবর্গকে পরিভব করত দেবগণের প্রতি অত্যন্ত প্রথিত হন"[১৩]

তাঁহার নামের ব্যুৎপত্তি-গত অর্থ পর্যালোচনা করিলেও তাঁহার মহান্ মহিমার পরিচয় পাওয়া যায়। আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন, বৃহতের পতি অর্থাৎ পাতা বা পালয়িতা বলিয়া তিনি 'বৃহস্পতি' বলিয়া অভিহিত হন।[১৪] 'বৃহৎ' কি, অথবা, কোন্ বৃহৎ বস্তুকে তিনি লক্ষ্য করিয়াছেন, তাহা খুলিয়া বলেন নাই। ঐ নিরুক্তির সমর্থনে তিনি ঋষি অয়াস্য আংগিরস-কৃত বৃহস্পতির স্তুতির এক মন্ত্র উদ্ধৃত করিয়াছেন,

"অশ্নাপিনদ্ধং মধু পর্যপশ্যন্মৎস্যং ন দীন উদনি ক্ষীয়ন্তম্।
নিষ্টজ্জভার চমসং ন বৃক্ষাদ্বৃহস্পতির্বিরবেণা বিকৃত্য॥"[১৫]

'বৃহস্পতি ব্যাপী অপিহিত (অর্থাৎ অভ্যন্তরে লুক্কায়িত) মধুকে পর্যবেক্ষণ করিয়াছিলেন, যেমন (লোকে) দীন (বা স্বল্পগভীর) জলে নিবাসী মৎস্যকে (পর্যবেক্ষণ করিয়া থাকে)। তিনি বিশিষ্ট রবদ্বারা (ব্যাপীকে) বিকৃত করত উহাকে (মধুকে) নিশ্চিতরূপে আহরণ করেন, যেমন লোকে বৃক্ষ হইতে চমসকে (আহরণ করিয়া থাকে)।' তাহাতে বুঝা যায় যাস্ক 'বৃহৎ' শব্দে মধুকে লক্ষ্য করিয়াছেন। মধু ব্যাপীর বা বৃহতের অভ্যন্তরে সর্বত্র নিহিত; সুতরাং স্বয়ং ব্যাপী বা

---

১) ঋক্‌সং, ২।২৩।১, আরও দেখ—ঐতব্রা, ১।২১ ২) ঋক্‌সং, ২।২৩।১৭
৩) ঋক্‌সং, ২।২৩।২ ৪) ঋক্‌সং, ৪।৫০।২
৫) ঋক্‌সং, ২।২৩।৬ ৬) তৈত্তিব্রা, ১।১।১।৫
৭) ঋক্‌সং, ২।২৪।১০ ; আরও দেখ—"বিশ্বথা বিভু" (২।২৪।১১)
৮) ঋক্‌সং, ৭।৯৭।৩
৯) ঋক্‌সং, ২।২৩।৮ 'মহাভারতে আছে "বাগ্‌বিদাং শ্রেষ্ঠং…বৃহস্‌পতিং।" (মহাভা, ১৩।৫২।৫২'১
১০) ঋক্‌সং, ১।১৯০।১ ; ৪।৫০।১ ১১) ঋকসং, ৪।৪০।১
১২) ঋক্‌সং, ৭।৯৭।৪ ১৩) ঋক্‌সং, ২।২৪।১১
১৪) "বৃহস্পতিবৃহতঃ পাতা বা পালয়িতা বা।"—(নিরুক্ত, ১০।১১)
১৫) ঋক্‌সং, ঋক্‌সং, ১০।৬৮।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহৎ। পরন্তু ঐ মধু কি, তাহা যাস্ক খুলিয়া বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন যে ঐ ব্যাপী বস্তু মেঘ। তাহা হইতে তাঁহার টীকাকার দুর্গাচার্য অনুমান করিয়াছেন যে মধু = উদক। পরন্তু তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে ঐ 'বৃহৎ' শব্দের অর্থ "এই মহান জগৎ"ও হইতে পারে। উক্ত ঋক্‌মন্ত্রের ব্যাখ্যায় সায়নাচার্য বলিয়াছেন যে ঐ মধু "গোলক্ষণ"। আচার্য শৌনক মনে করেন যে 'বৃহস্পতি' নামের 'বৃহৎ' শব্দ বৃহৎ অন্তরিক্ষলোক ও দ্যুলোককে, তথা উহাদিগকে ধারণ রূপ বৃহৎ কর্মকে বুঝায়। "যেহেতু তিনি মধ্যম এবং উত্তম এই দুই বৃহৎ লোককে পালন করেন, সেইহেতু,—সেই বৃহৎকর্ম হেতু, তিনি 'বৃহস্পতি' বলিয়া স্তুত হন।"[১] শৌনক "বৃহস্পতি" পাঠও দিয়াছেন।[২]

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে 'বৃহৎ', 'ব্রহ্ম' ও 'মহৎ'—এই সকল শব্দ পর্যায়বাচক; বৃহৎ, ব্রহ্ম বা মহৎ গুণসমূহ দ্বারা সমন্বিত বলিয়া মহর্ষি অংগিরার বিদ্বান্ পুত্র 'বৃহস্পতি' নামে খ্যাত হন।[৩] সুতরাং উহার মতে বৃহস্পতি = বৃহতের, ব্রহ্মের বা মহতের পতি। অতএব বৃহস্পতিকে 'ব্রহ্মের পতি' বা 'ব্রহ্মণস্পতি' এবং 'মহতের পতি বা 'মহস্পতি'ও বলা যায়। তাঁহার 'ব্রহ্মণস্পতি' নাম বেদে বস্তুতই পাওয়া যায়।[৪] গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন, তিনি "ব্রহ্মণাং ব্রহ্মণস্পতিঃ"[৫]

"উস্রা ইব সূর্যো জ্যোতিষা মহো
বিশ্বেষামিজ্জনিতা ব্রহ্মণামসি।[৬]

'জ্যোতির দ্বারা মহনীয় সূর্য যেমন কিরণসমূহের জনিতা, তেমন তুমি নিশ্চয়ই সমস্ত ব্রহ্মসমূহের জনিতা।' বসিষ্ঠ ঋষি বলিয়াছেন, তিনি "ব্রহ্মণঃ দেবকৃতস্য রাজা।"[৭]

বৃহস্‌পতির মহিমার অপর প্রমাণ এই যে বেদে দেবতার ন্যায় তাঁহাকেও স্তুতি করা হইয়াছে। ঋষি বামদেব গৌতম বলিয়াছেন তিনি দধিক্রাব্‌ণ, অপ্‌, অগ্‌নি, উষা, সূর্য ও জিষ্ণু—এই সকল দেবতার ন্যায় অংগিরস বৃহস্‌পতিরও স্তুতি 'ক্ষিপ্র এবং ভৃশ করিব। তাঁহারা সকলেই আমাকে কর্মসমূহে প্রেরণ করুক।"[৮] "আমরা পিতা, বর্ষকও বিশ্বদেব বৃহস্‌পতিকে যজ্ঞসমূহ দ্বারা, হবিসমূহ দ্বারা এবং নমস্কার দ্বারা পরিচর্যা করিব। হে বৃহস্‌পতি! (তোমার প্রসাদে) আমরা সুপ্রজা ও বীর্যবান্ হইব, তথা ধনসমূহের পতি হইব।"[৯]

শ্রেষ্ঠ পুরোহিত—মহর্ষি বৃহস্পতি পুরোহিত বলিয়া প্রখ্যাত। 'মহাভারতে' আছে, তিনি "পুরোধাদিগের মুখ্য;" তিনি কৃষ্ণই অর্থাৎ বিশ্বরূপ ভগবানের এক বিভূতি।[১০] 'ঋগ্বেদে'ও তাঁহাকে পুরোহিত বলা হইয়াছে।[১১] পক্ষান্তরে উহাতে পুরোহিতকে 'বৃহস্পতি' বলা

---

১) বৃহদ্দেবতা, ২।৩৯ ২) ঐ, ২।৩ ৩) মহাভা, ১২।৩৩৬।২

৪) যথা দেখ—২।২৩।১' ৫; ইত্যাদি। "বৃহস্‌পতে ব্রহ্মণস্‌পতে"—(তৈত্তিব্রা, ৩।১১।৪।২)
ইহা বলা যাইতে পারে যে এই অর্থে বেদে অগ্নিকেও কখন কখন 'বৃহস্‌পতি' (যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৩।৬৬।২; ৫।৪৩।১২) এবং 'ব্রহ্মণস্পতি, (যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।৩৮।১৩, ২।১।৩) বলা হইয়াছে।

৫) ঋক্‌সং, ২।২৩।১ ৬) ঋক্‌সং, ২।২৩।২

৭) ঋক্‌সং, ৭।৯৭।৩ ৮) ঋক্‌সং, ৪।৪০।১

৯) ঋক্‌সং, ৪।৫০।৬

১০) গীতা, ১০।২৪ ১১) ঋক্‌সং, ২।২৪।৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছে। ঋষি বামদেব গৌতম বলিয়াছেন, "সেই রাজা যে সমস্ত প্রতিপক্ষগণকে বল ও বীর্য দ্বারা অভিভূত করে এবং যে বৃহস্পতিকে যেই প্রকারে, সুভৃত হয় সেই প্রকারে ভরণ করে, অর্চনা করে ও বন্দনা করে, তথা (অপর সকলের) পূর্বে পূজনীয় করিয়া থাকে।"[১] এই মন্ত্র 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[২] উহার মতে, "বৃহস্পতির্হ বৈ দেবানাং পুরোহিতস্তমন্যে মনুষ্যরাজ্ঞাং পুরোহিতাঃ" ('বৃহস্পতি নিশ্চয়ই দেবগণের পুরোহিত।[৩] তাঁহারই অনুকরণে মনুষ্যরাজাদিগের অপর পুরোহিতগণ নিযুক্ত হইয়া থাকেন)। বৃহস্পত্যনুসারিত্ব হেতু পুরোহিত 'বৃহস্পতি' বলিয়া অভিহিত হইতে থাকেন।

বেদের মতে, দেবতা তেত্রিশ জন; উঁহারা "বৃহস্পতি-পুরোহিত" ('বৃহস্পতি যাঁহাদের পুরোহিত')।[৪] 'বাজসনেয়সংহিতা'য় আছে, "তিনি একাদশ বা তেত্রিশ দেবগণ সুধনবান্, বৃহস্পতি-পুরোহিত, এবং সবিতাদেবের প্রেরণায় (বর্তমান)।"[৫]

'ঋগ্বেদে' বৃহস্পতিকে কখন কখন "ব্রহ্মা' বা 'ব্রহ্ম' বলা হইয়াছে।[৬] তাহার কারণ এই যে তিনি দেবতাদিগের যজ্ঞের ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম পুরোহিত ছিলেন। "ব্রহ্ম বৈ দেবানাং বৃহস্পতিঃ।"[৭] উহাকে কখন কখন সংক্ষেপে বলা হইত যে "ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতিঃ" (বৃহস্পতি ব্রহ্মই।[৮] তাই বৃহস্পতি-পুরোহিত দেবগণকে কখন কখন 'ব্রহ্ম-পুরোহিত'ও বলা হইত।[৯]

'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে বৃহস্পতি সোমের পুরোহিত। তাহার কারণ এই যে বৃহস্পতি সোমের পুরোভাগে গমন করেন। শ্রুতিতে আছে,

"ভদ্রাদভি শ্রেয়ঃ প্রেহি বৃহস্পতিঃ পুরা তে অস্তু।"[১০]

(হে সোম,) ভদ্র হইতে শ্রেয়ের অভিমুখে প্রকৃষ্টরূপে গমন কর। তোমার পুরোভাগে বৃহস্পতি থাকুক।' এই বচন 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[১১] তন্মতে 'ভদ্র' এই ভূলোকই, আর 'শ্রেয়' ঐ স্বর্লোকই। সুতরাং সোম যখন ভূলোক হইতে স্বর্লোকে যায়, বৃহস্পতি উহার পুরোভাগে থাকে। অতএব বৃহস্পতি সোমের পুরোধা বা পুরোহিত। তাৎপর্য এই যে সোম যজমানকে ভূলোক হইতে স্বর্গলোকে লইয়া যায়। ঐ সময়ে যজমান বৃহস্পতিকে বা ব্রহ্মকে পুরোগন্তা করে। কেননা, ব্রহ্ম-সহায়বান্ কর্ম বিনাশ পায় না।

---

১) ঋক্‌সং, ৪।৫০।৭ ২) ঐতব্রা, ৮।২৬

৩) 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় (৬।৪।১০।১। আছে, "বৃহস্‌পতি দেবগণের পুরোহিত ছিলেন।"

৪) বাজসং (মাধ্য), ২০।১১ ; কাণ্বসং, ২১।১০৩ ; মৈত্রাসং, ৩।১১।৮ ; শতব্রা (মাধ্য), ১২.৮।৩।২৯ ; ঐতব্রা, ৩।১৭ ; তেত্তিব্রা, ২।৬।৫।৭ ৫) বাজসং (মাধ্য), ২০।১১

৬) যথা দেখ—ঋক্‌সং' ২।১।৩ ; ৪।৫০।৮,৹ ; ১০।১৪১।৩

৭) তৈত্তিসং, ১।৫।৪।৩ ; ২।২।৯।১ ; ইত্যাদি।

৮) ঐতব্রা, ১।১৩,১৯ ; শাংখাব্রা, ৭।১০ ; ১২।৮ ; ইত্যাদি

"বৃহস্‌পতির্ব্রহ্মেতি বৃহস্‌পতির্হ বৈ দেবানাং ব্রহ্মা"—(শাংখাব্রা, ৬।১৩)

৯) "বৃহস্পতিপুরোহিতা' ইতি ব্রহ্ম বৈ বৃহস্পতির্ব্রহ্মপুরোহিতা ইতি।"—(শতব্রা (মাধ্য)), ১২।৮।৩।২৯

১০) সায়ন বলিয়াছেন যে এই শ্রুতি তৈত্তিরীয়শাখায়। ঈষৎ পাঠান্তরে উহা 'অথর্ববেদে' (৭।৮।১)ও পাওয়া যায়। ১১) ঐতব্রা, ১।১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহস্পতি মনুষ্যেরও পৌরোহিত্য করিয়াছিলেন। যথা, আদিত্যগণ বৃহস্পতিকে তাঁহাদের যজ্ঞে ব্রহ্মা হইতে আহ্বান করেন। 'কৌষীতকীব্রাহ্মণে' তাহা উক্ত হইয়াছে।[১] মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে বৃহস্পতি তাঁহার শিষ্য রাজা উপরিচর বসুর মহান্ অশ্বমেধযজ্ঞে হোতা হইয়াছিলেন।[২] তিনি আদিত্যবংশীয় রাজা মরুত্তেরও পুরোহিত ছিলেন। 'মহাভারতে আরও বিবৃত হইয়াছে যে[৩] বৃহস্পতির পৌরোহিত্য বশতঃ রাজা মরুত্ত এত বীর্যবান্ এবং সমৃদ্ধিশালী হন যে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রকে স্পর্ধা করিতে লাগিলেন। ইন্দ্রও তাঁহাকে স্পর্ধা করিলেন; পরন্তু বিশেষ চেষ্টা করিয়াও তাঁহা হইতে বিশিষ্ট হইতে পারিলেন না।[৪] তখন তিনি মরুত্তকে দৈব ও পিত্র্য কর্ম প্রভৃতি না করাইতে, তাঁহার পৌরোহিত্য পরিত্যাগ করিতে, বৃহস্পতিকে অনুরোধ করিলেন। তাহাতে বৃহস্পতি, কোন মনুষ্যকে আর যজ্ঞ করাইবেন না বলিয়া দেবরাজের নিকট প্রতিজ্ঞা করেন। ইত্যাদি।

যজ্ঞে শ্রদ্ধা—পুরোহিতরূপে বৃহস্পতি অবশ্যই যজমানগণের জন্য বহু যজ্ঞ করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার যজমানগণ ধনধান্যাদি লাভ করত প্রভূত সমৃদ্ধিশালী হইয়াছিলেন। গৃৎসমদ ঋষি উহাকে এই প্রকারে বর্ণনা করিয়াছেন—কমনীয় বৃহস্পতির প্রভূত আরাধনীয় এবং সুষ্ঠুলব্ধব্য ধনসমূহ আছে,—তিনি বাজী (বা অন্নবান্)। তিনি বর্ষণবান্ও (অর্থাৎ ঐ ঐ সকল ধন যজমানগণকে প্রদান করিয়া থাকেন)। তাঁহার প্রদত্ত ঐ ধনসমূহই (দেবতা ও মনুষ্য) উভয়বিধ জনগণ ভোগ করিয়া থাকে।[৫]

'ঋগ্বেদে' আছে[৬]

"বিশো অদেবীরভ্যাচরন্তীর্বৃহস্পতিনা যুজেন্দ্র সসাহে।"[৭]

এই মন্ত্র 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে[৮]। 'বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্র অদেবী (অর্থাৎ দেবগণের বিরোধী অসুর) প্রজাগণকে তিরস্কৃত করেন।' উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে বৃহস্পতি-পুরোহিত দেবগণ প্রগাথ দ্বারা স্বর্গলোক জয় করেন, পরে ভূলোকও জয় করেন।[৯] 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে এবং বৃত্রকে বধ করিয়া ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা-পাতক-গ্রস্ত হন, এবং ভয়ে দেবরাজ্য পরিত্যাগ করত পলায়ন করেন। তখন বৃহস্পতি বিষ্ণুর উদ্দেশ্যে অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ করিয়া ইন্দ্রকে এই মহাপাতক হইতে মুক্ত করেন, এবং স্বপদ প্রদান করেন।[১০]

নিজের অভীষ্ট বস্তু লাভের জন্যও তিনি যজ্ঞ করেন। অধিকন্তু নব নব যজ্ঞ ও নব নব যজ্ঞের পদ্ধতিও তিনি উদ্ভাবন করেন। যথা, ব্রাহ্মণগ্রন্থে দেখা যায়, দেবগণের পুরোহিত হইবার

---

১) পূর্বে দেখ।

২) মহাভা, ১২।৩৩৬।৫ ৩) মহাভা, ১৪।৫।১৪;

৪) দেখ—মহাভা, ১২।২০।১৩ ৫) আরও দেখ—মহাভা, ৩২।২৯।১৮-২৩

৬) ঋক্‌সং, ২।২৪।১০ বসিষ্ঠ ঋষি এই প্রার্থনা করিয়াছেন, "সেই প্রিয়তম ও বিশ্ববরণীয় বৃহস্‌পতি আমাদের যজ্ঞশালায় আগমন করুক। আমাদের যে সুবীর্য ধনের কাম আছে, তাহা আমাদিগকে দিক। যে অরিষ্টগণ উপদ্রব সহকারে আমাদিগেতে সংস্কৃত আছে, তাহাদিগকে অতিদূরে প্রেরণ করুক।" (ঋক্‌সং, ৭।৯৭।৪)

৭) ঋক্‌সং, ৮।৯৬।১৫; অথসং, ২০।১২৭।৯ ৮) ঐতব্রা, ৬।৩৬

৯) ঐতব্রা, ৬।১৭ ১০) মহাভা, ১২।৩৪২।৫১-২; আরও দেখ—মহাভা, ৫।১৫।২৫—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কামনায় বৃহস্পতি এক নূতন সব কল্পনা করেন এবং ঐ সব তাঁহার নাম অনুসারে 'বৃহস্‌পতি-সব' নামে অভিহিত হইতে থাকে।

"বৃহস্‌পতি কামনা করিলেন, 'দেবগণের পুরোহিত হইব'। তিনি এই বৃহস্পতি-সব দর্শন করিলেন। উহাকে আহরণ করিলেন। উহার দ্বারা যজন করিলেন। অনন্তর তিনি দেবগণের পুরোহিত হইলেন। যে পুরোহিত হইতে কামনা করে, সে বৃহস্‌পতি-সব দ্বারা যজন করিবেক। সে নিশ্চয় পুরোহিত হইবে।"[১]

ইহাতে আরও দেখা যায় ঐ বৃহস্‌পতি-সব অব্যর্থ ফল-প্রদ।[২] ঐ সবে তিনি যে স্তোম প্রয়োগ করেন, উহা তাঁহার নাম অনুসারে "ত্রিবৃদ্বৃহস্‌পতি-স্তোম" নামে অভিহিত হয়। তাই কখন কখন বলা হইয়াছে যে বৃহস্‌পতি ত্রিবৃদ্‌বৃহস্‌পতি-স্তোম দ্বারা দেবগণের পুরোহিত হন।[৩] 'শতপথব্রাহ্মণে' উক্ত হইয়াছে যে "বৃহস্‌পতিসবো বা এষ যদ্বাজপেয়ম্" ('যাহাকে বাজপেয় বলা হয়, তাহাই বৃহস্‌পতিসব')।[৪] কোথাও কোথাও উক্ত হইয়াছে যে 'চতুর্বিংশতি-রাত্র' নামে সত্রের অনুষ্ঠানের ফলে বৃহস্‌পতি দেবগণের পুরোহিত হন। পুরুচ্ছেপ ঋষি লিখিয়াছেন—

"বৃহস্পতির্যজতি বেন উক্ষভিঃ পুরুবারেভিরুক্ষভিঃ"[৫]

('ঋষি) বৃহস্পতি কাময়মান হইয়া বহুবরণীয় সেচক সোম দ্বারা, তথা সেচনসমর্থ উদক দ্বারা যজ্ঞ করেন।' তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় আছে

"বৃহস্পতির্বা এতদ্‌যজ্ঞস্য তেজঃ সমভরদ্‌যৎ স্তোমভাগাঃ…বৃহস্পতির্বা এতাং যজ্ঞস্য প্রতিষ্ঠামপশ্যদ্‌যৎ স্তোমভাগাঃ…।"[৬]

'অথর্ববেদে' আছে, "বৃহস্পতির্যজ্ঞমতনুত ঋষিঃ" (ঋষি বৃহস্পতি যজ্ঞ বিস্তার করিয়াছিলেন')।[৭] 'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে যজ্ঞ দ্বারা বৃহস্পতি এত মহান্ হইয়াছিলেন যে পৃথিবী তাঁহা হইতে ভীত হইয়া পড়িয়াছিলেন, পাছে না তিনি উহাঁকে অবজ্ঞা করেন; বৃহস্পতিও পৃথিবীকে ভয় করিতে লাগিলেন, পাছে না উনি তাঁহাকে বিনষ্ট করেন। যাহা হউক, পরে তাঁহাদের মধ্যে মিত্রতা স্থাপিত হয়; কেননা, মাতা পুত্রকে হিংসা করে না, পুত্রও মাতাকে হিংসা করে না।[৮]

মহর্ষি বৃহস্পতি কতটা যজ্ঞ-প্রেমী ছিলেন, তাহা তাঁহার পুত্র ভরদ্বাজ ঋষির নিম্নোক্ত মন্ত্র হইতে পরিষ্কার জানা যায়,—

---

১) তৈত্তিব্রা, ২।৭।১।২—আরও দেখ তাংভাব্রা, ১৭।২১।৪-৫

২) 'মহাভারতে' (১২।৩৫।১৮) সুরাপায়ী ব্রাহ্মণ বৃহস্‌পতি-সব অনুষ্ঠান করিলে, পাপ হইতে মুক্ত হইয়া পুনরায় ব্রাহ্মণ সমাজে মিলিতে পারে—ইহাই বেদের শ্রুতি।

৩) তাংড্যব্রা, ২৫।১।৭ বৃহস্‌পতি স্তোমের উল্লেখ 'তাংড্য-ব্রাহ্মণে'র আরও দুই স্থলে আছে। (২৫।১।১; ২।১)

৪) শতব্রা(মাধ্য), ৫।২।১৯

৫) ঋক্‌সং, ১।১৫৯।১০

৬) তৈত্তিসং, ৫।৩।৫।৫

৭) অথসং, ১৮।৩।৪১

৮) শতব্র (মাধ্য), ৫।২।১।১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"জনায় চিদ্ য ইবত উ লোকং বৃহস্পতির্দেবহূতৌ চকার।
ঘ্নন্ বৃত্রাণি বি পুরো দর্দরীতি জয়ঞ্ছত্রূঁরমিত্রান্ পৃৎসু সাহন্॥"[১]

অর্থাৎ যেখানে মনুষ্য দেবগণকে আহুতি প্রদান করে, বৃহস্পতি সেখানে গিয়া উপস্থিত হন। (উহার যজ্ঞকে সুসম্পন্ন করত) উহার অভিলষিত লোক প্রাপ্তি সুনিশ্চিত করেন। উহার বৃত্রসমূহকে (=অজ্ঞানান্ধকারকে) নিহত করেন। যুদ্ধে উহার শত্রুগণকে জয় করত এবং অমিত্রগণকে পরাভূত করত, তাহাদের পুরসমূহ বিদীর্ণ করেন। তাই যজমানের পুরোহিত বৃহস্পতির নিকট প্রার্থনা করিতেন, "বৃহস্পতে যজ্ঞং গোপায়" ('হে বৃহস্পতি, এই যজ্ঞকে রক্ষা কর')।[২] 'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে বৃহস্পতি দেবতাগণের অনুরোধে মনুষ্যগণের মধ্যে যজ্ঞ প্রবর্তন করেন।[৩]

'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে রাজার মহত্ত্ব, তাহার দেবরূপত্ব, প্রদর্শন করিতে গিয়া "মহাপ্রজ্ঞ" "কৃতপ্রজ্ঞ" এবং "ধর্মশীল" মহর্ষি বৃহস্পতি অঙ্গিরস রাজা বসুমনা কৌশল্যকে বলেন লোকের ধর্মাচরণের মূল রাজাই।[৪] যদি রাজা দেশ পালন না করিত, তবে বেদধর্ম বিলুপ্ত হইত; যজ্ঞসমূহ বিধিবৎ, তথা সুপর্ণাপ্তদক্ষিণসহকারে সম্যক্ প্রবর্তিত থাকিত না,[৫] সংবৎসর সত্রসমূহ বিধিবৎ ও দক্ষিণাবান হইয়া, অকুতোভয়ে স্থিত থাকিত না; ব্রাহ্মণগণ চারিবেদ অধ্যয়ন করিত না এবং বিদ্যাস্নাত, ব্রতস্নাত ও তপস্বী হইত না।[৬] "যখন রাজা রক্ষা করে, তখন (ব্রাহ্মণাদি) তিন বর্ণ যুক্ত (অর্থাৎ সংযতচিত্ত) হইয়া বিদ্যা অধ্যয়ন করে এবং পৃথক্‌বিধ মহাযজ্ঞসমূহ দ্বারা যজন করে।"[৭] তাহাতে বুঝা যায় যে বৈদিক যজ্ঞসমূহের বিধিবৎ অনুষ্ঠান প্রচলিত থাকা তিনি ইচ্ছা করিতেন।

ঋতপ্রজাত—বেদের কোথাও কোথাও বৃহস্পতিকে "ঋতপ্রজাত" বিশেষণ দ্বারা বিশিষ্ট করা হইয়াছে;[৮] আর কোথাও তাঁহাকে "ঋতপ্রজাতা বৃহতীধী" বলা হইয়াছে।[৯] অন্যত্র আছে, বৃহস্পতি "প্রথমজা ঋতাবা।"[১০]

আচার্য যাস্কের মতে, 'ঋত' শব্দ 'ঋগ্বেদে' কোথাও কোথাও 'উদক' অর্থে,[১১] কোথাও কোথাও 'যজ্ঞ' অর্থে,[১২] আর কোথাও বা "সত্য কিংবা যজ্ঞ" অর্থে[১৩] ব্যবহৃত হইয়াছে। তদনুসরণে সায়ন একস্থলে বলিয়াছেন 'ঋতপ্রজাত' অর্থ "সত্য হইতে উৎপন্ন।[১৪] অন্যত্র আরও বিশদ করিয়া বলিয়াছেন যে ঐ 'ঋত' বা 'সত্য' 'পরমাত্মাই'; 'ঋতপ্রজাত' অর্থ "পরমাত্মা হইতে

---

১) ঋক্‌সং, ৬।৭২।২

২) তৈত্তিব্রা, ৩।৭।৬।৩,   ৩) শতব্রা (মাধ্য), ১।২।৫।২৫-৬   ৪) মহাভা, ১২।৬৮।৮

৫) মহাভা, ১২।৬৮।২১-২   ৬) মহাভা. ১২।৬৮।২৫-৬

৭) মহাভা, ১২।৬৮।৩৪

৮) ঋক্‌সং, ২।২৩।১৫ ; বাজসং (মাধ্য), ২৬।৩ ; তৈত্তিসং, ১।৮।২২।২—

৯) ঋক্‌সং, ১০।৬৭।১ ; অথসং, ২০।৯১।১   ১০) ঋকসং, ৬।৭৩।১ ; অথসং, ২০।৯০।১

১১) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৩।৩১।৫ নিরুক্ত, ২।২৫

১২) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১০।৬০।১১ ; ১০।১১০।২ নিরুক্ত, ৬।২২ ; ৮।৬

১৩) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৭।২১।৫ নিরুক্ত, ৪।১৯

১৪) ঋক্‌সং, ২।২৩।১৫ সায়ন-ভাষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকর্ষ বা দেবগুরুত্ব নিমিত্ত উৎপন্ন।"[১] অন্য স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে 'ঋতপ্রজাত' শব্দের অর্থ "যজ্ঞার্থ উৎপন্ন।"[২] ঐখানে তিনি 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র এই বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন,—"যাহারা (দগ্ধ হইয়া) অঙ্গারসমূহ হইয়াছিল, তাহারা অঙ্গিরসগণ হইল। যে অঙ্গারসমূহ শান্তরহিত হইয়া পুনঃ উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, সেই সকল বৃহস্পতি হইল।"[৩]

বেদে অগ্নিকে বহুস্থলে "ঋতজাত" বিশেষণ দেওয়া হইয়াছে।[৪] ঐসকল স্থলে সায়ন বলিয়াছেন যে 'ঋত' শব্দের অর্থ 'যজ্ঞ'; ঋতার্থ বা যজ্ঞার্থ উৎপন্ন বলিয়া অগ্নি 'ঋতজাত'। 'ঋতপ্রজাত' শব্দের পূর্বোক্ত দ্বিতীয় ব্যাখ্যা ইহার সহিত মিলে। তাহাতে জানা যায় যে বৃহস্পতি ঋষি যজ্ঞার্থই উৎপন্ন হইয়াছিলেন। অর্থাৎ তিনি যজ্ঞের অতি বেশী শ্রীবৃদ্ধি করেন,—উহার বহুল প্রচার করেন, তথা নব নব যজ্ঞ এবং যজ্ঞানুষ্ঠানের নব নব পদ্ধতি আবিষ্কার করেন। 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র প্রবাদ অনুসারে ইহাও বলা যায় যে বৃহস্পতি ঋত বা যজ্ঞ হইতে প্রজাত হন। উহার তাৎপর্য এই মনে হয় যে যজ্ঞ হইতেই বা যজ্ঞানুষ্ঠানেরই ফলে বৃহস্পতি প্রকৃষ্টরূপে জাত হন বা শ্রীবৃদ্ধি লাভ করেন। এইরূপে 'ঋতপ্রজাত' শব্দের উভয় ব্যাখ্যার মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। বেদে বৃহস্পতিকে "প্রথমজা ঋতাবা" বলাতে জানা যায় যে তিনি শ্রেষ্ঠতম ঋতবান্। দেবতাদিগেরও গুরু হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি যে প্রথম বা সর্বশ্রেষ্ঠ হইয়াছিলেন ("প্রথমজা") তাহাতে আর সন্দেহ কি? ঐখানে 'ঋত' শব্দের অর্থ 'যজ্ঞ'ও হইতে পারে, কিংবা 'সত্য' বা 'পরব্রহ্ম'ও হইতে পারে। সুতরাং বৃহস্পতি যজ্ঞতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব উভয় বিষয়ে সর্বশ্রেষ্ঠ হন।

ত্রয়ীবিদ্যাবিৎ—'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে বিশ্বস্রষ্টা প্রজাপতি যজ্ঞ উদ্ভাবন করেন এবং তদনুসারে যজ্ঞ করেন। "তিনি ঋক্ (বেদ) দ্বারাই হোতা করেন, যজু(র্বেদ) দ্বারা অধ্বর্যু করেন, সাম(বেদ) দ্বারা উদ্গাতা করেন এবং ত্রয়ীবিদ্যার এই যে শুক্র (ওঁ), তাহার দ্বারা ব্রহ্মত্ব করেন।" দেবতাগণ প্রজাপতি হইতেই যজ্ঞ গ্রহণ করেন এবং তাঁহারাও সেই প্রকারেই হোতাদি নিয়োগ করেন।[৫] অতঃপর আরও স্পষ্টতঃ বলা হইয়াছে যে "অথ কেন ব্রহ্মত্বং ক্রিয়ত ইতি ত্রয্যা বিদ্যয়েতি" ('ব্রহ্মত্ব কিসের দ্বারা কৃত হয়? ত্রয়ী বিদ্যা দ্বারা')।[৬] সুতরাং, উহার মতে, যিনি ত্রয়ীবিদ্যায় পণ্ডিত, তিনিই যজ্ঞের ব্রহ্মা হইতে পারেন। আচার্য যাস্কও সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে যিনি সর্ববিদ্য,—সর্বকে জানিতে সমর্থ, এবং সমগ্র শ্রুতির প্রভু, তিনিই ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম হইতে পারেন।[৭] দেবতাগণ বৃহস্পতি ঋষিকে তাঁহাদিগের ব্রহ্মা বা ব্রহ্ম নিযুক্ত করেন। তাহাতে বুঝা যায় যে তিনি সমগ্র বেদে বিদ্বান ছিলেন।

---

১) "ঋতাৎ সত্যাৎ পরমাত্মনঃ প্রকর্ষেণ দেবগুরুত্বেনোৎপন্ন ঋতপ্রজাতঃ" —তৈত্তিসং, ১৮।২২।২ সায়নভাষ্য

২) ঋক্‌সং, ১০।৬।১ সায়ন-ভাষ্য

৩) ঐতব্রা, ৩।৩৪ (পূর্বে দেখ)

৪) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ১।৩৬।১৯ ; ১৪৪।৭ ; ১৮৯।২ ; ইত্যাদি

৫) ঐতব্রা, ৫।৩২

৫) ঐতব্রা, ৫।৩৩

৭) নিরুক্ত, ১।৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহস্পতি অধিকন্তু বেদের পালক ছিলেন। পূর্বে ইহা প্রদর্শিত হইয়াছে যে বৃহস্পতিকে বেদে কখন কখন 'ব্রহ্মণস্পতি'ও বলা হইয়াছে। তাহার কারণ, আচার্য যাস্ক বলেন, এই যে, তিনি ব্রহ্মের পতি অর্থাৎ পাতা বা পালয়িতা ছিলেন।[১] আচার্য শৌনক বলেন, ঐ 'ব্রহ্ম' শব্দের অর্থ 'বাক্', 'সত্য', কিংবা 'এই সমস্ত জগৎ'; ঐ ব্রহ্মের পাতা বলিয়া তিনি 'ব্রহ্মণস্পতি'।[২] ঐ বাক্ বেদ-বাক্ই অর্থাৎ বেদের মন্ত্রই। সুতরাং বৃহস্পতি ব্রহ্মের বা বেদমন্ত্রের পাতা। বেদে তাঁহাকে কখন কখন 'ব্রহ্মের জনিতা' এবং 'ব্রহ্মের রাজা'ও বলা হইয়াছে।

ইহাও বলা উচিত যে ঐ দৃষ্টিতে, যেহেতু ব্রহ্ম=বাক্, সেইহেতু, ব্রহ্মের পতি বৃহস্পতিকে বাকের পতি, বা বাচস্পতি বা বাক্পতিও বলা যায়।[৩] আচার্য শৌনক বলেন, "বাক্ দ্বারাই বেদসমূহ অধীত হয় এবং বাক্ দ্বারাই তত্রস্থ ছন্দসমূহ (পঠিত হয়), সেইহেতু এই সমস্ত নিশ্চয় বাক্ই। সেই কারণে তিনি 'বাচস্পতি' বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন।"[৪] বৃহস্পতির ঐ সকল নামও কোথাও কোথাও পাওয়া যায়।[৫]

বেদে উল্লিখিত হইয়াছে যে বৃহস্পতি 'রব দ্বারা' ("রবেণ") কতিপয় মহৎ কর্ম করিয়াছিলেন। যথা, ঋষি বামদেব গৌতম-কৃত বৃহস্পতির স্তুতিতে আছে,—

"যে বৃহস্পতি ত্রিসধস্থ হইয়া রব দ্বারা পৃথিবীর অন্তসমূহকে বল সহকারে বিশেষভাবে স্তম্ভিত করিয়াছেন,…"[৬]

"বৃহস্পতি মহৎ জ্যোতির পরম ব্যোমে প্রথমে উৎপন্ন হইয়া, রব দ্বারা সপ্তাস্য ও তুবিজাত সপ্তরশ্মি হইয়া তমসমূহকে বিনাশ করেন।"[৭]

ঋষি অয়াস্য আঙ্গিরস বলিয়াছেন, বৃহস্পতি রব দ্বারা বলকে তেমন ভাবে বিচ্ছিন্ন করেন, যেমন লোকে (সায়ুধ) কর দ্বারা করে।[৮] ঐ রব অবশ্যই বেদমন্ত্রের রব বা বেদমন্ত্র গানের রব।[৯] সুতরাং জানা যায় যে মন্ত্রের গানে বৃহস্পতির এমন দক্ষতা ছিল যে উহার শব্দের প্রভাবে ঐ সকল কর্ম সম্পাদিত হইয়াছিল। অথবা, বৈদিকগণের ভাষায় বলিতে, তাঁহার মন্ত্র গানের শব্দের দ্বারা প্রেরিত হইয়া দেবতা ঐ সকল কর্ম করিয়াছিলেন।[১০]

---

১) "ব্রহ্মণস্পতির্ব্রহ্মণঃ পাতা বা পালয়িতা বা।"—(নিরুক্ত, ১০।১২)

২) "ব্রহ্ম বাক্ ব্রহ্ম সত্যং চ ব্রহ্ম সর্বমিদং জগৎ।
পাতারং ব্রহ্মণস্তেন শৌনহোত্রস্তমগ্র্যগোঁ""—(বৃহদ্দেবতা, ২।৪০)

৩). "বাচস্পতির্বাচঃ পাতা বা পালয়িতা বা।"—(নিরুক্ত, ১০।১৭)

৪) বৃহদ্দেবতা, ২।৪৫

৫) যথা দেখ—অহির্বুধ্ন্যসং, ৪৩।৩০,৩৫; ৪৪।১,১১,—ইত্যাদি

৬) ঋক্সং, ৪।৫০।১; অথসং, ২০।৮৮।১

৭) ঋক্সং, ৪।৫০।৪; অথসং, ২০।৮৮।৪ তৈত্তিব্রা, ২।৮।২।৭

৮) ঋক্সং, ১০।৬৭।৬; অথসং, ২০।৯১।৬

বেদের অন্যত্র আছে, ইন্দ্র, (আঙ্গিরসদিগের) দশগ্বগণ সহকারে, রব দ্বারা বলকে বিদীর্ণ করেন। (ঋক্সং, ১।৬২।৪;

৯) সায়ন বলেন, "রবেণ বেদশাস্ত্ররূপেণ শব্দেন" (তৈত্তিব্রা, ২।৮।২।৭ ভাষ্য)

১০) মহর্ষি বসিষ্ঠ বলিয়াছেন, বসিষ্ঠগণ শক্বরী ঋক্সমূহে বৃহৎ রব দ্বারা ইন্দ্রে বল প্রদান করেন। (ঋক্সং, ৭।৩৩।৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদমন্ত্র গানের জন্য বৃহস্পতির এক বিশেষ গণ বা মণ্ডলী ছিল বোধ হয়। কেননা, তাঁহার ভাই অয়াস্য ঋষি বলিয়াছেন যে তিনি সখাগণ সহকারে ("সখিভিঃ") বেদমন্ত্র গান করেন।[১] বামদেব ঋষি বলিয়াছেন,

"স সুষ্টুভা স ঋক্বতা গণেন
বলং রুরোজ ফলিগং রবেণ।
বৃহস্পতি··· ··· ··· ··· ··· ···॥"[২]

'সেই বৃহস্পতি সুস্তুতিমান্ ও ঋক্বান গণ সহকারে রব দ্বারা ভেদ্যকে ভগ্ন করেন।' ঐ গণের পতি দৃষ্টিতে বেদে তাঁহাকে কখন কখন "গণপতি" বলা হইয়াছে। আঙ্গিরস শৌনহোত্র, পরে ভার্গব শৌনক গৃৎসমদ, বৃহস্পতিকে এই বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন যে "গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে" ইত্যাদি।[৩]

তত্ত্বজ্ঞানবিৎ—বৃহস্পতি যে কেবল সম্যক্ পাঠ, উত্তম গান এবং সুসফল প্রয়োগ মাত্র জানিয়াই এবং করিয়াই বেদমন্ত্রসমূহের পাতা ছিলেন, তাহা নহে, তিনি উহাদের নিগূঢ় অর্থও সম্যক্ পরিজ্ঞাত ছিলেন। 'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ৭১তম সূক্তে দ্রষ্টা ঋষি বৃহস্পতি। আচার্য যাস্ক বলিয়াছেন যে উহার ৪ ও ৫ মন্ত্রে জ্ঞানের প্রশংসা এবং অজ্ঞানের নিন্দা আছে, ঐ জ্ঞান ত্রিবিধ—যাজ্ঞ-জ্ঞান, দৈবত-জ্ঞান এবং অধ্যাত্ম-জ্ঞান।[৪] আচার্য শৌনক বলেন,

"যজ্জ্যোতিরমৃতং ব্রহ্ম যদ্যোগাৎ সমুপাশ্নুতে।
তজ্‌জ্ঞানমভিতুষ্টাব সূক্তেনাথ বৃহস্পতিঃ॥"[৫]

'জ্যোতি(স্বরূপ) এবং অমৃত যে ব্রহ্ম,[৬] যাহার যোগে সম্যক্ লাভ হয়, সেই জ্ঞানকে বৃহস্পতি অনন্তর (অর্থাৎ ৭০তম সূক্তের পরের) সূক্তে অভিস্তুতি করিয়াছেন।' তিনি আরও বলিয়াছেন যে "উহাতে জীবিকা উপার্জনার্থ মন্ত্রসমূহের প্রয়োগ প্রতিষিদ্ধ হইয়াছে। বেদতত্ত্বার্থবিজ্ঞানই প্রায় (অর্থাৎ অধিকাংশতঃ) দৃষ্ট হয়। কোন কোন আচার্যগণ বলেন যে ঐ সূক্তের কতিপয় ঋকে বাক্‌বিদ্‌গণের অভিস্তুতি আছে, আর অপর ঋক্‌সমূহে অনর্থবিদ্‌গণের (অর্থাৎ যাহারা বেদমন্ত্রের অর্থ যথাযথ জানে না, তাহাদিগের) অভিনিন্দা আছে।"[৭] উহার ১০ম মন্ত্রে বিদ্বানের প্রশংসা করা হইয়াছে।[৮] শৌনকের উক্তির প্রমাণে সায়ন বলিয়াছেন যে "এই সূক্ত দ্বারা ঋষি পরমপুরুষার্থসাধন পরব্রহ্মজ্ঞানকে স্তুতি করিয়াছেন।" কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'তে এই মাত্র উক্ত হইয়াছে যে ঐ সূক্তে বৃহস্পতি জ্ঞানকে স্তুতি করিয়াছেন। পরন্তু ঐ জ্ঞান কি বা কিসের তাহা তিনি খুলিয়া বলেন নাই।

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রকে "নৈশ্রেয়সপর জ্ঞান" উপদেশ করেন।[৯]

---

১) ঋক্‌সং, ১০।৬৭।৩ ২) ঋক্‌সং, ৪।৫০।৫
৩) ঋক্‌সং, ২।২৩।১
৪) নিরুক্ত, ১।১৯-২০ ৫) বৃহদ্দেবতা, ৭।১০৯
৬) দেখ—"কিং স্বিৎ সূর্যসমং জ্যোতিঃ ··ব্রহ্ম সূর্যসমং জ্যোতিঃ"—(বাজসং(মাধ্য), ২৩।৪৭-৮
৭) বৃহদ্দেবতা, ৭।১১০-১ ৮) ঐ, ৭।১১৩-১ ৯) মহাভা, ১২।১২৪।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণে'র মতে, "দেবগুরু বৃহস্পতি স্বর্গলোকে (দেবতাদিগের জন্য) বিচিত্র চেষ্টা করিয়াও, তথা পত্নীর জন্য চন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করিলেও, নিশ্চয় মুক্তরূপেই অবস্থিত (ছিলেন)।"[১] তিনি আপন পুত্র কচকে এই "অনুত্তম পরম যোগ" উপদেশ করেন,—সর্ববিদ্ বিদ্বান্‌গণ বলেন, "চিত্তং সর্বং" ('চিত্তই সর্ব'); সুতরাং চিত্তত্যাগই সর্বত্যাগ।[২] জীবের নিজের অহঙ্কার, বা অন্তরের অহংভাবই চিত্ত।[৩] তারপর তিনি বলেন,

"হে পুত্র, অহঙ্কার বস্তুতঃ নাই, যেমন মিথ্যাভ্রম (বস্তুতঃ থাকে না)। উহা (প্রকৃত পক্ষে) অসৎ হইয়াও যেন সৎ সম্পন্ন হইয়া স্থিত আছে, যেমন বালকের দৃষ্টিতে বেতাল থাকে। যেমন রজ্জুতে ভুজঙ্গত্ব-' যেমন মরুতে জলবুদ্ধি-রূপ মিথ্যাবভাস স্ফুরিত হয়, তেমন অহঙ্কৃতি মিথ্যা হইলেও স্ফুরিত হইতেছে। যেমন চন্দ্রে দ্বিত্ব নিশ্চয় অসৎ হইলেও, মোহ হেতু, দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমন অহঙ্কারও মোহ হেতু, স্ফুরিত হইতেছে। উহা সত্য নহে, আবার অসৎও নহে। আদি ও অন্ত বিরহিত এক (আত্মাই) আছে, যাহা চিন্মাত্র নির্মল,—আকাশ হইতেও অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং অনন্তর।" ইত্যাদি।[৪]

ব্রহ্মবর্চসম্পন্ন—গৃৎসমদ ঋষি বৃহস্পতি ঋষির নিকট ব্রহ্মবর্চস্ বা তেজ প্রার্থনা করিয়াছেন।[৫]

"বৃহস্পতে অতি যদর্যো অর্হাদ্
দ্যুমদ্বিভাতি ক্রতুমজ্জনেষু।
যদ্দীদযচ্ছবস ঋতপ্রজাত
তদস্মাসু দ্রবিণং ধেহি চিত্রম্॥"[৬]

এই মন্ত্র 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৭] 'হে ঋতপ্রজাত বৃহস্পতি, (ব্রহ্মবর্চসকাম) অর্য যাহাকে (=যে ব্রহ্মবর্চসকে বা তেজকে), অপর সমস্ত কামনাকে অতিক্রম করত, পূজা করে, দ্যুমৎ (বা দীপ্তিমৎ) ও ক্রতুমৎ যাহা (ব্রাহ্মণ) জনগণের মধ্যে বিভাত হইতেছে, এবং যাহা (স্বীয়) প্রভাবে (আশ্রিত জনকে) দীপ্তিমান করে, সেই (ব্রহ্মবর্চোরূপ) পূজনীয় ধন আমাদিগকে প্রদান কর।'

তাহাতে মনে করিতে হইবে যে বৃহস্পতি স্বয়ং তেজসম্পন্ন ছিলেন। উহার অপর প্রমাণও আছে। 'তৈত্তিরীয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে "বৃহস্পতি কামনা করিলেন, 'ব্রহ্মবর্চসী হইব'। তিনি বৃহস্পতি তিষ্যকে (নক্ষত্রকে) এই নৈবার চরু জলে প্রদান করে। তাহাতেই তিনি ব্রহ্মবর্চসী হইলেন।" ইত্যাদি।[৮] সুতরাং উহার মতেও, বৃহস্পতি ব্রহ্মবর্চসী ছিলেন।

---

১) যোগবাসিষ্ঠ রামায়ণ, ৭৫।১৩

২) ঐ, ৬(১)।১১১।২১ ৩) ঐ, ৬(১)।১১১।২৮

৪) ঐ, ৬(১)।১১১।৩৩-৩৬—

৫) দেখ—"যস্তেজো ব্রহ্মবর্চসিচ্ছৎ…তেজো বৈ ব্রহ্মবর্চসং"—(ঐতব্রা, ১।২)
"তেজো বৈ ব্রহ্মবর্চসং"—(ঐ, ২।১,৪ ইত্যাদি)

৬) ঋক্‌সং, ২।২৩।১৫ ; বাজসং(মাধ্য), ২৬।৩ ; তৈত্তিসং, ১।৮।২২।২—

৭) ঐতব্রা, ৪।১১ ৮) তৈত্তিব্রা ৩।১।৪।৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মহাভারতে' বৃহস্পতিকে "বৃহৎতেজা" ও "মহাতেজা" বলা হইয়াছে।[১] 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'র মতে, ব্রহ্মবর্চসী ব্রহ্মযশসীও হয়।[২] সুতরাং বৃহস্পতি ব্রহ্মযশসীও ছিলেন।

প্রাণোপাসক—উপনিষদে দেখা যায়, মহর্ষি অঙ্গিরার ন্যায়, তাঁহার পুত্র বৃহস্পতি এবং অয়াস্যও প্রাণের বিশিষ্ট উপাসক ছিলেন; সেই উহা যেমন 'অঙ্গিরা' তেমন 'বৃহস্পতি' 'ব্রহ্মণস্পতি' এবং 'অয়াস্য' নামেও অভিহিত হইত।[৩]

বৃহস্পতির স্তুতি—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে বেদে বৃহস্পতির স্তুতি আছে। তাহাতে তাঁহার মহৎ মহত্ত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। ঋষি গৃৎসমদ বলিয়াছেন,[৪]

"হে ব্রহ্মসমূহের ব্রহ্মের পতি, গণসমূহের গণপতি, কবিগণের কবি, উপশ্রবস্তম (=সর্বশ্রেষ্ঠ অন্নবান্) এবং জেষ্ঠরাজ্য তোমাকে আবাহন করিতেছি। (এই আবাহন) শ্রবণ করত, রক্ষাসমূহ সহকারে, আমাদের সদনে আসিয়া স্থিত হও। (১)

"হে অসুরহন্তা বৃহস্পতি, প্রচেতস্ তোমার দেবগণ (অথবা তোমার প্রচেতস দেবগণ) যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হউক (কিংবা প্রচেতস্ তুমি আছ, অর্থাৎ তোমার দ্বারা রক্ষিত বলিয়াই দেবগণ যজ্ঞভাগ প্রাপ্ত হন)। যেমন জ্যোতিসমূহ দ্বারা মহনীয় সূর্য কিরণসমূহের জনিতা, তেমন প্রচেতস তুমি ব্রহ্মসমূহের জনিতা। (২)

"হে বৃহস্পতি, তুমি পরিলোপকারী তমসমূহকে নিরাকরণ করত ভীষণ অমিত্রদম্ভন, রক্ষোহন ও গোত্রভিদ্, তথা স্বর্বিদ্, ঋতের জ্যোতিষ্মান্ রথে অধিস্থিত থাক। (৩)

"হে বৃহস্পতি, তুমি সুনীতিসমূহ দ্বারা জন(সাধারণ)কে লইয়া যাও এবং ত্রাণ কর। যে ব্যক্তি তোমাকে দান করে, পাপ তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। তুমি ব্রহ্মদ্বেষীর তাপক, (অথচ) ক্রোধের হিংসক (অর্থাৎ ক্রোধবিরহিত)। তাহা তোমার মহৎ মাহাত্ম্য। (৪)

"হে ব্রহ্মণস্পতি, সুগোপা তুমি যাহাকে রক্ষা কর, তাহাকে পাপ হিংসা করে না; দুরিতও করে না; অরাতিসমূহও কোথাও হইতে হিংসা করে না; দ্বয়াবীগণও (অর্থাৎ যাহা বাহিরে এক প্রকার, আর অন্তরে অন্য প্রকার, তাহারা) না; (কেননা,) তুমি নিশ্চয় সমস্ত হিংসকগণকে তাহার নিকট হইতে বিশেষরূপে বাধা দাও। (৫)

"হে বৃহস্পতি, বিচক্ষণ তুমি আমাদের গোপা ও পথিকৃৎ (হও)। তোমার ব্রতার্থ আমরা মতিসমূহ দ্বারা স্তুতি করিতেছি। যে আমাদের প্রতি কুটিলতা বিধান করে, তাহাকে (তাহার) দুর্বুদ্ধি বেগবান হইয়া মারুক। (৬)

"অধিকন্তু, হে বৃহস্পতি, সমুচ্ছ্রিত বৃক(বৎ) যে মনুষ্য নিষ্পাপ আমাদের অভিমুখে আগমন করত আমাদিগকে হিংসা করিতে চাহে, তাহাকে (আমাদের) বিপরীত দিকে নিবর্তিত কর। এই যজ্ঞের অনুষ্ঠানার্থ আমাদের পথ সুগম কর। (৭)

"হে বৃহস্পতি, তনুসমূহের ত্রাতা, বিপদ হইতে উদ্ধার কর্তা, অধিকর্তা এবং হবিপ্রদান

১) পূর্বে দেখ 'অহিবুধ্ন্যসংহিতা'য় (৪৩।২৯'২) বৃহস্পতি "জ্বলিতানলসন্নিভ"।

২) ঐতব্রা, ৪।১১

৩) ছান্দোগ্যউ, ১।২।১১-২ ; বৃহউ, ১।৩।৮,১৯-২১

৪) ঋক্সং, ২।২৩ ও ২৪ সূক্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কাময়মান তোমাকে আহ্বান করিতেছি। দেবনিন্দকগণকে বিনাশ কর। দুর্বুদ্ধি ব্যক্তিগণ যেন উৎকৃষ্টতর সুখ প্রাপ্ত না হয়। (৮)

* * * * * * *

"হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি বৃষভ (অর্থাৎ কামসমূহের বর্ষিতা)। তোমার মত দাতা আর নাই। তুমি আহবে গমন কর। তুমি শত্রুকে নিরন্তর তাপ প্রদান কর। তুমি সংগ্রাম-সমূহে (শত্রুগণকে) অভিভূতকারী। তুমি সত্য, তথা ঋণযা এবং উগ্রের ও দাম্ভিকের দমনকারী। (১১) [ঋণ = পাপ ; ঋণযা = ঋণ হইতে পৃথক্‌কর্তা]

* * * * * * *

"হে ঋতপ্রজাত বৃহস্পতি, (ব্রহ্মবর্চস্কাম) অর্য যাহাকে, অপর সমস্ত কামনাকে অতিক্রম করত, পূজা করে, দ্যুমৎ ও ক্রতুমৎ যাহা (ব্রাহ্মণ) জনগণের মধ্যে বিভাত হইতেছে, এবং যাহা (স্বীয়) প্রভাবে (আশ্রিত জনকে) দীপ্তিমান করে, সেই (ব্রহ্মবর্চসরূপ) পূজনীয় ধন আমাদিগকে প্রদান কর। (১৫)[১]

* * * * * * *

"হে ব্রহ্মণস্পতি, ত্বষ্টা সমস্ত ভুবনের উপরে, সমস্ত সামের সার কবি রূপে তোমাকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সেই তুমি মহান্ ঋতের ধারকের প্রতি ঋণচিৎ, ঋণযা এবং শত্রু-হন্তা। (১৭) [ঋণচিৎ = ঋণ বা পাপ হইতে চয়নকর্তা]

"হে অঙ্গিরস বৃহস্পতি, তোমার কল্যাণার্থ গোসমূহের (আবরক) পর্বত মুক্তদ্বার হয়। যখন তুমি গোত্র (বা গোসমূহ) নির্গমন কর, (তখন) ইন্দ্রের সহিত সংযুক্ত তুমি তম দ্বারা পরিবৃত জলের অর্ণবকে নিরন্তর অধোমুখী কর (অর্থাৎ বর্ষা করাও)। (১৮)

"হে ব্রহ্মণস্পতি, তুমি ইহার (—এই পরিদৃশ্যমান জগতের) নিয়ামক। তুমি (আমাদের এই) সূক্তকে বুঝ এবং (আমাদের) সন্তানগণকে প্রীত রাখ। দেবগণ যাহাদিগকে রক্ষা করেন, সেই সকল কল্যাণ (আমাদিগকে প্রদান কর)। উত্তম পুত্রপৌত্রাদিবান্ আমরা এই যজ্ঞে বৃহৎ (স্তোত্র) তোমাকে বলিব। (১৯)"[২]

বৃহস্পতির ভাই ঋষি অয়াস্য অঙ্গিরস-কৃত বৃহস্পতির স্তুতি,[৩] আচার্য সায়ন বলেন, এই প্রাচীন ইতিহাস মূলক,—মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র "মহাবুদ্ধিমান্ এবং ঋতপ্রজাত" বৃহস্পতি দেবরাজ ইন্দ্রের পুরোহিত হন। কোন সময়ে পণি নামক অসুরগণ তাঁহার গোসমূহ অপহরণ করত বল-পুরে লইয়া যায় এবং তিন অন্ধকার গুহায় লুকাইয়া রাখে। উহাদের অন্বেষণার্থ ইন্দ্র কর্তৃক প্রেরিত হইয়া বৃহস্পতি, মরুদ্গণকে সঙ্গে লইয়া, বলপুরে গমন করেন। তিনি সূর্য উৎপাদন করত অন্ধকার বিনাশ করিয়া গোসমূহ দেখিতে পান। অনন্তর বল অসুরকে এবং উহার অনুচর পণিগণকে বধ করত বৃহস্পতি গো-সমূহকে আহরণ করেন।[৪] অয়াস্য বলেন

"স্বীয় তেজ দ্বারা (সর্বত্র) ব্যাপী আঙ্গিরস (অর্থাৎ অঙ্গিরা-নন্দন বৃহস্পতি) ভগ দেবতার ন্যায় তাঁহার স্তোতাগণকে গোসমূহের সহিত সংযোজিত করেন এবং জনপদে (জনগণকে)

১) পূর্বে দেখ। ২) ঋক্‌সং, ১।২৩ সূক্ত
৩) ঋকসং, ১০।৬৭ ও ৬৮ সূক্ত। ৪) ঋক্‌সং, ১০।৬৭।১ সায়ন-ভাষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দম্পতির ন্যায় (পরস্পর) সঙ্গত করেন। হে বৃহস্পতি, যেমন (যোদ্ধাগণ) অশ্বগণকে সংগ্রামে স্থাপন করেন, তেমন তোমার স্তোতাগণকে গোসমূহে স্থাপন কর।"[১]

বৃহস্পতির উপাসনা—বেদে আরও দেখা যায়, লোকে দেবতার ন্যায় বৃহস্পতিকেও উপাসনা করিত এবং তাঁহারও নিকট অভীষ্ট বস্তুসমূহ প্রার্থনা করিত। যথা, 'অথর্ববেদে' আছে,

"হে বৃহস্পতি, আকূতি সহ আমাদের নিকটে আস। এবং আমাদিগকে ভগ প্রদান কর। অধিকন্তু আমাদের সুহব (অর্থাৎ সহজে আহ্বান-যোগ্য) হও (অর্থাৎ আহ্বানমাত্রেই আমাদের অনুকূল হও)। সমস্ত দেবগণ ও দেবীগণ পরম প্রীত হইয়া যাঁহার সম্ভূত (অর্থাৎ সম্যক্ অনুগত) হইয়াছেন, সেই আঙ্গিরস বৃহস্পতি আকূতিকে আমার এই বাণী স্মরণ করাইয়া দিক্। কাম (অর্থাৎ কাম্যমানফল-প্রদাতা) তিনি (বৃহস্পতি) আমাদের নিকটে আগমন করুন (এবং আমাদের কাম্য বস্তুসমূহ প্রদান করুন)।"[২]

ইহাদের অব্যবহিত পূর্বের মন্ত্রেই আছে যে "আকূতি সুভগা দেবী" (বিশেষ)।[৩] সায়নাচার্য বলিয়াছেন, উনি "সর্ববাক্যের তাৎপর্যার্থরূপা বাক্-দেবতা"।

"আমার সরস্বতী যে ক্রোধান্বিত আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অন্যত্র গিয়াছেন, (সেইহেতু) আমার মনে যে ছিদ্র হইয়াছে এবং আমার বাণীতে যে ছিদ্র হইয়াছে, বৃহস্পতি, সমস্ত দেবগণের সহিত ঐকমত্য প্রাপ্ত হইয়া, সেই সকল সন্ধান করুক।"[৪]

বেদের স্বস্তি-বাচন-মন্ত্রে এবং রক্ষা-মন্ত্রে বৃহস্পতিরও নিকট স্বস্তি এবং রক্ষা প্রার্থনা করা হইয়াছে।

"স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দধাতু"[৫]

'বৃহস্পতি আমাদিগকে স্বস্তি প্রদান করুক।'

"পশ্চিম, উত্তর এবং অধর (বা দক্ষিণ) হইতে (আগমনকারী) অনিষ্টকারী হইতে বৃহস্পতি আমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুক, আর পূর্ব এবং মধ্য হইতে (আগমনকারী অনিষ্টকারী হইতে) ইন্দ্র আমাদিগকে সর্বতোভাবে রক্ষা করুক। অধিকন্তু সখা (তাঁহারা তাঁহাদের এই) সখিগণকে ধন প্রদান করুক।"[৬]

ঋষি বামদেব গৌতম বলিয়াছেন, "আমরা পিতা, বর্ষক ও বিশ্বদেব বৃহস্পতিকে যজ্ঞসমূহ দ্বারা, হবিসমূহ দ্বারা এবং নমস্কার দ্বারা পরিচর্যা করিব। হে বৃহস্পতি, (তোমার কৃপায়) আমরা সুপ্রজা ও বীর্যবান্ হইব ; তথা ধনসমূহের পতি হইব।"[৭] "হে বৃহস্পতি, তুমি এবং ইন্দ্র (আমাদের) এই যজ্ঞে সোম পান কর। স্বাভুব (অর্থাৎ সমস্ত শরীরে ব্যাপন সমর্থ) সোম তোমাদিগেতে প্রবেশ করুক ; (যাহাতে) তোমরা অতিশয় হৃষ্ট এবং ধনবর্ষণকারী হও। আমাদিগকে সর্ববীর ধন (অর্থাৎ বীরপুত্রাদ্যুপেত সর্ব ধন) প্রদান কর। হে বৃহস্পতি,

---

১) ঋক্সং, ১০।৬৮।২

২) অথসং, ১৯।৪।৩-৪ ৩) অথসং ১৯।৪।২

৪) অথসং, ১৯।৪০।১ ৫) ঋক্সং, ১।৮৯।৬ ; বাজসং(মাধ্য), ২৫।১৯ ; সামসং উ, ৯।৩।৯ ; মৈত্র সং, ৪।৯।২৭ ; তৈত্তিআ, ১।১।১ ; ২১।৩ ; ১০।১।৯ ; ইত্যাদি

৬) ঋক্সং, ১০।৪২।১১ ; ৪৩।১১ ; ৪৪।১১ ; অথসং, ৭।৫১।১ ; ২০।১৭।১১ ; ৮৯।১১ ; ৯৪।১১ ; তৈত্তিসং ৩।৩।১১।১

৭) ঋক্সং, ৪।৫০।৬ ; অথসং, ২০।৮৮।৬ ; তৈত্তিসং, ১।৮।২২।২ ; মৈত্রাসং, ৪।১২।২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে ইন্দ্র, আমাদিগকে প্রবৃদ্ধ কর। তোমাদিগের সুমতি (বা অনুগ্রহবুদ্ধি) আমাদের প্রতি হউক। আমাদের ধীসমূহকে রক্ষা কর এবং আমাদের স্তুতিসমূহ বুঝ। হে অর্যদ্বয়, তোমাদের এই সংভক্তদিগের শত্রুগণকে বিনষ্ট কর।"[১]

সাত্বতধর্মাচার্য—মহর্ষি বৃহস্‌পতি সাত্বতধর্মেরও একজন প্রধান আচার্য। 'মহাভারতে'র নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে সাত্বতধর্মের আদ্য প্রবর্তক মরীচ্যাদি সপ্তর্ষি নিজেদের শাস্ত্র অঙ্গ ও উপনিষৎ সহ, বৃহস্‌পতিকে সমর্পণ করত তপস্যার্থ প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। বৃহস্‌পতি ঐ শাস্ত্র জগতে প্রচার করেন এবং তৎসম্বন্ধে অপর শাস্ত্রসমূহও রচনা করেন। তিনি রাজা উপরিচর বসুকে শাস্ত্র সম্যক্ অধ্যয়ন করান।[২] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণের'ও মতে বৃহস্‌পতি সাত্বতধর্মের একজন আচার্য।[৩] উহাতে আরও উক্ত হইয়াছে যে যেমন দেবর্ষি নারদ এবং ভগবান ব্যাস, তেমন মহর্ষি বৃহস্‌পতি আঙ্গিরসও, ভগবান বাসুদেবের আরাধনা রূপ ক্রিয়াযোগকে,—যদ্‌দ্বারা সাত্বতগণ ভগবানকে অর্চনা করেন,—মনুষ্যগণের নিঃশ্রেয়স বলেন।[৪]

'লক্ষ্মীতন্ত্রে' বিবৃত হইয়াছে যে দেবগুরু বৃহস্‌পতি দৈত্যগণ-কর্তৃক পরাভূত দেবরাজ ইন্দ্রকে ভগবতী লক্ষ্মীর শরণ গ্রহণ করিতে উপদেশ দেন। ঐ সময়ে তিনি লক্ষ্মীর পরম মহিমা খ্যাপন করেন। তিনি বলেন, হে দেবেশ, পরা পদ্‌মিনীকে ভজন কর; তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। তিনিই শ্রেয়ের মূল। তিনিই পরমা গতি। সেই সনাতনী দেবীই শ্রুতি-সমূহের অভিসন্ধি। তিনিই জগতের প্রাণসমূহ। তিনিই জগতের ক্রিয়া। তিনিই জগতের ইচ্ছা। তিনিই পর ও অপর জ্ঞান। তিনিই তৎতৎ কারণে সংস্থিত হইয়া কালে জগৎত্রয়কে সৃজন করেন, পালন করেন, এবং অন্তে সংহার করেন। জগতের মাতা তাঁহাকে আরাধনা না করিলে শ্রেয় (লাভ) কোথা হইতে হইবে? যাহা হইতে যতি (ইহসংসারে পুনঃ) আবর্তন করে না, সেই বৈকুণ্ঠধাম উনিই। উনিই বিদিতাত্মা সাংখ্যদিগের পরমা নিষ্ঠা। যোগীদিগের যাহা (পরমা) নিষ্ঠা,—যাহাতে গমন করত (যোগী) অশোক হয়, তাহা উনিই। উনিই পাশুপতী নিষ্ঠা, এবং উনিই বেদবিদ্‌গণের (পরমা) গতি। সমগ্র পাঞ্চরাত্রের নিষ্ঠা সনাতনী উনিই। সেই ঐ নারায়ণী দেবীই নারায়ণরূপে স্থিত আছেন। (তিনি নারায়ণ হইতে) চন্দ্র হইতে জ্যোৎস্নার ন্যায় পৃথগভূতা এবং অপৃথগভূতাও। সেই এক পরা দেবীই সেই সেই পৃথক্ পৃথক্ জ্ঞান(শাস্ত্র)সমূহ দ্বারা এবং পৃথক্‌বিধ আগমসমূহ দ্বারা বহু প্রকারে সমুপাসিত হইয়া থাকেন। হে মহাভাগ, পদ্মসম্ভব তাঁহার শরণ গ্রহণ কর। বিবিধ-তপবিশেষসমূহ দ্বারা এবং সেই সেই শুভ নিয়মসমূহ দ্বারা বিষ্ণুর মহিষীকে আরাধনা করত নিজের শ্রী দৃঢ় কর। প্রসাদ-

---

১) ঋক্‌সং, ৪।৫০।১০-১১

২) মহাভা, ১২।৩৩৬।১-৩, ৪৫-৭, ৫৪-৫ ; (পূর্বে দেখ)।

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে দেবগুরু বৃহস্পতি একবার নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয়কেও দর্শন করিতে যান। তিনি তথা ইন্দ্রাদিদেবগণ সর্বপ্রথমে ভগবান ব্রহ্মারই নিকটে উহাঁদিগকে দর্শন করেন এবং উহাঁদের মহিমা শ্রবণ করেন। অনন্তর তাঁহারা সকলে উহাদের তপস্যার স্থল বদরিকাশ্রমে গমন করেন। (মহাভা, ৫।৪৯।২—

৩) পূর্বে দেখ। ৪) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।২৭।১-২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

-সুমুখী তিনি স্বপদ প্রাপ্ত করাইবেন। ঐ দেবী অভীপ্সিতার্থদা এবং কামীদিগেরও কামদা।"[১]

'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে দেবগুরু বৃহস্পতি ভগবান্ অহির্বুধ্ন্য হইতে সুদর্শন-মন্ত্রের উপদেশ গ্রহণ করেন এবং হিমালয় পর্বতে গিয়া উহা জপ করেন। তাহাতে বৃহস্পতি সুদর্শন ভগবানের দর্শন লাভ করেন এবং তাঁহার স্তুতি করেন।[২]

'বিষ্ণুসংহিতা'র মতে, ১০৮ মুখ্য পাঞ্চরাত্রসংহিতাসমূহের একটি বৃহস্পতি-রচিত এবং উহা 'বার্হস্পত্য-নামে খ্যাত।[৩]

ইহা বোধ হয় উল্লেখ করা উচিত যে 'মহাভারতে' ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে বৃহস্পতির শিষ্য রাজা বসু সাত্বতধর্মে গুরুকেও বহু অতিক্রম করিয়া যান। বসু এক মহান্ অশ্বমেধ যজ্ঞ করেন। তাঁহার উপাধ্যায় বৃহসপতি উহাতে হোতা হন। ঐ যজ্ঞে পশুঘাত হয় নাই। ভগবান্ স্বয়ং ঐ যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হইয়া তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট পুরোডাশ গ্রহণ করেন। পরন্তু একমাত্র বসুই তাঁহাকে দর্শন করেন; বৃহসপতি কিংবা যজ্ঞের অপর কোন পুরোহিত তাহার দর্শন পান নাই। তাহাতে বৃহস্পতি অতীব ক্রোধান্বিত হইয়া উঠেন। তিনি স্রুক্ উঠাইয়া বেগে আকাশে আঘাত করিতে লাগিলেন। ক্রোধের তীব্রতা হেতু তাঁহার চোখ হইতে জল পড়িতে লাগিল। তখন বসু, তথা একতাদি মুনিত্রয় মিলিয়া বৃহস্পতিকে শান্ত করেন।[৪] তাঁহারা বলেন যে ভগবান্ যাহাকে প্রসাদ করেন, কেবল সেই তাঁহার দর্শন পায়; অপর কেহ তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না।[৫] যাহারা ভক্তি দ্বারা তাঁহার একান্তিত্ব উপগত হয়, তাহাদিগকেই তিনি প্রসাদ করেন; অতএব তাহারাই তাঁহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয়।[৬] বৃহস্পতি তাঁহার একান্তিত্ব লাভ করেন নাই; সেই কারণে তিনি ভগবানের দর্শন পাইবেন না। যাহা হউক, তাঁহাদের কথায় বৃহস্পতি শান্ত হন। তৎপরে তিনি যজ্ঞ সমাপ্ত করেন এবং দেবতাগণকে পূজা করেন।[৭]

ধর্ম—মহর্ষি বৃহস্পতি বলেন, একমাত্র ধর্মই ইহলোকে গমনের সময়ে মনুষ্যের সংগে গমন করে, অপর কিছুই যায় না।[৮]

"ধর্ম একো মনুষ্যাণাং সহায়ঃ পারলৌকিকঃ ॥"[৯]

'একমাত্র ধর্মই মনুষ্যদিগের পারলৌকিক সহায়।' প্রাণী ধর্মসমাযুক্ত হইলে শ্রেষ্ঠ স্বর্গগতি লাভ করে, আর অধর্ম-সমাযুক্ত হইলে নরকে গমন করে।'[১০] নরকে মনুষ্যকে অসহ্য দুঃখযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। তাহা হইতে ইহসংসারে প্রত্যাগমন করিলে তাহার তির্যক্ যোনিতে জন্ম হয়। স্বর্গে মনুষ্যের অতুল সুখ ভোগ হয়। তথা হইতে প্রত্যাবর্তন করিলে, সে পুরুষ হইয়া জন্ম গ্রহণ করে, এবং জন্মবিধি, ধর্মোফলে, সুকৃত কর্ম ভোগ করে।[১১] তাই মানুষের উচিত স্থায়-

১) লক্ষ্মীতং, ১।৩৪-৪৪ (পূর্বে দেখ)।
২) অহির্বুধ্ন্যসং, ৪৪।১৯—
৩) শ্রেডারের পাঞ্চরাত্রসংহিতা সূচীর ১০০ সংখ্যক গ্রন্থ।
৪) মহাভা, ১২।৩৩৬।৫—
৫) মহাভা, ১২।৩৩৬।১৯'২-২০'১
৬) মহাভা, ১২।৩৩৬।৪৪-৫'১
৭) মহাভা, ১২।৩৩৬।৬১
৮) মহাভা, ১৩।১১১।১২-৪
৯) মহাভা, ১৩।১১১।১৭'১
১০) মহাভা, ১৩।১১১।১৫
১১) মহাভা, ১৩।১১১।৩৭-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সংগত উপায়ে লব্ধ অর্থসমূহ দ্বারা সদা ধর্মকে সেবা করা।[১] "সেইহেতু আমি (বৃহস্পতি) তোমাকে (ইন্দ্রকে) এই সত্য বলিতেছি যে নিত্যশঃ ত্যাজ্য বিষয়সমূহ ত্যাগ করা এবং কর্তব্য বিষয়সমূহ করা ভূতিকাম মনুষ্যের উচিত।"[২]

ধর্মলাভের উপায়—বৃহস্পতি বলেন, দান, অহিংসা, বৈদিক কর্ম, ইন্দ্রিয়সংযম, তপস্যা এবং গুরুশুশ্রূষা—এই সকল ধর্মলাভের পৃথক পৃথক উপায়; সুতরাং উহারা সর্বপ্রকারে ধর্ম্য।[৩]

দান—বৃহস্পতি আরও মনে করেন যে ধর্মলাভের ঐ সকল উপায়সমূহের মধ্যে দান প্রথম সোপান। সমাহিত চিত্তে ব্রাহ্মণকে বিবিধ বস্তু দান করিলে মনুষ্য, যেমন সর্প আপন পুরাণ জীর্ণ ত্বক্ পরিত্যাগ করে, তেমন পূর্বার্জিত অধর্ম পরিত্যাগ করত মনঃসমাধিসংযুক্ত হইয়া সদ্গতি প্রাপ্ত হয়।[৪] "নাস্তি দানসমো নিধিঃ" (দানের সমান নিধি নাই')।[৫]

বিবিধ প্রকারের বস্তুসমূহের দানের মধ্যে বৃহস্পতি কখন অন্নদানকে, কখন ভূমিদানকে আবার কখন গোদানকে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন। যথা, এক সময়ে তিনি বলেন, সর্বপ্রকার দানের মধ্যে অন্নদান শ্রেষ্ঠ বলিয়া উদাহৃত হয়। কেননা, অন্ন মনুষ্যগণের প্রাণ; অন্ন হইতে মনুষ্য উৎপন্ন হয়, এবং অন্নেই সে প্রতিষ্ঠিত। তাই অন্নদানকে প্রশংসা করা হয়। সুতরাং সর্বপ্রথমে সরলচিত্তে অন্ন দান করা ধর্মাভিলাষী ব্যক্তির উচিত।[৬] "ন্যায় পথে উপার্জিত অন্নকে সৎপাত্রে নিত্য প্রদান করা মনুষ্যের সর্বাবস্থায় উচিত। কেননা, অন্ন পরম গতি। অন্ন দান করিলে মনুষ্যকে তীব্র দুঃখ সহন করিতে হয় না। সেইহেতু অন্যায়-পরিবর্জিত অন্ন প্রদান কর্তব্য।"[৭] অন্ন-দান "সমস্ত ধর্মের, তথা দানের, মূল।"[৮]

অন্য এক সময়ে, দেবরাজ ইন্দ্রের নিকট, বৃহস্পতি ভূমিদানের সর্বাপেক্ষা অধিক প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, মনুষ্য সুবর্ণ, গো ও ভূমি দান দ্বারা সর্ব পাপ হইতে প্রমুক্ত হয়। পরন্তু ভূমিদান হইতে শ্রেষ্ঠ অপর কিছুই নাই। তিনি আরও বলেন যে অপর মনীষিগণও সেই প্রকার বলেন।[৯]

অপর এক সময়ে তিনি গোদানকে খুব প্রশংসা করেন।[১০]

যাহা হউক, ঐ প্রকারে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ব্যক্তির নিকট ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর দানকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলা অর্থবাদমাত্রই; সুতরাং নির্দোষ। প্রকৃত মহিমা দানেরই। বৃহস্পতি বলিয়াছেন, "দানের সমান নিধি নাই।" তিনি আরও বলেন, দান শান্ত চিত্তে, মিষ্ট বচন সহকারে,

---

১) মহাভা, ১৩।১১১।১৫·১, ১৬২ ২) মহাভা, ১৩।১২৫।৬৮·২-৬৫·১

৩) মহাভা, ১৩।১২৩।১-২

৪) মহাভা, ১৩।১১২।৮-৯ ৫) মহাভা, ১৩।৬২।৯২·২

৬) মহাভা, ১৩।১১২।১০— ৭) মহাভা, ১৩।১১২।২৫-৬

৮) মহাভা, ১৩।১১২।৩১·১ ৯) মহাভা, ১৩।৬২।৫৫—

"ন ভূমিদানাদ্ দেবেন্দ্র পরং কিঞ্চিদিতি প্রভো।" (১৩।৬২।৫৬·১)

"ন হি ভূমিপ্রদানেন দানমন্যদ্ বিশিষ্যতে॥" (১৩।৬২।৬৫·২)

"নাস্তি ভূমিসমং দানং" (১৩।৬২।৯২·১)

১০) মহাভা, ১৩।৭৬।৪—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে। শান্ত-ভাব-বিরহিত দান, ব্যঞ্জন-বিহীন অন্নের ন্যায় প্রাণিগণকে প্রীত করে না।[১]

অহিংসা—ধর্মলাভের ঐ সকল উপায়সমূহের মধ্যে আবার অহিংসাই, বৃহস্পতি বলেন, অনুত্তম নিঃশ্রেয়স লাভের উপায়। যে মনুষ্য অহিংসাধর্ম সম্যক্ পালন করে, তাহার সর্বভূতের প্রতি কাম, ক্রোধ ও লোভ—এই তিন দোষ সদা কালের জন্য পরিত্যক্ত হয়; এবং তাহাতে সে সিদ্ধি লাভ করে।[২] "যে ব্যক্তি আপনার সুখের অভিলাষে অহিংসক প্রাণিগণকে দণ্ড দ্বারা বিনিহত করে, সে পরলোকে সুখী হয় না। আর যে পুরুষ প্রাণিবর্গের প্রতি আত্মোপম, ন্যস্ত-দণ্ড এবং জিতক্রোধ, সে পরলোকে সুখ প্রাপ্ত হয়।"[৩] অহিংসাধর্মের সমর্থনার্থ তথা অধিক প্রচারার্থ বৃহস্পতি বলেন যে মধু-মাংস ভক্ষণ হইতে নিবৃত্তি দ্বারা দান, যজ্ঞ এবং তপস্যাও হইয়া থাকে (অর্থাৎ তৎতুল্য ফল লাভ হইয়া থাকে)।[৪]

মহর্ষি বৃহস্পতি যে অহিংসার সমর্থক ছিলেন, তাহার অপর প্রমাণ এই যে তাঁহার শিষ্য রাজা উপরিচর বসুর অশ্বমেধ মহাযজ্ঞে,—যাহাতে পশুবধ মোটেই হয় নাই, বৃহস্পতি হোতারূপে যোগ দিয়াছিলেন। বৈদিক যজ্ঞের যথাবিধি সু-অনুষ্ঠানে পশু বধ করা নিতান্তই আবশ্যক,—একেবারে অপরিহার্য, বলিয়া মনে করিলে বৃহস্পতি বসুর ঐ পশুবধ-বিরহিত যজ্ঞে নিশ্চয়ই পৌরোহিত্য করিতেন না।

আত্মৌপম্য-দৃষ্টি—অহিংসাবাদের সমর্থন করিতে গিয়া মহর্ষি বৃহস্পতি আত্মৌপম্য-দৃষ্টির অতি মহিমা খ্যাপন করেন। তিনি বলেন,

"ন তৎ পরস্য সন্দধ্যাৎ প্রতিকূলং যদাত্মনঃ।
এষ সংক্ষেপতো ধর্মঃ কামাদন্যঃ প্রবর্ততে॥"[৫]

'যাহা নিজের প্রতিকূল হয়, তাহা অপরের জন্য সন্ধান করিবে না। ধর্ম সংক্ষেপে ইহাই। অন্য (অর্থাৎ ইহার বিপরীত ধর্ম) কামবশতই প্রবর্তিত হয়।'

"যথা পরঃ প্রক্রমতেঽপরেষু
তথাঽপরে প্রক্রমতে পরস্মিন্॥
তথৈব তেঽস্তূপমা জীবলোকে
যথা ধর্মো নৈপুণ্যেনোপদিষ্টঃ॥"[৬]

'অর্থাৎ একে অন্যের প্রতি যেমন ব্যবহার করে, অন্যে উহার প্রতি সেই প্রকারই ব্যবহার করে। মনুষ্যলোকে ইহাই তোমার উপমা হউক। এই ধর্মই নিপুণ ব্যক্তি কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছে।

"যে পুরুষ প্রাণিবর্গের প্রতি আত্মৌপম, ন্যস্তদণ্ড, এবং জিতক্রোধ, সে পরলোকে সুখ প্রাপ্ত হয়।"[৭]

---

১) মহাভা, ১২।৮৪।৭, দেখ—"ক্রোধাদ্দানফলং হন্তি"—(মহাভা, ১৪।৯০।১০২'২
২) মহাভা, ১৩।১১৩।৩-৪   ৩) মহাভা, ১৩।১১৩।৫-৬
৪) মহাভা, ১৩।১১৪।১৫
৫) মহাভা, ১৩।১১৩।৮   ৬) মহাভা, ১৩।১১৩।১০
৭) মহাভা, ১৩।১১৩।৬ ১২।৬৬।৩৬ (ঈষৎ পাঠান্তরে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"দানে ও প্রত্যাখ্যানে, সুখে ও দুঃখে, এবং প্রিয়ে ও অপ্রিয়ে মনুষ্য আত্মৌপম্য দ্বারা প্রমাণ প্রাপ্ত হয়॥"[১]

সার্বাত্ম্যবাদ—সম্যক্ অহিংসা-পরায়ণ এবং আত্মৌপম্য-দৃষ্টি-সম্পন্ন ব্যক্তিকে বৃহস্পতি "সর্বভূতাত্মভূত" বলিয়াছেন।

"সর্বভূতাত্মভূতস্য সর্বভূতানি পশ্যতঃ।
দেবাঽপি মার্গে মুহ্যন্তি অপদস্য পদৈষিণঃ॥"[২]

'যিনি সর্বভূতকে (আপনাতে) দেখেন, সর্বভূতাত্মভূত হইয়াছেন, অপদের পদাভিলাষী তাঁহার মার্গে দেবগণও মোহ প্রাপ্ত হন (অর্থাৎ তিনি কোন্ মার্গে যান এবং কোথায় যান, তাহা দেবগণও বলিতে পারেন না, সুতরাং মনুষ্যগণের কথা আর কি?)।' তাৎপর্য এই যে তিনি সর্বভূত-স্বরূপ কিংবা সর্বভূতের আত্মা-স্বরূপ হওয়াতে সর্বগত বা বিভু হইয়াছেন।[৩] সুতরাং তাঁহার কোথাও আসা-যাওয়ারই কথা হইতে পারে না। উহার মার্গ নিরূপণ ত দূরের কথা। তারপর তিনি যাহা হইতে আকাঙ্ক্ষা করিতেছেন,—যাহাকে তিনি বর্তমান সংসার-দশায় (কিংবা অপরে) পদ-বিশেষ বলিয়া মনে করিতেছেন, তাহা প্রকৃত পক্ষে কোন পদ নহে। কেননা, মনোবাণীর অগোচর বলিয়া তাহাকে 'ইদমিত্থং' (ইহা এই প্রকার) বলিয়া নিরূপণ করা যায় না এবং ধারণাও করা যায় না। সুতরাং খুব প্রকৃত বলিতে উহাকে পদ বলা যায় না, কিংবা মনে করা যায় না। সেই কারণে যে সাধক তাহা হইতে চাহিতেছেন, তিনি কোথায় গিয়াছেন, কিংবা উহার অবস্থা কি হইয়াছে তাহা নিরূপণ করা যায় না। ইহা ব্রহ্ম-নির্বাণই।

আত্মদর্শন ও ব্রহ্ম-সম্পত্তি—মহর্ষি বৃহস্পতি বলেন,

"সন্তোষই শ্রেষ্ঠতম স্বর্গ। সন্তোষই পরম সুখ। সন্তোষ হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। উহা সম্যক্ প্রতিষ্ঠিত আছে। যেমন কূর্ম আপন অঙ্গসমূহ আপনার অভ্যন্তরে সংহরণ করে, তেমনই ভাবে (মনুষ্য আপন) কামনাসমূহকে যখন সর্বপ্রকারে সংহরণ করে তখন আত্মজ্যোতি নিশ্চয়ই অচিরে তাহার আত্মাতে প্রসাদ করে (অর্থাৎ তাহার অন্তঃকরণে প্রকাশিত হয়)। যখন (ঐ সাধক) কাম ও দ্বেষকে জয় করে;—(কোন প্রাণী হইতে) সে ভীত হয় না এবং (কোন প্রাণীও) তাহা হইতে ভয়গ্রস্ত হয় না,) তখন সে আত্মাকে দর্শন করে। যখন সে মন, বাণী, কিংবা কর্ম দ্বারা কোন প্রাণীকে দ্রোহ করে না, তথা (কাহারও নিকট হইতে কিছু প্রাপ্তির) আকাঙ্ক্ষা করে না, তখন সে ব্রহ্ম হয় ('ব্রহ্ম সম্পদ্যতে')।"[৪]

এইখানে দেখা যায়, কামনা-ত্যাগ এবং অহিংসাকেই, বৃহস্পতি আত্মদর্শনের ও ব্রহ্ম-সম্পত্তির মুখ্য সাধন করিয়াছেন।

---

১) মহাভা, ১৩।১১৩।৯

২) মহাভা, ১৩।১১৩।৭ এই বচন অপর কোন কোন মহাপুরুষও বলিয়াছেন। যথা, তুলাধার (মহাভা, ১২।২৬২।৩২), কপিল (ঐ, ১২।২৬৯।২২) এবং পরমর্ষি ব্যাস (ঐ, ১২।২৩৯।২৩; সর্বভূতানি পশ্যতঃ" স্থলে "বিভোর্ভূতহিতস্য চ" পাঠান্তরে)।

৩) ঐ বচনের পরমর্ষি ব্যাসের পাঠান্তরে তাঁহাকে স্পষ্ট বাক্যেই 'বিভু' বলা হইয়াছে।

৪) মহাভা, ১২।২১।২-৫; আরও দেখ—মহাভা, ১২।২৬।১১-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তভাব—বৃহস্পতি শান্ত-ভাবের অতীব প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলেন, একমাত্র শান্তভাব সম্যক্ আচরণ করিলেই মনুষ্য সকলের সম্মত মহৎ যশ লাভ করিতে পারে। উহা সর্বলোকসুখাবহ। সুতরাং উহা আচরণ করিলে মনুষ্য সর্বভূতের প্রিয় হয়। যে ব্যক্তি সদা শান্তভাবে না থাকিয়া, ভ্রূকুটীকুটিলমুখে থাকে, কর্কশ বচন বলে, কিংবা অহঙ্কার বশতঃ কাহারও সহিত কোন কথা বলে না সে সর্ব-প্রাণীর দ্বেষ্য হয়। আর যে হাসিমুখে সকলের সঙ্গে প্রথমেই কথা বলে, তাহার উপর সকলেই প্রসন্ন থাকে,—সে সর্বপ্রাণীর প্রিয় হয়। এমন কি দানও, যদি শান্তভাব বিরহিত হয়, তবে, ব্যঞ্জন-বিহীন অন্নের ন্যায়, প্রাণিগণকে প্রীত করে না।[১]

কর্ম—বৃহস্পতির মতে, ধর্ম লাভের এক উপায় বৈদিক কর্ম অনুষ্ঠান। 'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে মনুষ্যগণের মধ্যে এক বার এই ভ্রম উৎপন্ন হয় যে যাহারা যজ্ঞ করে তাহারা পাপী হয়, আর যাহারা যজ্ঞ করে না তাহারা শ্রেয় হয়। তাহাতে যজ্ঞের প্রতি তাহাদের অশ্রদ্ধা হইল, তাহারা উহার অনুষ্ঠান পরিত্যাগ করিল। তখন দেবগণের অন্নাভাব হইল। তাঁহারা বৃহস্পতি আঙ্গিরসকে বলেন, মনুষ্যগণের ঐ অশ্রদ্ধা বিনষ্ট করিয়া তাঁহাদিগকে যজ্ঞে প্রবর্তিত করিতে। বৃহস্পতি মনুষ্যদিগের ঐ ভ্রম ভাঙ্গেন এবং যজ্ঞের প্রতি তাঁহাদের শ্রদ্ধা উৎপন্ন করেন।[২] এই আখ্যায়িকার তাৎপর্য এই মনে হয় যে বৃহস্পতি যজ্ঞের একজন বিশিষ্ট প্রচারক ছিলেন। 'মহাভারতে' আছে, কৃষ্ণ বলেন, বৃহস্পতি স্বয়ং কর্ম দ্বারাই শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তিনি সদা অপ্রমত্ত থাকিয়া সত্য, দম, তিতিক্ষা, সমতা এবং প্রেম সহকারে ধর্ম পালন করেন। তিনি মনের প্রিয় (বিষয়) সুখ পরিত্যাগ করত এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রতিরোধ করত, সংশিতাত্মা ও সমাহিত হইয়া ব্রহ্মচর্য যথাবৎ আচরণ করেন। তাহাতে তিনি দেবগণের মধ্যে গৌরব প্রাপ্ত হন।[৩]

লোককল্যাণকারী—মহর্ষি বৃহস্পতি প্রসিদ্ধ লোককল্যাণকারী ছিলেন। আচার্য শৌনক কর্তৃক কৃত তাঁহার নামের এক নিরুক্তি অনুসারে তিনি 'এই সমস্ত জগতের পাতা'।[৪] গৃৎসমদ ঋষি বলিয়াছেন, বৃহস্পতি সুনীতিসমূহ দ্বারা জনসাধারণকে সৎপথে লইয়া যান এবং ত্রাণ করেন। যে তাঁহাকে আরাধনা করে, সে পাপগ্রস্ত হয় না।[৫] তিনি সুগোপা। তিনি যাহাকে রক্ষা করেন, তাহাকে পাপ হিংসা করে না; দুরিতও করে না; অরাতিসমূহ এবং কুটিল বঞ্চকগণও কোন প্রকারে তাহাকে হিংসা করে না। কেননা, বৃহস্পতি উহাদের সকলকেই বিশেষভাবে বাধা দেন।[৬] তিনি তনুসমূহের ত্রাতা এবং বিপদসমূহ হইতে পারকর্তা।

বেদের 'স্বস্তি-বাচন' মন্ত্রে বৃহস্পতিরও নিকটে স্বস্তি প্রার্থনা করা হইয়াছে,—[৭]

"স্বস্তি নো বৃহস্পতির্দদাতু"

'বৃহস্পতি আমাদিগকে স্বস্তি প্রদান করুক'।

---

১) মহাভা, ১২।৮৪।৩—
২) শতব্রা (মাধ্য), ১।২।৫।২৪-৬
৩) পূর্বে দেখ।
৪) ঋক্‌সং, ২।২৩।৪
৫) ঋক্‌সং, ২।২৩।৫
৬) ঋক্‌সং, ২।২৩।৮
৭) পূর্বে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদে 'নিঋ্র্তি' নামে এক জন দেবতার উল্লেখ আছে। 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে উহা বিশ্বের সমস্ত প্রাণীর জন্মের স্বামী (অর্থাৎ মৃত্যু-রূপা)। উহা পাশ হাতে লইয়া হোতার পাশেই নিবাস করে, এই অভিপ্রায়ে যে 'যখনই এই হোতা শাস্ত্র সমাপ্ত করিবে, তখনই ইহার গলায় এই পাশ পরাইয়া দিব।' সেই নিঋ্র্তি দেবী হইতে প্রাণিবর্গকে রক্ষার্থ, উহাকে পরিহারের উপায় রূপে, বৃহস্পতি

"বিশ্বস্য দেবীমৃচয়স্য জন্মনো
ন যা রোষাতি ন গ্রভৎ"

—এই দ্বিপদা ঋককে দর্শন করেন। ঐ দ্বিপদা ঋক দ্বারা বৃহস্পতি পাশহস্তা নিঋ্র্তির হাত হইতে পাশসমূহ নীচের দিকে নিপাতিত করেন। ঐ ব্রাহ্মণে আরও উক্ত হইয়াছে যে, যে হোতা ঐ দ্বিপদা পাঠ করে, সেও স্বস্তি দ্বারা নিঋ্র্তির পাশসমূহ নিরাকরণ করে এবং সর্বায়ু হয়।[১]

এইরূপে দেখা যায়, মহর্ষি বৃহস্পতি মৃত্যুর হাত হইতে লোকগণকে বাঁচাইবার উপায় আবিষ্কার করেন এবং তাহাতে তাহাদের মহান্ কল্যাণ করেন।

ঈশ্বরার্পিত কর্ম—মহর্ষি বৃহস্পতির মতে, কর্ম ভগবানে অর্পিত হইলে, উহার ফল কর্তাকে ভোগ করিতে হয় না ; সুতরাং উহার দ্বারা সে বন্ধনগ্রস্ত হয় না ; পক্ষান্তরে, উহার দ্বারা সে জ্ঞান লাভ করে, এবং তাহাতে মুক্তি লাভ করে। কোন সময়ে মহর্ষি রৈভ্য মহর্ষি বৃহস্পতিকে জিজ্ঞাসা করেন, "মোক্ষ কি কর্মিগণ লাভ করে, না জ্ঞানিগণ ?"[২] অপর কথায় বলিতে, 'মনুষ্য মোক্ষ কি কর্ম দ্বারা লাভ করে, না জ্ঞান দ্বারা ?' রাজা উপরিচর বসুও ঐ সময়ে ঐখানে উপস্থিত ছিলেন। বৃহস্পতি উত্তর করেন,

"যৎকিঞ্চিৎ কুরুতে কর্ম পুরুষঃ সাধ্বসাধু বা।
সর্বং নারায়ণে ন্যস্য কুর্বন্নপি ন লিপ্যতে॥"[৩]

'মনুষ্য সাধু কি অসাধু যাহা কিছু কর্ম করে, তৎসমস্তকে নারায়ণে অর্পণ করিলে, কর্ম করিয়াও (তাহার দ্বারা) লিপ্ত হয় না।' অনন্তর এক ব্যাধের দৃষ্টান্ত দিয়া তিনি ঐ মত বিশদ করেন। ঐ ব্যাধ প্রতিদিন পশুবধ করিয়াই জীবন ধারণ করিত। অথচ সে জ্ঞান লাভ করে। সংযমন নামে বেদাভ্যাসে ও তপস্যায় অভিরত এক ধার্মিক ব্রাহ্মণ এক দিন গঙ্গা নদীতে স্নান করিতে গিয়া দেখেন যে হরিণের এক বড় পাল তথায় বসিয়া আছে এবং নিষ্ঠুরক নামে এক ব্যাধ উহাদিগকে মারিতে ধনুর্বাণ উঠাইয়াছে। সংযমন তাহাকে এই বলিয়া বারণ করিল, "হে ভদ্র, এই জীবঘাত করিও না।" তাহা শুনিয়া ব্যাধ স্মিত মুখে বলিল, "হে দ্বিজোত্তম, আমি স্বতন্ত্রভাবে জীবগণকে হিংসা করি না।" ভগবান পরমাত্মা স্বয়ংই ভূতগণের দ্বারা ক্রীড়া করিতেছেন। মন্ত্রসমূহ দ্বারা (ধর্মাধর্মাদি বিষয়ক) মায়াবলী তৎকর্তৃকই কৃত হইয়াছে। তাহাতে কোন সংশয় নাই। (সুতরাং কর্মে) অহংভাব (অর্থাৎ নিজেকে কর্তা বলিয়া মনে করা), মুমুক্ষুগণের সদাই উচিত নহে। সকলেই প্রাণযাত্রায় রত

১) ঐতব্রা, ৪।১০
২) বরাহপু, ৫।১৬
৩) ঐ, ৫।১৭ এই বচনের চতুর্থ চরণ 'গীতা'য় (৫।৭'২)ও আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আছে,—সমস্ত জগৎ বিবিধ প্রকারে তৎচেষ্টা-যুক্ত। তাহাতে 'অহং' এই যে শব্দ উহা সাধুত্ব লাভ করে না।"[১] অনন্তর কাষ্ঠ সংগ্রহ পূর্বক অগ্নি প্রজ্বলিত করত, উহার উপর এক বহু ছিদ্র বিশিষ্ট লৌহ-পাত রাখিয়া ব্যাধ ব্রাহ্মণকে দেখাইল যে একই অগ্নি বহু ছিদ্র দ্বারা নির্গত হইয়া বহু জ্বালা বিশিষ্ট হইয়াছে। তারপর ঐ অগ্নিতে জল ঢালিয়া উহা বুঝাইয়া ব্যাধ দেখাইল যে মূলনাশে সমস্ত জ্বালাই নাশ পাইয়াছে; একটিও থাকে নাই। অনন্তর ব্যাধ বলে যে জগদ্ব্যাপারও ঠিক সেই প্রকারই। একই পরমাত্মা প্রকৃতিস্থ হইয়া বহু জীবাত্মা হইয়াছে,—জীবাত্মাগণের উদ্ভব প্রকৃতির বিকৃতি হইতে। পরমাত্মার নাশ হইলেই জীবগণের নাশ হইবে, অন্যথা নহে।[২]

"পিণ্ডগ্রহণধর্মেণ যদস্য বিহিতং ব্রতম্।
তৎ তদাত্মনি সংযোজ্য কুর্বাণো নাবসীদতি॥"[৩]

জীবগণের যাহার যাহার পিণ্ডগ্রহণধর্ম রূপে যে যে ব্রত বিহিত হইয়াছে, তাহা তাহা পরমাত্মায় সংযুক্ত করিলে জীব অধোগতি লাভ করে না। এমন সময়ে আকাশ হইতে ব্যাধের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইল। ব্রাহ্মণ বহু দিব্য রথসমূহ দেখিতে পাইলেন এবং উহাদের প্রত্যেকটিতেই ঐ ব্যাধ বসিয়া আছে দেখিলেন। "অদ্বৈতবাসনাসিদ্ধ, যোগ দ্বারা বহুশরীরক," ঐ ব্যাধকে দেখিয়া ব্রাহ্মণ অতীব হৃষ্ট হইলেন। অনন্তর বৃহস্পতি বলেন, "হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ রৈভ্য এবং রাজা বসু, ঐ প্রকারে স্বজাতিক কর্ম করিয়াও (মানুষের) জ্ঞান (লাভ) হয় এবং (তাহাতে) মুক্তিও (লাভ) হয়।"[৪]

কর্ম-সন্ন্যাস—মহর্ষি বৃহস্পতি কর্ম-সন্ন্যাসেরও পক্ষপাতী ছিলেন, মনে হয়। কেননা, শাস্ত্রে মুমুক্ষুর সর্বকর্ম-সন্ন্যাসের বিধান আছে,—তাহা প্রদর্শন করিতে আচার্য শঙ্কর যেমন কতিপয় শ্রুতিবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তেমন বৃহস্পতির নিম্নোক্ত বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন,[৫]

"ত্যজ ধর্মমধর্মং চ উভে সত্যানৃতে ত্যজ।
উভে সত্যানৃতে ত্যক্ত্বা যেন ত্যজসি তত্ত্যজ॥
সংসারমেব নিঃসারং দৃষ্ট্বা সারদিদৃক্ষয়া।
প্রব্রজন্ত্যকৃতোদ্বাহাঃ পরং বৈরাগ্যমাশ্রিতাঃ॥"

ধর্মকে এবং অধর্মকে ত্যাগ কর। সত্য ও মিথ্যা উভয়কে ত্যাগ কর। সত্য ও মিথ্যা উভয়কে ত্যাগ করত, যাহা দ্বারা উহাদিগকে ছাড়িয়াছ, তাহাকেও ত্যাগ কর। (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ) সারা সংসারকে নিঃসার দেখিয়া সার দর্শনে অভিলাষী হইয়া পরবৈরাগ্য আশ্রয় করত, বিবাহ না করিয়া, (ব্রহ্মচর্যাশ্রম হইতেই) প্রব্রজ্যা করেন।'

এই বচনের প্রথম শ্লোক দেবর্ষি নারদ শুকদেবকে বলিয়াছেন।[৬] 'যোগবাসিষ্ঠরামায়ণে'

---

১) ঐ, ৫।২২।২-২৪ ২) ঐ, ৫।৩৭

৩) ঐ, ৫।৩৮ ৪) ঐ, ৫।৪৩

৫) আচার্য শঙ্করের গীতা-ভাষ্যের ৩য় অধ্যায়ের ভাষ্যের উপোদ্ঘাত। ("ইতি বৃহস্পতিঃ অপি কচং প্রতি")

৬) মহাভা, ১২।৩৩১।৪৪ ('তৎ' স্থলে 'তং' পাঠান্তরে); ১২।৩২৯।৪০ (প্রথম 'উভে' 'তৎ' স্থলে যথাক্রমে 'তথা' ও 'তং' পাঠান্তরে)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিবৃত হইয়াছে যে মহর্ষি বৃহস্পতি কচকে বলেন যে নিরুদ্বেগে সর্বত্যাগ দ্বারাই মনুষ্য সংসার-সাগর হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারে। পিতার ঐ পরমপাবন উপদেশ লাভ করিয়া কচ সমস্তকে পরিত্যাগ করত একান্ত বনে চলিয়া যান।[১] বৃহস্পতি পরে ব্যাখ্যা করেন যে কেবল সর্ব বাহ্যবস্তু পরিত্যাগ দ্বারা সর্বত্যাগ সিদ্ধ হয় না। সর্ববিদ্ বিদ্বান্‌গণ বলেন, "চিত্তং সর্বং" ('চিত্তই সর্ব'); সুতরাং চিত্তত্যাগই সর্বত্যাগ।[২] জীবের নিজের অহঙ্কার বা অন্তরের অহন্তাই চিত্ত।[৩] উহাকেই ত্যাগ করিতে হইবে।[৪]

পুণ্য দ্বারা পাপনাশ—বৃহস্পতির মতে, যে ব্যক্তি অজ্ঞানবশত পাপ করিয়া পরে জ্ঞানতঃ বিচার পূর্বক পুণ্যকর্মসমূহ অনুষ্ঠান করে, সে ঐ পাপকে তেমনভাবে দূর করে, যেমন লোকে ক্ষার দ্বারা বস্ত্রের মল দূর করে। যেমন সূর্য প্রাতঃকালে উদিত হইয়া সমস্ত অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, তেমন মনুষ্য কল্যাণ আচরণ করত সমস্ত পাপ বিনষ্ট করে। সুতরাং শ্রদ্ধাযুক্ত ও অসূয়া-বিরহিত হইয়া সদা পুণ্য কর্মের অনুষ্ঠান করা মানুষের উচিত।[৫]

শিব-ভক্তি—দেবগুরু বৃহস্পতি ভগবান শিবেরও পরম ভক্ত ছিলেন। দেবগণকে বিপদ হইতে উদ্ধারার্থ তিনি কখন কখন শিবের শরণ গ্রহণ করেন এবং ভক্তি-নম্র চিত্তে তাঁহাকে স্তুতি ও প্রার্থনা করেন। 'ব্রহ্মপুরাণে' উক্ত স্তুতিতে দেখা যায়, বৃহস্পতির মতে, শিব সূক্ষ্ম ও অনন্ত পরজ্যোতি,—যাহা প্রকৃতির পর, চিৎস্বরূপ ও আনন্দ-স্বরূপ,—ওঙ্কার-মাত্র।[৬] তিনিই আবার জগতের পিতা ও মাতা, স্থূল ও সূক্ষ্ম, সৎ ও অসৎ, (অর্থাৎ সর্বাত্মক)।[৭] 'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা'য় উক্ত স্তুতিতে বিশেষভাবে ভগবান্ শিবের সর্বাত্মকতাই প্রপঞ্চিত হইয়াছে। "তুমি ধাতা, তুমি বষট্‌কার, তুমি হবি, তুমি হুতাশন, তুমি সৎ ও অসৎ, তুমি ওঙ্কার, তুমি ইন্দ্র, তুমি যম তুমি পাশপাণি (বা বরুণ), তুমি সোম, তুমি নির্ঋতি, তুমি মরুৎ, তুমি আদিত্য এবং তুমি বসু। হে বিশ্বতোমুখ, তুমিই বিশ্ব। তুমি অব্যক্ত, তুমি মহৎ, তুমি অহঙ্কার, এবং তুমিই নিশ্চয় সুসূক্ষ্ম ভূতসমূহ। তথা তুমিই বিদ্যা ও অবিদ্যা। এই বিষয়ে আর বেশী বলার প্রয়োজন কি? হে ভূতনাথেশ, হে সর্বকারণকারণ, চরাচর এই জগৎ নিশ্চয় তুমিই। হে ভবভয়বিনিহন্তা, হে বিশ্বমূর্তি, পরম মুনিগণদ্বারা মনে মনে নিত্য মৃগ্যমাণ, ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম, সহস্রদ্যুতি (সূর্য), শশী ও যজমান দ্বারা পূর্ণদেহ তোমাকে নমস্কার।"[৮]

বৃহস্পতি বলেন, সংসারসাগরের পরপারে গমনেচ্ছু ব্যক্তিগণের কেহ কেহ নিষ্কাম-ভাবে পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্বারা শিবকে আরাধনা করত তাঁহার দিব্য দেহে প্রবেশ করে।[৯] আর কেহ কেহ "সমস্ত প্রাণিগণকে সমত্ব বুদ্ধি দ্বারা সংবীক্ষণ করত এবং ষড়ুর্মিতে শান্তভাবে থাকিয়া, জ্ঞান দ্বারা কর্মফলসমূহ পরিত্যাগ করত, ধ্যান দ্বারা শিবে প্রবেশ

---

১) মহাভা, ১২।১৫২।৩৪-৭ ২) যোগবাসিষ্ঠ, ৬(১)।১১১।৯-১০

৩) ঐ, ৬(১)।১১১।২১ ৪) ঐ, ৬(১)।১১১।২৮

৫) ঐ, ৬(১)।১১১।৫৯

৬) ব্রহ্মপু, ১২২।৭৪ ৭) ঐ, ১২২।৮২'১

৮) অহির্বুধ্ন্যসং, ৪৩।৩৯-৪৩ ৯) ব্রহ্মপু, ১২২।৭৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে।[১] অপর কেহ কেহ স্বধর্মাচরণ, বেদের স্বাধ্যায় এবং ধ্যান ও সমাধির অভ্যাস ব্যতীতও কেবল ভক্তি দ্বারা শিবে প্রবেশ করে। "মুর্খোঽপি শম্ভো তব পাদভক্ত্যা সমাপ্নুয়াম্মুক্তিময়ীং তনুন্তে" ('হে শম্ভু, মূর্খও তোমার শ্রীচরণে ভক্তি দ্বারা তোমার মুক্তিময়ী তনু সম্যক্ প্রাপ্ত হয়')। জ্ঞান, যজ্ঞ, তপস্যা, ধ্যান, প্রভৃতির দ্বারা যে মহাফলসমূহ লাভ হয়, শিবের অহর্নিশ ভক্তি দ্বারাও সেই সকল লাভ হয়। শিবের ভক্তি দ্বারা সর্বজীবের সমস্ত অভীষ্ট প্রিয় ফল, ইহলোকে দৃষ্টানুশ্রবিক সমস্ত ফল এবং পরলোকে কি স্বর্গ, কি মোক্ষ, লাভ হয়।[২]

নীতিবিৎ—ইহাও বোধ হয় উল্লেখ করা উচিত যে মহর্ষি বৃহস্পতি একজন অতীব প্রসিদ্ধ নীতিবিৎ ছিলেন। 'ঋগবেদে'ই উক্ত হইয়াছে যে তিনি সুনীতিসমূহের দ্বারা লোকগণকে সৎপথে পরিচালিত করেন এবং ত্রাণ করেন।[৩] নীতিতে তাঁহার সমকক্ষ বিদ্বান, এক দৈত্য-গুরু উশনা ব্যতীত, অপর কেহই ছিলেন না। সুতরাং উঁহারাই প্রাচীন ভারতের আদর্শ নীতিবিৎ ছিলেন। মহাভারতের কালে বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কাহারও নীতি জ্ঞানের প্রশংসা করিতে বলিতেন, 'ইনি নীতিতে বৃহস্পতির ও উশনার সমান',[৪] আর কাহারও নীতি-হীনতার নিন্দা করিতে বলিতেন 'ইনি বৃহস্পতির ও উশনার নীতি শুনেন নাই।[৫] মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে তাঁহাদের প্রোক্ত নীতি সমূহই মনুষ্যগণকে ধারণ করে।[৬] নয়ে বৃহস্পতি উশনা হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে হইত বোধ হয়। কেননা, কখন কখন কেবল ইহা বলা হইয়াছে যে "বৃহস্পতিসমো নয়ে।"[৭]

'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে নীতিশাস্ত্রের প্রথম রচয়িতা ভগবান ব্রহ্মা। উহা ত্রিবর্ণ নামে খ্যাত ছিল। উহা অতি বিশাল ছিল। শঙ্কর, ইন্দ্র, বৃহস্পতি এবং শুক্র—এই চারি জনে পর পর উহাকে সংক্ষিপ্ত করেন। তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ যথাক্রমে 'বৈশালাক্ষ' 'বাহুদন্তক', 'বার্হস্পত্য' ও 'শুক্রনীতি' নামে খ্যাত হয়।[৮] উহার অন্যত্র আছে, "বাসব-গুরু উদার-ধী দেবর্ষি ভগবান্ বৃহস্পতি ধীমান দেবরাজকে যে (নীতি) শাস্ত্র উপদেশ করেন, মহাকবি বিদুর (এবং উদ্ধব) তাহা সম্পূর্ণত এবং সরহস্য জানেন।…(তাহাতে) মহামতি বিদুর কুরুগণের প্রবর বলিয়া অভিমত, এবং মহাবুদ্ধি উদ্ধব বৃষ্ণিদিগের অর্চিত।"[৯] বাৎস্যায়নের 'কামসূত্রে' আছে,—

"সৃষ্টির প্রারম্ভে প্রজাপতি প্রজাগণকে সৃষ্টি করিয়া উহাদিগের স্থিতির নিবন্ধন ত্রিবর্গের সাধন শতসহস্র অধ্যায়ে প্রকৃষ্টরূপে বলেন। উহার ধর্মাধিকারিক একদেশ স্বায়ংভুব মনু

---

১) ঐ, ১২২।৭৬ ২) ঐ, ১২২।৭৭—
৩) পূর্বে দেখ।
৪) "নয়ে বৃহস্পত্যুশনোঃ সদা সমং"—(মহাভা, ৮।৩৭।২০)
৫) "বৃহস্পতেরুশনসো নোপদেশঃ শ্রুতস্ত্বয়া"—(মহাভা, ৯।৬১।৪৮.২
৬) মহাভা, ৩।১৫০।২৯.১ ৮) মহাভা. ১২।৫৯।৭৪—
৭) মহাভা, ৪।৫৮ ; ৫।৩৯
৯ মহাভা, ২।৫০।৯-১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পৃথক করেন। বৃহস্‌পতি অর্থাধিকারিক (একদেশ পৃথক করেন)। (ভগবান) মহাদেবের অনুচর নন্দী কামসূত্র পৃথক্ করিয়া সহস্র অধ্যায়ে প্রকৃষ্টরূপে বলেন। ঔদ্দালকি শ্বেতকেতু তাহাকে পাঁচশত অধ্যায়ে সংক্ষিপ্ত করেন।"[১]

'বায়ুপুরাণে' বার্হস্‌পত্য শাস্ত্রের এই প্রশংসা আছে যে যেমন ত্রিনাচিত, ত্রৈবিদ্য, কিংবা ধর্মশাস্ত্রবিৎ দ্বিজ, তেমন 'বার্হস্‌পত্যশাস্ত্রে পারংগত দ্বিজও পঙ্‌ক্তিপাবন বিপ্র বলিয়া সমুদাহৃত হন।[২] পরন্তু 'হরিবংশে' উহার অতীব নিন্দা করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে ইন্দ্রাদি দেবগণের বিরোধকারী রজিপুত্রগণকে মোহমুগ্ধ করিয়া ধর্মভ্রষ্ট ও পরাভূত করিতে পুরোহিত বৃহস্‌পতি উহা রচনা করেন। "দ্বিজসত্তম (বৃহস্‌পতি) উহাদিগের বুদ্ধিসংমোহ করেন। কেননা, অর্থশাস্ত্র নাস্তিবাদ, পরম ধর্মবিদ্বেষকারী ও তর্কশাস্ত্রসমূহের শ্রেষ্ঠ। উহা অসৎ ব্যক্তিগণেরই মনঃপূত। যাহারা ধর্মপ্রধান তাহাদিগের উহার কথা প্রসঙ্গেও রুচি হয় না। মন্দচিত্ত উহারা (রজির পুত্রগণ) বৃহস্‌পতিকৃত ঐ শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া পূর্বোক্ত ধর্মশাস্ত্রসমূহের সতত দ্বেষকারী হইল; প্রবক্তার (=বাচস্‌পতি বৃহস্‌পতির) ন্যায়রহিত সেই মতকে বহু মনে করিতে লাগিল। সেই অধর্ম হেতু পাপিষ্ঠ উহারা সকলেই বিনাশ প্রাপ্ত হইল।"[৩]

রাজধর্মবিৎ—নীতিশাস্ত্রের এক অঙ্গ রাজনীতি বা রাজধর্ম। রাজাদিগের পুরোহিত বৃহস্‌পতি রাজধর্মেও বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। মহামতি ভীষ্ম বলেন, বৃহস্‌পতি "ধর্ম, অর্থ ও কাম—(এই ত্রিবর্গে) কুশল, প্রতিভাশালী এবং রাজধর্মবিধানজ্ঞ" ছিলেন।[৪] রাজধর্মে তাঁহার মত প্রমাণ মানা হইত। তাই যুধিষ্ঠিরকে রাজধর্ম উপদেশ দিতে গিয়া ভীষ্ম কখন কখন বৃহস্‌পতির মত প্রমাণরূপে উদ্ধৃত করিয়াছেন।[৫] তৎকর্তৃক অনূদিত বৃহস্‌পতির এক বচন এই,—

"কৃত্বা সর্বাণি কর্মাণি সম্যক্ সংপাল্য মেদিনীম্।
পালয়িত্বা তথা পৌরান্ পরত্র সুখমেধতে॥
কিং তস্য তপসা রাজ্ঞঃ কিং চ তস্যাধ্বরৈরপি।
সুপালিতপ্রজো যঃ স্যাৎ সর্বধর্মবিদেব সঃ॥"[৬]

'(রাজা) সর্ব কর্ম করত পৃথিবীকে সম্যক্ সংপালন করিয়া এবং পৌরজনগণকে পালন করিয়া পরকালে সুখ প্রাপ্ত হয়। যাঁহার প্রজাগণ সুপালিত সেই রাজার তপস্যায় প্রয়োজন কি? যজ্ঞসমূহের (অনুষ্ঠানে)ও তাঁহার প্রয়োজন কি? তিনি নিশ্চয়ই সর্বধর্মবিৎ।'

বৃহস্পতিসন্ততি—আচার্য শৌনকের 'বৃহদ্‌দেবতা'য় উক্ত হইয়াছে যে "যে ঋষি অংগারসমূহ হইতে উৎপন্ন হন, বৃহস্পতি তাঁহারই পুত্র। বৃহস্‌পতির পুত্র ভরদ্বাজ, তিনি 'বিদথ' বলিয়াও উক্ত হন এবং যিনি মরুদ্‌গণের গুরু ছিলেন। (সুতরাং) উনি নিশ্চয় অংগিরার পৌত্র। '(ঋগ্‌বেদে'র) এই ষষ্ঠ মণ্ডল সপুত্র তাহারই বলিয়া কথিত হয়।"[৭] সুতরাং

---

১) কামসূত্র ১।৫-৯ (পণ্ডিত শ্রীভগবদ্দত্ত-প্রণীত 'ভারতবর্ষকা বৃহদ্ 'ইতিহাসে' ধৃত ১১২ পৃষ্ঠা।)

২) বায়ুপুরাণ, উত্তরার্ধ, ১৭।৫৮ ৩) হরিবংশ, ১।২৮।৩০-৩

৪) মহাভা, ১২।১০৩।৬

৫) যথা দেখ—মহাভা, ১২।৫৮।১,৩ ; ৬৮।২—; ৬৯।৭২-৩ ; ৮৪।১—; ১০৩।২—

৬) মহাভা, ১২।৬৯।৭২—৩

৭) বৃহদ্‌দেবতা, ৫।১০২-৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃহস্পতির এক পুত্রের নাম ভরদ্বাজ। 'মহাভারতে'র মতে, তিনি বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র।[১] বেদে বৃহস্পতির আরও দুই পুত্রের নাম পাওয়া যায়,—শংযু এবং তপুর্মূর্ধা। শংযু বার্হস্পত্য 'ঋগ্বেদে'র ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৪৪-৬তম এবং ৪৮তম স্থক্তের দ্রষ্টা ঋষি। তপুর্মূর্ধা বার্হস্পত্য 'ঋগ্বেদে'র ১০ম মণ্ডলের ১৮২তম সূক্তের দ্রষ্টা। বৃহস্পতির পুত্র শংযুর উল্লেখ 'মহাভারতে'ও আছে।[২]

'ঋগ্বেদে'র ৬ষ্ঠ মণ্ডলে সর্বসমেত ৭৫ সূক্ত আছে। তন্মধ্যে ৫৯ স্থক্তের দ্রষ্টা ঋষি ভরদ্বাজ বার্হস্পত্য এবং ৪ স্থক্তের দ্রষ্টা তাঁহার ভাই শংযু বার্হস্পত্য।[৩] অপর ১২ স্থক্তের দ্রষ্টা তাঁহার ছয় পুত্র,—ঋজিশ্বা, গর্গ, নর, পায়ু, শুনহোত্র এবং স্থহোত্র![৪] 'ঋগ্বেদে'র ৯ম ও ১০ম মণ্ডলে ভরদ্বাজের অপর চারি পুত্রের এবং এক কন্যার দৃষ্ট মন্ত্র আছে।[৫]

'ঋগ্বেদে'র মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষিকাগণের,—"ব্রহ্মবাদিনীগণের" এক জনের নাম রোমশা।[৬] উনি ঋষি বৃহস্পতির কন্যা। বৃহস্পতি আপন কন্য রোমশাকে রাজা ভবয়ব্যকে বিবাহ দেন। 'ঋগ্বেদে'র ১।১২৬।১-৫ মন্ত্রে ঋষি কক্ষীবান্ দৈর্ঘতমস-কৃত ভাবয়ব্যের প্রশংসা আছে। উহার পরের মন্ত্র আচার্য শৌনক এবং তৎপূর্ববর্তী আচার্য শকটায়নের মতে স্ত্রী ও স্বামীর কথোপকথন।[৭] আচার্য কাত্যায়ন বলেন, ঐ স্বামী ও স্ত্রী রাজা ভাবয়ব্য ও তাঁহার স্ত্রী রোমশা। রোমশা ইন্দ্রের সখী ছিলেন। তিনি ইন্দ্রের "চরণৌ বন্দে" ('চরণযুগলকে বন্দনা করেন')।[৮]

মহাভারতপুরাণাদিতে কচ নামে বৃহস্পতির পুত্রের কথা আছে। কোথাও আবার ইহাও উক্ত হইয়াছে যে কচ বৃহস্পতির জ্যেষ্ঠ পুত্র।[৯] তাহাতে মনে হয় যে কচ ভরদ্বাজেরই নামান্তর। যাহা হউক, 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে দেবগণ কর্তৃক সঞ্জীবনী বিদ্যা শিক্ষার্থ প্রেরিত হইয়া কচ অস্থরদিগের গুরু শুক্রের বা উশনার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং উহার গৃহে দীর্ঘ কাল ব্রহ্মচর্য বাস করেন। কচ সেবা দ্বারা,—শীলতা, দাক্ষিণ্য, মাধুর্য, দম এবং আচার দ্বারা গুরু শুক্রকে এবং তাঁহার কন্যা দেবযানীকে বিশেষভাবে পরিতুষ্ট করেন। তিনি গান, নৃত্য, বাজনা প্রভৃতি দ্বারাও দেবযানীকে সন্তুষ্ট করেন। তাহাতে দেবযানীর মন কচের প্রতি সমাকৃষ্ট হয়। অস্থরগণ বুঝিতে পারে দেবগুরু বৃহস্পতির পুত্র কচ সঞ্জীবনী-বিদ্যা শিক্ষার্থ অস্থরগুরুর শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। তাহাতে তাহারা কচকে দ্বেষ করিতে লাগিল এবং তাঁহাকে মারিতে সঙ্কল্প করিল। এক সময়ে কচ গাই চড়াইতে নির্জন বনে গিয়াছিলেন। অস্থরগণ স্থযোগ বুঝিয়া কচকে বধ করে এবং খণ্ড খণ্ড করিয়া শালাবৃককে খাওয়াইল। সন্ধ্যার সময় কচ গৃহে না ফেরাতে দেবযানী অস্থির হইয়া পড়িল এবং পিতাকে বলিল কচকে

---

১) মহাভা, ১৩।৩০।২৪ পর্যন্ত উহার অন্যত্র আছে ভরদ্বাজ বৃহস্পতির পৌত্র, শংযুর ,পৌত্র। (৩।১১৯।৪।৫

২) মহাভা, ৩।২১৯।১-২

৩) ঋষি শংযু বার্হস্পত্য 'ঋগ্বেদে'র ৬।৪৪—৬ ও ৪৮ তম স্থক্তের দ্রষ্টা

৪) ঋজিশ্বা ৬।৪৯-৫২, গর্গ ৬।৪৭, নর ৬।৩৫-৬, পায়ু ৬।৭৫, শুনহোত্র ৬।৩৩-৪ এবং স্থহোত্র ৬।৩১-২ স্থক্তের দ্রষ্টা ঋষি। ঋজিশ্বা কর্তৃক দৃষ্ট মন্ত্র 'ঋগবেদে'র ৯ম মণ্ডলেও (৯।৯৮ ; ১০৮।৬।৭) আছে।

৫) বসু ভরদ্বাজ ৯।৮০-২, শাস ভারদ্বাজ ১০।১৫২, শিরিংবিঠ ভারদ্বাজ ১০।১৫৫, সপ্রথ ভারদ্বাজ ১০।১৮১।১-২ এবং রাত্রী ভারদ্বাজী ১০।১২৭ স্থক্তের দ্রষ্টা।

৬) বৃহদ্দেবতা, ২।৮৩-৪

৭) ঐ, ৩।১৫৫-৬

৮) ঐ, ৪।২

৯) যথা দেখ—মহাভা, ১।৭৬।১১ মৎস্যপু, ২৫।১৪'২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিনা সে বাঁচিবে না। তখন শুক্র সঞ্জীবনী বিদ্যা পাঠ করিয়া কচকে আহ্বান করেন। কচ তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হন এবং অসুরদিগের ব্যাপার নিবেদন করেন। একবার অসুরগণ কচকে মারিয়া দগ্ধ করে; অনন্তর চূর্ণ করিয়া সুরাতে মিলাইয়া শুক্রকে পান করায়। সেই বারেও দেবযানীর আগ্রহাতিশয্য বশতঃ শুক্রকে কচকে জীবিত করিতে হয়। তিনি প্রথমে আপন উদরস্থ কচকে সঞ্জীবনীবিদ্যার উপদেশ করেন। অনন্তর উহা পাঠ করিয়া তাঁহাকে আহ্বান করেন। তখন গুরুর পেট ভেদ করিয়া কচ নির্গত হন এবং পরে ঐ বিদ্যা দ্বারা গুরুকে সঞ্জীবিত করেন।[১]

ভরদ্বাজ ঋষি

মন্ত্রদ্রষ্টা—এইমাত্র পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি বৃহস্পতির পুত্র মহর্ষি ভরদ্বাজ বেদের মন্ত্রদ্রষ্টা ঋষি,—'ঋগ্বেদে'র ৬ষ্ঠ মণ্ডলের ৭৫ সুক্তের ৫৭টি তৎকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। সেই কারণে তিনি 'স্তুতিকারী' নামে খ্যাত হন ("ভরদ্বাজায় গৃণতে")।[২] 'ঋগ্বেদে'র ৬।১৬ সুক্ত যখন দর্শন করেন, তখন তিনি অতি বৃদ্ধ হইয়াছিলেন। (পরে দেখ)

বেদ-ভক্তি—মহর্ষি ভরদ্বাজ বেদের পরম ভক্ত ছিলেন। 'তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে' ঐ বিষয়ে একটা আখ্যায়িকা বিবৃত হইয়াছে।[৩] কথিত হইয়াছে যে,—

ভরদ্বাজ ঋষি তিন আয়ু কাল ধরিয়া ব্রহ্মচর্য বাস করেন। তৃতীয় কালের শেষে যখন তিনি জীর্ণ এবং স্থির হইয়া শয়ান ছিলেন, তখন ইন্দ্র তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হইয়া জিজ্ঞাসা করেন, যদি তাঁহাকে "চতুর্থ আয়ু" দেওয়া যায়, তবে তিনি কি করিবেন। ভরদ্বাজ উত্তর করিলেন যে তখনও তিনি ব্রহ্মচর্য আচরণ করিবেন। ইন্দ্র তাঁহাকে প্রায় অবিজ্ঞাত ("অবিজ্ঞাতবানিব") তিনটি গিরিরূপ দেখাইলেন। অনন্তর উহাদের এক একটি হইতে এক এক মুষ্টি গ্রহণ করত ইন্দ্র ভরদ্বাজকে বলেন,—

"এই সমস্ত বেদই। বেদসমূহ নিশ্চয়ই অনন্ত। তুমি এই তিন আয়ু কাল ধরিয়া[৪] যাহা পড়িয়াছ, তাহা এই সকলই। এই সকল হইতে ভিন্ন (একটি তত্ত্ব আছে, যাহা তোমার) অবিজ্ঞাত রহিয়াছে। আস, ইহাকে জান। ইহা নিশ্চয়ই সর্ববিদ্যা।' এই বলিয়া তিনি উহাঁকে (ভরদ্বাজকে) এই সাবিত্র অগ্নি বলেন। তাহা জানিয়া উনি অমৃত হইয়া স্বর্গলোকে গমন করেন, আদিত্যের সাযুজ্য লাভ করেন।"

"অনূচানতম"—এই রূপে সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া স্বাধ্যায়ের ফলে ভরদ্বাজ ঋষি বেদে সর্বাপেক্ষা অধিক পারঙ্গত এবং শ্রেষ্ঠ প্রবক্তা হন।[৫] তাঁহার দৃষ্ট ঋকসং, ৬।১৭তম সুক্ত সম্বন্ধে 'ঐতরেয়ারণ্যকে' উক্ত হইয়াছে যে

---

১) মহাভা, ১।৭৬।৬—

২) ঋকসং, ৬।৩১।৪

৩) তৈত্তিব্রা, ৩।১০।১১।৩-৬

৪) মূলে আছে, "ত্রিভিরায়ুভিঃ"। তাহার তাৎপর্য এই যে ব্রহ্মচারী থাকিয়া বেদাধ্যয়ন করিতে করিতে ভরদ্বাজের আয়ু শেষ হইয়া আসিলে ইন্দ্র তাঁহাকে পূর্ণ আয়ু পুনঃ প্রদান করেন। এই প্রকারে ভরদ্বাজ দুইবার পূর্ণ আয়ু পুনঃ প্রাপ্ত হন। প্রতি আয়ুকাল তিনি ব্রহ্মচারিরূপে বেদ অধ্যয়নে যাপন করেন। সুতরাং তিনি সর্বসমেত তিন আয়ুকাল ধরিয়া ব্রহ্মচর্য বাস করেন।

৫) 'শতপথব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে বিদেহ রাজা জনকের সভায় অভিসমেত কুরু ও পাঞ্চাল প্রদেশের ব্রাহ্মণগণের মধ্যে মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য "অনূচানতম" বা "ব্রহ্মিষ্ঠ" বলিয়া সিদ্ধ হন। [শতব্রা (মাধ্য), ১৪।৬।১।১ ও ৩-৪; বৃহভ, ৩।১।১ ও ৩-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ঋষিগণের মধ্যে ভরদ্বাজই অনূচানতম, দীর্ঘজীবিতম, এবং তপস্বিতম ছিলেন। তিনি ঐ সূক্ত দ্বারা (স্বকীয়) পাপ অপহত করেন। (সুতরাং যে পুরুষ) এই কামনা করে যে, 'আমি অপহতপাপ্মা, অনূচান, দীর্ঘজীবী ও তপস্বী হইব', সে ঐ ভরদ্বাজ শংসন করিবেক।"[১]

যজ্ঞভক্ত—মহর্ষি ভরদ্বাজ পরম যজ্ঞ-ভক্ত ছিলেন। তিনি এত যজ্ঞ করেন যে "দাশুষ" (=হবির্দাতা) বলিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করেন।[২] তিনি আজীবন যজ্ঞে নিরত থাকেন। 'ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে' বিবৃত হইয়াছে যে[৩]—যখন দেবগণ অগ্নিষ্টোমকে আশ্রয় করেন, তখন অসুরগণ উক্তসমূহকে আশ্রয় করে। তাহাতে উহারা (অসুরগণ) দেবগণের সমবীর্য হইল এবং তাঁহাদের নিকট হইতে ব্যাবৃত্ত হইল না। ঋষিগণের মধ্যে ভরদ্বাজ উহাদিগকে দেখিতে পাইলেন। তিনি মনে মনে ভাবিলেন, 'এই অসুরগণ উক্থসমূহে আশ্রিত; দেবতাদিগের ও ঋষিদিগের কেহই তাহা দেখিতেছেন না।' তখন তিনি এই বলিয়া অগ্নিকে উচ্চ স্বরে আহ্বান করিলেন,—

"হে অগ্নি, আস; তোমাকে সুকথা বলিব। তোমাকে এই প্রকারে অন্য স্তুতিসমূহ বলিব। (আসিয়া) এই সোমসমূহ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও।"[৪] ঐ 'অন্য স্তুতিসমূহ' নিশ্চয়ই অসুর্য। যাহা হউক, ঐ আহ্বান শুনিয়া অগ্নি মনে মনে ভাবিলেন, "এই কৃশ, দীর্ঘ ও পলিত (ব্যক্তি) আমাকে কি বলিবে?" তাহাতে বুঝা যায় যে ঐ সময়ে "ভরদ্বাজ নিশ্চয় কৃশ, দীর্ঘ ও পলিত ছিলেন।"

বাল্মীকির 'রামায়ণে' দেখা যায়, মহর্ষি ভরদ্বাজের আশ্রমে অগ্নিশালা ছিল;[৫] তিনি সকালে ও সন্ধ্যায় যথাবিধি অগ্নিতে হবন করিতেন; এবং সেই জন্য তাঁহাকে কখন কখন "হুতাগ্নিহোত্র" বিশেষণে বিশিষ্ট করা হইয়াছে।[৬]

দিবোদাসের পুরোহিত—'ঋগ্বেদে'র কোথাও কোথাও ভরদ্বাজের সঙ্গে সঙ্গে দিবোদাসেরও উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। যথা, ভরদ্বাজ ঋষি স্বয়ং অগ্নি দেবতাকে বলেন,

"এই বরণীয় ধনরাশিসমূহ তুমি দিবোদাস সুদ্বতকে এবং ভরদ্বাজ দাশুষকে (প্রদান কর)।"[৭]

তাঁহার পুত্র সুহোত্র ঋষি ইন্দ্রকে বলেন,

"হে শচীব, হে সুক্রীত, তুমি যখন দিবোদাস সুদ্বতকে এবং ভরদ্বাজ স্তুতিকারীকে শচী দ্বারা ধন প্রদান করিয়াছিলে" ইত্যাদি।[৮]

কক্ষীবান্ ঋষি বলিয়াছেন,

"হে অশ্বিনীদ্বয়, আহূত হইয়া তোমরা দিবোদাসকে ও ভরদ্বাজকে (অভীষ্ট ফল প্রদানার্থ তাঁহাদের) গৃহে যখন আগমন করিয়াছিলে" ইত্যাদি।[৯]

তাহাতে বুঝা যায় মহর্ষি ভরদ্বাজ রাজা দিবোদাসের সহিত অতি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত

---

১) ঐতব্রা, ১।২।২
২) ঋক্‌সং, ৬।১৬ পরে দেখ
৩) ঐতব্রা, ৩।৪৯
৪) ঋক্‌সং, ৬।১৬।১৬
৫) রামায়ণ, ২।৯১।১১
৬) বথা দেখ—ঐ, ২।৫৪।১২, ৯২।২
৭) ঋক্‌সং, ৬।১৬।৫
৮) ঋক্‌সং, ৬।৩১।৪
৯) ঋক্‌সং, ১।১১৬।১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। তিনি প্রকৃত পক্ষে দিবোদাসের পুরোহিত ছিলেন। 'তাণ্ড্যব্রাহ্মণে' রাজা দিবোদাসকে "ভরদ্বাজ-পুরোহিত" বলিয়া বিশিষ্ট করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে,

"ভরদ্বাজ-পুরোহিত দিবোদাসকে (তাঁহার বিরোধী) নানা জনে পরিবেষ্টন করিয়া ফেলে। তিনি (এই বলিয়া ভরদ্বাজের) উপসন্ন হইলেন, 'হে ঋষি, আমার নির্গমনের উপায় লাভ কর।' তখন (ভরদ্বাজ) এই সাম দ্বারা (দিবোদাসের) নির্গমনের উপায় লাভ করেন।" সেই হইতে ঐ সাম "ভরদ্বাজের অদারস্যৎ" নামে কথিত হইতে লাগিল।[১]

বাল্মীকির 'রামায়ণে' মহর্ষি ভরদ্বাজকে কখন কখন "দেবপুরোহিত" বলা হইয়াছে।[২] দেবপুরোহিত বৃহস্পতি ঋষির পুত্র বলিয়াই ভরদ্বাজকে 'দেবপুরোহিত' বলা হইয়াছে।

'বামনপুরাণে'র মতে, বার্হস্পত্য ভারদ্বাজ[৩] বামন অবতারের গুরু ছিলেন। তিনি বামনের জাতকর্মাদি ক্রিয়া করান;[৪] এবং তাঁহাকে সামবেদ, স্বরাখ্যানাদি সহ, তথা অপর সমস্ত শাস্ত্র শিক্ষা দেন।[৫]

নাম-নিরুক্তি—'শুক্লযজুর্বেদে' মনকে 'ভরদ্বাজ ঋষি' বলা হইয়াছে।[৬] 'শতপথব্রাহ্মণে' ব্যাখ্যাত হইয়াছে যে,—

"মনই ভরদ্বাজ ঋষি। অন্নই বাজ। যে মন ভরণ করে ('বিভর্তি'), সে অন্নকে,— বাজকেই ভরণ করে ('ভরতি')। সেই কারণেই মন ভরদ্বাজ ঋষি।"[৭]

'ঐতরেয়ারণ্যকে'র মতে, প্রাণই ভরদ্বাজ ঋষি।

"পুনঃ ইনি (প্রাণ) নিশ্চয় বিভ্রদ্বাজ। প্রজাগণই বাজ। উহাদিগকে ইনি ভরণ করেন ('বিভর্তি')। যেহেতু ভরণ করেন, সেইহেতু ভরদ্বাজ বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন।"[৮]

এই সকল শ্রুতিবচন হইতে কেহ যেন এই অনুমান না করেন যে ভরদ্বাজ ঋষি রূপক কল্পনা মাত্র, তন্নামে কোন ব্যক্তি বস্তুতঃ ছিল না। কেননা, ইতিপূর্বে ভরদ্বাজ ঋষি সম্বন্ধে অপর যাহা যাহা বিবৃত হইয়াছে তাহা হইতে ঐ প্রকার অনুমান সত্য হইবে না। তবে ঐ সকল শ্রুতিবচন হইতে ইহা জানা যায় যে বাজকে ভরণ করিতেন বলিয়াই ঋষি 'ভরদ্বাজ' বলিয়া প্রখ্যাত হন। আচার্য যাস্কও সেই কথা বলিয়াছেন।[৯]

পাশুপতাচার্য—'বামনপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে "তপোধন ভরদ্বাজ মহাপাশুপত ছিলেন, রাজা সোমকেশ্বর তাঁহার শিষ্য ছিলেন।"[১০] উহার মতে ভরদ্বাজ পাশুপতমতের জনৈক আদ্যাচার্য ছিলেন। পরন্তু, ইহা বলা উচিত যে, উনি 'বার্হস্পত্য' কিনা, তাহা স্পষ্টতঃ উক্ত হয় নাই।

পাঞ্চরাত্রাচার্য—'অহির্বুধ্ন্যসংহিতা' নামক পাঞ্চরাত্রসংহিতায় উক্ত হইয়াছে যে উহা মহর্ষি দুর্বাসা মহর্ষি ভরদ্বাজকে উপদেশ করেন।[১১] পরন্তু, ইহাও বলা উচিত যে ঐ ভরদ্বাজ যে 'বার্হস্পত্য' তাহা অনুমান করিবার কোন হেতু ঐ সংহিতায় নাই।

---

১) তাণ্ড্যব্রা, ১৫।৩।৬-৭ ২) যথা দেখ—২।৮৯।২৩

৩) ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে 'বামনপুরাণে' বৃহস্পতি-নন্দনকে কখন 'ভারদ্বাজ' আর কখন 'ভরদ্বাজ' বলা হইয়াছে। (যথা দেখ—৮৯।৪৩, ৪৫, ৫৭ ; ৯০।৪৮)

৪) বামনপু, ৮৯।৪৩—৪"১ ৫) ঐ, ৮৯।৪৯—৫১

৬) বাজসং, (মাধ্য), ১৩।৫৫ ; কাণ্বসং, ১৪।৭।৪

৭) শতব্রা (মাধ্য), ৮।১।১।৯ 'নিঘণ্টু'র ও মতে 'বাজ' অন্নের নামান্তর বিশেষ। (নিঘণ্টু, ২।৭)

৮) ঐতব্রা, ২।২।২ ৯) "ভরণাদ্ভরদ্বাজঃ"—(নিরুক্ত, ৩।১৭)

১০) বামনপু, ৬।৮৯ ১১) অহির্বুধ্ন্যসং, ৯।৩—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টাদশ অধ্যায়

বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ

বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ ক্ষীণপ্রভ ও লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ভাগবতধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করেন। উহার প্রাচীন ইতিবৃত্তের আলোচনাকারী আধুনিক লেখকদিগের কেহ কেহ মনে করেন যে কৃষ্ণ ভাগবতধর্মের আদি প্রবর্তক বা মূল প্রতিষ্ঠাতা; অপর কেহ কেহ মনে করেন যে উহা তাঁহার অন্তর্ধানের পরে তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়া ধীরে ধীরে চলিয়া পড়ে, অথবা কাহারও দ্বারা প্রবর্তিত হয়। পরন্তু ঐ সকল অনুমানের কোনটা সত্য নহে। ভাগবতধর্ম বস্তুত কৃষ্ণের আবির্ভাবের বহু কাল পূর্বে প্রবর্তিত হয়। তাঁহার সমকালে উহা ক্ষীণপ্রভ ও লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। তিনি উহাকে পুনঃ সংস্থাপন করেন। এই সকল বিষয় পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং এই অধ্যায়ে উহাদের পুনরুল্লেখ নিষ্প্রয়োজন।

কৃষ্ণ ভাগবতধর্মকে কোন্ রূপ প্রদান করেন, তাহার অনেকটা, 'মহাভারতে'র অন্তর্গত তাঁহার মতের মুখ্যতম গ্রন্থ 'গীতা'র আধারে, তথা 'নারায়ণীয়াখ্যানে' ধৃত তাঁহার উক্তির আধারে, পূর্বে আলোচিত হইয়াছে। সুতরাং উহারও উল্লেখ আমরা এখানে করিব না। যাহা যাহা তখন ব্যাখ্যাত হয় নাই, তাহা তাহা বলা উচিত। তারপর 'মহাভারতে'র অন্যান্য স্থল হইতেও তাঁহার মত এবং চারিত্র্য সম্বন্ধে অনেক সন্ধান পাওয়া যায়। বিশেষ ভাবে সেই সকলের আধারে তাঁহার ধার্মিক সিদ্ধান্তের কিঞ্চিৎ পরিচয় এইখানে প্রদান করিতে ইচ্ছা করি। তাহা করার যে বিশেষ প্রয়োজন আছে, কৃষ্ণের পরম ভক্ত সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উহা এই প্রকারে প্রদর্শন করিয়াছেন,—

"এমন বিচার উঠিতে পারে যে, 'গীতা'য় যে ধর্ম কথিত হইয়াছে, তাহা, গীতাকর কৃষ্ণের মুখে বসাইয়াছেন বটে, কিন্তু সে ধর্ম যে কৃষ্ণ-প্রচারিত, কি গীতাকর-প্রণীত তাহার স্থিরতা কি? সৌভাগ্যক্রমে আমরা গীতাপর্বাধ্যায়ে ভিন্ন মহাভারতের অন্যান্য অংশেও কৃষ্ণ-দত্ত ধর্মোপদেশ দেখিতে পাই। যদি আমরা দেখি যে, গীতায় যে অভিনব ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে, আর মহাভারতের অন্যান্য অংশে কৃষ্ণ যে ধর্ম ব্যাখ্যাত করিতেছেন, ইহার মধ্যে একতা আছে, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারিব যে, এই ধর্ম কৃষ্ণ-প্রণীত এবং কৃষ্ণ প্রচারিতই বটে। মহাভারতের ঐতিহাসিকতা যদি স্বীকার করি, আর যদি দেখি যে মহাভারতকার যে ধর্ম-ব্যাখ্যা স্থানে স্থানে কৃষ্ণে আরোপ করিয়াছেন, তাহা সর্বত্র এক প্রকৃতির ধর্ম, তবে বলিব, এই ধর্ম কৃষ্ণেরই প্রচারিত। আবার যদি দেখি যে গীতায় যে ধর্ম-সবিস্তারে এবং পূর্ণতার সহিত ব্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহার সহিত ঐ কৃষ্ণ-প্রচারিত ধর্মের সঙ্গে ঐক্য আছে,—উহা তাহারই আংশিক ব্যাখ্যা মাত্র, তবে বলিব যে গীতোক্ত ধর্ম যথার্থই কৃষ্ণ-প্রণীত বটে।"[১] পরন্তু আমা-

---

১) 'কৃষ্ণচরিত্র', বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ৫ম খণ্ড, ২য় পরিচ্ছেদ ('বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৫৫০ পৃষ্ঠা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দের দৃষ্টিতে তাহা করার প্রধান প্রয়োজন উহা নহে। কেননা, 'গীতা' যে কৃষ্ণের ধর্মমতের মুখ্যতম গ্রন্থ তাহা আমরা প্রথমেই মানিয়া লইয়াছি। সুতরাং আমাদের প্রয়োজন ভিন্ন। কৃষ্ণের ধর্মের কোন কোন অঙ্গের রহস্য 'গীতা' হইতে পরিষ্কার বুঝা যায় না; আর কোন কোন অঙ্গ উহাতে উক্তও হয় নাই। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের আরম্ভের ঠিক্ প্রাক্ মুহূর্তে বীরবর অর্জুন, হৃদয়ের দুর্বলতা বশতঃ, মোহ-গ্রস্ত হইয়া পড়েন। তাঁহার ঐ মোহ অপনোদন করিবার উদ্দেশ্যে তাঁহার সখা ভগবান কৃষ্ণ ধর্মতত্ত্ব উপদেশ করেন। ঐ তত্ত্বোপদেশই 'গীতা'য় লিপি-বদ্ধ আছে। স্থান ও কাল,[১] বিশেষতঃ উদ্দেশ্য, বিচার করিয়া ঐ ধর্মতত্ত্বের যাহা যাহা বলা,— আবার যাহার যতটা বলা, কৃষ্ণ প্রয়োজন মনে করিয়াছিলেন, তাহা তাহা মাত্র ততটা ততটা বলিয়াছিলেন। উহা অবশ্য স্বাভাবিকই হইয়াছিল। পরন্তু সেইহেতু 'গীতা'তে তাঁহার ধর্ম-মতের কোন কোন সিদ্ধান্ত অনুক্ত, আর কোন কোন সিদ্ধান্ত অংশতঃ উক্ত রহিয়াছে। যথা, কৃষ্ণ মনে করিতেন যে স্বয়ং ধর্মের আচরণ করিলেই মানুষের ধর্মাচরণ বা ধর্ম বিষয়ে তাঁহার কর্তব্য পূর্ণ হয় না; অপরের অধর্মাচরণে বাধা প্রদানের জন্য যথাশক্তি চেষ্টাও তাহাকে করিতে হইবে; কেননা, ধর্মের রক্ষণে সমর্থ হইয়াও যে ব্যক্তি তাহা করে না,—অপরের অধর্মাচরণে বাধা দিতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করে না, তবে তাহাকেও ঐ অধর্মাচারীর পাপের ভাগী হইতে হইবে। আবার কৃষ্ণ মনে করিতেন যে মানুষ ধর্মের নিকট ঋণী হইয়াই জন্মগ্রহণ করে। স্বয়ং ধর্মের আচরণ করিলে, তথা অপরের অধর্মাচরণে বাধা প্রদানের জন্য যথাশক্তি প্রচেষ্টা করিলেই, মনুষ্য ঐ ঋণ হইতে মুক্ত হইতে পারে। তাঁহার এই সকল সিদ্ধান্ত 'গীতা'য় উক্ত হয় নাই। মানুষের প্রত্যেক কর্ম যে দৈব এবং পুরুষকার উভয়েরই সংযোগেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে, 'গীতা'য় তাহার উল্লেখ মাত্র আছে।[২] পরন্ত উহার তত্ত্ব 'গীতা'য় সম্পূর্ণতঃ ব্যাখ্যাত হয় নাই। তেমন অহিংসা যে ব্রহ্মজ্ঞানলাভের একটি সাধন,—মোক্ষপ্রাপক দৈবী সম্পদ-সমূহের অন্যতম, তাহা 'গীতা'য় উক্ত হইয়াছে।[৩] পরন্ত কৃষ্ণের অহিংসাবাদের মর্ম উহা হইতে সম্যক্ জানা যায় না। আবার পাত্রের ভিন্নত্ব হেতু, তথা কালের অন্তর ও ভাবধারার পরিবর্তন হেতু, 'গীতা'য় উক্ত কোন কোন বিষয়ের প্রকৃত মর্ম আমাদের যথাযথ হৃদয়ঙ্গম হয় না;— অন্তত উহার সম্বন্ধে আধুনিক কালের নানা জনে নানা মত পোষণ করেন। যথা, বেদ সম্বন্ধে এবং উহার কর্মকাণ্ড সম্বন্ধে 'গীতা'র উক্তিসমূহের প্রকৃত তাৎপর্য কি? কৃষ্ণ উহাদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন, কিংবা তাচ্ছিল্য-ভাব পরিপোষণ করিতেন,—তিনি বেদানুযায়ী ছিলেন, না বেদ-বিরোধী ছিলেন—তৎসম্বন্ধে আধুনিক লেখকদিগের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। তারপর দেবতায় দেবতায় তারতম্য বুদ্ধি,—অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে শৈব ও বৈষ্ণবের অর্বাচীন কালের সাম্প্রদায়িক ভেদবুদ্ধি কৃষ্ণের ছিল কি না; চাতুর্বর্ণ্যের ন্যায় চাতুরাশ্রম্যও

---

১) 'গীতা' ঠিক কুরুক্ষেত্রে মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ব্যাখ্যাত হইয়াছিল কিনা, আধুনিক কালের কেহ কেহ সন্দেহ করেন। তাঁহারা 'গীতা'-কার কল্পিত স্থান ও কালের কথা মনে করিতে পারেন। তাহাতেও আমাদের বক্তব্যের কোন হানি হইবে না। কেননা, কাব্যলেখককেও স্থান এবং কাল, তথা উদ্দেশ্য, অনুসারে কথা বলিতে হয়।

২) 'গীতা', ১৮।১৩-৫; আর ও দেখ—৮।৫-৬ পরে ৪৪ পৃষ্ঠা দেখ)

৩) পরে ২১ পৃষ্ঠা দেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি মানিতেন কিনা,—এই সকল বিষয়েও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কৃষ্ণের চারিত্র্য পর্যালোচনা করিয়া এবং 'মহাভারতে'র অন্যত্র প্রাপ্ত স্থান, কাল ও পাত্র ভেদে তাঁহার উক্তিসমূহ বিচার করিয়া ঐ সকল প্রকারের অনুক্ত, অংশতোক্ত ও সংশয়িত বিষয়সমূহ সম্বন্ধে কৃষ্ণের স্থিত সিদ্ধান্ত কি নিরূপণ করিতে হইবে। অন্যথা ভাগবতধর্মকে কৃষ্ণ কি নবীনরূপ প্রদান করেন তাহা যথাতত্ত্ব জানা যাইবে না।

শাস্ত্র-নিষ্ঠা

কৃষ্ণের মতে, দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত শাস্ত্রকে অনুসরণ করা,—শাস্ত্রে বিহিত কর্মসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠান করা, এবং শাস্ত্রে নিষিদ্ধ কর্মসমূহ অনুষ্ঠান না করা,—উহাদিগকে সর্বতোভাবে পরিবর্জন করা, প্রত্যেক মনুষ্যের অবশ্যই উচিত। কেননা, কার্যের ও অকার্যের ব্যবস্থা জানিতে মানুষের একমাত্র উপায় শাস্ত্রই,—শাস্ত্র প্রমাণ ব্যতীত অপর কোন সাধন তাহার নাই। সুতরাং শাস্ত্রের বিধিনিষেধ উত্তমরূপে জ্ঞাত হইয়া তদনুযায়ী কর্ম করাই মানুষের সর্বতোভাবে উচিত। 'গীতা'য় অতি স্পষ্ট বাক্যে কৃষ্ণ অর্জুনকে তাহা বলিয়াছেন।[১] তথায় পক্ষান্তরে তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে "যে ব্যক্তি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করত কামনানুসারে (অর্থাৎ যখন যাহাতে রুচি হয়, তখন তাহা, আবার যে প্রকার খেয়াল হয়, সেই প্রকারে) কর্ম অনুষ্ঠান করে, সে সিদ্ধি প্রাপ্ত হয় না;—সে সুখও প্রাপ্ত হয় না, পরা গতিও প্রাপ্ত হয় না।"[২] "যে শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করত শ্রদ্ধান্বিত হইয়া যজন করে" সে তাহার শ্রদ্ধানুযায়ী কিছু ফল পাইয়া থাকে।[৩] কেননা, "শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ" ('এই সংসারী মনুষ্য শ্রদ্ধাময়; যে যেমন শ্রদ্ধাসম্পন্ন, সে তেমনই হয়')।[৪] শাস্ত্রবিধি জানা না থাকিলে বৃদ্ধ-ব্যবহার দর্শনে শ্রদ্ধানুসারে দেবাদিকে পূজার কথাই এখানে বলা হইয়াছে। শাস্ত্রবিধি জানিয়াও তাহা উপেক্ষা করিয়া শ্রদ্ধানুসারে পূজার বিধান এখানে দেওয়া হয় নাই। ইহাই আচার্য শঙ্করের মত। সুতরাং শাস্ত্রবিধির প্রতি শ্রদ্ধা হইতে বৃদ্ধব্যবহারের প্রতি শ্রদ্ধাকে প্রাধান্য কৃষ্ণ দেন নাই। অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কার্যের ও অকার্যের সংমিশ্রণ করে, অর্থাৎ যে সকল কর্মকর্তব্য, সেই সকল কর্ম করে না, আর যে সকল কর্ম কর্তব্য নহে, সেই সকল কর্ম করে, সে নিশ্চয় "পুরুষাধম।"[৫] যে মনুষ্য কার্যাকার্যবিনিশ্চয় সম্যক্‌রূপে জানে না, সে অবশ্যই মূঢ় এবং অবশ হইয়া মোহগ্রস্ত হয়। কোন্ কোন্ কর্ম কার্য, আর কোন্ কোন্ কর্ম অকার্য তাহা কেহই অনায়াসে জানিতে পারে না।[৬] পরন্তু শাস্ত্র দ্বারা[৭] তৎসমস্তই জানিতে

---

১) গীতা, ১৬।২৪ ২) গীতা, ১৬।২৩
৩) গীতা, ১৭।১— ৪) গীতা, ১৭।৩-২
৫) মহাভা, ৮।৬৯।১০
৬) 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "কিং কর্ম কিমকর্মেতি কবয়োঽপ্যত্র মোহিতাঃ" ('কর্ম কি, আর অকর্ম কি—এই বিষয়ে বিদ্বান্‌গণও মোহ প্রাপ্ত হন'); (গীতা, ৪।১৬-১) 'গহনা কর্মণো গতিঃ' (কর্ম, অকর্ম ও বিকর্মের যথার্থ তত্ত্ব জানা অতীব কঠিন')। (ঐ, ৪।১৭)
৭) মূলে আছে, "শ্রুতেন"। উহার অর্থ 'শ্রুতি দ্বারা'ও হইতে পারে, আর 'শ্রুত্যনুযায়ী শাস্ত্র দ্বারাও হইতে পারে।

২৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারে।[১] 'শাস্ত্র' শব্দে কৃষ্ণ শ্রুতিকে এবং তদনুযায়ী ধর্মশাস্ত্রকে লক্ষ্য করিয়াছেন। 'গীতা'র ১৫শ অধ্যায়ের অন্তিম শ্লোকে ঐ অধ্যায়কে "গুহ্যতম" শাস্ত্র বলা হইয়াছে। বস্তুত সমস্ত গীতাই শাস্ত্র। আচার্য শঙ্কর তাহা বলিয়াছেন। এবং উহার প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তি-বাক্যেও তাহা পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে।[২] নারায়ণীয়াখ্যানে কৃষ্ণ বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসের প্রামাণ্যের উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] সুতরাং তদুক্ত শাস্ত্র বেদানুযায়ীই হইবে। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' সুস্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণ সৎপুরুষদিগের একমাত্র গতি বেদোদিত ধর্ম অনুষ্ঠান করিতেন;[৪] তিনি "সনাতন বেদপথ" রক্ষা করেন।[৫] 'অনুগীতা'য় আছে, "যাহা কিছু 'আগম' বলিয়া ইহলোকে পরিকীর্তিত হয়, তাহার অন্তগমন শ্রেয়। ইহা সনাতন প্রসিদ্ধি।"[৬] "বেদোক্ত কর্মসমূহে নিরত থাকিবে। যথাশক্তি এবং যথাসুখে যজ্ঞ ও দান-যুক্ত হইবে। এবং দেবতা ও অতিথিকে অন্ন প্রদান করিবার পর যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহা ভোজনপরায়ণ হইবে।[৭] তথায় আরও উক্ত হইয়াছে যে জ্ঞানস্বরূপ পরব্রহ্ম "বেদবিদ্যাব্যপাশ্রয়" (অর্থাৎ বেদবিদ্যা দ্বারাই জ্ঞেয়);[৮] তত্ত্বজ্ঞান বেদবিদ্যা-সমাশ্রিত।[৯] ইহার পর এই বিষয়ে আর সন্দেহ থাকিতে পারে না যে, যে শাস্ত্রের বিধিকে অনুসরণের কথা কৃষ্ণ বলিয়াছেন, উহা বেদানুযায়ী ধর্মশাস্ত্রই।

কৃষ্ণ ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে শাস্ত্র হইতে কর্তব্যাকর্তব্য বা ধর্মাধর্ম নিরূপণ করা কখন কখন অতীব কঠিন হয়। তখন শাস্ত্রের সিদ্ধান্ত বিষয়ে বিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে জিজ্ঞাসা করিতে হইবে,—তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিতে হইবে,—বিচার করিতে হইবে। কেহ কেহ বলেন, যাহা কেবল বিচার-সিদ্ধ তাহাই ধর্ম, আর কেহ কেহ বলেন যে যাহা কেবল শাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে তাহাই ধর্ম। কৃষ্ণ তাঁহাদের কাহাকেও দোষ দেন না। তিনি ইহাও বলেন যে শাস্ত্রেও আবার সমস্ত বিষয় বিহিত হয় নাই। তাই তিনি বলেন যে, কর্তব্যাকর্তব্য বিষয়ে শাস্ত্রের অভিমত নির্দ্ধারণ কালে ইহা স্মরণ রাখিতে হইবে যে "প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্" ('প্রাণিগণের প্রভবার্থই মুনি ঋষিগণ কর্তৃক শাস্ত্রে ধর্ম ব্যাখ্যাত হইয়াছে')।[১০] সুতরাং যাহা কাহারও উন্নতির বাধক হয়, তাহা প্রকৃত ধর্ম হইতে পারে না।

নিত্যকর্মানুষ্ঠান

শ্রুতি অনুসরণকারী ধর্মশাস্ত্রসমূহে চাতুর্বর্ণ্যের ও চাতুরাশ্রম্যের ব্যবস্থা আছে। ধার্মিক কর্মসমূহকে তিন কোটিতে বিভক্ত করা হইয়াছে—নিত্য, নৈমিত্তিক এবং কাম্য। নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্মসমূহ প্রত্যেক ধার্মিক ব্যক্তিকে অবশ্যই করিতে হইবে বলিয়া বিহিত হইয়াছে।

---

১) মহাভা, ৮।৬৯।২০-১
২) গীতার প্রত্যেক অধ্যায়ের সমাপ্তি-বাক্যে আছে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাসূপনিষৎসু ব্রহ্মবিদ্যায়াং যোগশাস্ত্রে"
৩) মহাভা, ১২।৩৪২।২০
৪) "এবং বেদোদিতং ধর্মমনুতিষ্ঠন্ সতাং গতিঃ।"—(বিষ্ণু)ভাগবতপু, ১০।৯০।২৮'১
৫) ঐ, ১০।৮০।১৮
৬) মহাভা, ১৪।৪৫।১৪
৭) মহাভা, ১৪।৪৫।১৭ (পরে ৬ পৃষ্ঠা দেখ)
৮) মহাভা, ১৪।৪৭।১-২
৯) মহাভা, ১৪।৩৫।১৫
১০) মহাভা, ৮।৬৯।৫৪-৬ দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'গীতা'র পরিভাষায় ঐগুলি 'নিয়ত' কর্ম বা 'কার্য' কর্ম। কাম্য কর্মসমূহ সেই প্রকারে অবশ্য কর্তব্য বলিয়া বিহিত নহে। কেননা, বিশেষ বিশেষ ফল প্রাপ্তির কামনায় ঐ সকল কর্ম করিতে হয়। তত্তৎ ফল কামনা যাহাদিগের নাই, তাহাদিগকে ঐ সকল কর্ম করিতে হইবে না। সুতরাং উহাদিগকে করা বা না করা ধার্মিক ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে। সুতরাং 'গীতা'র পরিভাষায় উহারা 'নিয়ত' কর্ম নহে ;—'অকার্য' না হইলেও অবশ্য 'কার্য' নহে। 'গীতা'য় চাতুরাশ্রম্যের উল্লেখ নাই। তৎসম্বন্ধে কৃষ্ণের মত কি, তাহা পরে আলোচিত হইবে। চাতুর্বর্ণ্যের সুস্পষ্ট বিবরণ 'গীতা'য় আছে। প্রত্যেক বর্ণের নিয়ত কর্মই তন্মতে উহার স্বকর্ম, সহজ কর্ম বা স্বধর্ম। স্বধর্ম যে তন্মতে অবশ্যই অনুষ্ঠেয় তাহা পূর্বেই বলা হইয়াছে। উহাতে সাক্ষাদ্ভাবেও বলা হইয়াছে নিয়ত কর্ম অবশ্যই করিতে হইবে।

"নিয়তং কুরু কর্ম ত্বং" ('তুমি নিয়ত কর্ম কর')।[১]

"তস্মাদসক্তঃ সততং কার্যং কর্ম সমাচর।"[২]

'সেইহেতু কার্য-কর্ম অনাসক্তভাবে সর্বদা সমাচরণ কর।' পক্ষান্তরে ইহাও বলা হইয়াছে যে "নিয়ত কর্মের সন্ন্যাস (বা পরিত্যাগ) যুক্তিযুক্ত নহে। মোহবশত উহার পরিত্যাগ তামস বলিয়া পরিকীর্তিত হয়।"[৩] তাৎপর্য এই যে যেহেতু ঐ সকল কর্ম অবশ্য কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেইহেতু উহাদের পরিত্যাগ অত্যন্ত নিষিদ্ধ হইয়াছে। তথাপি উহাদের পরিত্যাগ যে করে সে মোহ বা অজ্ঞান বশতই করিয়া থাকে। তাই ঐ ত্যাগ তামস।

কৃষ্ণ স্বয়ং নিত্যকর্মসমূহ যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতেন। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে তিনি প্রতিদিন সকালে ব্রাহ্মমুহূর্তে শয্যা হইতে উঠিয়া হাতমুখ ধুইয়া ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রসন্ন করিতেন। অনন্তর তিনি অজ্ঞানান্ধকারের অতীত আত্মাকে ("আত্মানং তমসঃ পরং") ধ্যান করিতেন। ঐ আত্মা এক ও অদ্বিতীয় পরব্রহ্মই—যিনি স্বরূপতঃ স্বয়ংজ্যোতি, অব্যয় এবং নিত্য নিষ্কলঙ্ক। এই জগৎপ্রপঞ্চের সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের হেতুভূত স্বশক্তিসমূহ দ্বারা তিনি লক্ষিত হন বটে, পরন্তু ঐ সমস্ত ভাব উঁহাতে প্রকৃত পক্ষে নাই ("লক্ষিতভাবনির্বৃতিম্")। অনন্তর শুদ্ধ জলে স্নান করত পবিত্র বস্ত্র পরিধান করিয়া কৃষ্ণ যথাবিধি সন্ধ্যোপাসনাদি ক্রিয়াকলাপ করিতেন, অগ্নিহোত্র করিতেন এবং মৌন হইয়া গায়ত্রী জপ করিতেন। সূর্য উদিত হইতে থাকিলে তিনি সূর্যোপস্থান করিতেন। তৎপশ্চাৎ আত্মবান্ হইয়া আপনার অংশ স্বরূপ দেবতাগণকে, ঋষিগণকে ও পিতৃগণকে তর্পণ করিতেন, এবং বৃদ্ধগণকে ও ব্রাহ্মণগণকে অভ্যর্চনা করিতেন। পরে ব্রাহ্মণগণকে অলঙ্কৃত করিয়া, রেশমী বস্ত্র; মৃগচর্ম ও তিল সহ, এক বদ্ধ[৪] সবৎসা গো দান করিতেন—যাহাদের শিং সুবর্ণমণ্ডিত, খুর রৌপ্যমণ্ডিত, গলায় মুক্তার মালা ও শরীর সুন্দর বস্ত্রাবৃত থাকিত, যাহারা প্রথম বার মাত্র বৎস প্রসব করিয়াছে এবং অতি শান্ত

---

১) গীতা, ৩।৮।১ ২) গীতা, ৩।১৯

৩) গীতা, ১৮।৭

৪) কাহার কাহারও মতে একবদ্ধ=১৩০৮৪। কৃষ্ণ প্রতিদিন অত অধিক সংখ্যক গো দান করিতেন নাকি। সায়ন বলেন 'বদ্ধ' ও 'বৃন্দ' শব্দ পর্যায়বাচক ; হিন্দু গণিতের মতে, বৃন্দ=শতকোটি ; সুতরাং একবদ্ধ=একশত কোটি (ঐতব্রা, ৩৯।৯, সায়ন-ভাষ্য

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্ট ছিল। অনন্তর তিনি গো, ব্রাহ্মণ, দেবতা, বৃদ্ধ ও গুরুজনকে, তথা সমস্ত প্রাণীকে, সর্বপ্রকারে নমস্কার করিতেন, এবং মঙ্গলদ্রব্যসমূহ স্পর্শ করিতেন। পরে স্বয়ং বস্ত্রালঙ্কারাদি দ্বারা বিভূষিত হইয়া ঘৃতে ও দর্পণে মুখ দর্শন করিতেন, তথা গো, বৃষ, দ্বিজ ও দেবতাকে দর্শন করিতেন। অন্তঃপুরচারী সর্ববর্ণের লোকদিগকে তাহাদের কাম্য বস্তুসমূহ প্রদান করত সন্তুষ্ট করিতেন। অতঃপর ব্রাহ্মণ, সুহৃদ, স্ত্রী, প্রভৃতিকে পুষ্পমালা, পান, চন্দন, প্রভৃতি প্রদান করত স্বয়ংও গ্রহণ করিতেন। পরে রথে চড়িয়া বাহিরে যাইতেন এবং যাদবদিগের সুধর্মা সভায় গিয়া রাজকার্য সম্বন্ধে পরামর্শ করিতেন।[১]

কৃষ্ণের ঐ প্রকার নিত্যকর্মসমূহের স্বল্পবিস্তর বর্ণনা 'মহাভারতে'ও স্থলে স্থলে পাওয়া যায়। যথা, কথিত হইয়াছে যে-দৌত্যার্থ হস্তিনাপুরে যাত্রার দিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া কৃষ্ণ বেদবিৎ ব্রাহ্মণদিগের মুখ হইতে মঙ্গলময় বেদবচন এবং পুণ্যাহবচন শ্রবণ করেন। অনন্তর পৌর্বাহ্ণিক ক্রিয়া সম্পন্ন করত তিনি স্নান করিয়া শুচি হন এবং অলঙ্কার ধারণ করেন। পরে সূর্যোপস্থান করেন এবং অগ্নিতে আহুতি প্রদান করেন ("উপতস্থে বিবস্বন্তং পাবকঞ্চ জনার্দনঃ") অনন্তর গোপুচ্ছ স্পর্শ করেন, ব্রাহ্মণদিগকে বন্দনা করেন, অগ্নিকে প্রদক্ষিণ করেন এবং সম্মুখে আনীত মঙ্গল দ্রব্যসমূহ দর্শন করেন। এই সকল কর্মানুষ্ঠানের পর রথে চড়িয়া কৃষ্ণ যাত্রা করেন।[২] অন্যত্র আছে[৩] রাত্রির অর্দ্ধযাম বাকী হইতে কৃষ্ণ নিদ্রা হইতে জাগ্রত হন। অনন্তর তিনি ধ্যানস্থ হইয়া প্রথমে সর্বজ্ঞানসমূহকে অবলোকন করেন, তৎপশ্চাৎ সনাতন ব্রহ্মকে ধ্যান করেন।[৪] তৎপরে সুশিক্ষিত এবং মধুরকণ্ঠ স্তুতি ও পুরাণের জ্ঞাতা বন্দিগণ বিশ্বকর্মা ও প্রজাপতি বাসুদেবের স্তুতি করিতে থাকেন। ঐ সময়ে বাদ্যকরগণ মধুর গানবাদ্য করিতে থাকে। অনন্তর কৃষ্ণ স্নান করত শুচি হইয়া প্রাঞ্জলি হইয়া "গুহ্য" (মন্ত্র) জপ করেন এবং অগ্নিতে হোম করেন। অনন্তর তিনি এক হাজার চতুর্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে এক হাজার গোদান করেন এবং উঁহাদিগকে দিয়া স্বস্তিবাচন করান। তৎপরে মঙ্গল দ্রব্যসমূহ স্পর্শ করত এবং বিমল দর্পণে নিজেকে দর্শন করত কৃষ্ণ বাহিরে কার্যের জন্য প্রস্তুত হন।

লৌকিক আচারসমূহও কৃষ্ণ যথারীতি পালন করিতেন। এক স্থান হইতে অন্যত্র যাত্রার সময় তিনি গুরুজনদিগের পায়ে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতেন এবং তাঁহাদের স্নেহাশীর্বাদ গ্রহণ করিতেন, আর স্বয়ং অনুজগণকে স্নেহাশীর্বাদ দিতেন। গুরুজন তাঁহাকে আলিঙ্গন করত তাঁহার মস্তক আঘ্রাণ করিতেন, আর তিনি অনুজগণকে আলিঙ্গন করিতেন।[৫] বাহির হইতে গুরুজনের নিকট উপস্থিত হইয়াও তিনি তাঁহাদের পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিতেন। সেইহেতু তিনি যুধিষ্ঠিরকে ও ভীমকে তথা কুন্তীকে পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিতেন। ("নিপীড্য পাদৌ", "অবগৃহ্যতাং···পাদৌ", "ববন্দে চরণৌ মূর্দ্ধা")।[৬] অপর গুরুজনদিগকেও সেই প্রকারে সম্মান

১) (বিষ্ণু)ভগপু, ১০।৭০।৪—

২) মহাভা, ৫।৮৩।৬—

৩) মহাভা, ১২।৫৩।১—

৪) "স ধ্যানপথমাবিশ্য সর্বজ্ঞানানি মাধবঃ।
অবলোক্য ততঃ পশ্চাদ্দধ্যৌ ব্রহ্ম সনাতনম্।"—(মহাভা, ১২।৫৩।২)

৫) মহাভা, ১।২২৩।১৯—২৫. ২।২।২—৮, ২০—৫

৬) মহাভা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন। যুদ্ধের পরে হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়া কৃষ্ণ পরমর্ষি ব্যাসকে তথায় উপস্থিত দেখেন। তিনি উভয়ের পদদ্বয় দাবাইয়া ("পাদৌ প্রপীড্য") প্রণাম করেন। অনন্তর তিনি গান্ধারীকে প্রণাম করেন।[১] পরে পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রের হাত ধরিয়া উচ্চস্বরে রোদন করেন। তারপর শোক সম্বরণ করত, জল দ্বারা চোখমুখ ধুইয়া এবং যথাবিধি আচমন করিয়া তাঁহাকে ও গান্ধারীকে নানা প্রকারে সান্ত্বনা দেন।[২] তথা হইতে বিদায় লইবার সময়ে তিনি দ্বৈপায়নের ও ধৃতরাষ্ট্রের পায়ে মাথা রাখিয়া প্রণাম করেন ("পাদৌ মূর্ধ্না প্রণম্য চ")।[৩]

যজ্ঞ, দান এবং তপ

বৈদিক যজ্ঞাদিতেও কৃষ্ণ শ্রদ্ধাবান্ ছিলেন। তাঁহার নিশ্চিত সিদ্ধান্ত এই যে যজ্ঞ, দান এবং তপ—এই তিন কর্ম পরিত্যাগ করা উচিত নহে, করাই উচিত। কেননা, ঐ তিন কর্ম মনীষীদিগকে অর্থাৎ সুবিচারসম্পন্ন ব্যক্তিগণকে পবিত্র করিয়া থাকে,—তাঁহাদের চিত্তকে শুদ্ধ করিয়া থাকে।[৪] ঐ সকল কর্ম আবার আসক্তি এবং ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া অনুষ্ঠান করাই উত্তম। ইহাই কৃষ্ণের সুনিশ্চিত পরম সিদ্ধান্ত।[৫] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, বেদান্ত শাস্ত্রে ব্রহ্মের নির্দেশ ওঁ, তৎ ও সৎ—এই ত্রিবিধ বলিয়া স্মৃত হয়। কালে ঐ তিন নির্দেশে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞ নির্মিত হইয়াছে।[৬] সেইহেতু (অর্থাৎ যেহেতু স্রষ্টা ঐ প্রকারেই জগৎ সৃষ্টি করিয়াছেন, সেইহেতু) ব্রহ্মবাদীদিগের শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ, দান ও তপ রূপ কর্ম সতত ওঁ—ব্রহ্মের এই নাম উচ্চারণ করিয়া আরম্ভ হয়। মোক্ষাভিলাষিগণ 'তৎ' নাম উচ্চারণ করত, ফলাভিসন্ধান না করিয়া, নানা প্রকার যজ্ঞ, দান ও তপ করিয়া থাকে। আর সদ্ভাবে, সাধুভাবে এবং প্রশস্ত কর্মে 'সৎ' নির্দেশ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। যজ্ঞ, দান এবং তপস্যায় স্থিতি অর্থাৎ দৃঢ় নিষ্ঠা, তথা উহাদের নিমিত্ত যাহা যাহা করা প্রয়োজন, সেই সকল কর্মও, 'সৎ' বলিয়া কথিত হয়।[৭] ইহাতেও জানা যায় যে কৃষ্ণের মতে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞাদি মানুষের অবশ্যই কর্তব্য। তিনি আরও বলেন যে ঐ সকল কর্ম শ্রদ্ধা সহকারেই কর্তব্য। কেননা, শ্রদ্ধাবিরহিত হইয়া কোন না কোন সাংসারিক কারণবশত কৃত যজ্ঞ, দান এবং তপ, তথা অপর কর্ম, 'অসৎ' বলিয়া কথিত হয়; উহারা ইহকালে কিংবা পরকালে কল্যাণপ্রদ হয় না।[৮]

'অনুগীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের সিদ্ধান্ত এই যে ব্রহ্মপ্রাপ্তির সনাতন উপায় ("ব্রহ্মযোনিঃ সনাতনী") নিশ্চয় দ্বিবিধ—তপ এবং পুণ্য কর্ম; কর্ম দ্বিবিধ—ইজ্যা এবং তাহাতে দান।[৯] পরে আছে, "যাহা কিছু 'আগম' বলিয়া ইহলোকে পরিকীর্তিত হয়, তাহার অনুসরণ করা শ্রেয়। ইহা সনাতন কীর্তি (=প্রসিদ্ধি)। প্রথমে সংস্কারসমূহ দ্বারা সংস্কৃত হইয়া ব্রহ্মচর্যব্রত যথাবৎ সমাচরণ করত গুণবিশিষ্ট হইলে তত্ত্ববিৎ সমাবর্তন করিবে। (অনন্তর) গার্হস্থ্যাশ্রমে নিত্য স্বদারনিরত, শিষ্টাচারযুক্ত ও জিতেন্দ্রিয় হইবে। ঐ সময়ে

১) মহাভা, ৯।৬৩।৩৬'২—৩৭'১
২) মহাভা, ৯।৬৩।৫৭'২—৫
৩) মহাভা, ৯।৬৩।৭১'২—৭২'১
৪) পূর্বে দেখ
৫) গীতা, ১৮।৫৬৯
৬) দেখ—ঐ, ৩।১০—
৭) ঐ, ১৭।২৩—৭
৮) ঐ, ১৭।২৮
৯) মহাভা, ১৪।৪২।৩৮'২—৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রদ্ধা সহকারে পঞ্চমহাযজ্ঞ দ্বারা যজন করিবে। দেবতাকে এবং অতিথিকে অপর্ণানন্তর অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। যথাশক্তি এবং যথাসুখে ইজ্যা এবং প্রদান-যুক্ত হইবে। এইরূপে বেদকর্মসমূহে নিরত হইবে।"[১] "পরন্তু যজ্ঞ, দান ও স্বাধ্যায়—এই সকল ধর্মযুক্ত। (সুতরাং) ধর্মবিৎ ব্যক্তি এই তিন কর্মে (অর্থাৎ উহাদিগকে অনুষ্ঠান করিতে) প্রমাদ করিবে না। বিপ্র শুচি, দান্ত, মৈত্র, ক্ষমাযুক্ত, সর্বভূতে সমদর্শী এবং মননশীল হইয়া এই সমস্ত যথাশক্তি সম্পাদন করিবে। এবংযুক্ত সংশিতব্রত গৃহস্থ স্বর্গ জয় করিয়া থাকে।"[২] তপস্যার প্রশংসা করিয়া তিনি বলিয়াছেন, "প্রভু প্রজাপতি (তপস্যা দ্বারা দৃঢ়ীভূত) মন দ্বারা এই সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন।[৩] ঋষিগণ তপস্যা দ্বারা দেবতা হন। ফলমূলাহারী সিদ্ধগণ তপস্যার অনুক্রমে সমাধিগ্রস্ত হইয়া ইহজীবনে ত্রিলোককে দর্শন করেন। (অর্থাৎ সর্বজ্ঞ হন)। রোগসমূহ, উহাদের ঔষধসমূহ এবং নানাবিধ বিদ্যাসমূহ তপস্যারই দ্বারা সর্বপ্রকারে প্রসিদ্ধ হয়। সাধন নিশ্চয়ই তপস্যামূলক। যাহা যাহা দুষ্প্রাপ্য, দুর্বোধ্য, দুরাধর্ষ কিংবা দুরন্বয়—তৎসর্বই তপস্যা দ্বারা সাধ্য। কেননা, তপ দুরতিক্রমণীয়। সুরাপানকারী, ব্রহ্মহত্যাকারী, চৌর, ভ্রূণ-হত্যাকরী, কিংবা গুরুতল্পগামীও সুতপ্ত তপস্যা দ্বারা নিশ্চয় পাপ হইতে মুক্ত হয়। মনুষ্যগণ, পিতৃগণ, দেবতাগণ, পশুগণ, মৃগপক্ষিগণ এবং অপর যে সকল চরাচর প্রাণী আছে, নিত্য তপঃপরায়ণ হইলে সেই তপস্যা দ্বারা সতত সিদ্ধিলাভ করে। মহামায়া(সম্পন্ন) দেবগণ তপস্যারই দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হইয়াছেন।"[৪]

এখন আমরা কৃষ্ণের জীবন চরিত হইতে ঐ সকল বিষয়ে কতিপয় দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিব।

(১) যজ্ঞ—কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয়, অশ্বমেধ, প্রভৃতি মহাযজ্ঞসমূহ করিতে পরামর্শ দেন। রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিবার পরামর্শ সর্বপ্রথমে নারদ প্রদান করেন। তিনি বলেন যে যুধিষ্ঠিরের স্বর্গগত পিতা পাণ্ডুই তাঁহাকে দিয়া যুধিষ্ঠিরের নিকট ঐ আদেশ পাঠাইয়াছেন।[৫] তাহাতে ঐ যজ্ঞ করিতে তাঁহার ইচ্ছা হয়। তিনি আপন ভাইদের সহিত, তথা মন্ত্রিগণের, ঋত্বিক্‌গণের এবং ব্যাসধৌম্যাদি ঋষিগণের সহিত, ঐ বিষয়ে পরামর্শ করেন। সকলেই একবাক্যে তাহাতে সম্মতি প্রদান করেন। অনন্তর তিনি কৃষ্ণের সহিত, ঐ বিষয়ে পরামর্শ করিতে ইচ্ছা করিয়া দ্বারকা হইতে তাঁহাকে আনান। যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেন যে তাঁহারই পরামর্শ অনুসারে তিনি (যুধিষ্ঠির) উহার কর্তব্যাকর্তব্য দৃঢ়তমরূপে নিশ্চিত করিবেন। কৃষ্ণ

---

১) মহাভা, ১৪।৪৫।১৪—৭ ২) মহাভা, ১৪।৪৫।২৩'২—২৫

৩) 'প্রাচীন অদ্বৈতকাহিনী' ১ম খণ্ড, দেখ। আরও দেখ—
"তপসা চীয়তে ব্রহ্ম ততোঽন্নমভিজায়তে"—(মুণ্ডকউ, ১।১।৮)
"যঃ সর্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যস্য জ্ঞানময়ং তপঃ।
তস্মাদেতদ্ব্রহ্ম নাম রূপমন্নং চ জায়তে॥"—(ঐ, ১।১।৯)
"যে পাপানি ন কুর্বন্তি মনোবাক্‌কর্মবুদ্ধিভিঃ।
তে তপন্তি মহাত্মানো ন শরীরস্য শোষণম্॥—(মহাভা, ৩।২০০।৯৯)
"তপঃ স্বধর্মবর্তিত্বং"—(মহাভা, ৩।৩১৩।৮৮'১)
"ইন্দ্রিয়াণ্যেব সংযম্য তপো ভবতি নান্যথা।"—(মহাভা, ৩।০১১।১৮২)
"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চ ঐকাগ্র্যং পরমং তপঃ।"—(মহাভা,
"মনসশ্চেন্দ্রিয়াণাং চাপ্যৈকাগ্র্যং নিশ্চিতং তপঃ।"—(মহাভা, ৩।২৬০।২৫'২)

৪) মহাভা, ১৪।৫১।১৪—২০; আরও দেখ—৫।৫৯।২০— ৫) মহাভা, ২।১২।২৩—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন, তিনি (যুধিষ্ঠির) সর্বগুণ দ্বারা রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিবার যোগ্য পাত্র। তবে তিনি ইহাও বলেন যে প্রবল পরাক্রান্ত মগধ সম্রাট জরাসন্ধ বাঁচিয়া থাকিতে উহা সম্পাদন করা তাঁহার পক্ষে সম্ভব হইবে না। তাহাতে,—জরাসন্ধের শৌর্য-বীর্য পরাক্রমের কথা শুনিয়া, যুধিষ্ঠির ঐ যজ্ঞানুষ্ঠানের বাসনা পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন। পরন্তু কৃষ্ণ তাঁহাকে প্ররোচিত ও প্রোৎসাহিত করেন। তিনি কৌশলে ভীমকে দিয়া জরাসন্ধকে মারাইয়া যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞানুষ্ঠান সম্ভব করেন। সুতরাং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়মহাযজ্ঞানুষ্ঠানের মূল প্রকৃত পক্ষে কৃষ্ণই। যজ্ঞের প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেন, 'তুমি স্বয়ং এই যজ্ঞে দীক্ষিত হও। তুমি যজ্ঞ করিলেও আমি নিশ্চয় নিষ্পাপ হইব। অথবা সভ্রাতৃক আমাকে যজ্ঞে দীক্ষিত হইতে অনুমতি দাও। তোমার দ্বারা অনুজ্ঞাত হইলেই আমরা যজ্ঞের সর্বোত্তম ফল লাভ করিব।' কৃষ্ণ উত্তর করেন, 'তুমিই এই মহাক্রতুর ফল পাইবার উপযুক্ত। তুমি সেই ফল সম্যক্ প্রাপ্ত হও। তুমি প্রাপ্ত হইলেই আমরা কৃতকৃত্য হইব। তুমি অভীপ্সিত যজ্ঞ যজন কর। আমি তোমার কল্যাণ সাধনে অবস্থিত। তুমি আমাকে যে কার্য করিতে নিযুক্ত করিবে আমি সেই কর্ম অবশ্যই করিব।'[১]

নিজেকে কুরুক্ষেত্র মহাসমরে আত্মীয়স্বজনাদির বধের কারণ ভাবিয়া শোকে মলিন এবং অভিভূত যুধিষ্ঠিরের চিত্তকে শুদ্ধ করিতে কৃষ্ণ বলেন, "সুপর্যাপ্ত দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ এবং বহু যজ্ঞ অনুষ্ঠান কর। সোম দ্বারা দেবগণকে এবং স্বধা দ্বারা পিতৃগণকে তৃপ্ত কর। তথা অন্ন ও জল দ্বারা অতিথিগণকে এবং অপর কাম্যবস্তুসমূহ (প্রদান) দ্বারা দরিদ্র মনুষ্যগণকে (তৃপ্ত) কর।"[২] পরমর্ষি ব্যাস আরও স্পষ্ট করিয়া বলেন, "হে ভারত, তথাপি যে তুমি অন্তত নিজেকে পাপকর্মকারী মনে করিতেছ, যেই প্রকারে সেই পাপ বিদূরিত করিতে পারিবে তাহা বলিতেছি। তাহা শুন। হে যুধিষ্ঠির, যে সকল মনুষ্য নিত্য পাপ কর্মসমূহ করে, তাহারা যজ্ঞসমূহ, তপস্যাসমূহ এবং দান দ্বারা সেই পাপসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হয়। হে নরাধিপ, হে নরশার্দুল, দুষ্কৃতকারী নরগণ যজ্ঞ, তপ এবং দান দ্বারা পবিত্র হয়। মহাত্মা সুরগণ ও অসুরগণ পুণ্যার্থ যজ্ঞক্রিয়ায় প্রযত্ন করিয়া থাকেন। সেই হেতু যজ্ঞসমূহ (সকলের) পরম অবলম্বন। মহাত্মা সুরগণ নিশ্চয় যজ্ঞেরই দ্বারা সমধিক হন। অনন্তর (যজ্ঞ)ক্রিয়াবান্ দেবগণ দানবগণকে সর্বপ্রকারে ধর্ষিত করেন। হে রাজা যুধিষ্ঠির, হে ভারত, তুমি রাজসূয়, অশ্বমেধ, নরমেধ এবং সর্বমেধ যজ্ঞ কর। দশরথনন্দন রামের ন্যায় এবং তোমার পূর্ব-পিতামহ দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার পুত্র মহাবীর্যবান্ মহারাজ ভরতের ন্যায় দক্ষিণাযুক্ত এবং বহু কাম, অন্ন ও বিত্ত যুক্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ দ্বারা যথাবিধি যজন কর।"[৩] কৃষ্ণ পরে বলেন, যেহেতু কাম সনাতন এবং সর্বভূতের অবধ্য" অর্থাৎ উহাকে সমূলে বিনাশ করা অতীব কঠিন, "সেইহেতু, হে মহারাজ, তুমি সেই কামকে, দক্ষিণাযুক্ত বিবিধ যজ্ঞসমূহ (সম্পাদন) দ্বারা,

---

১) মহাভা, ২।৩৩।২২—৫ ২) মহাভা, ১৪।১৩-১০

৩) ব্যাস পরে বলেন, "দক্ষিণাযুক্ত অশ্বমেধ যথাবিধি যজন কর। কেননা, হে রাজেন্দ্র! অশ্বমেধ সর্বপাপের পাবন। তদ্দ্বারা যজন করিয়া তুমি নিশ্চয় বিপাপ্মা হইবে। তাহাতে সংশয় নাই।"

—(মহাভা, ১৪।৭১।১৫'২—১৬)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মে, (নিযুক্ত) কর। তোমার কাম তাহাতে হইবে। দক্ষিণা-যুক্ত অশ্বমেধ এবং অপর বিবিধ যজ্ঞসমূহ দ্বারা যথাবিধি যজন কর। (যুদ্ধে) নিহত বন্ধুবান্ধবদিগকে পুনঃ পুনঃ স্মরণ করত ব্যথিত হইও না। (কেননা) এই রণভূমিতে যাহারা নিহত হইয়াছে, তুমি (অত্যন্ত দুঃখ করিয়াও) উহাদিগকে আর কখনও দেখিতে পাইবে না। তুমি পর্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদান করিয়া এবং অতি জাঁকজমকের সহিত মহাযজ্ঞসমূহ দ্বারা যজন কর। তাহাতে ইহলোকে পরম যশ এবং পরলোকে উত্তম গতি প্রাপ্ত হইবে।"[১] যেমন রাজসূয়যজ্ঞের, তেমন অশ্বমেধ-যজ্ঞেরও, প্রারম্ভে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে বলেন, "হে দাশার্হ, তুমি নিজেকে (এই যজ্ঞে) দীক্ষিত কর। কেননা, তুমি আমাদের পরম গুরু। তুমি যজ্ঞযুক্ত হইলে আমি নিশ্চয়ই বিপাপ্মা হইব। তুমিই অক্ষর, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই প্রজাপতি, তুমিই সর্বভূতের গতি এবং তুমিই সর্ব। ইহাই আমার নিশ্চিত মতি।"[২] কৃষ্ণ বলেন, "হে মহাবাহু, হে অরিন্দম, তুমিই ইহা বলিতে পার। পরন্তু তুমিই সর্বভূতের গতি। ইহাই আমার নিশ্চিত মতি। তুমি ধর্ম হেতু কুরুগণের শ্রেষ্ঠ হইয়া বিরাজিত আছ। হে রাজন, আমরা তোমার গুণীভূত। তুমি আমাদের রাজা এবং গুরু (বলিয়া আমাদের দ্বারা) অভিমত। হে ভারত, আমার দ্বারা অনুজ্ঞাত হইয়া তুমি যজ্ঞ কর। এই যজ্ঞে দীক্ষিত হইয়া তুমি আমাদের যাহাকে যে কার্যে তোমার ইচ্ছা হয় সেই কার্যে নিযুক্ত কর। হে অনঘ, আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে আমি, তথা ভীম, অর্জুন ও মাদ্রীসুতদ্বয়, সর্বপ্রকারে তোমার (আদেশ পালন) কর্তা।"[৩]

কৃষ্ণের সময়ে বৃষ্ণিবংশ যজ্ঞ-ভক্ত বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিল দেখা যায়। কুরুক্ষেত্র মহাসমরের সময়ে কর্ণ শল্যের নিকট হিন্দুস্থানের তদানীন্তন প্রসিদ্ধ জাতিদিগের প্রত্যেকের ভাল কিংবা মন্দ বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে "শূরসেনাশ্চ যজ্ঞম্"[৪] অর্থাৎ শূরসেন দেশবাসী-দিগের বৈশিষ্ট্য যজ্ঞ। কৃষ্ণ যখন ইন্দ্রপ্রস্থে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে উপস্থিত ছিলেন, তখন সৌভরাজ শাল্ব দ্বারকা আক্রমণ করত উহার অতি দুর্দশা করেন। কৃষ্ণ বলেন যে দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করত তিনি উহাকে হতশ্রী এবং স্বাধ্যায় ও বষট্কার বিরহিত দেখেন।[৫] তাহাতে বুঝা যায় দ্বারকা সতত স্বাধ্যায় ও বষট্কার মুখরিত থাকিত। সুতরাং তদধিবাসিগণ বেদ ও যজ্ঞপন্থী ছিল। 'হরিবংশে'ও আছে, "কৃষ্ণবলাশ্রয় যাদবগণ শোক, ভয় ও বাধা বিরহিত, তথা বীতমৎসর, হইয়া বিবিধ যজ্ঞসমূহ দ্বারা যজন করিয়াছিলেন;"[৬] "মহাত্মা যাদবগণ ধন প্রাপ্ত হইয়া বহুদক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহ দ্বারা বিধিবৎ যজন করত দ্বারকাপুরীতে নিবাস করিতে লাগিলেন।"[৭] কৃষ্ণের পিতা বসুদেব অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ করিয়াছিলেন। উহাতে বিঘ্ন উৎপাদনার্থ তাঁহার ভাগিনা শিশুপাল যজ্ঞার্থ উৎসৃষ্ট অশ্বকে অপহরণ করেন। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞে শিশুপালের অপকর্ম-সমূহের উল্লেখ করিতে গিয়া কৃষ্ণ স্বয়ং তাহার উল্লেখ

---

১) মহাভা, ১৪।১৩।১৯—২২
২) মহাভা, ১৪।৭১।২১—২
৩) মহাভা, ১৪।৭১।২৩—৬
৪) মহাভা, ৮.৪৫।২৮
৫) মহাভা, ৩।২৪।২
৬) 'হরিবংশ', ২।১০১।৬৯
৭) ঐ, ২।১০২।৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন।[১] সুতরাং ঐ সময়ের পূর্বেই বসুদেব অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হরিবংশে'র একাধিক স্থলে তাহার উল্লেখ আছে।[২] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উহার কিঞ্চিৎ অধিক বিবরণ আছে।[৩]

কৃষ্ণের মহৎ কর্মসমূহ বর্ণনা করিতে গিয়া অর্জুন বলেন যে নরকাসুরকে বধের পর "প্রথমোৎপাদিতং কৃষ্ণ মেধ্যমশ্বমবাসৃজঃ।"[৪] তাহাতে মনে হয় যে কৃষ্ণ স্বয়ং (কিংবা অপরকে দিয়া) একাধিক অশ্বমেধযজ্ঞ করিয়াছিলেন (বা করাইয়াছিলেন)। অর্জুন আরও বলেন, "হে মধুসূদন, হে ভূরিতেজা কৃষ্ণ, হে দেবশ্রেষ্ঠ, তুমি চৈত্ররথ বনে ক্রতুসমূহ দ্বারা পরায়ণকে যজন করিয়াছিলে। হে জনার্দন, তখন এক এক যজ্ঞে তুমি পরিপূর্ণ শত সহস্র সুবর্ণ পৃথক্ পৃথক (দক্ষিণা দিয়াছিলে)।"[৫] "তথা, হে নারায়ণ, হে কৃষ্ণ, তুমি পুরাকালে চৈত্ররথ বনে ভূরিদক্ষিণাযুক্ত ক্রতুসমূহ দ্বারা মহাসত্র সম্পন্ন করিয়াছিলে।"[৬] "হে অচ্যুত, যখন তুমি স্বীয় তেজে দীপ্যমানরূপে চৈত্যমধ্যে আসীন ছিলে, তখন সমস্ত ঋষিগণ আসিয়া তোমার নিকট অভয় যাচ্ঞা করেন।"[৭] 'হরিবংশে' (২।১০২।৩১) আছে, দেবর্ষি নারদ বলেন,

"সংস্থাপ্য ধর্মান্ মর্ত্যেষু যজ্ঞৈরিষ্ট্বাহপ্তদক্ষিণৈঃ।
কৃত্বা দেবার্থমমিতং সংখ্যানং প্রতিপৎস্যতে॥"

সুতরাং কৃষ্ণ বহু যজ্ঞ করেন এবং উহাদিগেতে পর্যাপ্ত দক্ষিণা প্রদান করেন।

কথিত আছে যে অক্রূর অনবরত,—একের পর এক করিয়া অখণ্ডভাবে যজ্ঞ করিতেন।[৮] ঐ সকল যজ্ঞে তিনি অতি বহু পরিমাণ দক্ষিণা প্রদান করিতেন। তাহাতে তিনি যজ্বা "অমিতদক্ষিণ" ও "দানপতি" বলিয়া খ্যাত হন।[৯] কৃষ্ণের খুড়তুত ভাই শমীকও নাকি রাজসূয় যজ্ঞ করিয়াছিলেন।[১০] "সাত্বতদিগের মহাবর" বভ্রুও "বিদ্বান্, ব্রহ্মণ্য (=ব্রাহ্মণভক্ত), যজ্বা ও দানপতি" বলিয়া খ্যাত ছিলেন।[১১] আর অধিক দৃষ্টান্ত প্রদর্শনের প্রয়োজন নাই। কৃষ্ণ স্বয়ং যজ্ঞ করিতেন দেখা যায়। 'হরিবংশে' উল্লিখিত হইয়াছে যে কোন সময়ে তিনি একাহ বা সোম ক্রতুতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন।[১২] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে যে তিনি অনেক অতি বড় বড় যজ্ঞ করিয়াছিলেন।[১৩] উহার অন্যত্র বর্ণিত হইয়াছে যে কোন সময়ে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে দর্শন করিবার জন্য দ্বারকায় আগমন করেন। তিনি দেখেন যে

---

১) মহাভা, ২।৪৫।১০
২) যথা দেখ—'হরিবংশ', ২।৮৩।২ ; ৯১।২৪—
৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৮৪।৪২—
৪) মহাভা, ৩।১২।১৮'২
৫) মহাভা, ৩।১২।২৩-৪
৬) মহাভা, ৩।১২।৪১'২—৪২'১
৭) মহাভা, ৩।১২।৩৬
৮) বিষ্ণুপু, ৪।১৩।১০৮—৯ ও ১৩৬ ; (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৫৭।৩৯'২ ; হরিবংশ, ১।৩৯।২৪—৭ ; আরও দেখ—
দাতা যজ্বা চ ধীরশ্চ শ্রুতবানতিথিপ্রিয়ঃ।
অক্রূরঃ সুষুবে তস্মাচ্ছ্বফল্কাৎ ভূরিদক্ষিণঃ॥"—হরিবংশ ১।৩৪।১১ আরও দেখ—১।৩৮।৫১
৯) 'অমিতদক্ষিণ'—'হরিবংশ', ২।২৬।৩৯, ৪৮, ইত্যাদি।
'দানপতি'—'হরিবংশ', ২।২২।১০, ৮৫, ইত্যাদি ; বিষ্ণুপু, ৪।১৩।১৩৯, ১৫৮ ইত্যাদি ; (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৫৭।৩৬
১০) 'হরিবংশ', ১।৩৪।৩৯
১১) ঐ, ১।৩৭।১৫-৬
১২) ঐ, ২।১১১।৭-৮, ১৩
১৩) "বুভুজে বিষয়ান্ গ্রাম্যানীজে চাতুর্জিতৈর্মখৈঃ॥"—((বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৮৯।৬৪'২)

২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিভিন্ন স্ত্রীর বাসগৃহে কৃষ্ণ বিভিন্ন কর্মে ব্যাপৃত আছেন। কোথাও তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিতে হবন করিতেছিলেন; কোথাও পঞ্চমহাযজ্ঞ বলি করিতেছিলেন; কোথাও ব্রাহ্মণগণকে ভোজন করাইতেছিলেন; কোথাও তিনি অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিতেছিলেন; কোথাও সন্ধ্যোপাসনা করিতেছিলেন; কোথাও সংযতবাক্ হইয়া ব্রহ্ম (প্রণব বা গায়ত্রী) জপ করিতেছিলেন; ইত্যাদি।[১] "যজন্তং সকলান্ দেবান্ ক্বাপি ক্রতুভিরূর্জিতৈঃ" ('কোথাও বড় বড় যজ্ঞসমূহ দ্বারা সকল দেবতাকে যজন করিতেছিলেন')।[২]

(২) দান—কৃষ্ণ প্রতিদিন সকালে নিত্যক্রিয়ার পর ব্রাহ্মণদিগকে ধনাদি দান করিতেন এবং বিশেষ বিশেষ নিমিত্ত উপলক্ষে বিশেষভাবে দান করিতেন। কথিত হইয়াছে যে তিনি আপন ভাগিনা—পিতার অতি প্রিয় পাত্র, অভিমন্যুর শ্রাদ্ধ উপলক্ষে ষাটলক্ষ মহাতেজস্বী ব্রাহ্মণকে সর্বগুণান্বিত ভোজ্য বিধিবৎ ভোজন করান। অনন্তর তাঁহাদিগকে এত ধন দান করেন যে তাঁহাদের ধনতৃষ্ণা বিদূরিত হয়। এবং তাহাতে সকলের লোমহর্ষণ হয়। তিনি সুবর্ণ, গো, শয্যা, বস্ত্র, প্রভৃতি দান করেন।[৩]

(৩) তপ—কৃষ্ণ পুত্রলাভার্থ শিবের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। প্রথম বারে বার বৎসর তীব্র তপস্যা দ্বারা শরীর শুকাইয়া তিনি পশুপতিকে আরাধনা করেন এবং তাঁহার বরে রুক্মিণীর গর্ভে প্রদ্যুম্নাদি রূপবান্ এবং পরাক্রমবান্ পুত্রসমূহ উৎপাদিত করেন। দ্বিতীয় বারে জাম্ববতীর পুত্রের জন্য তিনি ছয় মাস তপস্যা করেন। 'মহাভারতে' প্রথম বারের তপস্যার উল্লেখ মাত্র আছে,[৪] অথবা অতি সামান্য বিবরণ মাত্র আছে,[৫] কোন বিশেষ বিবরণ নাই; পরন্তু দ্বিতীয়বারের তপস্যার বিস্তারিত বিবরণ আছে। কৃষ্ণ স্বয়ংই ঐ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন। তিনি বলেন, হিমালয়ে পরমশিবভক্ত মহর্ষি উপমন্যু তাঁহাকে আট দিন পর্যন্ত "মহাদেবাশ্রিত কথা" অর্থাৎ শিবতত্ত্ব এবং শিবোপাসনার মাহাত্ম্য উপদেশ করেন। অনন্তর অষ্টম দিনে তাঁহাকে যথাবিধি দীক্ষা প্রদান করত জপ্য (মন্ত্র) প্রদান করেন। তখন তিনি দণ্ডী, মুণ্ডিতশির, কুশ ও চীরধারী, ঘৃতাক্ত ও মেখলাধারী হন। তিনি প্রথম মাসে কেবল ফলাহার করেন; দ্বিতীয় মাসে জল এবং পরের তিন মাস কেবল বায়ু আহার করেন। ষষ্ঠমাসে তিনি তন্দ্রা পরিত্যাগ করত ঊর্ধ্ববাহু হইয়া এবং এক পায়ে দাঁড়াইয়া শিবের আরাধনা করেন। তাঁহার ঐ কঠোর তপস্যায় সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান্ শিব, ভগবতী উমাকে সঙ্গে লইয়া সম্মুখে আকাশে প্রকটিত হন।[৬] এবং তাঁহাকে বহু বর প্রদান করেন।[৭] 'হরিবংশে' রুক্মিণীর পুত্রলাভার্থ কৃষ্ণের শিবের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যার বিস্তারিত বিবরণ আছে।[৮] কথিত হইয়াছে যে দ্বারকা-নগরীতে একদিন রাত্রিতে রুক্মিণীদেবী কৃষ্ণের নিকট তাঁহার সদৃশ রূপবান্, বলবান্, বীর্যবান্ এবং বৃষ্ণিদিগের নেতা, তথা তপোনিধি, সর্বশাস্ত্রার্থকুশল, রাজবিদ্যা (বা ব্রহ্মবিদ্যা) সম্পন্নদিগের

---

১) ঐ, ১০।৬৯।২৪
২) ঐ, ১০।৬৯।৩৪'১
৩) মহাভা, ১৪।৬২।২—৫
৪) মহাভা, ১০।১২।৩০—১; ১৩।১৪।৩২—৪
৫) মহাভা, ১৩।১৩৯—১৪৮ অধ্যায়
৬) মহাভা, ১৩।১৪।৩৭৭.
৭) পরে দেখ।
৮) 'হরিবংশ' ৩।৭৩—অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মধ্যে পুরস্কৃত এবং অপর মহাগুণসমূহসম্পন্ন, পুত্র প্রার্থনা করেন।[১] কৃষ্ণ বলেন যে তিনি হিমালয়ে কৈলাসপর্বতে গিয়া তপস্যা ও ব্রহ্মচর্য দ্বারা ভগবান্ শঙ্করকে সন্তুষ্ট করত তাদৃশ পুত্র বর লাভ করিবেন।[২] মানসসরোবরের উত্তর তীরে কৈলাসপর্বতে গিয়া কৃষ্ণ জটা এবং বল্কল ধারণ করত বার বৎসর তপস্যা করিতে সঙ্কল্প করেন। ফাল্গুন মাসে তিনি তপস্যা আরম্ভ করেন। প্রথমে কেবল শাক ভক্ষণ করত বেদাধ্যয়নতৎপর হইয়া জপ আরম্ভ করেন। তিনি প্রতিদিন বহু সমিধ ও ঘৃত দ্বারা অগ্নিতে হবন করিতেন। এক এক করিয়া ক্রমে বাড়াইয়া তিনি সাত-অগ্নিতে হবন করিতেন এবং পরে আবার এক এক করিয়া কমাইয়া একাগ্নিতে হবন করেন। পরে নিয়তাত্মবান্ হইয়া মাসে একবার মাত্র ভোজন করিতে থাকেন। অনন্তর প্রতি দ্বিতীয় মাসে একবার ভোজন করিতেন। সেই প্রকারে বৎসরে একবার ভোজন করিয়া তপস্যা করেন। এইরূপে কৃষ্ণ সঙ্কল্পিত তপস্যা সমাপ্ত করেন। বারবৎসর পূর্ণ হইবার একমাস বাকী থাকিতে তিনি বেদপাঠ ও হবন পরিত্যাগ করত কেবল আরণ্যক পাঠ করিতেন। পরে তাহাও পরিত্যাগ করিয়া প্রণব জপ করিতে করিতে ধ্যানপরায়ণ থাকিতেন।[৩] তখন শিব তাঁহার সম্মুখে প্রাদুর্ভূত হন।[৪]

'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ পূর্ব পূর্ব জন্মেও কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। বনবাসে পাণ্ডবদিগের দুর্দশা দেখিয়া কৃষ্ণ অতিশয় ক্রুদ্ধ হন। তাঁহার ক্রোধশান্তির জন্য অর্জুন তাঁহার পূর্ব-জন্মের কঠোর তপস্যার কথা স্মরণ করাইয়া দেন। "হে কৃষ্ণ! তুমি পুরাকালে যত্র-সায়ংগৃহ (অর্থাৎ যেখানে সন্ধ্যা হয় সেইখানে রাত্রি যাপন পরায়ণ) মুনি হইয়া দশ হাজার বৎসর গন্ধমাদন পর্বতে বিচরণ করিয়াছিলে। হে কৃষ্ণ! তুমি পুরাকালে কেবল জল ভক্ষণ করত এগার হাজার বৎসর পুষ্করে নিবাস করিয়াছিলে। হে মধুসূদন! তুমি বায়ুভক্ষ হইয়া এক শত বৎসর বিশাল বদরীতে ঊর্দ্ধবাহু হইয়া এক পায়ে দণ্ডায়মান ছিলে। হে কৃষ্ণ। তুমি উত্তরীয় বস্ত্র পরিত্যাগ করত অস্থিচর্মসার কৃশ হইয়া সরস্বতী (নদীর তীরে) দ্বাদশবার্ষিক সত্রে অবস্থিত ছিলে। হে মহাতেজস্বী কৃষ্ণ। পুণ্যজনোচিত প্রভাসতীর্থে গিয়াও তুমি সেই প্রকারে নিয়মস্থিত হইয়া হাজার দিব্য বৎসর এক পদে ছিলে। (পরমর্ষি) ব্যাস আমাকে বলিয়াছেন যে, তুমি লোকপ্রবৃত্তিহেতুই (ঐ সকল তপস্যা করিয়াছিলে)।"[৫]

পুত্রার্থে কৃষ্ণের দ্বিতীয় বারের তপস্যার বর্ণনা 'দেবীভাগবতে'ও আছে। উহাতেও কথিত হইয়াছে যে তিনি শিবভক্ত এবং পরমতপস্বী উপমন্যু মুনির নিকট "পাশুপতী দীক্ষা" গ্রহণ করত মুণ্ডী ও দণ্ডী হইয়া উগ্র তপস্যা আরম্ভ করেন। তিনি ফলাশন করত একমাস শিবধ্যান-পরায়ণ হইয়া শিবমন্ত্র জপ করেন। দ্বিতীয় মাসে জলাহারী হইয়া একপদে দণ্ডায়মান থাকেন। ষষ্ঠ মাসে ভগবান রুদ্র তাঁহার ভক্তিভাব হেতু প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে দর্শন দেন।[৬]

'দেবীভাগবতপুরাণে' এই শঙ্কা উত্থাপিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ বিষ্ণুর অংশাবতার, তিনি কেন

১) ঐ, ৬।৭৩।১৮—২৫
২) ঐ, ৬।৭৩।৩৫—৪৫
৩) ঐ, ৬।৮৪।১৪—২৮
৪) ঐ, ৬।৮৫।৯—
৫) মহাভা, ৩।১২।১২—৬
৬) দেবীভাগপু, ৪।২৫।৩০—৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিবের আরাধনা করেন ? তিনি কেন বনে গিয়া সুদারুণ তপস্যা করেন ?[১] "যিনি সর্বাত্মা, সর্বেশ, সর্বসিদ্ধিপ্রদ এবং প্রভু, সেই হরি কেন প্রাকৃত (মনুষ্যের) ন্যায় ঘোর তপ করিলেন ? কৃষ্ণ জগৎকে সৃষ্টি করিতে সক্ষম, তথা পালন করিতে এবং সংহার করিতেও সক্ষম। তিনি কি কারণে দারুণ তপ আচরণ করেন ?"[২] পরমর্ষি ভগবান ব্যাস উত্তর করেন, বাসুদেব কৃষ্ণ যে সর্বকর্ম করিতে সক্ষম, তাহা সত্যই।

"তথাঽপি মানুষং দেহমাশ্রিতঃ পরমেশ্বরঃ।
কৃতবান্মানুষান্ ভাবান্ বর্ণাশ্রমসমাশ্রিতান্ ॥[৩]

তথাপি পরমেশ্বর হইয়াও তিনি যখন মানুষদেহ আশ্রয় করিয়াছেন, তখন বর্ণাশ্রমাশ্রিত সমস্ত মানুষভাবসমূহ তিনি করিয়াছিলেন। "বৃদ্ধদিগের পূজন, গুরুজনদিগের পাদাভিবন্দন, ব্রাহ্মণদিগের সেবা, দেবতাদিগের আরাধন, শোকে শোকাভিযোগ, হর্ষে হর্ষসমুন্নতি, দৈন্য, নানা অপবাদসমূহ, এবং স্ত্রীগণে কামোপভোগ (করিয়াছিলেন)। (মানুষের) কাম, ক্রোধ ও লোভ সময় সময় হইয়াই থাকে। (তাহার এই) দেহ গুণময়। উহাতে নির্গুণত্ব কি প্রকারে আসিবে ?" ইত্যাদি।[৪] "এবং মানুষদেহেঽস্মিন্মানুষং খলু চেষ্টিতম্" ('এই প্রকারে এই মানুষদেহে (সমস্ত) চেষ্টা নিশ্চয় মানুষোচিতই')।[৫]

কৃষ্ণের যে সকল তপস্যার বিবরণ উপরে প্রদত্ত হইয়াছে, সেই সকল অবশ্যই সকাম। যে তপস্যাকে তিনি 'গীতা'য় পাবন বলিয়াছেন, তাহা ঐ প্রকার নহে। তাহা তাঁহার মতে শারীর বাঙ্ময় (বা বাচিক) ও মানস ভেদে ত্রিবিধ।[৬] দেবতাগণ, ব্রাহ্মণগণ, গুরুজনগণ ও বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের পূজা, তথা শৌচ, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা, শারীর তপ। এমন সম্ভাষণ যাহা অপরের মনে উদ্বেগ জন্মায় না, এবং যাহা সত্য, প্রীতিকর ও হিতকর, তথা স্বাধ্যায়ের অভ্যাস বাঙ্ময় তপ। মনকে প্রসন্ন রাখা, সৌম্যতা, মৌন (বা মননশীলতা), ইন্দ্রিয়বিনিগ্রহ এবং ভাবসংশুদ্ধি মানস তপ। ঐ ত্রিবিধ তপ, তথা যজ্ঞ ও দান, আবার ত্রিবিধ—সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক। সাত্ত্বিক তপস্যাদিই শ্রেষ্ঠ। ঐ সকল নিষ্কাম। সকাম তপস্যাদি রাজসিক।[৭]

ইহা বলা উচিত বোধ হয় যে যজ্ঞ, দান ও তপস্যার অবশ্যকর্তব্যতা বিষয়ক সিদ্ধান্ত কৃষ্ণ শ্রুতি হইতে গ্রহণ করিয়াছেন। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' আছে,

"তমেতং বেদানুবচনেন ব্রাহ্মণা বিবিদিষন্তি যজ্ঞেন দানেন তপসাঽনাশকেন"।[৮]

'সেই তাঁহাকে (=ঔপনিষদ্ পুরুষকে) ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞ দান এবং অনাশক তপ দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন।' আচার্য শঙ্কর বলেন যে 'অনাশক তপ' অর্থ যথেচ্ছ ভোজন না করা, একেবারে ভোজন পরিত্যাগ করা কিংবা কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণাদি নহে। তিনি আরও বলিয়াছেন যে বেদানুবচন, যজ্ঞ, দান এবং তপ শব্দ দ্বারা সমস্ত নিত্য কর্ম উপলক্ষিত হইয়াছে। ঐ প্রকার কাম্যকর্মবর্জিত সমস্ত নিত্যকর্ম চিত্তকে বিশুদ্ধ করত আত্মজ্ঞান উৎপন্ন করে বলিয়া মোক্ষের সাধন হইয়া থাকে।

---

১) দেবীভাগপু, ৫।১।২—৫, ৮—৯
২) ঐ, ৫।১।১০—১
৩) ঐ, ৫।১।১৩
৪) ঐ, ৫।১।১৩
৫) ঐ, ৫।১।১৯.২
৬) গীতা, ১৭।১৪—৬
৭) গীতা, ১৭।১১—৩, ১৭—২২
৮) বৃহউ, ৪।৪।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মের বক্তা, সংস্থাপক ও সংরক্ষক

এইরূপে দেখা যায় কৃষ্ণ অতীব ধর্মশীল ছিলেন। তিনি ধর্মের বক্তা, সংস্থাপক এবং সংরক্ষকও ছিলেন। 'গীতা'য় তিনি স্বমুখে বলিয়াছেন যে ইহসংসারে কালে কালে যখন যখন ধর্মের গ্লানি হয় এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখন তখন অধর্মকে বিনাশ করিয়া "ধর্মকে সংস্থাপন করিতে" তিনি জন্মগ্রহণ করেন।[১] 'মহাভারতে'র অন্যত্রও বালমুকুন্দ সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে যখন যখন ধর্মের গ্লানি ও অধর্মের অভ্যুত্থান হয়, এবং হিংসারত দৈত্য ও রাক্ষসগণের প্রভাব বৃদ্ধি পায়, তখন তখন তিনি শুভকর্মকারিগণের গৃহে সম্প্রসূত হন, এবং মানুষদেহে প্রবিষ্ট হইয়া তিনি সমস্ত প্রশম করেন।[২] অপরেও বলিয়াছেন, "ধর্মসংরক্ষণার্থ" বিষ্ণু কৃষ্ণরূপে যদুবংশে অবতীর্ণ হন।[৩] 'অনুগীতা'র প্রারম্ভে কৃষ্ণ 'গীতা'র তত্ত্ব সম্বন্ধে বলেন যে উহাতে তিনি "গুহ্য এবং সনাতন ধর্ম স্বরূপত" ব্যাখ্যা করিয়াছেন;[৪] ঐ ধর্ম ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য নিশ্চয় সুপর্যাপ্ত।"[৫] সুতরাং 'অনুগীতা'র মতে 'গীতা'তে কৃষ্ণ যাহা ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহা ধর্মই। 'গীতা'তেও উহা প্রকারান্তরে উক্ত হইয়াছে। যথা 'গীতা'র উপসংহারে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে উহাতে বিবৃত তাঁহার এবং অর্জুনের সংবাদ "ধর্ম্য" (অর্থাৎ 'ধর্মযুক্ত' ও 'ধর্মপ্রদ')।[৬] উহার দ্বাদশ অধ্যায়ের উপসংহারেও আছে যে তাহাতে "ধর্ম্যামৃত" (অর্থাৎ 'ধর্মময় অমৃত', অথবা যাহা ধর্মময় ও অমৃতপ্রদ, তাহা) বিবৃত হইয়াছে।[৭] এইরূপে দেখা যায়, কৃষ্ণের নিজের স্বীকারোক্তি মতে, তিনি ধর্মের বক্তা। 'মহাভারতে'র অন্যত্র আছে, ভগবান্ মহাদেব ব্যাসনারদাদি ঋষিগণকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন, "তিনি ধর্মসমূহের সাক্ষাৎ উপদেষ্টা এবং ধর্মভাক্ হইবেন। উদ্যত ধর্মবিদ্‌গণ কর্তৃক সেই দেবেশ সর্বদা নমস্কার্য। কেননা, সেই বিভুকে অর্চনা করিলে নিশ্চয় পরমধর্ম হইবে।"[৮] ভীষ্ম বলেন, কৃষ্ণ ধর্মের নূতন সিদ্ধান্ত প্রবর্তন করিতে এবং ধর্মের সংশয় স্থলসমূহের সুমীমাংসা করিতে সমর্থ।[৯]

স্বয়ং ধর্মাচরণে নিরত থাকিয়াই কৃষ্ণ ধর্মের সংস্থাপন ও সংরক্ষণ করিতেন। মহাত্মা ভীষ্ম বলেন, "যখন অসুরদিগের বংশে ধর্মের গ্লানি হয়, তখন কৃষ্ণ মনুষ্যগণের মধ্যে জন্মগ্রহণ করেন। সেই ভাবিতাত্মা ধর্মে স্থিত থাকিয়াই পর ও অপর লোকসমূহ রক্ষা করেন।"[১০] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, কৃষ্ণ সর্ব কার্য অকুণ্ঠভাবে অর্থাৎ নিঃসঙ্কোচে এবং নির্বিঘ্নে করিতে পারেন; তথাপি তিনি ধর্মকার্যার্থই উদ্যত।[১১] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণ নারদকে বলেন, "হে ব্রহ্মন্, আমি ধর্মের বক্তা ও (স্বয়ং আচরণ) কর্তা, তথা তাহার অনুমোদন কর্তা। তাহা শিক্ষা দিয়াই আমি এই সংসারে আস্থিত।"[১২]

ঐ সকল কারণে কৃষ্ণ "ধর্মাত্মা" বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।[১৩] যুধিষ্ঠির বলেন, কৃষ্ণ "ধর্মেশ্বর"

১) গীতা, ৪।৭—৮
২) মহাভা, ৩।১৮৯।২৭—৯
৩) মহাভা. ৩।২৭২।৭১'১; পূর্বে দেখ।
৪) মহাভা, ১৪।১৬।৯
৫) মহাভা; ১৪।১৬।১২'১
৬) গীতা, ১৮।৭০
৭) গীতা, ১২।২০
৮) মহাভা, ১৩।১৪৭।—৩'১
৯) মহাভা, ১৩।১৫৮।৫-৬
১০) মহাভা, ১৩।১৫৮।১১
১১) মহাভা, ১২।৪৭।৬৩
১২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৬৯।৪০
১৩) "বাসুদেবোঽপি ধর্মাত্মা"—(মহাভা, ৯।৬৩।৭৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং "সাধুতম"।[১] অন্যত্র তিনি কৃষ্ণকে বলেন, হে বীর হৃষীকেশ, তোমারই প্রসাদে এই চরাচর জগৎ স্ববর্ত্মে স্থিত থাকে এবং (মনুষ্যগণ) জপহোমাদি রত থাকে।"[২] কৃষ্ণ নিজে সঞ্জয়কে বলেন যে ধর্ম তাঁহা হইতে, তথা যুধিষ্ঠির হইতে, কখনও দূরে চলিয়া যায় নাই।[৩] অর্থাৎ তাঁহারা সততই ধর্মযুক্ত আছেন,—কখনও ধর্ম হইতে বিচলিত হন নাই। পরে দুর্যোধনকে কৃষ্ণ বলেন, "কাম, ক্রোধ, দ্বেষ, লোভ, অর্থ কিংবা হেতুবাদ বশতঃ আমি ধর্মকে কখনও পরিত্যাগ করি নাই।"[৪] বৈশম্পায়ন কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন, "তিনি কাম, ভয়, লোভ কিংবা অর্থ হেতু অন্যায় অনুবর্তন নিশ্চয় করেন না। সর্বপ্রাণীর মধ্যে কেশব স্থিরবুদ্ধি, অলোলুপ, ধর্মজ্ঞ, ধৃতিমান এবং প্রাজ্ঞ। তিনি সর্বভূতের ঈশ্বর,—সনাতন দেবদেব।"[৫]

মন্বাদি বেদানুসারী স্মৃতিশাস্ত্রে উক্ত হইয়াছে যে মানুষ দেব-ঋণ, পিতৃঋণ এবং ঋষি-ঋণ—এই তিন ঋণে ঋণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে, সে বৈদিক যাগযজ্ঞাদির অনুষ্ঠানে দেবতাগকে পরিতৃপ্ত করত দেব-ঋণ হইতে মুক্ত হয়; বিবাহ করিয়া পুত্র উৎপাদন করত শ্রাদ্ধাদি দ্বারা পিতৃগণকে তর্পণ করার ধারা অব্যাহত রাখিয়া সে পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হয়। এবং ঋষি-প্রণীত বেদাদি শাস্ত্রসমূহের অধ্যয়ন ও অধ্যাপন দ্বারা মনুষ্য ঋষি-ঋণ হইতে মুক্ত হয়।[৬] ঐ ঋণত্রয়বাদের উল্লেখ 'তৈত্তিরীয়সংহিতা'য় পাওয়া যায়।

"জায়মানো বৈ ব্রাহ্মণস্ত্রিভির্ঋণবাঁ জায়তে ব্রহ্মচর্যেণ ঋষিভ্যো যজ্ঞেন দেবেভ্যঃ প্রজয়া পিতৃভ্যঃ।"[৭]

'জন্মমাত্রেই ব্রাহ্মণ তিন (ঋণ) দ্বারা ঋণবান্ হয়। (সে) ব্রহ্মচর্য দ্বারা ঋষিগণের (ঋণ) হইতে, যজ্ঞ দ্বারা দেবগণের (ঋণ) হইতে এবং পুত্র (উৎপাদন) দ্বারা পিতৃগণের (ঋণ) হইতে (মুক্ত) হয়। 'মহাভারতে' আছে, মানুষ ক্রিয়া, ব্রহ্মচর্য এবং প্রজার নিকট ঋণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং যথাক্রমে যজ্ঞ সম্পাদন, তপশ্চর্যা এবং সুতোৎপত্তি দ্বারা উহাদের হইতে মুক্ত হয়।[৮] কৃষ্ণ মনে করিতেন যে প্রত্যেক মনুষ্য ধর্মের নিকট ঋণী হইয়া জন্মগ্রহণ করে। স্বয়ং ধর্মাচরণ করিলেই ঐ ঋণ সম্পূর্ণতঃ শোধ হয় না, অধর্মচারী অপরকে অধর্ম পথ হইতে নিবৃত্ত করিয়া ধর্মপথে প্রবৃত্ত করিতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করিতেও হইবে। পাণ্ডবদিগের এবং ধৃতরাষ্ট্রদিগের মধ্যে যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয়, সুতরাং কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ যাহাতে না ঘটে, তাহার জন্য কৃষ্ণ "মহান্ যত্ন" করেন। তিনি বলেন যে তাহাতে তিনি ধর্মের নিকট অঋণী হইয়াছেন (ধর্মস্য গতমানৃণ্যং")।[৯]

"যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণঃ"

ধর্মের সহিত কৃষ্ণের ঐ প্রকার প্রগাঢ় এবং অব্যভিচারী সম্পর্ক হেতু, তখন এই

---

১) মহাভা, ৫।২৮।৯ ও ১৪   ২) মহাভা, ৭।১৪৯।১৬

৩) মহাভা, ৫।২৯।৪৭১

৪) মহাভা, ৫।৯১।২৪ যুধিষ্ঠিরের সম্বন্ধে ও কৃষ্ণ সেই প্রকার বলেন। (পরে দেখ)।

৫) মহাভা, ৫।৮৩।৩৪—৫

৬) মনুস্মৃতি   ৭) তৈত্তিসং, ৬।৩।১০.৫

৮) মহাভা, ১।২৩১।১১—১২৭১

৯) মহাভা, ৫।১৫১।৪৩৭১ ভীষ্ম বলেন, দেবতাগণকে এবং ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা করিলেই রাজা ধর্মের নিকট অঋণী হয়।—(মহাভা, ১২।৫৬।১৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রবাদ প্রচলিত হয় যে "যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণঃ" ('যেখানে ধর্ম, সেইখানে কৃষ্ণ')। এবং সেই হেতু, তথা যেহেতু পরিণামে ধর্মেরই জয় হইয়া থাকে, অধর্মের নহে,[১] লোকে ইহাও বলিত যে "যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ" ('যেখানে কৃষ্ণ সেইখানে জয়'; অর্থাৎ যেই পক্ষে কৃষ্ণ আছে, যুদ্ধে সেই পক্ষের জয় সুনিশ্চিত)।[২] পরমর্ষি ব্যাস, দ্রোণাচার্য, সঞ্জয় প্রভৃতি অনেক মনীষী ব্যক্তি তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৩] সঞ্জয় আরও কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়াও বলিয়াছেন যে "যেখানে সত্য, যেখানে ধর্ম, যেখানে হ্রী এবং যেখানে আর্জব, সেইখানেই গোবিন্দ থাকেন। যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানে জয়।"[৪] "যেখানে ধর্ম সেইখানে দ্যুতি, কান্তি, হ্রী, শ্রী এবং সদ্‌বুদ্ধি। যেখানে ধর্ম, সেইখানে কৃষ্ণ। যেখানে কৃষ্ণ, সেই খানে জয়।"[৫]

"যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মঃ"

ভীষ্ম পক্ষান্তরে বলেন যে "যতঃ কৃষ্ণস্ততো ধর্মঃ যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ" ('যেখানে কৃষ্ণ, সেইখানে ধর্ম এবং যেখানে ধর্ম, সেইখানে জয়')।[৬] 'গীতা'য় কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি "শাশ্বত ধর্মের প্রতিষ্ঠা"।[৭] তাহাতেও সিদ্ধ হয় যে যেখানে কৃষ্ণ সেইখানেই সনাতন ধর্ম।

কৃষ্ণই সনাতন ধর্ম

ঐরূপে কৃষ্ণের ও ধর্মের অবিনাভাবসম্বন্ধ সিদ্ধ হয়। তাই কেহ কেহ বলিয়াছেন যে কৃষ্ণই সনাতন ধর্ম। যথা, ঋষি ধৌম্য বলেন, উনি (কৃষ্ণ) সাক্ষাৎ পুরাণ দেব। তিনি নিশ্চয়ই সনাতন ধর্ম। যেই সকল বিপ্র বেদবিদ্ এবং যেই সকল ব্যক্তি অধ্যাত্ম(তত্ত্ব)বিদ্ —তাঁহারা মহাত্মা কৃষ্ণকে সনাতন ধর্ম বলেন। ঐ গোবিন্দ পবিত্রসমূহের পরম পবিত্র, পুণ্যসমূহের (পরম) পুণ্য এবং মঙ্গলসমূহের (পরম) মঙ্গল বলিয়া কথিত হন।"[৮] দৌত্যার্থ হস্তিনাপুর যাত্রাকালে কৃষ্ণ যখন উপপ্লব্যপুরে আসিয়া উপস্থিত হন, তখন ঘরে ঘরে, সভায় সভায় এবং চত্বরে চত্বরে—সর্বত্রই লোকগণ বলাবলি করিতে থাকে যে "স হি ধর্মঃ সনাতনঃ" ('তিনি নিশ্চয় সনাতন ধর্ম')।[৯] ভীষ্ম বলেন, "এষ ধর্মশ্চ ধর্মজ্ঞঃ" ('ইনি (কৃষ্ণ) ধর্মের জ্ঞাতা এবং ধর্ম');[১০] তিনি 'ধর্মাত্মা' বা সর্বধর্মস্বরূপ,—পৃথক্ পৃথক্ ধর্মফলাকাঙ্ক্ষী পৃথক্ পৃথক্ ধর্ম দ্বারা তাঁহাকেই সমর্চনা করেন।[১১]

---

১) "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ"—[মহাভা, ৬।২।১৪ (ব্যাস); ৬।২১।১১ (নারদ); ইত্যাদি।

২) অর্জুন যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে নারদ বলিয়াছেন যে "যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ"। (মহাভা, ৬।২১।১২'১) তাহাতে ঐ প্রবাদের প্রচারক নারদ বলিয়া মনে হয়। অর্জুন তাহা বিশ্বাস করিতেন। (মহাভা, ৬।২১।১৩—) অন্যত্র তিনি বলেন, কৃষ্ণ, স্বয়ং যুদ্ধ না করিয়াও, মনে মনেও যাহার জয় কামনা করিবেন, সে সমস্ত শত্রুগণকে জয় করিতে পারিবে; এমন কি ইন্দ্রাদি দেবগণকেও সে জয় করিতে পারিবে; সুতরাং মনুষ্যগণের আর কথাই বা কি? (মহাভা, ৫।৪৮।৬০) আরও দেখ—৫।৫২।১১'২—১২'১ (ধৃতরাষ্ট্র)।

৩) "যতো ধর্মস্ততঃ কৃষ্ণো যতঃ কৃষ্ণস্ততো জয়ঃ"—(মহাভা, ৬।২৩।২৮'২ (সঞ্জয়)=৬।৪৩।৬০'১ (দ্রোণ), ৯।৬২।৩২'১ (ব্যাস ও যুধিষ্ঠির)।

৪) মহাভা, ৫।৬৮।৯

৫) মহাভা, ৬।২৮।২৮

৬) মহাভা, ১২।৬৬।৩৫'২=১৩।১৬৭।৪১'১

৭) গীতা, ১৪।২৭

৮) মহাভা, ৩।৮৮।২৫'২—২৭

৯) মহাভা, ৫।৮৫।৭'১

১০) মহাভা, ৬।৬৭।৮'১

১১) মহাভা, ১২।৪৭।৫০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্ম = সত্য

শ্রুতিতে আছে, ধর্মই সত্য। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' আছে যে সৃষ্টির পূর্বে এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত কিছু ব্রহ্মই ছিল। সুতরাং তখন এক ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না। "তদেকং সন্ন ব্যভবৎ" ('একেলা থাকাতে তিনি বিশিষ্ট বা বিভূতিমান্ হইলেন না, অর্থাৎ তাঁহার মহিমা সম্যক্ প্রকটিত হইল না')। তখন তিনি বিশিষ্ট হইবার উদ্দেশ্যে পর পর ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্রকে সৃজন করেন। পরন্তু কিছুতেই তিনি বিশিষ্ট হইলেন না। তখন তিনি উহাদের অপেক্ষা শ্রেয়রূপ ধর্মকে সৃজন করেন। ঐ ধর্ম উহাদের সকলেরই নিয়ন্তা। "তস্মাদ্ধর্মাৎ পরং নাস্তি" ('সুতরাং ধর্ম হইতে শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই')। যেমন কোন দুর্বল ব্যক্তি রাজার সহায়ে বলবান্ শত্রুকে বিজয় করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তেমন ধর্মের সহায়েও বলহীন ব্যক্তি বলবান্ ব্যক্তিগণকে জয় করিতে আকাঙ্ক্ষা করে।[১]

"যো বৈ স ধর্মঃ সত্যং বৈতত্তস্মাৎ সত্যং বদন্তমাহুর্ধর্মং বদতীতি ধর্মং বা বদন্তং সত্যং বদতীত্যেতদ্ধ্যেবৈতদুভয়ং ভবতি।"[২]

'যেই ধর্ম যাহা, তাহা নিশ্চয় সত্যই। সেইহেতু, যদি কেহ সত্য বলে, (লোকে) বলে,—'ইনি ধর্ম বলেন'; অথবা যদি কেহ ধর্ম বলে, (লোকে) বলে,—'ইনি সত্য বলেন।' তদুভয় নিশ্চয় তাহাই হয় (অর্থাৎ উভয়েই প্রকৃত বলে)।' সুতরাং এই শ্রুতি মতে ধর্ম ও সত্য অভিন্ন। 'মহাভারতে'ও আছে, সত্যং সৎসু সদা ধর্মঃ সত্যং ধর্মঃ সনাতনঃ" ('সাধুগণের মধ্যে (ইহা প্রচলিত আছে যে), সত্য সদাই ধর্ম; সত্য সনাতন ধর্ম');[৩] "নাস্তি সত্যাৎ পরো ধর্মঃ" ('ধর্ম সত্য হইতে ভিন্ন নহে', কিংবা 'সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই')।[৪]

কৃষ্ণ বলেন,

"ধারণাদ্ধর্মমিত্যাহুঃ ধর্মো ধারয়তে প্রজাঃ।
যৎ স্যাদ্ধারণসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ॥"[৫]

'ধারণা হইতে (অর্থাৎ ধারণ করে বলিয়াই) 'ধর্ম' বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।[৬] ধর্ম প্রজাগণকে ধারণ করে। যাহা ধারণ সংযুক্ত (অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রজাগণের ধারণ হয়), তাহাই 'ধর্ম'। ইহাই (ধর্মতত্ত্ববিদ্ মহাত্মাগণের) নিশ্চিত সিদ্ধান্ত।' তাঁহার পরম ভক্ত ভীষ্মও ঈষৎ বাক্যভেদে ঠিক তাহাই বলিয়াছেন।[৭] অন্যত্র কৃষ্ণ, তথা ভীষ্ম, বলিয়াছেন, প্রাণীদিগের প্রভবার্থই (ঋষিগণ কর্তৃক শাস্ত্রে) ধর্মপ্রবচন কৃত হইয়াছে। (যাহা প্রভব-সংযুক্ত, অর্থাৎ যাহার দ্বারা প্রজাগণের প্রভব হয়, তাহাই 'ধর্ম'। ইহাই (ধর্মতত্ত্ববিদ্ মহাত্মাগণের) নিশ্চিত সিদ্ধান্ত)।"[৮] 'প্রভব' শব্দের অর্থ 'উৎপত্তি';[৯] বৃদ্ধি বা উন্নতি।

---

১) বৃহউ, ১।৪।১১—
২) বৃহউ, ১।৪।১৪
৩) মহাভা, ১২।১৬২।৪'১
৪) মহাভা, ১২।১৬২।২৪'১
৫) মহাভা, ৮।৬৯।৫৭
৬) ব্যাকরণ মতে 'ধৃ' ধাতুর উপর 'মন্' প্রত্যয় করিয়া 'ধর্ম' শব্দ নিষ্পন্ন হয়। ধৃ+মন=ধর্ম। 'ধৃ' ধাতুর অর্থ ধারণ করা'। সুতরাং যাহা ধারণ করে, তাহাই 'ধর্ম'।
৭) মহাভা, ১২।১০৯।১১ ('ধর্মেণ বিধৃতাঃ প্রজাঃ' ও 'যঃ স্যাদ্ধরণসংযুক্তঃ' পাঠান্তরে পূর্বোদ্ধৃত কৃষ্ণবচনই)
৮) মহাভা, ৮।৬৯।৫৬'২ (কৃষ্ণ); ১২।১০৯।১০ (ভীষ্ম); পরে দেখ। আরও দেখ ১২।৯০।১৮
৯) দেখ—'গীতা' ৭।৬'২; ৯।১৮'২; ১০।২'১, ৮'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুতরাং যাহাতে প্রাণিবর্গের উন্নতি বা বৃদ্ধি হয়, তাহাই ধর্ম। ধর্ম না থাকিলে প্রজাগণ বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইত, অধোগতি প্রাপ্ত হইত এবং বিনষ্ট হইত।[১] অতএব ধর্ম প্রজাগণের হিতকারক। তাই বলা হয় যে ধর্ম মন, বাণী ও কর্ম দ্বারা নিত্য সকলের সুহৃৎ,—সকলের হিতে রত;[২] "সর্বভূতদয়াই ধর্ম"১০·১ সত্য ও প্রজাহিতকর। যথা, দেবর্ষি নারদ বলেন,

"যদ্ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং মতং মম।"[৩]

'আমার মত এই যে যাহা দ্বারা প্রাণিগণের অত্যন্ত হিত হয়, তাহাই সত্য।' ধর্মব্যাধও সেই প্রকারে বলেন, "যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা।"[৪] সুতরাং এই প্রকারেও সত্য ও ধর্ম অভিন্ন। এক পতিব্রতা স্ত্রী বলেন, ধর্মবিদ্ ব্যক্তিগণের মতে, সত্য এবং সরলতাই পরমধর্ম; শাশ্বত ধর্ম দুর্জ্ঞেয়; উহা সত্যে প্রতিষ্ঠিত; ধর্ম শ্রুতি-প্রমাণ।[৫]

কৃষ্ণই সত্য

কৃষ্ণ ধর্ম। সুতরাং তিনি সত্যও। পরশুরাম বলেন, জনার্দন সত্য।[৬] তাই তাঁহার এক নাম হয় 'সত্য'। সঞ্জয় বলেন,

"সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্॥
সত্যাৎ সত্যং তু গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোঽপি নামতঃ।"[৭]

'কৃষ্ণ সত্যে প্রতিষ্ঠিত এবং সত্য তাঁহাতে প্রতিষ্ঠিত। গোবিন্দ সত্য হইতে সত্য (বা সত্যের সত্য)। সেইহেতু তিনি নামতঃও সত্য।' পরস্পর-প্রতিষ্ঠা-বচনের তাৎপর্য উভয়কে অভিন্ন বলা। বেদে ঐ প্রকারের উক্তি দেখা যায়।[৮] ঐ দৃষ্টিতে কৃষ্ণ=সত্য। অথবা উহাতে দুই প্রকার সত্যের সদ্ভাব কল্পনা করা হইয়াছে। কৃষ্ণকে স্তুতি করিতে গিয়া ভীষ্ম বলিয়াছেন যে সত্যকর্মা তিনি (কৃষ্ণ) বাক্‌সমূহে ও অনুবাক্‌সমূহে এবং নিষৎসমূহে ও উপনিষৎসমূহে, তথা সামসমূহে, "সত্যং সত্যেষু" ('সত্যসমূহের মধ্যে সত্য', অর্থাৎ 'সত্যসমূহের সত্য') বলিয়া স্তুত হইয়া থাকেন।[৯] কুন্তী কৃষ্ণকে বলেন, "আমাদের কুলে

---

১) "ধর্মে বর্ধতি বর্ধন্তি সর্বভূতানি সর্বদা।
তস্মিন্ হ্রসতি হ্রসন্তি............॥"—(মহাভা, ১২।৯০।১৬)

২) মহাভা, ১২।২৬২।৯ দেখ।

৩) মহাভা, ১৩।১৪।১৮১ ১

৪) মহাভা, ১২।৩২৯।১৩·২ অন্যত্র নারদ বলিয়াছেন,
"যদ্ভূতহিতমত্যন্তমেতৎ সত্যং ব্রবীম্যহম্।—(মহাভা, ১২।১৮৭।১৯·১

৫) মহাভা, ৩।২০৯।৪ ১ অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন
"যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তদ্বৈ সত্যং পরং মতম্॥"—(মহাভা, ৩।২১৩।৩১ ২
"অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্।
অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ॥"—(মহাভা, ৩।২০৭।৭৪

৬) মহাভা, ৩।২০৬।৪০·২—৪১

৭) মহাভা, ৫।৮৩।১২ আরও দেখ—৩।১২।১০ (বৈশম্পায়নোক্তি); ৫।৯০।১০২ (কুন্তী)

৮) 'প্রাচীন অদ্বৈত-কাহিনী' ১ম খণ্ড,

৯) মহাভা, ১২।৪৭।২৬ আরও দেখ—
"যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা।
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥"– (মহাভা, ১২।৪৭।৪৯)

২৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমিই ধর্ম, তুমিই সত্য, তুমিই মহৎ তপ, এবং তুমিই ত্রাতা। তুমি মহদ্‌ব্রহ্ম,—সমস্ত তোমাতে প্রতিষ্ঠিত।"[১]

সর্বভূতের শরণ্য

যেহেতু কৃষ্ণ ধর্ম ও সত্য, ধর্ম ও সত্য সর্বপ্রাণীর আত্যন্তিক হিতকর, সেইহেতু তিনি সর্বভূতের শরণ্য,—সমস্ত প্রাণীর উচিত তাঁহার শরণ গ্রহণ করা। কৃষ্ণের পরমভক্ত মহাত্মা ভীষ্ম তাঁহাকে "সর্বশরণ্য" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন।[২] তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"যে মনুষ্য ভয়ে ভীত হইয়া 'কেশব' নাম উচ্চারণ করত তাঁহার শরণ গ্রহণ করে, সে নিশ্চয় সদা স্বস্তিমান্ এবং সুখী হয়।[৩] যে সকল প্রাণী কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করে, তাহারা মোহগ্রস্ত হয় না। মহদ্ভয়ে নিমগ্ন ব্যক্তিগণকেও জনার্দন নিত্য পরিত্রাণ করেন।"[৪]

"ইহসংসারে যে সকল ভক্ত এই নারায়ণ হরিকে (কৃষ্ণকে) সংশ্রয় করে, তাহারা কঠিন বিপদসমূহ হইতে উত্তীর্ণ হয়। তাহাতে সংশয়ের কিছুই নাই।"[৫]

"কৃষ্ণ যাহাকে প্রসাদ করে, সে অক্ষয় লোকসমূহ জয় করিয়াছে।[৬]

মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরাদিকে বলেন, "এই মাধব নিশ্চয় সর্বভূতের পিতা ও মাতা। হে কৌরবর্ষভগণ, তোমরা শরণ্য ইহাঁর শরণে গমন কর।"[৭]

সঞ্জয় বলেন, "ভগবান কেশব আত্মযোগ দ্বারা কালচক্র, জগচ্চক্র এবং যুগচক্র নিত্য পরিবর্তন করিতেছেন। আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি ভগবান্ একাই কালের, মৃত্যুর এবং স্থাবরজঙ্গমের ঈশন করেন। মহাযোগী হরি সর্বজগতে ঈশন করিয়াও শস্যবর্দ্ধনকারী দুর্বল চাষার কর্মসমূহ আরম্ভ করেন। সেই মায়াযোগ কেশব লোকগণকে বঞ্চনা করেন। পরন্তু যে সকল মনুষ্য তাঁহার শরণ গ্রহণ করে তাহারা মোহগ্রস্ত হয় না।"[৮] 'গীতা'তে কৃষ্ণ স্বয়ং অর্জুনকে বলেন যে তিনি সর্বভূতের শরণ;[৯] যে তাঁহার শরণ গ্রহণ করে সে সংসার মায়া হইতে নিশ্চয় উত্তীর্ণ হয়।[১০]

'মহাভারতে'র সার সিদ্ধান্ত উহার রচয়িতা ভগবান্ পারাশর কৃষ্ণের মত এই যে ধর্ম হইতে কেবল যে মোক্ষ লাভ হয়, তাহা নহে, অর্থ এবং কামও লাভ হয়। কামনা, ভয় কিংবা লোভ বশতঃ, এমন কি প্রাণ রক্ষার হেতুতেও, কখনও ধর্মকে পরিত্যাগ করা উচিত নহে। ধর্ম নিত্য, আর সুখ ও দুঃখ অনিত্য। সুতরাং অনিত্য সুখ লাভের কিংবা দুঃখ পরিহারের হেতুতে নিত্য ধর্মকে পরিত্যাগ করা কখনও উচিত নহে।[১১] বাসুদেব কৃষ্ণ মূর্তিমান্ ধর্ম। সুতরাং তিনি শরণ্য।

---

১) মহাভা, ৫।৯০।১০৬'২—১০৪) ২) মহাভা, ৬।৫৯।৯৭ ২

৩) কৃষ্ণ স্বয়ংও তাঁহার 'কেশব' নাম জপের মাহাত্ম্য বিবৃত করিয়াছেন। তিনি বলেন যে তাঁহার কেশব নাম বরদ; জন্মান্ধ দীর্ঘতমা ঋষি আনুপূর্বী বিধিতে পুনঃ পুনঃ কেশব নাম উচ্চারণ করত দৃষ্টি শক্তি লাভ করেন। —(মহাভা, ১২।৩৪১।৪৯'২—৫৭ ১)

৪) মহাভা, ৬।৬৭।২৩'৪ ৫) মহাভা, ১২।১১০।২৮

৬) মহাভা, ৬।৬৭।২২'২ ৭) মহাভা, ৩।১৮৯।৫৭

৮) মহাভা, ৫।৬৮।১২-৫ ৯) গীতা, ৯।১৮'১

১০) গীতা, ৭।১৪'২ ১১) মহাভা, ১৮।৫।৬২—৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অসাম্প্রদায়িকতা

নারায়ণীয়াখ্যানে দেখা যায় কৃষ্ণ সম্পূর্ণত অসাম্প্রদায়িক। তাঁহার মতে শিব ও বিষ্ণুর মধ্যে কোন বাস্তব ভেদ নাই। কেননা, একই সত্ত্ব রুদ্র ও নারায়ণ—এই দুই রূপে ব্যক্তিস্থ হইয়া সংসারে সর্বকর্মে ব্যাপৃত আছেন; যে রুদ্রকে জানে সে নারায়ণকেও জানে এবং যে রুদ্রের অনুগত সে নিশ্চয় নারায়ণেরও অনুগত। সুতরাং দেবদেব মহেশ্বর পূজিত হইলে নারায়ণ দেবও নিশ্চয় সম্যক্ পূজিত হন। তিনি আরও বলিয়াছেন যে ব্রহ্মাদি অপর যে কোন দেবতার পূজা করিয়াও প্রতিবুদ্ধ ভক্ত নারায়ণকে লাভ করে। পরন্তু 'গীতা'য় কৃষ্ণের কিঞ্চিৎ সাম্প্রদায়িক ভাব আছে বলিয়া বোধ হয়,—অপর দেবতার পূজা অপেক্ষা বিষ্ণুর পূজাকে তিনি শ্রেষ্ঠ মনে করিতেন বোধ হয়।[১] সুতরাং 'মহাভারতে'র অন্যত্র ঐ বিষয়ে কি প্রমাণ পাওয়া যায় তাহার আলোচনা কর্তব্য।

'মহাভারতে' দেখা যায় যে কৃষ্ণ পরম শিবভক্ত ছিলেন। পরমর্ষিব্যাস, মহাত্মা ভীষ্ম, প্রভৃতি তাহার সাক্ষ্য দিয়াছেন। কোথাও কোথাও কৃষ্ণ নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। 'অনুশাসনপর্বে' বিবৃত হইয়াছে যে, যুধিষ্ঠির শরশয্যাগত ভীষ্মের নিকট মহাভাগ্য, বিশ্বরূপ ও জগৎপতি শিবের নামসমূহ তত্ত্বতঃ ব্যাখ্যা করিতে অনুরোধ করেন। ভীষ্ম উত্তর করেন যে মহাদেবের গুণ সমূহ সম্যক্ বর্ণনা করিতে তিনি সমর্থ নহেন।[২] "ধীমান্ দেবদেবের গুণসমূহ বর্ণনা করিতে গর্ভজন্মজরাযুক্ত এবং মৃত্যুসমন্বিত কোন্ মনুষ্য সমর্থ?"[৩] অনন্তর পার্শ্বস্থ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "হে পুত্র, শঙ্খচক্রগদাধর নারায়ণ ব্যতীত আমার মত কে পরমেশ্বর ভবকে জানিতে সমর্থ? এই বিদ্বান্ ও গুণশ্রেষ্ঠ, পরম দুর্জয়, মহাতেজস্বী এবং দিব্যচক্ষু বিষ্ণু যোগচক্ষু দ্বারা তাঁহাকে বীক্ষণ করেন। রুদ্রভক্তি হেতুই মহাত্মা কৃষ্ণ দ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত। হে ভারত, হে রাজেন্দ্র, তখন বদরিকাশ্রমে সেই দেবকে প্রসন্ন করতই ইনি সুবর্ণাক্ষ মহেশ্বর হইতে সেই সময়ে সর্বলোকে অর্থ হইতেও প্রিয়তরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই মাধব বরদ দেব চরাচরগুরু শিবকে প্রসন্ন করিতে এক হাজার বৎসর পূর্ণ তপস্যা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যুগে যুগেই মহশ্বরকে তুষ্ট করিয়াছেন। এই মহাত্মার (কৃষ্ণের) পরমভক্তি দ্বারা উনি নিশ্চয় প্রীত হইয়াছিলেন। জগদ্‌যোনি সেই মহাত্মার (শিবের) ঐশ্বর্য যাদৃশ, তাহা এই অচ্যুত হরি পুত্রার্থে সাক্ষাৎ দেখিয়াছেন। হে ভারত, দেবদেবের নামসমূহ অশেষতঃ ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ ইহা হইতে শ্রেষ্ঠতর অপর কাহাকেও আমি দেখিতেছি না। হে নৃপ, এই মহাবাহু (কৃষ্ণই) ভগবানের (মহাদেবের) গুণসমূহ এবং মাহেশ্বরী সত্য বিভূতি সম্পূর্ণতঃ বর্ণনা করিতে সমর্থ"।[৪] পরমর্ষি বেদব্যাস বলেন যে নারায়ণ ঋষি শিবকে প্রসন্ন করিয়া বরসমূহ লাভ করিয়াছিলেন।[৫] তিনিই কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। এই জন্মেও কৃষ্ণ লিঙ্গে শিবকে অর্চনা করিয়াছেন এবং সেই কারণে তাঁহাতে আত্মযোগ ও শাস্ত্রযোগ প্রতিষ্ঠিত আছে।[৬] "স এষ রুদ্রভক্তশ্চ কেশবো রুদ্র-

---

১) পূর্বে দেখ।
২) মহাভা, ১৩।১৪।৩
৩) মহাভা, ১৩।১৪।৭
৪) মহাভা, ১৩।১৪।৮—১৬
৫) পূর্বে দেখ
৬) পূর্বে দেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্ভবঃ" ('সেই এই কেশব রুদ্রভক্ত এবং রুদ্রসম্ভব অর্থাৎ রুদ্রের বরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত')।[১] কৃষ্ণ নিজেও স্বীকার করেন যে তিনি পুত্রলাভার্থ মহর্ষি উপমন্যুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করত শিবের জন্য কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন। ভীষ্মের অনুরোধে তিনি, দ্বৈপায়ন প্রভৃতি ঋষিগণের সাক্ষাতে যুধিষ্ঠিরের নিকট তাহা বর্ণনা করেন।[২]

কৃষ্ণ বলেন যে তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া ভগবান শিব, ভগবতী উমাকে সহ, তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং তাঁহার পরা ভক্তি হেতু, তাঁহাকে আট বর মাগিতে বলেন।[৩] তখন কৃষ্ণ শিবের নিকটে ধর্মে দৃঢ়ত্ব, যুদ্ধে শত্রুবধ, শ্রেষ্ঠ যশ, পরমবল এবং যোগপ্রিয়ত্ব, তথা, শত পুত্র বর প্রার্থনা করেন ; আর দুর্গার নিকটে ব্রাহ্মণে অক্রোধ, পিতা হইতে প্রসাদ, মাতা হইতে প্রসাদ, কুলে প্রীতি, শত পুত্র, পরম ভোগ, শম প্রাপ্তি এবং দক্ষতা এই আট বর প্রার্থনা করেন। উঁহারা তাঁহাকে সেই সকল বর প্রদান করেন। ভগবতী তাঁহাকে আরও আট বর অপ্রার্থিতভাবে প্রদান করেন।[৪] কৃষ্ণ পরে বলেন যে ভগবান সুবর্ণাক্ষ মহাদেব প্রীত হইয়া তাঁহাকে বলিয়াছেন যে "হে কৃষ্ণ, আমার প্রসাদে তুমি অর্থ হইতেও প্রিয়তর, যুদ্ধে অপরাজিত এবং অনলোপম-তেজা হইবে।"[৫] পূর্ব জন্মে তপস্যা দ্বারা মহাদেবকে প্রসন্ন করত তিনি এই বর মাগেন যে "নিত্যকালং তবেশান ভক্তির্ভবতু মে স্থিরা" ('হে ঈশান, তোমার প্রতি আমার ভক্তি নিত্যকাল স্থির রহুক)। মহাদেব তাঁহাকে ঐ বর প্রদান করেন।[৬] অন্যত্র আছে, কৃষ্ণ নিজে "কপর্দীকে নমস্কার করিয়া" যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে তিনি প্রত্যহ প্রাতঃকালে শয্যা হইতে উঠিয়া সংযতচিত্তে করজোড়ে 'শতরুদ্রীয়' পাঠ করেন।[৭] উহা বেদের 'শতরুদ্রীয়' নহে, তবে শঙ্করেরই মাহাত্ম্য বটে।[৮] পরমর্ষি ব্যাসের ন্যায়,[৯] কৃষ্ণও বলিয়াছেন, যে "যে মহাত্মার (শিবের) বিগ্রহ পূজা করে, কিংবা যে লিঙ্গ পূজা করে, (তাঁহাদের মধ্যে) লিঙ্গের পূজক নিত্য মহতী শ্রীলাভ করে।[১০] তিনি আরও বলেন যে, "দেবতাগণ, ঋষিগণ, গন্ধর্বগণ এবং অপ্সরাগণ সেই ঊর্ধ্বে সমাস্থিত লিঙ্গকেই অর্চনা করেন। তাহাতে পূজিত হইলে সেই মহেশ্বর মুদিত হন এবং প্রীতাত্মা হইয়া ভক্তবৎসল (শিব) ভক্তদিগকে সুখ প্রদান করেন।"[১১] "পুণ্যাত্মা শরণ্য (শিব) শরণাগতগণকে (কখনও) পরিত্যাগ করেন না তিনি মনুষ্যগণকে আয়ু, আরোগ্য, ঐশ্বর্য, বিত্ত, প্রভৃতি বহু কাম্যবস্তুসমূহ প্রদান করেন।"[১২]

'নারায়ণীয়াখ্যানে'ও বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ পুত্রার্থ রুদ্রকে উপাসনা করিয়াছিলেন। তিনি স্বয়ংই নাকি অর্জ্জুনকে তাহা বলেন। হে পাণ্ডুনন্দন, (অপর) কোন পুরুষ আমাকে বর দিতে

১) মহাভা, ৭।২০১।৯৫

২) মহাভা, ১৩।১৪।১৮ হইতে ১৮শ অধ্যায়।

৩) মহাভা, ১৩।১৪।৪২৮-৯ মহাদেব বলেন,.

"বিদ্মঃ কৃষ্ণ পরাং ভক্তিমস্মাসু তব শত্রুহন্।
ক্রিয়তামাত্মনঃ শ্রেয়ঃ প্রীতির্হি ত্বয়ি মে পরা।।" (৪২৮)

হে শত্রুহন্তা কৃষ্ণ ! আমরা জানি যে আমাদের প্রতি তোমার পরা ভক্তি আছে। তুমি আপনার শ্রেয় সাধন কর ; কেননা, তোমাতে আমার পরা প্রীতি (উৎপন্ন হইয়াছে)।

৪) মহাভা, ১৩।১৫।২—২

৫) মহাভা, ১৩।১৮।৩১·২—৩২·১

৬) মহাভা, ১৩।১৮।৩৬

৭) মহাভা, ১৩।১৬০।৪

৮) মহাভা, ১৩।১৬০।৫—তবে বেদের 'শতরুদ্রীয়ে'র কথাও তিনি জানিতেন। (মহাভা, ১৩।১৬১।২৩)

৯) পূর্বে দেখ।

১০) মহাভা, ১৩।১৬১।১৬

১১) মহাভা, ১৩।১৬১।১৩—৮

১২) মহাভা, ১৩।১৬১।২৬—২৭১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমর্থ নহে,—মনে মনে ইহা সম্যক্ প্রকারে চিন্তা করিয়া আমি পুরাণ ঈশ্বর রুদ্রকে,—আপন আত্মাকে পুত্রের নিমিত্ত আরাধনা করিয়াছিলাম। আত্মাকে ব্যতীত অপর কোন দেবতাকে বিষ্ণু নিশ্চয় প্রণাম করে না। সেই হেতু আমি রুদ্রকে ভজন করি।"[১] ইহা হইতে মনে হয় কৃষ্ণ রুদ্রকে নিজের আত্মা বলিয়া মনে করিতেন। অথবা, হইতে পারে যে কৃষ্ণ রুদ্রকে আপনা হইতে অভিন্ন মনে করিতেন। উহার অব্যবহিত পূর্বেই তিনি বলিয়াছেন যে "একই সত্ত্ব রুদ্র ও নারায়ণ এই দুইরূপে ব্যক্তিস্থ হইয়া সংসারে সর্বকর্মে ব্যাপৃত আছে।[২] সুতরাং কৃষ্ণ অভেদ-ভাবেই ("আত্মানমাত্মনা") রুদ্রের উপাসনা করিয়াছিলেন।[৩] যে ভাবেই হউক না কেন, কৃষ্ণ যে পুত্রার্থ রুদ্রকে আরাধনা করিয়াছিলেন,—তিনি স্বয়ং যে তাহা অর্জুনের নিকট স্বীকার করিয়াছিলেন,—ইহাই বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য। এই প্রসঙ্গে কিঞ্চিৎ পরে কৃষ্ণ অর্জুনকে আরও বলেন "আমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া তুমি মহান জয়সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছ। পরন্তু, হে কৌন্তেয়, সম্প্রতি উপস্থিত যুদ্ধে যিনি তোমার আগে আগে গমন করিতেন, তাঁহাকে দেবদেব কপর্দী রুদ্র বলিয়া জান। তিনি কাল বলিয়া এবং ক্রোধজ বলিয়াও কথিত হন। আমি তোমাকে (ইতিপূর্বে তাহা বলিয়াছি। যাহারা তৎকর্তৃক পূর্বে নিহত (হইয়া রহিয়াছে), তুমি সেই সকল শত্রুকেই বধ করিয়াছ।[৪] তুমি প্রযত হইয়া অক্ষয় এবং অপ্রমেয়স্বভাব সেই দেবদেব উমাপতিকে,—বিশ্বেশ্বর দেব হরকে নমস্কার কর। হে ধনঞ্জয়., পূর্বে তুমি যাহা কিছু শুনিয়াছ তৎসমস্তই যাহাকে পূর্বে ক্রোধজ বলিয়া তোমাকে বারবার বলিয়াছি তাঁহারই প্রভাব।"[৫]

'বনপর্বে' আছে, কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে "বাচয়িত্বা দ্বিজশ্রেষ্ঠান্ প্রণম্য শিরসা ভবন্" ('ব্রাহ্মণগণ দ্বারা স্বস্তিবচন করাইয়া এবং নতমস্তকে শিবকে প্রণাম করিয়া')[৬] তিনি শাল্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। তথায় সুবর্ণতীর্থের মাহাত্ম্যবর্ণনায় আছে যে ঐখানে পূর্বে কৃষ্ণ প্রসাদ-লাভার্থ রুদ্রকে আরাধনা করিয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতে দেবতাদিগেরও মধ্যে সুদুর্লভ বহু বর লাভ করিয়াছিলেন। কৃষ্ণের সমারাধনায় পরিতুষ্ট হইয়া হইয়া ত্রিপুরঘ্ন শিব তাঁহাকে আরও বলেন, "হে কৃষ্ণ, অধিকন্তু তুমি লোকে প্রিয়তর হইবে। সমস্ত জগৎ ত্বন্মুখ হইবে। অর্থাৎ তোমাকে অনুসরণ করিবে তাহাতে কোন সংশয় নাই।"[৭]

কোথাও কোথাও দেখা যায় যে শিব নিজেই বলিয়াছেন যে কৃষ্ণ তাঁহার প্রিয় ভক্ত। যথা, 'সৌপ্তিকপর্বে' বিবৃত হইয়াছে যে অশ্বত্থামার স্তুতি দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া ভগবান শিব তাঁহার সম্মুখে আবির্ভূত হন এবং তাঁহাকে বলেন, "অক্লিষ্টকর্মা কৃষ্ণ সত্য, শৌচ, আর্জব, ত্যাগ, তপ, নিয়ম, ক্ষান্তি, ভক্তি, ধৃতি বুদ্ধি এবং বাণী দ্বারা আমাকে যথাবৎ আরাধনা করিয়াছে। সেই হেতু

---

১) মহাভা, ১২।৩৪১।২৮-৯ ২) মহাভা, ১২।৩৪১।২৭

৩) দেখ—

"এবমুক্তা হৃষীকেশং স্বয়মাত্মানমাত্মনা।
সন্দিদেশার্জুনো .... ॥"—(মহাভা, ৭।৭৬।২৬)

৪) ইহার সহিত 'গীতা'র উক্তির তুলনা কর। 'গীতা'য় আছে যে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে সমুপস্থিত সকলে তাঁহারই দ্বারা পূর্ব হইতে নিহত হইয়া আছেন। (১১।৩৩।-৪) তবে তাহার অব্যবহিত পূর্বে তিনি বলিয়াছেন যে তিনিই লোকক্ষয়কর কাল। (১১।৩২) সুতরাং কালের বা রুদ্রের সহিত ঐকাত্ম্যভাবারূঢ় হইয়া কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ময়ৈবৈতে নিহতাঃ পূর্বমেব" ইত্যাদি।

৫) মহাভা, ১২।৩৪২।১৩৯-১৪২ ৬) মহাভা, ৩।২০।১২'২

৭) মহাভা, ৩।৮৪।২০'২—২১'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ অপেক্ষা আমার প্রিয়তম অপর কেহ নাই।"[১] 'অনুশাসনপর্বে' আছে যে মহাদেব সেই প্রকারে কৃষ্ণের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া তাঁহার সম্মুখে প্রকটিত হইয়া বলেন, "হে কৃষ্ণ, তুমি আমাকে দেখ এবং (তোমার মনোবাঞ্ছা) বল। তুমি শত শত বার,—সহস্র সহস্র বার আমার আরাধনা করিয়াছ। ত্রিভুবনে তোমার সমান আমার প্রিয় কিছুই নাই।[২] পরে আছে, মহাদেব কৃষ্ণ বাসুদেব সম্বন্ধে ব্যাসনারদাদি ঋষিগণকে বলেন, "যে আমাকে এবং পিতামহ ব্রাহ্মকে দর্শন করিতে আকাঙ্ক্ষা করে, তাহার উচিত প্রতাপবান্ ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করা। হে তপোনিধিগণ, তোমরা ইহা জান যে তাহার দর্শন হইলে আমার, পিতামহ (ব্রহ্মার) কিংবা দেবেশ (বিষ্ণুর) দর্শন হন। ইহাতে আমার বিচারণা নাই। মনুষ্যলোকে যে সেই কেশবকে সমাশ্রয় করিবে তাহার নিশ্চয় (ইহকালে) কীর্তি ও জয়, তথা (পরকালে) স্বর্গ (লাভ) হইবে।"[৩]

উপরে বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান মহাদেবের পত্নী ভগবতী দুর্গাও কৃষ্ণের উপর সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাকে অনেক বর প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহারও প্রতি কৃষ্ণের অগাধ ভক্তি ছিল। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারম্ভে তিনি অর্জুনকে শত্রুদিগের পরাজয়ার্থ শুচি হইয়া সংগ্রামের দিকে মুখ করত দুর্গাস্তোত্র পাঠ করিতে বলেন। তাহা মানিয়া অর্জুন রথ হইতে ভূমিতে নামিয়া কৃতাঞ্জলি হইয়া দুর্গাস্তোত্র পাঠ করেন। তাহাতে তুষ্ট হইয়া দুর্গা তাঁহার ও কৃষ্ণের সম্মুখে আকাশে প্রকট হইয়া অচিরে যুদ্ধে জয় লাভ করিবেন বলিয়া বলেন।[৪]

খাণ্ডববনদাহে ইন্দ্রাদি দেবগণের সহিত কৃষ্ণ ও অর্জুনের ভীষণ যুদ্ধ হয়। দেবগণ পরাজিত হন। অনন্তর কৃষ্ণার্জুনের "দেবতার দুষ্কর" কর্মে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ ইন্দ্র তাঁহাদিগকে বর প্রার্থনা করিতে বলেন। অর্জুন দিব্য অস্ত্রসমূহ প্রার্থনা করেন, আর কৃষ্ণ অর্জুনের সহিত তাঁহার শাশ্বতী প্রীতি প্রার্থনা করেন। ইন্দ্র তাঁহাদের উভয়কে অভিমত বর প্রদান করেন।[৫]

চিন্তামণিরাও বিনায়ক বৈদ্য মহাশয় মনে করেন যে শিব এবং দুর্গা বিষয়ক আখ্যান সমূহ বেদব্যাস-প্রণীত মূল ভারত-গ্রন্থে ছিলনা। কেননা মূল ভারত কৃষ্ণ বা বিষ্ণুর স্তুতি-মূলক ছিল। উহার পরিবর্ধক সৌতি ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনার্থ শিবের ও দুর্গার মাহাত্ম্য খ্যাপক আখ্যানসমূহ উহাতে জুড়িয়া দিয়াছেন।[৬] ঐ ভাবনা সত্য হইলে কৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে শিবের ও দুর্গার ভক্ত ছিলেন কিনা সন্দেহ হয়। পরন্তু ঐ ভাবনা সত্য কিনা সন্দেহ। উহার মূলে এই ধারণা নিহিত আছে যে কৃষ্ণ শিবকে, কিংবা বিষ্ণু ভিন্ন অপর কোন দেবতাকেও ভক্তি করিতেন বলিলে কৃষ্ণের মাহাত্ম্যের হানি হয়; সুতরাং তাঁহার মাহাত্ম্য খ্যাপনার্থ প্রণীত গ্রন্থে অপর কোন দেবতার প্রতি তাঁহার ভক্তির কথা, কিংবা অপর কোন দেবতার মাহাত্ম্যের কথা থাকিতে পারে না। উহা সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণ মনোবৃত্তি প্রসূতমাত্র। উহা নিছক কল্পনা বলিয়া বোধ হয়। কেননা, ঐ প্রকার অনুমান করিবার কোন হেতু দৃষ্ট হয় না। অবশ্য আমরা ইহা

---

১) মহাভা, ১০।৮।৬২-৩

২) মহাভা, ১৩।১৪।৪০৫—৬'১

৩) মহাভা, ১৩।১৪৭।৩৮-৪১

৪) মহাভা, ৬।২৩।১—

৫) মহাভা, ১।২৩৬।৭—১৩

৬) 'হিন্দী মহাভারতমীমাংসা', সি, ডি, বৈদ্য প্রণীত, এলাহাবাদ, ১৭-৯ পৃষ্ঠা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেছি না যে শিবের ও দুর্গার প্রতি কৃষ্ণের ভক্তি কিংবা উহাদের মাহাত্ম্য বিষয়ক যাহা বর্তমান মহাভারতে পাওয়া যায়, তৎসমস্তই যেমনটি তেমন ভাবে ব্যাস-প্রণীত মূল ভারতে ছিল। কেননা, তেমন বলিবার কোন হেতু আমরা দেখি না। পরন্তু উহাদের কোন বীজ যে তাহাতে ছিল না, তাহা অনুমান করিতে বৈদ্য মহাশয় কি হেতু পাইয়াছেন? ইহাই আমাদের প্রশ্ন। কৃষ্ণের সময়ে শিবভক্তের ও বিষ্ণুভক্তের সাম্প্রদায়িক ভেদভাব, তথা পারস্পরিক বিদ্বেষ, প্রচলিত হইয়াছিল কি? যদি হইয়া থাকে, তবে কৃষ্ণকেও সেই ভাবাপন্ন ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কি হেতু আছে? বরং তদ্বিপরীত অনুমানের হেতু আছে। কেননা, সুভদ্রাহরণকারী অর্জুনের বলের প্রশংসা করিতে কৃষ্ণ যাদবদিগের সভায় বলেন, "ভগনেত্রহর বিরূপাক্ষ হর ব্যতীত অপর কাহাকেও আমি দেখি না, যে পার্থকে বলে জিতিতে পারে।"[১] ইহাতে শিবের প্রতি কৃষ্ণের শ্রদ্ধার যথেষ্ট পরিচয় আছে। সুভদ্রাহরণের বিবরণ মূলভারতে অবশ্যই থাকিবার কথা। আরও দেখ, যদি ঐ সময়ে সাম্প্রদায়িক ভেদভাব এবং বিদ্বেষ প্রচলিত হইয়াও থাকে, বিভিন্ন দেবতার উপাসক সম্প্রদায়ের মধ্যে ঐক্য স্থাপনার্থ যাহা পরবর্তী কালে সৌতি করিয়াছেন বলিয়া বৈদ্য মহাশয় মনে করিয়াছেন, তাহা মূলে ব্যাসও করেন নাই বলিয়া অনুমান করিবার কি হেতু আছে? তবে কি ব্যাসও সাম্প্রদায়িক ভেদভাবাপন্ন ছিলেন? বর্তমান 'মহাভারত' দৃষ্টে তাহা ত মনে হয় না। বনগমনের অল্পকাল পরে যখন ভীমাদি ভাইগণ, তথা স্ত্রী দ্রৌপদী ভবিষ্যতের কথা তুলিয়া যুধিষ্ঠিরকে নানা প্রকারে উত্যক্ত এবং দুঃখিত করিয়া তুলিতেছিলেন, তখন ব্যাস সেখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তিনি যুধিষ্ঠিরকে "প্রতিস্মৃতি বিদ্যা" নামে এক বিদ্যা প্রদান করেন এবং বলেন যে তদনুসারে সাধনা করিলে অর্জুন রুদ্র, ইন্দ্র, বরুণ, কুবের ও যম হইতে দিব্য অস্ত্রসমূহ লাভ করিতে পারিবেন, যাহার বলে সমস্ত শত্রুকে তিনি পরাভূত করিতে পারিবেন।[২] তাহাতে পাণ্ডবদিগের ভবিষ্যৎ ভয় এবং পরস্পরের মধ্যে উপস্থিত মনোমালিন্য বিদূরিত হয়। ঐ বিদ্যা সাধন করিয়া অর্জুন বস্তুতই দিব্যাস্ত্রসমূহ লাভ করেন। উহা পাণ্ডবদিগের জীবনবৃত্তের এক অতি মুখ্য ঘটনা। সুতরাং মূল ভারতেও তাহার উল্লেখ ছিল বলা যায়। তাহাতে জানা যায় যে অপর দেবতার উপাসনার প্রতি ব্যাসের কোন বিদ্বেষ ছিল না। কথিত হইয়াছে যে তিনি স্বয়ং সর্বোত্তম পুত্রলাভার্থ শিবের উদ্দেশ্যে অতি কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাহার তপস্যা ও ভক্তি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া মহেশ্বর তাঁহাকে অভিলষিত বর প্রদান করেন।[৩] তাহাতে ব্যাসের পুত্র শুকদেবের জন্ম হয়। পরে যখন শুক যোগবলে দেহত্যাগ করেন, তখন ব্যাস শোকে অভিভূত ও সন্তপ্ত হন। ঐ সময়ে ভগবান শঙ্কর স্বয়ং ব্যাসের সম্মুখে প্রকট হইয়া তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান করে।[৪] তাহাতে ভগবান শিবের প্রতি ব্যাসের পরা ভক্তির, তথা ব্যাসের উপর শিবের প্রসাদের প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়।[৫] সুতরাং ব্যাসের পুস্তকে শিবের মাহাত্ম্যের কথা থাকা অসম্ভব নহে। কুরুক্ষেত্রসমরের অপর দুই অপরিহার্য ঘটনার সঙ্গে শিবোপাসনার সম্পর্ক আছে—শিখণ্ডীর হাতে ভীষ্মের এবং জয়দ্রথের হাতে ভীমাদির

১) মহাভা, ১৷২২৩৷৮
২) মহাভা, ৩৷৩৬৷৩০-৪
৩) মহাভা, ১২৷৩২৩ অধ্যায়।
৪) মহাভা, ১২৷৩৩৩৷৩২-৯
৫) অন্যত্র আছে বেদব্যাস শঙ্করের আরাধনা দ্বারা অতুল যশ প্রাপ্ত হন।—(মহাভা, ১৩৷১৪৷৯০'২—৯১ ১. আরও দেখ—১৩৷১৮৷১—৩, ৪০—৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরাজয়, ধৃষ্টদ্যুম্নের হাতে দ্রোণের মৃত্যু। কাশীরাজের কন্যা অম্বা ভীষ্মকে বধার্থ কঠোর তপস্যা করিয়া শিখণ্ডিরূপে জন্ম গ্রহণ করেন।[১] জয়দ্রথও শিবের নিকট বর লাভ করেন।[২] সুতরাং মূল ভারতে শিবের মাহাত্ম্যের কথা ছিলই। কথিত হইয়াছে যে 'মহাভারতে' যেমন কেশব, তেমন দেবগণ, ব্রহ্মর্ষিগণ এবং পুণ্যাত্মা রাজর্ষিগণও কীর্তিত হইয়াছেন।[৩] "ভগবাংশ্চাপি দেবেশো যত্র দেবী চ কীর্ত্যতে" (ভগবান দেবেশ (শিব) এবং দেবী (দুর্গা)ও কীর্তিত হইয়াছেন। উহাতে ভগবান স্কন্দের কথা, তথা ব্রাহ্মণের এবং গোর মাহাত্ম্য, কীর্তিত হইয়াছে।[৪] বস্তুত উহা কোন সম্প্রদায়বিশেষের গ্রন্থ নহে। উহা "সর্বশ্রুতিসমূহ" অর্থাৎ পরম্পরায় শ্রুত সমস্ত মতের ও কথার সার সংগ্রহ।[৫] যেই ঘটনা-পরম্পরাকে প্রধানতঃ অবলম্বন করিয়া উহা গ্রথিত হইয়াছে উহার মূল কেন্দ্র কৃষ্ণ। সুতরাং তাঁহার মাহাত্ম্য উহাতে অধিক গীত হইয়াছে।[৬] তাহা আশ্চর্য নহে। পরন্তু তাঁহার জীবনের সমস্ত ঘটনাও উহাতে নিবদ্ধ হয় নাই। সুতরাং উহাকে কেবল তাঁহারই স্তুতি গ্রন্থ বলা যায় না।

মহামহোপাধ্যায় হাথাভাই শাস্ত্রী মহাশয় মনে করেন যে কৃষ্ণের শিবভক্তির প্রমাণ 'গীতা'তেও আছে।[৭] 'গীতা'য় বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ অর্জুনকে সর্বভূতের হৃদয়ে অবস্থিত "ঈশ্বরে"র সর্বভাবে শরণ গ্রহণ করিতে বলেন; কেননা, উহাঁর প্রসাদে তিনি পরা শান্তি এবং শাশ্বত স্থান প্রাপ্ত হইতে সক্ষম হইবেন।[৮] হাথীভাই শাস্ত্রী মনে করেন যে ঐখানে 'ঈশ্বর' শব্দ 'মহাদেব'কে বুঝায়। কেননা, প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান 'অমরকোশে' আছে যে 'ঈশ্বর' ভগবান্ শঙ্করেরই পর্যায়-নাম;[৯] বেদে এবং 'মহাভারতে'ও ঐ প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।[১০] কৃষ্ণের শিবভক্তি বিষয়ক অপর কতিপয় প্রমাণও তিনি পুরাণ এবং উপপুরাণ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন।৫ শাস্ত্রীর বহু পূর্বে আচার্য শ্রীপতি পণ্ডিত (১৪০০ খ্রীষ্টাব্দোপকাল) বলিয়াছেন 'কৃষ্ণগীতা'র "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং" ইত্যাদি বচনের 'ঈশ্বর' শব্দ শিবকেই বুঝায়।[১১]

কৃষ্ণ যে পুত্রলাভার্থ হিমালয় পর্বতে গিয়া ভগবান শিবের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করিয়াছিলেন এবং তাঁহা হইতে পুত্রলাভ ব্যতীত আরও অনেক বর লাভ করিয়াছিলেন, তাহা 'হরিবংশে'ও বিবৃত হইয়াছে।[১২] উহাতে কৃষ্ণের শিবভক্তির অপর প্রমাণও আছে। যথা, কথিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ স্বর্গ হইতে পারিজাত হরণ করত তদ্দ্বারা পারিযাত্র পর্বতে ভগবান্ মহাদেবকে পূজা করেন এবং ভক্তিনত চিত্তে সেই "ঈশেশ ও সর্বকর্তা ঈশ্বরকে স্তুতি করেন।[১৩] তাঁহার সেই স্তুতি দ্বারা প্রসন্ন হইয়া শিব তাঁহার সম্মুখে প্রকট হন এবং বলেন, তোমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হউক।

---

১) মহাভা, ৫।১৮৭ অধ্যায়।
২) মহাভা, ৩।২৭২।২৫— ; ৭।৪২।১২—২০
৩) মহাভা, ১।৬২।৩২—৫'১
৪) মহাভা, ১।৬২।৩৫'২
৫) দেখ—মহাভা, ১।১'১০০ ১ ; ৮।৯৬।৬৪'১, প্রভৃতি
৬) "শ্রীকৃষ্ণকী শিবভক্তি", মহামহোপাধ্যায় হাথীভাই শাস্ত্রি-লিখিত, 'কল্যাণ', শিবাঙ্ক, ১৮৫—১৯১ পৃষ্ঠা।
৭) 'গীতা', ১৮।৬১—২ ; পূর্বে দেখ।
৮) "ঈশ্বরঃ শর্ব ঈশানঃ শঙ্করশ্চন্দ্রশেখরঃ"—('অমরকোশ')
৯) 'মহাভারতে'র কোথাও কোথাও কৃষ্ণকেও "সর্বভূতের ঈশ্বর" বলা হইয়াছে। যথা দেখ—৫।৮৩।৩৫
১০) আরও দেখ—দেবীভাগপু, ৪।২৫।২৯—
১১) 'শ্রীকরভাষ্য', ২।৩।৪২ (২৭৪ পৃষ্ঠা) ; ২।৪।১২ (২৮৮ পৃষ্ঠা) ; ৩।৪।১ (৪০৫ পৃষ্ঠা) ; ইত্যাদি।
১২) 'হরিবংশ', ৩।৭৩।৩৫— ; ৮৪।১৫—
১৩) ঐ, ২।৭৪।১৭—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমি অভিলষিত বস্তুসমূহ লাভ কর। তুমি মৈনাকপর্বতে আমার জন্য তপস্যা করিয়াছিলে এবং আমি তোমাকে বর দিয়াছিলাম। তাহা স্মরণ করিয়া স্থৈর্য লাভ কর।'[১] "আমি যে তোমাকে বলিয়াছিলাম, তুমি অবধ্য এবং অজেয়, তথা আমা হইতে শূরতর[২] হইবে—তাহা সেই প্রকারই হইবে তাহার অন্যথা হইবে না।"[৩] মহাদেব আরও বলেন যে কৃষ্ণ দানবদিগের ভূগর্ভে ব্যাপ্ত ষট্পুরনগর জয় করিবেন।[৪] কৃষ্ণ কর্তৃক স্থাপিত ঐ "দেবেশ্বর" 'বিল্বোদকেশ্বর' নামে প্রখ্যাত হয়।[৫] কথিত হইয়াছে যে পরে কৃষ্ণ, মহাদেবের ঐ বচন স্মরণ করত, বিল্বকেশ্বরদেবকে নমস্কার পূর্বক ষটপুরনগরের বিরুদ্ধে সসৈন্যে যুদ্ধ যাত্রা করেন।[৬] ঐ সময়ে বিল্বকেশ্বর মহাদেব যদুবংশের সাহায্য করেন।[৭] 'হরিবংশে' শিবের মাহাত্ম্য আরও অনেক আছে।[৮] 'হরিবংশ' বিশেষভাবে কৃষ্ণের, তথা যেই বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই বংশের মাহাত্ম্য খ্যাপনার্থই লিখিত। তাহাতে কোন সংশয় নাই। পরমর্ষি ব্যাসের মূল ভারতও যদি কেবল সেই উদ্দেশ্যেই বিরচিত হইয়াছিল,—যেমন বৈষ্ণ মহাশয় মনে করেন, তবে উহাতে কৃষ্ণের শিবোপসনার, তথা শিবের মাহাত্মের, কথা থাকিতে পারিবে না কেন?

'হরিবংশে' উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণের তপস্যায় পরিতুষ্ট হইয়া শিব তাঁহাকে বলেন, "হে সর্বগ দেব জনার্দন, হে জগৎপতি, তুমি আমিই আমি তুমিই; আমাদের উভয়ের মধ্যে অন্তর নাই। হে গোবিন্দ, তোমার যে মহান্ নামসমূহ সংসারে (প্রসিদ্ধ আছে), সেইগুলি আমারই নামসমূহ। তাহাতে বিচারণ কর্তব্য নহে। হে জগন্নাথ, হে গোপতি, হে দেবেশ, যে তোমার উপাসক, সে আমারই উপাসক। যে তোমাকে দ্বেষ করে, সে আমাকেই দ্বেষ করে। তাহাতে সংশয় নাই।"[৯] নারায়ণীয়াখ্যানে আছে যে কৃষ্ণ শিব সম্বন্ধে সেই প্রকার কথা বলেন।[১০] শিবের ও বিষ্ণুর বা কৃষ্ণের অভেদের উল্লেখ 'হরিবংশে'র আরও কতিপয় স্থলে আছে।[১১] এক স্থলে আছে, "যেমন জলে নিক্ষিপ্ত হইলে জল জলই হয়, তেমন বিষ্ণু রুদ্রে প্রবিষ্ট হইয়া রুদ্রময় হয়। যেমন অগ্নিতে প্রবিষ্ট অগ্নি অগ্নিই হয়, তেমন বিষ্ণুতে প্রবিষ্ট রুদ্র বিষ্ণুময় হয়। রুদ্রকে অগ্নিময় বলিয়া জানিও এবং বিষ্ণু সোমাত্মক বলিয়া স্মৃত। চরাচর জগৎ অগ্নীষোমাত্মকই।" ইত্যাদি।[১২] নারায়ণীয়াখ্যানেও আছে, চরাচর সমস্ত জগৎ অগ্নীষোমময়।[১৩]

অহিংসাবাদ

'গীতা'তে কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে মানুষের ২০টী "জ্ঞানে"র (বা ব্রহ্মজ্ঞানলাভের সাধনের) একটি অহিংসা;[১৪] মোক্ষ-প্রাপক ২৬টি দৈবী সম্পদের একটি অহিংসা;[১৫] এবং ৮ প্রকার শারীরিক তপের একটি অহিংসা।[১৬] সুতরাং উহাতে তিনি অহিংসাকে কোন বিশেষ প্রাধান্য দেন

১) ঐ, ২।৭৪।৩৬—৭
২) টীকাকার বলেন যে বাণাসুরের সঙ্গে যুদ্ধে ইহা ব্যক্ত হয়।
৩) 'হরিবংশ', ২।৭৪।৩৮
৪) ঐ, ২।৭৪।৪৩—৫
৫) ঐ, ২।৭৪।৪০
৬) ঐ, ২।৮৩।৫৩ ও ৮৪।২'২—
৭) দেখ—ঐ, ২।৮৪।৫৮; ৮৫।২৮—
৮) যথা দেখ—ঐ, ২।৮৩।৩২—
৯) ঐ, ৩।৮৮।৬০—২
১০) মহাভা, ১২।৩৪১।২২—
১১) যথা দেখ—'হরিবংশ', ২।৭১।১০—; ২।১২২।১৭, ২৯—; ১২৩।৪০—; ৩।৭৩।৫; ইত্যাদি।
১২) 'হরিবংশ', ২।১২৩।৩৩—
১৩) মহাভা, ১২।৩৪১।৫৮
১৪) গীতা, ১৩।৭—১১
১৫) ঐ, ১৬।১-৩
১৬) ঐ, ১৭।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাই। পরন্তু 'মহাভারতে'র অন্যত্র দেখা যায়, তিনি অহিংসাকে মানুষের শ্রেষ্ঠ ভাব[১] মনে করিতেন। কুরুক্ষেত্র-মহাযুদ্ধ-কালে তিনি অর্জুনকে বলেন,

"প্রাণিনামবধস্তাত সর্বজ্যায়ান্মতো মম।
অনৃতাং বা বদেদ্বাচং ন তু হিংস্যাৎ কথঞ্চন ॥[২]

'হে তাত, প্রাণীদিগকে বধ না করা সর্বশ্রেষ্ঠ। (মনুষ্য প্রয়োজন) হয় ত মিথ্যা কথা বলিবে পরন্তু কোন প্রকারে হিংসা করিবে না। ইহাই আমার মত।' পরে তিনি আরও বলেন,

"প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥
যৎ স্যাদহিংসাসংযুক্তং স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ।
অহিংসার্থায় হিংস্রানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্ ॥[৩]

'প্রাণীদিগের প্রভবার্থই (ঋষিগণ কর্তৃক শাস্ত্রে) ধর্ম-প্রবচন কৃত হইয়াছে। যাহা অহিংসা-সংযুক্ত তাহাই ধর্ম—ইহাই (আমার) নিশ্চয়। হিংস্রকদিগের অহিংসার্থ (অর্থাৎ স্বভাবতঃ হিংসা-প্রবণ মনুষ্যদিগের হিংসা-বৃত্তিকে রুদ্ধ করিয়া অহিংসা ভাব স্থাপনার্থ) ধর্ম-প্রবচন কৃত হইয়াছে।' 'অনুগীতা'তে তিনি অহিংসার অতি উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন,

"অহিংসা পরমো ধর্মো হিংসা চাধর্মলক্ষণা।"[৪]

'অহিংসা পরম ধর্ম, আর হিংসা অধর্মের লক্ষণ।' "অহিংসা সর্বপ্রাণীর শ্রেষ্ঠতম কৃত্য বলিয়া অভিমত। উহা ধর্মের বরিষ্ঠ লক্ষণ এবং অনুদ্বিগ্ন পদ (অর্থাৎ অহিংসা নিষ্ঠ ব্যক্তিকে কখনও কাহারও নিকট হইতে উদ্বিগ্ন হইতে হয় না)।"[৫] পক্ষান্তরে, কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "যাহারা হিংসা-পরায়ণ, যাহারা নাস্তিক্যবুদ্ধিযুক্ত এবং যাহারা লোভ ও মোহ সমাযুক্ত, তাহারা নিশ্চয় নরকগামী হয়।"[৬] কৃষ্ণের পরমভক্ত মহাবীর ভীষ্মও, তাঁহার ন্যায়, বার বার বলিয়াছেন যে "অহিংসা পরম ধর্ম।"[৭] তিনি আরও বলিয়াছেন, "অহিংসা পরম ধর্ম; তথা অহিংসা পরম তপ। অহিংসা (সেই) পরম সত্য, যাহা হইতে ধর্ম প্রবর্তিত হয়।"[৮] "অহিংসা পরমধর্ম। অহিংসা পরম দম। অহিংসা পরম দান। অহিংসা পরম তপ। অহিংসা পরম যজ্ঞ। অহিংসা পরম ফল। অহিংসা পরম মিত্র। অহিংসা পরম সুখ। সর্ব যজ্ঞে যে দান (করা হয়), এবং সর্বতীর্থে যে স্নান ও দান (করা হয়), সর্ব দানের (ও স্নানের) ফল অহিংসার (ফলের) তুল্য হয় না। অহিংস্রের (অর্থাৎ অহিংসা-পরায়ণ ব্যক্তির) তপস্যা অক্ষয় হয়। অহিংস্র সদাই

---

১) 'গীতা'র মতে ভগবান হইতে জাত মানুষের ২০ বিভিন্ন "ভাবসমূহের" একটি অহিংসা। (১০।৪-৫)
২) মহাভা, ৮।৬৯।২৩
৩) মহাভা, ৮।৬৯।৫৬'২—৫৭ কৃষ্ণের পরম ভক্ত ভীষ্মও প্রায় তাহা বলিয়াছেন,

"প্রভবার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাৎ প্রভবসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥"—(মহাভা, ১২।১০৯।১০)
"অহিংসার্থায় ভূতানাং ধর্মপ্রবচনং কৃতম্।
যঃ স্যাদহিংসাসংযুক্তঃ স ধর্ম ইতি নিশ্চয়ঃ ॥"—(মহাভা, ১২।১০৯।১২)

৪) মহাভা, ১৪।৪৩।২১'১ ৫) মহাভা, ১৪।৫০।২'২-৩
৬) মহাভা, ১৪।৫০।৪ 'গীতা'র মতে, হিংসাময় কর্ম তামস কিংবা রাজস। (১৮।২৫, ২৭)
৭) মহাভা, ১৩।১১৫।১'১ ৮) মহাভা, ১৩।১১৫।২৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(ভগবানের) উপাসনা করে।"[১] অহিংসা সর্বপ্রাণীর মাতার ও পিতার তুল্য। হে কুরুপুঙ্গব, অহিংসার এই সমস্ত ফল (তোমায় উল্লিখিত হইল)। উহার আরও অধিক গুণসমূহ আছে। পরন্তু সেই গুলি শত শত বৎসরেও বর্ণনা করিতে কেহ সমর্থ নহে।"[২]

কৃষ্ণ স্বয়ং বহু যুদ্ধ করিয়াছেন এবং অপরকে দিয়াও করিয়াছেন। তিনিই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ করিতে পাণ্ডবদিগকে প্রোৎসাহিত করেন।[৩] তৎপ্রোক্ত সমগ্র 'গীতা'র একমাত্র তাৎপর্য যুদ্ধে পরাঙ্‌মুখ অর্জুনকে যুদ্ধে প্রবৃত্ত করান। উহাতে তিনি বার বার বলিয়াছেন "যুদ্ধ কর।"[৪] তিনিই অর্জুনের সহিত মিলিয়া সমস্ত খাণ্ডববন ভস্মীভূত করেন। তিনি স্বয়ং যজ্ঞ করেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে রাজসূয় যজ্ঞ ও অশ্বমেধযজ্ঞ, তথা অপর নানাবিধ যজ্ঞ, করিতে পরামর্শ দেন। ঐ সকল যুদ্ধযজ্ঞাদিতে অসংখ্য প্রাণী হত ও আহত অবশ্যই হইয়াছিল। 'মহাভারতে'র বর্ণনা হইতে জানা যায়, যুধিষ্ঠিরের অশ্বমেধযজ্ঞ মহাভাগবত রাজা উপরিচর বসুর অশ্বমেধযজ্ঞের মত পশুবধবিহীন ছিল না। উহাতে শাস্ত্রবিধি অনুসারে নানা দেবতার উদ্দেশ্যে বহু পশু, পক্ষী, ঋষভ, ও জলচর উৎসর্গিত হইয়াছিল। ঋত্বিক্‌গণ সেই সকলকে অগ্নিচয়ন কর্মে "অভিযুক্ত করেন।" ৩০০ পশু যূপে নিবদ্ধ ছিল। দ্বিজগণ যথাবিধি সেই সকল পশুর মাংস সিদ্ধ করত ("শ্রপয়িত্বা"), অশ্বকে যথাশাস্ত্র বধ করেন ("আলভন্ত")।[৫] সমাগত জনগণের ভোজনার্থ ও অসংখ্য পশু বধ করা হইয়াছিল ("পশূনাং বধ্যতাং চৈব নান্তং দদৃশিরে জনাঃ")।[৬] রাজসূয়যজ্ঞের প্রাক্‌কালে কৃষ্ণ কৌশলে ভীমকে দিয়া জরাসন্ধকে মারান এবং যজ্ঞস্থলে স্বয়ং শিশুপালকে মারেন। উহার আনুসঙ্গিক দিগ্‌বিজয়েও অসংখ্য মনুষ্য এবং হস্ত্যশ্বাদি পশু অবশ্যই হতাহত হইয়াছিল। পুরাণে বিবৃত আছে যে কৃষ্ণ "গিরিযজ্ঞ" প্রবর্তিত করেন। 'হরিবংশে'র ও 'বিষ্ণুপুরাণে'র মতে তিনি তাহাতে পশুবধ করিতে বলেন। "সমস্ত গোপমণ্ডলী সম্মিলিত হইয়া যজ্ঞ প্রবর্তিত করুন। মহিষাদি ভোজ্য পশুসমূহ হনন করুন।"[৭] "অতএব আপনারা বিবিধ পূজোপহরণ দ্বারা, তথা মেধ্য পশুদিগকে বধ করত ('মেধ্যান্ পশূন্ হত্বা') বিধি অনুসারে গোবর্ধন পর্বতকে অর্চনা ও পূজা করুন।"[৮] তাঁহার ঐ উপদেশ অনুসারে ব্রজবাসিগণ দধি, পায়স, মাংস, প্রভৃতির দ্বারা গোবর্ধন শৈলকে বলি প্রদান করত "গিরিযজ্ঞ" করেন।[৯] '(বিষ্ণু)

---

১) অর্থাৎ অহিংসা-নিষ্ঠা হওয়াই ভগবানের উপাসনা। দেখ—"সমত্বমারাধনমচ্যুতস্য"

২) মহাভা, ১৩।১১৬।৩৮—৪২ আরও দেখ—

"অহিংসা পরমো ধর্মঃ সর্বপ্রাণভৃতাং বর॥"—(মহাভা, ১।১১।১৩'২)

৩) মহাভা, ৫।১৫১।৪— ; ১৫৪।১৫, ২৫—৬

৪) গীতা, ২।১৮, ৩৮, ৫০ ইত্যাদি।

৫) মহাভা, ১৪।৮৯।১—

"প্রভবার্থং হি ভূতানাং ধর্মঃ সৃষ্টঃ স্বয়ম্ভুবা।

তস্মাৎ প্রবর্তয়েদ্ধর্মং প্রজানুগ্রহকারণাৎ॥"—(মহাভা, ১২।৯০।১৮) [উভথ্য]

৬) মহাভা, ১৪।৮৯।৪১

৭) 'হরিবংশ', ২।১৭।১৫ ; আরও দেখ—

"তত্র হত্বা পশূন্ মেধ্যান্"—(ঐ, ২।১৬।১১ ১) ;

"ভোজনানি চ মাংসস্য সুসতামোদনস্য চ।"—(ঐ, ২।১৭।১৪'১)

৮) বিষ্ণুপু, ৫।১০।৩৮

৯) 'হরিবংশ' ২।১৭।১৮ ; বিষ্ণুপু, ৫।১০।৪৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভাগবতপুরাণে'র গিরিযজ্ঞের বর্ণনায় পশুবধের উল্লেখ নাই।[১] ঐ সকল যুদ্ধ এবং যজ্ঞ কর্মসমূহে প্রাণিবধে কৃষ্ণের দায়িত্ব অবশ্যই ছিল। কেননা, দেখা যায় যে তিনিই উহাদের কোন কোনটার কর্তা, আর কোন কোনটার অনুমোদয়িতা এবং প্রেরয়িতা। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ "অধর্মিষ্ঠ রাজাদিগকে (স্বয়ং) হনন করিয়া, তথা অর্জুনাদির দ্বারা হনন করাইয়া, যুধিষ্ঠিরাদির দ্বারা অনায়াসে ধর্ম স্থাপন করেন।"[২] তাঁহার ঐ সকল প্রাণিবধ কর্মের সঙ্গে তাঁহার অহিংসাবাদের সমন্বয় কি প্রকারে হয়' তাহা বিচার্য।

কৃষ্ণ স্বধর্ম বা স্বকর্ম পরিপালনের সুদৃঢ় সমর্থক। 'গীতা'য় তিনি স্বধর্মপরিপালনের উপর সমধিক জোর দিয়াছেন এবং চারি বর্ণের গুণ ও কর্ম পৃথক পৃথক্ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন।[৩] অন্যত্রও সময় সময় পর তিনি সেই মতবাদ প্রচার করিয়াছেন।[৪] তাহাতে দেখা যায়, যুদ্ধ করা, তাঁহার মতে, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। অন্যত্রও তিনি অতীব স্পষ্ট বাক্যে তাহা বলিয়াছেন। যথা,

"শাশ্বতোঽয়ং স্থিতো ধর্মঃ ক্ষত্রিয়াণাং ধনঞ্জয়।
যোদ্ধব্যং রক্ষিতব্যং চ যষ্টব্যং চানসূয়ুভিঃ॥"[৫]

'হে ধনঞ্জয়, ইহা ক্ষত্রিয়গণের সনাতন ধর্ম বলিয়া স্থিত যে তাহারা অসূয়া বিরহিত হইয়া (শত্রুদিগের সহিত) যুদ্ধ করিবে, (প্রজাগণকে, দীনদুঃখী জনকে ও শরণাগতকে) রক্ষা করিবে, এবং যজ্ঞ করিবে।' "সেই প্রকারে ক্ষত্রিয় প্রমাদরহিত হইয়া ধর্ম অনুসারে প্রজাদিগকে রক্ষণ করত, (ব্রাহ্মণকে ও গরীবদুঃখী জনকে) দান করত, যজ্ঞসমূহ দ্বারা (দেবতাকে) যজন করত এবং বেদসমূহকে সমগ্রতঃ অধ্যয়ন করত, তথা (অপর) পুণ্যকর্মসমূহ করত, বিবাহ করিয়া গৃহে বাস করিবে। সেই ধর্মাত্মা (ক্ষত্রিয়) ধর্ম এবং পুণ্য লাভ করত যদিচ্ছায় ব্রহ্মলোকে গমন করে।"[৬] যুদ্ধ দ্বারাই ক্ষত্রিয়দিগের জীবিকা।[৭] তিনি আরও বলিয়াছেন, "ধর্ম্যাদ্ধি যুদ্ধাচ্ছ্রেয়োঽন্যৎ ক্ষত্রিয়স্য ন বিদ্যতে" ('ধর্মসংযুক্ত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর অপর কিছুই নিশ্চয় নাই)।[৮] সুতরাং ধর্ম্য যুদ্ধে শত্রুবধকে তিনি দোষ মনে করিতেন না, উহাকে তিনি হিংসা মনে করিতেন না। তাঁহার পরমভক্ত মহাবীর ভীষ্মও তাঁহার মতন বলিয়াছেন, "ধর্মসংযুক্ত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর অপর কিছুই নিশ্চয় নাই।" সেইহেতু, তিনি আরও বলিয়াছেন, অহঙ্কারবিরহিত হইয়া বল বীর্য ব্যপাশ্রয়ে যুদ্ধ করা ক্ষত্রিয়ের উচিত।[৯] ভীষ্ম ধর্মরক্ষার্থ আপন গুরু মহর্ষি পরশুরামের সহিত ভীষণ যুদ্ধ করেন। ঐ সময়ে তিনি বলেন, "যেই ব্রাহ্মণ দুষ্ট ক্ষত্রিয়ের ন্যায় ক্রুদ্ধ হইয়া শস্ত্র উঠাইয়া যুদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হন এবং (যুদ্ধ হইতে) পলায়ন করেন না, সেই ব্রাহ্মণকে যে যুদ্ধে বধ করে, তাহার ব্রহ্মহত্যা (দোষ) হয় না। হে তপোধন, আমি ক্ষত্রিয়,—ক্ষত্রিয়দিগের ধর্মে স্থিত আছি।

'যো যথা বর্ততে যস্মিংস্তস্মিন্নেব প্রবর্তয়ন্।
নাধর্মং সমবাপ্নোতি ন চাশ্রেয়শ্চ বিন্দতি॥'[১০]

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।২৪।২৫—৩৮
২) ঐ, ১০।৮৯।৬৬
৩) গীতা, ১৮।৪১— ; আরও দেখ—ঐ, ৪।১৩
৪) যথা দেখ—মহাভা, ৫।২৯।২২—
৫) মহাভা, ৬।১০৭।১০২
৬) মহাভা, ৫।২৯।২৪-২৫'১
৭) মহাভা, ৭।৭২।৬৭'২
৮) গীতা, ২।৩১'২
৯) মহাভা, ৬।১২২।৩৭
১০) মহাভা, ৫।১৭৮।৫৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে (ব্যক্তি) যাহাতে যেই প্রকারে বর্তমান (অর্থাৎ যাহা যাহার স্বভাবজ কর্ম) তাহাতে প্রবৃত্ত হইয়া সে অধর্ম সম্প্রাপ্ত হয় না এবং অশ্রেয়ও লাভ করে না।"[১] কৃষ্ণের অপর পরমভক্ত যুধিষ্ঠির তাঁহাকে বলেন, "এই পাপ (=যুদ্ধ) ক্ষত্রিয়ধর্ম। আমরা ক্ষত্রিয়কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। সুতরাং উহা আমাদের স্বধর্ম। অথবা, অধর্ম হইলেও, অন্য বৃত্তি (আমাদের পক্ষে) নিন্দনীয়। শূদ্র শুশ্রূষা করে। বৈশ্য পণ্যজীবী। আমরা বধ দ্বারা জীবনধারণ করি। আর ব্রাহ্মণগণ দ্বারা ভিক্ষাবৃত্তি বৃত হইয়াছে। হে দাশার্হ, যথাগত ধর্ম দেখ—ক্ষত্রিয় ক্ষত্রিয়কে বধ করে; মৎস্য মৎস্য দ্বারা জীবন ধারণ করে; এবং কুকুর কুকুরকে বধ করে। হে কৃষ্ণ, যুদ্ধে কলি নিত্য (বাস করে, কেননা) যুদ্ধে প্রাণসমূহ বিনষ্ট হয়। তথাপি নীতিকে আশ্রয় করত বল পূর্বক যুদ্ধ করিব।"[২] পরমর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "ক্ষত্রসমূহ তোমার বিদিত আছে। যুদ্ধ দ্বারাই তাহাদের জীবিকা। হে নৃপতি, তাহাতে প্রবৃত্ত হইলে তুমি আধিবন্ধ প্রাপ্ত হইবে না।"[৩] এইরূপে দেখা যায়, তদানীন্তন কালের মহদ্ব্যক্তিগণের মতে যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম; সেইহেতু ক্ষত্রিয়কে অবশ্যই যুদ্ধ করিতে হইবে; এবং যুদ্ধ করিলে তাহার পাপ হইবে না।

পক্ষান্তরে তাঁহারা ইহাও মনে করিতেন যে যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে মহাপুণ্য। যথা, কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "প্রাচীন ধর্মবিদ্গণ কর্তৃক ইহা বিহিত হইয়াছে যে যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয়দিগের সনাতন ধর্ম;"[৪] ক্ষত্রিয় যুদ্ধে প্রাণ ত্যাগ করিলে অতুল ও অব্যয় স্বর্গ লাভ করে এবং স্বর্গলাভার্থ রণযজ্ঞে দীক্ষিত হইলে সমস্ত লোককে জয় করে।[৫] ততোধিক তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বর্গলাভের অপর উপায়সমূহ হইতে শ্রেষ্ঠ এবং অব্যর্থ উপায়। "মহদ্ব্রহ্ম (অর্থাৎ বেদ) স্বর্গযোনি (অর্থাৎ স্বর্গলাভের কারণ)। মহদ্যশ স্বর্গযোনি। তপস্যা এবং যুদ্ধে মৃত্যুও স্বর্গযোনি। এবং উহা (যুদ্ধে মৃত্যু) অব্যভিচারবান্ (অর্থাৎ মহদ্ব্রহ্মাদি অপর উপায়সমূহ দ্বারা স্বর্গলাভ কখন কখন না হইতেও পারে, পরন্তু যুদ্ধে মৃত্যু দ্বারা অবশ্যই হইবে। সুতরাং উহার স্বর্গপ্রাপ্তিফল কখনও ব্যভিচরিত হয় না)।"[৬] পুত্রশোকে আতুর সুভদ্রাকে কৃষ্ণ বলেন, "সন্তগণ তপস্যা ব্রহ্মচর্য, শাস্ত্র ('শ্রুতেন') কিংবা প্রজ্ঞা দ্বারা যে গতি আকাঙ্ক্ষা করেন, তোমার পুত্র ('ক্ষাত্রবিধি' অনুসারে যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া) সেই গতি পাইয়াছে।"[৭] ভীষ্ম বলেন, অশ্বমেধ-যজ্ঞ সমাপনান্তে অবভৃথ স্নান দ্বারা, দুষ্কৃতের প্রণাশ হেতু মনুষ্যগণ যেমন পবিত্র হয়, যুদ্ধে নিহত হইলেও তেমনই পবিত্র হয়।[৮] পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে বিদুর বলেন, "মনুষ্যগণ বহু দক্ষিণাযুক্ত যজ্ঞসমূহ, তপস্যা

১) মহাভা. ৫।১৭৮।২৫-৬

২) মহাভা, ৫।৭২।৪৬—

৩) মহাভা, ১৪।২।১৬'২—১৭'১

৪) মহাভা, ৭।৭২।৭২

৫) মহাভা, ২।২২।১৬-৭ মহাত্মা ভীষ্ম ও সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে যুদ্ধে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের পক্ষে স্বর্গে গমনের, ইন্দ্রলোকে ও ব্রহ্মলোকে গমনের, উপায়; (মহাভা, ৬।১৭।৮) গৃহে থাকিয়া রোগে মৃত্যু ক্ষত্রিয়ের অধর্ম, আর যুদ্ধ করিতে করিতে শস্ত্রাঘাতে মৃত্যু সনাতন ধর্ম। (মহাভা, ৬।১৭।১১) মহাত্মা বিদুর বলেন, "হে পুরুষরাজ, যোগযুক্ত পরিব্রাজক এবং যুদ্ধে অভিমুখী থাকিয়া নিহত—এই দুইজন সূর্যমণ্ডল ভেদ করিয়া যায়।"—(মহাভা, ৫।৩৩।৬২)

৬) মহাভা, ৫।২২।১৮

৭) মহাভা, ৭।৭৭।১৬

৮) মহাভা, ১২।৭৮।৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কিংবা বিদ্যা দ্বারা তেমন (সহজে) স্বর্গে গমন করে না, যেমন শূরগণ রণে হত (হইয়া করে) ;"[১] "ইহসংসারে ক্ষত্রিয়ের যুদ্ধ হইতে শ্রেষ্ঠতর উত্তম স্বর্গ্য পন্থা অপর কিছুই নাই।"[২] যুদ্ধে প্রাণত্যাগ করত শূরগণ যে স্বর্গে গমন করে 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে' তাহার উল্লেখ আছে।[৩]

স্বধর্মের দোহাই দিয়াই কৃষ্ণ অধর্মপরায়ণ ধার্তরাষ্ট্রগণের সহিত ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবদিগের যুদ্ধ সমর্থন করেন।[৪] কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রারম্ভে পাণ্ডববীর অর্জুন কার্পণ্যদোষগ্রস্ত হইয়া ক্লীবতা প্রাপ্ত হইলে এবং সেইহেতু যুদ্ধে পরাঙ্মুখ হইলে, তাঁহার মোহ বিনাশার্থ কৃষ্ণ যেই সকল সদুপদেশ প্রদান করেন, উহাদের একটি স্বধর্মানুষ্ঠান। "স্বধর্মের প্রতি দৃষ্টি করিয়াও (এই সময়ের) বিকম্পিত হওয়া তোমার উচিত নহে। ধর্মসংযুক্ত যুদ্ধ অপেক্ষা ক্ষত্রিয়ের শ্রেয়স্কর অপর কিছুই নিশ্চয় নাই। (ঈদৃশ যুদ্ধ) স্বর্গের উন্মুক্ত দ্বার। (ততোধিক) ইহা যদৃচ্ছায় আসিয়া পড়িয়াছে। হে পার্থ, ভাগ্যবান্ ক্ষত্রিয়গণই ঈদৃশ যুদ্ধ করে।"[৫] তৎপূর্বে তিনি ঐ প্রকারে দৈন্যগ্রস্ত যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "যুদ্ধ না করিয়া (দুর্যোধন হইতে) যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাই তোমার মতে বহুমান্য হইবে। (পরন্তু) ক্ষত্রিয়ের নৈষ্ঠিক কর্ম ঐ প্রকার নহে। হে মহারাজ, সমস্ত আশ্রমবাসিগণ বলে যে ক্ষত্রিয় ভৈক্ষ্য আচরণ করিবে না। যুদ্ধে জয় কিংবা মৃত্যু বিধাতা বিধান করিয়াছেন। (সুতরাং ফলের কথা ভাবিয়া উদ্বিগ্ন হইও না, পরন্তু) যুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের সনাতন স্বধর্ম। কার্পণ্য প্রশংসিত হয় না। হে যুধিষ্ঠির, কার্পণ্যে আস্থিত হইয়া তুমি (আপন বর্ণোচিত) বৃত্তি রক্ষা করিতে সমর্থ হইবে না। (সেই হেতু) হে মহাবাহু, হে পরন্তপ, বিক্রম প্রকাশ কর। শত্রুগণকে জয় কর।"[৬] ভীমকে কৃষ্ণ সেই প্রকারে বলেন, "হে ভারত, তুমি যেই কুলে জন্ম গ্রহণ করিয়াছ এবং যেই সকল (অলৌকিক) কর্মসমূহ করিয়াছ, সেই সকল ভাবিয়া সমুত্থিত হও। বিষাদ করিও না। হে বীর, স্থির হও; হে অরিন্দম, এই গ্লানি তোমার অনুরূপ নহে। যাহা (স্বীয়) বল ও বীর্য দ্বারা প্রাপ্ত হয় না, ক্ষত্রিয় তাহা ভোগ করে না।"[৭] পক্ষান্তরে কৃষ্ণ ইহাও বলেন যে ঐ প্রকারে স্বধর্মপরিপালনার্থ যুদ্ধের অবশ্য-কর্তব্যতা সিদ্ধ হইলেও যদি তাঁহারা ঐ ধর্ম্য সংগ্রাম না করেন, তবে তাঁহাদের স্বধর্ম এবং কীর্তি উভয়ই বিনষ্ট হইবে, এবং তাঁহারা পাপভাগী হইবেন।[৮]

কেহ কেহ এমন তর্ক করিতে পারে যে যদি যুদ্ধ, প্রজাপালন, যজ্ঞ, ইত্যাদি ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম হয় যেমন কৃষ্ণাদি বলিতেছেন, কোন একটা রাজ্য হইলেই ত সেই সকল যথাযথ

---

১) মহাভা, ১১।২।১৬=১১।১০।১৮ (ঈষৎ পাঠান্তরে) ২) মহাভা, ১১।২।১৮।=১১'১০।২১

"যান্ যজ্ঞসংঘৈস্তপসা চ বিপ্রাঃ স্বর্গৈষিণঃ পাত্রচয়ৈশ্চ যান্তি।
ক্ষণেন তানপ্যতিযান্তি শূরাঃ প্রাণান্ সুযুদ্ধেষু পরিত্যজন্তঃ"—(১০।৩।১৫০-২)

'স্বর্গাভিলাষী বিপ্রগণ অনেক যজ্ঞ দ্বারা, তপস্যা দ্বারা কিংবা পাত্রসমূহ (বা দান) দ্বারা যে সকল (লোকে) গমন করেন, উত্তম (অর্থাৎ ধর্ম্য) যুদ্ধসমূহে প্রাণ পরিত্যাগ করত শূরগণ ক্ষণমধ্যে উহাদিগকেও অতিক্রম করিয়া যান'।

৩) তৈত্তিরী, ৬।৩।২

৪) দেখ—মহাভা, ৫।২৯।৪, ১৭— ৫) গীতা, ২।৩১-২

৬) মহাভা, ৫।৭৩।৩-৫ ৭) মহাভা, ৫।৭৫।২২—৩

৮) গীতা, ২।৩৩ যুধিষ্ঠিরও একথা বলেন, "নিবুধ্যমানো যদি হাস্যাং স্বধর্মম্" ('যদি এই যুদ্ধ না করি. তবে আমার স্বধর্ম পরিত্যক্ত হইবে।') (মহাভা, ৫।২৮।১০'১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালন করা যায়। যুধিষ্ঠিরাদি অপর কাহারও রাজ্য জয় করিয়া লইয়াও, কিংবা কাহারও নিকট রাজ্য চাহিয়া লইয়াও, ত সেই স্বধর্ম রক্ষা করিতে পারেন। সুতরাং কৃষ্ণ তাঁহাদিগকে সেই প্রকার পরামর্শ না দিয়া দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে,—তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লইতে বলিতেছেন কেন? উপরে যাহা বিবৃত হইয়াছে, তাহার পর এই প্রকার তর্ক করা বৃথা,—উহা কুতর্কই। পরের রাজ্য বলপূর্বক কাড়িয়া লওয়া, কৃষ্ণের মতে, চুরি; সেই হেতু গর্হিত। যে ঐ প্রকার করে, সে বধ্য। উহাই, তাঁহার মতে, "পুরাণ রাজধর্ম"[১], সনাতন ধর্ম। কাহারও নিকট হইতে কিছু যাচ্ঞা করিয়া লওয়া কিংবা অযাচিত ভাবে গ্রহণ করা, তাঁহার মতে, ক্ষত্রিয়ের নৈষ্ঠিক কর্ম নহে। এই মাত্র পূর্বে সেই সকল বলা হইয়াছে। সুতরাং "ধর্মেশ্বর" কৃষ্ণ সেই অন্যায় পরামর্শ দিতে পারেন না। আর যদি দিতেনও বা "ধর্মময়" যুধিষ্ঠির তাহা গ্রহণ করিতেন না। কৃষ্ণ তাহা খুব জানিতেন।[২] তাই তিনি বলেন যে কেহ কোন প্রকারে তাঁহাকে এবং যুধিষ্ঠিরকে ধর্ম হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না।[৩] "পরন্তু এই যুধিষ্ঠির কাম, ভয় কিংবা লোভ বশত আপন স্বধর্ম কখনও পরিত্যাগ করিবেন না। সুতরাং যাহা তাঁহার নিজের ভুজ বলে বিজিত হয় নাই, সেই ভূমি কুরুদিগের ঋষভ (যুধিষ্ঠির) কোন প্রকারে (পাইতে) ইচ্ছা করেন না। সেই প্রকারে ভীম ও অর্জুন—এই অতিরথদ্বয়, তথা নকুল ও সহদেব, এবং এই দ্রুপদনন্দিনী কৃষ্ণাও (স্বধর্মকে ছাড়িবে না।")[৪] "ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির অধর্মযুক্ত (উপায়ে) দেবতাদিগের আধিপত্য (লাভ করিতে) কামনা করেন না। আর ধর্মযুক্ত (উপায়ে) কোন এক গ্রামেরও স্বামিত্ব পাইতে ইচ্ছা করেন।"[৫] যুধিষ্ঠির নিজেও অতি স্পষ্ট বাক্যে বলিয়াছেন, "হে সঞ্জয়, এই পৃথিবীতে যাহা কিছু ধন আছে, (পৃথিবীর উপরে দেবলোকসমূহে) দেবতাদিগের যাহা কিছু (ধন আছে), এবং যাহা দেবতাদিগের (ঐশ্বর্য অপেক্ষাও) শ্রেষ্ঠ—(তৎসমস্তই, এমন কি) প্রাজাপত্য, স্বর্গ, কিংবা ব্রহ্মলোকও আমি অধর্মতঃ কামনা করি না।"[৬] অর্থলোভে ধর্মকে পরিত্যাগ করিতেন না বলিয়াই যুধিষ্ঠির 'ধর্মরাজ' বলিয়া প্রখ্যাত হন। কৃষ্ণ তাহা বলিয়াছেন।[৭] দুর্যোধনের নিকট রাজ্য পুনরায় প্রাপ্তির আশার জন্য, সম্ভব হয়ত শান্তিতে—সন্ধি দ্বারা, আর না হয় ত যুদ্ধ দ্বারা, যুধিষ্ঠিরকে কোন প্রকারে দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, দুর্যোধন ছলনা পূর্বক ("মিথ্যোপচারেণ") যুধিষ্ঠিরের পৈতৃক রাজ্য, তথা তাঁহাদের স্বোপার্জিত রাজ্য, অধিকার করিয়াছেন। যুধিষ্ঠির তাহা উদ্ধার করিতে ইচ্ছা করিতেছেন মাত্র।[৮] তাহা উদ্ধার করা যুধিষ্ঠিরাদির ধর্ম। কৃষ্ণ বলেন, পাণ্ডবগণ ধর্মের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া,—ধর্মকে ধ্যান করত, চুপ আছে। তাহারা সত্য, ধর্ম্য এবং ন্যায্য বচন বলিয়াছে। সুতরাং তাহাদের রাজ্য তাহাদিগকে প্রত্যর্পণ করা ব্যতীত আর কিছুই বলা যায় না।[৯] তিনি

১) মহাভা, ৫।২৯।৩২ ২

২) যুধিষ্ঠির বলেন, "একমাত্র কৃষ্ণই আমাকে যথাযথরূপে জানে এবং আমিও কৃষ্ণকে যথাযথরূপে জানি।" —(মহাভা, ৩।১২০।২৭·২)

৩) মহাভা, ৫।২৯।৪·১

৪) মহাভা, ৩।১২০।২৩ ২—২৪

৫) মহাভা, ৫।১।১৪·২—১৫·১

৬) মহাভা, ৫।২৮।৮

৭) মহাভা, ৩।১৮৩।১৮·২

৮) মহাভা, ৫।১।১৫ ২—

৯) মহাভা, ৫।৯৫।৫১—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও বলিয়াছেন, "পিত্র্যং পররাজ্যাদ্বিশিষ্টম্ ('পররাজ্য হইতে পৈতৃক রাজ্য বহুগুণে শ্রেষ্ঠ')।[১]

যুদ্ধ করার ন্যায় যজ্ঞ করাও, কৃষ্ণের মতে, ক্ষত্রিয়ের স্বধর্ম। এই মাত্র পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। সুতরাং স্বধর্মপরায়ণ ক্ষত্রিয়কে শাস্ত্রবিহিত যজ্ঞ অবশ্যই করিতে হইবে।[২] যজ্ঞে পশুবধকে কৃষ্ণ হিংসা মনে করিতেন না। 'অনুগীতা'য় এক অধ্বর্যু ও এক যতির সংবাদে তাহা পরিষ্কার ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। জনৈক অধ্বর্যুকে যজ্ঞে পশু বলি দিতে উদ্যত দেখিয়া তথায় উপস্থিত এক যতি এই বলিয়া তাঁহার নিন্দা করেন যে উহা হিংসা। অধ্বর্যু বলেন, যজ্ঞে পশুবলি দেওয়ার বিধান আছে, তিনি বেদেরই অনুসরণ করিতেছেন মাত্র; সুতরাং উহাতে তাঁহার কোন দোষ হইবে না ("আগমে বর্তমানস্য ন মে দোষোঽস্তি কশ্চন")।[৩] যতি সতত এবং সর্বথা অহিংসা পালনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন;[৪] এবং সর্বভূতের প্রতি নিত্য সর্বপ্রকারে অহিংসাতে তাঁহার শ্রদ্ধাও ছিল ("অহিংসা সর্বভূতানাং নিত্যমস্মাসু রোচতে")।[৫] উহার প্রশংসা করিয়া তিনি বলেন,

"অহিংসা সর্বধর্মাণামিতি বৃদ্ধানুশাসনম্।
যদহিংস্রং ভবেৎ কর্ম তৎ কার্যমিতি বিদ্মহে॥"[৬]

'বৃদ্ধদিগের উপদেশ এই যে অহিংসা সর্বধর্মের (মধ্যে শ্রেষ্ঠ)। তাই আমরা ইহা জানি যে, যে কর্ম হিংসাযুক্ত নহে, তাহাই কর্তব্য।' অধ্বর্যু উত্তর করেন যে সম্যক্ প্রকারে অহিংসা পালন করা মানুষের পক্ষে সম্ভব নহে। কেননা, প্রাণধারণের জন্য মানুষকে নানা প্রকার চেষ্টা করিতে হয় এবং হিংসা বিনা কোন চেষ্টা হয় না। সুতরাং যতিও সম্যক্ প্রকারে হিংসা রহিত নহে।[৭] তখন যতি বলেন, আত্মার দুই ভাব—অক্ষর-ভাব ও ক্ষর ভাব, অথবা সদ্ভাব ও স্বভাব। সদ্ভাব অক্ষর, আর স্বভাব ক্ষর। অক্ষর সদ্ভাব দেহেন্দ্রিয়াদি এবং লোকত্রয় সংযুক্ত হইয়া ক্ষর স্বভাব হয়। যে ঐ সকলের অভিমান হইতে বিমুক্ত, নির্দ্বন্দ্ব, নিরাশী, সর্বভূতে সম, নির্মম, জিতাত্মা, এবং সর্বপ্রকার আসক্তি হইতে পরিমুক্ত, তাহার কখনও কোথাও হইতে ভয় থাকে না।[৮] তাৎপর্য এই যে আত্মার স্বরূপে স্থিতি হেতু শারীরিক চেষ্টাদিতে অপরিহার্য যেই হিংসা যতির হইয়া থাকে তাহাতে তাঁহার কোন দোষ হয় না, তাই তাহার জন্য তিনি উদ্বিগ্নও হন না।[৯] তখন অধ্বর্যু উত্তর করেন

---

১) মহাভা, ৫।২৯।৩৫'১

২) মহাভা ১৪।২৮।৬—

৩) মহাভা, ১৪।২৮।১০'২

৪) মহাভা, ১৪।২৮।১৭

৫) মহাভা, ১৪।২৮।২৮

৬) মহাভা, ১৪।২৮।১৬

৭) ধর্মব্যাধের উক্তি দেখ—(মহাভা, ৩।২০৮।২৩—৩৪)

"অহিংসায়াং তু নিরতা যতয়ো দ্বিজসত্তম।
কুর্বন্ত্যেব হি হিংসাং তে যত্নাদল্পতরা ভবেৎ॥" (৩.২০৮।৩৪)

৮) মহাভা, ১৪।২৮।২২-৪

৯) অন্যত্র কৃষ্ণ বলিয়াছেন, আত্মার বিনাশ নাই। সুতরাং শরীর ছেদন করিলেও অহিংসা হয়।

"অবিনাশোঽস্য সত্ত্বস্য নিয়তো যদি ভারত।
ভিত্ত্বা শরীরং ভূতানামহিংসাং প্রতিপদ্যতে॥"—(মহাভা, ১৪।১৩।৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ভগবন্ ভগবদ্বুদ্ধ্যা প্রতিপন্নো ব্রবীম্যহন্।
ব্রতং মন্ত্রকৃতং কর্তুর্নাপরাধোঽস্তি মে দ্বিজ॥"[১]

হে ভগবন্, আমি ভগবদ্বুদ্ধি দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়া বলিতেছি, (সেই প্রকারে বেদ) মন্ত্রে বিহিত ব্রতচারী আমার অপরাধ নাই।' এই উপপত্তি শুনিয়া যতি চুপ হইয়া যান। তখন অধ্বর্যুও নির্মোহ হইয়া মহাযজ্ঞ প্রচার করেন। এই কাহিনীর সারমর্ম এই যে বেদ বিহিত হিংসায় দোষ হয় না,—উহা হিংসাই নহে। ঐ সিদ্ধান্ত কৃষ্ণেরই। পরে তাহা খুলিয়া বলা হইয়াছে।[২]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' হইতেও জানা যায় যে যজ্ঞে পশুবধকে কৃষ্ণ হিংসা মনে করিতেন না। তিনি উদ্ধবকে প্রথমে বলেন যে অহিংসা এবং সর্বভূতের প্রিয় হিত করিতে প্রচেষ্টা, তথা সত্য, অস্তেয় ও কাম-ক্রোধ-লোভ-রাহিত্য, সর্ব বর্ণের সামান্য ধর্ম।[৩] পরন্তু পরে ভিন্ন ভিন্ন আশ্রমের ধর্মসমূহের বর্ণনায় তিনি বলেন যে বানপ্রস্থী বন্য ফলমূলাদির দ্বারা প্রস্তুত চরুপুরোডাশাদির দ্বারা কালে কালে কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত যজ্ঞাদির দ্বারা ভগবানকে যজন করিবে; "ন তু শ্রৌতেন পশুনা মাং যজেত বনাশ্রমী" ('পরন্তু বানপ্রস্থাশ্রমী বেদবিহিত পশু দ্বারা (যজ্ঞ করিয়া) আমাকে যজন করিবে না')।[৪] তাহাতে বুঝা যায় যে, তৎপূর্বের আশ্রমস্থ ব্যক্তি, অর্থাৎ গৃহস্থ কৃষ্ণের মতে শ্রৌত যজ্ঞে বেদবিহিত বিধিতে পশুবধ করিতে পারে। কিঞ্চিৎ পরে কৃষ্ণ আবার সংক্ষেপে বলিয়াছেন যে "ভিক্ষুর ধর্ম শম ও অহিংসা; বনবাসীর (ধর্ম) তপ ও ঈক্ষা; গৃহীর (ধর্ম) ভূতরক্ষা ও ইজ্যা; এবং দ্বিজের (বা ব্রহ্মচারীর ধর্ম) আচার্যসেবন।"[৫] সুতরাং সম্যক্ অহিংসা সন্ন্যাসীরই মুখ্য ধর্ম, অপর আশ্রমীর নহে। যাহারা প্রাণিহিংসাপরায়ণ হইয়া পশুগণকে অবিধিতে বধ করত ("ভূতবিহিংসকঃ পশূনবিধিনালভ্য") ভূতপ্রেতাদিকে পূজা করে, তাহাদিগকে তিনি নিন্দা করিয়াছেন,—বলিয়াছেন যে তাহারা নরকে গমন করে এবং ঘোরতর তমে প্রবেশ করে।[৬] তাহাতেও বুঝা যায় যে বেদবিহিত বিধিতে যজ্ঞে পশু বধ করত দেবতাকে যজন করাকে কৃষ্ণ দোষ মনে করিতেন না। "যাহাদের চক্ষু নীহার দ্বারা আবৃত (অর্থাৎ চোখে ছানি পড়িয়াছে) তাহারা যেমন সমীপবর্তী বস্তুকে দেখে না, তেমন যাহারা প্রাণতৃপ্তিকারী মাত্র এবং (সেইহেতু) উক্থশস্ত্র (অর্থাৎ বৈদিক কর্মাশ্রয়ে পশুহত্যাকারী), তাহারা হৃদয়াভ্যন্তরে স্থিত আমাকে,—যাহা হইতে এই পরিদৃশ্যমান জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে—জানে না। যদি হিংসায় অনুরাগ থাকে তবে যজ্ঞে (পশুহিংসা করিবে), পরন্তু উহাতে চোদনা নিশ্চয় নাই—আমার এই পরোক্ষ মতকে না জানিয়া বিষয়াত্মক ও হিংসাপ্রিয় খল ব্যক্তিগণ আত্মসুখের ইচ্ছায় আলব্ধ পশুসমূহকে বলি প্রদান করত যজ্ঞসমূহ দ্বারা দেবতাগণকে, পিতৃগণকে এবং

---

১) মহাভা, ১৪।২৮।২৬ ২) মহাভা, ১৪।৩৪।১২
৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।১৭।২১ ৪) ঐ, ১১।১৮।৭ ৫) ঐ, ১১।১৮।৪৭
৬) ঐ, ১১।১০।২৭-৮

৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভূতপতিগণকে যজন করে।" ইত্যাদি।[১] কৃষ্ণের এই উক্তি হইতে আপাত দৃষ্টিতে মনে হইতে পারে যে তিনি যজ্ঞে পশুবধের বিরোধী ছিলেন। পরন্তু ঐ ধারণা সত্য হইবে না। প্রকৃত পক্ষে, যাহারা ভোগপ্রিয়, মাংসভক্ষণের লালসায় পশুবধ করিতে ইচ্ছা করিয়াই যজ্ঞ করে, তাহাদিগকেই তিনি ঐখানে নিন্দা করিয়াছেন। কেননা, তাঁহার মতে, হিংসা-কামনায় ("হিংসামাশাস্ত") স্বকর্মপরায়ণ হইয়া যজ্ঞ দ্বারা ভগবান্‌কে পূজা করা তামস;[২] "যখন মূঢ়, লয় ও জড় তম রজ ও সত্ত্বকে জয় করে, তখনই (মনুষ্য) শোক, মোহ, নিদ্রা এবং হিংসা-কামনা দ্বারা যুক্ত হয়;"[৩] ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধিতে কিংবা ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত হইয়া কৃত স্বকর্ম—সাত্ত্বিক; ফলাকাঙ্ক্ষায় কৃত স্বকর্ম রাজস; আর হিংসাপরায়ণ হইয়া স্বকর্মানুষ্ঠান-পরায়ণতা তামস।[৪]

কৃষ্ণ আরও মনে করেন যে আততায়ীকে, প্রাণিঘাতককে, ছলীকে কিংবা দস্যুকেও বধ করিলে পাপ হয় না, বরং পুণ্যই হয়। দেবগুরু বৃহস্পতির মতে

"জ্যায়াংসমপি চেদ্‌বৃদ্ধং গুণৈরপি সমন্বিতম্।
আততায়িনমায়ান্তং হন্যাদ্‌ঘাতকমাত্মনঃ॥"[৫]

'আততায়ী কিংবা প্রাণীদিগের (বা আপনার) ঘাতককে আসিতে দেখিলে বধ করিবে, যদিও বা সে শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ পূজ্য), (বয়সে) বৃদ্ধ, কিংবা (উত্তম) গুণসমূহ সমাযুক্ত হয়।' কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে ভীষ্মকে বধার্থ অর্জুনকে প্রোৎসাহিত করিতে কৃষ্ণ বৃহস্পতির ঐ সিদ্ধান্ত বলেন। সুতরাং উহা তাঁহারও সম্মত।[৬] অন্যত্র তিনি বলেন,

"নিকৃত্যোপচরন্ বধ্য এষ ধর্মঃ সনাতনঃ।"[৭]

অর্থাৎ যাহারা ছলনা দ্বারা জীবন ধারণ করে, তাহাদিগকে বধ করা উচিত। উহা সনাতন ধর্ম। সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে তিনি বলেন যে ছলনা-পরায়ণ দুর্যোধন, কর্ণ, শকুনি ও দুঃশাসনকে, তথা তাঁহাদের অনুযায়িগণকে, যুদ্ধে বধ করিবেন।[৮] উহাঁদের সম্বন্ধে তিনি পরে বলিয়াছেন, "যখন কোন নৃশংস (রাজা) বিধিপ্রকোপবশত বল প্রকাশ করিয়া পরের

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু., ১১।২১।২৯—এই বচনের প্রথমাংশ

"ন তে মামঙ্গ জানন্তি হৃদিস্থং য ইদং যতঃ।
উক্থশস্ত্রা হ্যসুতৃপো যথা নীহারচক্ষুষঃ।"—(১১।২১।২৯)

প্রায়শ ঋষি বিশ্বকর্মার নিম্নোক্ত মন্ত্র হইতে পরিগৃহীত বলিয়া মনে হয়,—

"ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্‌যুষ্মাকমন্তরং বভূব।
নীহারেণ প্রাবৃতা জল্প্যা চাসুতৃপ উক্থশাসশ্চরন্তি॥"—(ঋক্‌সং, ১০।৮২।৭)

দেখ—'প্রাচীন অদ্বৈত-কাহিনী', ১ম ভাগ,

২) ঐ, ১১।২৫।১১-২ ৩) ঐ, ১১।২৫।১৫

৪) ঐ, ১১।২৫।২৩

৫) মহাভা, ৬।১০৭।১০১

৬) সাত্যকি বলেন,

"নাধর্মো বিদ্যতে কশ্চিচ্ছত্রূন্ হত্বাহততায়িনঃ॥"—(মহাভা, ৫।৩।২০-২)

'আততায়ী শত্রুগণকে বধ করিলে কখনও অধর্ম হয় না।'

৭) মহাভা, ৩।১২।৭-২ ৮) মহাভা, ৩।১২।৫-৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঐশ্বর্য (হরণ করিতে) লোভ করে, তখনই রাজাদিগের মধ্যে যুদ্ধ হয়। ঐ উদ্দেশ্যেই বর্ম, শস্ত্র এবং ধনু উৎপন্ন হইয়াছে। দস্যুবধার্থই এই (যুদ্ধ) কর্ম, তথা বর্ম, শস্ত্র ও ধনু, (দেবরাজ) ইন্দ্র কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে। দস্যুবধ করিলে পুণ্য লাভ হয়। হে সঞ্জয়, ধর্মের অজ্ঞাত অধর্মজ্ঞ কৌরবগণ কর্তৃক সেই এই (ছলনা বা দস্যুতা রূপী) তীব্ররূপ দোষ প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। তাহা সাধু নহে" ইত্যাদি।[১] যাহাতে পরের ধন অদৃষ্টভাবে (অর্থাৎ অজ্ঞাতে গোপনে) হরণ করা হয়, আর যাহাতে পরের ধন দৃষ্টভাবে বলপূর্বক হরণ করা হয়, তদুভয়ই, কৃষ্ণ বলেন, নিশ্চয় চুরি, সুতরাং নিন্দাযোগ্য। দুর্যোধন উভয় দোষে দোষী, যদিও তিনি লোভবশত উহাকে ধর্ম মনে করিতেছেন।[২] চোর বলিয়া তিনি কৃষ্ণের মতে দণ্ডনীয়। তাই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "হে রাজন্, তাহারা যে দ্যূতে ছল দ্বারা তোমাকে বঞ্চিত করিয়াছে, সেই কর্মের নিমিত্ত সেই নৃশংসগণ কিঞ্চিন্মাত্রও লজ্জিত হইতেছে না। হে রাজন্, সেই প্রকার অশ্লীল সমাচরণকারীদিগের সহিত প্রণয় করিও না।

'বধ্যাস্তে সর্বলোকস্য কিং পুনস্তব ভারত ॥'[৩]

হে ভারত, তাহারা শুধু তোমার কেন, সর্বলোকেরই বধ্য।"[৪] "যাহার চরিত্র ঈদৃশ (দোষ-দুষ্ট এবং নিন্দনীয়) তাহার বধ সামান্য কার্য।...সেই অনার্য এবং দুর্বুদ্ধি (দুর্যোধন), সর্পের ন্যায়, সর্বলোকের বধ্য। হে শত্রুনাশন রাজা, আপনি তাহাকে বধ করুন। উহাতে বিচিকিৎসা করিবেন না।"[৫] অধর্মাচারী পাপী দুর্যোধন কখনও সদুপদেশ গ্রহণ করে না, সেইহেতু তাহাকে বধ করা উচিত।

"মম চাপি স বধ্যো হি জগতশ্চাপি ভারত।"[৬]

'হে ভারত, সে আমারও, তথা জগতের সমস্ত ব্যক্তিরও নিশ্চয় বধ্য।'[৭] ঐ প্রকার কারণেই কৃষ্ণ মথুরার রাজা কংসকে বধ করেন। যথামতি কংস অতি অত্যাচারী ছিলেন। তিনি আপন জ্ঞাতি যাদবদিগকে সর্বদা উৎপীড়ন করিতেন। জরাসন্ধের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করাতে তাঁহার বল আরও বাড়ে। ঐ বলে উদ্দৃপ্ত হইয়া তিনি জ্ঞাতিগণকে পরাভূত করেন এবং তাহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতা লাভ করেন। আপন বৃদ্ধ পিতা উগ্রসেনকে কারাবদ্ধ করিয়া কংস স্বয়ং মথুরার সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁহার অত্যাচারে যাদবগণ দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাঁহার দ্বারা নানা প্রকারে উৎপীড়িত হইয়াও যাহারা দেশে অবস্থান করিতেছিল সেই সকল যাদববংশীয়গণ পরিত্রাণার্থ কৃষ্ণের সাহায্য ভিক্ষা করে। তখন কৃষ্ণ, বলরামের সহায়ে, কংসকে মারিয়া জ্ঞাতিগণকে উদ্ধার করেন। কৃষ্ণ বলেন যে কংসবধে

---

১) মহাভা, ৫।২৯।২৯ ২) মহাভা, ৫।২৯।৩৩-৪

৩) মহাভা, ৫।৭৩।১৪'২ ৪) মহাভা, ৫।৭৩।১৩—১৪

৫) মহাভা, ৫।৭২।২৬-৭ ৬) মহাভা, ৫।৭৯।১২'১

৭) কৃষ্ণের অভিন্নহৃদয় অর্জুন তাঁহাকে বলেন, 'দুর্যোধন যখন অধর্ম দ্বারা আমাদিগকে জয় করিয়া বনে পাঠাইয়াছে, তখনই সে আমার বধ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছে।' (মহাভা, ৫।৭৮।১৪'২—১৫'১) পরন্তু পরে, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের সম্মুখীন হইয়া তিনি মোহাবেশে বলেন, 'যদিও দুর্যোধনও তৎপক্ষীয়গণ আততায়ী, তথাপি ইহাদিগকে মারিলে আমার পাপ হইবে।' (গীতা, ১।৩৬'২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি জ্ঞাতিকার্যই করিয়াছেন ("জ্ঞাতিকার্যং কৃতং ময়া");[১] দুরাচারী ও অজিতেন্দ্রিয় কংস "জ্ঞাতীনাং হিতকামেন ময়া শস্তো মহামৃধে" ('জ্ঞাতিদিগের হিতকামী আমার দ্বারা মহাযুদ্ধে নিহত হন');[২] কংসের মৃত্যুতে অন্ধক, বৃষ্ণি প্রভৃতি সমস্ত যাদবগণ সমৃদ্ধি লাভ করত সুখ প্রাপ্ত হয়।[৩] বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলেন, "আর ঐতিহাসিক তত্ত্ব ইহা পাওয়া যায় যে কৃষ্ণ কংসকে নিহত করিয়া কংসের পিতা উগ্রসেনকেই যাদবদিগের আধিপত্যে সংস্থাপিত করিয়াছিলেন। কেননা, মহাভারতেও উগ্রসেনকে যাদবদিগের অধিপতি-স্বরূপ বর্ণিত দেখিতে পাওয়া যায়। এদেশের চিরপ্রচলিত রীতি ও নীতি এই যে, যে রাজাকে বধ করিতে পারে, সেই তাহার রাজ্যভাগী হয়। কংসের বিজেতা কৃষ্ণ অনায়াসেই মথুরার সিংহাসন অধিকৃত করিতে পারিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করিলেন না, কেননা, ধর্মতঃ সে রাজ্য উগ্রসেনের। উগ্রসেনকে পদচ্যুত করিয়াই কংস রাজা হইয়াছিল। ধর্মই কৃষ্ণের নিকট প্রধান, তিনি শৈশবাবধিই ধর্মাত্মা। অতএব যাহার রাজ্য, তাহাকেই তিনি রাজ্য প্রদান করিলেন। তিনি ধর্মানুরুদ্ধ হইয়াই কংসকে নিহত করিয়াছিলেন। আমরা পরে দেখিব যে,[৪] তিনি প্রকাশ্যে বলিতেছেন যে যাহাতে পরহিত, তাহাই ধর্ম। এখানে ঘোরতর অত্যাচারী কংসের বধে সমস্ত যাদবগণের হিতসাধন হয়, এই জন্য তিনি কংসকে বধ করিয়াছিলেন—ধর্মার্থ মাত্র বধ করিয়া করুণহৃদয় আদর্শপুরুষ কংসের জন্য বিলাপ করিয়াছিলেন, এমন কথাও গ্রন্থে লিখিত আছে। এই কংসবধে আমরা প্রকৃত ইতিহাসের সাক্ষাৎ পাই এবং এই কংসবধেই দেখি যে, কৃষ্ণ পরম বলশালী, পরম কার্যদক্ষ, পরম ন্যায়পর, পরম ধর্মাত্মা, পরহিতে রত, এবং পরের জন্য কাতর। এইখান হইতে দেখিতে পাই যে, তিনি আদর্শ মনুষ্য।"[৫]

দুরাচারী দুর্যোধন সম্বন্ধে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বার বার বলেন,

"মহারাজ মনুষ্যেষু নিন্দ্যং যঃ সর্বমাচরেৎ।
স বধ্যঃ সর্বলোকস্য নিন্দিতানি সমাচরন্॥"[৬]

'হে মহারাজ, মনুষ্যদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি সমস্ত নিন্দনীয় কর্ম সমাচরণ করে, সে নিন্দিত কর্মসমূহ সমাচরণ হেতু সর্বলোকের বধ্য।' সুতরাং এই মত প্রাচীন।

মগধের রাজা জরাসন্ধকে বধ করিতে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দেন এবং বিশেষভাবে প্ররোচিত করেন। জরাসন্ধ মহাপরাক্রমী ছিলেন,—তদানীন্তন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ছিলেন। তাঁহার বিরুদ্ধে যুধিষ্ঠিরকে প্ররোচিত করার এই সকল হেতু কৃষ্ণ প্রদর্শন করেন,—

(১) জরাসন্ধ দুর্নীতিপরায়ণ এবং মহা অত্যাচারী। তাঁহার অত্যাচারে উত্তর ভারতের

---

১) মহাভা. ২।১৪।৩৫-১ ২) মহাভা, ৫।১২৮।৩৮-২

৩) মহাভা, ৫।১২৮।৪০

৪) 'কৃষ্ণচরিত্র' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত

৫) 'কৃষ্ণচরিত্র', ৩য় খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ, ('বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী', বসুমতী সংস্করণ, ২য় খণ্ড, ৫২৯ পৃষ্ঠা)।

৬) মহাভা, ৫।১৫১।১০=৬।১৫।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু রাজা স্ব স্ব দেশ পরিত্যাগ করত অন্যত্র চলিয়া যান।[১] কেবল বলবীর্য প্রভাবেই তিনি অপর সমস্ত রাজাকে বশীভূত করিয়া সম্রাট্ হন। ধনরত্নবান রাজগণ প্রচুর ধন প্রদান করত তাঁহাকে উপাসনা করিতেন। পরন্তু তিনি তাহাতে তৃপ্ত হইতেন না। আবাল্য অনীতি-পরায়ণ তিনি বলপূর্বক তাহাদের নিকট হইতে আরও বেশী ধন আদায় করিতেন।[২]

(২) তাঁহার বলে উদ্দৃপ্ত হইয়া তাঁহার জামাতা মথুরার রাজা কংস আপন জ্ঞাতিদিগকে উৎপীড়ন করিতেন। জ্ঞাতিহিতকামনায় কৃষ্ণ ও বলরাম কংসকে বধ করেন। তাহাতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া জরাসন্ধ বার বার মথুরা আক্রমণ করেন। প্রতি বারেই তিনি পরাহত হন বটে, পরন্তু যাদবগণ ধনে ও জনে সর্বস্বান্ত হন। তাঁহার ভয়ে অবশিষ্ট যাদবগণ পরামর্শ করিয়া বেশীর ভাগ ধনৈশ্বর্য পরিত্যাগ করত সামান্য কিছু সঙ্গে লইয়া মথুরা পরিত্যাগ করত রৈবতক পর্বতের সানুদেশে কুশস্থলী পুরীতে আশ্রয় গ্রহণ করে। জরাসন্ধ সেইখানেও তাহাদিগকে শান্তিতে থাকিতে দেন নাই। কালযবনের সঙ্গে মিত্রতা করিয়া কুশস্থলী নগরী আক্রমণ করেন।[৩]

(৩) জরাসন্ধ উগ্র তপস্যা দ্বারা ভগবান মহাদেবকে সন্তুষ্ট করত, তাঁহার বরে মহাবলবান্ হন এবং তাহাতেই তিনি সমস্ত রাজগণকে আপনার অধীন করিতে সমর্থ হন। ঐরূপে সম্রাট্ হইয়া তিনি রাজসূয় মহাযজ্ঞ করিতে ইচ্ছা করেন। উহাতে মহাদেবের উদ্দেশ্যে এক শত রাজাকে বলি দিতে তিনি সঙ্কল্প করেন। তাই তিনি রাজগণকে ধরিয়া ধরিয়া কারারুদ্ধ করিতেছিলেন। ঐ সময় পর্যন্ত ৮৬ রাজাকে তিনি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। আরও ১৪ রাজা সংগ্রহ হইলেই জরাসন্ধ ঐ অতিক্রূর নরমেধ যজ্ঞ আরম্ভ করিতেন।[৪] নরবলি বৈদিক ও লৌকিক আচার বিরুদ্ধ।[৫] এই সকল কারণে,কৃষ্ণ মনে করেন যে জরাসন্ধকে শাসন করা উচিত। জরা-সন্ধের মত প্রবল প্রতাপান্বিত সম্রাটকে নিগ্রহ করা সাধারণ দুর্বলতর রাজার পক্ষে সম্ভব নহে। তাই কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে প্রেরণা করেন।[৬] তিনি বলেন, জরাসন্ধকে নিগ্রহ করিলে কেবল যে তাঁহার অত্যাচার হেতু উৎপীড়িত রাজগণ শান্তি ও সুখ লাভ করিবেন তাহা নহে, যে সকল রাজা প্রোক্ষিত ও প্রমৃষ্ট হইয়া, পশুঘাতকের গৃহে পশুগণের ন্যায়, তাঁহার কারাগারে জীবনপাত করিতেছেন, তারারাও রক্ষা পাইবেন। কেহ কেহ ঐ বিষয়ে এই শঙ্কা করিতে পারে যে শাস্ত্র-মতে যজ্ঞে নিহত পশুর কল্যাণ হয়; সুতরাং যজ্ঞে নিহত হইলে ঐ সকল রাজার কল্যাণই হইবে; সুতরাং জরাসন্ধকে মারিয়া উহাদিগকে মুক্ত করা উচিত হইবে না,—তাহাতে উহাদের কল্যাণ প্রাপ্তির মার্গ বন্ধ হইবে। ঐ প্রকার শঙ্কা নিরস্ত করিতে বলেন যে শাস্ত্র মতে যুদ্ধে শস্ত্রাঘাতে নিহত হইলেই ক্ষত্রিয় সংকৃত হয়। (উহাই তাহার পক্ষে স্বর্গপ্রাপ্তির অব্যভিচারী উপায়।[৭]) অধিকন্তু নরবলি তখন প্রচলিত ছিল না।[৮] "ততঃ স্ম মাগধং সংখ্যে প্রতিবাধেম

১) মহাভা, ২।১৪।২৬—
২) মহাভা, ২।১৫।২০-৩
৩) মহাভা, ২।১৪।৩১—
৪) মহাভা, ২।১৪।৬৪—৭; ১৫।২৯ রুদ্রকে যজ্ঞে পশুবলি দেওয়ার উল্লেখ 'মহাভারতে'র অন্যত্রও পাওয়া যায়।—(যথা, মহাভা, ৩।১১৪।৭—
৫) পরে দেখ।
৬) মহাভা, ২।১৫।২৩
৭) পূর্বে দেখ।
৮) কিঞ্চিৎ পরে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদ্বয়ন্" ("সেই হেতু, আমরা (ঐ ক্রূর কার্য করিতে) মগধরাজাকে বাধা প্রদান করিব।[১] কৃষ্ণ আরও বলেন, "যে ব্যক্তি তাহাতে বিঘ্ন আচরণ করিবে সে (ত্রিভুবনে) দীপ্ত যশ প্রাপ্ত হইবে। অধিকন্তু যে জরাসন্ধকে জয় করিবে, সে নিশ্চয় সম্রাট্ হইবে"।[২] কৃষ্ণের এই শেষোক্ত যুক্তি যুধিষ্ঠিরের নিকট সমুচিত মনে হইল না। কেননা, উহা স্বার্থগন্ধ-দুষ্ট। স্বার্থপরায়ণ হইয়া সম্রাট্খ্যাতি লাভের লালসায় কেবল সাহসের উপর নির্ভর করিয়া জরাসন্ধকে বধের নিমিত্ত অগ্রসর হইতে তিনি ইচ্ছা করিলেন না।[৩] তাহাতে অর্জুন বলেন, সম্রাট্গৌরব কিংবা যশ লাভের লালসায় তাঁহারা জরাসন্ধকে মারিতে বলিতেছেন না, পরন্তু যজ্ঞার্থই। "যদি আমরা যজ্ঞার্থ জরাসন্ধকে বিনাশ এবং রাজাদিগকে পরিরক্ষণ করি, তবে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ আর কি হইবে?"[৪] ঐ কর্ম করিলে যশ ও সাম্রাজ্য আপনা হইতেই লাভ হইবে।[৫] কৃষ্ণ তাহার সম্পূর্ণত সমর্থন করেন। ততোধিক তিনি জ্ঞাতিদিগকে পরিত্রাণের কথাও বলেন।[৬] ঐ সম্বন্ধে একটা কথা স্মরণ রাখা কর্তব্য। নতুবা মনে হইবে যে কৃষ্ণ আপন জ্ঞাতিগণকে পরিত্রাণার্থ সুতরাং আপন স্বার্থ বশত, যুধিষ্ঠিরকে জরাসন্ধকে বধ করিতে পরামর্শ দেন, তিনি স্বার্থপরায়ণ হইয়া যুধিষ্ঠিরকে দিয়া আপন জ্ঞাতির কণ্টক উদ্ধার করিতে মতলব করেন। পরন্তু কৃষ্ণকে প্রকৃত বিচারে ঐ দোষ দেওয়া যায় না। কেননা, জ্ঞাতি যেমন কৃষ্ণের তেমন যুধিষ্ঠিরেরও। সামাজিক দিকে তাঁহারা উভয়ে অতি ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্পর্কিত মাসতুতো পিসতুতো ভাই। সুতরাং কৃষ্ণের জ্ঞাতি যুধিষ্ঠিরেরও জ্ঞাতি। আরও দেখা যায়, কৃষ্ণ ও পাণ্ডব পরম মিত্র। 'মহাভারতে'র স্থানে স্থানে তাঁহাদের ঐকাত্ম্যের উল্লেখ আছে।[৭] সেই দিক দিয়াও কৃষ্ণের জ্ঞাতি যুধিষ্ঠিরেরও জ্ঞাতি। সুতরাং জ্ঞাতি পরিত্রাণের স্বার্থ, যদি তাহাকে স্বার্থ বলা যায়, উভয়েরই ছিল। তাই মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলিয়াছেন যে বার্ষ্ণেয় (=কৃষ্ণ) এবং পাণ্ডবদ্বয় (=ভীম ও অর্জুন) এই "সকল বিপুলৌজস্বী ভাই" জ্ঞাতিকে পরিত্রাণের উদ্দেশ্যে ("জ্ঞাত্যর্থং") মগধের দিকে যাত্রা করেন।[৮] কৃষ্ণও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।[৯] কিঞ্চিৎ পরে ইহাও দেখা যাইবে যে 'জ্ঞাতি' শব্দ কৃষ্ণ অতি ব্যাপক অর্থেও ব্যবহার করিয়াছেন। ঐখানে তিনি মনে করিয়াছেন যে ক্ষত্রিয় মাত্রেই ক্ষত্রিয়ের জ্ঞাতি বা কুল। ঐ সুব্যাপক অর্থেই কৃষ্ণ জ্ঞাতি পরিত্রাণের কথা বলিয়াছেন।

জরাসন্ধ নিজেকে সদাচারী ও স্বধর্মপরায়ণ, সুতরাং নিষ্পাপ, বলিয়া মনে করিতেন। তাই তাঁহার গৃহে গমন এবং তৎকর্তৃক যথাবিধি সৎকৃত হইয়াও যখন কৃষ্ণ উহাকে শত্রুর গৃহ বলেন, তখন তিনি (জরাসন্ধ) বলেন, "আমি আপনাদের সহিত কখন শত্রুতা করিয়াছি, তাহা স্মরণ নাই। অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও দেখিতেছি না যে আমি আপনাদের প্রতি (কখনও) দুর্ব্যবহার করিয়াছি। (আমার) দুষ্কর্ম যখন নাই, তখন আমাকে পাপী মনে করিতেছেন কেন! এবং আমাকে শত্রু বলিতেছেন কেন? হে বিপ্রগণ, সাধুদিগের নিয়ম ত নিশ্চয় এমন নহে। ধর্মার্থে

১) মহাভা, ২।১৫।২৫
২) মহাভা, ২।১৫।২৭
৩) মহাভা, ২।১৬।১
৪) মহাভা, ২।১৬।১৫
৫) মহাভা, ২।১৬।১৭
৬) মহাভা, ২।১৭।১১
৭) যথা দেখ—মহাভা, ৫।৯১।২৭-৮
৮) মহাভা, ২।২০।২১-৩
৯) মহাভা, ২।২২।৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপাঘাত হইলে মন নিশ্চয় অতি সন্তাপগ্রস্ত হয়। যে মহারথ ক্ষত্রিয় ধর্মজ্ঞ হইয়াও বিপরীত আচরণ করত নিষ্পাপ ব্যক্তিকে পাপের কলঙ্ক লাগায়, সে অবশ্যই লোকে আপন শ্রেয় (কর্ম) সমূহকে উপহনন করে এবং পাপীদিগের গতি প্রাপ্ত হয়। তাহাতে কোনই সংশয় নাই। ত্রিভুবনে ক্ষত্রধর্ম সাধুচারীদিগের নিশ্চয় শ্রেয়স্কর। যাঁহারা ধর্মবিদ্ ব্যক্তি তাঁহারা অন্য ধর্মকে প্রশংসা করেন না। আমি এখন সংযতেন্দ্রিয় হইয়া এইখানে আমার স্বধর্মে স্থিত আছি। এবং প্রজাদিগের (প্রতি আমি) নির্দোষ। আপনারা প্রমাদবশতই (আমাকে দোষী বলিয়া) জল্পনা করিতেছেন মনে হইতেছে।[১] তাহাতে কৃষ্ণ উত্তর করেন, "হে রাজন্, তুমি এই পৃথিবীস্থ বহু ক্ষত্রিয়কে বল পূর্বক নিগৃহীত ও একত্রিত করিয়াছ। ঐ ক্রূর পাপ উৎপাদন করত তুমি কি প্রকারে আপনাকে নিষ্পাপ মনে করিতেছ? তুমি সেই রাজগণকে সম্যক্ প্রকারে নিগৃহীত করত রুদ্রকে বলি দিতে ইচ্ছা করিয়াছ। হে নৃপতিসত্তম, রাজা হইয়া কি প্রকারে সাধু রাজগণকে হিংসা করিতে পারে?···মনুষ্যগণকে বলি দিয়া যজ্ঞ কখনও দেখা যায় না।[২] তুমি কি প্রকারে মনুষ্যগণ দ্বারা শঙ্করদেবকে যজন করিতে ইচ্ছা করিতেছ? তুমি (উক্ত রাজাদিগের) সবর্ণ হইয়া (তোমার) সবর্ণ তাহাদিগের পশুসংজ্ঞা করিতেছ। হে বৃথামতি জরাসন্ধ, তুমি যেমন, তেমন অপর কে আছে? যে যেই যেই অবস্থায় যেই যেই কর্ম করে, সে সেই সেই অবস্থায় সেই সেই ফল সম্যক্ প্রাপ্ত হয়।"[৩] সুতরাং কৃষ্ণের মতে জরাসন্ধের সর্বপ্রধান দোষ এই যে তিনি বহু রাজাকে বল পূর্বক ধরিয়া আনিয়া বন্দী করিয়াছেন এবং তাঁহাদিগকে যজ্ঞে পশুর ন্যায় বলি দিতে ইচ্ছা করিতেছেন। উহা শাস্ত্র এবং লোকাচার উভয়েই বিরুদ্ধ। সেই হেতু উহা মহান্ অধর্ম মহাপাপ। ঐ মহাপাপের জন্য জরাসন্ধকে শাসন করিতে অধর্মের শত্রু এবং দুঃখীর মিত্র কৃষ্ণ অগ্রসর হন।

"তে ত্বাং জ্ঞাতিক্ষয়করং বয়মার্তানুসারিণঃ।
জ্ঞাতিবৃদ্ধিনিমিত্তার্থং বিনিহন্তুমিহাগতাঃ॥"[৪]

'আমরা আর্তদিগের অনুসরণকারী (অর্থাৎ তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া তাহাদের পক্ষ গ্রহণ করিয়া থাকি। এবং জ্ঞাতিদিগেরও হিতকামী দুঃখীজনকে পরিত্রাণার্থ এবং) জ্ঞাতিবৃদ্ধি-নিমিত্তার্থ (পরকে দুঃখপ্রদানকারী এবং) জ্ঞাতিক্ষয়কারী তোমাকে হনন করিতে এইখানে আসিয়াছি।' ইহা বিশেষ করিয়া লক্ষিতব্য যে কৃষ্ণ স্বয়ং এবং তাঁহার জ্ঞাতিগণ জরাসন্ধের হাতে যেই সকল কঠোর লাঞ্ছনা ভোগ করিয়াছিলেন, সেই সকলের উল্লেখ কৃষ্ণ ঐখানে করেন নাই। যেন সেইগুলির জন্য জরাসন্ধের প্রতি তাহার শত্রুভাব ছিল না।

কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে জরাসন্ধের কৃতকর্মের ফল একমাত্র তিনিই ভোগ করিবেন, অপর কেহ নহে; ঈশ্বরই কর্মের ফলদাতা; তিনিই জরাসন্ধকে তাহার পাপের জন্য শাস্তি প্রদান করিবেন; সুতরাং কৃষ্ণ কেন জরাসন্ধকে শাস্তি দিতে যান? কৃষ্ণ স্বয়ং জরাসন্ধকে ঐ প্রকার শঙ্কার উত্তর, তাঁহার জিজ্ঞাসার পূর্বে,—প্রদান করিয়াছেন।

---

১) মহাভা, ২।২২।১-৬

২) রণযজ্ঞে অবশ্যই নরবলি দেওয়া হয়। (মহাভা, ৫।৫৮।১২) ঐ রণযজ্ঞের দেবতা যমরাজ। তাঁহাকেই যুদ্ধে যজন করা হয়। যেমন দুর্যোধন বলেন, "আত্মযজ্ঞেন নৃপতে ইষ্ট্বা বৈবস্বতং রণে" ("হে নৃপতি, রণে পশু যজ্ঞ দ্বারা যমকে যজন করত')। (মহাভা, ৫।৫৮।১৪"১) পরন্তু এইখানে ঐ প্রকার যজ্ঞকে কৃষ্ণ লক্ষ্য করেন নাই।

৩) মহাভা, ২।২২।৮-৯, ১১-৩

৪) মহাভা, ২।২২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"অস্মাংস্তদেনোপগচ্ছেৎ কৃতং বার্হদ্রথ ত্বয়া।
বয়ং হি শক্তা ধর্মস্য রক্ষণে ধর্মচারিণঃ॥"[১]

'হে বৃহদ্রথনন্দন, তুমি' যেই পাপ করিয়াছ, সেই পাপ আমাদিগকেও প্রাপ্ত হইবে। কেননা, আমরা ধর্মচারী এবং ধর্মের রক্ষণে সমর্থ।' তাৎপর্য এই যে—যে স্বয়ং ধর্ম আচরণ করে, তথা, ধর্মের রক্ষণে ও অধর্মের দমনে সমর্থ, সে যদি অপরের অধর্ম আচরণে বাধা না দেয়, তবে তাহাকেও উহার পাপের ভাগী হইতে হইবে। সুতরাং ইহসংসারে ধর্মের অচরণ এবং অধর্মের পরিহারই যে মানুষের একমাত্র কর্তব্য তাহা নহে অপরের অধর্মাচরণে বাধা প্রদান করিতে যথাসাধ্য প্রচেষ্টা করাও তাহার কর্তব্য। অন্যথা তাহার নিজেরও অধর্ম হইবে। অপর কথায়, অপরের পাপাচরণে যথাশক্তি বাধা প্রদান করিতে প্রচেষ্টা না করিলে ধর্মপরায়ণ ব্যক্তির ধর্মাচরণ সম্যক্ হয় না। সুতরাং অত্যাচারী জরাসন্ধকে বধ করা ধর্মাত্মা এবং ধর্মরক্ষণসমর্থ কৃষ্ণের কর্তব্য ছিল। তৎকৃত কংসদুর্যোধনাদি অধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের বধও সেই প্রকারে তাঁহার কর্তব্য ছিল।[২] কৃষ্ণের এই যুক্তি বিশেষ প্রণিধান কর্তব্য। পরমর্ষি ব্যাসও সেই প্রকার যুক্তি দিয়াছেন

"ধর্মব্যুচ্ছিতিমিচ্ছন্তো যেঽধর্মস্য প্রবর্তকাঃ।
হন্তব্যাস্তে দুরাত্মানো দেবৈর্দৈত্যা ইবোল্বণাঃ॥"[৩]

'যাহারা ধর্মের উচ্ছেদ কামনা করে,—অধর্মের প্রবর্তন করে সেই দুরাত্মাগণকে হনন করা (ধর্মাত্মগণের) উচিত, যেমন উদ্ধত দৈত্যগণকে বধ করা দেবগণের উচিত ছিল।' তিনি আরও বলেন,

"ধর্মং বিনশ্যমানং হি যো ন রক্ষেৎ স ধর্মহা।"[৪]

'ধর্ম (অপরের দ্বারা) বিনষ্ট হইতেছে দেখিয়া উহাকে রক্ষা না করে, সে নিজেও ধর্মহন্তা।' তাই তিনি বলেন যে, যুধিষ্ঠির স্বধর্মে বর্তমান থাকিয়া ধর্মহন্তা দুর্যোধনাদিকে, উহাঁদের অনুযায়িগণ সহ, বধ করিয়াছেন বলিয়া কোন দোষ করেন নাই; সুতরাং তাঁহার তজ্জন্য শোক করা উচিত নহে।[৫] ব্যাস আরও বলেন যে রাজা হিসাবেও উহা না করিলে যুধিষ্ঠীর পাপগ্রস্থ হইতেন।[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বলিয়াছেন, "যে ধর্মরক্ষণে ও পাপদমনে সক্ষম হইয়াও তাহা করে না, সে সেই পাপের সহকারী। অতএব ইহলোকে সকলেরই সাধ্যমত পাপের নিবারণের চেষ্টা না করা অধর্ম। 'আমি ত কোন পাপ করিতেছি না, পরে করিতেছে, আমার তাতে দোষ কি?'—যিনি এইরূপ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন, তিনিও পাপী। কিন্তু সচরাচর ধর্মাত্মারাও তাই ভাবিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া থাকেন। এই জন্য জগতে যে সকল নরোত্তম জন্মগ্রহণ করেন,

১) মহাভা, ২।২২।১০

২) কৃষ্ণ বলিয়াছেন, দস্যুবধার্থ ই যুদ্ধ, তথা বর্ম, শস্ত্র ও ধনু, ইন্দ্র কর্তৃক উৎপাদিত হইয়াছে। দস্যুকে বধ করিলে পুণ্য লাভ হয়। অধর্মজ্ঞ;—ধর্মকে অবুধ্যমান দুর্যোধনাদিতে ঐ দোষ যথেষ্ট প্রাদুর্ভূত হইয়াছে। সুতরাং যুদ্ধে তাঁহাদিগকে বধ করিলে পুণ্য হইবে। (মহাভা, ৫।২৯।৩০-২—৩১)

৩) মহাভা, ১২।৩৩।৩০ আরও দেখ—১২।৩৩।৩১—

৪) মহাভা, ১২।৩২।৮-১ ৫) মহাভা, ১২।৩২।৮-৯

৬) ব্যাস বলেন, "যে ব্যক্তি স্বয়ং বিষয়ে রত হইয়া (রাজ)শাসন প্রতিহনন করে, লোকযাত্রা-বিঘাতক সে রাজা কর্তৃক বিনিগ্রাহ্য। যে মোহগ্রস্ত হইয়া প্রমাণকে অপ্রমাণ করে (অর্থাৎ ভঙ্গ করে), সে যদি ভৃত্য, কিংবা পুত্র, কিংবা তপস্বী, কিংবা অপর কেহও হয়,—তেমন পাপীগণকে সর্ব প্রকার উপায় দ্বারা নিয়মন করা (রাজার) কর্তব্য; অথবা হনন কর্তব্য। অতএব অন্যথা বর্তমান রাজা পাপ প্রাপ্ত হয়।" (মহাভা, ১২।৩২।৫-৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহারা এই ধর্মরক্ষা ও পাপনিবারণ ব্রত গ্রহণ করেন। শাক্যসিংহ, যিশুখ্রীষ্ট, প্রভৃতি ইহার উদাহরণ। এই বাক্যই তাঁহাদের জীবন চরিতের মূলসূত্র। শ্রীকৃষ্ণেরও সেই ব্রত। এই মহাবাক্য স্মরণ না রাখিলে তাঁহার জীবনচরিত বুঝা যাইবে না। জরাসন্ধ কংস-শিশুপালের বধ মহাভারতের যুদ্ধে পাণ্ডবপক্ষে কৃষ্ণকৃত সহায়তা, কৃষ্ণের এই সকল কার্য এই মূলসূত্রের সাহায্যেই বুঝা যায়। ইহাকেই পুরাণকারেরা 'পৃথিবীর ভারহরণ' বলিয়াছেন। খ্রীষ্টকৃত হউক, বুদ্ধকৃত হউক, কৃষ্ণ-কৃত হউক,—এই পাপনিবারণ ব্রতের নাম ধর্মপ্রচার। ধর্মপ্রচার দুই প্রকারে হইতে পারে ও হইয়া থাকে,—এক বাক্যতঃ অর্থাৎ ধর্মসম্বন্ধীয় উপদেশ দ্বারা, দ্বিতীয় কার্যতঃ অর্থাৎ আপনার কার্যসকলকে ধর্মের আদর্শে পরিণত-করণের দ্বারা। খ্রীষ্ট, শাক্যসিংহ এবং শ্রীকৃষ্ণ এই দ্বিবিধ অনুষ্ঠানই করিয়াছিলেন। তবে শাক্যসিংহ ও খ্রীষ্ট-কৃত ধর্মপ্রচার উপদেশ-প্রধান; কৃষ্ণ-কৃত ধর্মপ্রচার কার্য-প্রধান। ইহাতে কৃষ্ণেরই প্রাধান্য, কেননা, বাক্য সহজ, কার্য কঠিন এবং অধিকতর ফলোপধায়ক।"[১]

অধর্মচারীকে বধ করিলে অবশ্যই জগতের কল্যাণ হয়। পরন্তু তাহাকে বধ না করিয়া ধর্মে প্রবৃত্ত করাইতে পারিলে জগতের অধিকতর কল্যাণ হয়। কেননা, তাহাতে কেবল যে জগতের এক অধর্মের স্রোত বন্ধ হয়, তাহা নহে, উহা ধর্মের স্রোতে পরিবর্তিত হওয়াতে জগতে এক ধর্মের স্রোত বাড়িয়া যায়। তাহাতে যেমন অপর ব্যক্তিগণের কল্যাণ হয়, তেমন সেই অধর্মাচারীরও কল্যাণ হয়। তাই কৃষ্ণ প্রথমে জরাসন্ধকে সৎপথে আনিতে প্রচেষ্টা করেন। তিনি বলেন, "হে রাজা, বিপুল মাগধ সেনা এবং নিজের বহুল বলদ্বারা দর্পিত হইয়া তুমি অপর সকলকে অপমান করিও না।···হে মহারাজ, তোমার ঐ তেজ আমাদের সহনসামর্থ্যের অতীত হইয়াছে। সেইহেতু তোমাকে বলিতেছি। হে মাগধ, তুমি আপনার সদৃশ (রাজাগণের) প্রতি মান ও দর্প পরিত্যাগ কর। পুত্র, অমাত্য ও বলের সহিত যমপুরে গমন করিও না।"[২] দম্ভোদ্ভব কার্তবীর্যাদি প্রাচীন মহাবলবান রাজগণ যে ঐ প্রকার গর্ব-বশত সবংশে বিধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও কৃষ্ণ বলেন। অনন্তর তিনি বলেন, "হে মগধরাজ, আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি হয়ত স্থির হও,—(বন্দীকৃত) সমস্ত রাজগণকে মুক্ত করিয়া দাও, নতুবা যুদ্ধ কর এবং যমপুরে গমন কর।"[৩] তাহাতে দেখা যায় জরাসন্ধ যদি আপন পাপবৃত্তি পরিত্যাগ করত সৎপথে আসিতেন এবং যথার্থ বলপূর্বক বন্দীকৃত রাজাদিগকে মুক্ত করিয়া দিতেন, কৃষ্ণ তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতেন না। যাহা হউক, জরাসন্ধ কৃষ্ণের ঐ সদুপদেশ গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলেন যে তিনি যে সকল রাজাকে বন্দী করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রত্যেককেই যুদ্ধে পরাজয় করিয়াছেন। অপর কোন উপায়ে তিনি কাহাকেও বন্দী করেন নাই। "হে কৃষ্ণ। ইহা ক্ষত্রিয়ের নিশ্চয় ধর্ম্য উপজীবন বলিয়া কথিত হয় যে বিক্রম দ্বারা (শত্রুকে) বশে আনিয়া (তাহার সহিত) যথাকাম ব্যবহার করে ('কামতো যৎ সমাচরেৎ')। এই ক্ষাত্রব্রত অনুস্মরণ করত দেবতার্থ রাজগণকে উপাহৃত করিয়া আজ আমি, হে কৃষ্ণ, ভয়ে কি প্রকারে

১) 'কৃষ্ণচরিত্র', ৪র্থ খণ্ড, ৭ম পরিচ্ছেদ ('বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী' বসুমতী সং, ২য় খণ্ড, ৫৩২-৩ পৃষ্ঠা)।

২) মহাভা, ২।২২।২০'২—২১'১, ২২'২—২৩

৩) মহাভা, ২।২২।২৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিব?"[১] সুতরাং তিনি যুদ্ধ করিতে স্বীকৃত হন। "ক্ষাত্র ধর্ম অনুস্মরণ করত রাজা জরাসন্ধ যশস্বী ব্রাহ্মণ দ্বারা স্বস্ত্যয়ন করাইয়া যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হন।"[২] তিনি ভীমের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে নির্বাচন করেন। ক্রমাগত চৌদ্দ দিন বাহুযুদ্ধের পর জরাসন্ধ ভীমের হাতে নিহত হন। জরাসন্ধের মৃত্যুর পর কৃষ্ণ তাঁহার কারাগারে নিবদ্ধ সমস্ত রাজগণকে মুক্ত করিয়া দেন। এইরূপে তিনি "ধর্মের প্রতিপালন" করেন।[৩]

দ্রৌপদীর দুচারিটা উক্তি এখানে উল্লেখ করা উচিত মনে করি। কেননা, ঐ সকল হইতে প্রকৃষ্টরূপে জানা যায় যে ঐ বিষয়ে তাঁহার মতও ঠিক কৃষ্ণের সমান। শান্তিস্থাপনার্থ হস্তিনাপুরে গমনে উদ্যত কৃষ্ণকে দ্রৌপদী বলেন, "হে কৃষ্ণ, যে ব্যক্তি আপন জীবন পরিরক্ষণ করিতে ইচ্ছা করে, তাহার উচিত সেই সকল শত্রুকে দণ্ড প্রদান করা, যাহারা সাম কিংবা দান দ্বারা শান্তি অবলম্বন না করে।"[৪] তাহাদের উপর কৃপা করা উচিত নহে।[৫] লোভ পরায়ণ ক্ষত্রিয়কে (ব্রাহ্মণ ব্যতীত) বধ করা স্বধর্মানুষ্ঠায়ী ক্ষত্রিয়ের অবশ্যই উচিত।[৬]

"যথাঽবধ্যে বধ্যমানে ভবেদ্দোষো জনার্দন।
স বধ্যস্যাবধে দৃষ্ট ইতি ধর্মবিদো বিদুঃ॥"[৭]

'হে জনার্দন, অবধ্যকে বধ করিলে যে পাপ হয়, বধ্যকে বধ না করিলেও সেই দোষ হয়। ধর্মের তত্ত্ববিদ্‌গণ তাহা জানেন।' সুতরাং উহা তদানীন্তন কালের ধর্মতত্ত্ববিদ্‌গণের সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত। সেই কারণে দ্রৌপদী কৃষ্ণকে সাবধান করেন যে "হে কৃষ্ণ, যাহাতে ঐ দোষ তোমাকে স্পর্শ না করে, সেই প্রকার কর।" তাৎপর্য এই যে দুর্যোধনাদি বধ্য; উহাঁদিগকে বধ না করিলে কৃষ্ণ পাপভাগী হইবেন।

কৃষ্ণ যখন অর্জুনের নিকট পূর্বোক্ত অহিংসাবাদ প্রপঞ্চিত করেন, তখন ইহাও বলেন যে কখন কখন হিংসাও ধর্ম হয়,—হিংসা দ্বারাও মনুষ্যের সুমহৎ পুণ্য লাভ হয়। বলাক ব্যাধের অন্ধ পশুবধের দৃষ্টান্ত দ্বারা তিনি বিশদ করেন।[৮] পুরাকালে বলাক নামে এক ব্যাধ ছিল। "সে স্ত্রীপুত্রের (জীবন) যাত্রার্থই মৃগগণকে বধ করিত, যথেচ্ছভাবে নহে ('ন কামতঃ')। সে তাহার বৃদ্ধ পিতামাতাকে এবং অপর আশ্রিতগণকে ভরণপোষণ করিত। সে নিত্য স্বধর্মনিরত, সত্যবক্তা এবং অসূয়াবিরহিত ছিল।"[৯] এক দিন মৃগের আশায় বনে বনে বহু ঘুরিয়াও কোন মৃগ পাইল না। শেষ বেলায় এক হ্রদের নিকটে গিয়া সে দেখিতে পাইল যে এক অন্ধ পশু উহাতে জল পান করিতেছে। ঐ প্রকার পশু সে পূর্বে কখনও দেখে নাই। তাই উহা কোন্ পশু, উহার মাংস খাদ্য কি অখাদ্য, সে নিরূপণ করিতে

১) মহাভা, ২।২২।২৯-৩০
২) মহাভা, ২।২৩।৫
৩) মহাভা, ২।২৪।৩২
৪) মহাভা, ৫।৮২।১৩
৫) মহাভা, ৫।৮২।১২
৬) মহাভা, ৫।৮২।১৬-৭
৭) মহাভা, ৫।৮২।১৮
৮) মহাভা, ৮।৬৯।৩৬ পরমর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলেন,
"স্বধর্মরূপো ধর্মো হি কশ্চিদস্তি নরাধিপ।
ধর্মশ্চাধর্মরূপোঽস্তি তচ্চ জ্ঞেয়ং বিপশ্চিতা॥"—(মহাভা, ১২।৩৩।৩২)
৯) মহাভা, ৮।৬৯।৩৯'২—৪০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিল না। তথাপি সে বাণ মারিয়া উহাকে বধ করে। ঐ পশু হত হইতেই আকাশ হইতে বলাকের উপর পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল, এবং তাহাকে স্বর্গে লইয়া যাওয়ার জন্য অপ্সরাদিগের গানবাজনায় মুখরিত এক মনোরম বিমান তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। তাহাতে চড়িয়া বলাক স্বর্গে গমন করে। বলাকের ন্যায় পশুহিংসক কি প্রকারে স্বর্গে গমন করে? এই প্রশ্ন মনে হওয়া স্বাভাবিক। কৃষ্ণ বলেন, সর্বপ্রাণীর বিনাশার্থই ঐ পশুর জন্ম হইয়াছিল। পূর্ব জন্মে কঠোর তপস্যা করিয়া সে ব্রহ্মা হইতে ঐ প্রকার বর লাভ করিয়াছিল। (উহার হিংসা কথঞ্চিৎ কমাইতেই যেন) ব্রহ্মা উহাকে অন্ধ করিয়া দিয়াছিলেন। সর্বভূতের বিনাশে কৃতনিশ্চিত ঐ পশুকে বধ করিয়া বলাক স্বর্গে গমন করে।[১] এই দৃষ্টান্তের গূঢ়তত্ত্বের প্রতি বিশেষ ধ্যান দেওয়া উচিত। কেননা, তাহাতে কৃষ্ণের অহিংসাবাদের রহস্য জানা যাইবে। বলাক হিংসাজীবী ছিল। পরন্তু সে ব্যাধকুলে জন্মগ্রহণ করে এবং পশুবধ ব্যাধের স্বকর্ম। তাই বলা হইয়াছে যে বলাক স্বধর্মনিরত ছিল। অধিকন্তু সে নিষ্প্রয়োজন হিংসা করিত না। সে খেয়ালের বশে যথেচ্ছাভাবে ("কামতঃ") অর্থাৎ বৃথাও হিংসা করিত না। সে অসূয়া-বিরহিত ছিল। সুতরাং দ্বেষবশতও হিংসা করিত না। স্ত্রীপুত্রাদির ভরণপোষণার্থই সে মৃগবধ করিত। সুতরাং তাহার পশুহিংসাকে অধর্ম বলা যায় না।[২] ঐ অন্ধ পশু সর্বপ্রাণিবিনাশার্থই জন্মগ্রহণ করিয়াছিল। বলাক তাহা নিশ্চিতরূপে জানিত না। তথাপি উহাকে মারাতে, অপর বহু প্রাণীকে বাঁচাইয়াছে বলিয়া, তাহার পুণ্য হয়। এইরূপে কৃষ্ণ দেখাইয়াছেন যে হিংসাও কখন কখন পরম ধর্ম হয়; প্রাণিনাশক জন্তুকে, জানিয়া কিংবা না জানিয়া, বধ করিলে পরম পুণ্যই হয়। বলাকে দৃষ্টান্তের উল্লেখ ভীষ্মও করিয়াছেন।[৩]

কৃষ্ণের মতে, "(মনুষ্য প্রয়োজন) হয়ত মিথ্যা কথা বলিবে, পরন্তু কোন প্রকারে হিংসা করিবে না।" সুতরাং তাঁহার মতে অহিংসা সত্য হইতে বড় ধর্ম। তিনি একটা প্রাচীন কাহিনী বলিয়া তাহা বিশদ করিয়াছেন।[৪] কৌশিক নামে জনৈক তপস্বী ব্রাহ্মণ কোন গ্রামের অদূরে, নদীসমূহের সঙ্গম স্থলে বনের ধারে বাস করিতেন। তিনি এই ব্রত ধারণ করেন যে 'আমি সর্বদা সত্য বলিব'। তাহাতে তিনি সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হন। এক দিন ঐ গ্রামে ডাকাত পড়ে। বহু গ্রামবাসী ডাকাতের ভয়ে দৌড়িয়া গিয়া ঐ বনে প্রবেশ করে এবং বহু বৃক্ষ, লতা ও গুল্ম বেষ্টিত স্থানে আত্মগোপন করে। দস্যুগণ ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাদের পিছে পিছে দৌড়িয়া আসে এবং ঐ সত্যবাদী ব্রাহ্মণকে উহাদের সন্ধান জিজ্ঞাসা করে। আপন সত্যব্রত রক্ষার্থ ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে সত্য কথা বলেন,—উহাদের সন্ধান দস্যুগণকে প্রকাশ করেন। তখন ঐ ক্রূর দস্যুগণ সেই গুপ্তস্থান হইতে গ্রামবাসিগণকে

১) মহাভা, ৮।৬৯।৪৪-৫
২) "যো যথা বর্ত্ততে" ইত্যাদি ভীষ্মের বচন দেখ। (পূর্বে দেখ)
৩) মহাভা, ১২।১০৯।৭
৪) মহাভা, ৭।৬৯।৪৬—৫৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাহির করিয়া বধ করে। সূক্ষ্মধর্মের অজ্ঞাতা কৌশিক দুরুক্ত বাণীবশত সেই মহান অধর্ম হেতু ঘোর নরকে গমন করে।[১] কৌশিকের দৃষ্টান্ত ভীষ্মও দিয়াছেন।[২]

ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে কৃষ্ণ-কর্তৃক প্রচারিত ঐ অহিংসাবাদের সন্ধান বেদে পাওয়া যায়। 'মহাভারতে'ই উল্লিখিত হইয়াছে যে অহিংসা বেদবিহিত। পরমর্ষি ব্যাস বলেন, "ন বধঃ পূজ্যতে বেদে" ('বেদে হিংসার প্রশংসা নাই')।[৩] কৃষ্ণের পরমভক্ত যুধিষ্ঠির ভীষ্মকে বলেন যে বেদের প্রামাণ্য মূলেই ঋষি, ব্রাহ্মণ প্রভৃতি দেব-প্রকৃতির লোকগণ অহিংসা-লক্ষণ ধর্মের প্রশংসা করেন।[৪] বেদে দেখা যায়, কোন কোন ঋষি যজ্ঞকে 'অধ্বর'ও বলিয়াছেন;[৫] আর কেহ কেহ যজ্ঞের ঋত্বিক্‌কে 'অধ্বর্যু'ও বলিয়াছেন।[৬] আচার্য যাস্ক বলেন, 'অধ্বর্যু' বা 'অধ্বরযু' শব্দের অর্থ "যে অধ্বরকে অনুষ্ঠান করে", "অধ্বরের নেতা (বা অন্ত-প্রাপয়িতা)" কিংবা "যে অধ্বরকে (অনুষ্ঠান করিতে) কামনা করে;" আর 'অধ্বর' যজ্ঞের নামান্তর; 'ধ্বর'=হিংসাকর্ম; সুতরাং 'অধ্বর'=অহিংসাকর্ম।[৭] এই ব্যাখ্যা হইতে

---

১) কাহারও কাহারও মতে অহিংসা সত্যে প্রতিষ্ঠিত। যথা ধর্মব্যাধ বলেন,

"অহিংসা সত্যবচনং সর্বভূতহিতং পরম্।
অহিংসা পরমো ধর্মঃ স চ সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ ॥"—(মহাভা, ৩।২২৭।৭৪)

তিনি পরে আবার কৃষ্ণেরই মত বলিয়াছেন,

"প্রাণান্তিকে বিবাহে চ বক্তব্যমনৃতং ভবেৎ।
অনৃতেন ভবেৎ সত্যং সত্যেনৈবানৃতং ভবেৎ ॥
যদ্ভূতহিতমত্যন্তং তৎ সত্যমিতি ধারণা ॥"—(মহাভা, ৩।২০৯।৩-৪'১) প্রথম পঙ্‌ক্তি ভীষ্মও বলিয়াছেন, (মহাভা, ১২।১০৯।১৯'২)

২) "কিমাশ্চর্য চ যন্মূঢ়ো ধর্মকামোঽপ্যধর্মবিৎ।
সুমহৎ প্রাপ্নুয়াৎ পাপং গঙ্গায়ামিব কৌশিকঃ ॥"—(মহাভা, ১২।১০৯।৮

মুদ্রিত পাঠ 'পুণ্যং'। পরন্তু শুদ্ধ পাঠ 'পাপং' হইবে।

৩) মহাভা, ৬।৩।৫৪'২ ৪) মহাভা, ১৩।১১৪।২ আরও দেখ—মহাভা, ১৩।১১৫।৫২-৩

৫) যথা, 'ঋগ্বেদে' নিম্নলিখিত ঋষিগণের নিম্নোক্ত মন্ত্রসমূহ দেখ,—

মধুচ্ছন্দা—১।১।৪,৮ গোতম রাহূগণ—১।৭৪।১,৪
মেধাতিথি—১।১২।৭ ; ১।১৪।১১ কুৎস—১।৯৪।১৩ ; ১।১০১।৮
শুনঃশেফ—১।২৬।১ ; ১।২৭।১ দীর্ঘতমা—১।১৬২।১৭

৬) যথা দেখ—কুৎস ১।৯৪।৬
দীর্ঘতমা—১।১৬২।৫ ; ১।১৫।১
গৃৎসমদ—২।১৪।১—১১ ; ২।১৬।৫ ; ২।৩৭।১-২

দীর্ঘতমা ঋষি অশ্বমেধ যজ্ঞের ৬ জন ঋত্বিকের নাম করিয়াছেন,—হোতা, অধ্বর্যু, অবযাজ, অগ্নিমিন্ধ, গ্রাবগ্রাভ এবং সংস্তার। (ঋক্‌সং, ১।১৬২।৫) 'ঋগ্বেদে'র অপর একস্থলে যজ্ঞের ৭ জন ঋত্বিকের নামোল্লেখ পাওয়া যায়,—হোতা, পোতা, অগ্নীধ্র, নেষ্ট্রা, প্রশাস্তা, অধ্বর্যু এবং ব্রহ্মা। (ঋক্‌সং, ২।১।২) একাধিক ঋত্বিকের উল্লেখ বেদের অন্যত্রও আছে। (যথা দেখ—ঋক্‌সং, ২।৩৭।২ ; ৮।২।৪)। 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে'র মতে, অধ্বর্যু যজুর্বেদী।

"প্রজাপতির্যজ্ঞমতনুত তমাহরত্তেনাযজত স ঋচৈব হোত্রমকরোদ্‌যজুষাঽধ্বর্যবং সাম্নোদ্‌গীথম্।"—(ঐতব্রা, ৫।৩২)

আচার্য যাস্কের মতে, 'অধ্বর্যু' যজ্ঞের নেতা বা প্রধান কর্মকর্তা। (পরে ৪র্থ পাদটীকা দেখ)। বেদে আছে যে অশ্বিনীদ্বয় দেবতাগণের অধ্বর্যু ছিলেন। (তৈত্তিসং, ২।৬।৪।১ ; তৈত্তিব্রা, ৩।২।২।১ ; ঐতব্রা, ১।৮৮)

৭) "অধ্বর্যুরধ্বরযুরধ্বরং যুনক্ত্যধ্বরস্য নেতাধ্বরং কাময়ত ইতি বা। অপি বাধীয়ানে যুরুপবন্ধঃ। অধ্বর ইতি যজ্ঞনাম। ধ্বরতির্হিংসাকর্মা তৎপ্রতিষেধঃ।"—(নিরুক্ত, ১।৮।১)

সায়ন বলেন, "ন বিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্মিন্"—(ঋগ্বেদভাষ্য, ১।১৪।১১ ; ১।১৫।৭)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বুঝা যায় যে ঐ সকল ঋষি যজ্ঞকে অহিংস্র কর্ম মনে করিতেন; যজ্ঞে পশুবধকে তাঁহারা হিংসা মনে করিতেন না; তাই তাঁহারা, পশুবধাত্মক হইলেও, যজ্ঞকে অহিংসা-কর্ম বা 'অধ্বর' বলিয়াছেন।[১] বেদোক্ত সমস্ত যজ্ঞেই যে পশুবধ করা হইত, তাহা নহে। অগ্নিষ্টোমাদি কোন কোন যজ্ঞে পশুবধ হইত না। তাহা হইতে কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে সেই সকল যজ্ঞকেই বেদে 'অধ্বর' বলা হইয়াছে, পশুবধ-যুক্ত অপর যজ্ঞকে 'অধ্বর' বলা হয় নাই। বেদভাষ্যকার সায়নাচার্য কখন কখন বস্তুতই সেই প্রকার বলিয়াছেন।[২] কোন কোন বৈদিক ঋষিও যজ্ঞের এবং অধ্বরের মধ্যে পার্থক্য করিতেন বোধ হয়।[৩] তাঁহারা কোন্ দৃষ্টিতে ঐ পার্থক্য করিতেন, তাহা বলা যায় না। পরন্তু অপরে সেই পার্থক্য করেন নাই। যথা, কোন কোন ঋষি অগ্নিকে "অধ্বরসমূহের দীপ্তিমান্ পালয়িতা"[৪] "অধ্বর-সমূহের রথী,"[৫] "অধ্বরসমূহের পতি",[৬] "সমস্ত অধ্বরের হস্কর্তা (অর্থাৎ হসন-কর্তা বা স্পর্ধাকর্তা)",[৭] প্রভৃতি বলিয়াছেন। কোন কোন ঋষি যজমানকে "অধ্বরের ইর্তা" (অর্থাৎ 'নিশ্চয় কর্তা')[৮] বলিয়াছেন, তাঁহারা সমস্ত যজ্ঞকেই নির্বিশেষে 'অধ্বর' বলিয়াছেন বোধ হয়। বিশ্ববারা আত্রেয়ী ঋষি অগ্নিকে "স্বধ্বর" (সু + অধ্বর + বান্) বলিয়াছেন।[৯] 'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে ঐ 'অধ্বর' অর্থ 'যজ্ঞই ("অধ্বরো বৈ যজ্ঞঃ")।[১০] অপর কোন কোন ঋষিও অগ্নিকে "স্বধ্বর" বলিয়াছেন,[১১] আর কোন কোন ঋষি নিজেদের যজ্ঞকর্মকে "স্বধ্বর" করিবার জন্য অগ্নির

১) তাই দ্যা দ্বিবেদ লিখিয়াছেন, ("শ্রুতিতে ও তদনুসারী ধর্মশাস্ত্রে) যাহা উক্ত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই প্রকর্তব্য, যদিও বা তাহা হিংসা-যুক্ত হয়। (যদিও যজ্ঞে) পশ্বাদির হিংসা হয়', (তথাপি) কুৎস ঋষি উহাকে 'অধ্বর' বলিয়াছেন।" —('নীতিমঞ্জরী', ২৫ শ্লোক)

২) যথা দেখ—"অধ্বরং হিংসাপ্রত্যবায়রহিতমগ্নিষ্টোমাদিযজ্ঞম্"—(ঋক্সং; ১।৭৪।১ সায়নভাষ্য)
"নবিদ্যতে ধ্বরো হিংসা যস্যাগ্নিষ্টোমাদেঃ সোঽয়মধ্বরঃ নহি তদনুষ্ঠায়িনঃ কাচিদ্ধিংসাঽস্তি।
তস্য স্বর্গকামস্যাপি হেতুত্বাৎ "—(তৈত্তিব্রা, ২।২।২০৪, সায়নভাষ্য)

৩) যথা, মেধাতিথি ঋষি বলিয়াছেন,
"দ্রবিণোদা দ্রবিণসো গ্রাবহস্তাসো অধ্বরে।
যজ্ঞেষু দেবমীড়তে।"—(ঋক্সং, ১।১৫।৭)

এই মন্ত্রে 'অধ্বর' শব্দ সপ্তমীর এক বচনে এবং 'যজ্ঞ' শব্দ সপ্তমীর বহুবচনে প্রযুক্ত হওয়াতে বুঝা যায় যে উহাদের মধ্যে কোন না কোন প্রকার পার্থক্য করা হইয়াছে। সায়ন বলেন, "অধ্বরে অগ্নিষ্টোমে প্রকৃতিরূপে যজ্ঞেষু বিকৃতরূপেষু উক্থ্যাদিষু চ।" কেহ কেহ 'অধ্বর' শব্দকে যজ্ঞের বিশেষণরূপে ব্যবহার করিয়াছেন। যথা, মধুচ্ছন্দা ঋষি বলিয়াছে—

"অগ্নে যং যজ্ঞমধ্বরং বিশ্বতঃ পরিভূরসি।
স ইদ্দেবেষু গচ্ছতি॥"—(ঋক্সং, ১।১।৪ ; তৈত্তিসং, ৪।১।১১।১)

আরও দেখ—ঋক্সং, (১।১৪।১১) [মেধাতিথি] তাহাতে ইহা কল্পনা করা যাইতে পারে যে ঐ সকল ঋষি যজ্ঞকে ও অধ্বরকে ভিন্ন ভিন্ন বলিয়া মনে করিতেন। অথবা, তাঁহারা যজ্ঞকে দ্বিবিধ বলিয়া মনে করিতেন: এক প্রকার যজ্ঞ 'অধ্বর', অন্য প্রকার যজ্ঞ 'অনধ্বর' বা 'ধ্বর'। এই দ্বিতীয় প্রকার যজ্ঞ হইতে পার্থক্য নির্দেশার্থ—প্রথম প্রকার যজ্ঞকে 'অধ্বর যজ্ঞ' বলিতেন।

৪) "রাজন্তমধ্বরাণাং গোপাং"—(ঋক্সং, ১।১।৮ ; তৈত্তিসং, ১।৫।৬।২ ; বাজসং(মাধ্য), ৩।২৩

৫) "রথীরধ্বরাণাং"—(ঋক্সং, ১।৪৪।২)

৬) "পতির্হ্যধ্বরাণাং"—(ঋক্সং, ১।৪৪।৯)

৭) "বিশ্বেষামধ্বরাণাং হস্কর্তারং"—(ঋক্সং, ৪।৭।৩)

৮) ঋক্সং, ১০।১৪০।৫ ; বাজসং, (মাধ্য), ১২।১১০ ; সামসং, উত্তর, ৯।২।১

৯) ঋক্সং, ২।২৮।৫ বিশ্ববারার পরের মন্ত্রেও (ঋক্সং, ৫।২৮।৬) 'অধ্বর' শব্দের প্রয়োগ আছে।

১০) শতব্রা (মাধ্য) ১।৪।১।৩৯

১১) যথা দেখ—ঋক্সং, ১।৪৫।১ (প্রস্কণ্ব) ; ১।১২৭।১ (পরুচ্ছেপ) ; ২।২।৮ (গৃৎসমদ) ;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিকট প্রার্থনা করিয়াছেন।[১] দীর্ঘতমা ঋষি "স্বধ্বর যজ্ঞে"র উল্লেখ করিয়াছেন।[২] 'বাজসনেয়সংহিতা'তে স্ফ্যকে "অধ্বরকৃৎ" বলা হইয়াছে।[৩] কেননা, উহা বেদীখননাদি দ্বারা 'অধ্বরকে করে' অর্থাৎ অধ্বরের সহায়ক হয়। 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে, ঐখানে "অধ্বরো বৈ যজ্ঞঃ"।[৪] 'বাজসনেয়সংহিতা'র এক মন্ত্রে 'যজ্ঞ' ও 'অধ্বর' শব্দদ্বয় পর্যায়বাচকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে।[৫] 'শতপথব্রাহ্মণে'র মতে বিশ্বামিত্র ঋষি 'অধ্বর' শব্দ 'যজ্ঞ' অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন।[৬] এইরূপে নিশ্চিত হয় যে বেদের বহুত্র 'যজ্ঞ' এবং 'অধ্বর' শব্দ একার্থে,—পর্যায়বাচী রূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। দীর্ঘতমা ঋষি অশ্বমেধ যজ্ঞকে 'অধ্বর'[৭] এবং উহার এক ঋত্বিক্‌কে 'অধ্বর্যু' বলিয়াছেন।[৮] প্রজাপতি ঋষিও ঠিক সেই প্রকার বলিয়াছেন।[৯] শুনঃশেফ ঋষি নরমেধযজ্ঞকে 'অধ্বর' বলিয়াছেন।[১০] প্রজাপতি ঋষি পশুহিংসাযুক্ত সোমযাগকে যেমন 'অধ্বর' তেমন 'যজ্ঞ'ও বলিয়াছেন।[১১] 'অধ্বর' শব্দের ঐ প্রকার প্রয়োগ আরও বহু পাওয়া যায়।[১২] তাহাতে এই কল্পনার আর অবসর থাকে না যে কেবল পশুবধরহিত যজ্ঞকেই বেদে 'অধ্বর বলা হইয়াছে।

বেদের কোন কোন মন্ত্রে ইন্দ্রকে 'অধ্বর' বলা হইয়াছে। যথা,

"ইন্দ্রে বিশ্বানি বীর্যাকৃতানি কর্ত্বানি চ।
যমর্কা অধ্বরং বিদুঃ॥"—(ঋক্‌সং ৮।৫২।৬)

সায়ন বলেন অধ্বর = অহিংসক

পশুবধ সত্ত্বেও যজ্ঞকে বেদে 'অধ্বর' বা অহিংসা-কর্ম বলা হয় কি প্রকারে? যজ্ঞে নিহত অশ্বকে লক্ষ্য করিয়া দীর্ঘতমা ঋষি,[১৩] তথা প্রজাপতি ঋষি,[১৪] বলিয়াছেন,—

"ন বা উ এতন্ম্রিয়সে ন রিষ্যসি দেবাং ইদেষি পথিভিঃ সুগেভিঃ" ইত্যাদি।[১৫] 'এখন (বা এখানে) তুমি (অপর অশ্বের ন্যায়) নিশ্চয় মর না। (কেননা,) তুমি সুগম পথে নিশ্চয় দেবতাগণের নিকটে গমন কর। (সেই হেতু) তুমি হিংসা কর না।' তাৎপর্য এই যে যজ্ঞে নিহত পশুর উর্ধ্বগতি লাভ হয়। সেইহেতু যজ্ঞে বধ করিলে পশুকে প্রকৃত পক্ষে

---

১) যথা দেখ—ঋক্‌সং, ৩।৬।৬ (বিশ্বামিত্র); ৩।২৯।১২

২) "যজ্ঞে স্বধ্বরে"—ঋক্‌সং, ১।১৪২।৫

৩) বাজসং, (মাধ্য) ১।২৪,

৪) শতব্রা, (মাধ্য), ১।২।৪।৫

৫) বাজসং (মাধ্য), ৫।১৭ 'শতপথব্রাহ্মণে' ও উল্লিখিত হইয়াছে যে ঐ মন্ত্রে "অধ্বরো বৈ যজ্ঞঃ"—(মাধ্য), ৩।৫।৩।১৭

৬) ঋক্‌সং, ৩।২৭।৪ এবং শতব্রা (মাধ্য), ১।৪।১।৩৮ দেখ।

৭) ঋক্‌সং, ১।১৬২।১৭; তৈত্তিসং, ৪।৬।৯।২; বাজসং (মাধ্য), ২৫।৪০

৮) ঋক্‌সং, ১।১৬২।৫; বাজসং (মাধ্য), ২৫।২৮

৯) বাজসং, (মাধ্য), ২৫।৪০ ('অধ্বরেষু'); ২৩।২৩ ('অধ্বর্যো', ২৮ ('অধ্বর্যবঃ'; ২৫।২৮ ('হোতাধ্বর্যুঃ')

১০) ঋক্‌সং, ১।২৬।১; ১।২৭।১ 'ঐতরেয় ব্রাহ্মণে' আছে যে রাজা হরিশ্চন্দ্রের রাজসূয় যজ্ঞে—যাহাতে শুনঃশেষ বলিরূপে নিশ্চিত হইয়াছিল, জমদগ্নি ঋষি "অধ্বর্যু" ছিলেন। (ঐতব্রা, ৭।১৫-৬)

১১) বাজসং (মাধ্য), ৬।২৩—২৩; ('অধ্বরো বৈ যজ্ঞঃ')—শতব্রা (মাধ্য), ৩।৯।২।১০; ৩।৯।৩।৫; বাজসং (মাধ্য) ৬।২৬ (যজ্ঞ)

১২) যথা দেখ—বাজসং (মাধ্য), ৩।১১ শতব্রা (মাধ্য), ২।৩।৪।১ ও ১০); ২১।৪৭

১৩) ঋক্‌সং, ১।১৬২।২১

১৪) বাজসং (মাধ্য), ২৩।১৬; ২৫।৪৪

১৫) এই মন্ত্র বেদের অন্যত্রও পাওয়া যায়। যথা দেখ—তৈত্তিসং, ৪।৬।৯।৪; তৈত্তিব্রা, ৩।৭।৭।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিংসা করা হয় না, বরং উহার কল্যাণ করা হয়। তাই উহা হননকারীকে প্রতিহিংসা করে না। 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' আছে,

"পশুর্বৈ নীয়মানঃ স মৃত্যুং প্রাপশ্যৎ স দেবান্নান্বকাময়তৈতুং তং দেবা অব্রুবন্নেহি স্বর্গং বৈ ত্বা লোকং গময়িষ্যাম ইতি স তথেত্যব্রবীৎ তস্য বৈ" ইত্যাদি।[১]

'(যজ্ঞে বধস্থানে) নীয়মান পশু মৃত্যুকে প্রত্যক্ষ দর্শন করিল। সে দেবতাদিগের নিকটে গমন করিতে ইচ্ছা করিল না। দেবগণ উহাকে বলিল, আস, তোমাকে আমরা নিশ্চয় স্বর্গলোকে লইয়া যাইব। উহা তাঁহাদিগকে বলিল, তথাস্তু ইত্যাদি। সুতরাং তন্মতে যজ্ঞে নিহত পশুর স্বর্গপ্রাপ্তি হয় এবং সেইহেতু পশুও যজ্ঞে নিহত হইতে ইচ্ছা করে। 'বাজসনেয়সংহিতা'র এক স্থলে আছে যে যজ্ঞে নিহত পশুর মনপ্রাণাদি দেবতাদিগের মনপ্রাণাদির সহিত সঙ্গত হয়।[২] 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'ও সেই প্রকার কথা আছে।[৩] সুতরাং উহার দেবলোকে গমন হয়। সেই কারণে যজ্ঞে বধ করা পশুর প্রতি অনুগ্রহই, হিংসা নহে।[৪] তাই যজ্ঞকে 'অহিংসা-কর্ম' বা 'অধ্বর' বলা হয়।

বেদের কোন কোন মন্ত্রে আছে যে "ওষধে ত্রায়স্ব স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ।" ব্রাহ্মণ-গ্রন্থে এবং শ্রৌতসূত্রে ঐ সকল মন্ত্রের বিনিয়োগ পাওয়া যায়। যজ্ঞে বধার্থ আনীত পশুকে বন্ধনের যূপ আহরণ করিতে বৃক্ষের নিকটে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয়, উহাতে ঐ অংশ আছে।[৫] যূপ বৃক্ষের কুশ সরাইতে সরাইতে বলিতে হয় "ওষধে ত্রায়স্ব" ('হে বৃক্ষ, তুমি (পরশুর ভয় হইতে আমাকে) ত্রাণ কর')। অনন্তর পরশুর দ্বারা বৃক্ষকে ছেদন করিতে করিতে পাঠ করিতে হয় "স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ" ('হে পরশু, তুমি ইহাকে (যূপ বৃক্ষকে) হিংসা করিও না')।[৬] হন্যমান পশুর নিকটে যে মন্ত্র পাঠ করিতে হয় তাহাতেও ঐ বচন আছে।[৭] উত্তান পশুর সম্মুখে কুশতৃণ রাখিয়া বলিতে হয় "ওষধে ত্রায়স্ব"। অনন্তর অসি দ্বারা পশুর উদর ছেদন করিতে করিতে পাঠ করিতে হয়, "স্বধিতে মৈনং হিংসীঃ" ('হে অসি তুমি ইহাকে (পশুকে) হিংসা করিও না')।[৮] কুশতরুণ মন্ত্রেও ঐ বচন আছে।[৯] ঐ সকল মন্ত্রের দ্রষ্টা প্রজাপতি ঋষি। বৃক্ষকে ছেদন করা হইতেছে এবং পশুকে হনন করা হইতেছে। সুতরাং উভয়ত্র হিংসা করা হইতেছে। অথচ, উক্ত বেদমন্ত্রে বলা হইতেছে হিংসা করা হইতেছে না। ঐ প্রকারে অযথার্থ বা বিপরীতার্থ বাচক মনে করিয়া পুরাকালে কৌৎস ঋষি বেদের নিন্দা করিতেন। আচার্য যাস্ক তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[১০] পরন্তু তিনি বলিয়াছেন যে উহা ঠিক নহে,—বেদমন্ত্র প্রকৃত পক্ষে অযথার্থ কিংবা বিপরীতার্থ বাচক নহে। কেননা, "আম্নায়বচনাদহিংসা প্রতীয়তে" ('শ্রুতিবচন হইতে প্রতীতিগোচর হয় যে উহা অহিংসাই')।[১১]

---

১) ঐতব্রা, ২।৬ ২) বাজসং (মাধ্য), ৬।১৮—

৩) ঐতব্রা, ২।৬

৪) স্কন্দস্বামী বলেন, "যজ্ঞে হি যা পশোর্হিংসা সাহনুগ্রহ এব ন হিংসেত্যেতৎ।"—(নিরুক্তটীকা ১।-।১)

৫) বাজসং (মাধ্য), ৫।৪২ ; তৈত্তিসং, ১।২।১।১ ; ১।৩।৫।১ ইত্যাদি।

৬) শতব্রা (মাধ্য), ৩।৬।৪।১০ ; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, ৬।১।১২-৩ ; আরও দেখ—বাজসং [মাধ্য] ৫।৪৩

৭) বাজসং [মাধ্য], ৪।১

৮) শতব্রা [মাধ্য], ৩।৮।২।১২ ; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, ৬।৩।৮-৯

৯) বাজসং [মাধ্য] ৪।১ ; শতব্রা (মাধ্য), ৩।১।২।৭ ; কাত্যায়নশ্রৌতসূত্র, ৭।২।১০-১

১০) যাস্কের 'নিরুক্ত', ১।১৫ ১১) ঐ, ১।১৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধর্মসংরক্ষণার্থ এবং পরোপকারার্থও, প্রয়োজন হইলে, হিংসা করাকে কোন কোন ঋষি পাপ মনে করিতেন না। দীর্ঘজিহ্বীর আখ্যান হইতে তাহা দেখা যায়।[১] পুরাকালে দীর্ঘজিহ্বী নামে এক রাক্ষসী ছিল। সে যজ্ঞহন্তা ছিল এবং যজ্ঞার্থে সমাহৃত দ্রব্যসমূহ ভক্ষণ করত সর্বত্র বিচরণ করিত।[২] সেই কারণেই যজ্ঞপতি ভগবান্ ইন্দ্র তাহাকে বধ করিতে ইচ্ছা করেন। পরন্তু কোন কৌশলে ("মায়য়া") তাহাকে মারিতে সমর্থ হইলেন না। ঐ সময়ে "সুমিত্র এবং কল্যাণ" কুৎস নামে এক ঋষি ছিলেন। ইন্দ্র তাঁহাকে বলেন, 'এই রাক্ষসীকে বল সে যেন আমার অভিমুখী হয়।' তাহাতে কুৎস দীর্ঘজিহ্বীকে ইন্দ্রের অভিমুখী হইতে বলেন। সে আনন্দিত হইয়া উত্তর করে, 'অহহ, আমি যে ইহা শুনি নাই তাহা নহে। ইহা নিশ্চয় আমার হৃদয়ের প্রিয় হইয়াছে।' এইরূপে অভিমুখী করিয়া কুৎস ঐ রাক্ষসীকে ইন্দ্রকে নিবেদন করেন। অনন্তর তিনি এবং ইন্দ্র উভয়ে মিলিয়া (প্রোক্ষণাদি দ্বারা) সংস্কৃত করত তাহাকে যজ্ঞবাটে হনন করেন। তাঁহারা তখন তাহাকে হনন করিতেই কামনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলে যে কুৎস ঋষি সাম গান করিয়া দীর্ঘজিহ্বী রাক্ষসীকে ইন্দ্রের অভিমুখী করেন এবং ঐ সাম তখন হইতে তাঁহার নামানুসারে 'সৌমিত্র সাম' নামে খ্যাত হয়।[৩] পরন্তু ঐ সৌমিত্র সামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ ভিন্ন প্রকার কিংবদন্তীও প্রচলিত আছে। তন্মতে, দীর্ঘজিহ্বীকে মারিয়াছিলেন বলিয়া লোকে এই বলিয়া কুৎসের নিন্দা করিতে লাগিল যে তিনি "সুমিত্র" (অর্থাৎ সর্ব প্রাণীর উত্তম মিত্র), তথা "কল্যাণ" (অর্থাৎ সর্বভুতের কল্যাণস্বরূপ বা কল্যাণকারী), হইয়াও ঐ প্রকার ক্রূর কর্ম করিয়াছেন। তাহাতে তিনি শোকগ্রস্ত হন। ঐ শোক অপনোদনের জন্য তিনি তপস্যা করেন। তপস্যা করত তিনি ঐ সাম দর্শন করেন। তাহাতে তাঁহার শোক বিনষ্ট হয় এবং ঐ সাম তাঁহার নামানুসারে 'সৌমিত্র সাম' নামে অভিহিত হইতে থাকে।[৪] যাহা হউক, উভয় প্রবাদ মতে ইহা প্রকৃত যে কুৎস ঋষি, "সুমিত্র এবং কল্যাণ" হইয়াও, যজ্ঞরক্ষার্থ যজ্ঞপতি ইন্দ্রের পরামর্শে দীর্ঘজিহ্বী রাক্ষসীকে বধ করেন।[৫] উহার আধারে দ্ব দ্বিবেদ লিখিয়াছেন, "সাধুগণ পরোপকারার্থ অকৃত্য কার্যও করিয়া থাকেন। (যথা) কুৎস (ঋষি) দীর্ঘজিহ্বীকে হনন করত মনুষ্যগণকে অভয় প্রদান করেন।"[৬]

'ছান্দোগ্যোপনিষদে' আছে, "অহিংসন্ সর্বভূতান্যন্যত্র তীর্থেভ্যঃ" (অর্থাৎ তীর্থসমূহে ব্যতীত অন্যত্র কোনও প্রাণীকে হিংসা করিবে না)।[৭] আচার্য শঙ্কর বলেন, ঐ 'তীর্থ' শব্দের

---

১) তাণ্ড্যমহাব্রা, ১৩।৬।৮-১০ 'ঋগ্বেদে'র ১।৯৭ সূক্তের সায়নাচার্য-কৃত ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাতও দ্রষ্টব্য।

২) 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে' (২।২২)ও আছে যে দীর্ঘজিহ্বী আসুরী দেবতার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট প্রাতঃসবন অবলেহন করে।

৩) 'তাণ্ড্যমহাব্রাহ্মণে'র মতে কুৎসঋষি "ইন্দ্রায় সাম গায়ত" ইত্যাদি সাম গান করেন। (সামসং, উত্তর ৩।২।২২।১—৩) ঐ মন্ত্রত্রয় 'ঋগ্বেদে' (৮।৯৮।১—৩) এবং 'অথর্ববেদে' (২০।৬২।৫-৭)ও আছে। কাত্যায়নের 'সর্বানুক্রমণী'র মতে 'ঋগ্বেদে'র ৮।৯৮ সূক্তের দ্রষ্টা নৃমেধ আঙ্গিরস ঋষি।

৪) কাহারও কাহারও মতে কুৎস ঋষি "অপ নঃ শোশুচদঘমগ্নে" ইত্যাদি ঋক্‌মন্ত্র (ঋক্‌সং, ১।৯৭ সূক্ত) দ্বারা অগ্নিকে স্তুতি করিয়া শোক রহিত হন। (ঐ সূক্তের সায়ন-ভাষ্যের উপোদ্‌ঘাত দেখ)। ঐ সূক্ত 'অথর্ববেদে' (৪।৩৩) এবং 'তৈত্তিরীয়ারণ্যকে'ও (৬।২১ অনুবাক) (কিঞ্চিৎ পাঠান্তরে) পাওয়া যায়।

৫) ইন্দ্রের সাহায্যার্থ অপর কোন কোন ঋষিও শত্রুবধ করেন। তাহাতে তাঁহারাও শোকার্ত হন এবং তপস্যা করত শোকমুক্ত হন। যথা, ভৃগুগোত্রীয় বিদন্বান ঋষি। (তাণ্ড্যমহাব্রা, ১৩।১১।১০)

৬) দ্বা দ্বিবেদ, 'নীতিমঞ্জরী', ২৪ শ্লোক।

৭) ছান্দোগ্যউ, ৮।১৫।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থ "শাস্ত্রানুজ্ঞাবিষয়"। সুতরাং ঐ উপনিষদে শাস্ত্রবিহিত বিষয়ে ব্যতীত অন্যত্র প্রাণিহিংসা নিষিদ্ধ হইয়াছে।[১]

'মনুস্মৃতি'তেও আছে যে মনুষ্য অহিংসা পূর্বকই ধর্মাচরণ করিবেক। কথিত হইয়াছে যে যাহাতে সর্বভূতের অহিংসা থাকে শ্রেয় লাভের সেই প্রকার উপায়ই ধর্মোপদেষ্টৃগণের উপদেশ কর্তব্য।[২] কোন প্রাণীকে পীড়া না দিয়াই ("সর্বভূতান্যপীড়য়ন্") মনুষ্য ধীরে ধীরে ধর্ম সঞ্চয় করিবেক।[৩] এমন কি পীড়িত হইয়াও, অপরের মর্মে পীড়া দিবে না এবং পরদ্রোহকর কর্ম করিতে ইচ্ছা করিবে না। যে বাণী দ্বারা অপরে উদ্বিগ্ন হয়,—ব্যথা পায় সে বাণী বলিবে না। কেননা, ঐ প্রকার বাণী ও কর্ম স্বর্গাদিলোক প্রাপ্তির বিরোধী।[৪] অহিংসাকে প্রশংসা করিতে মনুর মতে চারি বর্ণের ধর্ম সংক্ষেপে এই—অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, শৌচ এবং ইন্দ্রিয়নিগ্রহ।[৫] তন্মধ্যে আবার অহিংসাকে এই বলিয়া প্রশংসা করিয়াছেন যে, "যে প্রাণীদিগকে বন্ধন, বধ, প্রভৃতি ক্লেশসমূহ প্রদান করিতে ইচ্ছা করে না, সকলের হিতাকাঙ্ক্ষী সে অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়। যে কাহাকেও হিংসা করে না, সে যাহা যাহা করিতে চিন্তা করে এবং যাহা যাহা করে, তথা (পরমার্থধ্যানাদি) যে যে বিষয়ে ধৃতি বন্ধন করে, তৎসমস্তই অনায়াসে প্রাপ্ত হয়।"[৬] অর্থাৎ তাহার সঙ্কল্পিত ও প্রারব্ধ, ব্যবহারিক কিংবা পারমার্থিক কার্য—যে যে কার্য সম্পাদনে সে মনকে দৃঢ় করে, তৎসমস্তই অনায়াসে সুসম্পন্ন হয়। "ইন্দ্রিয়সমূহের নিরোধ, রাগ ও দ্বেষের বিনাশ, এবং প্রাণীদিগের অহিংসা দ্বারা মনুষ্য অমৃতত্ব লাভ করিতে সমর্থ হয়।"[৭] "অহিংসা, ইন্দ্রিয়বিষয়সমূহে অনাসক্তি, বৈদিক কর্মসমূহ (আচরণ), এবং কঠোর তপশ্চর্যা দ্বারা (মনুষ্য) ইহজীবনেই ব্রহ্মপদ প্রাপ্ত হয়।"[৮] পক্ষান্তরে তিনি হিংসাকে এই বলিয়া নিন্দা করিয়াছেন যে, যে ব্যক্তি নিত্য হিংসায় নিরত থাকে সে ইহকালে কিংবা পরকালে, কোথাও সুখ পায় না।[৯] "যে ব্যক্তি আত্মসুখেচ্ছায় অহিংসক প্রাণীদিগকে হত্যা করে, সে জীবিতাবস্থায় কিংবা মৃত্যুর পর, কোথাও কখনও সুখ পায় না।"[১০]

তথাপি মনু বলিয়াছেন যে যজ্ঞে, দেবকার্যে, পিতৃকার্যে এবং মধুপর্কে পশুহিংসা কর্তব্য।[১১] কেননা, "বেদোঽখিলো ধর্মমূলং স্মৃতিশীলে চ তদ্বিদাং" ('বেদ সমস্ত ধর্মের মূল বা প্রমাণ; বেদবিদ্‌গণের স্মৃতি এবং আচারও প্রমাণ');[১২] "তাভ্যাং ধর্মো হি নির্বভৌ" ('কেননা,

---

১) "তস্মাদেতাং রাত্রিং প্রাণভৃতঃ প্রাণং ন বিচ্ছিন্দ্যাদপি কৃকলাসস্যৈতস্যা এব দেবতায়া অপচিত্যৈ"— 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে'র এই বচন (১।৫।১৪) এবং উহার শঙ্কর-কৃত ভাষ্যও দ্রষ্টব্য।

২) 'মনুস্মৃতি', ১।১৫৯ ১

৩) ঐ, ৪।২৩৮

৪) ঐ, ২।১৬১

৫) ঐ, ১০।৬৩

৬) ঐ, ৫।৪৬—৭

৭) ঐ, ৬।৬০

৮) ঐ, ৬।৭৫ অন্যত্র আছে,
"বেদাভ্যাস, তপ, জ্ঞান, ইন্দ্রিয়সংযম, অহিংসা এবং গুরুসেবা পরম নিঃশ্রেয়সকর।" (ঐ, ১২।৮৩)
"সর্বেষামপি চৈতেষামাত্মজ্ঞানং পরং স্মৃতম্।
তদ্ধ্যগ্রং সর্ববিদ্যানাং প্রাপ্যতে হ্যমৃতং ততঃ॥ (ঐ, ১২।৮৫)
পরন্তু বৈদিক কর্মযোগে ঐ সমস্তই অশেষত অন্তর্ভুক্ত হয়। (ঐ, ১২।৮৭)

৯) ঐ, ৪।১৭০

১০) ঐ, ৫।৪৫

১১) ঐ, ৫।৪১

১২) ঐ, ২।৬১

৩২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উহাদেরই হইতে ধর্ম নির্গত বা প্রকটিত হইয়াছে')।"[১] "যে মনুষ্য শ্রুতিস্মৃত্যুদিত (স্ব)ধর্ম অনুষ্ঠান করে, সে ইহলোকে কীর্তি এবং পরলোকে অনুত্তম সুখ প্রাপ্ত হয়।"[২] "অতন্দ্রিত থাকিয়া বেদোদিত স্বকর্ম নিত্য করিবে। কেননা, তাহা যথাশক্তি করিলে (মনুষ্য) পরমগতি প্রাপ্ত হয়।"[৩] বেদে ও তদনুসারী ধর্মশাস্ত্রে যজ্ঞে পশুবধের কর্তব্যতা বিহিত হইয়াছে। তাই উহা করিতেই হইবে। মনু বলেন, ব্রাহ্মণগণ যজ্ঞার্থ, তথা অবশ্য-পোষ্যবর্গের ভরণ-পোষণার্থ প্রশস্ত (বা শাস্ত্রবিহিত) পশুপক্ষিগণকে বধ করিতে পারেন। কেননা, পুরাকালে অগস্ত্য ঋষি সেই প্রকার করিয়াছিলেন। প্রাচীন কালে ঋষিমুনিদিগের, তথা ব্রাহ্মণদিগের ও ক্ষত্রিয়দিগের, যজ্ঞসমূহে পশুপক্ষীদিগের মাংসের পুরোডাশ প্রদত্ত হইত। সুতরাং আধুনিকগণও সেই প্রকার করিতে পারেন।[৪] শ্রাদ্ধে মাংস প্রদান করিলে পিতৃগণের তৃপ্তি হইয়া থাকে, তাই প্রদান কর্তব্য।[৫]

পূর্বোক্ত অহিংসা-বিধানের সহিত এই পশুবধবিধানের সমন্বয় রক্ষার্থ মনু বলেন যে বেদবিহিত পশুবধ হিংসা নহে। "পশুসমূহ যজ্ঞার্থই স্বয়ং স্বয়ম্ভু কর্তৃক সৃষ্ট হইয়াছে। আর যজ্ঞ সকলের ভূত্যর্থ। সেইহেতু যজ্ঞে (পশু)বধ অবধই।"[৬] "যে হিংসা বেদবিহিত এবং এই চরাচর জগতে নিয়ত, তাহাকে অহিংসা বলিয়াই মনে করিতে হইবে। কেননা, বেদ হইতেই ধর্ম নির্গত হইয়াছে।"[৭] তাৎপর্য এই যে—বেদ ধর্মই বিধান করে, অধর্ম নহে। সুতরাং যাহা বেদে বিহিত হইয়াছে, তাহা অবশ্যই ধর্ম, অধর্ম হইতেই পারে না। যজ্ঞাদিতে পশুবধ বেদে বিহিত হইয়াছে। সুতরাং উহা ধর্মই, অধর্ম নহে। অহিংসাই ধর্ম, আর হিংসা অধর্ম। সুতরাং বেদে বিহিত বলিয়া যজ্ঞে পশুবধ হিংসা নহে, অহিংসাই।[৮]

যজ্ঞ, দেবকার্য, পিতৃকার্য এবং মধুপর্কে ব্যতীত অপর কোন স্থলে পশুহিংসা মনু নিষেধ করিয়াছেন।[৯] কেননা, উহা বেদবিহিত নহে। "দ্বিজ গুরুগৃহে (বা ব্রহ্মচর্যাশ্রমে), (নিজের) গৃহ (বা গার্হস্থ্যাশ্রমে), কিংবা অরণ্যে (অর্থাৎ বানপ্রস্থাশ্রমে ও সন্ন্যাসাশ্রমে) নিবাস করিয়া, এমন কি আপৎকালেও, বেদে অবিহিত হিংসা সমাচরণ করিবেক না।"[১০] যে পশুবধ বেদবিহিত নহে, তাহা, মনুর মতে, 'বৃথা'। বৃথা পশুবধকে তিনি নিষেধ করিয়াছেন। "ন ত্বেব তু বৃথা হন্তুং পশুমিচ্ছেৎ কদাচন" ('পরন্তু বৃথা পশু হনন করিতে কদাচও নিশ্চয় ইচ্ছা করিবে না')।[১১] তিনি উহার এই বলিয়া তীব্র নিন্দা করিয়াছেন যে "বৃথাপশুঘ্ন

১) ঐ, ২।১০ ২) ঐ, ২।৯
৩) ঐ, ৪।১৪ ; আরও দেখ—৪।১৫৫ ৪) ঐ, ৫।২২-৩
৫) ঐ, ৩।২৬৭— ৬) ঐ, ৫।৩৯
৭) ঐ, ৫।৪৪

৮) মনু আরও বলেন "ওষধিসমূহ, বৃক্ষসমূহ, পশুসমূহ, এবং পক্ষিসমূহ, তথা (অপর) তির্যক্প্রাণিসমূহ, যজ্ঞার্থ নিধন প্রাপ্ত হইলে, পুন(র্জন্মে) উৎকৃষ্ট গতি (অর্থাৎ জাত্যুৎকর্ষ) প্রাপ্ত হয়।" (ঐ, ৫।৪০) "(যজ্ঞ, দেবকার্য, পিতৃকার্য এবং মধুপর্ক)—এই সকল স্থলে পশুগণকে হিংসা করিয়া বেদতত্ত্বার্থবিদ্ দ্বিজ নিশ্চয়ই নিজের, তথা পশুর, উত্তম গতি প্রাপ্ত করায়।" (ঐ, ৫।৪২)

৯) 'মনুস্মৃতি' ৫।৪১ মহাভারতে'র একস্থলে আছে, "সর্বকর্মস্বহিংসা হি ধর্মাত্মা মনুরব্রবীৎ" (ধর্মাত্মা মনু সর্ব-কর্মেই অহিংসা বলিয়াছেন।' (মহাভা, ১২।২৬৪।৫'১)

১০) ঐ, ৫।৪৩ ১১) ঐ, ৫।৩৭'২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(তৎকর্তৃক হত) পশুর যত লোম আছে, তত বার, ইহজন্মের পর, জন্মে জন্মে মারণ প্রাপ্ত (অর্থাৎ অন্য দ্বারা নিহত হইয়া থাকে।"[১] পাকাদির জন্য অগ্নির প্রজ্বলনে, মরিচমশলাদির পেষণে, গৃহের পরিষ্কার-করণে, ধান্যাদির কুট্টনে এবং জলব্যবহারে[২]—এই পাঁচ স্থলে বহু ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবজন্তু অবশ্যই হত্যা হইয়া থাকে। তাই হিন্দুধর্মশাস্ত্রকারগণ উহাদিগকে 'পঞ্চ সূনা' (বা হিংসাস্থান) বলিয়া থাকেন। তাঁহারা মনে করেন যে উহাদের নিমিত্ত মনুষ্যের অবশ্যই পাপ হইয়া থাকে। পরন্তু গৃহস্থের পক্ষে উহারা অপরিহার্য। তাই ঐ অপরিহার্য পাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভার্থ তাঁহারা পঞ্চমহাযজ্ঞের বিধান দিয়াছেন।[৩] যাহা হউক তাহা হইতে ইহার প্রকৃষ্টরূপে পরিচয় পাওয়া যায় যে তাঁহারা হিংসা বিষয়ে কত সূক্ষ্ম বিচার করিতেন। মনু বলেন, যদি কেহ বৃক্ষলতাদি কোন স্থাবর জীবকে কিংবা মনুষ্যপশুপক্ষ্যাদি কোন জঙ্গম জীবকে কোন প্রকারে পীড়া দেয়, তবে তাহাকে দণ্ড প্রদান করিতে হইবে। পীড়া যত অধিক হয় দণ্ডও তত অধিক হইবে।[৪] ঐ প্রকারে হিংসা জনিত পাপের জন্য প্রায়শ্চিত্ত বিধানও তিনি দিয়াছেন।[৫]

মনু আরও বলিয়াছেন, "যখন ধর্মে বাধা উপস্থিত হয় (অর্থাৎ স্বধর্ম যথাবিধি আচরণ করিতে দুষ্ট লোকে দেয় না) তখন (ঐ বাধাপ্রদানকারীকে বধার্থ) দ্বিজাতিদিগের শস্ত্র গ্রহণ করা উচিত। যখন কাল বশত দ্বিজাতিদিগের বর্ণসমূহের বিপ্লব উপস্থিত হয়, তখন আত্ম-রক্ষার্থ, (ধনগবাদি) দক্ষিণাসমূহের রক্ষার্থ এবং স্ত্রীগণের ও বিপ্রগণের রক্ষার্থ, এবং সংগ্রামে, ধর্মানুসারে বধ করিয়া (মানুষ) দোষভাগী হয় না। আততায়ীকে আসিতে দেখিলে,—সে গুরুজন, বালক, বৃদ্ধ, ব্রাহ্মণ কিংবা অতি বিদ্বান্ ব্যক্তি—যাহাই হউক না কেন, কোন বিচার না করিয়া অবশ্যই হনন করিবে। প্রকাশ্যে কিংবা অপ্রকাশ্যে (যে কোন প্রকারেই হউক না কেন), আততায়ীকে বধ করিলে হননকারীর কোন দোষ হয় না।"[৬] গৃহে অগ্নি প্রদানকারী, বিষপ্রদানে জীবঘাতক, শস্ত্রহস্তে জীবহননে উদ্যত, ধনাপহরণকারী, ক্ষেত্রাপহরণকারী এবং স্ত্রী-অপহরণকারী—এই ছয় প্রকার ব্যক্তি আততায়ী।[৭]

যুদ্ধ ধর্মার্থ এবং অন্তিম উপায়

আর একটা কথা এখানে বলা উচিত। যুদ্ধে শত্রুর বধকে কৃষ্ণ দোষ মনে না করিলেও[৮], তিনি স্বয়ং বহু যুদ্ধ করিলেও এবং অপরকে প্ররোচিত ও প্রোৎসাহিত করিয়া

---

১) ঐ, ৫।৩৮

২) বায়ুর ব্যবহারেও বহু জীব হতাহত হইয়া থাকে। 'মহাভারতে'র একস্থলে আছে, অর্জুন বলেন, এই জগতে এমন সূক্ষ্ম জন্তুসমূহও আছে যাহাদিগের অস্তিত্ব, চোখে দৃষ্ট না হইলেও তর্ক (বিচার ও কৌশল) দ্বারা সিদ্ধ হয়। চোখের নিমেষোন্মেষেও ঐ প্রকারের কত জীবাণু হত হইয়া থাকে। (মহাভা, ১২।১৫।২৬)

৩) ঐ, ৩।৬৮—

৪) ঐ, ৮।২৮৫—৬

৫) ঐ, ১১।১৩১—

৬) ঐ, ৮।৩৪৮—৩৫১

৭) 'বশিষ্ঠস্মৃতি', ৩।১৬ 'পদ্মপুরাণে' 'শস্ত্রহস্তে জীবন হননে উদ্যত' ব্যক্তির স্থলে 'সুপ্ত-ব্যক্তির হননকারী'র উল্লেখ আছে। (সৃষ্টিখণ্ড, ৪৫।৫৮)

৮) অর্জুনের নিকট যখন পূর্বোক্ত অহিংসাবাদ খ্যাপন করেন, তখন কৃষ্ণ ইহাও বলেন যে "অযুধ্যমানের, অশত্রুর, (যুদ্ধে) পরাঙ্মুখের, (যুদ্ধ হইতে) পলায়মানের, এবং (যুদ্ধে) শরণাগতের,—কৃতাঞ্জলি হইয়া প্রপন্নের, তথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু যুদ্ধ করাইলেও,—শৌর্যে এবং বীর্যে তদানীন্তন কালে সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সর্বজন কর্তৃক স্বীকৃত হইলেও, কৃষ্ণ স্বভাবত যুদ্ধদুর্মদ কিংবা যুদ্ধপ্রিয় ছিলেন না। যেখানে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য উপায়ে শান্তি স্থাপিত হইতে পারিত, ধর্মস্থাপন ও জগতের কল্যাণ সাধিত হইতে পারিত,—এক কথায়, অভীষ্ট সিদ্ধ হইত, সেই স্থলে তিনি যুদ্ধ করিতেন না। দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর সভায় তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণ-ছদ্মবেশী অর্জুন লক্ষ্যভেদ করত দ্রৌপদীকে লাভ করেন। ঐ স্বয়ম্বর-সভার নিয়মানুসারে, সুতরাং ধর্মতই, তিনি দ্রৌপদীকে প্রাপ্ত হন। পরন্তু তথায় সমুপস্থিত অপর রাজগণ হতাশায় ক্রোধান্বিত হইয়া অর্জুনকে আক্রমণ করেন এবং মারিতে উদ্যত হন। অর্জুন আত্মরক্ষার্থ তাঁহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে থাকেন। ভীম স্বভাবতই আপন ছোট ভাই অর্জুনের পক্ষ গ্রহণ করত যুদ্ধ করিতে থাকেন। কৃষ্ণ, বলরাম, সাত্যকি, প্রভৃতি মহারথী বৃষ্ণিবীরগণও সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁহারা ছদ্মবেশী অর্জুনকে চিনিয়াও ফেলিয়াছিলেন। অর্জুন তাঁহাদের আত্মীয়,—কৃষ্ণের অভিন্ন-হৃদয় বন্ধু, আর সাত্যকির অস্ত্রগুরু। সুতরাং বিপন্ন অর্জুনকে রক্ষা করা তাঁহাদেরও ধর্ম। যুধিষ্ঠিরের ভাষায় বলিতে, তখন মিত্রদিগের মিত্রতা সিদ্ধির কাল উপস্থিত হইয়াছিল।[১] পরন্তু তাঁহারা, কৃষ্ণের পরামর্শে, ভীমের ন্যায় অর্জুনের পক্ষে যুদ্ধে অবতীর্ণ হইলেন না। যতদূর যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে অর্জুনই জয়ী হইয়াছিলেন। তাহা হইতে ইহা মনে করা যাইতে পারে যে বৃষ্ণিবীরদিগের সাহায্য ব্যতীতও অর্জুন বিপদ উত্তীর্ণ হইতে পারিতেন। তথাপি মহাবিপন্ন বন্ধুকে ও স্বজনকে যথাসাধ্য সাহায্য করা ধর্ম। আর উহাঁদের সাহায্য পাইলে অর্জুন অবশ্যই এবং আরও সহজে ঐ মহাবিপদ হইতে উত্তীর্ণ হইবেন। সেই সকল কারণে তাঁহারা অর্জুনকে সাহায্য করিতে উদ্যত হইলেন। পরন্তু তাঁহারা যুদ্ধ সাহায্য করিলেন না, অন্য উপায় অবলম্বন করিলেন। কৃষ্ণ যুধ্যমান রাজগণকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে অর্জুন ধর্মানুসারেই দ্রৌপদীকে লাভ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহাকে দ্বেষ করা উচিত হইবে না, অধর্মই হইবে।[২] ঐ ধর্মের দোহাই শুনিয়া রাজগণ যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত হন। অর্জুনও বিপদ হইতে মুক্ত হন। বঙ্কিমবাবু বলেন, "বিপদ মিটাইবার অনেক উপায় ছিল। তিনি (কৃষ্ণ) নিজে বিখ্যাত বীরপুরুষ, এবং বলদেব, সাত্যকি প্রভৃতি অদ্বিতীয় বীরেরা তাঁহার সহায় ছিল। অর্জুন তাঁহার আত্মীয়,—পিতৃস্বসার পুত্র। তিনি যাদবদিগকে লইয়া সমরক্ষেত্রে অর্জুনের সাহায্যে নামিলে তখনই বিবাদ মিটিয়া যাইতে পারিত। ভীম তাহাই করিয়াছিলেন। কিন্তু কৃষ্ণ আদর্শ ধার্মিক, যাহা বিনা যুদ্ধে সম্পন্ন হইতে পারে, তাহার জন্য তিনি কখনও যুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়েন নাই। 'মহাভারতে'র কোন

প্রমত্ত ব্যক্তির, বধ সদ্‌ব্যক্তিগণ কর্তৃক পূজিত হয় না।"(মহাভা, ৮।৬৯।২৫-৬) তাহাতে বুঝা যায় যে তদ্বিপরীত ব্যক্তির অর্থাৎ যুধ্যমান, শত্রু, যুদ্ধেই অপরাঙ্‌মুখ, যুদ্ধ হইতে অপলায়মান, এবং অশরণাগত স্বস্থ ব্যক্তির বধকে তিনি দোষ মনে করিতেন না, বরং সমর্থন করিতেন।

১) কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ আরম্ভের পূর্বে যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সম্বোধন করিয়া বলেন,
"অয়ং স কালঃ সম্প্রাপ্তো মিত্রাণাং মিত্রবৎসল।
ন চ ত্বদন্যং পশ্যামি যো ন আপৎসু তারয়েৎ।"—(মহাভা, ৫।৭২।২)

২) মহাভা, ১।১৯২।৩৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্থানেই ইহা নাই যে কৃষ্ণ ধর্মার্থ ভিন্ন অন্য কারণে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়াছেন। আত্মরক্ষার্থ ও পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ ধর্ম, আত্মরক্ষার্থ বা পরের রক্ষার্থ যুদ্ধ না করা পরম অধর্ম।···কৃষ্ণ কখনও অন্য কারণে যুদ্ধ করেন নাই। আর ধর্মস্থাপন জন্য তাঁহার যুদ্ধে আপত্তি ছিল না। যেখানে যুদ্ধ ভিন্ন ধর্মের উন্নতি নাই, সেখানেও যুদ্ধ না করাই অধর্ম।···ধর্মার্থ ভিন্ন কৃষ্ণ কখনও কাহাকেও যুদ্ধে প্রবৃত্তি দেন নাই। নিজেও ধর্মার্থ ভিন্ন যুদ্ধ করেন নাই।" তিনি আরও বলিয়াছেন, "যদি একজন বাজে লোক দৃপ্ত রাজগণকে ধর্মের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিত, তাহা হইলে দৃপ্ত রাজগণ কখনও যুদ্ধ হইতে বিরত হইতেন না। যিনি ধর্মের কথাটা স্মরণ করাইয়া দিলেন তিনি মহাবলশালী এবং গৌরবান্বিত। তিনি জ্ঞান, ধর্ম ও বাহুবলে সকলের প্রধান হইয়াছিলেন।"[১]

তাহার আরও প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় কুরুক্ষেত্র মহাসমরের প্রাক্কালে। যুধিষ্ঠিরের পক্ষে বিরাটরাজের সভায় সমুপস্থিত রাজগণকে লক্ষ্য করিয়া কৃষ্ণ প্রথমে বলেন, দুর্যোধন কি প্রকারে ছল দ্বারা যুধিষ্ঠিরের রাজ্য অপহরণ করেন, যুধিষ্ঠিরাদি কি প্রকারে সত্যপালনার্থ বনবাসে ও অজ্ঞাতবাসে থাকিয়া নানাবিধ দুঃসহ ক্লেসসমূহ সহন করেন। তারপর একেবারে যুদ্ধের কথা না বলিয়া তিনি বলেন, "ধর্মপুত্র রাজা (যুধিষ্ঠিরের), তথা দুর্যোধনেরও, যাহা হিত হয়, এবং কৌরবগণ ও পাণ্ডবগণের পক্ষে যাহা ধর্ম্য, যশস্করও উপযুক্ত হয়, তাহাই আপনারা চিন্তা করুন।" ইত্যাদি।[২] এমন কি, দুর্যোধনের প্রতি আসক্তচিত্ত বলদেবও তাঁহার "ধর্মার্থযুক্ত মধুর ও সম" বাক্যের প্রশংসা করেন।[৩] পরিশেষে "সর্বভূতের প্রতি অনুকম্পার্থ" ধার্তরাষ্ট্রদিগের এবং পাণ্ডবদিগের মধ্যে শান্তি স্থাপনার্থ চেষ্টা করিতে কৃষ্ণ স্বয়ং দূতরূপে ধার্তরাষ্ট্রদিগের নিকট গমন করেন।[৪] ঐ যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে, এবং শান্তি স্থাপিত হয় তাহার জন্য তিনি সর্বপ্রকারে প্রচেষ্টা করিয়াছিলেন।[৫] অশ্বত্থামাও এক সময়ে স্বীকার করিয়াছিলেন, "জনার্দনো নৈব বিরোধমিচ্ছতি" ('কৃষ্ণ নিশ্চয়ই যুদ্ধ ইচ্ছা করেন না')।[৬] তাঁহার সমস্ত চেষ্টা যখন বিফল হইল তখনই তিনি যুধিষ্ঠিরকে যুদ্ধ করিতে অনুমতি দেন।[৭] যুধিষ্ঠির বলেন,

"সর্বথা যতমানানাময়ুদ্ধমভিকাঙ্ক্ষতাম্।
সান্ত্বে প্রতিহতে যুদ্ধং প্রসিদ্ধং নাপরাক্রমঃ॥"[৮]

যাহারা যুদ্ধের আকাঙ্ক্ষা না করিয়া শান্তির জন্য সর্বপ্রকারে প্রযত্ন করে, সেই যত্ন ব্যর্থ হইলে পরিশেষে যুদ্ধ তাহাদের অবশ্য কর্তব্য হয়। তখন ক্লীবতা করা উচিত নহে। আর যাহারা বলোন্মত্ত হইয়া জোর করিয়া অপরের ধন অপহরণ করে, তাহারা যে কেবল সেই ব্যক্তির সর্বনাশ করে তাহা নহে, নিজের ধর্ম, অর্থ এবং কামকেও বিধ্বংস করে।[৯]

১) 'কৃষ্ণচরিত্র' বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, ৪র্থ খণ্ড, ১ম পরিচ্ছেদ (গ্রন্থাবলী, ২য় খণ্ড, ৫১৪ পৃষ্ঠা)।
২) ঐ, মহাভা, ৫।১।১৩·২—
৩) মহাভা, ৫।২।১—
৪) মহাভা, ৭।৮৫।২১·২—২২·১ আরও দেখ—৫।২৯।৪৭— ; ৭২।৭৯—৮১ ; ৭৩।৩৬
৫) মহাভা, ৫।১৫১।৪৩
৬) মহাভা, ৮।৮৮।২২·২
৭) মহাভা, ৫।১৫১।৪৫; আরও দেখ—৫।১৪২।১৮—২০
৮) মহাভা, ৫।৭২।৮৯
৯) মহাভা, ৫।৭২।২৪ আরও দেখ—৫।২৬।১·২—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বাত্মক ও সমদর্শী

মহাভারতপুরাণাদির বহু স্থলে বহু প্রকারে উক্ত কিংবা নির্দেশিত হইয়াছে যে, কৃষ্ণ সার্বাত্ম্য উপলব্ধি করেন,—সর্বাত্মক ছিলেন, এবং সেইহেতু সমদর্শী ছিলেন। যথা, উদ্ধব বলেন, কৃষ্ণ সর্বভূতের হৃদয়াভ্যন্তরে স্থিত আছেন, যেমন কাষ্ঠে অগ্নি; সেইহেতু তাঁহার পক্ষে সর্বভূত সমান,—কেহ উত্তম কিংবা অধম নহে, অসমও নহে; কেহ প্রিয় কিংবা অপ্রিয় নহে।[১] যুধিষ্ঠির বলেন, কৃষ্ণ সর্বাত্মক; সেইহেতু সমদৃক্,—স্বপরভেদমতিবিরহিত।[২] কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে তিনি "সর্বভূতস্থিত"[৩]

"অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।"[৪]

'হে অর্জুন, আমি সর্বভূতের হৃদয়াভ্যন্তরে স্থিত আত্মা। "সদচ্চাহমর্জুন" (হে অর্জুন, সৎ এবং অসৎ উভয়ই)।[৫] 'গীতা'তে তিনি যে সারা জগৎকে আপন বিভূতি বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা ঐ সর্বাত্ম-ভাবে আরূঢ় থাকিয়াই। প্রকৃত কথা, যেমন পূর্বে উক্ত হইয়াছে, ব্রহ্ম সর্বাত্মক; যিনি সর্বাত্মক ব্রহ্মের সহিত আপন ঐক্য উপলব্ধি করেন, তিনি নিজেকে সর্বাত্মক বলিয়া অনুভব করেন। বেদে তাহার বহু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।[৬] তন্মধ্যে ঋষি বামদেবের দৃষ্টান্ত প্রাচীন কালে অতি প্রসিদ্ধ ছিল। 'বৃহদারণ্যকোপনিষদে' এবং 'বেদান্ত-সূত্রে'ও উহা প্রদত্ত হইয়াছে।[৭] কৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে সাধু ব্যক্তি সর্বাত্মক, তিনি সমদর্শী হন। কেননা, তাঁহার আপন ও পর—এই ভেদবুদ্ধি থাকে না; শত্রু, মিত্র, কিংবা উদাসীন—ভেদভাব থাকে না। সুতরাং তাঁহার কাহারও নিকট হইতে গোপন করিবার কিছুও থাকে না।[৮] তাঁহার নিজের সমদর্শিতার কথাও তিনি নিজেই উল্লেখ করিয়াছেন,

"সমোঽহং সর্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।"[৯]

'আমি সর্বভূতের প্রতি সমদৃষ্টিসম্পন্ন; কেহ আমার দ্বেষ্য নহে, কেহ আমার প্রিয়ও নহে।'

কৃষ্ণের ব্যবহারসমূহ পর্যালোচনা করিলে তিনি সমদর্শী ছিলেন কিনা সংশয় হয়। তিনি অনেক যুদ্ধবিগ্রহাদি করিয়াছিলেন, এক পক্ষ গ্রহণ করিয়া অন্য বিরোধী পক্ষকে নিহত করিয়াছিলেন। যথা, তাঁহার স্বজাতি যাদবদিগের কতিপয়ের পক্ষ গ্রহণ করত তিনি তদ্বিরোধী কংসকে নিহত করেন; কংসের সহায়কারী জরাসন্ধকালযবনাদির সঙ্গে যুদ্ধ করেন ও উহাঁদিগকে নিহত করেন। তাঁহার আত্মীয় পাণ্ডবগণ তাঁহার যত প্রিয় ছিলেন, অপর আত্মীয় দুর্যোধনাদি তত প্রিয় ছিলেন না। ঐ সকল বিবেচনা করিলে তাঁহার দৃষ্টি বিষম ছিল বলিয়া মনে হয় না কি?

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে কোন সময়ে মহারাজ যুধিষ্ঠির দেবর্ষি নারদকে ভগবান বিষ্ণুর ব্যবহার সম্বন্ধে ঠিক সেই প্রকার প্রশ্ন করিয়াছিলেন। পুরাণাদিতে বর্ণিত আছে ভগবান বিষ্ণু দেবতাগণের পক্ষ গ্রহণ করিয়া দৈত্যদানবাদিকে বধ করেন।

---

১) বিষ্ণু)ভাগপু, ২) ঐ, ১০।৭২।৬
৩) গীতা, ৬।৩১ ৪) ঐ, ৬।১০।২০'১
৫) ঐ, ৯।১৯; আরও দেখ—৯।১৬ ৬) দেখ—'প্রাচীন অদ্বৈত-কাহিনী', ১ম ভাগ
৭) বৃহউ, ১।৪।১০
"শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ"—(বেদান্তসূত্র, ১।১।৩০)
৮) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।২৪।৪—৫ ৯) গীতা, ৯।২৯'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে তাঁহার দৃষ্টি বিষম মনে হয়। তাই যুধিষ্ঠির নারদকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে ব্রহ্মন্, ভগবান্ স্বয়ং সর্বভূতের প্রতি সম,—সকলের প্রিয় সুহৃৎ। তিনি কি প্রকারে বিষমের ন্যায় ইন্দ্রের জন্য দৈত্যগণকে বধ করেন? তিনি সাক্ষাৎ নিঃশ্রেয়স-স্বরূপ। (সুতরাং তাঁহাকে শ্রেয় লাভের জন্য চেষ্টা করিতে হয় না)। তাই সুরগণের সাহায্যের কোন প্রয়োজন তাঁহার নাই। দৈত্যগণের প্রতি বিদ্বেষও তাঁহার নিশ্চয় নাই। যেহেতু তিনি অগুণ, সেইহেতু তাঁহার উদ্বেগও নাই। (তথাপি তাঁহাকে ঐ প্রকার বিষম ব্যবহার করিতে দেখিয়া,) হে সুমহাভাগ, নারায়ণের গুণের প্রতি আমার সুমহান্ সংশয় উৎপন্ন হইয়াছে। আপনি তাহা ছেদন করুন।"[১]

দেবর্ষি নারদ উত্তর করেন, 'ভগবান্ বিষ্ণু বস্তুত প্রকৃতির পর এবং নির্গুণ হইলেও, স্বমায়াগুণে আবিষ্ট হইয়া বাধ্য-বাধক-ভাব প্রাপ্ত হন। সত্ত্ব, রজ ও তম—এই গুণত্রয় প্রকৃতিরই, আত্মার নহে। উহাদের হ্রাস কিংবা উল্লাস যুগপৎ হয় না, কালে কালেই হইয়া থাকে। সত্ত্বের জয়কালে দেবতাগণকে ও ঋষিগণকে, রজের জয়কালে অসুরগণকে, এবং তমের জয়কালে যক্ষরাক্ষসাদিকে—এইরূপে যে কালে যেই গুণ প্রবল হয়, সেই কালে তদ্‌গুণ-প্রধান প্রাণীগণকে ভগবান্ ভজন করেন।[২] যে কালে যাহাদিগকে ভজন করেন, সেইকালে উহাদের যেন ("ইব") বৃদ্ধি করেন, আর অপরের যেন হ্রাস করেন, বলিয়া মনে হয়।[৩] তাৎপর্য এই যে বিষম ব্যবহার প্রকৃত পক্ষে সত্ত্বাদি গুণসমূহেরই বা তজ্জনিতই। ঐ গুণসমূহ থাকিলে বিষম ব্যবহারও থাকিবেই। পরন্তু ঐ গুণসমূহ প্রকৃতিরই। পরমাত্মা প্রকৃতির পর। সুতরাং গুণসমূহ তাঁহার নহে; অতএব গুণের ক্রিয়াও তাঁহার নহে। গুণসমূহে অহংমমবুদ্ধি তাঁহার নাই। সুতরাং গুণের বিষম ব্যবহার তাঁহার বলা যায় না।[৪] আমরা অজ্ঞানতাবশত নির্গুণ তাঁহাতে গুণসমূহ আরোপ করি; এবং গুণের ক্রিয়াসমূহ তাঁহার বলিয়া মনে করি। সেইহেতু তাঁহার ব্যবহার বিষম বলিয়া সংশয় করি।[৫] নারদ 'ইব' শব্দ প্রয়োগ করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে ঐ ব্যবহার প্রকৃত পক্ষে তাঁহার নহে।

ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "তুমি যাঁহাকে মামার পুত্র, প্রিয় মিত্র,—সুহৃত্তম মনে কর, এবং যাঁহাকে ঐ সৌহৃদ্য বশত সচিব, (ততোধিক) দূত ও সারথি, করিয়াছিলে, সর্বাত্মা, সমদৃক্, অদ্বয়, অহঙ্কাররহিত এবং নিরবদ্য তাঁহার তৎকৃত (অর্থাৎ ঐ সকল কার্যকরণ হেতু) মতবৈষম্য কখনও নাই।"[৬]

কৃষ্ণ তাঁহার ভক্তগণকে কৃপা করেন, অপরকে নহে।[৭] পরন্তু সেইহেতু তাঁহাকে বিষমতা দোষ দেওয়া যায় না। সুদামা মালাকর কৃষ্ণ এবং বলরামকে বলেন, "যদ্যপিও আপনারা

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৭।১।১—৩

২) ঐ, ৭।১।৬—৮

৩) ঐ, ৭।১।১১

৪) দেখ—
"প্রকৃতেঃ ক্রিয়মাণানি গুণৈঃ কর্মাণি সর্বশঃ।
অহংকারবিমূঢ়াত্মা কর্তাহমিতি মন্যতে ॥"—(গীতা, ৩।২৭)

৫) "অয়ং মন্যতে লোকো হ্যসংগমাপি সংগিনম্।
আত্মৌপম্যেন মনুজং ব্যাপৃণ্বানং যতোঽবুধঃ ॥"—(বিষ্ণু)ভাগপু, ১।১১।৩৭)

৬) ঐ, ১।৯।২০—২১

৭) গীতা, ৯।২৯·২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(আপনাদিগকে) ভজনকারীদিগকে ভজন করেন, সেইহেতু আপনাদিগের বিষম দৃষ্টি নাই; কেননা, আপনারা জগদাত্মক; আপনাদের দৃষ্টিতে সকলে সমান, আপনারা সকলের সুহৃৎ।”[১]

কেহ কেহ কল্পবৃক্ষের দৃষ্টান্ত দিয়া উহার সঙ্গতি প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা, অক্রূর বলেন, “কেহই তাঁহার (কৃষ্ণের) দয়িত কিংবা সুহৃত্তম নহে, অপ্রিয় কিংবা দ্বেষ্য নহে, অথবা উপেক্ষ্যও নহে। তথাপি তিনি যে ভক্তগণকে,—উহাদের যে যেমনভাবে চাহে, তাহাকে তেমনভাবে—ভজন করেন, তাহা সুরদ্রুম যেমন উপাশ্রিতের অর্থদ তদ্বৎই।”[২] যুধিষ্ঠির বলেন, কৃষ্ণ সর্বাত্মক, সেইহেতু সমদৃক্,—স্বপরভেদমতিবিরহিত; তথাপি যে তিনি সংসেবনকারীগণকে প্রসাদ করেন, তাহা সুরতরুর ন্যায় সেবানুরূপ ফলোদয় মাত্র; অতএব তাহাতে তাঁহার সমদর্শিতার বিপর্যয় হয় না।”[৩] প্রহ্লাদ বলেন, ভগবান সর্বাত্মা, সেইহেতু সমদৃক্, তথাপি তাঁহার স্বভাব যে বিষম বলিয়া দেখা যায়, তাহার হেতু এই যে তিনি ভক্তপ্রিয় এবং কল্পতরুস্বভাব; কল্পতরুর ন্যায় তাঁহার যে ভক্ত তাঁহার নিকট যাহা চাহে, উহাকে তিনি তাহা প্রদান করেন।[৪]

কর্ম-মাহাত্ম্য

কৃষ্ণ “কর্মসমূহের নিশ্চয়জ্ঞ” অর্থাৎ কোন্ কোন্ কর্ম করা উচিত এবং কোন্ কোন্ কর্ম করা উচিত নহে, কার্য কর্মসমূহের কোন্‌টি কাহার কখন কতটা করা উচিত এবং কোন্‌টি কাহার কখন কতটা করা উচিত নহে—এই সকলের তত্ত্ব কৃষ্ণ নিশ্চিতরূপে জানিতেন। ধর্মরাজ যুধিষ্ঠির স্বয়ং তাহা বলিয়াছেন।[৫] ‘গীতা’য় কৃষ্ণের উক্তি হইতেও তাহা বুঝা যায়।[৬] সর্বত্র তিনি কর্মের বহু প্রশংসা করিয়াছেন। সঞ্জয় ধার্তরাষ্ট্রদিগের পক্ষ গ্রহণ করিয়া পাণ্ডবদিগকে মহাযুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে তাঁহাদের নিকটে উপস্থিত হন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি যুদ্ধের তীব্র নিন্দা করেন। তিনি বলেন,১ যুদ্ধে সর্বক্ষয় হইয়া থাকে। উহাতে পাপের বৃদ্ধি হয় এবং পুণ্যের বিলোপ হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা নরকে পতন হয়। যুদ্ধে বিজয়ও পরাজয়েরই সমান। এই সকল জানিয়া যুদ্ধ করা কাহারও কখনও উচিত নহে।[৭] বিশেষত পাণ্ডবদিগের মত সদ্বংশজ এবং সর্বধর্মপরায়ণ ব্যক্তিগণের পক্ষে ঐ প্রকার ধর্ম ও অর্থ রহিত হীন কর্ম করা উচিত নহে।[৮] “মনুষ্যের জীবন স্বল্পকালেরই জন্য। উহা নিত্য দুঃখময় এবং চঞ্চল, সুতরাং মহানিন্দনীয়। অধিকন্তু, হে পাণ্ডব, উহা (তোমাদের) যশের অনুরূপ নহে। সেইহেতু যুদ্ধ করিয়া পাপ করিও না।”[৯] (২) পাণ্ডবদিগের উক্ত উপস্থিত যুদ্ধ আত্মীয়স্বজনদিগেরই সহিত। সেই হেতু উহা তাঁহাদের পক্ষে আরও অত্যধিক নিন্দনীয়। “অথবা, হে পৃথাপুত্রগণ, যদি তোমরা অনুযায়িগণের সহিত মিলিয়া তোমাদের ঐ শত্রুগণকে নিগৃহীত এবং নিহতও কর, তবে তোমাদের অনন্তর বাঁচিয়া থাকা মৃত্যুরই সমান হইবে। কেননা, তোমরা জ্ঞাতিগণকে বধ করিয়াই সুখে জীবন ধারণ করিতে ইচ্ছা করিতেছ।”[১০] ঐ যুদ্ধে জয়লাভ করিতে তাঁহাদিগকে পিতামহ ভীষ্মকে, গুরু দ্রোণকে ও

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৪১।৪৭)
২) ঐ, ১০।৩৮।২২
৩) বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৭২।৬
৪) ঐ, ৮।২৩।৮
৫) মহাভা, ৫।২৮।১৪·১
৬) গীতা, ৪।১৬—
৭) মহাভা; ৫।২৫।৭
৮) মহাভা, ৫।২৫।৫-৬, ১৩·১
৯) মহাভা, ৫।২৭।৩
১০) মহাভা, ৫।২৫।৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃপকে এবং গুরুপুত্র অশ্বত্থামাকে, তথা শল্যদুর্যোধনাদি আত্মীয়-স্বজনকে বধ করিতে হইবে। সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করেন, "হে পার্থ, ইহাদিগকে মারিয়া যেই সুখ তুমি পাইতে ইচ্ছা করিতেছ, সেই সুখ কি প্রকার হইবে?"[১] (৩) ঐ প্রকারে যুদ্ধের আরও অনেক দোষ দেখাইয়া সঞ্জয় কর্ম-জীবন অপেক্ষা সন্ন্যাসজীবনের প্রশংসা করেন এবং তাহা গ্রহণ করিতে পাণ্ডবদিগকে পরামর্শ দেন। "হে অজাতশত্রু, যদি কুরুগণ যুদ্ধ ব্যতীত তোমাকে (তোমার রাজ্য) ভাগ প্রদান না করে, তবে অন্ধকবৃষ্ণিদিগের রাজ্যে ভৈক্ষ্যচর্যা (তোমাদের) পক্ষে শ্রেয় মনে করি। পরন্তু যুদ্ধ দ্বারা রাজ্য (প্রাপ্তিকে তোমাদের শ্রেয় বলিয়া মনে করি) না।"[২] তিনি বলেন, কর্মের ফল হয়ত পুণ্য, নয়ত পাপ। পাপ দ্বারা নরকে অধঃপতন হয় এবং মহা দুঃখযন্ত্রণা ভোগ হয়। পুণ্যফলে স্বর্গে গমন ও সুখ ভোগ হয় বটে। পরন্তু ঐ সুখ ঐন্দ্রিয়িক সুখ এবং তাহা ভোগের পর আবার সংসার দুঃখে পড়িতে হয়। সুতরাং তদ্দ্বারা নিত্য ও পরম আনন্দ লাভ হয় না। সুতরাং সমস্ত কর্ম পরিত্যাগ করত মোক্ষলাভের চেষ্টা কর্তব্য। তাই তিনি বলেন, 'কর্মসমূহ পরিত্যাগ কর। সত্য, দম, আর্জব ও আনৃশংস্য সেবা কর। যুদ্ধাদি পাপকর্মসমূহের নিকটে যাইও না। দ্বেষ বশতঃ যুদ্ধরূপ পাপ কর্ম না করিয়া বনে বাস কর এবং দুঃখ কষ্ট সহন কর। তাহাতে তোমাদের ধর্ম হইবে।'[৩] "হে রাজন্, সাগরপর্যন্তা এই পৃথিবীকে প্রাপ্ত হইয়াও তুমি জরা ও মৃত্যু, প্রিয় ও অপ্রিয়, এবং সুখও দুঃখ—এই সকলকে নিশ্চয় প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যাগ করিতে পারিবে না। ইহা নিশ্চিতরূপে জানিয়া তুমি যুদ্ধ করিও না। যদি তোমার অমাত্যদিগেরই কাম হেতু তুমি ঐ প্রকার কর্ম করিতে ইচ্ছা করিতেছ, তবে তোমার যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই তাহাদিগকে প্রদান করত দূরে সরিয়া পড়। দেবযান-মার্গ-প্রাপক পথ হইতে তুমি নিশ্চয় ভ্রষ্ট হও না।"[৪] শ্রুতিতে আছে, যেই সকল শান্ত এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অরণ্যে বাস করে এবং ভৈক্ষচর্যা আচরণ করত তপ ও শ্রদ্ধা পরায়ণ হয়, তাহারাই পুণ্যপাপরহিত হইয়া দেবযান মার্গে গমন করে।[৫] ঐ বচনের উপসংহারে সঞ্জয় পাণ্ডবদিগকে ঐ সন্ন্যাস-পন্থাই আশ্রয় করিতে পরামর্শ দিয়াছেন।

তাহার উত্তরে কৃষ্ণ প্রথমে বলেন যে তিনি এবং পাণ্ডবগণ কখনও ধর্ম হইতে চ্যুত হন না তাঁহারা স্বকর্ম পরিপালনে উৎসাহী। তাঁহারা ক্ষত্রিয় এবং সদ্গৃহস্থ। সুতরাং যুদ্ধ করিলে তাঁহাদের ধর্মলোপ হইতে পারে না,—তাঁহাদিগকে নিন্দা করা যায় না।[৬] পরে তিনি বিস্তারিত ভাবে শাস্ত্রবিহিত চাতুর্বর্ণ্যধর্মের দোহাই দিয়া যুদ্ধ, যথোচিত সন্ধির অভাবে, পাণ্ডবদিগের অবশ্য কর্তব্য বলিয়া সমর্থন করেন।[৭] কৃষ্ণ আরও বলেন, কর্ম সম্বন্ধে "ব্রাহ্মণদিগের" ভাল ও মন্দ নানাবিধ মতসমূহ আছে। কেহ কেহ বলেন, কর্মেরই দ্বারা পরকালে সিদ্ধি লাভ হয়; পরন্তু

১) মহাভা, ৫।২৭।২৪-৫
২) মহাভা, ৫।২৭।২
৩) মহাভা, ২।২৭।১৫—১৬
৪) মহাভা, ৫।২৭।২৬—৭
৫) মুণ্ডকউ, ১।২।১১
৬) মহাভা, ৫।২৯।৪-৫'১
৭) মহাভা, ৫।২৯।১৭—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরও কেহ কেহ বলেন যে কর্ম পরিত্যাগ করত জ্ঞান ("বিদ্যা") দ্বারাই সিদ্ধি লাভ হয়। পরন্তু ইহা সত্য যে ইহসংসারে, বিদ্বান্ হইলেও, ভক্ষ্য ভোজ্য ভোজন না করিয়া কেহই তৃপ্তি লাভ করে না। তাই ব্রাহ্মণদিগেরও ভোজনাদি কর্ম শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে।[১] "যে সকল বিদ্যা কর্ম সাধন করে, ইহ সংসারে তাহাদিগেরই ফল (বা সার্থক্য) আছে, অপর গুলির নহে ('যা বৈ বিদ্যাঃ সাধয়ন্তীহ কর্ম তাসাং ফলং বিদ্যতে নেতরাসাম্')। কর্মের ফল ইহলোকেও নিশ্চয় দৃষ্ট হইয়া থাকে। (যথা) তৃষ্ণার্ত ব্যক্তি জল পান করিয়া শান্তি লাভ করে। হে সঞ্জয়, সেই ঐ (কর্ম ত্যাগের) বিধি নিশ্চয় কর্ম দ্বারাই (অর্থাৎ কর্ম করার অনন্তরই কর্তব্য বলিয়া শাস্ত্রে) বিহিত।[২] উহাতেও (আবার ধ্যানাদি) কর্ম সম্যক্ বর্তমান আছে। (সুতরাং) যদি কেহ কর্ম হইতে ভিন্ন অন্য কিছুকে সাধু মনে করে, তবে সে দুর্বল। তাহার বাণী ব্যর্থ ('তত্র যোহন্যৎ কর্মণঃ সাধু মন্যেন্মোঘং তস্যালাপিতং দুর্বলস্য')"[৩] অনন্তর কর্মবাদের সমর্থন এবং প্রশংসা করিতে তিনি অনেক দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করেন। "পরলোকে, ঐ দেবগণ কর্ম দ্বারাই দীপ্তি পান আর ইহলোকে, কর্ম দ্বারাই বায়ু প্রবাহিত হয়; সূর্য কর্ম দ্বারাই অতন্দ্রিত থাকিয়া নিত্য উদিত হয় এবং দিন রাত্রি বিধান করিয়া থাকে।" ইত্যাদি।[৪] "ইন্দ্র দেবতাদিগের শ্রেষ্ঠত্ব (লাভ করিতে) ইচ্ছা করিয়া অতন্দ্রিত থাকিয়া ব্রহ্মচর্য আচরণ করেন। ঐ কর্ম দ্বারা শক্র শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করেন। তিনি অপ্রমত্ত হইয়া মনাদি ইন্দ্রিয়সমূহের সুখ ও প্রিয় বস্তুসমূহ পরিত্যাগ করত সত্য, দম, তিতিক্ষা, সমতা, (সর্বভূতে) প্রীতি, প্রভৃতি ধর্ম পালন করেন। ঐ সমস্তকে উপসেবন করত মঘবান্ মুখ্য দেবরাজ্য প্রাপ্ত হন। বৃহস্পতি সংশিতাত্মা এবং সমাহিত হইয়া (বিষয়) সুখ পরিত্যাগ করত ইন্দ্রিয়সমূহকে নিরোধ করিয়া ব্রহ্মচর্য যথাবৎ আচরণ করেন তাহাতেই তিনি দেবতাদিগের গুরুর পদ প্রাপ্ত হন। হে সূত, ঐ প্রকারে কর্ম দ্বারাই নক্ষত্রসমূহ, রুদ্রগণ, আদিত্যগণ, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ, যমরাজ, বৈশ্রবণ কুবের, গন্ধর্বগণ, যক্ষগণ, এবং অপ্সরাগণ পরত্র শোভা পাইতেছেন। ব্রহ্মবিদ্যা, ব্রহ্মচর্য এবং ক্রিয়া নিষেবণবান্ ঋষিগণই পরলোকে দীপ্তিমান্ হন।"[৫] অরণ্যে বাস করত ভৈক্ষ্যচর্যা আচরণ করত তপ ও শ্রদ্ধা পরায়ণ হওয়াকেই কৃষ্ণ অন্তত ক্ষত্রিয়ের পক্ষে দেবযান মার্গে ব্রহ্মলোকে গমনের একমাত্র পন্থা বলিয়া মনে করিতেন না, দেখা যায়। কেননা, তিনি বলিয়াছেন, "সেই প্রকারে ক্ষত্রিয় প্রমাদরহিত হইয়া ধর্ম অনুসারে প্রজাদিগকে রক্ষণ করত, (ব্রাহ্মণকে ও গরীবদুঃখী জনকে) দান করত, যজ্ঞসমূহ দ্বারা (দেবতাকে) যজন করত, এবং বেদসমূহকে সমগ্রতঃ অধ্যয়ন করত, তথা (অপর) পুণ্যকর্মসমূহ করত, বিবাহ করিয়া গৃহে বাস করিবে। সেই ধর্মাত্মা (ক্ষত্রিয়) ধর্ম এবং পুণ্য লাভ করত যদৃচ্ছায় ব্রহ্মলোকে গমন করে।"[৬]

---

১) মহাভা, ৫।২৯।৫'২—৬

২) শ্রুতিতে আছে, "পরীক্ষ্য লোকান্ কর্মচিতান্ ব্রাহ্মণো নির্বেদমায়ান্নাস্ত্যকৃতঃ কৃতেন" ইত্যাদি। (মুণ্ডকউ, ১।২।১২) কৃষ্ণ এইখানে তাহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াছেন বোধ হয়।

৩) মহাভা, ৫।২৯।৭-৮

৪) মহাভা, ৫।২৯।৯—

৫) মহাভা, ৫।২৯।১২'১—১৬

৬) মহাভা, ৫।২৯।২৪-২৫'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দৈব ও পুরুষকার

'গীতা'র এক স্থলে কৃষ্ণ বলিয়াছেন,—মানুষ শরীর, বাণী কিংবা মন দ্বারা, ন্যায্য (=ধর্ম্য বা শাস্ত্রীয়) কিংবা অন্যায্য (=অধর্ম্য বা অশাস্ত্রীয়), যে কোন কর্ম করে[১], সাংখ্য-সিদ্ধান্ত মতে, তাহার পাঁচটি কারণ—(১) অধিষ্ঠান, (২) কর্তা, (৩) করণ, (৪) বিবিধ প্রকারে প্রচেষ্টা, এবং (৫) দৈব।[২] সুতরাং কর্ম নিষ্পত্তিতে, তাঁহার এই মতে, দৈব এবং পুরুষকার উভয়েরই প্রভাব আছে। পরন্তু 'গীতা'য় তিনি ঐ সম্বন্ধে ভিন্ন মতও প্রকাশ করিয়াছেন। যথা, এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন,

"উদ্ধরেদাত্মনাঽত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।
আত্মৈব হ্যাত্মনো বন্ধুরাত্মৈব রিপুরাত্মনঃ॥"[৩]

'(মানুষ) নিজেই নিজেকে উদ্ধার করিবে (অর্থাৎ ঊর্ধ্ব দিকে লইয়া যাইবে), নিজেকে অবসাদিত করিবে না (অর্থাৎ অধো দিকে নিবে না বা গমন করিবে না)। কেননা, (প্রত্যেক মনুষ্য) নিজেই নিজের বন্ধু (বা হিতকারী), নিজেই নিজের শত্রু (বা নাশকারী)।' "যে নিজেই নিজেকে জয় করিয়াছে, সে নিজে নিজের বন্ধু। আর যে নিজে নিজেকে জয় করে নাই, সে নিজের সহিত (অপর) শত্রুর ন্যায়, স্বয়ংও শত্রুতা করে।"[৪] তাহাতে তিনি পরিষ্কার বলিয়াছেন যে নিজের কল্যাণ কিংবা অকল্যাণ সাধনে মানুষ স্বতন্ত্র। সমস্ত কর্ম সম্পাদনে মানুষের ঐ প্রকার স্বাধীনতা আছে বলিয়া কৃষ্ণ মনে করিতেন বোধ হয়।[৫] উহাতে যে তিনি পুরুষকারকে মহত্ত্ব দিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। সুতরাং উহা হইতে মনে হয় যে কৃষ্ণ পুরুষকার-বাদী ছিলেন। পরন্তু অন্যত্র তিনি পক্ষান্তরে এই মত প্রকাশ

---

১) 'মনুস্মৃতি'তে বিবৃত হইয়াছে "মনোবাগ্‌দেহসম্ভব কর্ম" "দশলক্ষণযুক্ত"। মনই উহাদের প্রবর্তক। ('মনুস্মৃতি, ১২।৫-৪) "মানস কর্ম ত্রিবিধ—পরদ্রব্যসমূহে অভিধ্যান (অর্থাৎ অপরের ধন কি প্রকারে অন্যায় দ্বারা হরণ করিব'—এই চিন্তন), মনে মনে অনিষ্ট চিন্তা এবং বিতথাভিনিবেশ। বাঙ্ময় (কর্ম) চতুর্বিধ—পারুষ্য, অনৃত, পৈশুন্য এবং সর্বপ্রকারে অসম্বদ্ধ প্রলাপ। অদত্ত বস্তুসমূহের উপগ্রহণ, (শাস্ত্রের)বিধান ব্যতীত হিংসা এবং পরদারোপসেবা শারীর (কর্ম) এই ত্রিবিধ বলিয়া স্মৃত হয়।" (ঐ, ১২।৫—৭) এইগুলি অবশ্যই 'অন্যায্য' কর্ম। যেই সকল কর্ম উহাদের বিপরীত সেইগুলি অবশ্যই 'ন্যায্য।

২) গীতা, ১৮।১৩-৫ ১৮।৪৪ শ্লোক, 'পৃথক' স্থলে 'তথা' পাঠান্তরে নারায়ণীয়াখ্যানেও আছে। (মহাভা. ১২।৩৪৭।৮৯)

অন্ত-নিরপেক্ষ অধ্যাত্ম দৃষ্টিতে অধিষ্ঠান=শরীর, কর্তা=অভিমানী জীব এবং করণ=ইন্দ্রিয়সমূহ। আর জগৎ-সাপেক্ষ ব্যক্তিবিশেষ দৃষ্টিতে অধিষ্ঠান=স্থান বা পরিস্থিতি, কর্তা=মনুষ্য ব্যক্তি, এবং করণ=কার্যনিষ্পত্তির উপযোগী বাহ্য সাধন।

৩) গীতা, ৬।৫

৪) গীতা, ৬।৬

৫) বুদ্ধও কৃষ্ণের ন্যায় বলিয়াছেন,
"অত্তনা চোদয়াত্তানং"—('ধর্মপদ', ৩৭৯)
'নিজেই নিজেকে কর্মে প্রবৃত্ত কর।'
"অত্তা হি অত্তনো নাথো অত্তা হি অত্তনো গতি।
তস্মা সংযময়াত্তানং অসসং ভদ্রং ব বাণিজো॥"—(ঐ, ৩৮০)
'(মানুষ) নিজেই নিজের স্বামী, এবং নিজেই নিজের গতি (বা উপায়)। সুতরাং যেমন বণিক্ নিজের উত্তম ঘোড়াকে সংযমন করে, তেমন নিজেকে সংযমন করে।' আরও দেখ—'ধম্মপদ', ১৬০, ১৬১, ১৬৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছেন যে মানুষ স্বয়ং কিছু করে না বা করিতে পারে না ; ঈশ্বর তাহাকে দিয়া যাহা যাহা করায় সে তাহা তাহাই করে ; সে ঈশ্বরের হাতের কাঠপুতুলের ন্যায় মাত্র।[১] আর এক স্থলে তিনি বলিয়াছেন যে স্বভাব বা প্রকৃতিই মানুষকে দিয়া ঐ প্রকার সমস্ত কার্য করায় ; মানুষ বৃথাই অভিমান করে যে সে করিয়াছে।[২] এই মতে কর্মসম্পাদনে মানুষের কোন স্বাধীনতা নাই,—তাহার স্বপ্রচেষ্টার বা পুরুষকারের কোনই স্থান নাই ; তদ্ভিন্ন অপর কিছু,—উহা ঈশ্বর হউক, বা স্বভাব হউক, কিংবা প্রারব্ধকর্মসংস্কারবেগ, কাল প্রভৃতি অন্য কিছু হউক—তাহার সমস্ত কর্মের কারণ। প্রথম মতে 'দৈব' সংজ্ঞা দ্বারা উহা কিংবা ঐ সমস্তই পরিলক্ষিত হইয়াছে।[৩] সুতরাং ইহাতে মনে হয় যে কৃষ্ণ দৈব-বাদী। 'মহাভারতে'র আরও অনেক স্থলে কর্মের নিষ্পত্তিতে কৃষ্ণ অদৃষ্টের দোহাই দিয়াছেন, দেখা যায়। যথা, মগধের প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট জরাসন্ধকে বধ করত ইন্দ্রপ্রস্থে ফিরিয়া আসিয়া কৃষ্ণ অতি হৃষ্টচিত্তে যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "হে নৃপসত্তম, অদৃষ্ট বশত ('দিষ্ট্যা') বলবান্ জরাসন্ধ ভীম দ্বারা নিপাতিত হইয়াছে এবং রাজগণ বন্ধন হইতে মোক্ষিত হইয়াছে।"[৪] যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়মহাযজ্ঞান্তে কৃষ্ণ তাঁহাকে বলেন, "অদৃষ্টবশত তুমি যজ্ঞশ্রেষ্ঠ রাজসূয় প্রাপ্ত হইয়াছ (অর্থাৎ সুসম্পন্ন করিয়াছ)।"[৫] কুরুক্ষেত্র মহাসমরে মহাবীর ভীষ্মের পতনে প্রহৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "হে কৌরব্য, অদৃষ্টবশত তুমি জয় লাভ করিয়াছ এবং অদৃষ্ট বশত ভীষ্ম নিপাতিত হইয়াছেন। (কেননা,) সর্বশাস্ত্রে পারগ এবং সত্যসন্ধ এই মহারথ নিশ্চয় মনুষ্যগণের, কিংবা (মনুষ্যগণের) সহিত সম্মিলিত দেবতাগণেরও অবধ্য।"[৬] জয়দ্রথ, ঘটোৎকচ, কর্ণ, দুর্যোধন প্রভৃতি মহাবীর-গণেরও মৃত্যুর পর কৃষ্ণ সেই প্রকারে বলিয়াছেন যে অদৃষ্ট দ্বারা ("দিষ্ট্যা") উঁহাদের বধ হইয়াছে।[৭] কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সমাপ্তির পর কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "হে কৌন্তেয়, অদৃষ্ট ক্রমেই তুমি বিজয় লাভ করিয়াছ। অদৃষ্ট দ্বারাই তোমার শত্রুগণ পরাজিত হইয়াছে। অদৃষ্ট বশতই তুমি, ভীমসেন, গাণ্ডীবধন্বা (অর্জুন), নকুল ও সহদেব এই বীরক্ষয়কারী সংগ্রাম হইতে মুক্ত হইয়াছ ও কুশলে আছ, এবং তোমার শত্রুগণ নিহত হইয়াছে।"[৮] এইরূপে দেখা যায়, কৃষ্ণ মনে করিতেন যে প্রত্যেক মহৎ কর্ম অদৃষ্ট ক্রমেই বা অদৃষ্টেরই দ্বারা সুসম্পন্ন

---

১) গীতা, ১৮।৬১ (পূর্বে পৃষ্ঠা)

২) গীতা, ৩।২৭, ৩৩ ; ১৮।৫৯—৬০ (পূর্বে দেখ)।

৩) প্রাচীন তত্ত্বচিন্তকগণ পৌরুষ, দৈব ও স্বভাব—এই তিনকে পৃথক পৃথক বলিয়াও বিবেচনা করিতেন, দেখা যায়। পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, কার্যের উৎপাদন তত্ত্বচিন্তকদিগের কেহ কেহ পুরুষকারকে, কেহ কেহ দৈবকে, আর কেহ কেহ স্বভাবকে প্রধান কারণ বলেন। আবার কেহ কেহ মনে করেন যে উহারা পৃথক পৃথক নহে, অপৃথগ্‌ভূতই ; কেননা, পৌরুষ ও দৈব একত্রে মিলিয়া, স্বভাবের সহায়ে, ফল উৎপাদন করে।—(মহাভা, ১২।২৭২। ১৯—২০) ব্যাস বলেন,

"এবমেব চ নৈবং চ ন চোভে নানুভে ন চ।
কর্মস্থা বিষয়ং ব্রূয়ুঃ সত্ত্বস্থাঃ সমদর্শিনঃ॥"—(মহাভা, ১২।২৭২।২১)

৪) মহাভা, ২।২৪।৪৭-৮

৫) মহাভা, ২।৪৫।৫৪-২

৬) মহাভা, ৬।১২০।৬৬ ২—৭

৭) মহাভা, ৭।১৪৯।২ ; ১৮০।১৪ ; ৮।৯৬।১৮, ২০ ; ৯।৬১।২৩

৮) মহাভা, ৯।৬২।২১—২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া থাকে। তাঁহার ঐ সকল বিভিন্ন মতের সমন্বয় কি প্রকারে হয় বিচার্য। অপর কথায় বলিতে দৈব ও পৌরুষ সম্বন্ধে কৃষ্ণের প্রকৃত সিদ্ধান্ত কি, তাহা নিরূপণ কর্তব্য।

ঐ সম্বন্ধে কৃষ্ণের স্থির সিদ্ধান্ত এই বলিয়া দেখা যায় যে ফলবিশেষের উৎপাদনে দৈব এবং পৌরুষ উভয়েরই প্রভাব আছে,—দৈব এবং পৌরুষ উভয়েরই সহায়ে মানুষ নিজের অভীষ্ট ফল প্রাপ্ত হইতে পারে ; উহাদের কোন একটির অভাবে কিংবা বিরোধিতায় মানুষের ইষ্টসংসিদ্ধি হইতে পারে না। যেমন 'গীতা'য় তেমন 'মহাভারতে'র অন্যত্রও তিনি সেই সিদ্ধান্ত খ্যাপন করিয়াছেন।[১] তবে তিনি ইহাও স্বীকার করিয়াছেন যে,—এক সময়ে তিনি অতি স্পষ্টবাক্যে ভীমকে তাহা বলেন যে, ঐ বিষয়ে শঙ্কা উৎপাদন করিলে স্বতন্ত্র বিচার দ্বারা উহাকে সমাধান করত কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া মানুষের পক্ষে অতীব কঠিন। কেননা, দেখা যায়, পুরুষকার কখন কখন পুরুষের অভীষ্ট অর্থসমূহের সিদ্ধির হেতু হয়, আর কখন কখন হয় না, আবার কখন বা তদ্বিপরীতে তাহার বিনাশেরই হেতু হইয়া থাকে। সুতরাং পুরুষের কৃত কর্মের ফল সন্দিগ্ধ বা অনিশ্চিত। দৈব ফলও সেই প্রকার সন্দিগ্ধ বলিয়া দেখা যায়। কেননা, দোষগুণ বা ফলাফল বিচারে সম্পূর্ণ সমর্থ বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ কর্তৃক যাহা এক প্রকার হইবে বলিয়া পরিদৃষ্ট হয়, তাহা, বায়ুর বেগের ন্যায়, অন্যথা পরিবর্তিত হইয়া যায়। দেখা যায়,—সুমন্ত্রিত, সুনীত এবং ন্যায়তঃ উপপাদিত কর্মও সম্পন্ন করিতে গিয়া মানুষ দৈব হইতে বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়,—দৈব দ্বারা তাহা বিফলীকৃত হয় ; আবার শৈত্য ও ঔষ্ণ্য, ক্ষুধা ও পিপাসা, বর্ষা, প্রভৃতি কর্ম দৈব-কৃত হইলেও,—পুরুষকৃত না হইলেও, মানুষ পুরুষকার দ্বারা উহাদিগকে ব্যর্থ করিতে পারে। তদ্ভিন্ন আর এক প্রকারের দৈব কর্ম আছে, যাহা পুরুষের অদৃষ্টেরই, অর্থাৎ তাহার প্রারব্ধেরই, সুতরাং তাহার স্বকৃত কর্মেরই—পূর্বজন্মে কৃত কর্মেরই ফল। তাহার উপরোধ মানুষ করিতে পারে না। এবং ইহাই তাহার লক্ষণ।[২] অর্জুন পুরুষকারবাদী ছিলেন,—পুরুষকারেরই উপর তিনি সমধিক আস্থা রাখিতেন। দৈব এবং পৌরুষ সম্বন্ধে কৃষ্ণের ঐ বচন শুনিয়া তিনি বলেন, 'তুমি মনে কর যে (দৈবের সহায়তা ব্যতীত) পুরুষের পরাক্রম নিষ্ফল হয় ; আবার পৌরুষ কর্মসমূহ ব্যতীত (কেবল দৈব বলে পুরুষের অভীষ্ট) ফল লাভ হয় না। এই যাহা তুমি বলিয়াছ তাহা তথা (হইবে) ; অথবা তাহা নিশ্চয় তথা না (হইতেও পারে)। পরন্তু

"ন চৈতদেবং দ্রষ্টব্যমসাধ্যমপি কিঞ্চন"[৩]

---

১) কৃপাচার্যও সেই সিদ্ধান্ত ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

"আবদ্ধা মানুষাঃ সর্বে নিবদ্ধাঃ কর্মণোর্দ্বয়োঃ।
দৈবে পুরুষকারে চ পরং তাভ্যাং ন বিদ্যতে॥
ন হি দৈবেন সিধ্যন্তি কার্যাণ্যেকেন সত্তম।
ন চাপি কর্মণৈকেন দ্বাভ্যাং সিদ্ধিস্তু যোগতঃ॥"

ইত্যাদি। (মহাভা, ১০।২।২—) দ্রুপদ রাজার স্ত্রী বলেন,

"দৈবং হি মানুষোপেতং ভৃশং সিধ্যতি পার্থিব।
পরস্পরবিরোধাদ্ধি সিদ্ধিরস্তি ন চৈতয়োঃ॥—(মহাভা, ৫।১৯১।১৫)

উহা তদানীন্তন কালে প্রচলিত প্রাচীন সিদ্ধান্ত মনে হয়। সুতরাং ঐ সিদ্ধান্ত কৃষ্ণের নিজের উদ্ভাবিত নহে। তিনি মার্কণ্ডেয় মুখেও সেই সিদ্ধান্ত শুনিয়াছিলেন। (মহাভা, ৩।১৮৩।৮৭) কৃষ্ণ উহাকে অঙ্গীকার করিয়াছেন।

২) মহাভা, ৫।৭৭।৫-১০

৩) মহাভা, ৫।৭৮।৪২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ কোন কিছুকে অসাধ্য বলিয়া কখনও মনে করিতে নাই।' যাহা অতীব দুঃসাধ্য কিংবা অসাধ্য বলিয়া আপাতত মনে হয়, তাহাও সিদ্ধ করা যাইতে পারে। কেননা, যথোচিত উপায়ে সম্যক্ প্রকারে সম্পাদিত হইলে কর্ম সফলই হয় (অর্থাৎ অভীষ্ট ফল নিশ্চয় প্রদান করিয়া থাকে)।[১] তদুত্তরে কৃষ্ণ আবার বলেন যে দৈব এবং পুরুষকার উভয়েরই সহযোগে মানুষ অভীষ্ট ফল লাভ করিতে পারে। তিনি দৃষ্টান্ত দ্বারা তাহা বিশদ করিয়া বুঝান। জমিকে পৌরুষ কর্ম দ্বারা সম্যক শুদ্ধ (অর্থাৎ আগাছাকঙ্করাদিরহিত ও সম্যক্ কর্ষিত) এবং উত্তমসারযুক্ত করিলেও বৃষ্টি না হইলে বীজ বপন করিয়া কখনও শস্য উৎপাদন করা যায় না, সুতরাং অভীষ্ট ফল লাভ হয় না। কেহ কেহ হয়ত বলিবে যে পুরুষকার দ্বারা জল সেচন করিয়া ঐ স্থলে শস্যোৎপাদন করা যায়; সুতরাং দৈবকৃত বর্ষার অপেক্ষা তাহাতে করিতে হয় না। পরন্তু, কৃষ্ণ বলেন, তখনও দৈবকৃত শোষণ নিশ্চয় দৃষ্ট হইয়া থাকে (অর্থাৎ দৈব-কৃত ভূমি-বিদারণ হেতু সিঞ্চিত জল শোষিত হইয়া যায়; সুতরাং বীজ উপ্ত হয় না। অথবা জল সিঞ্চন হেতু বীজ উপ্ত হইলেও অতি রৌদ্র, অতি শীত, বরফপাত, পতঙ্গ, প্রভৃতি দৈব কারণ বশত ফল প্রদানের পূর্বে গাছ বিনষ্ট হইয়া যায়)। এই সকল বিচার করিয়া প্রাচীন মহাত্মগণ এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে "দৈবে চ মানুষে চৈব সংযুক্তং লোককারণম্" ('দৈব এবং পৌরুষ সংযুক্ত হইলেই লোকযাত্রার অর্থাৎ লোকের অভীষ্ট ফললাভের কারণ হয়।[২]

তাঁহার স্বকৃত কর্মের সাফল্যও কৃষ্ণ দৈবাধীন বলিয়া ঘোষণা করেন। পাণ্ডবগণের ও ধার্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে সন্ধি স্থাপনার্থ তাঁহার প্রচেষ্টার সফলতা সম্বন্ধে কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন,

"অহং হি তৎ করিষ্যামি পরং পুরুষকারতঃ ॥
দৈবং তু ন ময়া শক্যং কর্ম কর্তুং কথঞ্চন।"[৩]

'পুরুষকার দ্বারা যাহা করা যায়, তাহা আমি নিশ্চয় উত্তমরূপে করিব। পরন্তু যাহা দৈব, তাহা আমি কোন প্রকারে করিতে সমর্থ হইব না।' অর্থাৎ সন্ধি স্থাপনার্থ সম্যক্ প্রযত্ন করিয়াও সফলকাম হইবেন বলিয়া তিনি নিশ্চয় করিয়া বলিতে পারেন না। কেননা, অভীষ্ট ফল লাভ কতকাংশে দৈবের উপরও নির্ভর করে এবং ঐ দৈব তাঁহার অধীনে নহে।[৪] কৃষ্ণের মত সুমহান্ পুরুষও যখন দৈবের আনুকূল্য ব্যতীত কেবল পুরুষকার দ্বারা অভীষ্ট ফল সিদ্ধ করিতে পারেন না, তখন অপরের আর কথা কি?

---

১) মহাভা, ৫।৭৮।৩—৬'১ ২) মহাভা, ৫।৭৯।২ ২—৫'১

৩) মহাভা, ৫।৭৯।৫'২—৬'১

৪) কিঞ্চিৎ পরে দ্রৌপদীর নিকট, কৌরবগণ কর্তৃক তাঁহার অপমানের প্রতিশোধ লইতে, প্রতিজ্ঞা করিতে গিয়া কৃষ্ণ বলেন,

"অহং চ তৎ করিষ্যামি ভীমার্জুনযমৈঃ সহ।
যুধিষ্ঠিরনিয়োগেন দৈবাচ্চ বিধিনির্মিতাৎ ॥"—(মহাভা, ৫।৮২।৪৬)

'যুধিষ্ঠিরের নিয়োগ হেতুতে, তথা বিধিনির্মিত দৈব হেতুতে, আমি, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সহকারে তাহা [অর্থাৎ শত্রুগণকে সংহার] করিব।' মানুষের পুরুষকারকেও দৈবাধীন বলা কৃষ্ণের এই বাক্যের অভিপ্রায় নিশ্চয় নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে দৈব ও পুরুষকার সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্ত নূতন নহে। কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে প্রাচীন মহাত্মগণ ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন। 'মহাভারতে' দেখা যায় কৃপভীষ্মাদিও সেই সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন। আচার্য কৃপ বলেন, সমস্ত মনুষ্য দৈব এবং পুরুষকার উভয়ের দ্বারা সম্যক প্রকারে বদ্ধ। তদ্ভিন্ন অপর কিছুই নাই। কোন কার্য একমাত্র দৈব দ্বারা সিদ্ধ হয় না, একমাত্র পুরুষকার দ্বারাও সিদ্ধ হয় না। উভয়েরই সংযোগেই কার্যসিদ্ধি হইয়া থাকে। অধম ও উত্তম মনুষ্যগণ উহাদের উভয়েরই দ্বারা সর্বথা নিবদ্ধ হইয়া সর্বশঃ প্রবৃত্ত এবং নিবৃত্ত রূপে দৃষ্ট হইয়া থাকে। পর্জন্য প্রস্তরময় পর্বতে জল বর্ষণ করিয়া কি ফল সিদ্ধ করিয়া থাকে? আর কর্ষিত ক্ষেত্রে বর্ষণ করিয়া কি ফল সিদ্ধ করে না? দৈবের আনুকূল্য ব্যতীত পুরুষকার, এবং পুরুষকার ব্যতীত দৈব সর্বত্র ব্যর্থ হয়। দৈব হেতু সুবৃষ্টি হইলে এবং পুরুষকার দ্বারা ক্ষেত্র সম্যক্ কর্ষিত হইলে, বীজ মহাগুণময় হয়। মানুষের কার্যসিদ্ধিও সেই প্রকার।[১]

পুরুষকার সতত কর্তব্য

এখন এই প্রশ্ন উপস্থিত হয় যে অভীষ্টসিদ্ধি যখন দৈব এবং পৌরুষ উভয়ের সমবায়েই হইয়া থাকে, তখন তদর্থে মানুষের কি করা উচিত? পৌরুষ তৎকালই আরম্ভ করা তাহার উচিত? না দৈবের অনুকূলতার অপেক্ষা করা উচিত? পুরুষকার ব্যতীত কেবল দৈব দ্বারা অভীষ্টসিদ্ধি কৃষ্ণের দর্শনে হইতে পারে না। সুতরাং তদর্থে দৈবের ভরসায় নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকার কথা উহাতে উঠিতেই পারে না। কৃষ্ণ আরও বলেন, "লোকস্তু নান্যতো বৃত্তিঃ পাণ্ডবান্যত্র কর্মণঃ" (অর্থাৎ ইহসংসারে লোকের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি কর্ম করার দিকেই, অপর দিকে নহে)।[২] সুতরাং কর্মে প্রবৃত্ত না হইয়া নিশ্চেষ্টভাবে বসিয়া থাকিতে সে পারে না। "কেননা, কেহই কখনও (কিছু না কিছু) কর্ম না করিয়া এক ক্ষণও থাকিতে পারে না। সমস্ত প্রাণী প্রকৃতি হইতে উৎপন্ন (সত্ত্বাদি) গুণসমূহ দ্বারা অবশ (হইয়া সর্বদা কোন না কোন) কর্ম অবশ্যই করিয়া থাকে।"[৩] দৈব যদি মানুষের জ্ঞাত থাকিত, তবে উহাকে আপন পৌরুষের সহযোগী করিয়া লইতে সে অন্তত প্রচেষ্টা করিতে পারিত; অথবা উহার অনুকূলতার অপেক্ষা করিতে পারিত। পরন্তু দৈব অজ্ঞাত। সুতরাং উহা অনুকূল হইবে কি প্রতিকূল হইবে তাহা মানুষ দৃঢ়রূপে নিশ্চিত করিতে না। এবং সেইহেতু উহাকে আপন পুরুষকারের অনুকূল করিয়া লইতে মানুষ কিছুই করিতে পারে না। সুতরাং প্রশ্ন হয়, অভীষ্টসিদ্ধ্যর্থ পুরুষকার আরম্ভ করিতে অজ্ঞাত দৈবের অপেক্ষা করিতে হইবে কি? আর যদি করিতে হয়, কত কাল করিতে হইবে? কৃষ্ণ বলেন,

"এবং বুদ্ধিঃ প্রবর্তেত ফলং স্যাদুভয়ান্বয়ে।
য এবং কৃতবুদ্ধিঃ স কর্মস্বেব প্রবর্ততে।"[৪]

১] মহাভা, ১০।২।২—
২] মহাভা, ৫।৭৭।১১'১
৩] গীতা, ৩।৫
৪] মহাভা, ৫।৭৭।১১-২—১২'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'(দৈব এবং পুরুষ) উভয়েরই সমন্বয়ে (অভীষ্ট) ফল (লাভ) হয়—ইহা জানিয়াও (মনুষ্য সর্বদা কর্মে) প্রবৃত্ত হইবেক। যে এই প্রকার নিশ্চিতবুদ্ধি সে নিশ্চয় কর্মসমূহে প্রবৃত্ত হয়।' সুতরাং অভীষ্টসিদ্ধির জন্য মানুষকে সর্বদা তৎপর থাকিতে হইবে,—পুরুষকার সতত করিতে হইবে। ইহাই কৃষ্ণের সিদ্ধান্ত।

কেহ কেহ ইহাতে বলিতে পারেন যে—দৈবকে অনিশ্চিত জানিয়া সতত পুরুষকার করা উচিত নহে কেননা, দৈব যদি প্রতিকূল হয়, তবে ঐ পুরুষকার ত ব্যর্থই হইবে। সুতরাং, দৈবকে অনুকূল বুঝিতে পারিয়াই পুরুষকার আরম্ভ করা উচিত হইবে। পরন্তু কৃষ্ণ বলেন,

"ধর্মকার্যং যতঞ্ শক্ত্যা নো চেৎ প্রাপ্নোতি মানবঃ।
প্রাপ্তো ভবতি তৎপুণ্যমত্র মে নাস্তি সংশয়ঃ॥"[১]

'(কোন) ধর্মকার্য (সুসম্পন্ন করিতে) শক্তি অনুসারে প্রযত্ন করিয়াও যদি মানুষ (সফলতা) প্রাপ্ত না হয় (অর্থাৎ উহা সুসম্পন্ন করিতে না পারে, তথাপি) উহার পুণ্য প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আমার সংশয় নাই।' ক্রিয়মাণ ধর্মকার্য সুসম্পন্ন হইলে কর্তার যে পুণ্যফল লাভ হইবে, সুসম্পন্ন না হইলেও যদি সেই পুণ্যফল লাভ হয়, তবে উহা সুসম্পন্ন হইল কি, হইল না, অথবা হইবে কি, হইবে না, তাহার জন্য তাহাকে বিশেষ চিন্তা করিতে হয় না। সে যে উহাকে সুসম্পন্ন করিতে ধৈর্য এবং উৎসাহ সহকারে আপন শক্তি অনুসারে প্রযত্ন করিতেছে, তাহাই তাহার পক্ষে যথেষ্ট। কেননা, তাহাতেই উক্ত ধর্মকার্যের সুফল সে সম্পূর্ণতঃ প্রাপ্ত হইবে। সুতরাং উহার বাস্তবিক সিদ্ধি ও অসিদ্ধির প্রতি সে সমভাবে নির্বিকার থাকিতে পারে। ইহাই কৃষ্ণের উক্ত বচনের প্রকৃত তাৎপর্য। যে ঐভাবে কর্ম করে সে তাঁহার মতে সাত্ত্বিক কর্তা এবং ঐ ভাবে কর্ম করাই তদুক্ত কর্মযোগ। 'গীতা'য় তিনি বলিয়াছেন যে অনাসক্তভাবে এবং অহঙ্কাররহিতভাবে, কর্মের সিদ্ধির ও অসিদ্ধির প্রতি নির্বিকার থাকিয়া, ধৈর্য ও উৎসাহ সহকারে (যথাশক্তি) কর্ম করে, সেই সাত্ত্বিক কর্তা।[২] আসক্তি পরিত্যাগ করিয়া এবং সিদ্ধির ও অসিদ্ধির প্রতি সম থাকিয়া সৎকর্ম বা স্বকর্ম করই কর্মযোগ "সমত্বং যোগ উচ্যতে"।[৩] সুতরাং সাত্ত্বিক কর্তাকে বা কর্মযোগীকে কৃষ্ণের সিদ্ধান্ত মতে দৈবের অনুকূলতার জন্য অপেক্ষা করিতে হয় না।[৪]

---

১) মহাভা, ৫।০৩।৬

২] গীতা, ১৮।২৬

৩) গীতা, ২।৪৮ ; আরও দেখ—২।৩৮

৪] কৃষ্ণের পরম ভক্ত ভীষ্ম বলেন, রাজাকে পৌরুষ সহকারে সর্বদা প্রযত্ন করিতে হইবে। কেননা, পৌরুষ ব্যতীত দৈব রাজার প্রয়োজন সিদ্ধ করে না।—(মহাভা, ১২।৫৬।১৪)

"সাধারণং দ্বয়ং হ্যেতদ্দৈবমুত্থানমেব চ।
পৌরুষং হি পরং মন্যে দৈবং নিশ্চিত্য মুহ্যতে॥—[১২।৫৬।১৫]

'যদিও দৈব ও পৌরুষ—এই দুইটিই [অভীষ্ট ফল লাভে] নিশ্চয় সাধারণ [কারণ], তথাপি আমি পৌরুষকে শ্রেষ্ঠ মনে করি। (পৌরুষ সত্ত্বেও অভীষ্ট সিদ্ধ না হইলে) দৈবকে (ব্যর্থতার হেতু) নিশ্চয় করিয়া [শোক দুঃখাদি হইতে] মুক্ত হওয়া যায়।' কৃপাচার্য বলেন, "কার্যসমূহ আরম্ভ না করিয়া কেহ কখনও অভীষ্ট বস্তু লাভ করিতে পারে না। [সুতরাং অভীষ্ট লাভার্থ পুরুষকার সততই কর্তব্য]। পুরুষকার করিলেও যাহাদের কার্য সিদ্ধ হয় না, তাঁহারা দৈব কর্তৃক উপহত। এই বিষয়ে সংশয় কর্তব্য নহে।"—[মহাভা, ১০।৩।৩৪-২—৩৫]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ আরও মনে করিতেন যে দৈবকে অত্যন্ত প্রতিকূল বলিয়া, এবং সেইহেতু পুরুষকার ব্যর্থ হইবে বলিয়া, বুঝিতে পারিলেও সদুদ্দেশ্যে পুরুষকার অবশ্যই কর্তব্য। তাঁহার আচরণ হইতে তাহা নিঃসন্দিগ্ধরূপে বুঝা যায়। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ যাহাতে না ঘটে, সেই উদ্দেশ্যে পাণ্ডবগণের এবং ধার্তরাষ্ট্রগণের মধ্যে শান্তিস্থাপনার্থ প্রচেষ্টা করিতে কৃষ্ণ দূতরূপে হস্তিনাপুরে গমন করেন। এই মাত্র পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে। তিনি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে তাঁহার ঐ প্রচেষ্টা ব্যর্থ হইবে। তিনি সুস্পষ্ট বাক্যে তাহা প্রকাশ করেন। যাত্রার অব্যবহিত পূর্বে দ্রৌপদী তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং দুঃশাসন কর্তৃক রাজসভায় তাঁহার অপমানের কথা তুলিয়া ফুঁপাইয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিতে থাকেন। তাঁহাকে পরিসান্ত্বনা দিতে কৃষ্ণ বলেন, "হে কৃষ্ণা, তুমি অচিরে ভরতবংশীয় স্ত্রীগণকে রোদন করিতে দেখিবে। হে ভীরু, হে ভামিনী, তুমি যাহাদের উপর ক্রুদ্ধ হইয়াছ তাহারাও আপন জ্ঞাতি এবং বান্ধবগণকে নিহত দেখিয়া,—হতমিত্র এবং হতবল হইয়া, এই প্রকার রোদন করিবে। যুধিষ্ঠিরের নিয়োগ হেতুতে, তথা বিধিনির্মিত দৈব হেতুতে, আমি, ভীম, অর্জুন, নকুল ও সহদেব সহকারে, তাহা (অর্থাৎ তাহাদের জ্ঞাতিবান্ধবাদিকে সংহার) করিব। কালপক্ব ধার্তরাষ্ট্রগণ আমার কথা মানিবে না, সেইহেতু শীঘ্রই (আমাদের দ্বারা যুদ্ধে নিহত হইয়া) ভূমিতে শয়ন করিবে এবং শৃগাল ও কুকুরের আহার হইবে। হিমালয় পর্বত টলিতে পারে, পৃথিবী শতধা বিদীর্ণ হইতে পারে, এবং সনক্ষত্র দ্যুলোক নীচে পড়িতে পারে, পরন্তু আমার বাণী মিথ্যা হইবে না। হে কৃষ্ণা, আমি তোমার নিকট সত্য প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি, তুমি অচিরে আপন পতিদিগকে হতামিত্র এবং (রাজ্য)শ্রীযুক্ত দেখিবে। সুতরাং অশ্রু সম্বরণ কর।"[১] হস্তিনাপুরে পৌঁছিয়া কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে বাস করেন। সেইখানে পাণ্ডব-মাতা কুন্তী পুত্রদিগের এবং পুত্রবধূ দ্রৌপদীর নানাবিধ দুঃখযন্ত্রণার কথা তুলিয়া কৃষ্ণের সম্মুখে অশ্রুবিসর্জন করিতে থাকেন। তাঁহাকে সান্ত্বনা প্রদান প্রসঙ্গে কৃষ্ণ বলেন, "আপনি অল্প দিনের মধ্যে পাণ্ডবদিগের শত্রুগণকে নিহত দেখিবেন এবং তাহাদিগকে নীরোগ, সর্বার্থসিদ্ধ, সর্বলোকের ঈশ্বর এবং (রাজ্য)শ্রীযুক্ত দেখিবেন।"[২] ইহাতে দেখা যায় যে তিনি পূর্ব হইতেই ইহা নিশ্চিতরূপে জানিতেন যে পাণ্ডবদিগের এবং ধার্তরাষ্ট্রদিগের মধ্যে সন্ধি স্থাপন হইবে না, যুদ্ধ হইবেই এবং ঐ যুদ্ধে ধার্তরাষ্ট্রদিগের বিনাশ ও পাণ্ডবদিগের বিজয় হইবেই।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ যে অবশ্যই ঘটিবে এবং তাহাতে যে ধার্তরাষ্ট্রগণ সবংশে নিধন প্রাপ্ত হইবে তাহা দেবর্ষি নারদ এবং পরমর্ষি ব্যাসও বহু পূর্ব হইতে জানিতেন। যুধিষ্ঠিরাদি

১] মহাভা, ৫।৮২।৪৪-২—৯ বনবাসের প্রারম্ভেও কৃষ্ণ এবং শেষের দিকে সত্যভামা ও দ্রৌপদীকে ঐ প্রকার সান্ত্বনা দিয়াছিলেন দেখা যায়। —(মহাভা, ৩।১২।১৩২—৫১ ; ৩।২৩৫।৪—৯] কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের প্রারম্ভের পূর্বে মদ্ররাজ শল্য যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে কর্ণদুর্যোধনাদি তাঁহার শত্রুগণ ক্ষিপ্র বিনাশ প্রাপ্ত হইবে। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন। তিনি রাজ্য প্রাপ্ত হইবেন এবং অনন্তর ভ্রাতৃগণ ও স্ত্রী দ্রৌপদী সহ সাগর পর্যন্ত এই পৃথিবীকে ভোগ করিবেন। (মহাভা, ৫।১৮।১২—৫) "হে যুধিষ্ঠির, দুর্যোধনের অপরাধ হেতু, ভীমের এবং অর্জুনের বলে, মহাত্মা ক্ষত্রিয়দিগের এই অভাব [হইবে]।"—[মহাভা, ৫।১৮।১৮]

২) মহাভা, ৫।৯০।৯৯

৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বনগমন করিলে দেবর্ষি নারদ কৌরবদিগের রাজসভায় উপস্থিত হইয়া সর্ব-সমক্ষে বলেন, "আজ হইতে চতুর্দশ বর্ষে দুর্যোধনের অপরাধ হেতু, ভীমের এবং অর্জুনের বলে, কৌরবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হইবে।"[১] তৎপূর্বে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের সময়েও তিনি তাহা প্রকাশ করেন।[২] রাজসূয়যজ্ঞ সমাপ্তির পর পরমর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলেন, চেদিরাজ শিশুপালের বধের পর যে সকল ভয়ানক উৎপাত হইয়াছিল, "হে রাজন্, হে বিশাংপতি, (সেই সকল) উৎপাতসমূহের মহৎ ফল তের বৎসর পরে সমস্ত ক্ষত্রিয়ের বিনাশার্থ হইবে। হে ভারত, হে ভরতর্ষভ, কালপ্রভাবে একমাত্র তোমাকে কারণ করিয়া দুর্যোধনের অপরাধ হেতু সমবেত পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয় ভীমের এবং অর্জুনের বলে ক্ষয় প্রাপ্ত হইবে।"[৩] অনন্তর যুধিষ্ঠিরকে সান্ত্বনা দিতে তিনি বলেন, "পরন্তু উহার জন্য চিন্তা করিও না। কেননা, কাল নিশ্চয় দুরতিক্রমণীয়। তোমার কল্যাণ হউক। দান্ত ও অপ্রমত্ত থাকিয়া পৃথিবী পরিপালন কর।"[৪] পরে ব্যাস ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন যে কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধে সর্বনাশ "দিষ্ট" (অর্থাৎ বিধি কর্তৃক বিহিত), সুতরাং উহাকে বন্ধ করিতে কাহারও সামর্থ্য নিশ্চয় নাই।[৫] অন্যত্র তিনি ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন, এক সময়ে দেবরাজ ইন্দ্রের সভায় গিয়া তিনি ভগবান বিষ্ণুর মুখে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে সর্বনাশের কথা শুনিয়া আসিয়াছিলেন;[৬] ঐ সময়ে নারদ সেইখানে উপস্থিত ছিলেন এবং যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের সময়ে উনি তাহা প্রকাশ করেন।[৭] এই উক্তিরও প্রকৃত তাৎপর্য উহাই,—কুরুক্ষেত্রমহাযুদ্ধে সর্বক্ষত্রিয়ের বিনাশ বিধির বিধান। তথাপি,—তাহা জানা সত্ত্বেও ব্যাস এবং নারদ ঐ যুদ্ধ যাহাতে না ঘটে সেই প্রকার চেষ্টা করিয়াছিলেন। কৃষ্ণ যখন শান্তির দূত রূপে কৌরবসভায় গিয়াছিলেন, তখন নারদও গিয়াছিলেন।[৮] পরমর্ষি ব্যাস তাহার পরে ধৃতরাষ্ট্রের ও দুর্যোধনের নিকটে গমন করেন।[৯] কৃষ্ণের ন্যায় তাঁহারাও রাজ্যাংশ প্রদান করত পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে দুর্যোধনকে পরামর্শ দেন। দুর্যোধন তাঁহাদের পরামর্শ গ্রহণ করেন নাই। যুদ্ধের প্রাক্কালে,—যখন উভয় পক্ষের সৈন্যগণ কুরুক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়াছিল, ব্যাস আর এক বার চেষ্টা করেন,—ধৃতরাষ্ট্রের নিকটে গিয়া বলেন, "কুরুদিগকে, তথা জ্ঞাতিগণকে, সম্বন্ধিগণকে ও সুহৃদ্‌গণকে, ধর্ম্য পন্থা প্রদর্শন কর। ইহার বারণে তুমি নিশ্চয় সমর্থ। জ্ঞাতিবধকে (বিদ্বান্‌গণ) ক্ষুদ্র বলেন। আমার অপ্রিয় করিও না।" ইত্যাদি।[১০]

দৈবকে এত প্রতিকূল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও কৃষ্ণ সন্ধির জন্য পুরুষকার করিলেন কেন? ব্যাস এবং নারদ জানিয়া বুঝিয়াও বিধির বিধান উল্টাইতে প্রচেষ্টা করিলেন কেন? কৃষ্ণ নিজেই বিদুরকে তাহার উত্তর দিয়াছেন। হস্তিনাপুরে কৃষ্ণ বিদুরের গৃহে বাস করেন। রাত্রে খাওয়া দাওয়ার পর বিশ্রাম করিতে গেলে বিদুর তাঁহাকে বলেন, যে তিনি দৌত্যে আসিয়া ভাল

১] মহাভা, ২।৮০।৩৪ ঐ সময়ে আচার্য দ্রোণও নাকি তাহা বলেন।—[মহাভা, ২।৮০।৫১]।

২] মহাভা, ১১।৮।৩৭-৮ আরও দেখ—২।৪৬।৮-৯

৩] মহাভা, ২।৪৬।১১-২

৪) মহাভা, ২।৪৬।১৬'২-১৭

৫] মহাভা, ৬।২।১৪ আরও দেখ—৬।৩।৪৭—৮

৬] মহাভা, ১১।৮।২০—

৭] মহাভা, ১১।৮।৩৭-৮

৮] মহাভা, ৫।১১৬—১২৩ অধ্যায়।

৯] মহাভা,

১০] মহাভা, ৬।৩।৫২'২—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন নাই। কেননা, দুর্যোধন অতিমন্দবুদ্ধি এবং "অর্থধর্মাতিগ" ও "ধর্মশাস্ত্রাতিগ"। সে মহাক্রোধী এবং বৃদ্ধদিগের শাসন মানে না, ইত্যাদি। সেই হেতু শ্রেয়ের কথা বলিলে অভিমান ও ক্রোধবশত সে গ্রহণ করিবে না; পাণ্ডবদিগের সহিত সন্ধি করিতে সে কখনও স্বীকৃত হইবে না। সুতরাং তাঁহার হিতোপদেশ ব্যর্থ হইবে।[১] কৃষ্ণ স্বীকার করেন যে বিদুর যাহা যাহা বলিয়াছেন সেই সকল "ধর্ম ও অর্থ যুক্ত এবং তথ্য",—'সত্য ও যুক্তিযুক্ত, সুতরাং মানিবার যোগ্য।' তথাপি তিনি কেন সন্ধি স্থাপনার্থ প্রচেষ্টা করিতেছেন, তাহা নিবেদন করেন,—

"হে ক্ষত্তঃ, ধার্তরাষ্ট্র (দুর্যোধনের) দুষ্ট প্রকৃতি এবং (তাহার পক্ষে সমুপস্থিত) ক্ষত্রিয়দিগের (আমার প্রতি) শত্রুতা,[২]—এই সমস্ত জানিয়াও আজ আমি কৌরবদিগের নিকটে আসিয়াছি। হস্তী, অশ্ব ও রথ দ্বারা আকীর্ণ বিপদগ্রস্ত এই সমস্ত পৃথিবীকে যে মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিবে, সে (নিশ্চয়) উত্তম ধর্ম প্রাপ্ত হইবে। (কোন) ধর্মকার্য (সুসম্পন্ন করিতে) শক্তি অনুসারে প্রযত্ন করিয়াও যদি মানুষ (সফলতা) প্রাপ্ত না হয় (অর্থাৎ উহা সুসম্পন্ন করিতে না পারে, তথাপি) উহার পুণ্য প্রাপ্ত হয়। তাহাতে আমার সংশয় নাই। (পক্ষান্তরে) মনে মনে পাপ চিন্তা করিয়াও যদি (মনুষ্য) কর্ম দ্বারা উহার অনুষ্ঠান না করে, তবে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। ধর্মবিদ্গণ তাহা জানেন। হে বিদুর, সংগ্রামে (পরস্পরকে) বিনাশেচ্ছ কুরুদিগের ও সৃঞ্জয়দিগের প্রশম করিতে আমি নিষ্কপটভাবে ('অমায়য়া') প্রযত্ন করিব। এই মহাঘোর আপদ কুরুদিগেরই মধ্যে সমুত্থিত হইয়াছে এবং উহা কর্ণ ও দুর্যোধন কৃত। ইঁহারা (অর্থাৎ উপস্থিত অপর সমস্ত ক্ষত্রিয়গণ) তাঁহাদিগেরই অনুযায়ী। ব্যসনে ক্লিশ্যমান মিত্রকে অনর্থ হইতে বাঁচাইতে যে যথাশক্তি প্রচেষ্টা করে না, বিদ্বান্গণ তাহাকে নৃশংস বলিয়া জানেন। কেশের অগ্রভাগতক্ ধরিয়াও মিত্রকে অকার্য হইতে সম্যক্ প্রকারে নিবর্তিত করিতে যথাশক্তি যত্নকারী মনুষ্য কাহারও নিন্দনীয় হইতে পারে না।……ধার্তরাষ্ট্রদিগের ও পাণ্ডবদিগের, তথা পৃথিবীর সমস্ত ক্ষত্রিয়দিগের, হিতের জন্য আমি নিশ্চয় নিষ্কপটভাবে যত্ন করিব। হিতে প্রযত্নপরায়ণ আমাকে দুর্যোধন যদি সন্দেহও করে, তথাপি আমি ত (বন্ধুদিগের নিকট) অঋণী হইব। এবং তাহাতে আমার অন্তরের সন্তোষ হইবে। জ্ঞাতিদিগের পরস্পরের ভেদে সর্বপ্রকার যত্ন দ্বারা মধ্যস্থতা করিতে যে মিত্র উপস্থিত হয় না, বিদ্বান্গণ তাহাকে মিত্র বলেন না। (অধিকন্তু) অধর্মিষ্ঠ, মূর্খ এবং অসুহৃদ্ ব্যক্তিগণ যাহাতে আমাকে ইহা না বলে যে 'কৃষ্ণ সমর্থ হইয়াও ক্রোধবশতঃ পরস্পরকে বধোদ্যত কুরুদিগকে ও পাণ্ডবদিগকে সর্বপ্রকারে বারণ করে নাই'—(সেইহেতুও আমি সন্ধির জন্য প্রযত্ন করিতে আসিয়াছি)। পুনশ্চ, উভয়েরই স্বার্থ সাধনার্থ আমি এইখানে আসিয়াছি। তদর্থে যত্ন করিয়া আমি মনুষ্যদিগের নিন্দা হইতে বাঁচিব। আমার ধর্ম ও অর্থ যুক্ত অনাময় বাক্য শ্রবণ করত অল্পবুদ্ধি (দুর্যোধন) যদি গ্রহণ না করে, তবে অদৃষ্টের বশে পড়িবে। পাণ্ডবদিগের স্বার্থ হানি না করিয়া যদি কৌরবদিগের মধ্যে শান্তি যথাযথ স্থাপন করিতে সমর্থ হই, তবে, হে মহাত্মন্, আমার চরিত্র পুণ্য(ময়) হইবে, আর কৌরবগণ মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইবে।"[৩]

১) মহাভা, ৫।৯২ অধ্যায়

২) কৃষ্ণ পূর্বে যে সকল ক্ষত্রিয় রাজগণের সহিত বিরোধ করিয়াছিলেন এবং তাহাদিগকে পরাজিত ও শাসন করিয়াছিলেন, সেইহেতু যাহারা তাঁহার প্রতি দ্বেষভাব রাখিত, তথা যে সকল দুরাচারী ক্ষত্রিয় কৃষ্ণের ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকিত, তাহারা সকলেই দুর্যোধনের পক্ষ গ্রহণ করিয়াছিল।—(দেখ—মহাভা, ৫।৮২।২৫)

৩) মহাভা, ৫।৯৩।৪-১১, ১৩-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৎপূর্বে সঞ্জয়কে এবং যুধিষ্ঠিরকেও কৃষ্ণ প্রায় সেই কথাই বলেন। সঞ্জয়কে তিনি বলেন,

"পাণ্ডবদিগের, তথা কৌরবদিগেরও স্বার্থ হানি না করিয়া (তাঁহাদিগের মধ্যে) শান্তি স্থাপন করিতে যদি আমি সমর্থ হই, তবে আমার চরিত পুণ্য(ময়) হইবে,—আমার মহোদয় হইবে আর কৌরবগণ মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত হইবে।"[১]

যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেন,

"তোমাদের উভয়েরই (হিত) অর্থে আমি কুরুদিগের সভায় গমন করিব। তোমাদের স্বার্থ হানি না করিয়া যদি সেইখানে শান্তি স্থাপন করিতে পারি, তবে মহাফল হইবে ;—আমার চরিত সুমহৎ পুণ্য(ময়) হইবে ; আর ক্রোধবশত পরস্পরকে বধোদ্যত কুরুগণকে ও সৃঞ্জয়গণকে, পাণ্ডবগণকে ও ধার্তরাষ্ট্রগণকে—এই সমস্ত পৃথিবীকে আমি মৃত্যুপাশ হইতে মুক্ত করিতে পারিব।"[২]

যুধিষ্ঠিরের ইচ্ছা ছিল না যে কৃষ্ণ কুরুসভায় সন্ধিস্থাপনার্থ গমন করেন। কেননা, তাঁহার পরামর্শ অতি সৎ হইলেও পাপাত্মা দুর্যোধন তাহা গ্রহণ করিবে না। যেই সকল ক্ষত্রিয় কোন না কোন কারণে কৃষ্ণের প্রতি দ্বেষভাব পোষণ করিতেন তাঁহারা সকলে দুর্যোধনের পক্ষে সমবেত হইয়াছেন এবং তাঁহার সভায় উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে গেলে, তাঁহারা কৃষ্ণকে অপমান করিতেও পারেন এবং তাঁহার শারীরিক ক্ষতিও করিতে পারেন। ঐ সকল ভাবিয়া যুধিষ্ঠির কুরুসভায় যাইতে কৃষ্ণকে বারণ করেন। তাহাতে কৃষ্ণ উত্তর করেন, "হে মহারাজ, দুর্যোধনের ঐ পাপতাকে আমি জানি। পরন্তু (সন্ধি স্থাপনে অকৃতকার্য হইলেও, তদর্থে প্রচেষ্টা করিয়া) আমি সর্বলোকে সর্বক্ষত্রিয়দিগের নিন্দা হইতে বাঁচিব।......হে পার্থ, আমার তথায় গমন একেবারে নিরর্থক হইবে না। কেননা, (সন্ধি স্থাপনরূপ মুখ্য) অর্থের প্রাপ্তি হয়ত হইতেও পারে। (আর যদি নাও বা হয়) অন্তত নিন্দা হইতে ত আমি বাঁচিব।"[৩] কৃষ্ণের মতে, শান্তি বাঞ্ছা করিলে অধর্ম হয় না, বরং যে শান্তিতে অস্বীকার করে তাহার দুর্নাম হয়।[৪] তিনি পরে যুধিষ্ঠিরকে বলেন যে তাঁহার প্রিয়ার্থ পাণ্ডবদিগের এবং ধার্তরাষ্ট্রদিগের মধ্যে যাহাতে শান্তি স্থাপিত হয়, তজ্জন্য মহান্ প্রযত্ন করিয়া তিনি "ধর্মস্য গতমানৃণ্যং ন স্ম বাচ্যা বিবক্ষতাম্" অর্থাৎ 'ধর্মের ঋণ চুকাইয়াছেন এবং সমালোচকদিগের কুসমালোচনা হইতে বাঁচিয়াছেন'।[৫]

'মহাভারতে'র এক স্থলে আছে,

"দৈবং তত্তু বিজানীমো যন্ন শক্যং প্রবাধিতুম্ ॥"[৬]

---

১) মহাভা, ৫।২৯।৪৮

২) মহাভা, ৫।৭২।৭৯·২—৮১

৩) মহাভা, ৫।৮২।।৮৫, ৮৮

৪) মহাভা. ৫।৭৩।৩৪

৫) মহাভা, ৫।১৫১।৪৩

৬) মহাভা, ১৪।১০।২৮·২

ভগবান আত্রেয়ের মতে,

"দৈবমাত্মকৃতং বিদ্যাৎ কর্ম যৎ পূর্বদৈহিকম্।
স্মৃতঃ পুরুষকারস্তু ক্রিয়তে যদিহাপরম্।"

—(চরকসংহিতা, বিমানস্থান, ৩।৩২-৩৩ ১)

অর্থাৎ দৈব ও পুরুষকার উভয়েই জীবের আত্মকৃত কর্ম ; যাহা পূর্ব দেহে কৃত হইয়াছিল তাহা এই দেহের পক্ষে 'দৈব', আর যাহা এই দেহে কৃত, তাহা পুরুষকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অর্থাৎ যাহাকে পুরুষকার দ্বারা প্রকৃষ্টরূপে বাধা দেওয়া যায় না, তাহাকেই দৈব বলিয়া জানিতে হইবে। এই সংজ্ঞা হইতেই ইহা নির্ণীত হয় যে দৈবকে পুরুষকার দ্বারা বাধা দেওয়া নিশ্চয়ই যায় না।[১] আরও জানা যায় যে পুরুষকারের প্রয়োগ ব্যতীত দৈব কি তাহাও সিদ্ধ হয় না। সুতরাং দৈবের অনুকূলতার ভরসায় বসিয়া থাকার কথাও উঠিতে পারে না। অতএব আপন অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য সতত পুরুষকার করা মানুষের অবশ্যই উচিত।

আরও একটা কথা বলা উচিত। সম্পূর্ণত পুরুষকারপরায়ণ হইয়াও কৃষ্ণ অনেক সময় অদৃষ্টবাদী সাজিয়াছেন,—পুরুষকার দ্বারা কর্ম সম্পাদন করিয়াও তিনি অনেক সময় বলিয়াছেন যে উহা অদৃষ্টবশতই "দিষ্ট্যা" সুসম্পন্ন হইয়াছে। তাহার কতিপয় দৃষ্টান্ত পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।[২] উহার একমাত্র উদ্দেশ্য অহঙ্কারাভিমানের বিনাশ। পুরুষকার দ্বারা সৌভাগ্য লাভ করিবার পর, পাছে তদ্ধেতু মনে অহঙ্কারাভিমান আসে, তাই তিনি মনে করিতেন যে দৈব-বশতই ঐ সৌভাগ্য লাভ হইয়াছে। পুরুষকার যখন বিফল হইত কিংবা দুর্ভাগ্য আসিয়া পড়িত তখনও তিনি শোকাদি বিতাড়নার্থ অদৃষ্টের দোহাই দিতেন। আমরা পরে তাহা প্রদর্শন করিব।

কর্মানুষ্ঠানরহস্য

এইরূপে দেখা যায় কর্মানুষ্ঠান সম্বন্ধে কৃষ্ণের সিদ্ধান্তের প্রথম রহস্য এই যে—যদিও কর্মের ফলের সিদ্ধিতে দৈবের প্রভাব নিশ্চয়ই আছে,—দৈব ও পুরুষকার উভয়েরই সংযোগে অভীষ্ট ফল সিদ্ধ হইয়া থাকে,—দৈব অনুকূল হইলেই পুরুষকার অভীষ্ট ফল প্রসব করে, অন্যথা ব্যর্থ হয়, তথাপি দৈবের গতির অপেক্ষায় বসিয়া না থাকিয়া, কিংবা উহাকে এমন কি প্রতিকূল বলিয়া বুঝিতে পারিয়াও এবং সেইহেতু পুরুষকার বিফল হওয়ার সম্ভাবনা সম্যক্ বুঝিতে পারিয়াও, সদুদ্দেশ্যে কর্ম অবশ্যই করিতে হইবে এবং অনুষ্ঠেয় কর্ম সুসম্পাদনের জন্য যথোচিত পৌরুষ যথাশক্তি সততই করিতে হইবে। উহার দ্বিতীয় রহস্য এই যে ঐ পৌরুষ সজ্ঞানে, অতি উৎসাহের সহিত এবং অতি আনন্দের সহিত বরাবর কর্তব্য, কখনও ধৈর্যচ্যুত হইতে নাই। তিনি বলেন, ঐ সিদ্ধান্ত অনুসারে কর্ম করিতে থাকিলে কর্তা সিদ্ধিতে হর্ষিত হয় না, আর অসিদ্ধিতে ব্যথিত হয় না।[৩] কোন কর্ম আরম্ভ করিলে, সর্বপ্রকার পৌরুষ সত্ত্বেও, উহাতে যে একান্ত সিদ্ধিলাভই হইবে তাহা বলা যায় না, আর তাহা বলা উচিতও নহে। পরন্তু ভাব বিপর্যয় উপস্থিত হইলে অতি-প্রহীনরশ্মি হইতে নাই, বিষাদ কিংবা গ্লানি গ্রস্ত হইতে নাই।[৪] ঐ প্রকার কর্তাই তাঁহার মতে সাত্ত্বিক কর্তা।[৫] আর অযুক্ত(অসমাহিত), প্রাকৃত (বা অত্যন্ত অসংস্কৃত-বুদ্ধি, মূর্খস্বভাব), অলস, বিষাদী (অর্থাৎ সর্বদা অবসন্ন স্বভাব) এবং দীর্ঘসূত্রী কর্তা তামস।[৬]

---

১) মহাভা, ১৫।১০।২৯'১

২) পূর্বে ৪৪—৫ পৃষ্ঠা দেখ।

৩) মহাভা, ৫।৭৭।১২
মহর্ষি বৃহদশ্ব যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "দৈব প্রতিকূল হইলে এবং (সেইহেতু) পুরুষকার নিষ্ফল হইলে সদ্বোধাশ্রয়ী বুধগণ নিজেকে বিষাদগ্রস্ত করেন না।" (মহাভা, ৩।৭৯।১৭)

৪) মহাভা, ৫।৭৭।১৩—৪

৫) গীতা, ১৮।২৬

৬) গীতা, ১৮।২৮; আরও দেখ—ঐ, ১৮.৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাণ্ডব এবং ধার্তরাষ্ট্রদিগের মধ্যে সন্ধি যখন হইল না, তখন যুদ্ধ অবশ্য অনুষ্ঠেয় কর্ম হইল। সন্ধির চেষ্টা সফল হইবে কি না, সেই বিষয়ে কৃষ্ণ প্রথম হইতে সন্দেহ করিতেছিলেন। তখন অর্জুন তাঁহাকে বলেন,

"ন চৈতদেবং দ্রষ্টব্যমসাধ্যমপি কিঞ্চন ॥"[১]

কোন কিছুকে অসাধ্য মনে করিতে নাই। কেননা, অতি কৃচ্ছ্র কিংবা অসাধ্য মনে করিলে অবসাদ আসে, কর্মসম্পাদনে উৎসাহ থাকে না। তাই মনে করিতে হইবে যে "সম্পাদ্যমানং সম্যক্ স্যাৎ তৎ কর্ম সফলং" ('সম্যক্ সম্পাদিত হইলে কর্ম সফলই হইবে')।[২] তাই সন্ধির জন্য সম্যক্ চেষ্টা করিতে তিনি কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। পরে তিনি এই প্রতিজ্ঞা করেন যে, যদি সন্ধি না না হয়, "যাহারা আমার সহিত যুদ্ধ করিবে, ভীষ্মদ্রোণপ্রমুখ দুর্যোধনের সেই সমস্ত সৈনিককে তাঁহাদের অনুচরগণ সহ আমি যুদ্ধে বধ করিব।"[৩] পরন্তু যুদ্ধের প্রাক্‌মুহূর্তে উভয় সৈন্যের সম্মুখে আসিয়া তিনি বিষাদগ্রস্ত হইয়া পড়েন। এবং যুদ্ধ করিতে অনিচ্ছুক হন। তখন যুদ্ধের দোষ দেখাইয়া তিনি বড় বড় ধর্মের কথা বলেন বটে। পরন্তু প্রকৃত পক্ষে তিনি মোহগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তিনি তাহা বুঝিতে পারিতেছিলেন না। কিন্তু কৃষ্ণ পারিয়াছিলেন। তাই তিনি ভর্ৎসনা করিয়া বলেন, এই সঙ্কট কালে তোমার মনে এই প্রকার মোহ কোথা হইতে আসিল? কোন আর্য(বা সদ্‌ব্যক্তি) এই প্রকার মোহগ্রস্ত হয় না। উহা ইহলোকে দুষ্কীর্তিকারক এবং পরলোকে অধোগতিকারক।'[৪] অনন্তর তাঁহাকে উৎসাহিত করিতে বলেন, হে পার্থ, এই প্রকার দীনভাবাপন্ন হইও না। উহা তোমার পক্ষে শোভা পায় না। হে পরন্তপ, হৃদয়ের এই ক্ষুদ্র দৌর্বল্যকে পরিত্যাগ করত (যুদ্ধার্থ) উদ্যত হও।"[৫] অর্জুনের ঐ মোহকে অপনোদনার্থ কৃষ্ণ নানা প্রকারের উপদেশ করেন। তাহা এখন 'ভগবদ্‌গীতা' নামে খ্যাত হইয়াছে। গীতোপদেশ শুনিয়া অর্জুন বলেন যে তাঁহার মোহ নষ্ট হইয়াছে,—মনের সংশয় বিনষ্ট হইয়াছে; তাঁহার পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হইয়াছে; সুতরাং তিনি কৃষ্ণের উপদেশ অনুসারে যুদ্ধ করিবেন।[৬] পরন্তু ঐ মোহকে তিনি তখনও সম্যক্ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। তাই যুদ্ধ করিতে আরম্ভ করিয়াও তিনি প্রায়ই পূর্ণ উৎসাহে যুদ্ধ করিতেছিলেন না। যুদ্ধের প্রথম দিন যুধিষ্ঠির নিজ পক্ষীয় সৈন্যগণের অত্যধিক বিনাশ হেতু শোকে ও দুঃখে আর্ত হইয়া কৃষ্ণকে বলেন, "অর্জুনকে যুদ্ধে মধ্যস্থের (অর্থাৎ উদাসীনের) ন্যায় দেখিতেছি;"[৭] "মহাত্মা ভীষ্মের এবং দ্রোণের (অস্ত্র দ্বারা) আমাদিগকে দগ্ধ হইতে দেখিয়াও সে উপেক্ষা করিতেছে।"[৮] ঐ কারণে কৃষ্ণ সময় সময় অর্জুনকে উদ্দীপিত করেন,—ভীষ্মদ্রোণাদি ধার্তরাষ্ট্র পক্ষীয় সকলকে

---

১) মহাভা, ৫।৭৮।৪

২) মহাভা, ৫।৭৮।৫

৩) মহাভা, ৬।৫৯।৪৪ ; ৬।১০৬।৩৫.২—৩৬.১ (ঈষৎ পাঠান্তরে) ; আরও দেখ—৫।১৬৮।৩—২৩ ; ৫।৬৬।৪— ; ৫,৮৩।৫৩ ; ৬।১০৭।৩৫-১

৪) গীতা; ২।২

৫) গীতা. ২।৩

৬) গীতা, ১৮।৭৩ ; আরও দেখ—১১।১

৭) মহাভা, ৬।৫০।১৬.২

৮) মহাভা, ৬।৫০।২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যুদ্ধে বধের তাঁহার পূর্ব প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দেন এবং তাহাকে সত্য করিতে বলেন;[১] আরও বলেন "ক্ষত্রধর্ম অনুস্মরণ করত বিগতজ্বর হইয়া যুদ্ধ কর।"[২] ক্ষত্রধর্ম এই যে—ক্ষত্রিয়গণ যুদ্ধে কাহাকেও ছাড়ে না,—পিতা ও পুত্রের, গুরু ও শিষ্যের, ভাই ও ভাই, প্রভৃতির মর্যাদা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করত পরস্পর যুদ্ধ করে।[৩] কৃষ্ণের বাক্যে উত্তেজিত হইয়া অর্জুন ভীষ্মকে বধ করিবেন বলিয়া পুনঃ বলেন।[৪] ভীষ্ম কর্তৃক স্বপক্ষীয় অত্যধিক সৈন্য ক্ষয় দেখিয়াও অর্জুন কৃষ্ণের প্ররোচনা ব্যতীতও এক একবার উত্তেজিত হইয়া তাঁহাকে (ভীষ্মকে) বধ করিতে সমুদ্যত হন।[৫] পরন্তু ভীষ্মের গৌরব স্মরণ করিয়া আবার কর্তব্য বিস্মৃত হন।[৬] একবার ত কৃষ্ণের ঐ প্ররোচনা বাক্য শুনিয়া অর্জুন "মুখ নীচ করিয়া এবং কৃষ্ণের প্রতি বক্র দৃষ্টিপাত করিয়া" যেন অনিচ্ছা সত্ত্বেও ("অকাম ইব") বলিয়া ফেলেন "অবধ্যগণকে বধ করিয়া নরক হইতে নিকৃষ্ট রাজ্য এবং বনবাসে দুঃখসমূহ—(এই দুয়ের মধ্যে) কোনটা আমার পক্ষে সুকৃত হইবে?"[৭] আর পরমুহূর্তে আত্মসম্বরণ করিয়া বলেন, "তোমার বচন পালন করিব।"[৮] আর একবার অর্জুন বলেন, "ভীষ্ম ধীমান্ এবং অতি জ্ঞানবান্,—সর্ববিদ্যাসম্পন্ন। তিনি আমাদের কুরুকুলে সর্বাপেক্ষা যেমন জ্ঞানবৃদ্ধ, তেমন বয়োবৃদ্ধও। ততোধিক তিনি আমাদের পিতামহ এবং গুরু। আমি তাঁহার সহিত কি প্রকারে যুদ্ধ করিব? আমরা যখন বালক ছিলাম, তখন মহামনা তিনি আমাদের সঙ্গে খেলা করিতেন। আমি খেলিতে খেলিতে সারা শরীর ধূলাক্ত করিয়া তাঁহার কোলে গিয়া উঠিতাম। তাহাতে তাঁহার বস্ত্র ও শরীর ধূলায় মলিন হইয়া যাইত। পরন্তু তিনি কিছু বলিতেন না। তিনি আমার পিতা মহাত্মা পাণ্ডুর পিতা। পরন্তু বাল্যে আমি তাঁহার কোলে চড়িয়া তাঁহাকে 'পিতা' ডাকিতাম। তিনি আদর করিয়া আমাকে বলিতেন, 'হে ভারতকুল প্রদীপ, আমি তোমার পিতা নহি, তোমার পিতার পিতা।' আজ আমি তাঁহাকে কি প্রকারে বধ করিব? তাঁহার ইচ্ছা হয় ত তিনি আমাদের সমস্ত সৈন্যকে বধ করুন। আমাদের পরাজয় হউক কিংবা বধ হউক। পরন্তু আমি সেই মহাত্মার সঙ্গে যুদ্ধ করিব না। হে কৃষ্ণ এই বিষয়ে তুমি কি মনে কর?[৯] তাহাতে অনায়াসে বুঝা যায় অর্জুনের অন্তরে অন্তরে কি মহান্ ভাব-বিপর্যয় হইতেছিল। ভীষ্ম কর্তৃক পূর্ণ পরাক্রমে পাণ্ডব পক্ষীয়গণের বিনাশ সত্ত্বেও "অর্জুনের মৃদুযুদ্ধতা" দেখিয়া কৃষ্ণ দুইবার আপন প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিয়া ভীষ্মকে মারিতে উদ্যত হন।[১০] সাধ্যানুসারে যুদ্ধে পরাঙ্মুখ অর্জুনকে যুদ্ধে উত্তেজিত করিতেই কৃষ্ণ ঐ প্রকার করিয়াছিলেন বলা যায়।[১১] গুরু দ্রোণের সহিত যুদ্ধেও অর্জুন ঐ প্রকার দুর্বলতা,—নিরুৎসাহতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সঞ্জয় ত এমন বলেন যে "ধর্মবিৎ অর্জুন কখন ইহাঁর

১) মহাভা, ৬।৫৯।৪২—৭; ৬।১০৬।৩৩—৭

২) মহাভা, ৬।১০৬।৩৭ ১

৩) মহাভা, ৬।১০২।৫ দেখ।

৪) মহাভা, ৬।৫৯।৪৮

৫) মহাভা, ৬।৫২।১৫

৬) মহাভা, ৬।৫৯।৭৩'১

৭) মহাভা, ৬।১০৬।৩৮'২—৩৯'১

৮) মহাভা, ৬।১০৬।৩৯'২

৯) মহাভা, ৬।১০৭।৯১-৫ (তাৎপর্যানুবাদ)

১০) মহাভা, ৬।৫৯।৬৫— ও ১০৬।৫৩—

১১) যুধিষ্ঠিরের চিত্তের দুর্বলতা হঠাইয়া তাঁহাতে সান্ত্বনা দিতে এবং উৎসাহিত করিতেও কৃষ্ণ একবার বলিয়াছিলেন যে তাঁহার নিয়োগে তিনি ভীষ্মকে বধ করিবেন। (মহাভা, ৬।১০৭।২৫—)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(দ্রোণের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতেছিলেন না।"[১] তখন ভীম অর্জুনকে পূর্ণোৎসাহে যুদ্ধ করিতে বলেন।[২] কার্য আরম্ভ করিবার পর দুর্বলতা প্রকাশ,—উহাকে সুসম্পন্ন করিতে নিরুৎসাহতা ও দীর্ঘসূত্রতা, যেমন অর্জুন করিয়াছিলেন, কৃষ্ণের সিদ্ধান্তের সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ। তাই 'গীতা'তে তিনি অর্জুনকে বলেন,

"উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ।"[৩]

নিজে নিজেকে উদ্ধার করিবে, নিজেকে অবসাদিত করিবে না।'

ভুমালাভ

শ্রুতিতে আছে,

"যো বৈ ভূমা তৎ সুখং নাল্পে সুখমস্তি ভূমৈব সুখং ভূমা ত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।"[৪]

'যাহা ভূমা, তাহাই নিশ্চয় সুখ। অল্পে সুখ নাই। ভূমাই নিশ্চয় সুখ। সুতরাং ভূমাকেই বিশেষরূপে জানিতে ইচ্ছা করা উচিত।' 'ভূমা' অর্থ 'মহৎ', 'নিরতিশয়', 'বহু'। অল্পে অসন্তোষ উৎপন্ন হইলেই, ভূমা লাভের আকাঙ্ক্ষা হইবে, নচেৎ নহে। সুতরাং সদ্বিষয়ের অল্পে অল্পে অসন্তোষ হওয়া বাঞ্ছনীয়,—তাহা অধিকতর কল্যাণের জনক। কৃষ্ণের কর্মানুষ্ঠানসিদ্ধান্তের আদর্শও ঠিক তাহাই—অল্পলাভে সন্তুষ্ট না থাকিয়া, ভূমালাভের জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করা। দৌত্যার্থ হস্তিনাপুরে গমন করত কৃষ্ণ পিসীমা কুন্তীর সঙ্গে দেখা করিতে যান। ঐ সময়ে কুন্তী পুত্রগণের ও পুত্রবধূ দ্রৌপদীর দুঃখের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহার নিকটে কাঁদিতে থাকেন; তাঁহাকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া কৃষ্ণ বলেন, "হে মহাপ্রাজ্ঞে, তুমি বীরের পত্নী এবং বীরপুত্র-প্রসবিনী তুমি সর্বগুণসম্পন্না। তাদৃশ সুখদুঃখ সহন করা তোমার উচিত। পার্থগণ (অর্থাৎ তোমার পুত্রগণ) নিদ্রা ও তন্দ্রা, ক্রোধ ও হর্ষ, ক্ষুধা ও পিপাসা, এবং হিম ও রৌদ্র—এই সমস্ত (অর্থাৎ দ্বন্দ্বসমূহ) নির্জয় করিয়া নিত্য বীরোচিত সুখে নিরত। পার্থগণ গ্রাম্যসুখত্যাগী এবং বীরসুখপ্রিয়।"[৫] অতঃপর তিনি বলেন

"ন তে স্বল্পেন তুষ্যেয়ুর্মহোৎসাহা মহাবলাঃ॥
অন্তং ধীরা নিষেবন্তে মধ্যং গ্রাম্যসুখপ্রিয়াঃ।
উত্তমাংশ্চ পরিক্লেশান্ ভোগাংশ্চাতীব মানুষান্॥
অন্তেষু রেমিরে ধীরা ন তে মধ্যেষু রেমিরে।
অন্তপ্রাপ্তিং সুখমাহুর্দুঃখমন্তরমন্তয়োঃ॥"[৬]

মহান্ উৎসাহ এবং মহান্ বল সম্পন্ন তাহারা স্বল্পে তুষ্ট হয় না। ধীর ব্যক্তিগণ অন্তই নিষেবণ করে, আর গ্রাম্যসুখপ্রিয় ব্যক্তিগণ মধ্য নিষেবণ করে। উত্তম পরিক্লেশসহের এবং অতিমানুষিক ভোগসমূহের অন্তসমূহেই ধীর ব্যক্তিগণ রমণ করে। তাহারা মধ্যে রমণ করে না। কেননা,

১) মহাভা, ৭।১৯০।৮'২ ২) মহাভা, ৭।১৮৬।৯-১১

৩) গীতা, ৬।৫'১

৪) ছান্দোগ্যউ, ৭।২৩ ৫) মহাভা, ৫।৯০।৯৩-৪

৬) মহাভা, ৫।৯০।৯৫'২—৭ এই বচনের অন্তিম দুই পঙ্ক্তিতে 'অন্ত' স্থলে 'অন্ত্য' পাঠান্তরে 'মহাভারতে'র অন্যত্র আছে। (মহাভা, ১২।১৭৪।৩৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(পণ্ডিতগণ) অন্তপ্রাপ্তিকেই সুখ এবং অন্তদ্বয়ের মধ্যবর্তীকে দুঃখ বলেন।' অতি দুঃখে নিমগ্ন এবং সেইহেতু হতোদ্যম পুত্রকে উদ্বুদ্ধ করিতে রাণী বিদুলা বলেন,

"সুসন্তোষঃ কাপুরুষঃ স্বল্পকেনৈব তুষ্যতি ॥"[১]

'যে সুসন্তোষ,—স্বল্পেতেই তুষ্ট হয়, সে নিশ্চয় কাপুরুষ।' "সন্তোষো বৈ শ্রিয়ং হন্তি" ('সন্তোষ নিশ্চয় শ্রীকে হনন করে')।[২] কুন্তী কৃষ্ণকে দিয়া পুত্রগণের নিকট বিদুলার উপদেশ প্রেরণ করেন। দুর্যোধন ধৃতরাষ্ট্রকে বলেন,

"অসন্তোষঃ শ্রিয়ো মূলং তস্মাৎ তং কাময়াম্যহম্।
সমুচ্ছ্রায়ে যো যততে স রাজন্ পরমো নয়ঃ ॥"[৩]

'হে রাজন্। অসন্তোষ কল্যাণের মূল। তাই আমি তাহাকে কামনা করি। পরমশ্রী লাভের জন্য প্রযত্ন করা পরম নয়।' পরমর্ষি ব্যাসের মতে যথাশক্তি তুষ্টিজ্ঞান ব্রাহ্মণের সংসিদ্ধিকারক গুণসমূহের অন্যতম। (স্বল্প)শ্রীর প্রতি অসন্তোষ ক্ষত্রিয়ের তদ্বিধ গুণসমূহের অন্যতম।[৪]

দুঃখ-বিস্মরণ

ইহ সংসারে অবস্থার স্বাভাবিক বিপর্যয় হেতু মানুষের মনে সুখ কিংবা দুঃখ সাধারণতঃ আসিয়াই থাকে। কৃষ্ণ বলেন, তাহাতে অবিচলিত থাকিবে ; বিশেষতঃ দুঃখকে মন হইতে যথাসম্ভব শীঘ্র দূরীভূত করিতে হইবে এবং বিস্মৃত হইতে হইবে।[৫] কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে অব্যবহিত পূর্বে পুত্রগণের মহাদুঃখের কথা স্মরণ করিয়া শোকপরায়ণ কুন্তীকে তিনি বলেন যে তাঁহার মত মহাপ্রজ্ঞাবান্ এবং সর্বগুণসম্পন্ন ব্যক্তির ঐ সকল দুঃখ সহন করা উচিত। যুদ্ধের পরে পুত্রগণের মৃত্যুর কথা স্মরণ করিয়া শোকে কাতর গান্ধারীকে তিনি বলেন,

"মৃতং বা যদি বা নষ্টং যোঽতীতমনুশোচতি।
দুঃখেন লভতে দুঃখং দ্বাবনর্থৌ প্রপদ্যতে ॥"[৬]

'অতীতে মৃত (আত্মীয়স্বজনকে) কিংবা নষ্ট (ধনাদিকে) (স্মরণ করিয়া) কেহ যদি পরে শোক করে, তবে সে (পূর্ব) দুঃখ (স্মরণ) হেতু (পুন) দুঃখ প্রাপ্ত হয় ; (সুতরাং পূর্ব ও পর দুঃখ রূপ) দুই অনর্থ প্রাপ্ত হয়।' শোকার্ত যুধিষ্ঠিরকে তিনি বলেন, "যে মনে মনে অত্যন্ত শোক করে, সে আপন পরলোকগত পিতৃপুরুষগণকে সন্তাপিত করে।"[৭] 'গীতা'তে তিনি বলিয়াছেন, "পণ্ডিতগণ গতপ্রাণ কিংবা জীবিত ব্যক্তিগণের জন্য শোক করেন না।"[৮] যে শুভ কিংবা অশুভ পাইয়া বিচলিত হয় না,—সুখ পাইয়া উল্লসিত হয় না এবং দুঃখ পাইয়া উদ্বিগ্ন হয় না, সেই স্থিতপ্রজ্ঞ।[৯] তাঁহার মতে সুখ ও দুঃখ নির্বিকার চিত্তে সহন করিতে হইবে।[১০] পরমর্ষি ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলেন,

---

১) মহাভা, ৫।১৩৩।৯'২
২) মহাভা, ৫।১৩৩।৩৩'২
৩) মহাভা, ২।৫৫।১১
৪) মহাভা, ১২।২৩।৮—
৫) পূর্বে দেখ—
৬) মহাভা, ১১।২৬।৪
৭) মহাভা, ১৪।২।২
৮) গীতা, ২।১১'২
৯) গীতা, ২।৫৭ ; ৫।২০
১০) গীতা, ২।১৪-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"সুখং বা যদি বা দুঃখং প্রিয়ং বা যদি বাঽপ্রিয়ম্।
প্রাপ্তং প্রাপ্তমুপাসীত হৃদয়েনাপরাজিতঃ॥"[১]

অর্থাৎ সুখ কিংবা দুঃখ—প্রিয় কিংবা অপ্রিয় যখন যাহাই আসুক না কেন, তখন তাহাকে অবিচলিতচিত্তে গ্রহণ করিতে হইবে।[২] প্রজাপতি মনু বলেন, "(রোগাদি) শারীরিক দুঃখ দ্বারা উপঘাত হইলে কিংবা (শোকাদি) মানসিক দুঃখ উপস্থিত হইলে, যাহার প্রতিকার করা যাইতে পারে না, তাহার অনুচিন্তন করিবে না। দুঃখের অনুচিন্তন না করাই দুঃখের (প্রতিকারক) মহৌষধ। কেননা, চিন্তা করিলে উহা পুনরায় উপস্থিত হয়,—আরও বাড়ে।"[৩]

অন্য সময়ে ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে বলেন,

"শোচতো মহারাজ অঘমেবাঽভিবর্ধতে।
তস্মাচ্ছোকং পরিত্যজ্য শ্রেয়সে প্রযতেদ্ বুধঃ॥[৪]

'হে মহারাজ, শোক করিতে থাকিলে পাপই সর্বপ্রকারে বৃদ্ধি পায়। সেইহেতু জ্ঞানী পুরুষের উচিত শোক পরিত্যাগ করত শ্রেয়লাভার্থে প্রযত্ন করা।"

দুর্ভাগ্যের সময়ে স্বভাবতঃ আগত দুঃখশোকাদিকে বিতাড়নার্থ কৃষ্ণ কখন কখন অদৃষ্টবাদের বা কালবাদের উপযোগ করিতেন। ইহা অতি সত্য যে অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের অপরাধেই কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয়। লোভ ও মোহ বশতঃ তিনি দুর্যোধনাদির পক্ষ গ্রহণ করেন। স্বয়ং ভগবান্ কৃষ্ণ, ব্যাসনারদাদি ঋষিমুনিগণ এবং ভীষ্মদ্রোণাদি গুরুগণ ও আচার্যগণ শান্তির জন্য সৎপরামর্শ দিলেও তিনি এবং তাঁহার পুত্রগণ তাহা গ্রহণ করেন নাই।[৫] তাহাতে ঐ মহাযুদ্ধ সংঘটিত হয় এবং দেশের ও ধর্মের সর্বনাশ হয়। পরন্তু যুদ্ধের পরে পুত্রশোকাভিসন্তপ্ত ধৃতরাষ্ট্রকে সান্ত্বনা দিতে গিয়া কৃষ্ণ বলেন, সমস্ত কালেরই বৃত্ত।[৬] 'এই যাহা যাহা ঘটিয়াছে, তৎসমস্তই আপনারই অপরাধে বলিয়া দৃষ্ট হয়, বটে। মনে হয় যে আপনার অপরাধেই আপনার আত্মীয়স্বজন, তথা সমস্ত ক্ষত্রিয় কুল বিনষ্ট হইয়াছে; কেননা, লোভমোহ বশতঃ আপনি গুরুজনের শান্তির জন্য প্রার্থনা অগ্রাহ্য করেন। পরন্তু আপানারও বিশেষ দোষ নাই। কেননা, ঐ লোভ ও মোহ 'কালোপসৃষ্ট'।'[৭] "কেননা, হে ভারত, কাল দ্বারা উপহত হইয়া সকলেরই চিত্ত মোহগ্রস্ত হইয়া থাকে। আপনি যে এই বিষয়ে পূর্বে মূর্খের ন্যায় প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কালযোগ ব্যতীত আর কি? অদৃষ্টই নিশ্চয় পরায়ণ।"[৮] মাতা গান্ধারীর শোক অপনোদনার্থ তিনি ধর্মের দোহাই দিয়াছেন। যুদ্ধদুর্মদান্ধ দুর্যোধনকে গান্ধারী বার বার বলিতেন, "যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ।[৯]" কৃষ্ণ বলেন, 'তোমার সেই বাক্যই

---

১) মহাভা, ১২।২৫।২৬

২) অভিমন্যুর শোকে ব্যাকুল হইয়া বিলাপকারী যুধিষ্ঠিরকে ব্যাস বলেন, 'তোমার মত সর্বশাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তি ব্যসনসমূহ দ্বারা মোহগ্রস্ত হয় না।' (মহাভা, ৯।৫।২।৯)

৩) মহাভা, ১২।২০৫।১-২

৪) মহাভা, ৯।৭১।১৯

৫) দেখ—মহাভা, ৯।১১৪।৪৭—১৬৫।১৫

৬) মহাভা, ৯।৬৩।৪০

৭) মহাভা, ৯।৬৩।৪৫—৭'১

৮) মহাভা, ৯।৬৩।৪৭'২—৪৮

৯) মহাভা, ৯।৬৩।৬২ ; ১১।১৪।৮-৯ ; ১১।১৭।৫-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সফল হইয়াছে। সেইহেতু তোমার শোক করা উচিত নহে।'[১] ব্যাসও গান্ধারীকে ক্রোধ শান্ত করিতে ঠিক সেই প্রকার কথা বলেন।[২] যুধিষ্ঠিরের শোক অপনোদনার্থ ব্যাস অদৃষ্টের দোহাই দেন।[৩] তিনি কালবাদেরও দোহাই দিয়াছেন।[৪] আবার কখন কখন তিনি ঈশ্বরবাদেরও দোহাই দিয়াছেন ;

"ন হি কশ্চিৎ স্বয়ং মর্ত্যঃ স্ববশঃ কুরুতে ক্রিয়াম্।
ঈশ্বরেণ চ যুক্তোঽয়ং সাধ্বসাধু চ মানবঃ।
করোতি পুরুষঃ কর্ম তত্র কা পরিদেবনা ॥[৫]

'কোন মনুষ্য স্বয়ং স্ববশে কার্য করে না। ঈশ্বরের দ্বারা নিযুক্ত হইয়াই এই মনুষ্য পুণ্য কিংবা পাপ কর্ম করিয়া থাকে। সুতরাং তাহার জন্য অনুশোচনা কেন ?'

কৃষ্ণ বলেন,

"ধর্মনিত্যাস্তু যে কেচিন্ন তে সীদন্তি কর্হিচিৎ।"[৬]

'পরন্তু যাহারা নিত্য ধর্মপরায়ণ তাহারা কখনও অবসাদগ্রস্ত হয় না।' সুতরাং তাঁহার মতে ধর্মপরায়ণতার লক্ষণ বিষাদগ্রস্ত না হওয়া। ধর্মব্যাধ বলেন, অপ্রিয় বস্তুর সংযোগে, তথা প্রিয় বান্ধব বিয়োগে অল্পবুদ্ধি লোকগণই মনে দুঃখ পাইয়া থাকে।[৭] "বিষাদ কখনও করিবে না। কেননা, বিষাদ উত্তম বিষ। বিষাদ অকৃতপ্রজ্ঞ ব্যক্তিকে তেমন বধ করে, যেমন ক্রুদ্ধ সর্প বালককে বধ করে। বিক্রমের সময় উপস্থিত হইলে, বিষাদ যাহাকে অভিভূত করে, (তাহার তেজ বিনষ্ট হয়) আর যে তেজোহীন, তাহার পুরুষার্থ থাকে না। ক্রিয়মাণ কর্মের ফল অবশ্যই দৃষ্ট হয়। সুতরাং নির্বেদগ্রস্ত ব্যক্তি কোন শুভফল লাভ করিতে পারে না।"[৮]

বৃষ্ণিবংশের ব্রাহ্মণভক্তি

আধুনিক লেখকগণের কেহ কেহ দেখাইতে চাহিয়াছেন যে কৃষ্ণ, তথা যেই বংশে তিনি জন্মগ্রহণ করেন সেই বৃষ্ণিবংশ, ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন। 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে কণ্ব, নারদ ও বিশ্বামিত্র—এই ঋষিত্রয়ের শাপে বৃষ্ণি, অন্ধক ও ভোজ বংশীয়গণ বিনষ্ট হয়।[৯] 'বিষ্ণু পুরাণে'র মত তাহাই।[১০] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে, অসিত, দুর্বাসা, প্রভৃতি আরও কতিপয় ঋষি ঐ তিন ঋষির সঙ্গে ছিলেন।[১১] পরন্তু কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে আছে, দ্বৈপায়ন ঋষির শাপেই বৃষ্ণি সঙ্ঘ বিনষ্ট হয়।[১২] বৌদ্ধ জাতকগ্রন্থে এবং 'অন্তগড়দসাও' নামক জৈনগ্রন্থেও সেই কথা আছে।[১৩] এইরূপে এই বিষয়ে মতভেদ থাকিলেও এতাবন্মাত্রে সকলে একমত যে ব্রাহ্মণের শাপে

১) মহাভা, ৯|৬৩|৬৩
২) মহাভা, ১১|১৪|৮—১৩
৩) মহাভা, ১২|২৭|২৯ পরে তিনি অন্য প্রকার যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। (মহাভা, ১২|৩২|১২—)
৪) মহাভা, ১২|৩৩|১৫—
৫) মহাভা, ১৪|৩|১'২-২
৬) মহাভা. ৩|২৬৩|৪৪'২
৭) মহাভা, ৩|২১৬|১৮
৮) মহাভা, ৩|২২৬|২৪-৬
৯) মহাভা, ১৫|১|১৫—
১০) বিষ্ণুপু, ৫|৩৭|৬
১১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১|১|১২—
১২) কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্র'
১৩, 'The Jataka' Cowell's Ed, Vol, III, p. 55-6 (ঘটজাতক) ; Vol. V, p. 188 [সংকিচ্চজাতক
'Antagada-dasao' Eng. trans. by L. D. Barnett, Ch- V

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃষ্ণ্যন্ধকাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হন।[১] পূর্বোক্ত লেখকগণ মনে করেন যে ইহাতে সিদ্ধ হয় যে বৃষ্ণ্যন্ধক-বংশীয়গণ, তথা তাহাদের নেতা কৃষ্ণ, ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন।[২] ঐ বিষয়ে তাঁহারা অপর এক প্রমাণও উপস্থিত করেন। তাহা এই যে 'মহাভারতে' বৃষ্ণ্যন্ধকগণকে স্পষ্টতঃ ব্রাত্য বলিয়া নিন্দা করা হইয়াছে।[৩]

ঐ সকল লেখকগণ মনে করেন যে ভাগবতধর্ম মূলতঃ অবৈদিক বেদবিরোধী ছিল। অনুমানের সমর্থনে তাঁহারা দেখাইতে চাহিয়াছেন যে উহার প্রতিষ্ঠাতা (—তাঁহাদের মতে) কৃষ্ণ তথা যেই জাতিতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং যাহারা তৎপ্রবর্তিত ধর্মকে প্রথমে গ্রহণ করে, সেই সাত্বতজাতি ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন। আমরা দেখাইয়াছি যে কৃষ্ণ ভাগবতধর্মের মূল প্রবর্তক নহেন; উহা তাঁহার বহু পূর্ব হইতে প্রচলিত ছিল; দীর্ঘকালান্তর হেতু তাঁহার সময়ে উহা ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছিল; তিনি উহাকে পুনরুর্জীবিত করেন মাত্র। সেই হেতু কৃষ্ণকে এবং তাঁহার স্বজাতীয়গণকে ব্রাহ্মণদ্বেষী বলিয়া অভ্যুপগম করিলেও তাহা হইতে ইহাও অনুমান করা যায়না যে ভাগবতধর্ম মূলতঃ ব্রাহ্মণ্যধর্মবিরোধী বা বেদবিরোধী ছিল। এখন আমরা দেখাইব যে বর্তমান মহাভারতপুরাণাদি সম্যক্ প্রকারে বিচার করিলে ঐ প্রকার অভ্যুপগম করা যায় না, অর্থাৎ বলা যায় না যে কৃষ্ণ কিংবা তাঁহার স্বজাতীয়গণ ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিলেন।

'মহাভরতে' বৃষ্ণিবংশের ব্রাহ্মণভক্তির বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,—

(১) কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধ বর্ণনা কালে সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রের নিকট বৃষ্ণি জাতির বহু প্রশংসা করিয়াছেন। তন্মধ্যে আছে, বৃষ্ণিগণ "ব্রহ্মণ্য" বা ব্রাহ্মণভক্ত। তিনি বলেন, "হে প্রভু, বৃষ্ণিগণের তুল্য অপর কেহ ইহজগতে দৃষ্ট হয় না। হে ভরতর্ষভ, বলে উহাদের সমান অতীতকালে কেহ ছিল না, বর্তমানে নাই এবং ভবিষ্যতেও হইবে না। উহাঁরা জ্ঞাতিকে অপমান করেন না এবং বৃদ্ধগণের শাসনে রত থাকেন। এমন কি দেবতাগণ, অসুরগণ, যক্ষগণ, গন্ধর্বগণ, নাগগণ, কিংবা ব্রাহ্মণগণও যুদ্ধে বৃষ্ণিবীরগণকে পরাজয় করিতে পারে না। তখন মনুষ্যগণের কথা আর কি? ব্রাহ্মণের দ্রব্যে এবং গুরুর দ্রব্যে, এমন কি জ্ঞাতিগণের ধনেও উহারা হিংসা করেন না। কখনও কোন আপদে পড়িলে তাঁহাদিগকে রক্ষা করেন। উহারা ঐশ্বর্যবান্, অদাম্ভিক, ব্রহ্মণ্য ও সত্যবাদী। উহারা সমর্থগণকে অপমান করেন না এবং দীনগণকে সর্বপ্রকারে উদ্ধার করেন। উহারা নিত্য দেবপরায়ণ, দান্ত, ত্রাণকর্তা ও অবিকথন (অর্থাৎ বিপরীত কথা বলেন না)। সেই-হেতু বৃষ্ণিবীরদিগের চক্র কখনও প্রতিহত হয় না।"[৪]

(২) কথিত হইয়াছে যে কৃষ্ণের পিতামহ শূর যে বংশে জন্মগ্রহণ করেন, উহা "বিখ্যাতবীর্য, চরিত্রগুণশালী এবং সুবিশুদ্ধ যজ্বাদিগের ব্রাহ্মণ-সম্মত বংশ।"[৫] সুতরাং বৃষ্ণিবংশ ব্রাহ্মণদিগের সম্মত, তথা যজ্ঞপরায়ণ।

---

১) দেখ—মহাভা, ১৬।১।৯; ১৬।৮।৮২, ২৫২ বিষ্ণুপু, ৫।৩৭।৩, ৫

২. H. C. Raychaudhury, Early History of the Valshnava Sect, 2nd Ed,, p. 7-8, 78

৩) মহাভা, ৭।১৪৩।১৫

৪) মহাভা, ৭।১৪৪।২৩—৮·১

৫) মহাভা, ১৩।১৪৭।৩০-১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৩) 'সুধর্মা' নামক যাদবগণের সভায় ব্রাহ্মণগণেরও স্থান ছিল। তাঁহারাও "বৃষ্ণিবীরদিগের অমাত্যদিগের" অন্যতম ছিলেন।[১]

(৪) রৈবতক পর্বতে বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয়দিগের উৎসব হয়। ঐ উৎসবে ভোজ বৃষ্ণি ও অন্ধক বংশীয় বীরগণ ব্রাহ্মণদিগকে সহস্র সহস্র দান করেন।[২]

'মহাভারতে' আরও দেখা যায়, বৃষ্ণিগণ ও পাণ্ডবগণ ঘনিষ্ঠ আত্মীয় এবং মিত্র ছিলেন। পাণ্ডবগণ কুরুদেশীয়। কুরুদেশ বৈদিক সভ্যতার অন্যতম মুখ্য কেন্দ্র। সুতরাং কুরুদেশের অধিপতিগণ অবশ্যই বেদভক্ত ছিলেন। কুরুরাজদিগের বেদভক্তির সাক্ষাৎ প্রমাণও 'মহাভারতে' বহু আছে। বৃষ্ণিগণ বেদবিরোধী হইলে তাঁহাদের সহিত বেদভক্ত কুরুগণের মিত্রতা হইত না।[৩] ইহা স্পষ্ট উক্ত হইয়াছে যে বৃষ্ণিগণ ও পাণ্ডবগণ মহাত্মা এবং সর্বশাস্ত্রবিশারদ ছিলেন।[৪] "যাদবগণ মনস্বী, সত্যপরায়ণ, মহাবল এবং ভোগবান্।"[৫] 'মনুস্মৃতি'তে আছে, কুরুক্ষেত্রদেশ, মৎস্যদেশ, পাঞ্চালদেশ এবং শূরসেন-দেশ (বা মথুরাদেশ)—এই সকল মিলিয়া ব্রহ্মর্ষিদেশ। তদ্দেশবাসী দ্বিজগণ হইতে পৃথিবীর সমস্ত মনুষ্য নিজ নিজ ধর্মাচার শিক্ষা করিবেক।[৬] সুতরাং বৃষ্ণিবংশ ব্রাত্য ছিল না এবং ব্রাহ্মণদ্বেষী ছিল না। '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতেও বৃষ্ণিগণ ব্রহ্মণ্য, বদান্য এবং নিত্য বৃদ্ধোপসেবী ছিলেন।[৭]

পূর্বোক্ত নিন্দাবাক্য সম্বন্ধে ইহা স্মরণ করিতে হইবে যে উহা অত্যন্ত ক্রোধান্বিত অবস্থায় উক্ত হইয়াছিল। কুরুক্ষেত্রে মহাসমরে যখন ভূরিশ্রবা সাত্যকিকে পরাভূত করিয়া লাথি মারেন এবং তাঁহার মাথা চাপিয়া ধরিয়া কাটিতে খড়্গ উঠান তখন অর্জুন, কৃষ্ণের পরামর্শে, সাত্যকিকে বাঁচাইতে বাণ মারিয়া ভূরিশ্রবার ডান হাত কাটিয়া ফেলেন। ঐ কাজটা এক দৃষ্টিতে তদানীন্তন যুদ্ধনীতিবিরুদ্ধ হইয়াছিল। কেননা, ভূরিশ্রবা ঐ সময়ে অর্জুনের সহিত যুদ্ধনিরত ছিলেন না। তাহাতে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া ভূরিশ্রবা অর্জুনকে কঠোর ভৎসনা করিতে আরম্ভ করেন। ঐ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, পরন্তু বার্ষ্ণেয়ের (সাত্যকির) অর্থে তুমি যে এই অতি ক্ষুদ্র কর্ম করিয়াছ, তাহা নিশ্চয় নিশ্চয় বাসুদেবের মত (অনুসরণে); অন্যথা তুমি এমন কর্ম করিতে পার না। অপরের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত এবং প্রমত্ত ব্যক্তিকে ঈদৃশ ব্যসন কে প্রদান করিতে পারে, যদি সে কৃষ্ণ সখা না হয়? বৃষ্ণ্যন্ধকগণ ব্রাত্য, সংক্লিষ্টকর্মী, এবং স্বভাবতঃ গর্হিত,—তোমার দ্বারা ইহা কি প্রকারে প্রমাণী-কৃত হইল।"[৮] কথিত হইয়াছে যে অর্জুন আপন কর্ম অদুষ্ট বলিয়া সমর্থন করিলে পর ভূরিশ্রবা ভূমিতে মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করেন। তাহাতে বুঝা যায় যে ভূরিশ্রবা আপন ভর্ৎসনা অন্যায্য হইয়াছে বলিয়া বুঝিতে পারেন এবং তাহার জন্য অনুতপ্ত হইয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন তখন অর্জুন ও কৃষ্ণ তাঁহাকে আশীর্বাদ করেন।[৯] অত্যন্ত রাগের

---

১) মহাভা, ১৬।৮।৬-৮ আরও দেখ—(বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৭০।২১

২) মহাভা, ১।২২১।১-২ ; আরও দেখ—২.১২২।৬

৩) গার্বে মনে করেন বর্তমান প্রতি সংস্কৃত 'মহাভারতে'ই কৃষ্ণ পাণ্ডবদিগের সখা এবং সহায়ক। পরন্তু মূল ভারতে কৃষ্ণ কুরুদিগের প্রতিদ্বন্দ্বী ছিলেন (Garbe, Introduction to the Bhagavadgita, Eng. trans, p. 10) উহার সমর্থনে তিনি কোন প্রমাণ উপস্থিত করেন নাই। সেই প্রকার কোন প্রমাণ আমরাও পাই নাই। সুতরাং উহা নিছক কল্পনা মাত্র।

৪) মহাভা, ৩।১১৯।২

৫) মহাভা, ৫।২৮।১২-২

৬) মনুস্মৃতি, ২।১৯-২০

৭) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।১।৮

৮) মহাভা, ৭।১৪৩।১৩-৫

৯) মহাভা, ৭।১৪৩।৪৪-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথায় উক্ত বলিয়া ঐ নিন্দাবাক্যের মূল্য অত্যন্ত কম বলিতে হইবে। তারপর প্রত্যাহৃত হয় বলিয়া উহাকে ব্যর্থ বলিতে হইবে। ততোধিক ঐ প্রসঙ্গেই সঞ্জয় বৃষ্ণিদিগের প্রশংসা করেন যাহা এই মাত্র পূর্বে উক্ত হইয়াছে। উহার স্বল্পকাল পরেই—ঐ যুদ্ধ সময়েই শল্য যাদবগণকে যজ্ঞভক্ত বলিয়া প্রশংসা করেন। যাদবগণের যজ্ঞভক্তির অপর প্রমাণও পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহারা যজ্ঞভক্ত তাহারা ব্রাত্য হইতে পারে না। বৃষ্ণিবংশের অনেক প্রশংসা বাক্য থাকাতেও ঐ এক নিন্দাবাক্যের মূল্য অত্যন্ত হীন হইয়া যায়। আর পূর্বোক্ত ব্রহ্মশাপের জন্য কৌতুকপ্রিয় কতিপয় বৃষ্ণিবালকই দায়ী। উহাদের ঐ কুকর্মের জন্য সমস্ত বৃষ্ণিজাতিকে ব্রাহ্মণদ্বেষী বলা যায় না।

কৃষ্ণের ব্রাহ্মণভক্তি

'মহাভারতে' কৃষ্ণের ব্রাহ্মণভক্তির আরও বহু প্রমাণ আছে। আমরা এখানে উহাদের কতিপয় মাত্র উপস্থিত করিব।

(১) কথিত হইয়াছে যে অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিৎ মৃতাবস্থায় মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হয় এবং কৃষ্ণ আপন সত্য ও তপস্যার বলে তাহাকে সঞ্জীবিত করেন।[১] তাহাকে সঞ্জীবিত করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়া কৃষ্ণ "সর্ব-জগৎকে বিশেষরূপে শ্রবণ করাইয়া" যাহা যাহা বলে, তন্মধ্যে আছে,

"যথা মে দয়িতো ধর্মো ব্রাহ্মণশ্চ বিশেষতঃ।
অভিমন্যোঃ সুতো জাতো মৃতো জীবত্বয়ং তথা ॥"[২]

'যদি ধর্ম, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণ, আমার প্রিয় হয়, তবে মৃতাবস্থায় জাত অভিমন্যুর এই পুত্র জীবিত হউক। "যদি সত্য এবং ধর্ম আমাতে নিত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, তবে অভিমন্যুর এই মৃত শিশু জীবিত হউক।[৩] কৃষ্ণের ঐ বচনে মৃত শিশু ধীরে ধীরে সঞ্জীবিত হইয়া উঠে। তখন কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণকে স্বস্তিবাচন করিতে বলেন। কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণকে কত শ্রদ্ধার চক্ষে দেখিতেন, তাহা ঐ ঘটনা হইতে প্রকৃষ্টরূপে জানা যায়।

(২) রাজসূয় মহাযজ্ঞে যুধিষ্ঠির মুখ্য মুখ্য ব্যক্তিগণকে "যথাযোগ্য অধিকারে নিযুক্ত করেন।

"চরণক্ষালনে কৃষ্ণো ব্রাহ্মণানাং স্বয়ং হ্যভূৎ।
সর্বলোকসমাবৃতঃ পিপ্রীষুঃ ফলমুত্তমম্ ॥"[৪]

'সর্বলোকসমাবৃত কৃষ্ণ উত্তম ফল লাভের পিপাসায় ব্রাহ্মণদিগের চরণক্ষালনে স্বয়ং (নিযুক্ত) হন।' ইহা বিশেষভাবে প্রণিধান কর্তব্য যে কৃষ্ণ স্বয়ংই ঐ কাজ বাছিয়া লন, যুধিষ্ঠির তাঁহাকে ঐ কাজে নিয়োগ করেন নাই। ধর্মশাস্ত্রের বচন এই যে কোন মহৎ পুণ্যানুষ্ঠানে যাহারা যাহারা সহায়ক হয়, তাহাদের প্রত্যেকেই ঐ অনুষ্ঠানের ফলের অংশ পাইয়া থাকে। কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের প্রধান সহায়ক। কেননা, তাঁহার অনুমতি পাইয়াই যুধিষ্ঠির ঐ

১) অশ্বত্থামা কর্তৃক নিক্ষিপ্ত বাণ দ্বারা পরীক্ষিৎ মাতৃগর্ভেই মৃত হয়। তখন কৃষ্ণ অশ্বত্থামাকে বলেন,
"অহং তং জীবয়িষ্যামি দগ্ধং শস্ত্রাগ্নিতেজসা।
পশ্য মে তপসো বীর্যং সত্যস্য চ নরাধম ॥"—(মহাভা, ১০।১৬।১৬)

২) মহাভা, ১৪।৬৯।২০

৩) মহাভা, ১৪।৬৯।২২

৪) মহাভা, ২।৩৫।১১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুমহৎ যজ্ঞ করিতে সঙ্কল্প করেন। এবং কৌশলে ভীমকে দিয়া মহাপরাক্রান্ত সম্রাট জরাসন্ধকে মারাইয়া কৃষ্ণ ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্ভব করেন। কৃষ্ণ অনুমতি না দিলে যুধিষ্ঠির ঐ যজ্ঞ করিতে বাঞ্ছা করিতেন না, এবং কৃষ্ণ জরাসন্ধকে না মারাইলে ঐ যজ্ঞের অনুষ্ঠান সম্ভব হইত না। সুতরাং কৃষ্ণ উহার প্রধান সহায়ক। সেই কারণে উহার ফল তিনি পাইতেনই। পরন্তু তিনি উত্তম ফল লাভ করিতে অভিলাষী ছিলেন। তিনি জানিতেন যে ব্রাহ্মণসেবা দ্বারাই ঐ উত্তম ফল হইবে। তাই তিনি স্বেচ্ছায় ব্রাহ্মণদিগের চরণক্ষালণ কর্মে নিরত হন। ঐ যজ্ঞেই কৃষ্ণ পৃথিবীর পূজনীয়তম ব্যক্তি রূপে পূজিত হন। তাহা পূর্বে বিবৃত হইয়াছে।[১] কৃষ্ণের পূজ্যতমত্বের দুই হেতু ভীষ্ম তখন প্রদর্শন করেন। প্রথম হেতু এই যে কৃষ্ণ সর্বাপেক্ষা অধিক গুণবান্। তিনি গুণে সমস্ত বৃদ্ধগণকে অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণকে অতিক্রম করিয়াছেন।[২] অনন্তর তাহার কিঞ্চিৎ বিস্তার করিয়া ভীষ্ম বলেন যে কৃষ্ণ জ্ঞানে ব্রাহ্মণবৃদ্ধগণকে এবং শৌর্য ও বীর্যে ক্ষত্রিয়বৃদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়াছেন।[৩] তাঁহার অপর গুণসমূহও আছে। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানবৃদ্ধ এবং ক্ষত্রিয়দিগের মধ্যে অধিকতম বলবান্" পূজ্যতম। "বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞান এবং বল (উভয়ই কৃষ্ণে) অধিক আছে। সুতরাং ইহলোকে মনুষ্যদিগের মধ্যে কেশব ব্যতীত অপর কে বিশিষ্ট আছে? দান, দাক্ষ্য, শ্রুত (বা শ্রৌতজ্ঞান), শৌর্য, হ্রী, কীর্তি, উত্তম বুদ্ধি, বিনয়, শ্রী, ধৃতি, তুষ্টি এবং পুষ্টি—(এই সকল গুণ) অচ্যুতে নিয়ত (আছে)। তিনি লোকসম্পন্ন আচার্য, পিতা ও গুরু।···হৃষীকেশ ঋত্বিক্, গুরু এবং স্নাতক।"[৪]

(৩) এক স্থান হইতে অন্য স্থানে যাত্রার সময়ে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণদিগকে অর্চনা করিতেন ও দান করিতেন, তাঁহাদিগকে দিয়া স্বস্তিবাচন করাইতেন এবং তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করিতেন। যথা, খাণ্ডববনদাহের পর ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকা যাত্রার সময়ে স্নান করত শুচি হইয়া এবং অলঙ্কারাদি পড়িয়া "যদুপুঙ্গব (কৃষ্ণ) মালা, জাপ্য (মন্ত্র) ও নমস্কার দ্বারা, তথা উচ্চাবচ্চ গন্ধদ্রব্যসমূহ দ্বারা দেবতাগণকে এবং ব্রাহ্মণগণকে অর্চনা করেন।"[৫] তাঁহাদিগকে দিয়া স্বস্তিবাচন করান। তাঁহাদিগকে বহু ধন প্রদান করেন। অনন্তর তাঁহাদিগকে প্রদক্ষিণ করেন।[৬] হস্তিনাপুরে দৌত্যার্থ যাত্রার দিনে সকালে তিনি সন্ধ্যাদি করত ব্রাহ্মণদিগকে নমস্কার করেন।[৭] যাত্রার পথে এক স্থলে কৃষ্ণ পরশুরাম প্রমুখ "ব্রাহ্মী শ্রীতে দীপ্যমান" কতিপয় ঋষিকে এবং বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে দর্শন করেন। তাড়াতাড়ি রথ হইতে নামিয়া তিনি তাঁহাদিগকে নমস্কার ও পূজা করেন। অনন্তর জিজ্ঞাসা করেন, "লোকসমূহে কুশল ত?" ধর্ম উত্তমরূপে অনুষ্ঠিত হইতেছে ত? অপর বর্ণত্রয় ব্রাহ্মণদিগের শাসনে স্থিত আছে ত?" ইত্যাদি। ঐ ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণের পক্ষ হইতে পরশুরাম বলেন যে তাঁহারা সত্যস্বরূপ কৃষ্ণের সহিত রাজাদিগের সমাগম দর্শন করিতে, তথা কৃষ্ণের "ধর্মার্থসহিত বাণী শ্রবণ করিতে"

১) পূর্বে দেখ
২) "গুণৈর্বৃদ্ধানতিক্রম্য হরিরর্চ্যতমো মতঃ।"—(মহাভা, ২।৩৮।১৭'১
৩) দেখ—মহাভা, ২।৩৮।৯—
৪) মহাভা, ২।৩৮।১৯-২২'১
৫) মহাভা, ২।২।১০-১
৬) মহাভা, ২।২।১০
৭) মহাভা, ৫।৮৩।১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হস্তিনাপুর যাইতেছেন।[১] বৃকস্থলে কৃষ্ণ রাত্রিবাস করেন। পরদিন ব্রাহ্মণগণের আজ্ঞা লইয়া তিনি নগরের দিকে যাত্রা করেন।[২] হস্তিনানগরে তিনি বিদুরের গৃহে রাত্রি যাপন করেন। বিদুর কৃষ্ণকে বহু অন্ন নিবেদন করেন। কৃষ্ণ প্রথমে বেদবিদ্ ব্রাহ্মণগণকে তৃপ্ত করিয়া ভোজন করান এবং ধন দান করেন। পরে তিনি স্বয়ং ভোজন করেন।[৩] পরের দিন সূর্য পরিষ্কার উদয় হইলে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণকে সুবর্ণ, বস্ত্র, গো, অশ্ব, প্রভৃতি বহু ধনরত্ন দান করেন। অনন্তর অগ্নিকে ও ব্রাহ্মণদিগকে প্রদক্ষিণ করিয়া রাজসভায় গমন করেন।[৪]

(৪) 'মহাভারতে' স্থানে স্থানে কৃষ্ণের দিনচর্যার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহাতে জানা যায় যে তিনি প্রতিদিন সকালে দৈনিক কার্যারম্ভের পূর্বে বহু ব্রাহ্মণকে ধন দান করিতেন এবং তাঁহাদিগকে দিয়া স্বস্তিবাচন করাইতেন। এক স্থলে আছে তিনি এক হাজার চতুর্বেদবিদ্ ব্রাহ্মণের প্রত্যেককে এক এক গো দান করেন এবং তাঁহাদিগকে দিয়া স্বস্তিবাচন করান।[৫]

(৫) কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন যে ব্রাহ্মণগণ তাঁহার পূজ্য। তিনি যুধিষ্ঠিরকে বলেন,

"ব্রাহ্মণাস্তাত লোকেঽস্মিন্নর্চনীয়া সদা মম।
এতে ভূমিচরা দেবা বাগ্বিষাঃ সুপ্রসাদকাঃ॥"[৬]

'হে তাত, এই সংসারে ব্রাহ্মণগণ সদাই আমার পূজ্য। উহাঁরা পৃথিবীতে বিচরণকারী দেবতা। (ভক্তি করিলে সন্তুষ্ট হইয়া) ইঁহারা উত্তম প্রসাদ করিয়া থাকেন। (ক্রুদ্ধ হইয়া শাপ প্রদান করিলে ইঁহাদের বাণী বিষবৎ মনুষ্যকে বিনষ্ট করে। সুতরাং) ইঁহারা বাগ্‌বিষ।' ভীষ্ম সতত সংশিতব্রত ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করিতেন। এক সময়ে যুধিষ্ঠির তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, কি সমৃদ্ধফল দেখিয়া তিনি ব্রাহ্মণদিগকে পূজা করেন।[৭] পার্শ্বস্থ কৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ভীষ্ম বলেন, "এই মহামতি কেশব তোমাকে ব্রাহ্মণপূজার ব্যুষ্টি বিষয়ে সমস্তই বর্ণনা করিবেন। তিনি দৃষ্টব্যুষ্টি এবং মহাব্রত।"[৮] সুতরাং ব্রাহ্মণপূজার বুষ্টি বা সমৃদ্ধ ফলের অভিজ্ঞতা ভীষ্মের অপেক্ষা কৃষ্ণের অধিক ছিল। অনন্তর কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে ব্রাহ্মণ-পূজার ব্যুষ্টি বর্ণনা করেন। তিনি বলেন, এক সময়ে দ্বারকাতে প্রদ্যুম্ন ব্রাহ্মণগণ দ্বারা পরিকোপিত হইয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "হে মধুসূদন, ব্রাহ্মণগণের পূজায় কি ফল আছে? ইহকালে এবং পরকালে তাঁহাদিগের ঈশ্বরত্ব কি হেতুতে হইয়াছে? হে মানদ, ব্রাহ্মণগণকে সদা সম্যক্ পূজা করিলে কি ফল হয়? আপনি আমাকে সেই সকল স্পষ্টতঃ বলুন। কেননা, ঐ বিষয়ে আমার সুমহান্ সংশয় হইয়াছে?"[৯] কৃষ্ণ উত্তর করেন যে ব্রাহ্মণগণ ইহলোকে ও পরলোকে সুখ কিংবা দুঃখ প্রদান করিতে "ঈশ্বর" বা সম্পূর্ণ সমর্থ। ব্রাহ্মণপ্রতি পূজা দ্বারা আয়ু, কীর্তি, যশ ও বল লাভ হয়। তাহাতে তাঁহার বিচারণা নাই।[১০] "(ধর্ম, অর্থ ও কাম—এই) ত্রিবর্গে ও অপবর্গে, তথা যশ, শ্রী ও রোগশান্তি বিষয়ে, এবং দেবতাপূজায় ও

---

১) মহাভা, ৫।৮৩।৬০—
২) মহাভা, ৫।৮৯।১'১
৩) মহাভা, ৫।৯১।৪০
৪) মহাভা, ৫।৯৪।১০—
৫) মহাভা, ১২।৫৩।৮
৬) মহাভা, ১২।৩৯।২
৭) মহাভা, ১৩।১৫৮।১-২
৮) মহাভা, ১৩।১৫৮।৩
৯) মহাভা, ১৩।১৫৯।৪-৫
১০) মহাভা, ১৩।১৫৯।৭—৮৯'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পিতৃপূজায়—ব্রাহ্মণগণকে সন্তুষ্ট করা আমাদের অবশ্য কর্তব্য। হে পুত্রক, আমি ঈশ্বর হইয়াও কি হেতুতে (ব্রাহ্মণগণকে) সমাদর করিব না? হে মহাবাহু, ইহসংসারে ব্রাহ্মণগণের প্রতি তোমার যেন কখনও ক্রোধ না হয়। কেননা, ব্রাহ্মণগণ ইহলোকে ও পরলোকে মহদ্ভূত। প্রত্যক্ষদর্শী তাঁহারা ক্রুদ্ধ হইয়া এই জগৎকে ভস্ম করিতে পারেন; অপর বহু লোক, তথা লোকেশ্বরগণকে, সৃজন করিতে পারেন। সম্যগ্ জ্ঞান হেতু উত্তম তেজসমূহ তাঁহাদিগেতে কেন থাকিবে না?"[১] অনন্তর তিনি বলেন যে তিনি দুর্বাসাকে সেবা করেন। দুর্বাসা তাঁহার গৃহে থাকিয়া নানা প্রকার উৎপাত করেন, নানা দ্রব্য ভাঙ্গেন, তাঁহাকে ও তাঁহার প্রধান স্ত্রী রুক্মিণীকে নানা প্রকারে কষ্ট দেন ও অপমান করেন। তিনি শান্তচিত্তে সমস্তই সহ্য করেন। তাহাতে প্রসন্ন হইয়া দুর্বাসা কৃষ্ণকে বর দেন যে "মনুষ্যদিগের অন্নে যাবৎ-পর্যন্ত ভাব থাকিবে তাবৎপর্যন্ত যেমন অন্নে তেমন তোমাতে তাহাদের ভাব থাকিবে। ত্রিভুবনে যাবৎকাল পুণ্যসমূহ থাকিবে তাবৎকাল তোমার কীর্তি থাকিবে—তাবৎকাল ত্রিলোকে তুমি বৈশিষ্ট্য প্রাপ্ত হইবে। হে জনার্দন, তুমি সর্বলোকের সুপ্রিয় হইবে।" ইত্যাদি।[২] তিনি রুক্মিণীকেও বর দেন।[৩] যাইবার সময় দুর্বাসা কৃষ্ণকে বলেন, "হে কেশব, ব্রাহ্মণ-দিগের প্রতি তোমার এই ভাবই হউক।" দুর্বাসা চলিয়া গেলে কৃষ্ণ এই ব্রত অবলম্বন করেন যে "ব্রাহ্মণ যাহা কিছু বলিবেন তৎসমস্তই করিব।"[৪]

(৬) কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পূর্বে যখন সন্ধির কথাবার্তা চলিতেছিল তখন কৃষ্ণ সঞ্জয়কে দিয়া কুরুগণকে বলিয়া পাঠান যে তাঁহারা যেন বিবিধ যজ্ঞ করেন এবং ব্রাহ্মণদিগকে দক্ষিণা প্রদান করেন; কেননা, তাহাদের মহাভয় উপস্থিত হইয়াছে।[৫] সুতরাং তিনি যজ্ঞ ও ব্রাহ্মণের ভক্ত ছিলেন।

(৭) নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ অর্জুনের নিকট ব্রাহ্মণের বহু প্রশংসা করেন। তিনি বলেন, "ব্রাহ্মণগণ হইতে শ্রেষ্ঠ প্রাণী পূর্বে উৎপন্ন হয় নাই। যে ব্রাহ্মণের মুখে আহুতি প্রদান করে সে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে হবন করে।"[৬] শ্রুতির ও স্মৃতির বচন উদ্ধৃত করিয়া তিনি ঐ মত সমর্থন করেন। যথা, শ্রুতিতে আছে,

"অগ্নির্হি যজ্ঞানাং হোতা কর্তা চ স চাগ্নির্বহ্ম।"[৭]

'অগ্নিই যজ্ঞসমূহের হোতা এবং কর্তা (বা যজমান)। সেই অগ্নি ব্রাহ্মণ।' 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে

"অগ্নৌ সমিদ্ধে স জুহোতি যো বিদ্বান্ ব্রাহ্মণমুখেনাহুতিং জুহোতি।"[৮]

'যে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণমুখে আহুতি হবন করে, সে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিতে হবন করে।' মহর্ষি সনৎকুমারও বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মণের বুদ্ধি, বাণী, কর্ম, শ্রদ্ধা এবং তপস্যাসমূহ দ্যুলোককে ও ভূলোককে,

১) মহাভা, ১৩।১৫৯।১০-৩

২) মহাভা, ১৩।১৫৯।৩৯'২—কৃষ্ণের "দিব্যকর্মসমূহে"র বর্ণনা করিতে গিয়া ধৃতরাষ্ট্র বলেন যে তিনি সস্ত্রীক মহাক্রোধী দুর্বাসা ঋষিকে আরাধনা করত বরসমূহ লাভ করেন।—(মহাভা, ৭।১১।৯)

৩) মহাভা, ১৩।১৫৯।৪৫'২

৪) মহাভা, ১৩।১৫৯।৫০-১

৫) মহাভা, ৫।৫৯।২০

৬) মহাভা, ১২।৩৪২।৯

৭) মহাভা, ১২।৩৪২।১২

৮) মহাভা, ১২।৩৪২।১৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তথা অমৃত বাক্‌কে (অর্থাৎ বেদকে) ও বিদ্যাকে[১] ধারণ করে। সত্য হইতে শ্রেষ্ঠ ধর্ম নাই। মাতার সমান গুরু নাই। ইহলোকে ও পরলোকে ভূতিলাভার্থ ব্রাহ্মণগণ হইতে শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।"[২] কৃষ্ণ আরও বলেন যে "বেদ, পুরাণ ও ইতিহাসের প্রামাণ্য হেতু নারায়ণমুখোদ্‌গত ব্রাহ্মণগণ সর্বাত্মা, সর্বকর্তা এবং সর্বভাব।"[৩] অনন্তর ব্রাহ্মণের মাহাত্ম্য বিষয়ে তিনি কতিপয় পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত করেন,—তিনি প্রদর্শন করেন যে দেবতা, অসুর, মহর্ষি, প্রভৃতি বিশিষ্ট প্রাণিগণ ব্রাহ্মণের দ্বারা যেমন অনুগৃহীত, তেমন নিগৃহীতও হইয়াছেন।[৪]

(৮) পক্ষান্তরে কৃষ্ণ ইহাও বলিয়াছেন যে যাহারা যজ্ঞের ও ব্রাহ্মণের প্রতি দ্বেষ করে, তিনি তাহাদের শত্রু। কুরুক্ষেত্র মহাসমরে তিনি কৌশলে কর্ণকে দিয়া ঘটোৎকচকে বধ করান। ঘটোৎকচের মৃত্যুতে পাণ্ডবগণ এবং তৎপক্ষীয় অপর সকলে শোকাভিভূত হন। পরন্তু কৃষ্ণ পরম আনন্দিত,—অত্যধিক হর্ষ বশত তিনি উদ্দাম নৃত্য করিতে থাকেন এবং সিংহনাদ করিতে থাকেন। ঐ সময়ে তিনি অর্জুনকে বলেন, "কেননা, এই রাক্ষস ব্রাহ্মণদ্বেষী এবং যজ্ঞদ্বেষী, (সুতরাং) ধর্মের লোপ্তা এবং পাপাত্মা, তাই সে নিপাতিত হইয়াছে।...হে পাণ্ডব। যাহারা ধর্মের লোপকারী তাহারা নিশ্চয় আমার বধ্য। ধর্মসংস্থাপনার্থই আমার এই অব্যয় প্রতিজ্ঞা। আমি তোমাকে সত্য দ্বারা প্রতিজ্ঞা করিয়া বলিতেছি যে ব্রহ্ম (= বেদ ও ব্রাহ্মণ), সত্য, দম, শৌচ, ধর্ম, হ্রী, শ্রী, ধৃতি এবং ক্ষমা—(এই সকল) যেখানে আছে, তথায় আমি নিত্য রমণ করি।"[৫]

ঐ সকল কারণে বোধ হয় তখন ইহা প্রচলিত হয় যে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণোপাসক ও ব্রাহ্মণ-হিতকারী,—ব্রাহ্মণের রক্ষার্থই তিনি জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। যথা, যুধিষ্ঠির বলেন, "কৃষ্ণ ধর্মেশ্বর, কুশল, নীতিবিদ্‌, মনীষী, এবং ব্রাহ্মণোপাসক (উপাসিতা ব্রাহ্মণানাং)। তিনি নানাবিধ মহাবল রাজগণকে এবং ভোজগণকে অনুশাসন করেন।[৬] ভীষ্ম বলেন, যেমন অরণী প্রদীপ্ত অগ্নিকে উৎপাদন করে, তেমন দেবকী দেবী পৃথিবীর, বেদের এবং ব্রাহ্মণের রক্ষার্থ কৃষ্ণকে বসুদেব দ্বারা উৎপন্ন করেন।[৭]

"নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"[৮]

'গো এবং ব্রাহ্মণের হিতকারী, তথা (সমস্ত) জগতের হিতকারী, ব্রহ্মণ্যদেব ও গোবিন্দ কৃষ্ণকে বার বার নমস্কার।' (মহর্ষি উপমন্যু বলেন, কৃষ্ণ "ব্রহ্মণ্য" (বা ব্রাহ্মণভক্ত)।[৯]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতেও কৃষ্ণ ব্রাহ্মণের পরমভক্ত ছিলেন। উহাতেও সেই "ব্রহ্মণ্যদেবের ব্রহ্মণ্যতা"র অতি উচ্চ প্রশংসা আছে।[১০] কথিত হইয়াছে যে "ব্রাহ্মণগণ সেই দেবদেব ও যজ্ঞপতি প্রভু হরির প্রভু ও দেবতা। (তাঁহার মতে) উহাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কেহ নাই।"[১১] কৃষ্ণ স্বয়ং বলেন, "ইহসংসারে ব্রাহ্মণ জন্মতঃ সর্বপ্রকার প্রাণী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। তিনি

১) মুদ্রিত পাঠ 'শৈক্যঃ'। পরন্তু প্রকৃত পাঠ 'শৈক্ষ্যং' হইবে মনে হয়।
২) মহাভা, ১২।৩৪২।১৭-৮
৩) মহাভা, ১২।৩৪২।২০
৪) মহাভা, ১২।৩৪২।২২
৫) মহাভা, ৭।১৮১।২৭-৩০'১
৬) মহাভা, ৫।২৮।৯
৭) মহাভা, ১২।৪৭।২৯
৮) মহাভা, ১২।৪৭।৯৪
৯) মহাভা, ১৩।১৪।৩৭৬'২
১০) যথা দেখ—(বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৮১।১৫, ৪১
১১) ঐ, ১০।৮১।৩৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি আবার তপ, বিদ্যা, সন্তোষ এবং সৎকলা যুক্ত হন, তবে আর কি ? আমার এই চতুর্ভুজরূপ ও ব্রাহ্মণ অপেক্ষা আমার দয়িত নহে। কেননা, ব্রাহ্মণ সর্ববেদময়, আর আমি সর্বদেবময়।”[১] ব্রাহ্মণ-দিগকে ঐ প্রকার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও সম্মান করিতেন বলিয়া কৃষ্ণ “ব্রাহ্মণ্যাগ্রণী” বলিয়া প্রখ্যাত হন।[২] ‘বিষ্ণুপুরাণে’ও কৃষ্ণের ব্রাহ্মণভক্তির প্রমাণ আছে। তিনি নাকি পিতা বসুদেবকে বলেন,—গুরু, দেবতা, ব্রাহ্মণ এবং মাতাপিতার পূজা করিলেই মনুষ্যের জীবন সফল হয়।[৩] “মহাভারতে’ উক্ত হইয়াছে কৃষ্ণ ভগবতী উমার নিকটে যে আট বর প্রার্থনা করেন, উহাদের একটি “দ্বিজেদকোপং” (ব্রাহ্মণগণের প্রতি অক্রোধ)।[৪] ‘শিবপুরাণে’র মতে কৃষ্ণ প্রার্থনা করেন যে “ব্রাহ্মণদিগের প্রতি আমার যেন কদাচিৎ দ্বেষ না হয়, বরং ভদ্র (ব্যবহার হয়); আমি যেন দ্বিজগণকে সর্বদা পূজা করি।”[৫]

‘হরিবংশে’ বিবৃত হইয়াছে, দেবর্ষি নারদ যাদবদিগের সভায় কৃষ্ণের পরাক্রম বর্ণনার উপসংহারে বলেন,

“এবমেষ মহাবাহুঃ শাস্তা তেষাং দুরাত্মনাং।
দেবাংশ্চ ব্রাহ্মণাশ্চৈব যে দ্বিষন্তি সদা নৃপ ॥”[৬]

অর্থাৎ যাহারা দেবতাদিগকে এবং ব্রাহ্মণদিগকে দ্বেষ করে, মহাবাহু কৃষ্ণ সেই সকল দুরাত্মা-দিগকে শাস্তি প্রদান করেন।

কৃষ্ণের ব্রাহ্মণভক্তি সম্বন্ধে বঙ্কিমবাবু লিখিয়াছেন, “তিনি বেদপরায়ণ ব্রাহ্মণগণকে কখনও অবমাননা করিতেন না। তিনি আদর্শ মনুষ্য, এই জন্য তৎকালে ব্রাহ্মণদিগের প্রতি যে ব্যবহার উচিত ছিল, তিনি তাহাই করিতেন। তখনকার ব্রাহ্মণেরা বিদ্বান্, জ্ঞানবান্, ধর্মাত্মা এবং অস্বার্থ-পর হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধনে নিরত ছিলেন, এজন্য অন্য বর্ণের নিকট পূজা তাঁহাদের ন্যায্য প্রাপ্য। কৃষ্ণও সেই জন্য তাঁহাদিগকে উপযুক্তরূপ পূজা করিতেন।[৭]

ব্রাহ্মণপ্রিয়

ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ঐ প্রকার ভক্তি করিতেন বলিয়া তখন এই প্রবাদ প্রচলিত হয় যে কৃষ্ণ ব্রাহ্মণপ্রিয়। ব্যাসনারদাদি ঋষিগণ বলেন, বাসুদেব “দাতা, ব্রাহ্মণসৎকর্তা, ব্রাহ্মণপ্রিয় এবং ব্রহ্মভূত।” যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে কৃষ্ণ জ্ঞানে ব্রাহ্মণগণ এবং শৌর্যবীর্যে ক্ষত্রিয়গণ হইতেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া ঘোষিত ও পূজিত হন। শিশুপালাদি কতিপয় ক্ষত্রিয় তাহাতে ঈর্ষায় জলিয়া উঠেন বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। পরন্তু কোন ব্রাহ্মণ তাহাতে কোন আপত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া উক্ত হয় নাই। বরং ইহা কথিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ শিশুপালকে বধ করিলে উপস্থিত মহর্ষিগণ প্রহৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে সম্যক্ প্রকারে স্তুতি করেন; মহাত্মা ব্রাহ্মণগণ, তথা মহাবল রাজগণ, সকলে কৃষ্ণের বিক্রম দেখিয়া প্রসন্ন হন এবং তাঁহার প্রশংসা করেন।[৮] কৃষ্ণ যখন দৌত্যার্থ হস্তিনা-পুরে যাইতেছিলেন, তখন পথে পথে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ আসিয়া বেদবাণী দ্বারা সম্যক্ স্তুতি

১) ঐ, ১০।৮৬।৫৩-৪
২) ঐ, ১০।৮৪।২০
৩) বিষ্ণুপু, ৫।২১।৪
৪) পূর্বে দেখ
৫) শিবপু, ধর্মসং, ২।৬২·২—৬৩·১
৬) ‘হরিবংশ’, ২।১০২।২৮
৭) ‘কৃষ্ণচরিত্র’, ৫ম খণ্ড, ৫ম পরিচ্ছেদ (‘বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী’, ২য় খণ্ড, ৫৫৫ পৃষ্ঠা)।
৮) মহাভা, ২।৪৫।৩৪-৩৫·১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেন, ধনবান্‌গণ মধুপর্কও ধন দ্বারা তাঁহার অর্চনা করিতেন, এবং স্ত্রীগণ সর্বভূতহিতরত তাঁহার উপর সুগন্ধ বন্য পুষ্প বৃষ্টি করিতেন।[১] তাঁহাকে দর্শন করিতে উপপ্লব্য নগর হইতে বহু পুরবাসী আসিয়া পথিপার্শ্বে একত্রিত হন এবং উপস্থিত দেশাতিথিকে অর্চনা করেন।[২] তিনি বৃকস্থলে রাত্রি যাপন করেন। "হে নৃপ। সেই গ্রামে আর্য, কুলীন, হ্রীমান্ এবং ব্রাহ্মী বৃত্তি অনুষ্ঠানকারী যে সকল প্রধান ব্রাহ্মণ ছিলেন, তাঁহারা অরিন্দম মহাত্মা হৃষীকেশের নিকট অভিগমন করত তাঁহাকে যথোচিত পূজা করেন এবং মঙ্গল সংযুক্ত আশীর্বাদ দেন। সর্বলোকে পূজিত দাশাইকে পূজা করত তাঁহারা (রাত্রিবাসের জন্য) সেই মহাত্মাকে ধনরত্নাদির দ্বারা সুসজ্জিত গৃহসমূহ নিবেদন করেন। প্রভু তাঁহাদের সৎকার অঙ্গীকার করেন এবং তাঁহাদিগকে যথোচিৎ সৎকার করেন। তিনি তাঁহাদের গৃহ সমূহে গমন করেন এবং সকলকে লইয়া আপন থাকিবার স্থানে ফিরিয়া আসেন। তথায় কৃষ্ণ ব্রাহ্মণগণকে সুস্বাদু অন্ন ভোজন করান এবং (পরে) স্বয়ং ভোজন করেন। এবং তাঁহাদের সকলের সঙ্গে তিনি সেই রাত্রি সুখে নিবাস করেন।"[৩] প্রধান কথা ভাগবতধর্মের উপাস্য ভগবান্ বাসুদেব বা পরমাত্মা যেমন "ভক্তবৎসল" "ভক্তপ্রিয়" বা "ভাগবতপ্রিয়" তেমন "দ্বিজপ্রিয়"ও।[৪] সুতরাং তাঁহার অবতার বলিয়া যিনি প্রখ্যাত হন, তিনিও অবশ্যই দ্বিজপ্রিয় হইবেন। ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে অতি শ্রদ্ধা করিতেন। সেইহেতু তাঁহাকে কখন কখন "নরদেবদেব" বলা হইয়াছে।[৫]

বেদবিৎ

কৃষ্ণ বেদ্‌বিৎ ছিলেন। 'হরিবংশে' এবং কোন কোন পুরাণে পরিষ্কার উক্ত হইয়াছে যে তিনি সান্দীপনি মুনির নিকট সমস্ত অঙ্গসমূহের সহিত সমস্ত বেদ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।[৬] 'মহাভারতে' আছে, মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞের সময়ে ভীষ্ম কৃষ্ণকে "পৃথিবীর পূজনীয়তম্",—"লোকবন্দ্যতম" ব্যক্তি বলিয়া মনে করার যে দুই হেতু প্রদর্শন করেন, উহাদের একটি এই যে তিনি বেদের এবং বেদাঙ্গের বিজ্ঞাতা,—বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানে এবং বলে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি তখন অপর কেহ ছিলেন না।[৭] তিনি আরও বলেন যে কৃষ্ণে শাস্ত্রজ্ঞান ("শ্রুতং") নিয়ত বর্তমান; তিনি (কৃষ্ণ) "লোকসম্পন্ন আচার্য" "ঋত্বিক্" এবং "গুরু"।[৮] শরশয্যায় শায়িত অবস্থায় কৃষ্ণকে স্তুতি করিতে গিয়া ভীষ্ম বলেন যে তিনি বেদাত্মা, যজ্ঞাত্মা, হোমাত্মা এবং স্তোত্রাত্মা।[৯] সঞ্জয় বলেন, কৃষ্ণ এবং অর্জুন বেদবিৎ; তাঁহারা সর্বান্তঃকরণে ভগবান মহাদেবের শরণাগত হইয়া শতরুদ্রীয় বেদ পাঠ করেন।[১০] মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলেন, কৃষ্ণ "বেদাত্মা"।[১১]

বেদরক্ষক

কৃষ্ণ বেদের কেবল মর্মজ্ঞ নহেন, রক্ষকও। ভীষ্ম বলেন, তিনি "ভৌমস্য ব্রহ্মণো গুপ্ত্যৈ"

---

১) ঐ, ৫।৮৪।১৩-৪ ২) ঐ, ৫।৮৪।১৮-৯ ৩) ঐ, ৫।৮৪।২৫—৯

৪) ঐ, ১২।৩৪৩।৫৪-৫ ৫) ঐ, ৫।৩০।১`১

৬) পূর্বে দেখ।

৭) "বেদবেদাঙ্গবিজ্ঞানং বলং চাপ্যধিকং তথা।
নৃণাং লোকে হি কোঽন্যোঽস্তি বিশিষ্টঃ কেশবাদৃতে॥"—(মহাভা, ২।৩৮।১৯)

৮) মহাভা, ২।৩৮।২০-২ ৯) ঐ, ১২।৪৭।৪১-৪

১০) ঐ, ৭।৮১।১৩ ১১) ঐ, ২।৩৩।১০-২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

('ভৌম ব্রহ্মের রক্ষার্থই') জন্মগ্রহণ করেন।[১] 'ভৌম ব্রহ্ম' শব্দ বেদ ও ব্রাহ্মণ উভয়কেই বুঝায়। সুতরাং কৃষ্ণ বেদের এবং ব্রাহ্মণের রক্ষক ছিলেন। ভীষ্ম আরও বলিয়াছেন,

"যস্তনোতি সতাং সেতুমৃতেনামৃতযোনিনা।
ধর্মার্থব্যবহারাঙ্গৈস্তস্মৈ সত্যাত্মনে নমঃ॥"[২]

অর্থাৎ সত্যাত্মা কৃষ্ণ মোক্ষপ্রদ ঋত বা বেদোক্ত উপায় দ্বারা ধর্মার্থ ব্যবহার স্থাপন করত সৎপুরুষদিগের মুক্তির মার্গ বিস্তার করেন।

"বেদাংশ্চ যো বেদয়তেঽধিদেবো
বিধীংশ্চ যশ্চাশ্রয়তে পুরাণান্।"[৩]

'অধিদেব যিনি (কৃষ্ণ) বেদসমূহ জ্ঞাপন করেন এবং পুরাতন বিধিসমূহ আশ্রয় করেন।' '(বিষ্ণু)-ভাগবতপুরাণে'ও উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণ সৎপুরুষদিগের একমাত্র গতি বেদোদিত ধর্ম অনুষ্ঠান করিতেন এবং "সনাতন বেদপথ" রক্ষা করেন।[৪]

কৃষ্ণের মতে স্বধর্ম অবশ্যই পালনীয়; চাতুর্বর্ণ্যবিহিত ধর্মই স্বধর্ম। উহার ব্যাখ্যায় 'গীতা'য় তিনি বলিয়াছেন যে জ্ঞান ও বিজ্ঞান ব্রাহ্মণের স্বভাবজ কর্ম বা স্বধর্ম। পরন্তু ঐ জ্ঞান ও বিজ্ঞান বেদোক্ত জ্ঞান ও বিজ্ঞান কিনা 'গীতা'য় তিনি স্পষ্টতঃ তাহা বলেন নাই। পরন্তু 'মহাভারতে'র অন্যত্র তৎকর্তৃক ব্যাখ্যাত চাতুর্বর্ণ্যধর্মে বেদের নিত্য স্বাধ্যায় এবং তদনুযায়ী যজ্ঞাদি সম্পাদন ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের স্বভাবজ কর্ম।[৫] যেহেতু তিনি সহজ কর্মানুষ্ঠানের সমর্থক, সেইহেতু তিনি বেদের সমর্থক। সেইহেতু যুধিষ্ঠিরের ধর্মপরায়ণতার প্রশংসা করিতে গিয়া কৃষ্ণ বলেন, "আম্নায়সমূহে ইঁহার নিত্যসংযোগ আছে (অর্থাৎ ইনি নিত্য বেদপাঠ করেন), তথা অশ্বমেধ, রাজসূয়, প্রভৃতি বেদোক্ত যজ্ঞসমূহ করেন।[৬] কর্ণকে বুঝাইতে গিয়া তিনি সনাতন বেদবাদের এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণগণকে উপাসনার দোহাই দিয়াছেন।[৭] সুতরাং তিনি উভয়েরই সমর্থক।

আধুনিক লেখকগণের কেহ কেহ মনে করেন যে কৃষ্ণ বৈদিক কর্মকাণ্ডের বিরোধী ছিলেন।[৮] উপরের বর্ণনা হইতে সিদ্ধ হইবে যে তাঁহাদের ঐ ধারণা ভ্রমাত্মক। তাহার অপর প্রমাণও আছে। 'মহাভারতে'র সর্বত্র বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে,—উহার উচ্চ প্রশংসা করা হইয়াছে এবং সেইহেতু যাহারা বেদকে মানে না তাহাদিগকে নিন্দা করা হইয়াছে। একস্থলে উক্ত হইয়াছে যে, বেদোক্ত ধর্মের মুখ্য অঙ্গসমূহ এই—(১) বেদের স্বাধ্যায়, (২) তন্ত্রোক্ত যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, (৩) সত্য-বচন, (৪) দম বা ইন্দ্রিয়-সংযম, (৫) দান, এবং (৬) কাহারও সহিত স্পর্ধা না করা; যাহারা অপ্রমত্ত-ভাবে ঐ সকল পালন করে, তাহারা মহৎসুখ লাভ করে। আরও কথিত হইয়াছে যে যাহারা শুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করে, তাহারাই ঐ সকল ধর্ম পালনে যথাশক্তি প্রযত্ন করে, আর যাহারা অশুভক্ষণে জন্মগ্রহণ করে তাহারা ঐ সকল ধর্ম

১) মহাভা, ১২।৪৭।২৯
২) ঐ, ১২।৪৭।৪৯
৩) ঐ, ১৩।১৫৮।৩০-১
৪) পূর্বে দেখ।
৫) মহাভা, ৫।২৯।২২—ব্রাহ্মণকে অধিকন্তু অধ্যাপন এবং যাজন করিতে হইবে।
৬) মহাভা, ৫।২৯।১৮
৭) মহাভা, ৫।১৪০।৬-৭
৮) যথা, অধ্যাপক শ্রীরাধাকৃষ্ণ লিখিয়াছেন, "The cult of Krishna supersedes both animistic superstitious Vedic ritualism...The defeat of India by Krishna symbolises the suppression of Vedic orthodoxy by the Vishnu cult". (Ind. Phil. Vol. I, P. 485)

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পালন করেনা এবং সেইহেতু তদ্‌বর্জিত আসুরী যোনিতে প্রবেশ করে। এক শৃগাল বলে, সে পূর্বজন্মে বেদনিন্দক এবং এইহেতুক পণ্ডিতাধম ছিল; সে নিরর্থক আন্বীক্ষিকী তর্কবিদ্যায় অনুরক্ত ছিল; সর্বদা কুতর্কপরায়ণ ছিল; বেদবাক্যসমূহের ও দ্বিজগণের প্রতি দ্বেষ করিত,—উহাদের নিন্দা করিত; সে নাস্তিক ও সর্বশঙ্কী পণ্ডিতাভিমানী মূর্খ ছিল। তাহারই ফলে সে শৃগালত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। সে যদি ভাগ্যবশে কখন পুনঃ মনুষ্যজন্ম লাভ করে, তবে সদা সন্তুষ্ট ও অপ্রমত্ত থাকিয়া যজ্ঞদানতপোরতি-পরায়ণ জ্ঞেয়বস্তুর জ্ঞাতা এবং বর্জ্যবস্তুরবর্জয়িতা হইবে।[১] অথচ 'মহাভারতে' কৃষ্ণের ও ভাগবতধর্মের উচ্চ প্রশংসা আছে। তাহাতে বুঝিতে হইবে যে উহার রচয়িতা তাঁহাদিগকে বেদবিরোধী মনে করিতেন না।

চাতুরাশ্রম্য

কৃষ্ণের ভাগবতধর্মে চাতুরাশ্রম্য ছিল কিনা, কেহ কেহ তাহাতে সন্দেহ করেন। তাঁহারা মনে করেন যে বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস—এই আশ্রমদ্বয়ের বিধান উহাতে ছিল না। তাঁহারা বলেন, ঐ অনুমানের প্রধান হেতু প্রথমতঃ এই যে কৃষ্ণের ভাগবতধর্ম প্রবৃত্তিলক্ষণ বা জ্ঞানকর্ম-সমুচ্চয়াত্মক; সুতরাং উহার সহিত নিবৃত্তিলক্ষণ বা কর্মত্যাগমূলক বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস আশ্রমদ্বয়ের সমন্বয় কিংবা সমুচ্চয় হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ কৃষ্ণের ভাগবতধর্মের মুখ্য গ্রন্থ 'গীতা'য় চাতুর্বর্ণ্যের বিবরণ আছে, চাতুরাশ্রম্যের উল্লেখ মাত্রও নাই। তৃতীয়ত 'গীতা'র কোন কোন উক্তি ও দৃষ্টান্ত হইতে অধিকন্ত মনে হয় যে জাগতিক ব্যবহার, এমন কি জ্ঞানীকেও, যেন আমরণ যথাপূর্ব করিতেই হইবে। এই সকল যুক্তি ঠিক বিচারসহ নহে। নারায়ণ ঋষির মূল ভাগবত ধর্মে, তথা কৃষ্ণের নব ভাগবতধর্মে যে কর্মসন্ন্যাসের বিধান ছিল, তাহা পূর্বে ৬ষ্ঠ অধ্যায়ে বিস্তারিত বিচার পূর্বক প্রদর্শিত হইয়াছে। কৃষ্ণের ধর্মের সমস্ত অঙ্গ যে 'গীতা'য় ব্যাখ্যাত হয় নাই এবং উহার প্রয়োজনও ছিল না, তাহা বর্তমান অধ্যায়ের প্রারম্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং যাহা 'গীতা'য় নাই, তাহা কৃষ্ণের ধর্মে ছিল না, এই প্রকার অনুমান সঙ্গত নহে। পাত্র এবং উদ্দেশ্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চাতুরাশ্রম্যের উল্লেখ ও ব্যাখ্যা তখন প্রয়োজন ছিল না বলিয়া কৃষ্ণ করেন নাই,—এমন মনে করা যাইতে পারে। মোহগ্রস্ত হইয়া অর্জুন স্বধর্ম পরিত্যাগ করত ভৈক্ষ্যাশ্রম গ্রহণকে শ্রেয় মনে করিতে ছিলেন।[২] সুতরাং তখন ভৈক্ষ্যাশ্রমের প্রসঙ্গ করিলে,—উহার মহিমার কথা বলিলে অর্জুনের মোহের সমর্থন করা হইত। তাই কৃষ্ণ উহার উল্লেখও করেন নাই। সুতরাং ঐ সকল লেখকগণের দ্বিতীয় যুক্তি সারবান্‌ নহে। উহাঁদের তৃতীয় যুক্তির বিরুদ্ধে ইহা বলিবার আছে যে 'গীতা'র কোন কোন উক্তি হইতে ইহা মনে হয় কৃষ্ণের ধর্মে চাতুরাশ্রম্য থাকা সম্ভব। যথা, উহাতে শাস্ত্রনিষ্ঠার উপর খুব জোর দেওয়া হইয়াছে। পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ঐ শাস্ত্র বেদানুযায়ী ধর্মশাস্ত্রই।[৩] বৈদিক ধর্ম বর্ণাশ্রমমূলক। সুতরাং কৃষ্ণের ধর্মও তদ্রূপই হইবে বলিয়া মনে হয়।

---

১) মহাভা, ১২।১৮০।৪২

২) অর্জুন বলেন,—"শ্রেয়ো ভোক্তুং ভৈক্ষ্যমপীহ লোকে"—(গীতা, ২।৫৷১)

৩) পূর্বে দেখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠির আত্মীয়স্বজন-বধের শোকে ব্যাকুল হইয়া রাজ্য গ্রহণ না করত বনে গিয়া তপস্যা করিতে ইচ্ছুক হন।[১] তখন পরমর্ষি ব্যাস তাঁহাকে বলেন, "শাস্ত্রদৃষ্ট পরমধর্ম গার্হস্থ্য (আশ্রমকে) আশ্রয় করিয়া স্থিত। হে ধর্মজ্ঞ, তুমি স্বধর্ম যথাশাস্ত্র এবং যথাবিধি আচরণ কর। গার্হস্থ্য পরিত্যাগ করত আরণ্য তোমার বিহিত নহে।"[২] অতঃপর তিনি গার্হস্থ্যধর্মের এবং ক্ষাত্রধর্মের বহু প্রশংসা করেন। পরন্তু তাহা হইতে মনে করা যায় না যে ব্যাস সন্ন্যাসাশ্রমের, কিংবা ক্ষত্রিয়ের উহা অবলম্বনের বিরোধী ছিলেন। কেননা, গার্হস্থ্যাশ্রমের মাহাত্ম্য খ্যাপন করিতে গিয়া তিনি বলিয়াছেন যে চার আশ্রমের মধ্যে উহা শ্রেষ্ঠ এবং উহার ধর্ম ঠিক ঠিক আচরণ করা অত্যন্ত কঠিন।[৩] তাহাতে তিনি চাতুরাশ্রম্য স্বীকার করিয়াছেন। তারপর তিনি বলেন, "হে ভারত, হে প্রজানাথ, তুমি ভ্রাতৃগণ সহ ধর্ম, অর্থ এবং কাম সেবন কর। পরে (অরণ্যে) প্রস্থান করিও। হে ভারত, হে কৌন্তেয়, তুমি (আগে) দেবতাদিগের, পিতৃগণের এবং প্রার্থীগণের ঋণ হইতে মুক্ত হও, পরে সমস্ত (বানপ্রস্থাদি ধর্মসমূহ) করিও। হে মহারাজ কুরুনন্দন, তুমি সর্বমেধ ও অশ্বমেধ যজ্ঞ কর। তাহার পরে পরাগতিতে (অর্থাৎ সন্ন্যাসাশ্রমে) গমন করিও।"[৪] সুতরাং তিনি সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণের বিরোধী ছিলেন না। বনবাস কালে যুধিষ্ঠিরের ভ্রাতৃগণ বহু কষ্ট ভোগ করেন। তখন তাঁহারা মনে মনে রাজ্যলাভের ও সুখভোগের অভিলাষ করিতেছিলেন। ব্যাস বলেন যে সে অভিলাষ পূর্ণ করিয়াই যুধিষ্ঠিরের বনে গমন উচিত।[৫] কৃষ্ণের দেহত্যাগের পরে ব্যাস নিজ হইতেই পাণ্ডবদিগকে বলেন যে তাঁহাদিগের রাজকার্য পরিত্যাগ পূর্বক বনে গমনের সময় উপস্থিত হইয়াছে।[৬] কৃষ্ণ ব্যাসের পূর্বোক্ত উপদেশের সমর্থন করেন।[৭] সুতরাং, দেখা যায়, যেমন ব্যাস চাতুরাশ্রম্যবাদী হইয়াও, সময় উপযুক্ত নহে বুঝিয়া, যুধিষ্ঠিরকে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধান্তে উপস্থিত রাজৈশ্বর্য পরিত্যাগ করত বনগমনে নিষেধ করেন, কৃষ্ণও ঠিক সেই প্রকারে অর্জুনকে উপস্থিত যুদ্ধ পরিত্যাগ পূর্বক ভৈক্ষ্যবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধা দেন। পরন্তু ঐ বাধাপ্রদান হেতু যেমন ব্যাসকে চাতুরাশ্রম্য, অথবা আরও বিশেষ করিয়া বলিতে, সন্ন্যাসাশ্রম বিরোধী বলা যায় না, তেমন কৃষ্ণকেও তদ্রূপ বলা যায় না।

---

১) মহাভা, ১২।৭।৩৭—৪৪ আরও দেখ ১২।৯।১—; ১২।১৭। —; ১৯।১—; ২৬।৩—
যুদ্ধের সময়েও শত্রুপক্ষের মহাবীরগণ কর্তৃক স্বপক্ষীয় সৈন্যগণের বহুল ক্ষয় দেখিয়া শোকে অধীর হইয়া যুধিষ্ঠির এক এক বার যুদ্ধ পরিত্যাগ করত বনে যাইয়া তপশ্চর্যা করিতে সঙ্কল্প করেন। প্রথম দিনের যুদ্ধের অবসানে তিনি কৃষ্ণকে বলেন,

"বনং যাস্যামি বার্ষ্ণেয় মে তত্র জীবিতুম্॥"—(মহাভা, ৬।৫০।৯'২)
"জীবিতং বহু মন্যেঽহং জীবিতং হ্যদ্য দুর্লভম্॥
জীবিতস্য চ শেষেণ তপস্তপ্স্যামি দুশ্চরম্।"—(মহাভা, ৬।৫০।১৩'২—১৪'১)

নবম দিনের যুদ্ধে সৈন্য ক্ষয় দেখিয়াও তিনি সেই প্রকার বলেন,

"বনং যস্যামি দুর্ধর্ষ শ্রেয়ো বৈ তত্র মে গতম্।"—(মহাভা, ৬।১০৭।১৯'১)
"জীবিতং বহু মন্যেঽহং জীবিতং হ্যদ্য দুর্লভম্।
জীবিতস্যাদ্য শেষেণ চরিষ্যে ধর্মমুত্তমম্॥"—(মহাভা, ১২।১০৭।২৩)

আরও দেখ—মহাভা, ১২।৭।৩

২) মহাভা, ১২।২৩।১'২—৩
৩) মহাভা, ১২।২৩।৫-৬
৪) মহাভা, ১২।২৪।৫-৭
৫) মহাভা, ১২।২৪।২-৪
৬) মহাভা, ১৬।৮।৩২-৭'১
৭) মহাভা, ১২।৩৭।২১, ২৪-৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহামনা ভীষ্মের নিকট হইতে যেই সকল বিষয়ের তত্ত্ব শিক্ষা করিতে কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দেন, উহাদের একটি চাতুরাশ্রম্য।[১] তিনি বলেন, যাহা যাহা চতুর্বর্ণ্যের চাতুরাশ্রম্যযুক্ত ধর্ম বলিয়া সমাখ্যাত হয়, তৎসমস্তই ভীষ্ম জানেন।[২] দেশ, জাতি ও কুলের উচিত বেদোক্ত ও শিষ্টোজনোক্ত ধর্মসমূহ তিনি জানেন।[৩] ভীষ্ম স্বয়ং তাহা স্বীকার করেন।[৪] পরে ভীষ্ম শান্তিপর্বের ৬০তম অধ্যায়ে চারি বর্ণের ধর্মসমূহ এবং ৬১-৬৬তম অধ্যায়ে চারি আশ্রমের ধর্মসমূহ যুধিষ্ঠিরের নিকট ব্যাখ্যা করেন। তিনি বলেন যে মোক্ষলাভার্থ ভৈক্ষ্যচর্যাশ্রম গ্রহণ করা অত্যাবশ্যক। কৃষ্ণও তথায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি কোন প্রতিবাদ করেন নাই। এই সকল হইতে অনুমান হয় যে কৃষ্ণ চাতুরাশ্রম্য-বিরোধী ছিলেন না। কৃষ্ণ চাতুরাশ্রম্যের বিরোধী হইলে তাঁহার পরম ভক্ত ভীষ্ম উহা সমর্থন করিতেন না, এবং তিনি স্বয়ং ভীষ্ম হইতে ঐ বিষয়ে উপদেশ লইতে তাঁহার অপর ভক্ত যুধিষ্ঠিরকে পরামর্শ দিতেন না।

'অনুগীতা'য় কৃষ্ণ সাক্ষাদ্ভাবে চাতুরাশ্রম্য সমর্থন করিয়াছেন। তথায় বিবৃত হইয়াছে যে মনীষিগণ বলেন, ধর্ম এক এবং নিত্য; পরন্তু উহার চারি পদ। চারি বিদ্যা, চারি বর্ণ, এবং চারি আশ্রমই উহার চারি পদ। ব্রহ্মচর্যাশ্রম প্রথম পদ; গার্হস্থ্যাশ্রম দ্বিতীয় পদ; বানপ্রস্থাশ্রম তৃতীয় পদ; এবং অধ্যাত্মাশ্রম পরম পদ (বা চতুর্থ পদ)।[৫] অনন্তর ঐ অধ্যাত্মাশ্রমের প্রশংসা করিতে বলা হইয়াছে যে, "(মনুষ্য) যাবৎপর্যন্ত অধ্যাত্ম (আশ্রম) আশ্রয় না করে, তাবৎপর্যন্ত অগ্নি, আকাশ, আদিত্য, বায়ু, ইন্দ্র এবং প্রজাপতি—ইঁহাদিগকে দর্শন করে না (অর্থাৎ ইঁহাদের তত্ত্ব জানিতে পারে না)।"[৬] অন্যত্র গার্হস্থ্যাশ্রমের প্রশংসা করিয়া বলা হইয়াছে যে, "ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষুক—আশ্রমসমূহ এই চারি বলিয়া প্রোক্ত হয়। সকলেই গার্হস্থ্যমূলক" ইত্যাদি।[৭] গার্হস্থ্যাশ্রমের এই প্রশংসার তাৎপর্য ইহা নহে যে উহা পরিত্যাগ করত অন্য আশ্রম গ্রহণ করিতে নাই। কেননা, উহার পরেই বানপ্রস্থের প্রশংসা করা হইয়াছে। কথিত হইয়াছে যে "সর্ব সংস্কারসমূহ দ্বারা সংস্কৃত এবং ব্রহ্মচর্যবান্ মনুষ্য গ্রাম হইতে নিষ্ক্রমণ পূর্বক অরণ্যে প্রব্রজ্যা করত মুনি (বা মননশীল) হইয়া বাস করিবেক। চর্ম কিংবা বল্কল সংবাসী হইয়া সকালে ও সন্ধ্যায় জলস্পর্শ করিবে। নিত্য অরণ্যেই বিচরণ করিবে। পুনরায় গ্রামে প্রবেশ করিবে না" ইত্যাদি।[৮]

কৃষ্ণের পরমভক্ত বিদুরও চাতুরাশ্রম্যবাদী ছিলেন।[৯] তিনি বলেন, "যে গৃহ পরিত্যাগপূর্বক একমাত্র মোক্ষ (আশ্রম) অঙ্গীকার করে, তাহার তেজোময় লোকসমূহ শাশ্বতকাল দ্যুলোকে থাকে (অর্থাৎ সে আর ইহলোকে প্রত্যাবর্তন করে না)।"[১০]

'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণ' হইতেও পরিষ্কার জানা যায় যে কৃষ্ণ চাতুর্বর্ণ্যের ন্যায় চাতুরাশ্রম্যও মানিতেন। যথা, তিনি উদ্ধবকে বলেন,

---

১) মহাভা, ১২।৪৬।২২·১
২) মহাভা ১২।৫০।৩১·২—৩২·১
৩) মহাভা; ১২।৫০।৩৫
৪) মহাভা, ১২।৫৪।১৯—২১·১ (পূর্বে দেখ)।
৫) মহাভা, ১৪।৩৫।৩৭-৪০
৬) মহাভা, ১৪।৩৫।৪১
৭) মহাভা, ১৪।৪৫।১৩
৮) মহাভা, ১৪।৪৬।৯
৯) মহাভা, ৫।৬৩।১৩
১০) মহাভা, ৫।৬৩।২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ময়োদিতেষ্ববহিতঃ স্বধর্মেষু মদাশ্রয়ঃ।
বর্ণাশ্রমকুলাচারমকামাত্মা সমাচরেৎ॥"[১]

'মদুক্ত স্বধর্মসমূহে অপ্রমত্ত থাকিয়া (অর্থাৎ উহাদের অবিরোধে) বর্ণ, আশ্রম ও কুলোচিত আচার মদাশ্রয় হইয়া নিষ্কামভাবে সমাচরণ করিবে।' অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন যে গৃহাশ্রম বিরাট্ পুরুষরূপ তাঁহার অধোভাগ হইতে উৎপন্ন; ব্রহ্মচর্য হৃদয় হইতে, বানপ্রস্থ বক্ষঃস্থল হইতে, এবং সন্ন্যাস শীর্ষদেশ হইতে উৎপন্ন। সুতরাং "ন্যাসঃ শীর্ষণি সংস্থিতঃ" ('সন্ন্যাস শীর্ষে সংস্থিত')।[২] অতএব সন্ন্যাসাশ্রম অপর তিন আশ্রম হইতে শ্রেষ্ঠ। তাই কৃষ্ণ বলিয়াছেন, "আশ্রমসমূহের মধ্যে আমি চতুর্থ (সন্ন্যাসাশ্রম) এবং বর্ণসমূহের মধ্যে প্রথম (বর্ণ ব্রাহ্মণ)।"[৩] তিনি বলেন, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া "গুরু দ্বারা অনুমোদিত" হইয়া গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ কিংবা সন্ন্যাস আশ্রমে প্রবেশ করিবে; অথবা ক্রমে আশ্রম হইতে আশ্রমান্তরে গমন করিবে; তৎপর ব্যক্তি উহার অন্যথাচরণ করিবেক না।[৪] গৃহস্থ গার্হস্থ্যাশ্রমোচিত কর্মসমূহ দ্বারা ভক্তি সহকারে ভগবানকে যজন করত বানপ্রস্থাশ্রমে বাস করিবে, অথবা সন্ন্যাসী হইয়া পরিব্রজন করিবে।[৫]

মানুষ কৃষ্ণ

বর্তমান 'মহাভারতে' কৃষ্ণের তিন ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়—(১) মানুষভাব, (২) অবতার ভাব, এবং ভগবদ্ভাব। তাঁহার পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র পরিবার, প্রভৃতির উল্লেখ বহুত্র আছে। তাঁহার যেমন জন্মের, তেমন মৃত্যুরও বর্ণনা আছে।[৬] কথিত হইয়াছে যে অর্জুন কৃষ্ণের, তথা বলরামের, মৃত দেহ খুঁজিয়া বাহির করিয়া দাহ করেন এবং যথাবিধি তাঁহাদের প্রেতকার্যসমূহ করেন।[৭] পরে যুধিষ্ঠিরও, ভ্রাতৃগণ সহ, তাঁহাদের উদ্দেশ্যে তর্পণ, শ্রাদ্ধ, প্রভৃতি তথা ব্রাহ্মণভোজন ও দান, বিধিবৎ সম্পাদন করেন।[৮] কৃষ্ণ শাস্ত্রবিহিত নিত্য-কর্মাদি যথাবিধি অনুষ্ঠান করিতেন এবং অনেক যাগযজ্ঞাদিও করিয়াছিলেন। লৌকিকও বৈদিক সমস্ত আচার তিনি যথারীতি পালন করিতেন। সুতরাং কৃষ্ণ মানুষ। তাঁহার "মানুষ রূপে"র উল্লেখ 'গীতা'য় ও আছে।[৯] কৃষ্ণ নিজেই স্বীকার করিয়াছেন যে তিনি "মানুষী তনু"

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১১।১০।১ আরও দেখ—১১।১৭।৯
২) ঐ, ১১।১৭।১৪
৩) ঐ, ১১।১৬।১৯'২
৪) "গৃহং বনং বোপবিশেৎ প্রব্রজেদ্বা দ্বিজোত্তমঃ।
আশ্রমাদাশ্রমং গচ্ছেন্নান্যথা মৎপরশ্চরেৎ॥"—(ঐ, ১১।১৭।৩৮)
৫) ঐ, ১১।১৭।৫৫
৬) মহাভা, ১৬।৪।২১— ; আরও দেখ—"স কৃষ্ণঃ সহ রামেন ত্যক্ত্বা দেহং দিবং গতঃ।"—(ঐ, ১৬।৮।৮'১
৭) "ততঃ শরীরে রামস্য বাসুদেবস্য চোভয়োঃ।
অন্বিষ্য দাহয়ামাস পুরুষৈরাপ্তকারিভিঃ॥
স তেষাং বিধিবৎ কৃত্বা প্রেতকার্যাণি পাণ্ডব।"—(মহাভা ১৬।৭।৩১—৩২'১)
অর্জুন কর্তৃক রাম ও বাসুদেবের শরীরের উল্লেখ পর্বসংগ্রহাধ্যায়েও আছে। (১।২।৩৫৯)
৮) মহাভা, ১৭।১।১০—১৪'১
৯) "দৃষ্ট্বেদং মানুষং রূপং তব সৌম্যং জনার্দন।"—(গীতা, ১১।৫১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ধারণ করিয়াছেন।[১] উহাই তাঁহার "স্বকীয়রূপ বা স্বাভাবিক রূপ ("স্বকং রূপং)।[২] ,মহাভারতে'র অন্যত্রও অন্য প্রকারে কৃষ্ণকে মানুষ বলা হইয়াছে।[৩] তথায় ইহাও বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ পুত্রলাভার্থ দুইবার ভগবান্ শিবের উদ্দেশ্যে কঠোর তপস্যা করেন এবং তাঁহার তপস্যায় তুষ্ট হইয়া শিব ও দুর্গা ঐ পুত্র-বর ব্যতীত আরও কতিপয় বর প্রদান করেন। এই সকল পূর্বে বর্ণিত হইয়াছে।[৪] কথিত হইয়াছে যে অপরাপর দেবগণ হইতেও কৃষ্ণ বহু বর লাভ করেন। যথা, কৃষ্ণের শৌর্যবীর্যের উল্লেখ করিতে গিয়া অর্জুন বলেন, "মৃত্যু হইতে ভয় রহিত দেবগণ, ইন্দ্র সহ, একত্রিত হইয়া তাঁহাকে যুদ্ধে (পরাভূত করিতে) সমর্থ হন নাই। কেশবের সেই বিক্রম, বল এবং অস্ত্র অবারণীয় দেখিয়া তথা তাঁহার প্রকৃতি জানিয়া, (দেবগণ) কৃষ্ণকে দস্যুবধে নিযুক্ত করেন ("ন্যযোজয়ন্ দস্যুবধায় কৃষ্ণম্")। সিদ্ধিসমূহে ঐশ্বর্যবান্ (অর্থাৎ উপস্থিত কর্মসমূহ সুসম্পন্ন করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ) বাসুদেব সেই দুষ্কর কর্ম করিতে অঙ্গীকার করেন।[৫] মুর, ঔঘ, নরক, প্রভৃতি অসুরগণকে যুদ্ধে বধ করিতে অপ্রতিমপ্রভাব কৃষ্ণ যে ভীম কর্ম করেন, তাহা দেখিয়া দেবগণ তাঁহাকে কতিপয় বর প্রদান করেন ("অস্মৈ বরাণ্যদদন্")। "যুদ্ধ করিতে করিতে তোমার শ্রম হইবে না; আকাশে ও জলে (অর্থাৎ সর্বত্র) তোমার (সমান) গতি হইবে; এবং শস্ত্রসমূহ তোমার গাত্রে প্রবেশ করিবে না। (এই প্রকার) নিত্যই (হইবে)। তাহাতে (অর্থাৎ ঐ সকল বর পাইয়া) কৃষ্ণ কৃতার্থ (মনে করিতে লাগিলেন)।"[৬] খাণ্ডবদাহের সময়ে কৃষ্ণ দেবরাজ ইন্দ্র হইতে বর গ্রহণ করেন।[৭] এই সমস্তও কৃষ্ণের মানুষভাব খ্যাপন করে। কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ শিব কৃষ্ণ এবং অর্জুনকে "পরশ্রেষ্ঠৌ" বলিয়া সম্বোধন করেন;[৮] অশ্বত্থামা তাঁহাদিগকে "মর্ত্যধর্মাণৌ" বলেন।[৯] কৃষ্ণের মনুষ্যভাবের আরও অনেক ঘটনা 'মহাভারতে' আছে;—যথা তাঁহার ব্রাহ্মণভক্তি,—বিশেষত দুর্বাসার সেবা, জরাসন্ধের ভয়ে স্বজনবর্গসহ মথুরা ছাড়িয়া পলায়ন, আত্মীয়স্বজনগণের দুর্বাক্য ও দুর্ব্যবহার হেতু অন্তরে অন্তরে ভীষণ দুঃখী হওয়া, [১০] ইত্যাদি।

অতিমানব বা দিব্যমানব

'মহাভারতে' ইহাও অতি স্পষ্ট বাক্যে ব্যক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণ সাধারণ মানুষ মাত্র নহেন। তাঁহার পরমভক্ত কুরুশ্রেষ্ঠ মহাত্মা ভীষ্ম বলেন, "মহাবাহু এবং সত্যবিক্রম কেশব" "অচিন্ত্যঃ··· নৈষ কেবলমানুষঃ" ('অচিন্ত্য ;···তিনি কেবল মানুষমাত্র নহেন')।[১১] অপর এক সময়ে তিনি

১) গীতা, ৯।১১
২) গীতা, ১১।৬০ আরও দেখ
"পুনস্ত্বাং স্বেন রূপেণ দ্রষ্টুমিচ্ছামি শাশ্বতম্॥"—(মহাভা, ১৪।৫৫।৯.২)
৩) যথা দেখ—
"মানুষং লোকমাতিষ্ঠ বাসুদেব ইতিশ্রুতঃ।" (মহাভা, ৬।৬৬।৮.১)
"মানুষীং যোনিমাস্থায় চরিষ্যতি মহীতলে।" (৬।৬৬।১০ ২) ইত্যাদি। আরও দেখ—৬।১৮৯।২৯-৩১
৪) পূর্বে দেখ।
৫) মহাভা, ৫।৪৮।৮১-২
৬) মহাভা; ৫।৪৮।৮৬.২—৮৭.১
৭) মহাভা, ১।২৩৬।১৩ (পূর্বে দেখ)।
৮) মহাভা; ৭।৮০।৫১ ; ৭।৮১।৫
৯) "ইমৌ মর্ত্যধর্মাণৌ·········কেশবার্জুনৌ।"—(মহাভা, ৭।২০০।৫৪.১)
১০) মহাভা, ১২।৮১।৩
১১) মহাভা, ১২।২০৭।৪৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলেন, ভগবান্ ঋষিগণ ব্রহ্মা দেবগণ, প্রভৃতিকে বলিয়াছিলেন যে "মানুষোঽয়মিতি" ('ইনি কেবল মানুষমাত্র')—ইহা মনে করিয়া কৃষ্ণকে অবজ্ঞা করা কাহারও উচিত নহে।[১]

"যশ্চ মানুষমাত্রোঽয়মিতি ব্রূয়াৎ স মন্দধীঃ।
হৃষীকেশমবজ্ঞানাত্তমাহুঃ পুরুষাধমম্॥"[২]

"যে মনে করিবে যে 'ইনি মানুষমাত্র', সে মন্দবুদ্ধি। হৃষীকেশকে (ঐ প্রকারে) অবজ্ঞা হেতু (বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ) তাহাকে 'পুরুষাধম' বলিবেন।' "মানুষী তনুতে প্রবিষ্ট সেই যোগী মহাত্মা বাসুদেবকে যে অবমাননা করিবে, তাহাকে জনগণ 'তামস' বলিবে। শ্রীবৎসাঙ্ক, পদ্মনাভ ও সুবর্চস চরাচরাত্মা সেই দেবকে যে জানিবে না, বুধগণ তাহাকে 'তামস' বলিবেন। কিরীট-কৌস্তুভ-ধারী এবং মিত্রদিগকে অভয়কারী সেই মহাত্মাকে অবজ্ঞা করিলে, (মনুষ্য) ঘোর তমে নিপতিত হইবে।"[৩]

পরমর্ষি ব্যাস বলিয়াছেন, কৃষ্ণ "দিব্যমানব"।[৪] বৈশম্পায়ন তাঁহাকে "ভূতগুরু" ও "নরগণের দেব" বলিয়াছেন।[৫] সঞ্জয় তাঁহাকে "নরদেবদেব" বলিয়াছেন।[৬] সর্বভূতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন।[৭] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' কৃষ্ণকে "গূঢ় কপটমানুষ" এবং তাঁহার কর্মসমূহকে "অতিমর্ত্য" বলা হইয়াছে।[৮]

যুধিষ্ঠির কৃষ্ণকে সমস্ত মনুষ্য হইতে পর ("সর্বলোকাৎ পরং") মনে করিতেন। কেননা, তিনি অপ্রমেয় হরিই,—যিনি স্বয়ং অজ হইয়াও কার্যবশত স্বেচ্ছায় মনুষ্যগণের মধ্যে উৎপন্ন হইয়াছেন; ইহ-সংসারে এমন কিছুই নাই যাহা কৃষ্ণের অবিজ্ঞাত; এমন কিছুই নাই যাহা তিনি কর্ম দ্বারা সিদ্ধ করিতে পারেন না; এমন কিছুই নাই, যাহা তিনি সহন করিতে পারেন না (অর্থাৎ কিছুতেই তাঁহাকে ধৈর্য্যচ্যুত করিতে পারে না)। তাঁহার "দেবসংমিত" কর্মসমূহ আলোচনা করিয়াই যুধিষ্ঠির কৃষ্ণ সম্বন্ধে ঐ সিদ্ধান্তে উপনীত হন।[৯] দুর্যোধনও বলেন যে কৃষ্ণ নিশ্চয় তদানীন্তনকালে পৃথিবীর সমস্ত সৎপুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম এবং সতত সংমত ব্যক্তি ছিলেন।[১০] ধৃতরাষ্ট্র বলেন, কৃষ্ণ তুলনায় ত্রিলোককে অতিক্রম করেন,[১১] তিনি 'অত্যর্থরূপে লোকসমূহের গুরু,—সনাতন লোকনাথ, "দিব্য দিব্যাত্মক প্রভু নারায়ণ।"[১২] মনীষিগণ তাঁহার কর্মসমূহকে "দিব্যকর্ম" বলেন।[১৩] কৃষ্ণ "যেই সকল দিব্য কর্মসমূহ করিয়াছেন", সেই প্রকার কর্ম অপর কোন পুরুষ কখনও করিতে পারে না।[১৪] "হে সঞ্জয়,

১) মহাভা, ৬।৬৬।১৪, ১৮
২) মহাভা, ৬।৬৬।১৯
৩) মহাভা, ৬।৬৬।২০-৩ আরও দেখ—৬।৬৬।৩১'২—৩২.
৪) মহাভা, ১।১।৬৭
৫) মহাভা, ২।১৩।৪১'২ ও ২।২৪।৪১'২ (যথাক্রমে)
৬) মহাভা, ৫।৩০।১'১
৭) মহাভা, ৫।৫৪।২২
৮) "কৃতবান্ কিল বীর্যাণি সহ রামেন কেশবঃ।
অতিমর্ত্যানি ভগবান্ গূঢ়ঃ কপটমানুষঃ॥—(বিষ্ণু)ভাগপু, ১।১।২০
৯) মহাভা, ২।১৩।৩৮—৪০
১০) "ত্বং চ শ্রেষ্ঠতমো লোকে সত্যমদ জনার্দন।
সততং সংমতশ্চৈব ....।"—(মহাভা, ৫।৭।১৪'২—১৫'১
১১) মহাভা, ৫।৬৫।৮'১
১২) মহাভা, ৭।১০।৭৬'২
১৪) মহাভা, ৭।১১।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমার সভায় কৃষ্ণ যে সেই মহৎ আশ্চর্য করিয়াছিলেন, ইহসংসারে তিনি ভিন্ন অপর কোন পুরুষ তাহা করিতে সমর্থ?"[১]

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়মহাযজ্ঞে কৃষ্ণের পূজ্যতমত্ব সিদ্ধ করিতে ভীষ্ম যেই দুই কারণ প্রদর্শন করেন, তাহার একটি এই যে কৃষ্ণ সর্বপেক্ষা অধিক গুণবান্,—গুণে তিনি সমস্ত বৃদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। বেদ-বেদান্ত-বিজ্ঞানে তিনি ব্রাহ্মণ বৃদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়াছেন এবং শৌর্যে ও বীর্যে তিনি ক্ষত্রিয় বৃদ্ধগণকে অতিক্রম করিয়াছেন। তাঁহার আরও বহুগুণ ছিল। তাঁহার যশ, শৌর্য ও জয় সর্বসম্মত ছিল। তিনি সর্বলোকের আচার্য, পিতা এবং গুরু।[২] ঐ সকল তাঁহার অতিমানবতা সূচনা করে।

মানব-রূপী ভগবান্ বা দেব-মানব
নারায়ণের অবতার

তখন লোকে ইহা ও মনে করিতে লাগিল যে ভগবান নারায়ণ হরিই মনুষ্যদেহ ধারণ করত কৃষ্ণরূপে অবস্থিত আছেন। কথিত হইয়াছে যে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে কৃষ্ণকে দেখিয়া এক প্রাচীন কথা দেবর্ষি নারদের মনে পড়ে। পূর্বে কোন সময়ে ভগবান ব্রহ্মার সভায় গিয়া নারদ শুনিয়াছিলেন যে তাঁহার (ব্রহ্মার) প্রার্থনায় ভগবান্ নারায়ণ হরি পৃথিবীর ভার লাঘবার্থ মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিতে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন।[৩] কৃষ্ণকে দেখিয়া নারদ বুঝিলেন যে ভগবান আপন প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছেন এবং যদুবংশে কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন।[৪]

"যস্য বাহুবলং সেন্দ্রাঃ সুরাঃ সর্বে উপাসতে।
সোঽয়ং মানুষবন্নাম হরিরাস্তেঽরিমর্দনঃ ॥"[৫]

'সমস্ত দেবগণ, (তাঁহাদের রাজা) ইন্দ্র সহ, যাঁহার বাহুবলের উপাসনা করে, অরিমর্দন সেই হরিই এই মানুষের ন্যায় আছেন।' উহার বহু পূর্বে দ্রৌপদীর বিবাহের ঠিক্ প্রাক্‌কালে, তাঁহার পূর্বজন্মবৃত্তান্ত বর্ণনা করিতে গিয়া, পরমর্ষি ব্যাস মহারাজ দ্রুপদকে বলেন যে "অপ্রমেয়, অনন্ত, অব্যক্ত, অজ, পুরাণ, সনাতন, বিশ্ব এবং অনন্তরূপ" ভগবান্ নারায়ণ হরি আপনার দুইখানি কেশ,—একখানি শ্বেত অপরখানি কৃষ্ণ,—উঠাইয়া ফেলেন। ঐ কেশদ্বয় যদুকুলস্ত্রী রোহিণীর ও দেবকীর গর্ভে যথাক্রমে প্রবেশ করে। নারায়ণের ঐ শ্বেত কেশ বলরাম হইয়া জন্মগ্রহণ করে এবং কৃষ্ণ কেশ কৃষ্ণ হইয়া জন্মগ্রহণ করে।[৬] 'কেশ' বলার তাৎপর্য এই মনে হয় যে কৃষ্ণ ও বলরাম ভগবান নারায়ণ হরির অংশবিশেষ;—এক গাছি কেশ যেমন মনুষ্য শরীরের অতি সামান্য বা ক্ষুদ্র অংশ, কৃষ্ণ ও বলরাম নারায়ণের তেমন সামান্য অংশ।[৭]

১) মহাভা, ৭।১১।২৪
২) পূর্বে দেখ।
৩) মহাভা, ২।৩৬।১১-২ ; ১।৬৪।৫১—৪
৪) মহাভা, ২।৩৬।১৩
৫) মহাভা, ২।৩৬।১৮
৬) মহাভা, ১।১৯৯।৩২-৩৪ পুরাণেও এই মতবাদের উল্লেখ আছে। যথা দেখ—(বিষ্ণু)ভাগপু, ২।৭।২৬ ; বিষ্ণুপু, ৫।১
৭) 'কেশ' শব্দের প্রয়োগে তেজরূপ অংশও বিবক্ষিত ছিল মনে হয়। কেননা, এক সময়ে কৃষ্ণ ভাবমুখে অর্জুনকে বলেন যে সূর্য, চন্দ্র ও অগ্নির কিরণরূপ অংশসমূহ তাঁহার 'কেশসমূহ' নামে অভিহিত হইয়া থাকে ; ঐ কেশসমূহ যুক্ত বলিয়াই বিদ্বান ব্যক্তিগণ তাঁহাকে 'কেশব' বলেন। (মহাভা, ১২।৩৪১।৪৮—৪৯·১ ; আরও দেখ—১২।৩৪২।৬৬·২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মহাভারতে' উক্ত প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণের উৎপত্তি বর্ণনা প্রসঙ্গে মহর্ষি বৈশম্পায়ন মহারাজ জনমেজয়কে বলেন, "নারায়ণ নামক যে সনাতন দেবদেব, তাঁহার অংশ মনুষ্যগণের মধ্যে প্রতাপবান্ বাসুদেব ছিলেন।"[১] 'মহাভারতে'র ঐ বিভাগের নাম 'সংভবপর্ব'। কোন্ কোন্ ঋষি, মুনি, বীরপুরুষ কিংবা নারী কোন্ কোন্ দেব কিংবা দেবীর অংশে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, উক্ত বিভাগে তাহা বিবৃত হইয়াছে। উহার প্রথমে আছে যে ভগবান নারায়ণ পৃথিবীতে অংশতঃ অবতরণের জন্য দেবরাজ ইন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়াছিলেন।[২] বস্তুতঃ ইন্দ্রই পুরুষোত্তম নারায়ণের নিকটে গিয়া ভূভারহরণের জন্য অংশতঃ পৃথিবীতে অবতরণ করিতে প্রার্থনা করিয়াছিলেন এবং নারায়ণ তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন।[৩] 'মহাভারতে'র উপসংহারেও উক্ত হইয়াছে সনাতন দেবদেব নারায়ণের অংশ কার্যার্থ বাসুদেবরূপে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিল।[৪]

নারায়ণ ঋষির অবতার

বর্তমান 'মহাভারতে'র বহুত্র ইহাও উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণ নারায়ণ ঋষির অবতার, তথা তাঁহার সখা অর্জুন নারায়ণ ঋষির সখা নর ঋষির অবতার। ব্রহ্মাশিবাদি দেবগণ,[৫] ব্যাসনারদাদি ঋষিগণ,[৬] এবং ভীষ্মযুধিষ্ঠিরাদি মহান্ মহান্ ব্যক্তিগণ[৭]—সকলেই তাহার উল্লেখ করিয়াছেন।[৮] এই মতের প্রথম প্রচারক দেবর্ষি নারদ বলিয়া মনে হয়। কেননা, ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, প্রভৃতি সকলে একবাক্যে বলিয়াছেন যে তাঁহারা নারদের মুখে উহা

---

১) মহাভা, ১।৬৭।১৫২
২) মহাভা, ১।৬৫।১
৩) মহাভা, ১।৬৪।৫৪
৪) "যঃ স নারায়ণো নাম দেবদেবঃ সনাতনঃ।
তস্যাংশো বাসুদেবস্তু কর্মণোঽন্তে বিবেশ হ॥"—(মহাভা. ১৮।৫।২৪)

'মহাভারতে'র এক স্থলে আছে যে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন, কৃষ্ণ বিষ্ণুর অষ্টমাংশ অবতার।

"তুরীয়ার্ধেন তস্যেমং বিদ্ধি কেশবমচ্যুতম্।
তুরীয়ার্ধেন লোকাংস্ত্রীন্ ভাবয়েত্যেব বুদ্ধিমান্॥"—(মহাভা, ১২।২৮০।৬২)

কোন কোন পুরাণে আছে তিনি ষষ্ঠাংশ অবতার। (বায়ুপু, ১।২৩।২১৭'২—২১৯'১ = লিঙ্গপু, ১।২৪।১২৫-৬) '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র এক স্থলে আছে যে মৎস্যাদি অপর সকলে পুরুষের অংশাবতার, আর কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্। (১।৩।২৮) পরন্তু উহার একাধিক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণও অংশাবতার। (যথা, ৪।১।৫৯ ; ১০।২।৯) সিত-কৃষ্ণ-কেশ-বাদও উহাতে আছে। (২।৭।২৬)

৫) ব্রহ্মা—মহাভা, ১।২২৬।৪-৫, ৮-৯ ; ৮।৮৭।৭৮—৮১
শিব—৩।৪১।১-২ ; ৩।২৭২।২৯
ইন্দ্র—৩।৪৭।১০
সোম—১।৬৭।১২০'২
দুর্গাদেবী—৬।২৩।১৮'২
অশরীরী বাক্—১।১২৩০।১৭—১৮
কণ্ব— মহাভা. ৫।৯৭।২—(কৌরবসভায়)

৬) নারদ—মহাভা, ১৫।৩১।১১'২—১২'১ (গান্ধারীকে) ; ১৬।৮।২৭'২ (অর্জুনকে)
ব্যাস—৭।২০২।৫৬—(অশ্বত্থামাকে) ;
পরশুরাম—৫।৯৬।৪৯ (কৌরবসভায়) ; আরও দেখ—৫।৯৮।৪৬
সুপর্ণ—৫।১১১।৪ ও ২০'. (গালবকে)।

৭) ভীষ্ম—মহাভা, ৫।৪৯।১৯—২০ ; ৫।১২৯।১৬ ; ৬।৬৮।১৫ ও ১৮ ; ১৩।১৬৭।৪৩-৪
যুধিষ্ঠির— ৬।৮৬।৬'১ ; ৭।৮৩।১৯'১
ধৃতরাষ্ট্র—১।১।১৭৪ ; ৭।১১।৪১
সঞ্জয়—৬।২৩।২৬ ; ৭।৮০।৫০ ; ৭।৮১।৯

৮) [illegible] মহাভা, ১।২২০।৪-৬ (বৈশম্পায়ন) ; ২।৬৭।৫৩ ও ২।৬৭।৪৬ (ঐ)

CC-0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়াছিলেন।[১] পরমর্ষি ব্যাসও উহা প্রচার করেন। কেননা, ভীষ্ম কখন কখন ইহাও বলিয়াছেন যে নারদ এবং ব্যাস উভয়েরই নিকট হইতে তিনি উহা বিদিত হন।[২] আবার কখন কখন বলিয়াছেন, ব্যাস, নারদ, পরশুরাম, মার্কণ্ডেয়, প্রভৃতি ভাবিতাত্মা ঋষিগণের নিকট তিনি উহা শুনিয়াছিলেন।[৩] যুধিষ্ঠির এক সময়ে বলেন, নারদের এবং ব্যাসের ন্যায়, তিনিও জানেন যে, কৃষ্ণ এবং অর্জুন নারায়ণ এবং নর ঋষি।[৪]

কোন কোন পুরাণেও উহা উক্ত হইয়াছে। যথা, '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে, "ভগবান হরির সেই দুই অংশই (নর ও নারায়ণ ঋষি) এই সময়ে পৃথিবীর ভার বিনাশার্থ কুরুবংশে ও যদুবংশে কৃষ্ণদ্বয়রূপে ইহসংসারে আসিয়াছেন।"[৫] 'দেবীভাগবতে' আছে, "নরের ও নারায়ণের দুই অংশ অষ্টাবিংশ দ্বাপর যুগে মহাবল অর্জুন ও শৌরি রূপে পৃথিবীতে উৎপন্ন হয়।"[৬]

কৃষ্ণ নিজেও কখন কখন তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা, এক সময়ে তিনি অর্জুনকে বলেন, "হে দুর্ধর্ষ, তুমি নর এবং আমি নারায়ণ হরি। নর ও নারায়ণ ঋষিদ্বয় আমরা কালান্তরে ইহলোকে আসিয়াছি।"[৭] নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত আছে যে অর্জুনের প্রশ্নের উত্তরে কৃষ্ণ আপন "গুণকর্মজ" নামসমূহের নিরুক্তি ব্যাখ্যা করেন।[৮] তাহাতে আছে, "হে কৌন্তেয়, তুমি এবং আমি নর ও নারায়ণ বলিয়া স্মৃত।"[৯] তাহাতে আরও দেখা যায়, কৃষ্ণ=ভগবান্ নারায়ণ=নারায়ণ ঋষি।

শ্বেতদ্বীপে বিশ্বরূপধর ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলেন যে দ্বাপর ও কলির সন্ধির পর্যবসানে তিনি মথুরায় কংসহেতু প্রাদুর্ভূত হইবেন।[১০] অনন্তর ঐ প্রাদুর্ভাবের কর্তব্য কর্মসমূহে বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি বিশেষ করিয়া বলেন যে তাঁহার ঐ সকল কর্মে একমাত্র অর্জুনই তাঁহার সুসহায় হইবেন; "এই প্রকারে লোকে বলিবে যে নর ও নারায়ণ (নামক) ঈশ্বর ঋষিদ্বয় লোককার্যার্থ উদ্যুক্ত হইয়া ক্ষত্রিয়কুলকে দগ্ধ করিতেছে।[১১] তাহাতে মনে হয়, কৃষ্ণের ভগবান্ নারায়ণের প্রাদুর্ভাব বলিয়া খ্যাতি প্রথমে, আর

১) মহাভা, ১।১।১৭৪ (ধৃতরাষ্ট্র); ৩।৮৬।৫—৬ (যুধিষ্ঠির); ৬।১২১।৩১ (ভীষ্ম); ৭।৮৩।১৯·১ (যুধিষ্ঠির)

২) মহাভা, ১৩।১৪৮।৫৫-৬; ১৫।১৬৭।৪৩-৪

৩) মহাভা, ৬।৬১।২৬-৭

৪) মহাভা, ৩।৮৬।৬ আরও দেখ—৬।৬৬।৩২—

৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৪।১।৫৯ (মৈত্রেয় ঋষির উক্তি) আরও দেখ—ঐ, ১০।৮৯।৬০ (ভগবান পরমেষ্ঠির উক্তি); ১১।৭।১৮ (উদ্ধবোক্তি)

৬) দেবীভাগপু, ৪।১৬।১৭ ২—১৮·১ (ব্যাসোক্তি); আরও দেখ—ঐ, ৪।১।১২—৬ (জন্মেজয়); ৩।১৭।২৩ (ব্যাস); ৪।২৬।৩১·২—৩২ (ব্যাস)

৭) মহাভা, ৩।১২।৪৭

৮) মহাভা, ১২।৩৪১-২ অধ্যায়। মহর্ষি ব্যাস যে সকল নামে ভগবান মধুসূদনের স্তুতি করেন (মহাভা, ১২।৩৪০।১০১—৯)—তাহাতে কৃষ্ণের নাম নাই,—জন্মেজয় উহাদের নিরুক্তি জিজ্ঞাসা করেন। (১২।৩৪১।১-২) তাহাতে বৈশম্পায়ন বলেন যে কৃষ্ণ অর্জুনকে তাঁহার "গুণকর্মজ" নামসমূহের নিরুক্তি ব্যাখ্যা করেন। সুতরাং ঐখানে কৃষ্ণ= ভগবান নারায়ণ।

৯) মহাভা, ১২।৩৪১।৩৭·২

১০) মহাভা, ১২।৩৩৯।৮৯·২

১১) মহাভা, ১২।৩৩৯।১০০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণ ঋষির প্রাদুর্ভাব বলিয়া খ্যাতি পরে হয়। কংসাদি দুর্দান্ত প্রকৃতির অত্যাচারিগণকে মারিয়াছিলেন বলিয়া লোকে কৃষ্ণকে ভগবান বিষ্ণুর অবতার মনে করিতে থাকে। তারপর তিনি যখন ক্ষীণপ্রভ ও লুপ্তিপ্রায় ভাগবতধর্মকে পুনর্জীবিত করেন তখন লোকে তাঁহাকে উহার মূল প্রতিষ্ঠাতা নারায়ণ ঋষির প্রাদুর্ভাব মনে করিতে থাকে। ভগবান নারায়ণই নারায়ণ ঋষিরূপে জন্মগ্রহণ করেন,—এই প্রসিদ্ধি পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল।[১] সুতরাং কৃষ্ণ সম্বন্ধে ঐ দ্বিবিধ প্রসিদ্ধির মধ্যে লোকে কোন বিরোধ দেখে নাই।

আর একটা কথা বলা উচিত। অর্জুনের নিকট আপন "গুণকর্মজ" নামসমূহের নিরুক্তি ব্যাখ্যার প্রারম্ভে কৃষ্ণ নারায়ণকে প্রণাম করেন।

"নমোঽতিযশসে তস্মৈ দেহিনাং পরমাত্মনে॥
নারায়ণায় বিশ্বায় নির্গুণায় গুণাত্মনে।"

ইত্যাদি।[২] 'যিনি অতিযশস্বরূপ নির্গুণ ও গুণাত্মা, দেহীদিগের পরমাত্মা এবং বিশ্বস্বরূপ, সেই নারায়ণকে নমস্কার।" ইত্যাদি। সুতরাং কৃষ্ণ নারায়ণ হইতে ভিন্ন।

কপিলের অবতার

'মহাভারতে' ইহাও আছে যে কৃষ্ণ মহর্ষি কপিলের অবতার। কথিত হইয়াছে যে পরিচয় দিতে গিয়া দেবরাজ ইন্দ্র মহর্ষি লোমশকে বলেন, ঐ যে ভূমিগত শ্রীমান্ বিষ্ণু ও মধুনিষুদন,—ঐ কপিল নামক দেব, ভগবান অজিত হরি,—যিনি পূর্বে রসাতল খনমান সাগরের আত্মজ মহাত্মাগণকে দৃষ্টি দ্বারাই নিহত করিয়াছিলেন, হে বিভু, হে দ্বিজসত্তম, তিনি ও পার্থ সম্মিলিত হইয়া মহাযুদ্ধে আমাদের মহৎ কার্য করিবেন।"[৩] সুতরাং তাঁহার মতে কপিল ও কৃষ্ণ অভিন্ন,—কপিল কৃষ্ণরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন। 'গীতা'য় কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে কপিল তাঁহার এক বিভূতি,—তিনি "সিদ্ধদিগের মধ্যে কপিল মুনি।"[৪] 'নারায়ণীয়াখ্যানে' আছে, শ্বেতদ্বীপে ভগবান নারায়ণ নারদকে বলেন যে সাংখ্যশাস্ত্রে নিশ্চিতনিশ্চয় আচার্যগণ তাঁহাকে কপিল বলেন।[৫] কৃষ্ণও অর্জুনকে প্রায় সেই প্রকারে বলেন যে নিশ্চিতনিশ্চয় সাংখ্যাচার্যগণ তাঁহাকে কপিল বলেন।[৬] প্রকৃত কথা, ইহা প্রসিদ্ধি লাভ করে যে

কপিল = নারায়ণ, কৃষ্ণ = নারায়ণ

তাহা হইতে কেহ কেহ ইহাও বলিতে থাকে যে কৃষ্ণ = কপিল। অথবা, ইহাও হইতে পারে যে কৃষ্ণের ভাগবতধর্মে কপিলের সাংখ্যমতের বহুল উপযোগ দেখিয়া লোকে মনে করিতে থাকে যে কপিলই কৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

স্বয়ং ভগবান বিষ্ণু বা নারায়ণ

কালক্রমে লোকগণ ইহা মনে করিতে লাগিল যে কৃষ্ণ স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু বা নারায়ণই। বর্তমান 'মহাভারতে'র আদি হইতে অন্ত পর্যন্ত সর্বত্রই তাহারও ভূরি ভূরি প্রমাণ পাওয়া যায়। 'মহাভারতে'র মূল ব্যাপারে কৃষ্ণের প্রথম অবতারণা হইয়াছে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায়।

---

১) পূর্বে দেখ। ২) মহাভা, ১২।৩৪১।১১-২— ৩) মহাভা, ৩।৪৭।১৮—২০ (পূর্বে দেখ)।
৪) গীতা, ১০। ৫) মহাভা, ১২।৩৩৯।৬৮
৬) মহাভা, ১২।৩৪২।৯৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তখন তাহার উল্লেখ হয় নাই। পরন্তু উহার স্বল্পকাল পরে বিবাহের সময়ে কৃষ্ণকে 'হরি' 'অমেয়াত্মা মধুসূদন' এবং 'গোবিন্দ' বলা হইয়াছে।[১] খাণ্ডববনদাহের সময়ে কৃষ্ণকে 'মধুসূদন'[২] এবং উহার পরে ইন্দ্রপ্রস্থ হইতে দ্বারকায় গমন-কালে তাঁহাকে 'গরুড়ধ্বজ,' 'মধুসূদন' 'কেশব', 'গোবিন্দ', ও 'বিষ্ণু' বলা হইয়াছে।[৩] মগধরাজ জরাসন্ধের কারাগার হইতে বন্ধন-মুক্ত রাজগণ কৃষ্ণকে 'বিষ্ণু' বলিয়া স্তুতি করেন।[৪] রাজসূয়-যজ্ঞের সময়ে দেবর্ষি নারদ তাঁহাকে "যজ্ঞসমূহ দ্বারা ইজ্য ঈশ্বর নারায়ণ হরি" বলিয়া বুঝিয়াছিলেন।[৫] কৌরব-সভায় অপমানিতা ও লাঞ্ছিতা দ্রৌপদী তাঁহাকে 'রমাপতি' (অর্থাৎ লক্ষ্মীপতি বিষ্ণু) বলিয়া স্তুতি করিয়াছেন।[৬] পাণ্ডবদিগের বনবাসের সংবাদ শুনিয়া বৃষ্ণ্যন্ধকপাঞ্চালাদি বংশীয় তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনগণ সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। তখন কৃষ্ণকে "সত্য ও অপ্রমেয় পুরুষ", "প্রজাপতি লোকনাথ বিষ্ণু", প্রভৃতি বলা হইয়াছে।[৭] মহর্ষি মার্কণ্ডেয় যুধিষ্ঠিরাদিকে বলেন, পীতবাস জনার্দন শাশ্বত ও অব্যয়, অব্যক্ত ও সূক্ষ্ম, এবং নির্গুণ ও গুণাত্মা পুরাণ পুরুষই;[৮] মহাপ্রলয়ে একার্ণবে যে আশ্চর্য পুরুষকে,—শিশুরূপে শায়ী অশিশুকে ("অশিশুঃ শিশুরূপেণ") দেখিয়াছিলেন, তাঁহাদের সম্বন্ধী বার্ষ্ণেয় কৃষ্ণ সেই বিভু পুরাণ পুরুষই; এই বৃষ্ণিপ্রবরকে দেখিয়া তাঁহার স্মৃতি উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং মাধব আদিদেব,—সর্বভূতের পিতা ও মাতা এবং শরণ্য।[৯] মহর্ষি ধৌম্য বলেন, পুণ্ডরীকাক্ষ কৃষ্ণ ত্রিভুবনে সেই সনাতন দেবদেবই; তিনি অব্যয়াত্মা (বা অক্ষর পরব্রহ্ম), ব্যয়াত্মা (অর্থাৎ ক্ষরকারণপুরুষ), ক্ষেত্রজ্ঞ এবং পরমেশ্বর; মধুসূদন হরি অচিন্ত্যাত্মা।[১০] মহর্ষি কণ্ব বলেন, কৃষ্ণ চক্রগদাধর বিষ্ণু স্বয়ং।[১১] দেবরাজ ইন্দ্র কর্ণকে বলেন, বেদবিদ্‌গণ যাঁহাকে অপরাজিত বরাহ,—অচিন্ত্য নারায়ণ বলেন, কৃষ্ণ তিনিই।[১২]

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরে শরশয্যায় থাকাকালে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরের অনুরোধে, বিষ্ণু, নারায়ণ, হৃষীকেশ, গোবিন্দ বা কেশবের,—যিনি স্বয়ং অকৃত হইয়াও জগৎপ্রপঞ্চের কর্তা, এবং অচ্যুত থাকিয়াও সর্বভূতের প্রভব এবং অপ্যয়, তাঁহার—স্বরূপ তত্ত্বতঃ ব্যাখ্যা করেন;[১৩] তিনি বলেন যে তিনি মহর্ষি পরশুরাম, নারদ, ব্যাস, অসিত, দেবল, বাল্মীকি এবং মার্কণ্ডেয়ের মুখে উহা শুনিয়াছিলেন। বিভু কেশব 'ভগবান্' 'ঈশ্বর', 'প্রভু', 'পুরুষ', 'সর্ব' ইত্যাদি বহু প্রকারে অভিহিত হইতে শুনা যায়।[১৪] তিনিই জগতের সৃষ্ট্যাদি করেন। তিনিই কৃষ্ণরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। সর্বলোকদৃক্ দেবর্ষি নারদও কৃষ্ণের পরত্ব এবং শাশ্বতত্ব মানিয়া থাকেন এবং প্রচার করিয়া থাকেন।[১৫] কিঞ্চিৎ পরে ভীষ্ম, যুধিষ্ঠিরের প্রার্থনায়, কৃষ্ণের স্বরূপ

১) মহাভা, ১।২০১।১৩·১, ১৮ ও ১৯ (যথাক্রমে)
২) মহাভা, ১।২৩০।৩৯
৩) মহাভা, ২।২।১০, ১৫, ২৭, ২৮, ও ৩০ (যথাক্রমে)
৪) মহাভা, ২।২৪।৩৪
৫) মহাভা, ২।৩৬।২০
৬) মহাভা, ২।৬৮।৪২ (পরে দেখ)
৭) মহাভা, ৩।১২।১০ (বৈশম্পায়ন); ২১ ও ২২ (অর্জ্জুন)
৮) মহাভা, ৩।১৮৮।১৭-৮
৯) মহাভা, ৩।১৮৯।৫১—৭
১০) মহাভা, ৩।৮৮।২৭·২—২৮
১১) মহাভা, ৫।১০৫।৩৭
১২) মহাভা, ৩।৩১০।২৮
১৩) মহাভা, ১২।২০৭ অধ্যায়
১৪) মহাভা, ১২।২০৭।৩-৫
১) মহাভা, ১২।২০৭।৪৭-৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"যথাতত্ত্ব" ব্যাখ্যা করেন।[১] তিনি নাকি মহর্ষি মার্কণ্ডেয়ের আশ্রমে উপস্থিত মুনিগণের মধ্যে মহামুনি কশ্যপের মুখে উহা শুনিয়াছিলেন। উহারও সারমর্ম এই যে কৃষ্ণ সর্বভূতাদি এবং সর্বলোকনমস্কৃত ভগবান্ বিষ্ণুই। ধৃতরাষ্ট্র বলেন, কৃষ্ণ "অত্যর্থরূপে লোকসমূহের গুরু,—সনাতন লোকনাথ, দিব্য দিব্যাত্মক প্রভু নারায়ণ।"[২]

'মহাভারতে'র উপসংহারেও আছে, কৃষ্ণ বিষ্ণু বা নারায়ণই।[৩] বসুদেব বলেন, নারদ ও অপর মুনিগণ, তথা অর্জুন, কৃষ্ণকে সনাতন গোবিন্দ,—অনঘদেব অচ্যুত বলিয়া জানেন।[৪]

সাধারণ ব্যবহারে এবং কথাবার্তায়ও কৃষ্ণকে কখন কখন 'বিষ্ণু' বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। যথা, অভিমন্যু "বিষ্ণুর ভগিনীর আনন্দকারক ;"[৫] অভিমন্যুর মাতুল "বিশ্বজিৎ বিষ্ণু" ;[৬] অর্জুনের সারথি "জগতের প্রভু বিষ্ণু স্বয়ং।"[৭]

কৃষ্ণ পরম দেবতা বা পরমব্রহ্ম

কৃষ্ণ পরমদেবতা বা পরব্রহ্ম,—জগতের সৃষ্ট্যাদির পরমকারণ। তাঁহাকে বিষ্ণু বা নারায়ণ মাত্র বলিলে, তাহা বুঝা না যাইতেও পারে। সেই কারণে তাহা পৃথগ্‌ভাবে প্রদর্শন করা যাইতেছে। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়মহাযজ্ঞের সময়ে কুরুবৃদ্ধ মহাবীর ভীষ্ম সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন যে, "কৃষ্ণ নিশ্চয়ই লোকসমূহের উৎপত্তি এবং প্রলয়। কৃষ্ণ (সৃষ্টি) করিয়াছে বলিয়াই এই বিশ্বপ্রপঞ্চ,—চরাচর সর্বভূত (আছে)। ইনিই অব্যক্ত প্রকৃতি এবং ইনিই সনাতন কর্তা। আবার ইনিই সর্বভূতসমূহের অতীত।...বুদ্ধি, মন, মহৎ, আকাশ, বায়ু, তেজ, জল, এবং ভূমি,[৮] তথা চতুর্বিধ প্রাণী,—সমস্তই কৃষ্ণে প্রতিষ্ঠিত।"[৯] কৃষ্ণ জগতের ভর্তাও।[১০] উহার পরে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময়ে ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলেন, মহাত্মা বাসুদেব অব্যয় প্রভু, এবং লোকসমূহের ঈশ্বরেশ্বর,—সমস্ত জগতে পিতা ব্রহ্মা তাঁহার আত্মজ ;[১১] "তিনি নিশ্চয়ই শাশ্বত ও অব্যয় ; নিত্য ও ধ্রুব ; সর্বলোকময়, শাস্তা, ও ধরণীধর,—যিনি লোকত্রয় ধারণ করেন ; তিনি চরাচরগুরু, প্রভু, যোদ্ধা, জয়, জেতা, সর্বপ্রকৃতি, এবং ঈশ্বর।[১২] তিনি আরও বলেন, "বাসুদেব মহদ্ভূত—সর্বদৈবতদৈবত। হে ভবতর্ষভ, পুণ্ডরীকাক্ষ (বাসুদেব) হইতে পর (=শ্রেষ্ঠ, বা ভিন্ন) কিছুই দৃষ্ট হয় না। (মহর্ষি) মার্কণ্ডেয়ও গোবিন্দকে মহৎ, অত্যদ্ভুত বলেন। ভূতাত্মা মহাত্মা পুরুষোত্তম সর্বভূতকে, তথা জল, বায়ু ও তেজ—এই তিনটিকে কল্পনা করেন" ইত্যাদি।[১৩] 'গীতা'য় আছে, ব্যাস, নারদ, অসিত, দেবল, প্রভৃতি ঋষিগণ

---

১) মহাভা, ১২।২০৯ অধ্যায়
২) মহাভা, ৭।১০।৭৬
৩) যথা দেখ—মহাভা, ১২।৮।২৪·১ ; ১৭।১।৩৮·২
৪) মহাভা, ১৬।৬।১৩-৪
৫) মহাভা, ৭।৪৯।১
৬) মহাভা, ৭।৩৫।৭·২
৭) মহাভা, ৮।৮৭।৭৪ ; আরও দেখ—১৩।১৩৯।৫, ৮, ১৬ ইত্যাদি।
৮) এই আটটিকে 'গীতা'য় কৃষ্ণের 'অপরা প্রকৃতি' বলা হইয়াছে। গীতা
৯) মহাভা, ২।৩৮।২৩-৬ ; আরও দেখ—২।৩৮।১০·২ ; ২।৪০।১৪ এবং ২।৩৩।১১ (বৈশম্পায়ন)
১০) মহাভা, ২।৪৪।১·২
১১) মহাভা, ৬।৬৬।২৮—২৯·১
১২) মহাভা, ৬।৬৬।৩৩-৪
১৩) মহাভা, ৬।৬৭।২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণকে "অজ ও বিষ্ণু পরব্রহ্ম, পরমপবিত্র পরম্ ধাম, শাশ্বত দিব্যপুরুষ এবং আদিদেব" বলেন ;[১] এবং কৃষ্ণ নিজেও তাহা স্বীকার করেন।[২] অর্জুন বলিয়াছেন,—বার্ষ্ণেয় মধুসূদন যুগান্তে সর্বভূতকে সংক্ষেপ করেন, জগৎপ্রপঞ্চকে নিজেই আত্মসাৎ করত অবস্থিত থাকেন ; যুগের আদিতে তাঁহার নাভি হইতে এক কমল নির্গত হয়; উহাতে চরাচরগুরু ব্রহ্মা উৎপন্ন হন এবং তিনি এই পরিদৃশ্যমান সমস্ত জগৎ সৃষ্টি করেন ইত্যাদি।[৩] দ্রৌপদী কৃষ্ণকে বলেন, মহর্ষি অসিত দেবল বলিয়াছিলেন যে তুমিই সৃষ্টির পূর্বের এক ও অদ্বিতীয় প্রজাপতি এবং তুমিই সর্বজগতের স্রষ্টা। মহর্ষি জামদগ্ন্য বলিয়াছেন যে তুমিই বিষ্ণু, তুমিই যজ্ঞ, তুমিই যষ্টা এবং তুমিই যষ্টব্য। ঋষিগণ তোমাকে ক্ষমা ও সত্য বলেন। কশ্যপ ঋষি বলিয়াছিলেন যে তুমি সত্য হইতে যজ্ঞরূপে সম্ভূত হইয়াছ। দেবর্ষি নারদ বলিয়াছিলেন যে তুমি সাধ্য দেবগণেরও ঈশ্বরেশ্বর ; তুমি ভূতভাবন ও ভূতেশ। যেমন বালক পুতুল রচনা করিয়া খেলা করে, তেমন তুমি ব্রহ্মা, শঙ্কর, ইন্দ্র, প্রভৃতি দেবগণকে পুনঃ পুনঃ রচনা করিয়া খেলা কর' ইত্যাদি।[৪] ব্যাসনারদাদি ঋষিগণ কৃষ্ণকে বলেন, "আপনি লোকসমূহ সৃষ্টি করেন, আবার আপনিই সংহার করেন। আপনি শীত, আপনি উষ্ণ এবং আপনিই বর্ষা করেন (অর্থাৎ আপনিই ঋতুসমূহ বা কাল)। পৃথিবীতে স্থাবর ও জঙ্গম যেই সকল প্রাণী আছে, উহাদের সকলেরই আপনি পিতা, মাতা, প্রভু এবং প্রভব।"[৫] মহর্ষি পরশুরাম বলেন, কৃষ্ণ সর্বলোকের নির্মাতা এবং সর্বকর্মবিৎ ঈশ্বর নারায়ণ।[৬]

ঋষিমুনিব্রাহ্মণাদি সম্মত

বিশেষ পর্যালোচনা করিলে উপরের লেখা হইতে অবগতি হইবে যে তদানীন্তন কালের প্রধান প্রধান ঋষিমুনিগণের প্রায় সকলেই কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া,—স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণু বা নারায়ণ বলিয়া,—পরমকারণ পরমদেবতা বলিয়া স্বীকার করিতেন। ততোধিক ঐ বিষয়ে দুই প্রকারের উক্তি আছে,—এক পরোক্ষ, অপর প্রত্যক্ষ। ভীষ্ম, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, প্রভৃতি মহদ্ব্যক্তিগণ এক বাক্যে বলিয়াছেন যে তাঁহারা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন ব্যাস, নারদ, পরশুরাম, মার্কণ্ডেয়, অসিতদেবল, কশ্যপ প্রভৃতি ভাবিতাত্মা ঋষিগণের এবং মুনিগণের মুখে উহা শুনিয়াছিলেন। ঐ সকল পরোক্ষ প্রমাণ। ভীষ্ম-প্রোক্ত "ব্রহ্মভূত স্তব" ঐ প্রকার প্রমাণসমূহের এক গুচ্ছ।[৭] উহাতে আছে দেবর্ষি নারদ কৃষ্ণকে ভাবজ্ঞ, লোকভাবন্, সাধ্যদেবগণেরও প্রভু এবং দেবদেবেশ্বর বলেন। মহর্ষি মার্কণ্ডেয় তাঁহাকে ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমান বলেন। ভগবান্ ভৃগু তাঁহাকে যজ্ঞসমূহের যজ্ঞ, তপঃসমূহের তপঃ এবং দেবগণের দেব বলেন। তিনি আরও বলেন যে কৃষ্ণের রূপই পুরাণ বিষ্ণুর পরম রূপ। মহর্ষি দ্বৈপায়ন কৃষ্ণকে শক্রের স্থাপয়িতা

---

১) গীতা, ১০।১২ আরও দেখ—মহাভা, ১৪।৫২।৮—১৫

২) অর্জুন কৃষ্ণকে বলেন, "স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে" (গীতা, ১০।) তিনি কৃষ্ণের এই সকল উক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছিলেন বোধ হয়,—তপস্বী উতঙ্কের নিকটও কৃষ্ণ ঐ প্রকারে আত্মপরিচয় দেন। (মহাভা, ১৪।৫৪।২)

৩) মহাভা, ৩।১২।৩৭—

৪) মহাভা, ৬।১২।৫২—

৫) ১৩।১৬৯।২০-৭

৬) মহাভা, ৫।৯৬।৪৬

৭) মহাভা, ৬।৬৮ অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসুগণের বাসুদেব, এবং দেবগণের দেবদেব বলেন। অঙ্গিরা ঋষি তাঁহাকে আদি প্রজা-সৃষ্টিতে প্রজাপতি দক্ষ এবং সর্বলোকে স্রষ্টা বলেন। মহর্ষি অসিতদেবল বলেন, অব্যক্ত তাঁহার মনে স্থিত, ব্যক্ত তাঁহার শরীরোত্থ এবং দেবগণ তদুৎপন্ন। ঐ বিষয়ে ঋষিমুনিগণের সাক্ষাৎ উক্তিও আছে। আরও কতিপয় সাক্ষাৎ উক্তি উপস্থিত করা যাইতেছে। মহর্ষি বৈশম্পায়ন বলেন, "কেশিনিষূদন কেশব স্থাবরজঙ্গমের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তথা উহাদের প্রভব ও অপ্যয়; ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্তমানের নাথ।"[১] অন্যত্র তিনি বলিয়াছেন, কৃষ্ণ "ঈশ্বরঃ সর্বভূতানাং দেবদেবঃ সনাতনঃ" ('সর্বভূতের ঈশ্বর সনাতন দেবদেব')।[২] মহর্ষি পরশুরাম বলেন, কৃষ্ণ "সর্বলোকের নির্মিতা এবং সর্বকর্মবিৎ ঈশ্বর নারায়ণই।"[৩] নারদ এক সময়ে কৃষ্ণকে বলেন "উপাসতে হি ত্বদ্‌বুদ্ধিস্ত্বয়শ্চাপি মাধব।"[৪]

কথিত হইয়াছে যে দৌত্যার্থ হস্তিনাপুরে যাত্রার সময়ে বসিষ্ঠ, বামদেব, শুক্র, নারদ, বাল্মীকি, প্রভৃতি দেবর্ষিগণ ও ব্রহ্মর্ষিগণ কৃষ্ণকে, তথা অর্জুনকে, প্রদক্ষিণ করেন এবং ঐ সকল মহৈশ্বর্যবান সাধু মহর্ষিগণ দ্বারা পূজিত হইয়াই কৃষ্ণ যাত্রা করেন।[৫] পথের এক স্থানে তিনি দেখিলেন, "ব্রাহ্মী শ্রীতে দীপ্যমান" বহু ঋষি ও ব্রাহ্মণ রাস্তার উভয় পার্শ্বে দণ্ডায়মান আছেন। তিনি তাড়াতাড়ি রথ হইতে অবতরণ করত তাঁহাদিগকে নমস্কার ও পূজা করেন এবং তাঁহাদের কুশল জিজ্ঞাসা করেন।[৬] পথে পথে সহস্র সহস্র ব্রাহ্মণ সমবেত হইয়া তাঁহাকে বাণী দ্বারা স্তুতি করেন, মধুপর্ক দ্বারা, তথা ধন দ্বারা, অর্চনা করেন। স্ত্রীগণ তাঁহার উপর ফুল বর্ষণ করেন।[৭] ঘরে ঘরে, সভায়, চত্বরে, স্ত্রী, বালক ও বৃদ্ধ মিলিয়া বলাবলি করিতে লাগিল যে

> "স নো মান্যশ্চ পূজ্যশ্চ সর্বথা মধুসূদন ॥
> তস্মিন্ হি যাত্রা লোকস্য ভূতানামীশ্বরো হি সঃ।
> তস্মিন্ ধৃতিশ্চ বীর্যং চ প্রজ্ঞা চৌজশ্চ মাধবে ॥
> স মান্যতাং নরশ্রেষ্ঠঃ স হি ধর্মঃ সনাতনঃ।
> পূজিতো হি সুখায় স্যাদসুখঃ স্যাদপূজিতঃ ॥"[৮]

'সেই মধুসূদন আমাদিগের সর্বপ্রকারে মান্য এবং পূজ্য। কেননা, লোকযাত্রা তাঁহার উপর নির্ভর করে, যেহেতু তিনি প্রাণিগণের ঈশ্বর। মাধবে ধৃতি, বীর্য, প্রজ্ঞা এবং ওজ বর্তমান আছে। তিনি নরশ্রেষ্ঠ এবং মানযোগ্য। তিনিই সনাতন ধর্ম। তাঁহাকে পূজা করিলে সুখ লাভ হয়, আর পূজা না করিলে দুঃখ লাভ হয়।' ঐ সকল হস্তিনাপুরে ধৃতরাষ্ট্র-দুর্যোধনাদির কানে পৌঁছে এবং তাঁহারা তাহাতে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হন।[৯] হস্তিনাপুরের স্ত্রী, বৃদ্ধ বা বালকও কেহই ঐ সময়ে ঘরে ছিল না। সকলেই কৃষ্ণকে দর্শন করিতে রাজপথে

---

১) মহাভা, ২।৩৭।১১
২) মহাভা, ৫।৮৩।৩৫-২
৩) মহাভা, ৫।৯১।৪৬
৪) মহাভা, ১২।৮১।১০-১ ; আরও দেখ—১৩।১৩৯।১০—
৫) মহাভা, ৫।৮৩।২৭-৯
৬) মহাভা, ৫।৮৩।৬০—(পূর্বে দেখ)
৭) মহাভা, ৫।৮০।১১—
৮) মহাভা, ৫।৮৫।৫-২—৭
৯) ধৃতরাষ্ট্র ভীষ্মকে বলেন, "অদ্ভুতং মহদাশ্চর্যং শ্রূয়তে কুরুনন্দন" ইত্যাদি। (৫।৮৫।১—)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপস্থিত হইয়াছিল। সকলেই তাঁহাকে ভূমিগত হইয়া প্রণাম ও স্তুতি করিতে থাকে।[১] বোধ হয়, ঐ সকলকে লক্ষ্য করিয়া দুর্যোধন পরে বলিয়াছিলেন,

"বাসুদেবো মহদ্ভূতং সর্বলোকেষু কথ্যতে।"[২]

'সমস্ত লোকে ইহা কথিত হয় যে বাসুদেব মহদ্ভূত।' ধৃতরাষ্ট্র বলেন, দ্বিজাতিগণ বাসুদেবকে সর্বলোকের পিতা বলেন।[৩]

'মহাভারতে'র অনুশাসনপর্বে বিবৃত হইয়াছে যে এক সময়ে কৈলাসপর্বতে ভগবান্ শিব তাঁহাকে দর্শন করিতে সমাগত ব্যাসনারদাদি ঋষিগণের নিকট কৃষ্ণের মহিমা বর্ণনা করেন।[৪] ঐসকল ঋষি পরে কৃষ্ণের নিকট উহা বিবৃত করেন এবং বলেন যে তিনি (কৃষ্ণ) "সনাতন ব্রহ্মভূত"।[৫] উহা শুনিয়া তিনি উহাঁদিগকে সম্মান করেন। এবং ঋষিগণ সম্যক্ প্রহৃষ্ট হইয়া কৃষ্ণকে বলেন, "হে মধুসূদন, আপনি সদাই আমাদিগকে পুনঃ পুনঃ দর্শন দিবেন। কেননা, হে বিষ্ণু, আপনাকে দর্শনে আমাদের যে রতি হয়, স্বর্গে (নিবাস করিলে)ও তাহা হয় না।"[৬] অর্জুন যখন হিমালয় পর্বতে গিয়া ভগবান্ শিবের উদ্দেশ্যে তপস্যা করেন, তখন শিব তাঁহাকে বলেন যে তিনি পূর্বদেহে নর ঋষি ছিলেন এবং কৃষ্ণ নারায়ণ ঋষি বা বিষ্ণু ছিলেন।[৭] মহাযুদ্ধের প্রাক্কালে ভগবতী দুর্গাও তাঁহাকে প্রায় সেই কথা বলেন।[৮] ভগবান্ শিব সিন্ধুরাজ জয়দ্রথের নিকটে সেই কথা বিস্তারিতরূপে বর্ণনা করেন। তিনি প্রথমে বলেন, অর্জুন "নারায়ণ-সহায়ক নর নামক সুরেশ্বর।"[৯] অনন্তর বিস্তারিতভাবে নারায়ণের মাহাত্ম্য বর্ণনা করত,[১০] তিনি বলেন "অসৎদিগের নিগ্রহার্থ, এবং ধর্মের সংরক্ষণার্থ (উনি) মনুষ্যদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছেন,—যদুবংশে উৎপন্ন হইয়াছেন। এইরূপে সেই ভগবান্ বিষ্ণু 'কৃষ্ণ' বলিয়া পরিকীর্তিত হইতেছেন" ইত্যাদি।[১১] সুতরাং ইহা দেখা যায় যে শৈবগণও কৃষ্ণকে বিষ্ণু বা নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিতেন। তদানীন্তন সময়ে শৈবের ও বৈষ্ণবের পারস্পরিক সাম্প্রদায়িক দ্বেষ আরম্ভ হয় নাই। সুতরাং শৈবগণও যে কৃষ্ণের ভগবত্ত্ব মানিতেন, তাহাতে আশ্চর্য হওয়ার কিছুই নাই।

যুধিষ্ঠিরের উক্তি হইতে মনে হয়, কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে ভারতবর্ষের রাজাদিগের প্রায় সকলেই কৃষ্ণের মাহাত্ম্য স্বীকার করিতেন।[১২]

কৃষ্ণের অবতারত্বে বিরোধ

তদানীন্তন কালের কেহ কেহ কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া স্বীকার করিত না। পূর্বে বিবৃত হইয়াছে যে[১৩]—ভগবান বাসুদেবের অবতার কে?—ইহা লইয়া বার্ষ্ণেয় বাসুদেব, পৌণ্ড্রক বাসুদেব এবং শৃগাল বাসুদেব—এই তিন জনের মধ্যে বিরোধ হয়। প্রত্যেকের

---

১) মহাভা, ৫।৮৯।৭-৮ ; ৯৪।২৫-৬ ২) মহাভা, ৬।৬৭।২১

৩) "ষমাহুঃ সর্বপিতরং বাসুদেবং দ্বিজাতয়ঃ।"—(মহাভা, ৭।১১।৩২১)

৪) মহাভা, ১৩।১৪৭।৩৩—(পরে দেখ) ৫) মহাভা, ১৩।১৪৮।৬

৬) মহাভা, ১৩।১৪৮।১০২—১১১ ৭) মহাভা, ৩।৪১।১-২

৮) মহাভা, ৬।২৩।১৮ ৯) মহাভা, ৩।২৭২।২৯

১০) মহাভা, ৩।২৭২।৩১— ১১) মহাভা, ৩।২৭২।৭১—

১২) যুধিষ্ঠির বলেন, "অয়ং নারায়ণঃ শ্রীমান্ সর্বপার্থিবসম্মতঃ।" (মহাভা, ১৩।১৬৯।৫১) ১৩) পূর্বে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুযায়ী একটা দল ছিল। স্ব স্ব দলের অন্তর্গত লোকগণের মধ্যে প্রত্যেককে ভগবান্ বাসুদেবের অবতার বলিয়া পূজিত হইতেন এবং প্রত্যেকেই নিজেকে সেই প্রকার মনে করিতেন। পরে পরে বার্ষ্ণেয় বাসুদেব অপর দুই বাসুদেবকে একে একে যুদ্ধে পরাভূত এবং নিহত করেন। তাহাতে উহাঁদের প্রত্যেকের দল দুর্বল, ক্ষীণ এবং ক্রমে বিলুপ্ত হয়, আর বার্ষ্ণেয় বাসুদেবের দল বৃদ্ধি পায়। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে কুরুবৃদ্ধ ভীষ্ম কৃষ্ণকে পৃথিবীর পূজনীয়তম ব্যক্তি বলিয়া, পরমদেবতা বা পরব্রহ্ম বলিয়া সর্বসমক্ষে ঘোষণা করেন। চেদিরাজ শিশুপাল তাহার তীব্র প্রতিবাদ করেন। ভীষ্মকে লক্ষ্য করিয়া তিনি বলেন, "'উনি (কৃষ্ণ) মতিমান্‌দিগের শ্রেষ্ঠ জগতের প্রভু',—তোমার এই বাক্য হইতে জনার্দন তাহা যথার্থ বলিয়া মনে করিতেন,—'এই সমস্ত এই প্রকারই'। পরন্তু তৎসমস্তই নিশ্চয় বৃথা।"[১]

"যদ্যয়ং জগতঃ কর্তা যথৈনং মুর্খ মন্যসে।
কস্মান্ন ব্রাহ্মণং সম্যগাত্মানমবগচ্ছতি ॥"[২]

'হে মুর্খ, তুমি ইহাকে যেমন মনে করিতেছ, ইনি যদি (তেমন) জগতের কর্তা হয়, তবে কেন আপনাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া অবগত হইতেছে না?'

মগধের রাজা জরাসন্ধ তদানীন্তন কালে ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্ ছিলেন। কৃষ্ণের নিজের উক্তি হইতে, তথা 'হরিবংশ' হইতে, তাহা জানা যায়। ধৃতরাষ্ট্র বলিয়াছেন, কুরুগণ ও বৃষ্ণ্যন্ধকগণ ব্যতীত এই পৃথিবীর সমস্ত জাতিগণকে মাগধেন্দ্র বল দ্বারা বশীভূত করিয়াছিলেন। কুরুগণ ভীষ্মের প্রতাপ বলে এবং বৃষ্ণ্যন্ধকগণ নয় বলে তাঁহার কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছিল,—তাঁহার বশীভূত হয় নাই। "কেবলং দৈবমেবৈতৎ" ('তাহা কেবল দৈবই')।[৩] জরাসন্ধ-পক্ষীয় সকলেই কৃষ্ণকে দ্বেষ করিতেন। এই সকল পূর্বে উক্ত হইয়াছে।[৪] উহাঁরা সকলে কৃষ্ণকে অবতার বলিয়া, অন্ততঃ প্রথমে, স্বীকার করিতেন না বোধ হয়। ঐ পক্ষের শিশুপাল ও পৌণ্ড্রক বাসুদেব যে কৃষ্ণের অবতারত্বের বিরোধী ছিল, তাহা উপরেও উক্ত হইয়াছে। কুরুদিগের মধ্যেও আবার ধৃতরাষ্ট্রের পুত্র দুর্যোধনাদি এবং তাঁহাদের অনুযায়ী বন্ধুবান্ধবগণ কৃষ্ণের বিরোধী ছিলেন। কৃষ্ণের যোগৈশ্বর্যকে,—বিশ্বরূপ-প্রদর্শনকে তাঁহারা "ইন্দ্রজালং চ মায়াং চ কুহকা বাপি ভীষণা" ("ইন্দ্রজাল', মায়া কিংবা ভীষণ কুহক') বলিয়াছেন।[৫] আরও বলিয়াছেন যে, তাঁহারাও সেই প্রকারে মায়া দ্বারা দ্যুলোকে, আকাশে, কিংবা ইন্দ্রপুরে গমন করিতে পারেন, অথবা রসাতলে প্রবেশ করিতে পারেন, এবং স্বশরীরে বহুরূপ প্রদর্শন করিতে পারেন।[৬] পরন্তু ধৃতরাষ্ট্র স্বয়ং এবং তাঁহার মন্ত্রী সঞ্জয় কৃষ্ণের অবতারত্ব স্বীকার করিতেন। ধৃতরাষ্ট্র একস্থলে বলিয়াছেন, অর্জুনের "মন্ত্রী, গোপ্তা

---

১) মহাভা, ২।৪১।১৭-৮ ২) মহাভা, ২।৪২।৬ ৩) মহাভা, ৫।৫১।২৮-৯

৪) পূর্বে দেখ।

৫) মহাভা, ৫।১৬০।৫৫'১ ; আরও দেখ—"সভামধ্যে চ যদ্রূপং মায়য়া কৃতবানভাসী।" (৫।১৬০।৫৪'১ ; ৫।১২০।১১৮ ; ১৬১।৩৬

৬) "বয়মপ্যুৎসহেম দ্যাং খং চ গচ্ছেম মায়য়া।
রসাতলং বিশামোঽপি ঐন্দ্রং বা পুরমেব তু ॥
দর্শয়েম চ রূপাণি স্বশরীরে বহূন্যপি।"—(মহাভা, ৫।১৬০।৫৬—৫৭'১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এবং সুহৃৎ ত্রৈলোক্যনাথ জনার্দন হরি।"[১] পরে তিনি বলিয়াছেন, "মহাত্মা কেশব লোকত্রয়ের অধিপতি;"[২] "বৃষ্ণিবীর (কৃষ্ণ) সনাতন বিষ্ণু,"[৩] কৃষ্ণ জগতের স্রষ্টা,[৪] ইত্যাদি।[৫] তাঁহাকে তিনি নারায়ণ ঋষির অবতারও বলিয়াছেন।[৬] কখন কখন তাঁহার শরণও গ্রহণ করিয়াছেন।[৭] যখন কৃষ্ণ কুরুসভায় বিশ্বরূপ প্রদর্শন করেন, তখন অন্ধ ধৃতরাষ্ট্র তাহা দর্শনার্থ তাঁহার কাছে দৃষ্টিশক্তি প্রার্থনা করেন এবং কৃষ্ণের প্রসাদে তাহা পাইয়া বিশ্বরূপ দর্শন করত বিস্মিত হইয়া তাঁহাকে স্তুতি করেন।[৮] পরন্তু ধৃতরাষ্ট্র মোহবশতঃ কৃষ্ণের প্রতি ঐ ভাব সর্বদা মনে রাখিতে পারিতেন না। পুত্রের প্রতি অত্যধিক স্নেহবশতঃ বিচলিত হইয়া তিনি প্রায়ই দুর্যোধনের পক্ষ গ্রহণ করিতেন। কৃষ্ণের মাহাত্ম্য দুর্যোধন জানিতেন বোধ হয়;[৯] পরন্তু তিনি (কৃষ্ণ) তাঁহার পরম শত্রু পাণ্ডবদিগের সুহৃৎ ও মন্ত্রী ছিলেন বলিয়া কৃষ্ণেরও প্রতি দুর্যোধন বিদ্বেষভাব পোষণ করিতেন।[১০] সেই হেতুই তিনি কৃষ্ণের কুৎসা করিতেন। তিনি বলেন যে "অকস্মাচ্চৈব তে কৃষ্ণ খ্যাতং লোকে মহদ্‌যশঃ "(হে কৃষ্ণ, ইহসংসারে তোমার মহদ্‌যশ অকস্মাৎই হইয়াছে")।[১১] কৃষ্ণের ভগবত্তায় সঞ্জয়ের অটুট বিশ্বাস ছিল এবং তিনি সর্বসমক্ষে তাহা স্বীকারও করিতেন।[১২] এক সময়ে ধৃতরাষ্ট্র তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করেন, "মাধবকে সর্বলোকমহেশ্বর বলিয়া তুমি কি প্রকারে জান? আমি কেন তাঁহাকে জানিতেছি না?"[১৩] সঞ্জয় উত্তর করেন, "হে রাজন্, (তাহার কারণ) শুন। তোমার জ্ঞান নাই (আর) আমার জ্ঞান (কখনও) হীন হয় না। তমোধ্বস্ত ও বিদ্যাহীন ব্যক্তি কেশবকে সর্বতোভাবে জানিতে পারে না। হে তাত, আমি বিদ্যা দ্বারা দেব মধুসূদনকে ত্রিযুগ[১৪] এবং (স্বয়ং) অকৃত (হইয়াও) ভূতবর্গের কর্তা, তথা প্রভব ও অপ্যয়, বলিয়া জানিতেছি "ইত্যাদি।[১৫] পরমর্ষি ব্যাস ও বলেন যে সঞ্জয় পুরাণ ও পর

---

১) মহাভা, ৩।৪৯।২০

২) মহাভা, ৫।২২।১০·১

৩) মহাভা, ৫।২২।৩০·১

৪) মহাভা, ৫।৫৩;৩·২

৫) আরও দেখ—মহাভা ৫।৮৬।৩·২

৬) পূর্বে দেখ।

৭) মহাভা, ৫।৭১।৩—৭

৮) মহাভা, ৫।১৩১।১৭—২১

৯) যথা, এক সময়ে দুর্যোধন কুরুদিগের মন্ত্রণা-সভায় বলেন,

"স হি পূজ্যতমো লোকে কৃষ্ণঃ পৃথুলোচনঃ।
ত্রয়ানামপি লোকানাং বিদিতং মম সর্বথা।"—(মহাভা, ৫।৮৮।৫)

পরে তিনি ভীষ্মের নিকট স্বীকার করেন যে "বাসুদেবো মহদ্‌ভূতং সর্বলোকেষু কথ্যতে", এবং তাঁহার "আগম ও প্রতিষ্ঠা" জানিতে ইচ্ছা করেন। (মহাভা, ৬।৬৭।১ আরও দেখ—৬।৬৮।২৩

১০) যথা দেখ—মহাভা, ৫।৬৯।৭ ; ৫।৮৮।১—

১১) ৫।১৬০।৬২·২

১২) যথা দেখ—মহাভা, ৫।৬৮।৫—১৫ ; ৫।৬৯ ও ৭০ অধ্যায়।

১৩) মহাভা, ৫।৬৯।১

১৪) টীকাকার নীলকণ্ঠ বলিয়াছেন যে "ত্রিযুগ" শব্দের অর্থ 'স্থূল, সূক্ষ্ম, ও কারণ—এই শরীরত্রয় যুক্ত।' উহার অর্থ 'সত্ত্বাদিগুণত্রয়যুক্ত', 'সূত্রাত্মা, হিরণ্যগর্ভ ও বিরাট্ এই অবস্থাত্রয় যুক্ত। কিংবা 'জাগ্রদাদি অবস্থাত্রয় যুক্তও হইতে পারে।

১৫) মহাভা, ৫।৬৯।২— ; আরও দেখ—৫।৬৯।১৭—২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হৃষীকেশকে জানেন।[১] পরে ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে সঞ্জয় তাঁহার নিকট বাসুদেব-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করেন।[২] তাহা জানা সত্ত্বেও ধৃতরাষ্ট্র কখন কখন কৃষ্ণের সহিত কপট ব্যবহার করিয়াছেন।[৩] দ্রোণও বলিয়াছেন, কৃষ্ণ "বিশ্বসৃক্"।[৪] দুর্যোধনের পরমহিতৈষী এবং প্রধান নির্ভর মহাবীর কর্ণও, অন্ততঃ পরে পরে, কৃষ্ণের ভগবত্তা স্বীকার করিতেন দেখা যায়। যুদ্ধের সময়ে তিনি কৃষ্ণকে "জগতের স্রষ্টা" এবং "সর্বলোকনমস্কৃত" বলিয়াছেন।[৫] তৎপূর্বে দেবরাজ ইন্দ্র তাঁহাকে বলিয়াছিলেন যে কৃষ্ণ অচিন্ত্য ভগবান্ নারায়ণই।[৬] কুরুবংশের জনসাধারণ কৃষ্ণকে পূজা করিত (স পূজ্যমানঃ কুরুভিঃ")।[৭]

কৃষ্ণের আত্মীয়গণই তাঁহার অবতারত্বের বিরোধী ছিলেন মনে হয়। উহার প্রত্যক্ষ প্রতিবাদক চেদিরাজ শিশুপাল কৃষ্ণের পিস্তুতো ভাই। যাদবদিবের কোন কোন শাখা যথা ভোজগণ, কৃষ্ণের বিপক্ষী ছিলেন। কৃষ্ণ মথুরার রাজা কংসের পরম শত্রু ছিলেন— তিনি কংসকে নিহত করেন। কংস কৃষ্ণের মামা,=কৃষ্ণের মাতা দেবকী কংসের জেঠতুতো বহিন। কংস মগধের রাজা জরাসন্ধের কন্যাদ্বয়কে বিবাহ করেন। কংসকে বধহেতু জরাসন্ধের সহিত কৃষ্ণের পরম শত্রুতা হয়।[৮] তাই জরাসন্ধের সমর্থক সকলে কৃষ্ণের বিরোধী হয়। সুতরাং ইহা দেখা যায় যে কৃষ্ণের প্রতি উহাদের বিরোধের কারণ রাজনৈতিক।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়যজ্ঞের প্রাক্কালে, কৃষ্ণের কৌশলে, জরাসন্ধ নিহত হওয়াতে, কৃষ্ণের বিরোধী পক্ষ যেমন দুর্বল হয়, অনুযায়ী পক্ষ তেমন প্রবল হয়। কেননা, জরাসন্ধ বহু রাজাকে শিবকে বলি দেওয়ার জন্য কারারুদ্ধ করেন। কৃষ্ণের দ্বারাই তাঁহারা বন্ধন-মুক্ত হন। সুতরাং তাঁহারা যে কৃষ্ণের সমর্থক হইবেন, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তার পর রাজসূয়যজ্ঞে কৃষ্ণের অবতারত্ব সর্বসমক্ষে ঘোষিত হওয়াতে এবং উহার প্রত্যক্ষ বিরোধ কারক শিশুপাল নিহত হওয়াতে কৃষ্ণের প্রচার বৃদ্ধি পায়। তার পর পৌণ্ড্রক বাসুদেব তথা দুর্যোধনাদি নিহত হইলে, বিরোধ প্রায় লুপ্ত হয়। মনে হয় কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পরে যুধিষ্ঠির বলেন যে কৃষ্ণ "সর্বপার্থিব সম্মত।"[৯]

অবতারের জীব ভাব

কৃষ্ণের তপশ্চর্যা সম্বন্ধে জন্মেজয় ব্যাসের নিকট যেই শঙ্কা করেন বলিয়া পূর্বে উক্ত হইয়াছে[১০] তাঁহার বৈদিক এবং লৌকিক আচারসমূহে নিষ্ঠার বিষয়েও ঠিক সেই প্রকার শঙ্কা করা যায়। যিনি ভগবানের অবতার,—স্বয়ং ভগবান্, তিনি মানুষে মতন বৈদিক ও লৌকিক আচারসমূহ

---

১) মহাভা, ৫।৬৯।১২

২) মহাভা, ৫।৭০।১—

৩) যথা দেখ—মহাভা, ৫।৮৩।৬—

৪) মহাভা, ৭।৩৩।১২'১

৫) মহাভা, ৮।৩১।৫৭'১ ও ৫৫'১ যথাক্রমে আরও দেখ—৫।১৪১।৫৪-৫

৬) মহাভা, ৩।১১০।২৮ (পূর্বে দেখ)

৭) মহাভা, ৫।৯৪।২৫-৭

৮) 'হরিবংশে'র (২।৪৮।১৩—৩৭) মতে জরাসন্ধ কৃষ্ণকে বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিতেন। হপ্‌কিন্স মনে করেন যে শৈব বলিয়াই জরাসন্ধ এবং কুরুগণ কৃষ্ণের বিষ্ণুত্বে সংশয় করিতেন,—তাঁহাকে বিষ্ণু বা নারায়ণ বলিয়া স্বীকার করিতেন না। (Hopkins Epic Mythology p. 218) তাঁহার ঐ অনুমান সত্য নহে। তদানীন্তন কালে ভারতবর্ষে শৈব ও বৈষ্ণবের পরস্পর বিদ্বেষ ছিল না। পূর্বে দেখ

৯) মহাভা, ১৩।১৬৯।৫

১০) পূর্বে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যথাযথ পালন করেন কেন? ব্যাস বলেন, "মানুষ জন্ম সম্প্রাপ্ত হইলে সমস্ত গুণও,—দেহজ কামসমূহ তখন মানুষোচিত হয়, দেবোচিত কিংবা অসুরোচিত হয় না। ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা, ভয়, তন্দ্রা, ব্যামোহ, শোক, সংশয়, হর্ষ, অভিমান, জরা, মরণ, অজ্ঞান, গ্লানি, অপ্রীতি, ঈর্ষা, অসূয়া, মদ ও শ্রম—এই সকল দেহভব ভাবসমূহ, হে নরাধিপ, তখন উৎপন্ন হয়।" ইত্যাদি।[১] তিনি আরও বলেন যে যেমন দাশরথি রাম "মানুষ দেহ আশ্রয় করিয়া মানুষচেষ্টিত করিয়াছিলেন, তেমনই (কৃষ্ণ) মানুষভাবসমূহ করিয়াছিলেন। তাহাতে বিচারণা অকর্তব্য।"[২] সুতরাং 'দেবীভাগবতে'র মতে মানুষরূপে প্রাদুর্ভূত ভগবানের সমস্ত কর্ম মানুষোচিতই হইয়া থাকে। 'বিষ্ণুপুরাণে'ও সেই প্রকার উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণ "মনুষ্যলীলা" করিয়াছিলেন, "মানুষভাব প্রদর্শন করিয়াছিলেন;[৩] কৃষ্ণ এবং বলরাম মনুষ্যধর্মে অভিরত থাকিয়া এবং মনুষ্যতাকে মানিয়া সেই (মনুষ্য)জাতির গুণযুক্ত ক্রীড়াসমূহ করত বনে বিচরণ করিতেছিলেন।"[৪] "জগতের পতি হইয়াও যে তিনি শত্রুদিগের উপর নানাবিধ অস্ত্রসমূহ নিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাহা মনুষ্যধর্মশীল তাঁহার লীলা। সঙ্কল্পমাত্রেই যিনি জগতের সৃষ্টি এবং সংহার করিয়া থাকেন, তাঁহার শত্রুপক্ষ বিনাশার্থ এই বিরাট উদ্যম আর কি? (অথবা তাঁহার প্রয়োজন কি?) তথাপি তিনি মনুষ্যধর্ম অনুবর্তন করেন ('যো মনুষ্যানাং ধর্মস্তমনুবর্ততে'), সেইহেতু তিনি বলবানদিগের সহিত সন্ধি এবং বলহীনদিগের সহিত যুদ্ধ করেন; সাম, দান ও ভেদ প্রদর্শন করেন; কখন দণ্ড প্রদান করেন; আর কখন পলায়ন করেন। এই প্রকারে তিনি মনুষ্যদেহীদিগের চেষ্টা অনুবর্তন করেন। সেই জগৎপতির লীলা ইচ্ছানুসারে পরিবর্তিত হয়।"[৫] '(বিষ্ণু)ভাগতপুরাণে'ও সেই প্রকারে উক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণ "মর্ত্যানুবিধ" (অর্থাৎ মনুষ্যের অনুরূপ) আচরণ করিতেন, যদিও তিনি সর্বশক্তিমান্ এবং স্বলীলা দ্বারা জগতের সৃষ্ট্যাদির কর্তা ছিলেন সুতরাং সমস্ত কর্ম যথেচ্ছ-ভাবে,—অলৌকিক উপায়ে করিতে সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন।[৬] উহাতে আবার ইহাও কথিত হইয়াছে যে কৃষ্ণের ঐ সকল ব্যবহার অজ্ঞানীরই দৃষ্টিতে প্রতীত হইত। "যোগেশ্বর ও জগদীশ্বর ভগবান্ কৃষ্ণ পশুদৃষ্টিসম্পন্ন" ব্যক্তিগণের নিকট এই প্রকারে (কখন) পরাজিত, আর (কখন) বিজয়-প্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হইত।"[৭] কেহ কেহ বলে যে কৃষ্ণ কখন কখন সাধারণ মানুষের ন্যায় মায়াবীর মায়া দ্বারা মোহগ্রস্ত হয় এবং স্বজনের প্রতি স্নেহ বশত শোক প্রাপ্ত হন। পরন্তু অপরে তাহা মনে করে না। তাহারা বলে যে পূর্বাপর বিচার না করিয়াই কোন কোন ঋষিগণ ঐ প্রকার বলিয়া থাকেন। তাঁহারা ভুলিয়া যান যে তাহাতে তাঁহারা স্ববাক্যের বিরোধ করিয়া থাকেন। কেননা, কৃষ্ণের জ্ঞান ও বিজ্ঞান কখনও খণ্ডিত হয় না। সুতরাং তিনি কি

১) দেবীভাগপু, ৪।২৫।৭—

২) ঐ, ৪।২৫।২১·২—২২·১

৩) বিষ্ণুপু, ৫।৭।৩৯ ও ৪২

৪) ঐ, ৫।৯।৭

৫) ঐ, ৫।২২।১৪-৮

৬) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৫০।৩০ আরও দেখ—"এবং মনুষ্যপদবীমনুবর্তমানো নারায়ণোঽখিলভবায় গৃহীতশক্তিঃ॥" (ঐ, ১০।৬৯।৪৪-১)

৭) ঐ, ১০।৭৮।১৩ কথিত হইয়াছে যে মগধের সম্রাট্ জরাসন্ধ আঠারবার কৃষ্ণ রক্ষিত যাদবগণকে আক্রমণ করেন। কৃষ্ণ তাঁহাকে ১৭ বার পরাজিত করেন, আর একবার স্বয়ং পরাজিত হন। (১০।৫৪।১৩; আরও দেখ—১০।৫০।৪২-৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারে অজ্ঞসম্ভব শোক, মোহ, স্নেহ, ভয়, প্রভৃতি দ্বারা অভিভূত হইবেন? তাঁহার চরণ-সেবা দ্বারা আত্মজ্ঞান লাভ করত মনুষ্যগণ অনাদি আত্মবিপর্যয়গ্রহকে বধ করিয়া থাকে এবং আত্মার স্বরূপ লাভ করিয়া থাকে। সুতরাং তাঁহার কি প্রকারে মোহ হইবে?[1]

'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ ও অর্জুন পূর্বদেব নর ও নারায়ণ। উঁহারা বস্তুতঃ একাত্মাই যদিও ইহসংসারের মনুষ্যগণ কর্তৃক দ্বিধাভূত বলিয়া পরিদৃষ্ট হইতেছেন; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে সঙ্কল্প মাত্রেই যুগের বিপর্যয়ের ন্যায় এবং লোকদিগকে মোহনের ন্যায়, সমস্ত কুরু সৈন্যকে ক্ষণ মধ্যে ধ্বংস করিতে পারিতেন; কিন্তু মানুষভাব হেতু সেই ইচ্ছা করেন না ("মানুষত্বাচ্চ নেচ্ছতঃ"।[2]

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের পরে হস্তিনাপুর হইতে দ্বারকা যাওয়ার পথে মরুভূমিতে উত্তঙ্ক নামক এক অতি তেজস্বী মুনিশ্রেষ্ঠের সহিত কৃষ্ণের দেখা হয়। উত্তঙ্ক বলেন, কৃষ্ণ ইচ্ছা করিলে উভয় পক্ষকে নিগ্রহীত করিয়া যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত করিতে পারিতেন। উহা করিতে তিনি সম্পূর্ণ সমর্থ ছিলেন। পরন্তু তিনি যে অসমর্থের ন্যায় অনুরোধ-উপরোধ দ্বারা শান্তি স্থাপনে প্রচেষ্টা করিয়াছেন, তাহাতে তিনি মিথ্যাচার করিয়াছেন। তাঁহার দ্বারা উপেক্ষিত হইয়াই উভয় পক্ষ দুঃখগ্রস্ত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইয়াছে। সেই কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া উত্তঙ্ক কৃষ্ণকে শাপ প্রদানে উদ্যত হন।[3] উত্তঙ্ককে শান্ত করিতে কৃষ্ণ তাঁহার কৃপণবৎ ব্যবহারের হেতু প্রদর্শন করেন। প্রথমে তিনি বলেন যে সর্বভূতদয়াত্মক ধর্ম তাঁহার অগ্রজ সুত এবং সেইহেতু তাঁহার অতি দয়িত। মনুষ্যগণ উহাতে বর্তমান থাকে, আবার কখন কখন উহা হইতে নিবৃত্তও হয়। ধর্মের সংস্থাপন ও সংরক্ষণের জন্য তিনি ত্রিভুবনে নানা যোনিতে উৎপন্ন হন এবং নানা বেশ ও রূপ ধারণ করেন।[4] "আমি প্রজাগণের হিতকামনায় যুগে যুগে, স্বরূপ হইতে চ্যুত না হইয়াও সেই সেই যোনিতে প্রবেশ করত অধর্মে বর্তমান সকলের জন্য ধর্মের সেতু বন্ধন করি। পরন্তু হে ভৃগুনন্দন, যখন আমি দেবযোনিতে বর্তমান থাকি, তখন আমি দেববৎ সমস্ত আচরণ করি। তাহাতে সংশয় নাই। হে ভৃগুনন্দন, যখন আমি গন্ধর্বযোনিতে বর্তমান থাকি, তখন গন্ধর্ববৎ সমস্ত আচরণ করি। তাহাতে সংশয় নাই। যখন আমি নাগযোনিতে (প্রবেশ করি), তখন নাগবৎ বর্তমান থাকি। যখন যক্ষ কিংবা রাক্ষস যোনিতে (উৎপন্ন হই তখন) আমি যথাবৎ (অর্থাৎ যক্ষ কিংবা রাক্ষসের ন্যায়) বিচরণ করি। (এখন) মনুষ্যযোনিতে বলিয়া আমি (মানুষের ন্যায়) কৃপণ (হইয়া কুরুদিগের নিকট) যাচ্ঞা করিয়াছি। পরন্তু জাতসংমোহ তাহারা মোহিত হইয়া আমার (হিত)বাক্য গ্রহণ করে নাই। ক্রুদ্ধ হইয়া মহৎ ভয় প্রদর্শন করত আমি কুরুগণকে ত্রাসিত করিতে চেষ্টা করিয়াছি। আবার যথাবৎ স্বরূপ প্রদর্শন করত (পরামর্শ দিয়াছি। পরন্তু মোহগ্রস্ত তাহারা আমার উপদেশ গ্রহণ করে নাই)।"[5] এইরূপে কৃষ্ণ নিজ মুখে স্বীকার করিয়াছেন তিনি যখন যেই যোনিতে জন্মগ্রহণ করেন তখন সেই যোনির জীবের অনুরূপ আচরণ

১) ঐ, ১০।৭৭।২১—৩২
২) মহাভা, ৭।১১।৪১—
৩) মহাভা, ১৪।৫৩।২০-২
৪) ঐ, ১৪।৫৪।১১'২—১৪ ১
৫) ঐ, ১৪।৫৪।১৫'২—২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। পূর্বেও তিনি প্রকারান্তরে সেই কথা বলিয়াছেন। কেননা, তিনি বলেন যে তাঁহার স্বকৃত কর্মের সাফল্য অপর মানুষের কর্মের ন্যায় দৈবাধীন। যাহা পুরুষকার দ্বারা করা যায় তাহা তিনি করিতে পারেন; পরন্তু দৈবকে অন্যথা করিতে তিনি পারেন না।[১] কৃষ্ণের মানুষবৎ আচরণের অপর প্রকৃষ্ট প্রমাণ গান্ধারীর শাপ অঙ্গীকার। যুদ্ধের পরে পুত্রশোকপরিপ্লুতা গান্ধারী কৃষ্ণকে বলেন, "হে কৃষ্ণ, হে জনার্দন, যখন পাণ্ডবগণ ও ধার্তরাষ্ট্রগণ পরস্পরের দ্বারা দগ্ধ হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইতেছিল, তখন তুমি কেন উপেক্ষা করিয়াছিলে? তোমার বিপুল বল ছিল এবং বহু অনুচর ছিল। সেই শক্তি এবং শাস্ত্রোপদেশ উভয়েরই দ্বারা উভয় পক্ষকে নিবৃত্ত করিতে তুমি সমর্থ ছিলে। (তথাপি তুমি তাহা কর নাই)। হে মহাবাহু মধুসূদন, যেহেতু কুরুদিগের এই নাশ তুমি ইচ্ছাপূর্বক উপেক্ষা করিয়াছ, সেইহেতু তাহার ফল ভোগ কর। পতিসেবা দ্বারা আমার যাহা কিছু তপ উপার্জিত হইয়াছে, দুষ্প্রাপ্য তাহার দ্বারা চক্রগদাধর তোমাকে শাপ দিব। যেহেতু কৌরব ও পাণ্ডব জ্ঞাতিগণ পরস্পর হনন করিতে থাকিলেও তুমি উপেক্ষা করিয়াছ, সেইহেতু, হে গোবিন্দ, তুমি (নিজ) জ্ঞাতিগণকে বধ করিবে। হে মধুসূদন, (আজ হইতে) ষট্‌ত্রিংশত্তম বৎসর উপস্থিত হইলে তুমি হতজ্ঞাতি, হতামাত্য, হতপুত্র, ও বনচর হইয়া, (কাহারও দ্বারা) অবিজ্ঞাত এবং লোকমধ্যে অনভিলক্ষিত (থাকিয়া) অনাথের ন্যায় কুৎসিত উপায়ে নিধন প্রাপ্ত হইবে। এই ভারতস্ত্রীগণ যেমন পরিতাপ করিতেছে, তোমার বংশীয় স্ত্রীগণও তেমন হতপুত্র এবং নিহতজ্ঞাতিবান্ধব হইয়া পরিতাপ করিবে।"[২] কৃষ্ণ ঈষৎ হাসিয়া তাহা অঙ্গীকার করেন।[৩]

সাধারণতঃ মানুষবৎ ব্যবহার করিতেন বলিয়াই লোকে কৃষ্ণকে ভগবান বলিয়া জানিত না, আর তাহা না জানিয়া তাহারা তাঁহাকে অবজ্ঞাও করিত। ঐ সকলের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই তিনি অর্জুনকে বলেন, 'যোগমায়া দ্বারা সমাবৃত বলিয়া আমার স্বরূপ সকলে জানে না। আমি যে অজ এবং অব্যয় পরমাত্মা মূঢ় লোকগণ তাহা বুঝিতে পারে না।'[৪] 'আমি মানুষ দেহ ধারণ করত মানুষবৎ ব্যবহার করি বলিয়া মূঢ় লোকগণ আমার পরম ভাবকে,—আমি যে সর্বভূতের মহেশ্বর, তাহা বুঝিতে পারে না। তাই আমাকে সাধারণ মানুষ ভাবিয়া অবজ্ঞা করে।'[৫] সঞ্জয় বলেন, মহাযোগী কৃষ্ণ প্রকৃত পক্ষে সমস্ত জগৎকে শাসন করিলেও, বাহিরের ব্যবহারে যেমন মূর্খ চাষা ধান্যাদিবৃদ্ধির জন্য কর্ম করে, তেমন জগতের কল্যাণ বৃদ্ধির জন্য কর্ম করিতে আরম্ভ করেন। "তেন বঞ্চয়তে লোকান্ মায়াযোগেন কেশবঃ" (ঐ মায়াযোগ দ্বারাই কেশব মনুষ্যগণকে বঞ্চনা করেন।[৬]) পরমর্ষি ব্যাসও বলিয়াছেন, "স এষ দেবশ্চরতি মায়য়া

১) পূর্বে ৪৭ পৃষ্ঠা দেখ।

২) মহাভা, ১১।২৫।৩৯-৪৬ ৩) ঐ, ১১।২৭।৪৭

৪) "নাহং প্রকাশঃ সর্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ।
মূঢ়োঽয়ং নাভিজানাতি লোকো মামজমব্যয়ম্ ॥"—(গীতা, ৭।২৫)

৫) "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥"—(গীতা, ৯।১১)

৬) মহাভা, ৫।৬৮।১৪-১৫ পরে তিনি বলিয়াছেন, "অতত্ত্বং কুরুতে তত্ত্বং তেন মোহয়তে প্রজাঃ ॥" (মহাভা, ৫।৭০।১৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মোহয়ন্ জগৎ" ('সেই দেব নারায়ণ ঋষি) এই (কৃষ্ণ রূপে) মায়া দ্বারা জগতকে মোহিত করত বিচরণ করিতেছেন।'[১]

নিন্দিত কর্ম

বর্তমান 'মহাভারতে' বিবৃত কৃষ্ণের কতিপয় কর্ম ঠিক ধর্মসঙ্গত এবং সত্য কিনা অতীব সংশয় হয়। যথা,

(১) তিনি ভীম ও অর্জুনকে সঙ্গে লইয়া ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে, ততোধিক চুরি করিয়া তদানীন্তন ভারতবর্ষের অদ্বিতীয় সম্রাট্ মগধরাজ জরাসন্ধের রাজধানী গিরিদুর্গে প্রবেশ করেন, এবং কৌশলে ভীমকে দিয়া তাঁহাকে নিহত করেন।

(২) সাত্যকিকে ভূমিতে নিপতিত করিয়া ভূরিশ্রবা যখন তাঁহার শির কাটিতে খড়্গ উদ্যত করেন, তখন কৃষ্ণ সাত্যকিকে বাঁচাইতে অর্জুনকে পরামর্শ দেন এবং তাঁহার অনুমতিতে (বচনং কুর্বন্ বাসুদেবস্য") অর্জুন ভূরিশ্রবার বাহু ছেদন করেন।

(৩) তিনি "যোগ" বা "মায়া" দ্বারা প্রবঞ্চনা করত কুরুসৈন্য মধ্যে লুকায়িত জয়দ্রথকে অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত করান এবং তাঁহার পরামর্শে অর্জুন তখন জয়দ্রথের শির ছেদন করত বাণ দ্বারা উড়াইয়া বন মধ্যে কঠোর তপস্যায় নিরত জয়দ্রথের পিতা বৃদ্ধক্ষত্রের কোলে নিক্ষেপ করেন; উহাতে তপস্বী বৃদ্ধক্ষত্রেরও মৃত্যু হয়।

(৪) তিনি সম্মুখ সমরে দুর্জয় মহাবীর দ্রোণাচার্যকে মারিতে ধর্মাত্মা যুধিষ্ঠিরকে দিয়া দিয়া মিথ্যা কথা বলান।

(৫) যুদ্ধক্ষেত্রে বিপদগ্রস্ত কর্ণের উপর অস্ত্র নিক্ষেপ করিতে অনিচ্ছুক অর্জুনকে উত্তেজিত এবং প্রেরিত করিয়া তিনি কর্ণকে বধ করান।

(৬) ন্যায় যুদ্ধে অপরাজেয় দুর্যোধনকে অন্যায় যুদ্ধে মারিতে তিনি ভীমকে পরামর্শ দেন।

(৭) তিনি কাশীনগরীকে দগ্ধ করেন।

ইত্যাদি। ঐ সকল কর্মের জন্য কৃষ্ণের স্বল্প বিস্তর নিন্দাও হইয়াছিল।"[২] জরাসন্ধ ও দুর্যোধন তাঁহার বিচারে অধর্মশীল ছিলেন। সুতরাং উঁহারা ধর্মপরায়ণ, তথা ধর্মের সংরক্ষণে সমর্থ, কৃষ্ণের বধ্য ছিলেন। দ্রোণ এবং কর্ণ দুর্যোধনের সহায়ক ছিলেন। কর্ণ পরম ধার্মিক, দানী ও যজ্ঞশীল ছিলেন।[৩] পরন্তু পাণ্ডবদিগের উপর, আরও বিশেষতঃ অর্জুনের উপর তিনি ঈর্ষাপরায়ণ ছিলেন। ঐ কারণেই পাণ্ডবদ্বেষী দুর্যোধনের সঙ্গে তাঁহার পরম মিত্রতা হয়। সেইহেতু তিনি পাণ্ডবদিগের বিরুদ্ধে কতিপয় অতি অন্যায় কর্ম করেন। যখন বিপদগ্রস্ত হইয়া কর্ণ ধর্মের কথা তুলিয়া তাঁহার উপর বাণ নিক্ষেপ করিতে অর্জুনকে নিষেধ করেন, তখন কৃষ্ণ তাঁহার (কর্ণের) ঐ অন্যায় কর্মসমূহ স্মরণ করাইয়া দিয়া কর্ণকে তীব্র ভর্ৎসনা করেন। দ্রোণের ঐ

১) মহাভা, ৭।২০১। ৫২

২) দেখ—দুর্যোধন কৃষ্ণ নিন্দা ৯।৬১।২৭—৩৯১; ভূরিশ্রবা-কৃত নিন্দা, ৭।১৪৩।১৩-৫ (পূর্বে ৫৯ পৃষ্ঠা) বলদেব-কৃত ভর্ৎসনা ৯-৬০-২১-২

৩) কৃষ্ণ বলেন, "কর্ণ ব্রাহ্মণ্য, সত্যবাদী, তপস্বী, নিয়তব্রত এবং রিপুগণের প্রতিও দয়াবান্। সেইহেতু তিনি 'বৃষ' বলিয়া স্মৃত হন।" (মহাভা, ৭।১৮০।২৪)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকারের কোন দোষ ছিল না। তথাপি বধ্য দুর্যোধনের সহায়ক ছিলেন বলিয়া দ্রোণ এবং কর্ণও কৃষ্ণের বধ্য ছিলেন। পরন্তু উঁহাদিগকে বধ করিতে তিনি যে সকল উপায় অবলম্বন করিয়াছিলেন, সেইগুলি অনিন্দিত ছিল না। তাঁহার ধর্ম ও সত্য স্বরূপত্ব খ্যাতির সঙ্গে, যুধিষ্ঠিরের কথায় তাঁহার "সাধুতমত্ব" খ্যাতির সঙ্গে,[১] তাঁহার ঐ সকল নিন্দিত কর্মের সঙ্গতি কি প্রকারে হয়,—তাহা বিবেচ্য। উহাদিগকে কোন প্রকারে সমর্থন করা যায় কি? যদি যায়, কি প্রকারে যায়,—তাহা বিবেচ্য।

মায়াবী মায়া দ্বারা বধ্য

কৃষ্ণ ইহা মানিতেন বোধ হয় যে মায়াবীকে, যদি প্রয়োজন হয়, মায়া দ্বারা বধ করা উচিত তাহা করিলে দোষ হয় না। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের ঠিক শেষের দিকে দুর্যোধন যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করেন এবং মায়া দ্বারা অদূরবর্তী দ্বৈপায়ন হ্রদের জলকে স্তম্ভিত করত তন্মধ্যে লুকাইয়া থাকেন। তখন কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বলেন,

"মায়াবিন ইমাং মায়াং মায়য়া জহি ভারত॥
মায়াবী মায়য়া বধ্যঃ সত্যমেতদ্‌যুধিষ্ঠির।
ক্রিয়াভ্যুপায়ৈর্বহুভির্মায়ামপ্সু প্রযোজ্য চ॥
জহি ত্বং ভরতশ্রেষ্ঠ মায়াত্মানং দুর্যোধনম্‌।"[২]

'হে ভারত, মায়াবীর (=দুর্যোধনের) এই মায়াকে মায়া দ্বারা বিনাশ কর। হে যুধিষ্ঠির, মায়াবী মায়া বধ্য। ইহা সত্য (ধর্ম)। 'হে ভারতশ্রেষ্ঠ, বহু ক্রিয়াকৌশলসমূহ দ্বারা জলে মায়া প্রয়োগ করত তুমি মায়াত্মা দুর্যোধনকে মার।' তিনি শাস্ত্র হইতে ঐ বিষয়ে দৃষ্টান্তও প্রদর্শন করেন। "ক্রিয়াকৌশলসমূহ দ্বারাই দৈত্যদানবগণ ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হয়। বহু ক্রিয়াকৌশলসমূহ দ্বারাই. বলি মহাত্মা (বামন) দ্বারা বদ্ধ হয়। বহু ক্রিয়াকৌশলসমূহ দ্বারাই মহাসুর হিরণ্যাক্ষ এবং হিরণ্যকশিপু (বরাহ এবং নৃসিংহ অবতার কর্তৃক) নিহত হয়। তাহাতে সংশয় নাই। হে রাজন্‌, পৌলস্ত্য-তনয় রাবণ নামক রাক্ষস সেই প্রকারেই (অর্থাৎ ক্রিয়াকৌশল দ্বারাই) আত্মীয়-স্বজন এবং অনুযায়িগণ সহ, রাম কর্তৃক নিহত হয়। তুমিও সেই প্রকারে ক্রিয়া দ্বারা যোগে আস্থিত হইয়া ('ক্রিয়য়া যোগমাস্থায়') বিক্রম প্রকাশ কর (এবং দুর্যোধনকে মার)। হে রাজন্‌, তারক ও বিপ্রচিত্তি নামক পুরাতন বীর্যবান্‌ মহাদৈত্যদ্বয় ক্রিয়াকৌশল দ্বারাই মৎকর্তৃক নিহত হয়। হে বিভু, বাতাপি, ইল্বল, ত্রিশিরা, সুন্দ ও উপসুন্দ ক্রিয়া দ্বারাই নিহত হয়। হে বিভু, ক্রিয়াকৌশল দ্বারাই ইন্দ্র স্বর্গভোগ করিতেছেন। হে রাজা যুধিষ্ঠির, ক্রিয়াই বলবতী, অপর কিছু নহে। দৈত্যগণ, দানবগণ এবং রাক্ষসগণ, তথা রাজাগণ, ক্রিয়াকৌশল দ্বারাই নিহত হইয়াছে। সেইহেতু তুমি ক্রিয়া সমাচরণ কর।"[৩] পরে, যখন ভীমের ও দুর্যোধনের গদাযুদ্ধ আরম্ভ হয়, তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, "ভীমসেন ধর্মানুসারে যুদ্ধ করিতে থাকিলে জয়লাভ করিতে পারিবে না।

১) যুধিষ্ঠির বলেন, "সাধুত্বমশ্চ কৃষ্ণঃ" (মহাভা, ৫।২৮।১৪'১)

২) মহাভা, ৯।৩১।৬'২—৮'১ ৩) মহাভা, ৯।৩১।৮'২—১৬'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরন্তু অন্যায় দ্বারা যুদ্ধ করিলে দুর্যোধনকে নিশ্চয় বধ করিবে। অসুরগণ দেবগণ কর্তৃক মায়া দ্বারা নির্জিত হয়। ইহা আমরা শুনিয়াছি। বিরোচন ইন্দ্র কর্তৃক মায়া দ্বারা নির্জিত হয়। ইন্দ্র মায়া দ্বারাই বৃত্রের তেজ নাশ করেন। সেইহেতু ভীম মায়াময় পরাক্রম অবলম্বন করুক।...তিনি মায়াবী রাজাকে মায়াদ্বারা বিনাশ করুক। যদি তিনি (কেবল নিজের) বলকে আশ্রয় করত ন্যায় দ্বারা যুদ্ধ করেন, তবে রাজা যুধিষ্ঠির বিপদগ্রস্ত হইবেন।[১] ভীম যদি দুর্যোধনকে অন্যায় দ্বারা বধ না করেন, তবে তিনি (দুর্যোধনই) রাজা হইবেন, সুতরাং ভীম মারা যাইবেন।[২] কৃষ্ণের এই কথা শুনিয়া অর্জুন দুর্যোধনের উরুতে গদাঘাত করিতে ভীমকে ঈঙ্গিত করেন।[৩]

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে তৎকৃত সমস্ত অধর্ম এবং নিন্দিত কর্মসমূহের সমর্থনে কৃষ্ণ যুদ্ধাবসানে তাহা ভাবিয়া দীন ও চিন্তাপরায়ণ পাণ্ডবদিগকে বলেন[৪] ভীষ্মদ্রোণকর্ণাদি সকলেই মহারথ ছিলেন,—অতিবিক্রান্ত ছিলেন; ঋজুযুদ্ধে ধর্মোপায়ে তাঁহারা কখনও উঁহাদিগকে বধ করিতে পারিতেন না। "পরন্তু তোমাদের হিত অভিলাষেরই অজেয় তাঁহারা সকলে অনেক উপায়ে বারংবার মায়াযোগ দ্বারা মৎকর্তৃক হত হইয়াছে। যদি আমি যুদ্ধে ঐ প্রকার কপট আচরণ কখনও না করিতাম তবে তোমাদের বিজয় কি প্রকারে হইত? রাজ্য এবং ধনলাভ কি প্রকারে হইত? (ভীষ্ম, দ্রোণ, ভুরিশ্রবা এবং কর্ণ)—এই চারিজনের সকলেই পৃথিবীতে মহাত্মা এবং অতিরথ ছিলেন। স্বয়ং লোকপালগণও উঁহাদিগকে যুদ্ধে ধর্মোপায়ে বধ করিতে পারিতেন না। এমন কি দণ্ডধারী কালও এই গদাপাণি এবং ক্লান্তিরহিত দুর্যোধনকে ধর্মতঃ বধ করিতে পারিত না। শত্রু এই প্রকারে (অধর্মোপায়ে) নিহত হইয়াছে বলিয়া তোমরা কিছু মনে করিও না। কেননা, শত্রুগণকে সব উপায়েই,—এমন কি (যদি প্রয়োজন হয়) মিথ্যা উপায়েও, বধ করা উচিত। এই মার্গ অসুরঘাতী পূর্বদেবগণ দ্বারা অনুসৃত হইয়াছিল। যে পন্থা সদ্‌ব্যক্তিগণ দ্বারা অনুগত, সেই পথে সকলেরই চলা উচিত।"[৫]

ইহা বিশেষভাবে বলা উচিত যে কৃষ্ণ ঐ মতের প্রবর্তক নহেন,—উহা পূর্বে হইতেই প্রচলিত ছিল। বনবাসের প্রারম্ভে ভীম যুধিষ্ঠিরকে বলেন,

"নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞা হন্তব্যা ইতি নিশ্চয়ঃ।
ন হি নৈকৃতিকং হত্বা নিকৃত্যা পাপমুচ্যতে॥"[৬]

'যাহাদের বুদ্ধি ছলনা-পরায়ণ তাহাদিগকে ছলনা দ্বারা বধ করা উচিত। ইহাই নিশ্চিত সিদ্ধান্ত ছলনাকারীকে ছলনা দ্বারা হনন করিলে তাহাকে নিশ্চয় পাপ বলা হয় না।' কিঞ্চিৎ পরে তিনি বলেন যে ঐ সিদ্ধান্ত বৈদিক ধর্মানুযায়ী। "সমস্ত বেদধর্মকে পর্যবেক্ষণ কর। 'নিকৃত্যা নিকৃতিপ্রজ্ঞো হন্তব্য ইতি নিশ্চয়ঃ' (ছলনাপরায়ণ ব্যক্তিকে ছলনা দ্বারা বধ করা

১) ঐ, ৯।৫৮।৪-৬, ৮ ২—৯
২) ঐ, ৯।৫৮।২০
৩) ঐ, ৯।৫৮।২১
৪) ঐ, ৯।৬১।৬১
৫) ঐ, ৯।৬১।৬৩-৮
৬) ঐ, ৩।৫২।২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচিত, ইহাই (উহার) নিশ্চিত সিদ্ধান্ত)।"[১] বেদে দেখা যায়, ইন্দ্র মায়াবী অসুরগণকে মায়া দ্বারা বধ করেন। যথা

"হে নিষ্কলঙ্ক (ইন্দ্র), তুমি মায়ী বৃত্রকে মায়াসমূহ দ্বারা মারিয়াছ।"[২]

"তুমি মায়াসমূহ দ্বারা মায়িগণ মারিয়াছ।"[৩]

"হে ইন্দ্র, তুমি মায়াসমূহ দ্বারা মায়ী শুষ্ণকে বধ করিয়াছ।"[৪]

ইত্যাদি। ঋষিগণ তাহার জন্য ইন্দ্রকে দোষ দেন নাই, বরং প্রশংসা করিয়াছেন। 'মহাভারতে'ও তাহার উল্লেখ আছে।[৫] তাহা হইতে লোকে এই অনুমান করিয়াছে যে বেদের সিদ্ধান্ত এই কপট ব্যক্তিকে কপটতা দ্বারা মারিলে পাপ হয় না।

ভীষ্মও কখন কখন ঐ মতের সমর্থন করিয়াছেন। যথা, যদি ক্ষত্রিয় বা রাজা সর্বপ্রকারে ব্রাহ্মণকে দ্বেষ করে তাঁহাতে দোষারোপ করে, তবে সেই ব্রাহ্মণের পরিত্রাতা কে হইবে? তাঁহার ধর্ম কিংবা পরায়ণ কি হইবে? যুধিষ্ঠিরের এই প্রশ্নের উত্তরে ভীষ্ম বলেন, ঐ ব্রাহ্মণের "তখন কর্তব্য হইবে তপস্যা, ব্রহ্মচর্য কিংবা শাস্ত্র বল দ্বারা মায়া দ্বারা হউক কিংবা অমায়া দ্বারা হউক, (ঐ ক্ষত্রিয়কে) নিয়ন্ত্রণ করা।"[৬] ভীষ্ম পরে বলিয়াছেন, যখন রাজায় রাজায় যুদ্ধ বাধে, তখন এক রাজা যে প্রকার আচরণ করে, তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজাও ঠিক সেই প্রকার আচরণ করিবে।

"স চেন্নিকৃত্য যুদ্ধ্যেত নিকৃত্যা প্রতিযোধয়েৎ।
অথ চেদ্ধর্মতো যুদ্ধ্যেদ্ধর্মেণৈব নিবারয়েৎ॥"[৭]

সে যদি ছল সহকারে যুদ্ধ করে তবে উহার সহিত ছল সহকারে যুদ্ধ করিবে; আর সে যদি ধর্ম সহকারে যুদ্ধ করে, তবে ধর্ম সহকারেই উহাকে নিবারণ করিবে।'

ভীষ্ম আবার ইহাও বলিয়াছেন যে[৮]—স্বায়ংভুব মনু বলিয়াছেন, ধর্মানুসারেই যুদ্ধ করা উচিত। সৎপুরুষগণ নিত্য সৎপুরুষদিগের ধর্ম অবলম্বন করিবে, উহাকে কখনও নাশ করিবে না। "যে ধর্মসঙ্কর ক্ষত্রিয় অধর্ম দ্বারা জয়লাভ করে, সে নিজেই নিজেকে হনন করে। (কেননা) নিকৃতিজীবন পাপ।

'কর্ম চৈতদসাধূনামসাধূন্ সাধুনা জয়েৎ॥
ধর্মেণ নিধনং শ্রেয়ো ন জয়ঃ পাপকর্মণা।'[৯]

উহা অসাধু ব্যক্তিগণেরই কর্ম। (সাধু ব্যক্তিগণের কর্ম এই যে) অসাধু ব্যক্তিগণকে সাধু (কর্ম) দ্বারা জয় করিবে। ধর্ম দ্বারা (অর্থাৎ ধর্মে দৃঢ়নিষ্ঠ থাকিয়া) মৃত্যুও শ্রেয়স্কর, (পরন্তু) পাপ কর্ম দ্বারা জয় (শ্রেয়স্কর) নহে।"[১০]

---

১) মহাভা, ৩।৫২।৩৩'২—৩৪'১
২) ঋক্সং, ১০।১৪৭।২
৩) ঋক্সং, ১।৫১।৫
৪) ঋক্সং, ১।১১।৪
৫) মহাভা, ৯।১৭।৫১
৬) মহাভা, ১২।৭৮।২০
৭) ঐ, ১২।৯৫।৭
৮) ঐ, ১২।৯৫।১৪'২—
৯) ঐ, ৯।৯৫।১৭ ২—১৭ ১
১০) ঐ· ৯।৯৫।১৫'২—১৭'১ ; আরও দেখ—১২।৯৬।১-২, ২৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৃষ্ণ স্বয়ং কখন কখন মায়া দ্বারা যুদ্ধ করিয়াছেন। তিনি নিজ মুখেই তাহা স্বীকার করিয়াছেন। যথা সৌভরাজ শাম্ব যখন তাঁহার মায়াযুদ্ধ আরম্ভ করেন, তখন তিনিও মায়া দ্বারাই যুদ্ধ করেন।[১] মহাবীর ভীম বলেন, যুদ্ধধর্মের সিদ্ধান্ত এই যে মায়াবীর সহিত মায়াযুদ্ধ করিবে, আর অপরের সহিত আর্জব দ্বারাই যুদ্ধ কর্তব্য।[২]

যোগ বা কর্মকৌশল

ইহা লক্ষ্য কর্তব্য যে কৃষ্ণ যাহাকে "মায়া" ও "ক্রিয়াভ্যুপায়" (অর্থাৎ 'ক্রিয়ার অভ্যুপায় বা কৌশল'),—কখন কখন সংক্ষেপে মাত্র "ক্রিয়া", বলিয়াছেন, তাহাকে 'ক্রিয়াযোগ' ("ক্রিয়য়া যোগম্")ও বলিয়াছেন। উহাকে তিনি কখন কখন কেবল "যোগ" বলিয়াছেন। যথা, কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময়ে কৃষ্ণ বলেন, ধনুর্ধারীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আচার্য দ্রোণের হাতে ধনু যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ দেবরাজ ইন্দ্র সহ দেবগণও তাঁহাকে যুদ্ধে পরাজিত করিতে পারিবেন না। সুতরাং মনুষ্যগণের আর কথাই বা কি? পরন্তু যখন তিনি শস্ত্র পরিত্যাগ করিবেন, তখন মনুষ্যগণও তাঁহাকে হনন করিতে পারিবে। সুতরাং "আস্থীয়তাং জয়ে যোগো ধর্মমুৎসৃজ্য পাণ্ডবাঃ" (অর্থাৎ দ্রোণকে জয়ার্থ পাণ্ডবদিগের উচিত ধর্ম পরিত্যাগ করত যোগ আশ্রয় করা)। অন্যথা তিনি তাহাদিগের সকলকে হনন করিবে।[৩] ঐ যোগ কি, তাহাও কৃষ্ণ নির্দেশ করেন। "অশ্বত্থামা হত হইলে তিনি যুদ্ধ করিবেন না। ইহা আমার দৃঢ় ধারণা। সুতরাং কোন মনুষ্য তাঁহার কাছে গিয়া বলুক যে 'উনি (অশ্বত্থামা) যুদ্ধে হত হইয়াছেন'।"[৪] অর্জুন তাহাতে অস্বীকৃত হন। যুধিষ্ঠির অতি কষ্টে স্বীকৃত হন। আর অপর সকলে তাহাতে সহজে সম্মতি প্রদান করেন। ভীম তাড়াতাড়ি মালবরাজ ইন্দ্রবর্মার অশ্বত্থামা নামক দুর্দান্ত হাতীকে গদাঘাতে বধ করেন এবং দ্রোণের নিকটে গিয়া নতমুখে উচ্চস্বরে বলেন,—"অশ্বত্থামা হত হইয়াছে"। আর মনে মনে রাখিলেন যে অশ্বত্থামা নামক খ্যাতনামা গজ হত হইয়াছে। যাহা হউক, ভীম ঐ প্রকারে মিথ্যা বচন বলেন। তাহা শুনিয়া পুত্রের মৃত্যু সংবাদ মনে করিয়া দ্রোণাচার্য অতীব দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হন। তিনি ভয়ঙ্কর ব্রহ্ম অস্ত্র দ্বারা পাণ্ডবপক্ষের সর্বনাশ করিতে থাকেন। পরন্তু অশ্বত্থামার মৃত্যু বিষয়ে তাঁহার মনে কিঞ্চিৎ সংশয় থাকাতে উহার সত্যতা নির্দ্ধারণার্থ তিনি যুধিষ্ঠিরকে জিজ্ঞাসা করেন। কেননা, তাঁহার দৃঢ় ধারণা ছিল যে আবাল্য সত্যবাদী যুধিষ্ঠির কখনও মিথ্যা বলিবেন না। যোদ্ধাগ্রণী দ্রোণ বাঁচিয়া থাকিলে পাণ্ডবদিগকে নিশ্চয় বধ করিবেন, ইহা জানিয়া কৃষ্ণ ব্যথিত হইয়া যুধিষ্ঠিরকে বলেন, "আমি তোমাকে সত্যই বলিতেছি, ক্রোধান্বিত দ্রোণ যদি আধা দিন যুদ্ধ করেন, তবে তোমার সেনার সর্বনাশ হইবে। (সেই হেতু) তুমি দ্রোণ হইতে আমাদিগকে পরিত্রাণ করিতে, (মিথ্যা বল। এই সময়ে) সত্য হইতে মিথ্যা বচন শ্রেয়স্কর হইবে। প্রাণরক্ষার্থ মিথ্যা বলিলে, পাপ স্পর্শ করে না।"[৫] পাণ্ডবদিগকে বাঁচাইবার উদ্দেশ্যে কৃষ্ণের অনুরোধে যুধিষ্ঠির তথা করিতে স্বীকৃত হন।

১) ঐ, ৩।২০।৩৩— আরও দেখ—৫(৪৮।৭৯

২) ঐ, ৫।১৯৩।১০

৩) মহাভা, ৭।১৯০।১০—১২'১

৪) ঐ, ৭।১৯০।১২'২—১৩১

৫) মহাভা, ৭।১৯০।৪৬-৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আচার্য দ্রোণকে মারিতে তাঁহার পুত্রের মৃত্যুর মিথ্যা সংবাদ শুনাইয়া তাঁহার অস্ত্র পরিত্যাগ করান কৃষ্ণের মতে 'যোগ।'[১] অন্যত্র তিনি অর্জুনকে বলেন, 'কর্ণকে বধের একই যোগ আছে। যখন উহার রথের চক্র পৃথিবীতে প্রবেশ করিবে এবং তাহাতে দুঃখিত হইয়া সে বিপদগ্রস্ত হইবে, তখন তুমি উত্তমরূপে অপ্রমত্ত থাকিয়া, প্রমত্ত তাহাকে আমার সঙ্কেত অনুসারে হনন করিবে।'[২] ঐ যোগকে তিনি "অভ্যুপায়"ও বলিয়াছেন।[৩] কৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন যে নানা প্রকার "যোগ" দ্বারাই তিনি জরাসন্ধ, শিশুপাল, একলব্য প্রভৃতি বীরগণকে বধ করিয়াছেন।[৪] "অজয্যা হি বিনা যোগৈর্মৃধে তে দৈবতৈরপি" ('যেহেতু যোগসমূহ বিনা উহারা যুদ্ধে দেবতাগণেরও অজেয় ছিল'); সেই জন্য কৃষ্ণ যোগসমূহ দ্বারা একে একে উহাদের সকলকে বধ করেন।[৫] অশ্বত্থামা দ্বারা নিক্ষিপ্ত নারায়ণাস্ত্র হইতে পাণ্ডব-সৈন্যকে বাঁচাইতে তিনি সকলকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলেন এবং উহাই ঐ অস্ত্রকে ব্যর্থ করিবার "যোগ"।[৬] এই অর্থে 'যোগ' শব্দের প্রয়োগ 'গীতা'য়ও আছে—"যোগঃ কর্মসু কৌশলম্"।[৭]

যোগ বা অলৌকিক শক্তি

কৃষ্ণের সমস্ত যোগ ঐ প্রকার নহে। যাহাতে অর্জুন সূর্যাস্তের পূর্বে জয়দ্রথকে বধ করিয়া আপন প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করিতে পারেন সেই উদ্দেশ্যে কৃষ্ণ যে যোগ বিধান করেন তাহার মূলে অন্য প্রকারের যোগ ছিল। সূর্যের প্রকৃত অস্তগমনের কিঞ্চিৎ পূর্বে "যোগীদিগের ঈশ্বর যোগী হরি কৃষ্ণ যোগ দ্বারা সংযুক্ত হইয়া সূর্যকে আবরণার্থ তম সৃষ্টি করেন। কৃষ্ণ তম সৃষ্টি করিলে সূর্য অস্তগত হইয়াছে বলিয়া (দেখা যাইতে লাগিল)।"[৮] তাহাতে প্রাণভয়ে কৌরবসৈন্যসমুদ্র মধ্যে দূরে লুক্কায়িত জয়দ্রথ সূর্যকে বস্তুত অস্তগত মনে করিয়া ভয় পরিত্যাগ করত বাহির হইয়া অর্জুনের সম্মুখে উপস্থিত হন। তখন কৃষ্ণের ইঙ্গিতে অর্জুন জয়দ্রথকে বধ করেন।[৯] অনন্তর কৃষ্ণ সূর্যের আবরক তম সংহার করেন। তখন কৌরবপক্ষীয়গণ বুঝিতে পারিলেন যে ঐ তম "বাসুদেবপ্রযুক্ত মায়াই" ছিল।[১০] সূর্যের প্রকৃত অস্তগমনের পূর্বে কৌরবসৈন্যসমুদ্রে দূরে লুক্কায়িত জয়দ্রথকে অর্জুনের সম্মুখে আনয়ন করিতে কৃষ্ণ যে যোগ বা উপায়কৌশল্য অবলম্বন করেন তাহার মূলে ছিল তাঁহার যোগ বা অলৌকিক শক্তি বা ঐশ্বর্য। ঐ যোগবলেই তিনি অন্ধকার সৃষ্টি করিয়া সূর্যকে আবৃত করত কৃত্রিম

---

১) কথিত হইয়াছে যে ঐ সময়ে বিশ্বামিত্র, জমদগ্নি, ভরদ্বাজ, গৌতম, প্রভৃতি ব্রহ্মলোকবাসী মহর্ষিগণ সূক্ষ্ম-শরীরে দ্রোণের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে অস্ত্র পরিত্যাগ করিতে বলেন। কেননা, তিনি অধর্মত যুদ্ধ করিতেছিলেন। অনস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিগণকে ব্রহ্মাস্ত্র দ্বারা দগ্ধ করা সাধু নহে। উহা অতি ক্রূরতর কর্ম। বিশেষত বেদবেদাঙ্গবিৎ এবং সত্যধর্মরত ব্রাহ্মণের পক্ষে তাহা উচিত নহে। (মহাভা, ৭।১৯০।৩২-৪০)

২) মহাভা, ৭।১৮০।৩১

৩) ঐ, ৭।১৮১।৩১'১

৪) ঐ, ৭।১৮০।৩২'২—৩৩'১ ; আরও দেখ—৭।১৮১।১,

৫) মহাভা, ৭।১৮১।৬

৬) ঐ, ৭।১৯৯।৩৮

৭) গীতা,

৮) মহাভা, ৭।১৪৬।৬৭'২—৮ আরও দেখ
"যোগমত্র বিধাস্যামি সূর্যস্যাবরণং প্রতি।
অস্তংগত ইতি ব্যক্তং দ্রক্ষত্যেকঃ স সিন্ধুরাট্॥"—(মহাভা, ৭।১৪৬।৬৪)

৯) পূর্বে দেখ।

১০) "বাসুদেবপ্রযুক্তেয়ং মায়েতি"—(মহাভা, ৭।১৪৬।১৩৩'২)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূর্যাস্ত উৎপন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। কৃষ্ণের যে ঐ প্রকার "ঐশ্বর্য যোগ" ছিল, 'মহাভারতে' তাহার আরও একাধিক প্রমাণ আছে। যথা, ঐ যোগবলেই তিনি কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের ঠিক্ প্রাক্কালে অর্জুনকে নিজদেহে সমগ্র বিশ্বকে অর্থাৎ বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন।[১] তৎপূর্বে কৌরবসভায়[২] এবং তৎপরে মরুভূমিতে উত্তঙ্ক মুনিকে[৩]ও তিনি বিশ্বরূপ দেখাইয়াছিলেন। ঐ বিশ্বরূপ মানুষ সাধারণ চক্ষে দেখিতে পারে না। তাই তিনি উহা দর্শনার্থ অর্জুনাদিকে "দিব্যচক্ষু" প্রদান করেন। অন্ধ ধৃতরাষ্ট্রের প্রার্থনায় তিনি তাঁহাকেও উহা দর্শনার্থ শক্তি প্রদান করেন।[৪] কুরুক্ষেত্র প্রাঙ্গণে সমবেত অষ্টাদশ অক্ষৌহিণী লোকের মধ্যে অর্জুন ভিন্ন অপরে এবং কৌরবসভায় সভায় সমবেত বহু জনগণের মধ্যে নির্দিষ্ট সংখ্যক ব্যক্তিগণ ব্যতীত অপরে,—যাহারা ঐ দিব্য চক্ষু লাভ করে নাই, তাহারা ঐ বিশ্বরূপ দেখিতে পায় নাই।

কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের অবসান দিনে যুদ্ধস্থলের অদূরে নিপতিত মুমূর্ষু দুর্যোধনের নিকট অশ্বত্থামা শপথ করেন যে ঐ দিনেই তিনি সমস্ত পাঞ্চালগণকে—যাহারা যুদ্ধ হইতে তখন বাঁচিয়াছিল—বধ করিবেন।[৫] ঐ সময়ে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরে পুত্রশোকাতুর ধৃতরাষ্ট্র ও গান্ধারীকে সান্ত্বনা দিতেছিলেন। ঐ অবস্থায় তিনি অশ্বত্থামার প্রতিজ্ঞা বুঝিতে পারেন,[৬] এবং ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী ও ব্যাসের নিকট তাহা প্রকাশ করেন।[৭] অভিমন্যুর পুত্র পরীক্ষিত মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হন, এবং কৃষ্ণ "তপস্যা ও সত্যের বীর্য্যে" তাঁহাকে সঞ্জীবিত করেন।[৮]

যদি কেহ বিপন্ন হইয়া তাঁহার নিকট কোন প্রার্থনা করিত, কৃষ্ণ দূর হইতে তাহা শুনিতে পাইতেন; যদি কেহ তাঁহাকে ধ্যান করিত, তাহা বুঝিতে পারিতেন। যথা, তিনি হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে থাকিয়া কুরুক্ষেত্রে শরশয্যাগত ভীষ্মের ধ্যান বুঝিতে পারেন; দ্বারকায় থাকিয়া তিনি দুইবার বিপন্না দ্রৌপদীর করুণা-প্রার্থনা শুনিতে পান,—দ্রৌপদী একবার হস্তিনাপুরে কৌরবসভা মধ্যে, অপর বার দ্বৈতবনে ছিলেন। উভয় বারেই কৃষ্ণ অলৌকিক শক্তিবলে দ্রৌপদীকে উদ্ধার করেন। আমরা কিঞ্চিৎ পরে তাহা বর্ণনা করিব। এখানে এই মাত্র বলিব যে শেষের বারে দ্রৌপদীর স্থালী হইতে একটা শাকের কণা খাইয়া কৃষ্ণ বলেন, "ইহার দ্বারা বিশ্বাত্মা ঈশ্বর হরি প্রীত হউক,—যজ্ঞভূক্ দেব তুষ্ট হউক।"[৯] তাহাতে স্নানার্থ অদূরবর্তী নদীতে গত সশিষ্য দুর্বাসা মুনি আকণ্ঠ ভোজনের তৃপ্তি অনুভব করিতে লাগিলেন।[১০]

আর এক ঘটনা অতি আশ্চর্য ও অদ্ভুত। কথিত হইয়াছে যে কৃষ্ণ পুত্রবরলাভার্থ

---

১) কৃষ্ণ বলিয়াছেন যে তিনি তখন যোগযুক্ত হইয়াই ব্রহ্মতত্ত্ব উপদেশ করিয়াছিলেন। ("পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া"—(মহাভা, ১৪।১৬।১৩'১)

২) মহাভা, ৫।১৩১।২—

৩) ঐ, ১৪।৫৫।৪—

৪) পূর্বে দেখ।

৫) ঐ, ৯।৬৫।৩৭-৮

৬) মহাভা, ৯।৬৩।৭১'২

৭) ঐ, ৯।৬৩।৭৩

৮) ঐ, ১০।১৬।৮, ১৬ ; ১৪।৬৬।৯, ১৬-৮ ; ৬৭।৬—; ৬৯।১৭-২৪

৯) মহাভা, ৩।২৬৩।২৫

১০) ঐ, ৩।২৬৩।২৯—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান্ শিবের উদ্দেশ্যে প্রথম বারে হিমালয়স্থ কৈলাসপর্বতে কঠোর তপস্যা করিতেছিলেন।[১] এক দিন নারদ, পর্বত, ব্যাস প্রভৃতি মহর্ষিগণ, দেবকল্প সিদ্ধগণ ও তপোধনগণ, শিষ্যগণ সহ তাঁহাকে দর্শন করিতে তথায় উপস্থিত হন। কৃষ্ণ অতি প্রীত হইয়া তাঁহাদিগকে সমাদর করেন। অনন্তর সকলে বসিয়া ধর্মচর্চা করিতেছিলেন। এমন সময় সকলে দেখিলেন, এক তেজ বা অগ্নি কৃষ্ণের মুখ হইতে নির্গত হইয়া ঐ পর্বতকে দগ্ধ করিতে লাগিল। বৃক্ষলতাদি, তথা পশুপক্ষ্যাদি, সমস্তই তাহাতে ক্রমে নিঃশেষে ভস্মীভূত হইয়া গেল। পর্বত অতি শ্রীহীন হইল। অনন্তর ঐ অগ্নি কৃষ্ণের সমীপে প্রত্যাগমন করত তাঁহার পদদ্বয় স্পর্শ করিল। ঐ পর্বতকে নির্দগ্ধ দেখিয়া তিনি উহার প্রতি সৌম্য দৃষ্টি নিপাত করেন। তাহাতে উহা ক্ষণমধ্যে পুনঃ প্রকৃতিস্থ হইল, উহা পূর্বের ন্যায় বৃক্ষলতাদি এবং পশুপক্ষ্যাদি পূর্ণ হইল, পূর্বের ন্যায় শ্রীসম্পন্ন হইল। ঐ "অদ্ভুত এবং অচিন্ত্য" ব্যাপার দেখিয়া ঋষিগণ পরম বিস্ময়াপন্ন হইলেন। তাঁহাদের জিজ্ঞাসার উত্তরে কৃষ্ণ বলেন যে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত প্রলয়াগ্নি-সদৃশ ঐ অগ্নি "বৈষ্ণব তেজ"।[২] তাঁহার দেহস্থ আত্মাই অগ্নি রূপে তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইয়া "সর্বলোকপিতামহ এবং বরদ" ভগবান্ শঙ্করকে দর্শন করিতে গিয়াছিল এবং তাঁহার নিকট হইতে অভীষ্ট বর লাভ করত প্রত্যাগমন করিয়াছে। বৃষভধ্বজ এই বর দেন যে তাঁহার তেজের অর্ধ কৃষ্ণের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করিবে। ঐ তেজ কৃষ্ণের পায়ে পড়িয়া শিষ্যবৎ সেবা করত শান্ত ও প্রকৃতিস্থ হয়।

মহাযুদ্ধের অবসান সময়ের একটা ব্যাপার কম আশ্চর্যজনক নহে। দুর্যোধন নিহত হওয়ার পরে যখন পাণ্ডবগণ নিজেদের শিবিরে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন কৃষ্ণ অর্জুনকে বলেন, তোমার গাণ্ডীব ধনু এবং অক্ষয় তূণীরদ্বয় ধারণ পূর্বক তুমি রথ হইতে প্রথমে অবতরণ কর, আমি পরে অবতরণ করিব; কেননা, তাহাতেই তোমার কল্যাণ হইবে। অর্জুন তাহাই করিলেন। তারপর যেই কৃষ্ণ ঘোড়ার লাগাম ছাড়িয়া রথ হইতে অবতরণ করেন, তখনই ঐ মহারথ বিনা অগ্নিতে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। উহার দিব্য কপিধ্বজ অন্তর্হিত হইল। দেখিতে দেখিতে ঘোড়াসহ সমস্ত রথ পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া সকলে অতীব বিস্মিত হইল। অর্জুন কৃতাঞ্জলি হইয়া কৃষ্ণকে প্রণাম করত প্রণয় সহকারে ঐ আশ্চর্য ব্যাপারের কারণ জিজ্ঞাসা করেন। কৃষ্ণ উত্তর করেন যে ঐ রথ পূর্বেই দ্রোণ ও কর্ণের বহুবিধ দিব্য অস্ত্রসমূহ দ্বারা,—ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ দ্বারা দগ্ধ হইয়াছিল। তবে তিনি অধিষ্ঠিত ছিলেন বলিয়াই বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়া যায় নাই। অর্জুনের কর্ম শেষ হইয়া যাওয়াতে, যেই তিনি উহা ছাড়িয়া দেন, তখনই উহা দগ্ধ হইয়া বিশীর্ণ হয়।[৩] ঐ বিষয়ে একটা শঙ্কা করা যাইতে পারে। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের ১৫শ দিবসে আচার্য দ্রোণ এবং ১৭শ দিবসে কর্ণ দেহত্যাগ করেন। আঠার দিনে যুদ্ধ সমাপ্ত হয়। দ্রোণের দেহত্যাগের পরে কৃষ্ণ কি রথ হইতে অবতরণ করেন নাই? তিনি কি যুদ্ধের শেষ তিন চার দিনরাত্রি

১) ঐ, ১৩।১৩৯।১০—পূর্বে দেখ।

২) ঐ, ১৩।১৩৯।৩০ ; আরও দেখ—১৩।১৩৯।১৩ ("নারায়ণ তেজ")

৩) মহাভা, ৯।৬২।৮—১৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রথেই বাস করিতেন? খাওয়া-শোওয়াদি নিত্যকৃত্য কর্মসমূহ রথে থাকিয়াই করিতেন? ঐ প্রকার করিতেন বলিয়া মনে করা, কষ্টকল্পনাই হইবে। আর যদি না করিতেন, তবে তাঁহাকে রথ হইতে অবতরণ করিতে হইত। অশ্বসেবার জন্যও ত তাঁহাকে প্রতিদিন রথ হইতে অবতরণ করিতে হইত। তখন কেন রথ ভস্ম হইয়া যায় নাই? অন্ততঃ একদিন,—যেই দিন অশ্বত্থামা নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করেন সেইদিন উহা হইতে আত্মরক্ষার্থ, যেমন অপরকে তেমন তাহাকেও রথ হইতে অবতরণ করিতেই হইয়াছিল। উহা দ্রোণাচার্যের দেহত্যাগের পরের ঘটনা। কেননা, অধর্ম উপায়ে কপটতা দ্বারা দ্রোণ নিহত হইয়াছেন জানিয়াই তাঁহার পুত্র অশ্বত্থামা ক্রোধে উন্মত্ত হইয়া পাণ্ডবদিগের উপর নারায়ণাস্ত্র নিক্ষেপ করেন। সেইদিন কেন অর্জুনের রথ ভস্ম হইয়া যায় নাই? এই সকল শঙ্কার উত্তর এই যে যুদ্ধার্থ অর্জুনের ঐ মহারথের প্রয়োজন ছিল। সেই কারণে উহাকে অটুট রাখিতে কৃষ্ণ আপন যোগশক্তিবলে দ্রোণের ও কর্ণের ব্রহ্মাস্ত্রসমূহের তেজ নিরুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন। তিনি রথ হইতে নামিয়া গেলেও ঐ যোগশক্তির প্রভাব অক্ষুণ্ণ থাকিত। সুতরাং ব্রহ্মাস্ত্রের তেজ উহাকে দগ্ধ করিতে পারিত না। যেই দিন যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়, সেই দিন ঐ রথেরও প্রয়োজন শেষ হইয়া যায়। তাই ঐ দিন উহা হইতে অবতরণের সঙ্গে কৃষ্ণ তাঁহার যোগশক্তি উপসংহার করেন। তাহাতে উহা দগ্ধ হইয়া গেল।

'হরিবংশে' এবং কোন কোন পুরাণে কৃষ্ণের অদ্ভুত যোগৈশ্বর্যের আরও বহু প্রমাণ পাওয়া যায়। সেই সকলের উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। তবে ইহা বলা উচিত মনে হয় যে কৃষ্ণের যোগশক্তি নিত্য ছিল না বোধ হয়। 'মহাভারতে' তাহার প্রমাণ আছে। যথা, ভগবান্ শিবের উদ্দেশ্যে তাঁহার কঠোর তপস্যার দ্বিতীয় বারে, যখন ভগবান্ শঙ্কর তাঁহার সম্মুখে প্রকট হন, কৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন,

"ঈক্ষিতুং চ মহাদেবং ন মে শক্তিরভূত্তদা।"[১]

'তখন মহাদেবকে ঈক্ষণ করিতে আমার শক্তি ছিল না'। যখন ভগবান মহাদেব তাঁহাকে দর্শন শক্তি দেন, তখনই তিনি উঁহাকে দেখিতে পাইলেন। কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের অল্প কয়েক দিন পরে এক দিন অর্জুন কৃষ্ণকে বলেন যে যুদ্ধের প্রাক্কালে তিনি যে তত্ত্বোপদেশ তাঁহাকে (অর্জুনকে) দিয়াছিলেন—যাহা 'গীতা'য় লিপিবদ্ধ আছে, তাহা তিনি (অর্জুন) বিস্মৃত হইয়াছেন। সেই তত্ত্ব পুনঃ শুনাইতে অর্জুন কৃষ্ণকে অনুরোধ করেন। তখন কৃষ্ণ "ন চ সাঽদ্য পুনর্ভূয়ঃ স্মৃতির্মে সংভবিষ্যতি" ('আজ আমার সেই স্মৃতি পুনরায় সম্যক্ প্রকারে হইবে না')।[২] সেই কারণে,

"ন চ শক্যং পুনর্বক্তুমশেষেণ ধনঞ্জয় ॥
স হি ধর্মঃ সুপর্যাপ্তো ব্রহ্মণঃ পদবেদনে।
ন শক্যং তন্ময়া ভূয়স্তথা বক্তুমশেষতঃ ॥
পরং হি ব্রহ্ম কথিতং যোগযুক্তেন তন্ময়া।"

১) মহাভা. ১৩।১৪।৪০৪'২   ২) ঐ, ১৪।১৬।১০'২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'হে ধনঞ্জয়, উহা নিঃশেষে (অর্থাৎ সম্পূর্ণতঃ) পুনরায় বলিতে আমি সমর্থ নহি। ঐ ধর্ম ব্রহ্মকে জানিতে সুপর্যাপ্ত ছিল। উহাকে পুনরায় ঠিক সেই প্রকারে সম্পূর্ণতঃ বলিতে আমি সমর্থ নহি। কেননা, তখন যোগযুক্ত হইয়াই আমি পরব্রহ্ম(তত্ত্ব) বলিয়াছিলাম।'[১]

ইহা দেখা যাইবে যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য কৃষ্ণ কখন কখন আপন অলৌকিক শক্তির সাহায্য লইতেন। তিনি নিজমুখে স্বীকার করিয়াছেন দৌত্যার্থ হস্তিনাপুরে গিয়া তিনি অপর উপায় বিফল হইবার পর' অদ্ভুত, ঘোর ও দারুণ অমানুষিক কর্মসমূহ প্রদর্শন করেন।[২]

মোহপ্রাপ্তি

'মহাভারতে' দেখা যায়, কৃষ্ণের কখন কখন মোহপ্রাপ্তিও হইয়াছিল। তিনি নিজ মুখে যুধিষ্ঠিরাদির নিকট স্বীকার করিয়াছেন যে সৌভ-রাজ শাল্বের সহিত যুদ্ধে তাঁহার মোহপ্রাপ্তি হইয়াছিল। তখন উভয়েই মায়া দ্বারা যুদ্ধ আরম্ভ করিয়াছিলেন; একের মায়াকে অন্যের মায়া দ্বারা বিনাশ করিতেছিলেন। একবার শাল্ব এমন মায়া বিস্তার করেন যে কৃষ্ণ দেখেন আকাশে যেন শত শত সূর্য, শত শত চন্দ্র এবং সহস্র অযুত তারা উদিত আছে। তাহাতে ঐ সময় দিন কি রাত্রি, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন না; দিকের জ্ঞানও তাঁহার হইল না। তিনি মোহ প্রাপ্ত হন ("ততোঽহং মোহমাপন্নঃ")। তখন তিনি "প্রজ্ঞাস্ত্র" দ্বারা শাল্বের ঐ মায়াময় অস্ত্র বিনাশ করেন এবং জ্ঞান প্রাপ্ত হন।[৩]

আর একবারের ব্যাপার অতি হৃদয়ন্তুদ। ঐ যুদ্ধে ব্যাপৃত থাকা কালে কৃষ্ণ দেখেন এক ব্যক্তি রথে চড়িয়া ত্বরিতগতিতে তাঁহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত। তিনি চিনিতে পারিলেন সে দ্বারকাবাসী রাজা উগ্রসেনের চাকর এবং সে দুঃখে গদগদ কণ্ঠে বলিতে লাগিল 'আপনার পিতার সখা দ্বারকাধিপতি উগ্রসেন আপনাকে অতি শীঘ্র দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করিতে বলিয়াছেন। কেননা, আপনি চলিয়া আসার পর, শাল্ব দ্বারকা আক্রমণ করে এবং আপনার পিতা বসুদেবকে বলপূর্বক বধ করিয়াছে। সুতরাং, তিনি বলিয়াছেন যে, আপনার এখানে যুদ্ধ করা ব্যর্থ; শীঘ্র দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করত উহাকে রক্ষা করুন; উহাই আপনার মহত্তর কর্তব্য।' ঐ অতি অপ্রিয় কথা শুনিয়া কৃষ্ণ পরম দুঃখিত হইলেন এবং কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন। দ্বারকাকে রক্ষার সুব্যবস্থা করিয়াই তিনি শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিতে আসিয়াছিলেন। বলদেব, সাত্যকি, প্রদ্যুম্ন, প্রভৃতি মহারথিগণকে উহার রক্ষার্থ রাখিয়া আসিয়াছিলেন। দ্বারকার দুরবস্থার কথা শুনিয়া তিনি মনে মনে উঁহাদিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন। আবার বসুদেবের মৃত্যুর কথা মনে হওয়াতে বুঝিলেন যে উঁহাদেরও মৃত্যু হইয়াছে। সুতরাং তাঁহার সর্বনাশ হইয়াছে। উহা ভাবিয়া তিনি বিহ্বল হইয়া পড়েন। তথাপি তিনি শাল্বের সহিত যুদ্ধ করিতে থাকেন। এমন সময়ে তিনি সহসা দেখিলেন যে তাঁহার পিতার মৃতদেহ সৌভনগর হইতে তাঁহার সম্মুখে নিপতিত হইল। উহা অতি মলিন এবং দুর্দশাময় ছিল। শাল্বের লোকগণ উহাকে খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে আরম্ভ করে। ঐ সকল দেখিয়া তাঁহার হৃদয় জোরে জোরে কম্পিত হইতে লাগিল; তিনি "মোহাপন্ন" হইলেন; তাঁহার হাত হইতে

---

১) ঐ, ১৪।১৬।১১'২—১৩'১ ২) ঐ, ৫।১৫০।১১

৩) মহাভা, ৩।২০।৩৯—৪১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শার্ঙ্গধনু খসিয়া পড়িল ; এবং তিনি রথের উপর বসিয়া পড়িলেন। তাঁহাকে মৃত মনে করিয়া তাঁহার সৈন্যগণ হাহাকার করিয়া উঠিল। অল্পক্ষণ পরে কৃষ্ণ সংজ্ঞালাভ করেন। সৌভনগর, কিংবা শাল্ব, কিংবা তাঁহার পিতার মৃতদেহ,—কাহাকেও তিনি দেখিলেন না। তাহাতে তাঁহার মনে এই দৃঢ়নিশ্চয় হইল যে তৎসমস্তই মায়া। প্রবুদ্ধ হইয়া তিনি আবার যুদ্ধ করিতে থাকেন।[১]

ইহার পরে আরও দুইবার শাল্ব কৃষ্ণকে মায়া দ্বারা মোহমুগ্ধ করে।[২] ইহা প্রণিধান কর্তব্য যে ঐ সকল ঘটনা কৃষ্ণের অবতার বলিয়া,—জগতের সৃষ্ট্যাদিকর্তা ব্রহ্মা স্বয়ং বলিয়া পরিঘোষিত হওয়ার পরের কালের। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞের সময়েই কৃষ্ণের মাহাত্ম্য সর্বসমক্ষে ঘোষিত হয়। তাঁহার তথায় ব্যাপৃত থাকা কালে সৌভরাজ শাল্ব দ্বারকা আক্রমণ করত উহার অতি দুর্দশা করেন। তিনি তথায় প্রত্যাবর্তন করত উহা দেখিতে পান এবং দুঃখিত ও ক্রোধান্বিত হইয়া শাল্বের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিতে আয়োজন করেন। যখন হস্তিনাপুরে দ্যূতক্রীড়া হইতেছিল, তখন কৃষ্ণ শাল্বের সহিত যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন।[৩] সুতরাং ঐ সময়েই কৃষ্ণ মোহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। দ্যূতে পরাজিত হইয়া পাণ্ডবেরা বনে গমন করিয়াছেন শুনিয়া কৃষ্ণ আত্মীয় স্বজনগণকে লইয়া তাঁহাদের সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। ঐ সময়ে তিনি তাঁহার ঐ মোহপ্রাপ্তির কথা বিবৃত করেন। তবে উহাকে তাঁহার মনুষ্যবৎ ব্যবহার জনিত বলিয়া ব্যাখ্যা করা যাইতে পারে। অথবা সহজ ভাবে ইহা বলা যাইতে পারে দৈবী মায়া কখন কখন কিছু কালের আসুরী মায়া দ্বারা পরাভূত হইয়া থাকে।

কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময়েও কৃষ্ণ একবার মোহাপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয়। একদিন দুর্যোধনের পক্ষের মালবত্রিগর্তাদিদেশীয় বীরগণ বাণ বর্ষণ করত কৃষ্ণ ও অর্জুনকে এমন আচ্ছাদিত করিয়া দেন যে তাঁহাদিগকে এবং তাঁহাদের ধ্বজরথাদিকে দেখা যাইতেছিল না,—তাঁহারা পরস্পরকেও দেখিতেছিলেন না। তখন বিপক্ষীয় সৈন্যগণ চীৎকার করিয়া উঠিল "কৃষ্ণদ্বয় হত হইয়াছে", এবং হর্ষে কাপড় উড়াইতে লাগিল ("বাসাংস্যাদুধুবুঃ"), তীব্র সিংহনাদ করিতে লাগিল ও ভেরী শঙ্খাদি জোরে জোরে বাজাইতে লাগিল। তাহা শুনিয়া কৃষ্ণের যেন ভ্রম হইয়া গেল। কেননা কথিত হইয়াছে যে

"ততঃ প্রসিষ্বিদে কৃষ্ণঃ খিন্নশ্চার্জুনমব্রবীৎ।
ক্বাসি পার্থ ন পশ্যে ত্বাং কচ্চিজ্জীবসি শত্রুহন্॥"[৪]

'তখন কৃষ্ণ ঘামিতে লাগিলেন। তিনি বড় দুঃখিত হইয়া অর্জুনকে বলেন, "হে পার্থ, তুমি কোথায়? আমি তোমাকে দেখিতেছি না। হে শত্রুহন্তা, তুমি জীবিত আছ কি?" কৃষ্ণের ঐ কাতর বচন শুনিয়া অর্জুন তাড়াতাড়ি বায়ব্যাস্ত্র দ্বারা ঐ শরকূহর উড়াইয়া দেন।

কৃষ্ণোপাসনা

বর্তমান 'মহাভারত' হইতে মনে হয় যে কৃষ্ণের জীবদ্দশাতেই লোকে তাঁহাকে ভগবানের অবতার বলিয়া,—স্বয়ং ভগবান নারায়ণ বা বিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করিতে আরম্ভ করে, যথা,

১) ঐ, ৩।২১।১১—৩১ ২) দেখ—মহাভা, ৩।২২।২-৪, ৮-৯ ৩) ঐ, ৩।১৪।২
৪) মহাভা. ৭।২৯।২১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যখন দুঃশাসন কৌরব-সভা মধ্যে পাণ্ডব-পত্নী দ্রৌপদীকে অপমানিত ও লাঞ্ছিত করেন এবং তাঁহাকে বিবস্ত্রা করিতে প্রচেষ্টা করেন, যখন তাঁহার আকুল প্রার্থনা সত্ত্বেও তাঁহার পতি যুধিষ্ঠিরাদি, কিংবা ভীষ্মদ্রোণাদি ধর্মাত্মা মহাবীরগণ,—কেহই তাঁহার সাহায্যার্থে তাঁহাকে ঐ নিদারুণ অপমান হইতে বাঁচাইতে অগ্রসর হইলেন না, তখন দ্রৌপদী, অপর কোন উপায় না দেখিয়া, মনে মনে কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। "হে দ্বারকাবাসী গোবিন্দ, হে গোপীজনপ্রিয় কৃষ্ণ, হে কেশব, আমি যে কৌরবগণ দ্বারা পরিভূতা হইতেছি, তাহা কি তুমি জানিতেছ না? হে নাথ, হে রমানাথ, হে ব্রজনাথ, হে আর্তিনাশন জনার্দন, কৌরব-সমুদ্রে নিমগ্ন আমাকে উদ্ধার কর। হে কৃষ্ণ, হে মহাযোগী কৃষ্ণ, হে বিশ্বভাবন ও বিশ্বাত্মা গোবিন্দ, কুরুদিগের মধ্যে দুঃখিতা (হইয়া তোমাতে) প্রপন্না আমাকে রক্ষা কর।" ত্রিভুবনেশ্বর হরি কৃষ্ণকে এইরূপে অনুস্মরণ করত দুঃখিতা দ্রৌপদী রোদন করিতে লাগিলেন।[১] কথিত হইয়াছে যে তাঁহার ঐ কাতর প্রার্থনা কৃষ্ণ শুনিয়াছিলেন। ঐ সময়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় শয্যাগত ছিলেন। পরন্তু তাহা শুনিয়া তিনি করুণায় আর্দ্র হইয়া তাড়াতাড়ি শয্যা পরিত্যাগ করত উঠিয়া পড়েন এবং দৌড়াইয়া গিয়া দ্রৌপদীর বস্ত্রকে আশ্রয় করেন। তাহাতে বস্ত্র অফুরন্ত হইল। দুঃশাসন বস্ত্র টানিতে টানিতে শ্রান্ত হইয়া পড়িলেন। সভামধ্যে বস্ত্রের রাশি জমিয়া গেল। পরন্তু দ্রৌপদী যেমন তেমনই সবস্ত্রা রহিয়া গেলেন। তিনি লজ্জা হইতে রক্ষা পাইলেন। আর দুঃশাসন শ্রান্ত ও লজ্জিত হইয়া বসিয়া পড়িলেন। ঐ অদ্ভুত ব্যাপার দেখিয়া উপস্থিত সকলে দ্রৌপদীকে প্রশংসা করিতে ও ধৃতরাষ্ট্রপুত্রগণকে নিন্দা করিতে লাগিল। আরও একবার ঐ প্রকার সঙ্কটে পড়িয়া দ্রৌপদী কৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করেন এবং তাঁহার কৃপায় আপন পতিগণকে মুক্ত করেন। পাণ্ডবগণ তখন বনবাসে। একদিন, দুরাত্মা দুর্যোধন কর্তৃক প্রেরিত হইয়া, মহর্ষি দুর্বাসা, এক অযুত শিষ্য সহ, তাঁহাদের অতিথি হন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে বিধিবৎ পূজা করেন এবং আতিথ্যে নিমন্ত্রণ করেন। দুর্বাসা শিষ্যবৃন্দসহ অদূরবর্তী নদীতে স্নানাহ্নিক সমাপন করিতে গমন করেন। এদিকে ঘরে অতিথি সৎকারের উপযুক্ত অন্নাদি ছিল না। কেননা, দ্রৌপদী তৎপূর্বেই ভোজন শেষ করিয়াছিলেন, তাই অতিথিকে কি প্রকারে খাওয়াইবেন, তাহা ভাবিয়া তিনি চিন্তান্বিত হইলেন। ওদিকে দুর্বাসা স্নান সারিয়া আসিয়া অন্ন না পাইলে শাপ দিবেন। তাহাতে পতিদিগের সর্বনাশ হইবে। তাহা ভাবিয়া তাঁহার চিন্তা আরও বাড়িল। ঐ মহান সঙ্কট হইতে উদ্ধারের জন্য তিনি মনে মনে কৃষ্ণকে চিন্তা করিলেন। হে কৃষ্ণ, হে মহাবাহু দেবকীনন্দন কৃষ্ণ, হে অব্যয় বাসুদেব, হে জগন্নাথ, হে প্রণতার্তিবিনাশন, হে বিশ্বজনক, বিশ্বাত্মা ও বিশ্বহর্তা, হে অব্যয় প্রভু, হে প্রপন্নপাল, হে গোপাল, হে প্রজাপাল, হে পরাৎপর, হে আকূতি ও চিত্তিসমূহের প্রবর্তক, তোমাকে নমস্কার।......আমি তোমার শরণাগত। হে শরণাগতবৎসল

১) মহাভা, ২।৬৮।৪১-৪৪ ; আরও দেখ—৫।৫৯।২২ কথিত হইয়াছে ঐ সময়ে দ্রৌপদী কৃষ্ণের ন্যায় অর্জুনকেও পরিত্রাণার্থ স্মরণ করিয়াছিলেন,—

"কৃষ্ণং চ জিষ্ণুং চ হরিং নরং চ ত্রাণায় বিক্রোশতি যাজ্ঞসেনী।" (মহাভা, ২।৬৭।৩৩২; ২।৬৮।৪৬'১)

সুতরাং নারায়ণ ও নর ঋষিরূপেই দ্রৌপদী কৃষ্ণ ও অর্জুনের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। তাহাতে মনে হয় যে নর-নারায়ণের উপাসনা পূর্ব হইতেই প্রচলিত ছিল এবং অর্জ্জুন-কৃষ্ণ উঁহাদের অবতার বলিয়া তখন পরিগণিত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেব কৃপা দ্বারা আমাকে রক্ষা কর।......হে দেবেশ, তুমি নাথ হইলে সমস্ত আপৎ হইতে ভয় থাকে না। যেমন পূর্বে (কৌরব)সভায় দুঃশাসনের হাত হইতে আমাকে মুক্ত করিয়াছিলে, তেমন এই সঙ্কট হইতেও আমাকে উদ্ধার কর।"[১] ঐ সময়ে কৃষ্ণ দ্বারকায় ভোজনান্তে শয্যায় শুইয়া আরাম করিতেছিলেন। বিপন্না দ্রৌপদীর ঐ করুণ প্রার্থনা তাঁহার শ্রবণে গিয়া পৌঁছে। দ্রৌপদীর সঙ্কট জানিতে পারিয়া তিনি সহসা অচিন্ত্যগতিতে উঁহার সন্নিকটে উপস্থিত হন এবং উহাকে মুক্ত করেন।

কথিত হইয়াছে যে দ্রৌপদীর স্বয়ম্বর-সভায় ব্রাহ্মণ-ছদ্মবেশী অর্জুন লক্ষ্যভেদ করিতে উঠিয়া ধনুর নিকট গিয়া "বরদদেব প্রভু ঈশানকে নত মস্তকে প্রণাম করত এবং কৃষ্ণকে মনে মনে স্মরণ করত ('কৃষ্ণং চ মনসা কৃত্বা') ধনু গ্রহণ করেন।"[২] কৃষ্ণকে মহাপুরুষ বলিয়া না মানিলে অর্জুন ঐ সময়ে ভগবান শিবের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহাকেও স্মরণ করিতেন না।

কুরুক্ষেত্রে শরশয্যায় থাকিয়া ভীষ্ম কৃষ্ণের ধ্যান করেন। তদানীন্তন কালের প্রধান প্রধান ব্রহ্মবাদী মুনিগণ, ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ ঐ সময়ে তথায় উপস্থিত ছিলেন। উঁহাদের দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকিয়া "শরতল্পগত পুরুষব্যাঘ্র ভীষ্ম মন, বাণী ও কর্ম দ্বারা (অর্থাৎ সম্পূর্ণ একাগ্রচিত্তে) কৃষ্ণকে প্রকৃষ্টরূপে ধ্যান করেন। (এইরূপে) শুচি হইয়া করজোড়ে হৃষ্টপুষ্ট স্বরে মধুসূদনকে স্তুতি করেন।"[৩] অনন্তর তিনি 'নম কৃষ্ণায়' বলিয়া তদ্গতচিত্তে প্রণাম করেন।[৪] ঐ সময়ে কৃষ্ণ হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে ছিলেন। তথা হইতে তিনি তাহা অবগত হন। তিনি বিছানায় উঠিয়া বসেন এবং তাঁহার মন ভীষ্মগত হয়।[৫] আরও কথিত হইয়াছে যে "মাধব হরি যোগ দ্বারা ভীষ্মের নিকটে অভিগমন করত তাঁহাতে ভক্তি এবং ত্রৈলোক্যদর্শন দিব্য-জ্ঞান প্রদান করত (নিজের শরীরে প্রত্যা)গমন করেন।"[৬] তাঁহার প্রতি ভীষ্মের পরাভক্তি হেতু কৃষ্ণ তাঁহাকে (ভীষ্মকে) দিব্যমূর্তি প্রদর্শন করান।[৭] দেহত্যাগের সময়েও ভীষ্ম কৃষ্ণকে স্তুতি করেন এবং তাঁহার অনুমতি প্রার্থনা করেন। 'হে ভগবান, হে দেবদেবেশ, হে ত্রিবিক্রম, হে শঙ্খচক্রগদাধর, হে সুরাসুরনমস্কৃত, তোমাকে নমস্কার। তুমি বাসুদেব, হিরণ্ময় পুরুষ, সবিতা ও বিরাট্। তুমি জীবভূত,—(জীবের) অনুরূপ সনাতন পরমাত্মাই। হে পুণ্ডরীকাক্ষ পুরুষোত্তম, নিত্যশঃ আমাকে ত্রাণ কর। হে বৈকুণ্ঠ পুরুষোত্তম কৃষ্ণ, আমাকে অনুজ্ঞা প্রদান কর।"[৮] হে কৃষ্ণ,

১) মহাভা, ৩।২৬৩।৯—১৫ ; আরও দেখ—৩।২৬২।৪২—

২) ঐ, ১।১৯০।১৮

৩) ঐ, ১২।৪৭।১৩.২—১৪ ; তাঁহার সেই স্তব (১২।৪৭।১৬—৯১) অধুনা 'ভীষ্মস্তবরাজ' নামে হয়। তৎপূর্বেও তিনি কৃষ্ণ সম্বন্ধে এক 'ব্রহ্মভূত স্তব' রচনা করেন। (মহাভা, ৬।৬৮।১—

৪) ভীষ্মকৃত কৃষ্ণ-স্তবে কৃষ্ণকে প্রণামের এই মাহাত্ম্য বিবৃত হইয়াছে,—"যাহারা অতসীপুষ্পসঙ্কাশ এবং পীত-বাস অচ্যুতকে বা গোবিন্দকে নমস্কার করে, তাহাদের কোন ভয় থাকে না। দশ অশ্বমেধ যজ্ঞের (সমাপনান্তের) অবভৃথ স্নানও কৃষ্ণকে কৃত একটা প্রণামের তুল্য হয় না। কেননা, দশাশ্বমেধী পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয়, আর কৃষ্ণপ্রণামী পুনর্জন্ম প্রাপ্ত হয় না। যাহারা কৃষ্ণব্রত,—রাত্রিতে (শুইবার সময়ে) এবং পুনঃ উত্থিত হইয়া কৃষ্ণকে অনুস্মরণ করে—এবং কৃষ্ণদেহ, তাহারা কৃষ্ণে প্রবেশ করে, যেমন মন্ত্র দ্বারা হুত ঘৃত অগ্নিতে প্রবেশ করে। (মহাভা, ১২।৪৭।৯০-৯২) সুতরাং ভীষ্মের মতে, যাহারা কৃষ্ণে তন্ময় হয়,—কৃষ্ণময় হয়, তাহারা দেহান্তে কৃষ্ণে বিলীন হয়,—তাহাদের ব্যক্তিত্ব থাকে না।

৫) মহাভা, ১২।৪৫।১২=৪৬।১১

৬) ঐ, ১২।৪৭।১০১

৭) ঐ, ১২।৫১।১০

৮) ঐ, ১৩।৬৭।৬৭-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই তুমি[১] আমাকে অনুজ্ঞা দাও। আমি কলেবর ত্যাগ করিব। তোমার দ্বারা সমনুজ্ঞাত হইলে আমি পরমাগতি লাভ করিব।"[২] কথিত হইয়াছে যে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে ভীষ্ম দুইবার তীক্ষ্ণ বাণসমূহ দ্বারা কৃষ্ণকে বিক্ষত করেন;[৩] এবং কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া পাণ্ডব পক্ষকে রক্ষার্থ, ভীষ্মকে বধ করিতে উদ্যত হন।[৪] পরন্তু তখনও ভীষ্ম ইহা বিস্মৃত হন নাই যে কৃষ্ণ 'দেবেশ', 'দেবদেব', 'লোকনাথ', 'জগন্নিবাস' ও 'সর্বশরণ্য'।[৫] তখনও তিনি কৃষ্ণের শরণাপন্ন হন। তিনি কৃষ্ণের হাতে মৃত্যু আকাঙ্খা করেন। কেননা, তিনি বলেন, তাঁহার (কৃষ্ণের) হাতে মৃত্যু হইলে তাঁহার ইহপরলোকে শ্রেয় লাভ হইবে,—তিনি ত্রিলোকে সম্ভাবিত হইবেন। তাই তিনি বলেন, "প্রহরস্ব যথেষ্টং বৈ দাসোঽস্মি তব চানঘ" (হে অনঘ, আমি তোমার দাস। আমাকে তোমার ইচ্ছানুসার প্রহার কর।"[৬] ভগবানকে শত্রুভাবে উপাসনার পদ্ধতি এদেশে প্রচলিত আছে। ঐ যুদ্ধকালেই কৃষ্ণের "আগম ও প্রতিষ্ঠা" বর্ণনা করিতে গিয়া ভীষ্ম দুর্যোধনকে বলেন, "এই প্রকারে তাঁহাকে আচার্য, পিতা ও গুরু বলিয়া জান। কৃষ্ণ যাহার উপর প্রসন্ন হয়, তাহার দ্বারা অক্ষয় লোকসমূহ জিত হইয়াছে। ভয় উপস্থিত হইলে যে কেশবের শরণ গ্রহণ করে, অথবা যে মনুষ্য ইহা (এই স্তব) সদা পাঠ করে, সে স্বস্তিলাভ করে এবং সুখী হয়। যে সকল মনুষ্য কৃষ্ণে প্রপন্ন হয়, তাহারা মোহপ্রাপ্ত হয় না। মহদ্ ভয়ে নিমগ্ন ব্যক্তিকেও জনার্দন নিত্য পরিত্রাণ করে।[৭] তিনি আরও বলেন যে সনৎকুমারপ্রমুখ যোগবিদ্ ঋষিগণ পুরুষোত্তম ভগবান হরিকে বা কৃষ্ণকে নিত্য অভ্যর্চনা করেন ও স্তুতি করেন।[৮] "নিত্যযুক্ত এবং কৃতলক্ষণ ব্রাহ্মণগণ, ক্ষত্রিয়গণ, বৈশ্যগণ এবং শূদ্রগণ দ্বারা স্বকর্মসমূহ দ্বারা তিনি সেবিত এবং অভ্যর্চিত হইয়া থাকেন।"[৯]

এক স্থলে ইহা বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ শিব ব্যাসনারদাদি ঋষিগণকে কৃষ্ণ সম্বন্ধে বলেন, "তোমরা তাঁহার নিকটে গিয়া, যেমন শাশ্বত ব্রহ্মকে তেমন তাঁহাকে, বাক্যরূপ মালাসমূহ দ্বারা, তথা উত্তম অর্হণ দ্রব্যসমূহ দ্বারা, যথাবিধি অর্চনা কর।" যে আমাকে কিংবা পিতামহ ব্রহ্মাকে দর্শন করিতে অভিলাষ করে, তাহার উচিত প্রতাপবান্ ভগবান্ বাসুদেবকে দর্শন করা। কেননা, তাঁহার দর্শন হইলে আমার, পিতামহ (ব্রহ্মার) কিংবা দেবেশ (বিষ্ণুর) দর্শন হয়। তাহাতে আমার কোন সংশয় নাই। হে তপোধনগণ, তোমরা ইহা জান। সেই পুণ্ডরীকাক্ষ যাহার উপর প্রীত হইবেন, ব্রহ্মাদি সমস্ত দেবগণ তাহার উপর প্রীত হইবেন। মনুষ্যলোকে যে কেশবকে সম্যক আশ্রয় করিবে, তাহার (ইহকালে) কীর্তি এবং জয়, আর (পরকালে) স্বর্গ, লাভ হইবে।......প্রভু ভগবান নারায়ণ হরি নিশ্চয় স্বর্গলোকে শ্রেষ্ঠ। তিনি নিশ্চয় বন্দিত হইলে বন্দনা করেন, মানিত হইলে মান করেন, অর্হিত হইলে নিত্য অর্হণ

১) অর্থাৎ নারায়ণ ঋষি তুমি (মহাভা, ১৩।১৬৭।৪৩-৪)
২) মহাভা, ১৩।১৬৭।৪৫
৩) মহাভা, ৬।৫৯।৬১-৪ ; ৬।১০৬।৫২
৪) ঐ, ৬।৫৯।৭৯—; ১০৬।৫৬
৫) ঐ, ৬।৫৯।৯৭-৮ ; ১০৬।৬৪-৭
৬) ঐ, ৬।১০৬।৬৭·১
৭) মহাভা; ৬।৬৭।২২-৪
৮) ঐ, ৬।৬৮।১১
৯) ঐ, ৬।৬৬।৩৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন, পূজিত হইলে প্রতিপূজা করেন, দৃষ্ট হইলে অহরহ দর্শন করেন, সংশ্রিত হইলে প্রতিসংশ্রয় করেন এবং অর্চিত হইলে সে দেব নিত্য অর্চনা করেন। হে দ্বিজসত্তমগণ, ইহা নিশ্চয়ই সেই অনবদ্য বিষ্ণুর পরম ব্রত। এঈ ভুবনে সজ্জনগণ সেই মহান আদিদেবের চরিতসমূহকে আচরণ করে। সনাতন তিনি দেবগণেরও দ্বারা অভ্যর্চিত হন। তাঁহার অনুব্রতগণ অনুরূপ অভয় দ্বারা যুক্ত হইয়া থাকে। সুতরাং দ্বিজগণের উচিত মন, বাণী, ও কর্ম দ্বারা সদা তাঁহাকে নমস্কার করা। দেবকীসুত যত্নবান্ মনুষ্যগণের সমীপে গমনপূর্বক দ্রষ্টব্য। হে মুনিসত্তমগণ, এই মার্গ মৎকর্তৃক তোমাদের নিকট অভিহিত হইল। সেই দেবকে দর্শন করিলে সুরসত্তমগণ সর্বশঃ দৃষ্ট হন। সেই মহাবরাহদেবকে, সর্বলোকপিতামহকে, জগতপতিকে, আমিও নিত্য নমস্কার করি।"[১] তাহাতে মনে হয় যে শৈবগণও কৃষ্ণকে অবতারজ্ঞানে উপাসনা করিতেন।

যুধিষ্ঠিরের রাজসূয়মহাযজ্ঞে "সর্বশংসয়ছিন্নকারক সর্বলোকবিৎ (দেবর্ষি)নারদ নিখিল জনগণের মধ্যে এই স্পষ্টতর বাণী বলেন,—

"কৃষ্ণং কমলপত্রাক্ষং নার্চয়িষ্যন্তি যে নরাঃ।
জীবন্মৃতাস্তু তে জ্ঞেয়া ন সংভাষ্যাঃ কদাচন॥"[২]

'যে সকল মনুষ্য কমলপত্রাক্ষ কৃষ্ণকে অর্চনা করে না,[৩] তাহাদিগকে জীবিত থাকিলেও, মৃতই বলিয়া জানিতে হইবে। তাহাদের সহিত কখনও সম্ভাষণ করাও উচিত নহে।'[৪]

---

১) মহাভা, ১৩।১৪৭।৩৭—৪১, ৪৬—৫২ ২) ঐ, ২।৩৯।৯

৩) ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে 'অর্চনা' শব্দ যে অর্থে আজকাল সাধারণত ব্যবহার হইয়া থাকে, 'মহাভারতে' ঠিক সেই অর্থে প্রযুক্ত হয় নাই মনে হয়। কেননা, কথিত হইয়াছে যে ভীষ্মের শরশয্যার পাশে ব্যাস, নারদ; সনৎকুমার, মার্কণ্ডেয়, প্রভৃতি তদানীন্তন কালের প্রধান প্রধান ব্রহ্মবাদী মুনিগণ, ঋষিগণ ও ব্রাহ্মণগণ উপস্থিত ছিলেন এবং কৃষ্ণের স্তুতি সমাপ্ত করিলে পর তাঁহারা মহামতি ভীষ্মকে বাণী দ্বারা অর্চনা করিয়াছিলেন। ("বাগভি,... অর্চুঃ")। (মহাভা, ১২।৪৭।১০২·২) সুতরাং ঐখানে 'অর্চনা' শব্দের অর্থ 'প্রশংসা' মাত্র। পরে তাহা স্পষ্টতই উক্ত হইয়াছে। ("প্রশসংসু পুনঃ পুনঃ"—৬।৪৭।১০৩)

৪) মহাভা, ২।৩৯।৮-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঊনবিংশ অধ্যায়

সঙ্কর্ষণ বা বার্ষ্ণেয় রাম

ক্ষীণপ্রভ ও লুপ্তপ্রায় প্রাচীন ভাগবতধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করণে কৃষ্ণের প্রধান সহায় ছিলেন সঙ্কর্ষণ বা রাম। উনি কৃষ্ণের বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন ; এবং বয়সে তাঁহার অপেক্ষা কিছু বড় ছিলেন। উনিই সর্বপ্রথমে কৃষ্ণকে বাসুদেবের অবতার বলিয়া ঘোষণা করেন। মহারাজ যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় মহাযজ্ঞে সমবেত মুনিগণ, ঋষিগণ, ব্রাহ্মণগণ, রাজাগণ, মহারাজাগণ প্রভৃতি সকলের সমক্ষে বিজ্ঞবর ভীষ্ম ঘোষণা করেন যে "কৃষ্ণই লোকসমূহের উৎপত্তি এবং প্রলয়। এই চরাচর সর্বভূত কৃষ্ণেরই সৃষ্ট। এই অচ্যুতই অব্যক্ত প্রকৃতি এবং সনাতন কর্তা" ইত্যাদি।[১] তিনিই আবার অপর এক সময়ে বলেন, কৃষ্ণই সেই বাসুদেব, "যিনি দ্বাপর যুগের অন্তে এবং কলিযুগের আদিতে সঙ্কর্ষণ কর্তৃক, সাত্বতবিধিতে আশ্রিত হইয়া, গীত হইয়াছেন।"[২]

রামের নাম মূলতঃ কি ছিল, সেই সম্বন্ধে মতভেদ দৃষ্ট হয়। যথা, 'হরিবংশে'র মতে শৈশবে নাম-করণের সময়ে তাঁহার নাম 'সঙ্কর্ষণ' রাখা হয়।[৩] কেননা, তিনি প্রথমে দেবকীর গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ; পরন্তু সপ্তম মাসে যোগনিদ্রা দ্বারা রোহিণীর গর্ভে সংক্রমিত বা সঙ্কর্ষিত হন।[৪] বাল্যকালে তিনি "বল দ্বারা প্রলম্বাসুরকে নিহত করেন। তখন হইতে 'বলদেব' বলিয়া খ্যাত হন ; কেননা, তখন লোকে তাঁহার বলের পরিচয় পায়।"[৫] 'বিষ্ণুপুরাণে' ও 'ব্রহ্ম পুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে শৈশবে নামকরণ সংস্কারের সময়ে যাদবদিগের কুলাচার্য গর্গ তাঁহার নাম 'রাম' রাখেন।[৬] গর্ভসঙ্কর্ষণ হেতু তিনি লোক-মধ্যে 'সঙ্কর্ষণ' নামেও অভিহিত হইতে থাকেন।[৭] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' আছে যে গর্গ বলেন, "রোহিণীর এই পুত্র (স্বীয়) গুণসমূহদ্বারা সুহৃদ্‌গণকে আনন্দ প্রদান করিবে ('রময়ন্')। সেইহেতু 'রাম' নামে আখ্যাত হইবে। বলাধিক্য হেতু 'বল' বলিয়া কথিত হইবে। এবং যদুদিগের অপৃথক্-ভাব (করাইবে) বলিয়া পুনঃ 'সঙ্কর্ষণ' নামে খ্যাত হইবে।"[৮]

তাঁহার সঙ্কর্ষণ, রাম, বলরাম, বল, বলদেব, প্রভৃতি নামের উল্লেখ 'মহাভারতে'ও পাওয়া যায়। তাঁহার মূল নাম কি ? উহা, তথা অপর নামসমূহ কোন্ কোন্ হেতুতে প্রখ্যাত হয়, তৎসম্বন্ধে কিছুই তথায় পাওয়া যায় না। 'মহাভারতে'র ব্যাপারে কৃষ্ণের ন্যায় বলদেবেরও প্রথম অবতারণা হইয়াছে দ্রৌপদীর স্বয়ংবর-সভায়। তখন তিনি 'রাম', 'সঙ্কর্ষণ', 'বলদেব' এবং 'হলায়ুধ' নামে উক্ত হইয়াছেন।[৯]

---

১) পূর্বে দেখ।
২) পূর্বে দেখ।
৩) 'হরিবংশ' ২।৬।২
৪) ঐ, ২।২।৩১—২
৫) ঐ, ২।১৪।৫৮
৬) বিষ্ণুপু, ৫।৬,৮—৯. ব্রহ্মপু, ১৮৪.৩০
৭) বিষ্ণুপু, ৫।১।৭৬. ব্রহ্মপু, ১৮১।৪২
৮) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৮।১২
৯) মহাভা. ১।১৮৮।১৭ ; ১৯১।১৯, ২০, ২৪ ; ১৯২।৩৪ ; ১৯৩।৩৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভারতবর্ষে পুরাকালে 'রাম' নামে তিন ব্যক্তি অতীব খ্যাতিলাভ করেন এবং ভগবান্ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হন। উঁহাদের একজন 'পরশু-রাম' নামে সমধিক খ্যাত। তিনি জমদগ্নি ঋষির পুত্র বলিয়া 'জামদগ্ন্য রাম', এবং ভৃগুঋষির বংশজ বলিয়া 'ভার্গব রাম' বলিয়াও উল্লিখিত হন। অপর প্রখ্যাত রাম রঘুবংশজ এবং দশরথের পুত্র। সেইহেতু তিনি 'রাঘব রাম' ও 'দাশরথি রাম'। তিনি কখন কখন 'ধনুর্দ্ধর রাম' বলিয়াও উল্লিখিত হন। বর্তমান অধ্যায়ে যাঁহার চরিত আলোচনা করা যাইতেছে, তিনি উঁহাদের দুইজন হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। বংশ-দৃষ্টিতে তিনি 'যাদব রাম', 'সাত্বত রাম' বা 'বার্ষ্ণেয় রাম'; আর পিতৃ-দৃষ্টিতে 'বাসুদেব রাম'। অতি বলবান্ ছিলেন বলিয়া তিনি 'বলরাম' বলিয়া প্রসিদ্ধ হন।

কৃষ্ণ এবং বলরামের পরস্পরের প্রতি অতীব প্রগাঢ় প্রেম ছিল। তাঁহারা যেন অভিন্নাত্মা ছিলেন। 'হরিবংশে'র মতে তাঁহারা

"একভাবশরীরজ্ঞ একদেহো দ্বিধাকৃতঃ"[১]

এক সময়ে কৃষ্ণ নিজেও রামকে সেই প্রকারে বলেন, 'আমাদের শরীর প্রকৃত পক্ষে একই; কেবল জগতের কার্যার্থই দ্বিধা করা হইয়াছে।"[২] সেই কারণে রাম কৃষ্ণের নিত্য সহচর,—তাঁহার প্রায় সমস্ত কার্যে প্রধান সহায় হন। এক সময়ে অর্জুন বলেন, কৃষ্ণ বাল্যকালে "বলদেব-সহায়-বান্" হইয়া বহু কার্য করেন।[৩] কৃষ্ণ বলেন, "সঙ্কর্ষণ-দ্বিতীয় আমার দ্বারা জ্ঞাতি-কার্য কৃত হইয়াছে। কংস এবং সুনামন আমার এবং রামের দ্বারা হত হইয়াছে।"[৪] পুরাণে আছে বলদেবসহায়বান্ কৃষ্ণ জগতের হিতার্থে দৈত্যগণকে এবং দুষ্ট রাজাগণকে বধ করেন।[৫] সুতরাং ভাগবতধর্মকে পুনরুজ্জীবিত করিতেও বলরাম কৃষ্ণকে খুবই সাহায্য করেন।

ইহাও বোধ হয় বলা উচিত যে দুই একটা বিষয়ে বলরাম ও কৃষ্ণের মধ্যে মতভেদও হইয়াছিল দেখা যায়। তখন তাঁহাদের পারস্পারিক প্রেমের কঠোর পরীক্ষা হয়। ঐ প্রকারের এক বিষয় কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময়ে উপস্থিত হয়। ধার্তরাষ্ট্র ও পাণ্ডব—উহার এই দুই পক্ষের মধ্যে রাম দুর্যোধনের প্রতি, আর কৃষ্ণ ধনঞ্জয়ের প্রতি, সর্বাপেক্ষা অধিক স্নেহপরায়ণ ছিলেন। রাম জানিতেন যে কৃষ্ণ যেই পক্ষে যোগ দিবেন, সেই পক্ষের বিজয়, আর অপর পক্ষের সর্বনাশ সুনিশ্চিত। পাণ্ডবদিগের কল্যাণ এবং অভিবৃদ্ধি কৃষ্ণের ন্যায় তাঁহারও কাম্য হইলেও দুর্যোধনের সর্বনাশ তাঁহার অসহ্য ছিল। তাই তিনি কৃষ্ণকে বলেন, কোন পক্ষে যোগ না দিতে। পরন্তু অর্জুনের প্রতি সৌহার্দ্য বশতঃ এবং দুর্যোধনের অসৎ ব্যবহার দেখিয়া কৃষ্ণ, সেই কথা গ্রহণ করিলেন না এবং পাণ্ডব পক্ষে যোগ দিতে স্থির করেন। বলরাম মহা ফাঁপরে পড়িলেন। তিনি অভিন্ন-হৃদয় কৃষ্ণেরও বিরুদ্ধে যাইতে পারিবেন না, আর প্রিয়তম শিষ্য দুর্যোধনের বিরুদ্ধেও নহে। তাই তিনি কোন পক্ষে যুদ্ধে যোগ দিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করেন। দুর্যোধন স্বপক্ষে যোগ দিতে তাঁহাকে আমন্ত্রণ করিতে আসিলে তিনি বলেন, "আমি কৃষ্ণকে ব্যতীত এক ক্ষণও থাকিতে পারিব না। বাসুদেবকে অবেক্ষণ করিয়া আমি এই সিদ্ধান্ত স্থির করিয়াছি যে 'আমি

১) 'হরিবংশ' ২।১২।২৯'১
২) ঐ, ২।১৪।৪২—৮ (পরে দেখ)
৩) মহাভা, ৩।১২।৪৩ আরও দেখ—ব্রহ্মপু, ২১০।১
৪) মহাভা, ২।১৪।৩৪ ;
৫) ব্রহ্মপু, ২১০।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পার্থেরও সহায় হইব না, দুর্যোধনেরও নহে'।"[১] উভয় পক্ষের মধ্যে সন্ধি স্থাপনের জন্য কৃষ্ণের শেষ প্রচেষ্টা যখন দুর্যোধনের দুর্দম দুরভিমান বশতঃ ব্যর্থ হয় এবং ধার্তরাষ্ট্রদিগের সভা হইতে উপপ্লব্য নগরে পাণ্ডবদিগের নিকটে প্রত্যাবর্তন করত কৃষ্ণ যখন উঁহাদিগকে যুদ্ধার্থে যাত্রা করিতে অনুমতি দেন, তখন বলরাম সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং পাণ্ডবদিগের ন্যায় ধার্তরাষ্ট্রদিগকেও সাহায্য করিতে কৃষ্ণকে বলেন। কৃষ্ণ তাঁহার সেই কথাও রাখিলেন না। তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া বলরাম সরস্বতীতে তীর্থ যাত্রা করেন।[২] ঐ সময়ে পাণ্ডবদিগের নিকটে গিয়া তিনি বলেন, 'আমি বাসুদেবকে বার বার বলিয়াছি যে আত্মীয়-স্বজনদিগের প্রতি সমান ব্যবহার কর। যেমন পাণ্ডবগণ, তেমন রাজা দুর্যোধনও, আমাদের আত্মীয়। সুতরাং তাহাকেও সাহায্য কর।' আমি বার বার তাহা বলিলেও বাসুদেব তোমাদের জন্য আমার সেই কথা রাখিল না। ধনঞ্জয়ের প্রতি অবেক্ষণ করিয়া সে সর্বভাবে তোমাদেরই পক্ষে নিবিষ্ট হইয়াছে। 'পাণ্ডবদিগের বিজয় ধ্রুব'—ইহাই আমার নিশ্চিত মতি। বাসুদেবের ইচ্ছাও তাহাই। কৃষ্ণকে ব্যতীত আমি এই সংসারের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেও ইচ্ছা করি না। সুতরাং আমি তাহার ইচ্ছা যেমন তেমনই করিব। ভীম ও দুর্যোধন উভয়েই গদাযুদ্ধে আমার শিষ্য। উভয়েই গদাযুদ্ধবিশারদ বীর। সেইহেতু উভয়েরই প্রতি আমার স্নেহ সমান। ধার্তরাষ্ট্রদিগের সর্বনাশ আমি চোখে দেখিতে পারিব না। তাই আমি সরস্বতীতে তীর্থযাত্রা করিব।'[৩] বহু যাদব ঐ তীর্থযাত্রায় তাঁহার সঙ্গে গমন করেন।[৪] মহাসমরের অবসানে ভীম এবং দুর্যোধনের গদাযুদ্ধের সময়ে বলরাম তীর্থযাত্রা পরিত্যাগ করিয়া সেইখানে আসিয়া উপস্থিত হন। কৃষ্ণের মতানুসারে অর্জুনের ইঙ্গিতে ভীম গদাযুদ্ধের নিয়ম ভঙ্গ করিয়া দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করিয়া তাঁহাকে নিপাতিত করিলে রাম অতীব সংক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, ভীমকে উচ্চস্বরে ধিক্কার দেন এবং মারিতে উদ্যত হন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে নিবারণ করেন, এবং নানা যুক্তি প্রদর্শন করত ভীমের কার্যের সমর্থন করেন। অতি স্নেহের ছোট ভাইটির কথায় রাম নিরস্ত হন বটে, পরন্তু অন্তরে অন্তরে প্রীত হইতে পারিলেন না। তিনি রাগে গড় গড় করিতে করিতে রথে চড়িয়া ঐ স্থান পরিত্যাগ করিয়া দ্বারকায় চলিয়া যান।[৫]

স্যমন্তক মণির ব্যাপার লইয়া বলরাম কৃষ্ণের উপর এত ক্রুদ্ধ হন যে ধৈর্য হারাইয়া ফেলেন এবং কৃষ্ণকে অতি কঠোর তিরস্কার করেন। "তোমাকে ধিক্। তুমি বড় অর্থলোলুপ। (ছোট)ভাই বলিয়া তোমার এই ব্যবহার আমি ক্ষমা করিলাম। তোমার পথ খোলা। তুমি স্বেচ্ছায় (যেখানে খুসী সেইখানে) গমন কর। দ্বারকার, তোমার, কিংবা অপর সমস্ত বন্ধুগণের সহিত আমার কোন কাজ নাই। তোমার এই বৃথা শপথেরও কোন প্রয়োজন নাই।" তাঁহাকে প্রসন্ন করিতে কৃষ্ণ নানা প্রকারে চেষ্টা করেন। পরন্তু তাহার কোন ফল হইল না,—কৃষ্ণের উপর বলরামের সন্দেহ কিছুতেই গেল না। তখন বলদেব রাগ করিয়া বিদেহনগরে চলিয়া যান এবং সেইখানেই বাস করিতে থাকেন। তিন বৎসর পরে বভ্রু, উগ্রসেন, প্রভৃতি প্রধান

---

১) মহাভা, ৫।৭।২৮'২—২৯
২) মহাভা; ৯।৩৫।১১'২—১৩
৩) মহাভা, ৫।১৫৭।২৮—৩৪
৪) দেখ—মহাভা, ৯।৫৫।১, ১৪
৫) মহাভা, ৯।৬০।১—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রধান যাদবগণ বিদেহনগরে গিয়া বলদেবের নিকট শপথ করিয়া বলেন যে কৃষ্ণ নির্দোষ তিনি স্যমন্তক মণি অপহরণ করেন নাই।' তাহাতে আশ্বস্ত হইয়া রাম দ্বারকায় প্রত্যাবর্তন করেন।[১]

কৃষ্ণের ন্যায় বলরামও ভগবান্ নারায়ণের অবতার বলিয়া পরিগণিত হন। কখন কখন ইহা উক্ত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ হরির এক শ্বেত কেশ যদুবংশীয় বসুদেবের স্ত্রী রোহিণীর গর্ভ হইতে বল-রূপে জন্মগ্রহণ করে, এবং এক কৃষ্ণ কেশ বসুদেবের অপর এক স্ত্রী দেবকীর গর্ভ হইতে কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করে। উহার তাৎপর্য এই যে কৃষ্ণ এবং রাম নারায়ণের সামান্য অংশ মাত্র।[২] কোথাও আছে, ভগবান নারায়ণ বৃষ্ণিবংশে রাম ও কৃষ্ণরূপে জন্মগ্রহণ করত পৃথিবীর ভার হরণ করেন।[৩] সুতরাং কৃষ্ণের ন্যায় বলরামও "অব্যয় ভগবান্ হরিই।"[৪] কোন কোন বৈখানসাগমে যাদব রামের পূজায় এই আবাহন মন্ত্র আছে,—"রামং যদুবরং বিষ্ণুং হলায়ুধং" আবাহন করিতেছি।[৫] সুতরাং তিনি ভগবান্ বিষ্ণুই। তবে তাঁহাকে আবার বিষ্ণুর অংশও বলা হইয়াছে।[৬]

কখন কখন চাতুর্ব্যূহবাদ সম্পর্কে ইহা বলা হয় যে কৃষ্ণ ভগবান্ বাসুদেবের অবতার, আর বলরাম ভগবান্ সঙ্কর্ষণের অবতার।

আবার কোথাও কোথাও বলা হইয়াছে যে সঙ্কর্ষণ ভগবান্ অনন্তনাগের অবতার। যথা, 'মহাভাতে'র প্রারম্ভে 'সম্ভব-পর্বে' উক্ত হইয়াছে যে শেষ নাগের অংশ মহাবল বলদেব রূপে মনুষ্যলোকে অবতীর্ণ হন।[৭] উহার অন্তে বলরামের দেহত্যাগের বিবরণে আছে, কৃষ্ণ দেখেন যে বলরাম প্রভাসের সমুদ্রতীরস্থ এক বনে এক নির্জন স্থানে যোগাসনে বসিয়া ধ্যানমগ্ন হইয়াছেন; এক শ্বেতবর্ণ মহানাগ তাঁহার মুখ হইতে নির্গত হইতেছে; উহার সহস্র ফণা,—প্রত্যেক ফণা এক এক পর্বতের ন্যায়। ঐ মহানাগ আপন দেহ পরিত্যাগ করিয়া সমুদ্রে প্রবেশ করে।[৮] পরে আছে, "যিনি ব্রহ্মার নিয়োগে যোগবলে এই পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছিলেন ('যোগাদ্গামধারয়ৎ'), সেই ভগবান্ অনন্তদেব (কর্মান্তে মনুষ্যদেহ পরিত্যাগ করত) রসাতলে প্রবেশ করেন।"[৯] সুতরাং তখন বলরাম নাগরাজ অনন্ত স্বয়ংই বলিয়া প্রখ্যাত হন। 'মহাভারতে'র মধ্যেও বলরামকে কখন কখন অনন্তনাগের অংশাবতার, আর কখন কখন অনন্তনাগ স্বয়ংই বলা হইয়াছে।[১০] 'হরিবংশে' আছে, "উনি (বলরাম) পুরাণে ধরণীধর নাগরাজ

---

১) বিষ্ণুপু, ৪।১৩।১০১—৭ আরও দেখ—'হরিবংশ', ১।৩৯।২১—৩; ব্রহ্মপু, ১৭।২১—

২) পূর্বে দেখ।

৩) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১।৩।১১=গরুড়পু, ১।১।৩১

৪) মহাভা, ১৩।১৪৮।৫৭

৫) 'বিমানার্চনাকল্প', ৩৮০ পৃষ্ঠা; 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ১৫।৭০ 'সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬০।৫৮

৬) "হরেরংশাদ্ভবেদ্রামঃ"—('সমূর্তার্চনাধিকরণ', ৬০।৬০'১)

৭) মহাভা, ১।৬৭।১৫৩'১

৮) মহাভা, ১৬।৪।১২'২—এই ঘটনার উল্লেখ কোন কোন পুরাণেও আছে। যথা দেখ—বিষ্ণুপু, ৫।৩৭।৫৪-৬; ব্রহ্মপু, ২১০।৫০—২

৯) মহাভা, ৮৮।৫।১১'২ ও ২৩

১০) মহাভা. ১৩।১৪৮।৫৪—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শেষ বলিয়া পঠিত হন।"[১] 'বিষ্ণুপুরাণে' এবং 'ব্রহ্মপুরাণে' উল্লিখিত হইয়াছে যে মহাত্মা বলরাম মানুষছদ্মবেশধারী ধরণীধর শেষই।[২] 'ঈশ্বরসংহিতা'য় বিবৃত আছে যে বলভদ্র ভগবান্ নারায়ণের কিঙ্কর শেষই।[৩] তিনি প্রথমে শেষরূপে ভগবানের কৈংকর্য করেন। অনন্তর দাশরথি রামের ছোট ভাই লক্ষ্মণ হইয়া তাঁহাকে আরাধনা করেন। তৎপরে তাঁহাকে যজন করিতে বলভদ্র হন। এবং কলিযুগে "কশ্চিৎ দ্বিজোত্তম হইয়া নানাবিধ ভোগজালসমূহ দ্বারা (তাঁহার) অর্চন" করেন।[৪] ঐ 'দ্বিজোত্তম' আচার্য রামানুজই।

আবার কখন কখন ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায় যে কৃষ্ণ এবং বলরাম অভিন্ন। যথা,—'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে ব্যাসাদি ঋষিগণের নিকট বাসুদেবের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে গিয়া ভগবান্ শিব বলেন[৫] শ্বেতাচল সদৃশ প্রভাবান্ ধরাধর (অনন্ত নাগ) তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হইবেন। তাঁহার রথের ধ্বজার চিহ্ন হইবে ত্রিশিরা তালবৃক্ষ। সেই অব্যয় ভগবান্ হরি 'অনন্ত' বলিয়াও উক্ত হইবেন। কেননা, কশ্যপ তনয় গরুড়, তাঁহার বীর্যের প্রভাবে মহাবলী হইয়াও দেবগণের দ্বারা দর্শন করিতে সমাদিষ্ট হইয়া, সেই পরমাত্মা দেবের অন্ত (=সীমা) দর্শন করিতে সমর্থ হন নাই। তিনিই শেষ। কেননা, তিনি স্বীয় ফণা দ্বারা বসুন্ধরাকে ধারণ করত অন্ত (=শেষ) রূপে বাস করেন। "যিনি বিষ্ণু, তিনিই বসুধা-ধর অনন্ত। যিনি রাম, তিনিই হৃষীকেশ। যিনি অচ্যুত, তিনিই ধরাধর। চক্র এবং লাঙ্গলধারী সেই দুই দিব্য এবং দিব্য-পরাক্রম পুরুষ-ব্যাঘ্র সকলেরই দ্রষ্টব্য এবং মাননীয়।"[৬] কৃষ্ণও এক সময়ে রামকে বলেন,

"অহং যঃ স ভবানেব যস্ত্বং সোঽহং সনাতনঃ।"[৭]

'যিনি আমি, তুমিও নিশ্চয়ই তিনিই। যিনি তুমি, আমিও সনাতন তিনিই।'

ঐ সকল উক্তিসমূহের সমন্বয় সহজেই হয়। অনন্তনাগ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হন; এবং বিষ্ণু স্বয়ং বলিয়াও প্রখ্যাত হন।[৮] অতএব অনন্তনাগের অবতারকে বিষ্ণুর অবতার বলা যায়। সুতরাং বলরাম বিষ্ণুই। বিষ্ণুর সাক্ষাৎ অবতার রূপেও বলরাম বিষ্ণুই। কৃষ্ণও বিষ্ণুর অবতার,—বিষ্ণুই। তাই 'মহাভারতে' অতীব স্পষ্ট বাক্যে উক্ত হইয়াছে যে "যিনি বিষ্ণু তিনিই বসুধাধর অনন্ত" ইত্যাদি। অর্থাৎ

শেষ = বিষ্ণু = বলরাম = কৃষ্ণ

শ্বেতদ্বীপে ভগবান্ নারায়ণ কর্তৃক দেবর্ষি নারদের নিকটে বিবৃত তাঁহার অবতারসমূহের মধ্যে কৃষ্ণের নাম আছে, বলরামের নাম স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই। তবে কি নারায়ণীয়াখ্যান রচনার সময়ে বলরাম বিষ্ণুর অবতার বলিয়া পরিগণিত হন নাই? যদি তাহা প্রকৃত হয়,

---

১) 'হরিবংশ', ২।৬২।৪ আরও দেখ,—

"অনন্তং যং বিদুর্নাগমাদিদেবং জনেশ্বরম্।"(ঐ, ২)

২) বিষ্ণুপু, ৫।২৫।১ ; ব্রহ্মপু, ১৯৮।১ আরও দেখ—বিষ্ণুপু, ৫।৩৫।৩ ; ৩৬।২৪ ; ৩৭।৫৪—৮ ব্রহ্মপু, ১৯১।১২ ; ৫৭।২২—৬ ; ২০৮।৩ ; ২০৯।২৩ ; ২১০।৫০-২

৩) ঈশ্বরসং, ২০।২৭০-১

৪) ঐ, ২০।২৭৪—৬-১

৫) মহাভা, ১৩।১৪৮।৫৪—

৬) মহাভা, ১৩।১৪৮।৬০—১

৭) 'হরিবংশ', ২।১৪।৩৮-১

৮) পরে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তবে বলিতে হইবে 'মহাভারতে'র যেই যেই অংশে বলরামকে বিষ্ণুর অবতার কিংবা স্বয়ং বিষ্ণু বলা হইয়াছে সেই সেই অংশ উহাতে পরে পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে। ঐ প্রকার বলা সমীচীন হইবে না মনে হয়। নারায়ণীয়াখ্যানে বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ কৃষ্ণাবতারে তৎকৃত মুখ্য মুখ্য কর্মসমূহের উল্লেখের উপসংহারে বলেন,

"কর্মাণ্যপরিমেয়াণি চতুর্মূর্তিধরো হ্যহম্।
কৃত্বা লোকান্ গমিষ্যামি স্বানহং ব্রহ্মসৎকৃতান্।"[১]

ঐ চতুর্মূর্তির মধ্যে বলরামও আছেন মনে হয়। 'বিষ্ণুপুরাণে'র এক স্থলে আছে, কৃষ্ণ ও রাম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে "সমস্ত লোকপালদিগের প্রভু তাঁহারা দুইজনে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়া নানা প্রকার লৌকিক ক্রীড়াসমূহ দ্বারা পরস্পর খেলা করিতে লাগিলেন। মনুষ্যভাবকে মানিয়া মনুষ্যধর্মসমূহে অভিরত হইয়া মনুষ্যজাতির গুণযুক্ত ক্রীড়াসমূহ করত বনে বিচরণ করিতে থাকেন।"[২]

'হরিবংশের' এবং কোন কোন পুরাণের বর্ণনা হইতে পরিষ্কার জানা যায় যে রাম এবং কৃষ্ণ বাল্যকালেই তাঁহাদের অবতারত্বের কথা জানিতেন। যথা, 'হরিবংশে' বিবৃত হইয়াছে যে প্রলম্বাসুরের সহিত যুদ্ধে বলরাম আত্মবিস্মৃত হন এবং প্রায় পরাভূত হইয়া পড়েন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে তাঁহার প্রকৃত স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেন। কেননা, "রোহিণেয়ের তত্ত্বের, তথা বলের, বিষয়ে তিনি অভিজ্ঞ ছিলেন।" কৃষ্ণ বলেন, "তুমি গুহ্য হইতে গুহ্যতর এবং জগন্ময় দেব হইয়াও (স্বেচ্ছায়) যে মানুষ ভাব প্রাপ্ত হইয়াছ, অহো! তাহা পরিষ্কার ভাবে পালন করিতেছ। তুমি নিজেকে লোকসমূহের মহাপ্রলয়ে নারায়ণ-স্বরূপ বলিয়া স্মরণ কর। তুমি নিজেই নিজেকে সমুদ্রসমূহের, পুরাতন দেবসমূহের এবং (কারণ) সলিলের, তথা ব্রহ্মারও, সমাগমে (অর্থাৎ সম্যক্ বিলয়ে) (স্থিত ব্রহ্ম) বলিয়া অবগত হও। নিজের স্বত্ত্ব এবং প্রভাবসমূহকে অদ্য পুনরায় সংস্মরণ কর। আকাশ তোমার শির, জল মূর্তি, ভূমি ক্ষমা, অগ্নি মুখ, এবং বায়ু লোকের আয়ু ও উচ্ছ্বাস। তোমার মনই স্রষ্টা হইল। তুমি সহস্রাস্য, সহস্রনেত্র, সহস্রাঙ্গ এবং সহস্রপাৎ। তুমি সহস্রপদ্মনাভ, সহস্রাংশুধর এবং অরিহা। যাহা তোমা কর্তৃক লোকে দর্শিত হইয়াছে, তাহাই দেবতাগণ দেখেন। আর যাহা তোমা কর্তৃক পূর্বে উক্ত হয় নাই, তাহা অন্বেষণ করিতে কেহই সমর্থ নহে। এই লোকে যাহা যাহা বেদিতব্য তাহা তোমাকর্তৃক সমুদাহৃত হইয়াছে। যাহা তোমার একের বিদিত, সমস্ত দেবগণও তাহা জানে না। (পরম) ব্যোমে তোমার যে স্বকীয় স্বরূপ তাহা তাঁহারা দর্শন করেন না। পরন্ত তোমরা যে আত্ম-সম্ভব কৃত্রিম রূপ তাহাকেই দেবগণ অর্চনা করেন। তোমার অন্ত (বা পরমতত্ত্ব) দেবগণ কর্তৃকও দৃষ্ট হয় নাই। সেইহেতু তুমি 'অনন্ত' বলিয়া স্মৃত হও। তুমি নিশ্চয় মহান্ সূক্ষ্ম এক, যাহা সূক্ষ্মগণের দুষ্প্রাপ্য। জগতের স্তম্ভ স্বরূপ তোমাতেই, সমস্ত জগৎপ্রপঞ্চ শাশ্বত কাল স্থিত আছে। তুমিই প্রাণিবর্গের অচলা যোনি, যাহা নির্মল জগতকে ধারণ করিতেছে। তুমি চতুঃসাগরযোনি, চাতুর্বর্ণ্যবিভাগবিৎ, চতুর্যুগেশ এবং লোকসমূহের চাতুর্হোত্রফলাশন। লোক-সমূহের যেমন আমি, তেমন তুমিও—ইহাই আমার মত। উভয়েই একই শরীর এবং একই

১) মহাভা, ১২।৩৩৯।১০২'২—১০৩।১ ২) বিষ্ণুপু, ৫।৯।১৬—৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আত্মা জগতের অর্থে দ্বিধা কৃত হইয়াছে। অথবা আমি শাশ্বত কৃষ্ণ, আর তুমি পুরাতন শেষ। তুমি নিশ্চয়ই লোকসমূহের শাশ্বত দেব সনাতন শেষ। আমাদের দেহমাত্রে দ্বিধা শরীর এই জগৎ ধারণ করিতেছে। যিনি আমি, তুমিও নিশ্চয় তিনিই। যিনি তুমি, আমিও সনাতন তিনিই। আমাদের একদেহই মহাবল দুই প্রকার বলিয়া বিহিত হইয়াছে। সুতরাং তুমি মূঢ়বৎ কেন আছ? হে দেব, বজ্রকল্প মুষ্টিদ্বারা শিরে বলপূর্বক আঘাত করিয়া দেবশত্রু দানবকে বধ কর।"[১] কৃষ্ণ কর্তৃক এইরূপে "সংস্মারিত" হইয়া বলরাম প্রলম্বাসুরকে বধ করেন।

'বিষ্ণুপুরাণে'র মতে কৃষ্ণ তখন বলরামকে বলেন, "হে সর্বাত্মন্, সমস্ত গুহ্যসমূহের গুহ্য-গুহ্য স্বরূপ হইয়াও তুমি এই কি ব্যক্ত মানুষভাব অবলম্বন করিতেছ? নিজেকে এক (ও অদ্বিতীয়) অশেষজগদ্বীজ-কারণ,—কারণেরও পূর্বজ,—জগৎ একার্ণবে গত হইলে যাহা থাকে, তদ্বৎ, বলিয়া স্মরণ কর। তুমি কি জানিতেছ না যে যেমন আমি, তেমন তুমিও জগতের একমাত্র কারণ? পৃথিবীর ভার অবতারণার্থই আমরা দুইজন মর্ত্যলোকে আসিয়াছি? হে অনন্ত, হে অব্যয়, নভ তোমার শির; মেঘসমূহ তোমার কেশসমূহ; পৃথিবী পাদদ্বয়; অগ্নি মুখ; সোম তোমার মন, বায়ু শ্বাস, এবং চারি দিক্ তোমার বাহুসমূহ। হে ভগবান্, তুমি বিরাট-শরীর। তোমার মুখ সহস্র, হস্ত, পদ, প্রভৃতি শরীরভেদসমূহও সহস্র সহস্র। তুমি সহস্র সহস্র ব্রহ্মার যোনি। সকলের আদ্য। মুনিগণ তোমাকে সহস্র প্রকারে স্তুতি করেন। কেননা, তোমার দিব্যরূপ (তুমি ভিন্ন) অপর কেহ জানে না। (সেই হেতু) সমস্ত দেবগণ তোমার অবতার রূপকেই অর্চনা করে। তুমি কি বুঝিতেছ না যে এই বিশ্ব অন্তে তোমাতেই সর্বপ্রকারে লয় প্রাপ্ত হয়? হে ঈশ, এই প্রকারে প্রতি কল্পের অন্তে মহাপ্রলয়ে তোমার দ্বারা ভক্ষিত এই সমস্ত জগৎ তোমারই অধীন থাকে এবং পরে নূতন কল্পের প্রারম্ভে সৃষ্ট্যর্থ সমুদ্ভূত তোমা হইতে জগদ্রূপে ব্যক্ত হয়। হে বিশ্বাত্মন্, তুমি এবং আমি উভয়েই জগতের একমাত্র কারণ। এই জগতের প্রবর্তনার্থই আমরা দুইজনে ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবস্থিত। হে অমেয়াত্মা, তোমার সেই স্বরূপকে তুমি স্মরণ কর। মনুষ্যভাব অবলম্বন করত দানবকে বধ কর এবং বন্ধুদিগের হিত কর।"[২] "সুমহাত্মা কৃষ্ণদ্বারা এই প্রকারে সংস্মারিত হইয়া বলরাম হাসিতে হাসিতে প্রলম্বকে পীড়িত করেন", এবং নিহত করেন। কৃষ্ণ কর্তৃক বলরামকে আপন স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেওয়ার কথা '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' নাই।

প্রলম্বাসুরের সহিত যুদ্ধে বলরামের প্রথমে যেই দশা হয়, কালিয়নাগের সহিত যুদ্ধে কৃষ্ণেরও প্রায় সেই দশা হয়। 'বিষ্ণুপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে কৃষ্ণ প্রথমে প্রায় পরাভূত হইয়া পড়েন। কালিয় তাঁহাকে জড়াইয়া ধরিয়া আপনার বশীভূত এবং "নিষ্প্রয়ত্নীকৃত" করেন। কৃষ্ণ প্রায় মূর্চ্ছিত হইয়া পড়েন। তখন বলরাম কৃষ্ণকে তাঁহার স্বরূপ স্মরণ করাইয়া দেন। তিনি বলেন "হে দেবদেবেশ, তুমি এই কি অত্যন্ত মানুষভাব করিতেছ? তুমি কি নিজেকে অনন্ত বলিয়া জানিতেছ না? যেমন (রথচক্রের) নাভি অরসমূহের সংশ্রয়, তেমন

১) 'হরিবংশ', ২।১৪।৩৫—৪৯

২) বিষ্ণুপু, ৫।৯।২০—৩৩; আরও দেখ—ব্রহ্মপু, ১৮৭।২২—৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুমিই এই জগতের সংশ্রয়। তুমি জগতের কর্তা, পাতা এবং অপহর্তা। তুমি ত্রৈলোক্যস্বরূপ এবং তুমি ত্রয়ীময়। হে অচিন্ত্যাত্মা, ইন্দ্র, রুদ্র, অগ্নি, বসুগণ, আদিত্যগণ, মরুদ্‌গণ (প্রভৃতি সমস্ত দেবগণ), তথা সমস্ত যোগিগণ, তোমাকেই চিন্তন করেন। হে জগন্নাথ, জগতের (হিতের) জন্যই,—(জগতের) ভার অপহরণের ইচ্ছায় তুমি মর্ত্যদিগের মধ্যে অবতীর্ণ হইয়াছ। তোমার অগ্রজ আমি তোমার অংশই।" ইত্যাদি।[১] বলরাম দ্বারা এই প্রকারে সংস্মারিত হইয়া কৃষ্ণ উদ্বুদ্ধ হইয়া উঠেন এবং কালিয়কে দমন করেন।

উপরের উদ্ধৃত বচন সমূহে পরিষ্কার ব্যক্ত হইয়াছে যে কৃষ্ণ এবং রাম ইহা জানিতেন যে অসুর প্রকৃতির লোকদিগকে মারিয়া জগতের ভার অপহরণ পূর্বক জগতের কল্যাণ সাধনার্থই তাঁহারা দুইজনে জগতে অবতীর্ণ হইয়াছেন। পুরাণে বিবৃত হইয়াছে যে যমুনা হ্রদের কালিয় নাগ-কৃত দুরবস্থা দেখিয়া কৃষ্ণ যখন কালিয়কে নিগ্রহ করিতে সঙ্কল্প করেন, তখন তিনি মনে মনে ভাবেন যে

"এতদর্থং নৃলোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
যদেষামুৎপথস্থানাং কার্যা শান্তির্দুরাত্মনাম্॥"[২]

এই জন্যই আমি এই নরলোকে অবতরণ করিয়াছি যে এই উৎপথগামী দুরাত্মাদিগকে শান্তি প্রদান করিব।' '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র মতে বলরাম নিজেকে "ধর্মপাল" বলিয়া মনে করিতেন।[৩] এক সময়ে তিনি স্বয়ং বলেন, "ধর্মধ্বজিগণ অধিক পাপী। উহারা আমার বধ্য। ঐ অর্থেই (অর্থাৎ ধর্মধ্বজিগণকে বধার্থই) আমি এই সংসারে অবতার গ্রহণ করিয়াছি।[৪] 'মৎস্যপুরাণে'র মতে, বলরাম ভগবান্ ব্রহ্মার সত্ত্ববলাশ্রিত হইয়া অসুরধ্বংসীরূপে অবতীর্ণ হন।[৫] বৈখানস্ আগমশাস্ত্রেও আছে, "বলপূর্বক দুরাচারী দৈত্যগণকে বধার্থ বলরাম, এবং নরকাদি অসুরগণকে ও শিশুপালাদি নৃপগণকে হননার্থ কৃষ্ণ বসুদেব হইতে উৎপন্ন হন।"[৬] "দৈত্যগণকে বধার্থ যদুশ্রেষ্ঠ মহাবল বলভদ্র বসুদেব হইতে সম্ভূত হন। সেই বলভদ্রক বিষ্ণু ভূমির ভার মোচনার্থ নরককংসাদিকে হনন করত সমস্ত লোককে পালন করেন।"[৭]

পরন্তু পরে পরে বলরাম "নিবৃত্তোঽসদ্‌বধাদপি" ('দুষ্ট জনের বধ হইতে নিবৃত্ত') হইয়াছিলেন;[৮] "নিবৃত্তাখিলবিগ্রহং" ('সমস্ত বিগ্রহ হইতে নিবৃত্ত') হইয়াছিলেন।[৯]

১) বিষ্ণুপু, ৫।৭।৩৫—৩৮—৪২ ; আরও দেখ—ব্রহ্মপু, ১৮৫।৩০—

২) ব্রহ্মপু, ১৮৫।৯ ; বিষ্ণুপু, ৫।৭।৯ এই বচন ঈষৎ পাঠান্তরে 'হরিবংশে' (২।১১।৫৮)ও পাওয়া যায়।

৩) (বিষ্ণু)ভাগপু. ১০।৭৮।২৪

৪) "এতদর্থো হি লোকেঽস্মিন্নবতারো ময়া কৃতঃ।
বধ্যা মে ধর্মধ্বজিনস্তে হি পাতকিনোঽধিকাঃ॥"—(বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৭৮।২৭)
কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধে সমস্ত ক্ষত্রিয়গণের নিধন হইয়াছে শুনিয়া বলরাম নাকি মনে করেন যে পৃথিবীর ভার অপহৃত হইয়াছে। (ঐ, ১০।৭৯।২২)

৫) মৎস্যপু, ৪।১৭-৮

৬) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৮৩ অধ্যায় (১৩৫ পৃষ্ঠা)।

৭) 'প্রকীর্ণাধিকার', ক্রিয়াপাদ, ১৫।৬২'২—৬৪'১

৮) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৭৮।২৮'১

৯) ঐ, ১০।৭৯।৩০'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহাবল রাম বৈদিক ধর্মের প্রতি পরম শ্রদ্ধা-পরায়ণ ছিলেন ; শাস্ত্রোক্ত বিধিসমূহ তিনি যথাযথ পালন করিতেন দেখা যায়। কেননা, কথিত হইয়াছে যে কুরুক্ষেত্র মহাযুদ্ধের সময়ে তিনি কুরুক্ষেত্র হইতে সরস্বতীতে তীর্থযাত্রা করেন এবং ঐ সময়ে দ্বারকা হইতে অগ্নিসমূহ এবং শত শত যাজকগণ, ও ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠগণকে আনাইয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। তীর্থে দানার্থ তিনি বহু সোনা, রূপা, ধেনু, বস্ত্র, প্রভৃতি আনাইয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। সংক্ষেপে বলিতে তিনি "তীর্থযাত্রার সমস্ত সম্ভারসমূহ এবং উপকরণসমূহ"—"তীর্থহেতুর সর্ব-পরিচ্ছদ" সঙ্গে লইয়াছিলেন। প্রত্যেক তীর্থে তিনি যথানিয়ম উপবাস, ব্রত, নিয়ম, প্রভৃতি পালন করিতেন এবং দেবদর্শন করিতেন। "দেশে দেশে তিনি শ্রান্তগণকে, শিশুগণকে এবং অতিবৃদ্ধগণকে বিবিধ প্রকার বস্তুসমূহ দান করিতেন। তথা প্রার্থীদিগের অর্চার্থও বহুশঃ প্রদান করিতেন।"[১]

ব্রাহ্মণদিগের প্রতিও রাম পরম শ্রদ্ধা-পরায়ণ ছিলেন। তীর্থযাত্রার সময়ে তিনি দ্বারকা হইতে "শত শত দ্বিজর্ষভগণকে",—"দ্বিজসত্তমগণ" আনাইয়া সঙ্গে লইয়াছিলেন। পথে পথে অপর ব্রাহ্মণদিগকেও তিনি নানা প্রকারে সৎকার করিয়াছিলেন। যেখানে যেখানে ব্রাহ্মণ যাহা যাহা ভোজন করিতে কামনা করিতেন, তাহা তাহা তৎক্ষণাৎ সংগ্রহ করিয়া তাঁহাকে ভোজন করান হইত। সুখাভিলাষী ব্রাহ্মণদিগের পূজার্থ তত্রস্থ মনুষ্যগণ বলদেবের শাসনে রাশি রাশি ভক্ষ্য ও পেয় পদার্থসমূহ, তথা মহার্হ বস্ত্র, পর্যঙ্ক, আস্তরণ, প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া দিত। যেখানে যে বিপ্র যাহা ইচ্ছা করিত, সেখানে তাঁহাকে তাহা প্রদান করা হইত। "নিয়মে স্থিতাত্মা মহাত্মা" হলধর ঐ প্রকারে পুণ্যতীর্থসমূহে দ্বিজগণকে বস্তুসমূহ এবং "ক্রতু-দক্ষিণাসমূহ" দান করিতেন।[২] "উত্তমবস্ত্রধারী এবং কাঞ্চনবদ্ধশৃঙ্গী, সহস্র সহস্র দুগ্ধবতী ধেনুসমূহ, নানাবিধদেশজাত অশ্বসমূহ, যানসমূহ, শুভদাসসমূহ, রত্নসমূহ, মুক্তা-মণি-বিদ্রুমসমূহ, তথা সুশুদ্ধ সুবর্ণ, রজত, লৌহ, এবং তাম্র নির্মিত উত্তম ভাণ্ডসমূহ রাম দ্বিজগণকে,—দ্বিজাতি-প্রবরগণকে প্রদান করেন।"[৩] সর্বত্রই তিনি ব্রাহ্মণগণকে পূজাও করিতেন।[৪] তিনি "বিপ্রবৎসল" ছিলেন।[৫]

তিনি যেমন ব্রাহ্মণগণকে পূজা এবং স্তুতি করিতেন, ব্রাহ্মণগণও তাঁহাকে সেই প্রকারে পূজা এবং স্তুতি করিতেন।[৬] মহর্ষিগণ, মুনিগণ, এবং তপস্বিগণকেও তিনি পূজা এবং স্তুতি করিতেন, এবং উঁহারাও তাঁহাকে পূজা এবং স্তুতি করিতেন।[৭]

---

১) মহাভা, ৯।৩৫।১৭— ২) মহাভা, ৯।৩৫।২৬—

৩) মহাভা, ৯।৩৫।৩৫-৬

৪) "তত্র দত্ত্বা বহুদ্রব্যং পূজয়িত্বা তথা দ্বিজান্।"—(মহাভা, ৯।৩৬।২'১)

"দত্ত্বা চ বিবিধান্ দায়ান্ পূজয়িত্বা চ বৈ দ্বিজান্।"—(মহাভা, ৯।৩৬।৫৪'১)

আরও দেখ—মহাভা, ৯।৩৭।১১'২—১৩'১, ১৮'২—১৯'১, ২৬।২৮ ইত্যাদি।

৫) মহাভা, ৯।৩৯।৩৫ ১

৬) যথা দেখ— "ততঃ প্রায়াদ্বলো রাজন্ পূজ্যমানো দ্বিজাতিভিঃ।"—(মহাভা, ৯।৩৭।৬০-২)

"প্রযযৌ সহিতো বিপ্রৈঃ স্তূয়মানশ্চ মাধবঃ॥"—(মহাভা, ৯।১৭।২৬'১)

৭) যথা দেখ—মহাভা, ৯।৩৭।১৮, ২৬'১, ৩৩ ; ৩৯।১, ২'২ ; ৪৯।১৬, ১৭'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কথিত হইয়াছে যে বলরাম "পরমার্থ্যকর্মা মহাত্মা" ছিলেন।[১] তিনি ধর্মাত্মা ছিলেন। ধর্মপরায়ণ পাণ্ডবদিগকে অত্যন্ত দুঃখ, আর অধর্মনিষ্ঠ ধার্তরাষ্ট্রদিগকে অতি সুখ, ভোগ করিতে দেখিয়া তিনি অতীব আশ্চর্যান্বিত হন। তাহাতে অতীব মর্মাহত হইয়া তিনি কৃষ্ণকে বলেন, "হে কৃষ্ণ, ধর্মাচরণ করিলেই যে মানুষের অভ্যুদয় হইবে, আর অধর্মাচরণ করিলেই যে মানুষের পরাভব হইবে, তাহা নহে। (ধর্মাচারী) মহাত্মা যুধিষ্ঠিরকে জটা ও চীরবাসধারণ করতঃ বনে আশ্রয় লইয়া ক্লেশ পাইতে, এবং (অধর্মাচারী) দুর্যোধনকে,—ভূমিও যাহাকে বিবর প্রদান করে না (অর্থাৎ পৃথিবী দ্বারা গ্রাসিত না হইয়া)—রাজ্য শাসন করিতে দেখিয়া অল্পবুদ্ধি মনুষ্য মনে করিবে যে ধর্মাচরণ অপেক্ষা অধর্মাচরণই শ্রেয়স্কর। দুর্যোধনের বিবৃদ্ধি হওয়াতে, আর যুধিষ্ঠির হৃতরাজ্য ও দুঃখগ্রস্ত হওয়াতে, মনুষ্যগণ পরস্পরের প্রতি এই শঙ্কা করিবে যে এই বিষয়ে প্রজাদিগের কি করা উচিত?' এই ধর্মপ্রভব রাজা (যুধিষ্ঠির) ধর্মে ধ্রুত, সত্যধৃতি এবং প্রদাতা। ঐ পার্থ রাজ্য এবং সুখ হইতে প্রচ্যবিত হইয়া ধর্মের (সাধন) হইতে অপেত হইয়া কি প্রকারে বিবৃদ্ধি লাভ করিবে? কৃপ, দ্রোণ, (প্রভৃতি) ব্রাহ্মণগণ, এবং (কুরু)কুলের বৃদ্ধ ভীষ্ম, রাজা (দুর্যোধন প্রভৃতি) পার্থগণকে (বনে) প্রব্রাজিত করিয়া কি প্রকারে সুখ প্রাপ্ত হইতেছে? পাপবুদ্ধি ভরতপ্রধানদিগকে ধিক্। পাপী রাজা (ধৃতরাষ্ট্র) পরলোকে পিতৃগণের নিকটে উপস্থিত হইয়া কি বলিবেন? নিষ্পাপ পুত্রদিগকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া তিনি কি বলিতে পারিবেন যে 'আমি পুত্রদিগের প্রতি সম্যক্ আচরণ করিয়াছি?' ইত্যাদি।[২] "ধর্মপুত্র (যুধিষ্ঠির), ভার্যা, ভ্রাতৃগণ এবং অনুচরগণ সহ, জিত ও নিরস্ত হওয়াতে, আর দুর্যোধন বিবৃদ্ধমান হওয়াতে সশৈলা পৃথিবী অবসন্ন হইতেছে না কেন?"[৩] বলরামের এই উক্তি হইতে অনায়াসে বুঝা যায় ধর্মের অভ্যুত্থান এবং অধর্মের পতন ও বিনাশের জন্য তিনি কত অধিক চিন্তিত এবং আগ্রহান্বিত ছিলেন। তাই গদাযুদ্ধে ভীম শাস্ত্রবিরুদ্ধ অধর্মোপায়ে দুর্যোধনের উরুতে আঘাত করিয়া তাঁহাকে নিপাতিত করিলে রাম অতীব সংক্রুদ্ধ হইয়া উঠেন, তাহাকে (ভীমকে) উচ্চস্বরে ধিক্কার দেন এবং মারিতে উদ্যত হন। ধর্মবিৎ তিনি বলেন, "ধর্ম সৎপুরুষগণেরই দ্বারা উত্তমরূপে আচরিত হইয়া থাকে। অত্যর্থলুব্ধের অর্থ এবং অতিপ্রসঙ্গীর কাম—এই দুয়ের দ্বারা উহা নিয়মিত (অর্থাৎ সঙ্কুচিত) হইয়া থাকে। (অর্থ দ্বারা) ধর্ম ও কামকে, এবং (ধর্ম দ্বারা) কাম ও অর্থকে (কাম দ্বারা) ধর্ম ও অর্থকে, পীড়িত না করিয়া যে ধর্ম, অর্থ ও কামকে সেবন করে, সে অত্যন্ত সুখ প্রাপ্ত হয়। ধর্মকে পীড়ন করাতে ভীমসেন সমস্তকেই ব্যাকুল করা হইয়াছে।"[৪]

বলরাম যোগেশ্বর এবং যোগাচার্য ছিলেন।[৫] ভাগবতধর্ম মতে যোগযুক্তাত্মা ব্যক্তি সর্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হন। তিনি আপনাকে সর্বভূতে এবং সর্বভূতকে আপনাতে দেখেন।[৬] বলরামও সেই প্রকার ছিলেন। কেননা, কথিত হইয়াছে যে এক সময়ে তিনি নৈমিষারণ্যবাসী

১) মহাভা, ৯।৪৩।৪৬ ; ৫০।৬৭ আরও দেখ—৯।৩৫।৩১, ৩৪ ইত্যাদি।
২) মহাভা, ৩।১১৯।৫—
৩) মহাভা, ৩।১১৯।২২
৪) মহাভা, ৯।৬০।১৮—২০
৫) 'হরিবংশ', ২।৬২।৫'১ ; (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৭৮।২২'২
৬) পূর্বে দেখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুনিগণকে সেই "বিশুদ্ধ বিজ্ঞান" উপদেশ করেন, যাহার দ্বারা উঁহারা এই সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে আপনাতে এবং আপনাকে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডেতে ব্যাপ্ত বলিয়া উপলব্ধি করেন।[১]

বলরাম কৃষ্ণের স্ত্রী রুক্মিণীকে আত্মজ্ঞান উপদেশ করেন, দেহাত্মমানী মনুষ্যগণ কাঁহাকেও কাহাকেও নিজের সুহৃদ মনে করে, কাহাকেও কাহাকেও নিজের শত্রু মনে করে, আর কাঁহাকেও উদাসীন মনে করে (অর্থাৎ নিজের শত্রু কিংবা মিত্র কিছুই মনে করে না, মধ্যস্থ মনে করে)। আত্মা বিষয়ে ঐ ভেদবুদ্ধি নিশ্চয়ই তাহাদের মোহ। এবং ভগবানের মায়া দ্বারাই উহা কল্পিত হইয়াছে।[২] কেননা,

"এক এব পরো হ্যাত্মা সর্বেষামপি দেহিনাম্।
নানেব গৃহ্যতে মূঢ়ৈর্যথা জ্যোতির্যথা নভঃ॥"[৩]

সমস্ত দেহীর আত্মা নিশ্চয়ই এক এবং উহা পরই (অর্থাৎ পরব্রহ্মই)। মূর্খগণই আত্মা যেন নানা বলিয়া মনে করে। একই জ্যোতি যেমন (উপাধির বহুত্ব হেতু বহু (বলিয়া প্রতীত) হয়,[৪] একই আকাশ যেমন (ঘটাদি নানা উপাধিতে উপহিত হইয়া ঘটাকাশ, মহাকাশ, ইত্যাদি রূপে বহু (বলিয়া প্রতীত) হয়, সেইরূপ একই পরমাত্মা (নানা দেহোপাধিতে উপহিত হইয়া) যেন বহু জীব হইয়াছেন।' এইখানে 'যেন নানা ("নানেব") শব্দ প্রয়োগ করিয়া বলরাম নির্দেশ করিয়াছেন যে প্রতীয়মান্ নানাত্ব সত্য নহে। অন্যথা 'ইব' শব্দ প্রয়োগের কোন সার্থক্য থাকে না। তার পর যাহারা আত্মার নানাত্ব দেখে উহাদিগকে, মূর্খ বা অজ্ঞানী বলিয়া বলরাম নির্দেশ করিয়াছেন ঐ প্রতীতি অজ্ঞানজ। তিনি পূর্বে বলিয়াছেন যে "আত্মা বিষয়ে ভেদবুদ্ধি নিশ্চয়ই মোহ এবং উহা ভগবানের মায়া দ্বারা কল্পিত।' আত্মার প্রতীয়মান বহুত্ব দেহোপাধিবশতঃ হইলেও যদি দেহোপাধি সত্য হয়, তবে নানাত্বকেও এক প্রকারে সত্য বলিতে হইবে। ঐ আশংকা নিবারণার্থ বলরাম বলেন যে দেহ অবিদ্যা-কল্পিত, সুতরাং সত্য নহে।

"দেহ আদ্যন্তবানেষ দ্রব্যপ্রাণগুণাত্মকঃ।
আত্মন্যবিদ্যয়া কৢপ্তঃ সংসারয়তি দেহিনম্॥"[৫]

---

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৭৯।৩১

২) ঐ, ১০।৫৪।৪৩ ৩) ঐ, ১০।৫৪।৪৪

৪) মূলে আছে, "যথা জ্যোতিঃ।" 'জ্যোতি, শব্দ নানার্থক। (১) যদি উহা দ্বারা অগ্নিকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তবে দৃষ্টান্তের রহস্য এই হইবে,—একই অগ্নি যেমন আধার ভেদে নানা হইয়া থাকে, তেমন একই ব্রহ্ম আধারভেদে নানা জীব হইয়াছে। (২) যদি চন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়া থাকে, তবে রহস্য হইবে,—(ক) একই চন্দ্র যেমন দৃষ্টি-দোষ হেতু দুই বোধ হয়, অথব (খ) একই চন্দ্র যেমন বহু জলপাত্রে বহু বলিয়া দেখা যায়, ইত্যাদি। বসুদেবের

"জ্যোতির্যথৈবোদপার্থিবেষ্বদঃ
সমীরবেগানুগতং বিভাব্যতে।"—(ঐ, ১০।১।৪৩-১)

এই উক্তিতে 'জ্যোতিঃ' শব্দে অবশ্যই চন্দ্রকে কিংবা সূর্যকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ভগবান্ কপিলের

"স্বযোনিষু যথা জ্যোতিরেকং নানা প্রতীয়তে"

ইত্যাদি বচনে (ঐ, ৩।২৮।৪৩) 'জ্যোতি শব্দ 'অগ্নি' বাচকই।

৫) ঐ, ১০।৫৪।৪৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'এই দেহ দ্রব্য, প্রাণ এবং গুণময়, (সুতরাং) আদি-এবং অন্ত-বান্। উহা আত্মাতে অবিদ্যা দ্বারা কল্পিত এবং সংশ্লিষ্ট। উহা দেহীকে সংসারচক্রে নিক্ষেপ করে।' সৎস্বরূপ আত্মার সহিত ঐ অসৎ দেহের সংশ্লেষ প্রকৃত নহে।

"নাত্মনোঽন্যেন সংযোগো বিয়োগশ্চাসতঃ সতি।
তদ্ধেতুত্বাৎ তৎপ্রসিদ্ধের্দৃগ্‌রূপাভ্যাং যথা রবেঃ॥"[১]

'আত্মার সহিত অসৎ অন্যের (অর্থাৎ অনাত্ম দেহাদির প্রকৃত) সংযোগ ও বিয়োগ হয় না ; উহার (অন্যের) প্রসিদ্ধি আত্ম-হেতুকই, যেমন সূর্যের সহিত দৃক্‌শক্তি ও রূপের (বাস্তব) সংযোগ ও বিয়োগ হয় না ; উহাদের প্রসিদ্ধি সূর্য-হেতুক।' তাৎপর্য এই দুই ভিন্ন ভিন্ন বস্তুরই প্রকৃত সংযোগ ও বিয়োগ হইতে পারে। আত্ম ও দেহ, তথা সূর্য ও দৃক্ এবং রূপ, সেই প্রকার ভিন্ন বস্তু নহে। শ্রুতিতে আছে, সূর্যই দৃক্-রূপে চক্ষুতে প্রবেশ করিয়াছে এবং রূপ দেখে। সুতরাং দৃক্ ও রূপ সূর্য হইতে বস্তুত ভিন্ন নহে। সেই প্রকার দেহও আত্মা হইতে প্রকৃত পক্ষে ভিন্ন নহে। কেননা, আত্মাই অবিদ্যাবশতঃ পঞ্চভূতাত্মক জগৎ, সুতরাং দেহরূপে প্রতিভাসিত হইতেছে। দেহের সত্তা এবং খ্যাতি আত্মারই সত্তা এবং খ্যাতি বশতঃ। আত্মা ভিন্ন দেহ বলিয়া কোন বস্তু প্রকৃত পক্ষে নাই। অতএব আত্মার সহিত দেহের সংযোগ ও বিয়োগের কথা প্রকৃত হইতে পারে না। সুতরাং আত্মার নানাত্ব সত্য নহে। "জন্মাদি দেহেরই বিক্রিয়া, কখনও আত্মার নহে ; যেমন (হ্রাস-বৃদ্ধি) কলাসমূহেরই, নিশ্চয় চন্দ্রের নহে। সুতরাং আত্মার মৃত্যু অমাবস্যারই ন্যায়।"[২]

"যথা শয়ান আত্মানং বিষয়ান্ ফলমেব চ।
অনুভুঙ্‌ক্তেঽপ্যসত্যর্থে তথাপ্নোত্যবুধো ভবম্॥"[৩]

যেমন নিদ্রিত ব্যক্তি (স্বপ্নে) (পৃথক্) আপনাকে এবং বিষয়সমূহকে (দেখে), যদিও ঐ পদার্থসমূহ (প্রকৃত পক্ষে) নাই, পরে (কর্ম করিয়া) ফল ভোগ করিয়া থাকে, তেমন অজ্ঞানী ব্যক্তি সংসার ভোগ করে।' সুতরাং ভোক্তা, ভোগ্য এবং ভোগ—এই ত্রিপুটিভেদ স্বপ্নের ন্যায় অবাস্তব ; অজ্ঞানী জনগণই উহা করিয়া থাকে। অতএব মানুষ যে শোকাদি করিয়া থাকে, তাহা অজ্ঞানবশতই। তত্ত্বজ্ঞান দ্বারা উহাদিগকে বিদূরিত করা যায়।[৪]

বলরাম বলেন,

"সুখদুঃখদো ন চান্যোঽস্তি যতঃ স্বকৃতভুক্ পুমান্॥"[৫]

অর্থাৎ মানুষ স্বকৃত কর্মেরই ভাল কিংবা মন্দ ফল ভোগ করে এবং তাহাতে সুখ কিংবা দুঃখ পাইয়া থাকে। সুতরাং তাহাকে সুখদুঃখদাতা যে স্বয়ংই, অপর কোন সুখদুঃখদাতা নাই। তাই তিনি বলেন যে দোষ করিয়াছে, সে নিজের দোষেরই দ্বারা হত হইয়াছে ; দোষী ব্যক্তিকে শাস্তি দেওয়া মরাকে মারার তুল্য।[৬]

১) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৫৪।৪৬
২) ঐ, ১০।৫৪।৪৭
৩) ঐ, ১০।৫৪।৪৮
৪) ঐ, ১০।৫৪।৪৯
৫) ঐ, ১০।৫৪।৩৮'২
৬) ঐ, ১০।৫৪।৩৯'২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলদেব সত্যই বলদেব ছিলেন। তাঁহার অসীম বলবীর্য্যের কথা পুরাণে বিবৃত আছে। 'হরিবংশে' বিবৃত হইয়াছে যে পুরাণবিদ্ মহাত্মাগণ বলেন যে বলরাম অতীব বলদেব ছিলেন। তিনি কখন কাহারও দ্বারা নির্জ্জিত হন নাই। তিনি গদাযুদ্ধে মগধরাজ জরাসন্ধকে পরাজিত করেন, পরন্তু বধ করেন নাই। বহু রাজা জরাসন্ধের অনুগমন করেন। বলদেব তাঁহাদিগকেও পরাভূত করেন। তিনি বাহুযুদ্ধে নাগাযুতবলপ্রাণ এবং ভীমপরাক্রম ভীমকে বহুবার জয় করেন। তিনি তেজোরাশি এবং অকম্প্য পুরুষোত্তম। তিনি মহাবীর্য। তিনি যোগাচার্য এবং বেদমন্ত্রমুখ।[১] '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে "অনন্ত এবং অপ্রমেয় বলশালী মায়ামনুষ্য বলরামের এবংবিধ অসংখ্য (কর্ম্মসমূহ) আছে। যে ব্যক্তি অদ্ভুতকর্ম্মা রামের কর্ম্মসমূহ সকালে ও সন্ধ্যায় অনুস্মরণ করে, সে অনন্ত বিষ্ণুর অত্যন্ত প্রিয় হন।"[২]

অনন্ত এবং অপ্রমেয় বলশালী হইলেও বলদেব বলহেতু উদ্ধত বা উন্মত্ত ছিলেন না; ভালমন্দ বিচার না করিয়া হঠাৎ উত্তেজিত হইয়া বলপ্রয়োগ করিতেন না। এক সময়ে হস্তিনাপুরে দুর্যোধনের কন্যার স্বয়ংবর-সভায় কৃষ্ণের পুত্র বীর সাম্ব কন্যাকে হরণ করেন। তখন সমস্ত কুরুবীরগণ, কর্ণাদি তাঁহাদের বন্ধুগণের সহিত মিলিয়া, সাম্বকে ধরিতে ধাবিত হন এবং তাঁহাকে পরাভূত করিয়া বাঁধিয়া পুনঃ হস্তিনাপুরে লইয়া যান। তাহা শুনিয়া যাদবগণ ক্রুদ্ধ হন এবং তাঁহাদের রাজা উগ্রসেন দ্বারা প্রচোদিত হইয়া কৌরবদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ-যাত্রা করিতে প্রস্তুত হইলেন। বলরাম ইচ্ছা করিলেন না যে কুরুদিগের ও বৃষ্ণিদিগের মধ্যে যুদ্ধ বাধে। তাই তিনি বুঝাইয়া সুঝাইয়া যুদ্ধোদ্যত বৃষ্ণিগণকে শান্ত করেন এবং কুরুদিগকে বুঝাইয়া সাম্বকে লইয়া আসিতে স্বয়ং, কতিপয় ব্রাহ্মণ ও কুলবৃদ্ধ সহ, হস্তিনাপুরে গমন করেন। ভীষ্ম, ধৃতরাষ্ট্র, প্রভৃতি কুরুদিগের বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ রামের প্রভাব জানিতেন। তাঁহারা রামকে প্রণাম করিয়া অর্ঘ্যাদি যথাবিধি নিবেদন করেন। তাঁহাদিগের কুশল প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর রাম বলেন, 'তোমরা বহুজনে মিলিয়া যে এক ধার্মিক সাম্বের সহিত যুদ্ধ করিয়াছ এবং তাহাকে বাঁধিয়াছ তাহা ধর্ম্মসংগত হয় নাই। তথাপি বন্ধুদিগের ঐক্যকামনায় তাহা সহন করিব। এখন সাম্বকে বধূসহিত আমাকে ফিরাইয়া দাও। মহারাজ উগ্রসেন তোমাদিগকে এই আজ্ঞা দিয়াছেন।' উগ্রসেনের আজ্ঞার কথা শুনিয়া কৌরবগণ অপমানিত মনে করিলেন এবং ক্রুদ্ধ হইয়া বলরামকে দুর্বচন বলিলেন। তখন বলরামও ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। তিনি ভাবিলেন, নানা প্রকার মদে উন্মত্ত অসাধুগণ শান্তি নিশ্চয় চাহেন না। উহাদিগকে শান্ত করিবার একমাত্র উপায় দণ্ডই, যেমন পশুদিগকে শান্ত করিবার উপায় লগুড়ই।"[৩] কৌরবদিগের শাস্তি দিবার জন্য তিনি সমস্ত হস্তিনাপুরনগরীকে গঙ্গার গর্ভে ডুবাইয়া দিতে উদ্যত হইলেন। তাহা দেখিয়া কৌরবগণ ভয়ে ভীত হইলেন এবং রামের শরণ গ্রহণ করিলেন। বধূসহিত সাম্বকে তাঁহাকে দিয়া, এই বলিয়া স্তুতি করেন, "হে রাম, তোমার প্রভাব আমরা জানি না। মূর্খ এবং কুবুদ্ধি আমাদের অপরাধ ক্ষমা করুন (এই জগতের) সৃষ্টি, স্থিতি এবং প্রলয়ের একমাত্র হেতু তুমিই। (তুমি সমস্ত

১) 'হরিবংশ', ৫

২) (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৭৯।৩৩-৪

৩) ঐ, ১০।৬৮।৩১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগতের আধার। পরন্তু), হে অখিলাধার, তোমার কোন আধার নাই। হে ঈশ, (তত্ত্বজ্ঞ ব্যক্তিগণ) বলেন যে এই লোকসমূহ ক্রীড়াপরায়ণ তোমার ক্রীড়নকসমূহই। হে সহস্রমূর্ধা অনন্ত, ভূমণ্ডলকে তুমি লীলায় আপন মস্তকে ধারণ করিতেছ। অন্তে সমস্ত বিশ্বকে আপনাতে লয় করিয়া শেষে অদ্বিতীয় যিনি পরিশেষ থাকেন, তিনি তুমিই। হে ভগবান্, তুমি (চরাচর জগৎপ্রপঞ্চের) স্থিতি এবং পালনে তৎপর। (সেইহেতু তুমি সতত:) সত্ত্ব(গুণ)কে ধারণ কর। তোমার কোপ নিখিল প্রাণিবর্গকে শিক্ষাপ্রদানার্থই, দ্বেষবশতঃ নহে, এবং মৎসরবশতঃ ও নহে। হে সর্বশক্তিধর, হে বিশ্বকর্মা, হে সর্বভূতাত্মা, হে অব্যয়, তোমাকে নমস্কার। আমরা তোমার শরণাগত হইলাম।"[১]

অনেক উচ্চ গুণের সঙ্গে সঙ্গে বলরামের একটা মহান্ দুর্ব্যসনও ছিল। সেইটি তাঁহার মদ্য পানে অত্যধিক আসক্তি। তাই 'মহাভারতে' তাঁহাকে কখন কখন "মদোৎসিক্ত" বলা হইয়াছে।[২] অত্যধিক মদিরা-পান হেতু তাঁহার নেত্র সর্বদা লাল থাকিত।[৩]

'বিষ্ণুপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে এক সময়ে বরুণ বারুণীকে বলেন, "হে শুভ এবং মুদ-প্রদ মদিরা, যেই মহৌজস অনন্তের তুমি সর্বদা অভীষ্ট তাহার উপভোগার্থ যাও।" বরুণের এই আদেশ পাইয়া বারুণী বৃন্দাবনে সমুৎপন্ন কদম্ব-বৃক্ষের কোটরে রহিল। বলদেব বনে বিচরণ করিতে করিতে "মদিরার উত্তম গন্ধ আঘ্রাণ করত মদিরা-পানের ইচ্ছা প্রাপ্ত হইল।" ঐ কদম্ব-বৃক্ষ হইতে মদিরার ধারা নির্গত হইতে দেখিয়া বলরাম অতীব প্রসন্ন হইলেন। তিনি গোপদিগের ও গোপীদিগের সঙ্গে মিলিয়া মুদান্বিত হইয়া মদ্য পান করেন এবং মত্ত হন।[৪] অপর কোন কোন পুরাণেও সেই কথা আছে।[৫] 'মহাভারতে'র ন্যায় পুরাণেও উক্ত হইয়াছে যে বলরাম "মদবিহ্বল", "মদরক্তাক্ষ", ইত্যাদি।[৬] ইহা বিবাহের পূর্বের ঘটনা।[৭] বিবাহের পর বলরাম আপন স্ত্রী রেবতী এবং অপর বরস্ত্রীগণ সহ মদ্য পান করিতেন।[৮]

মদিরাসক্তির জন্য বলরামের নিন্দা ছিল বোধ হয়। এক সময়ে স্যমন্তক মণি সম্বন্ধে কৃষ্ণ সমস্ত যাদবগণের সমক্ষে বলেন যে শুচিমান্ এবং ব্রহ্মচর্যাদিগুণবান্ ব্যক্তি ধারণ করিলে স্যমন্তক মণি সর্বদা তাহার তথা সমস্ত রাষ্ট্রের উপকারক হয়; আর অশুচিমান্ এবং ব্রহ্মচর্যাদিগুণরহিত ব্যক্তি ধারণ করিলে উহা তাহাকেও নাশ করে। যেহেতু তিনি ষোল হাজার স্ত্রী পরিগ্রহ করিয়াছেন, সেইহেতু তিনি উহা ধারণে অসমর্থ। আর যেহেতু আর্য বলভদ্র মদিরাপানাদি অশেষ উপভোগে নিরত, সেইহেতু উনিও উহা ধারণের উপযুক্ত নহেন।[৯]

---

১) ঐ, ১০।৬৮।৪৪—৮
'(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'র অন্যত্রও আছে, 'বলরাম জগদীশ্বর; যেমন পট তন্তুসমূহ দ্বারা ওতপ্রোত, তেমন এই বিশ্ব তাঁহার দ্বারা ওতপ্রোত।' (১০।১৫।৩৫)

২) "বনমালী ততঃ ক্ষীবঃ কৈলাসশিখরোপমঃ।
নীলবাসা মদোৎসিক্ত ইদং বচনমব্রবীৎ॥"—(মহাভা, ১।২২২।২১)

৩) "মদরক্তান্তলোচন"—মহাভা, ৫।১৫৭।১৯'২

৪) বিষ্ণুপু, ৫।২৫।১-৭

৫) যথা দেখ—ব্রহ্মপু, ১৯৮।১-৭; (বিষ্ণু)ভাগপু, ১০।৬৫।১৯—

৬) যথা দেখ—বিষ্ণুপু, ৫।২৫।১০; ৬৫।৩১; ব্রহ্মপু, ১৯৮।১৯

৭) দেখ—বিষ্ণুপু, ৫।২৫।১৯; ব্রহ্মপু, ১৯৮।১০

৮) দেখ—বিষ্ণুপু, ৫।৩৬।১১—২; ব্রহ্মপু, ২০৯।১১'২—১৩'১

৯) বিষ্ণুপু, ৪।১৩।১৫৫—৭

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সঙ্কর্ষণের উপাসনা

প্রাচীনকালে সঙ্কর্ষণের উপাসনা প্রচলিত ছিল। কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে' সঙ্কর্ষণ দেবতার উপাসক সন্ন্যাসীর উল্লেখ আছে। কথিত হইয়াছে যে গুপ্তচর ঐ প্রকার সন্ন্যাসীর বেশ ধারণ করত, ইত্যাদি। ঐ সন্ন্যাসিগণ মুণ্ডিত-মস্তক কিংবা জটাধারী হইতেন। ব্যাকরণ-মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি (১৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) বলরামের মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন।[১] পাণিনির ২।২।৩৪ সূত্রের ব্যাখ্যায় পতঞ্জলি কর্তৃক অনূদিত একটি বচনে আছে যে রাম ও কেশবের মন্দিরে সমবেত মণ্ডলীতে বাদ্যযন্ত্র বাজান হইয়াছিল। ঐ রাম অবশ্যই বলরামই। বৌদ্ধ ধর্ম গ্রন্থ 'নির্দেশে' বাসুদেবের ও বলদেবের উপাসকের উল্লেখ আছে।[২] জৈন ধর্মগ্রন্থে বর্ণিত আছে যে তপস্বী জীবনের অষ্টমবর্ষে (৫০৫।৫০৪ বিক্রমপূর্ব সংবতে…৫৬২।৫৬১ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) ভগবান্ মহাবীর কুণ্ডাক সন্নিবেশের বাসুদেবের মন্দিরে কিছুকাল বাস করেন। তথা হইতে তিনি মদ্দনা-সন্নিবেশে গিয়া তথাকার বলদেবের মন্দিরে ধ্যান করেন।[৩]

প্রসিদ্ধ তামিলকাব্য 'শিল্পপদিকারে' (২য় খ্রীষ্টশতকের ২য় ভাগে বিরচিত) বলরামের মন্দিরের উল্লেখ আছে। যথা, কথিত হইয়াছে যে পুহরনগরীতে ১১টি প্রসিদ্ধ মন্দির ছিল; উহাদের একটি সুন্দর শ্বেত-দেবতার অর্থাৎ বলরামের। লোক ঐ সকল মন্দিরে দেবদর্শনার্থ গমন করিত।[৪] অধ্যাপক কৃষ্ণস্বামী আয়েঙ্গার লিখিয়াছেন যে লোকপ্রিয় উপাস্য দেবতারূপে কৃষ্ণ এবং বলদেবের উল্লেখ তামিলদিগের সঙ্গম সাহিত্যে পাওয়া যায়। তথায় কৃষ্ণ এবং বলদেব অথবা যেমন কখন কখন বলা হইয়াছে, বিষ্ণু এবং শ্বেত (দেবতা), শিব এবং সুব্রহ্মণ্যের সহিত তুল্যভাবেই উল্লিখিত হইয়াছেন। সুতরাং তামিলদিগের উপাস্যদিগের মধ্যে উঁহারা অপরেরই মতন লোকপ্রিয় ছিলেন।[৫] তিনি 'পরিপাদল' (৬ষ্ঠ খৃষ্টশতকের) ১ম পাদে বিরচিত) হইতে একটি কবিতার ইংরাজী ভাষান্তরও দিয়াছেন।[৬]

---

১) "সঙ্কর্ষণদৈবতীযোগো বা মুণ্ডজটিলব্যঞ্জন" ইত্যাদি।—('কৌটিলীয় অর্থশাস্ত্র', আর শ্যামাশাস্ত্রী সম্পাদিত, মহীশূর, ১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দ, ১৩।৩ অধ্যায় ৪০৩ পৃষ্ঠা)

আরও দেখ—"মুণ্ডো জটিলো বা বৃত্তিকামস্তাপসব্যঞ্জনঃ। স নগরাভ্যাসে প্রভূতমুণ্ডজটিলান্তেবাসী শাকং" ইত্যাদি। (ঐ, ১৯ পৃষ্ঠা দেখ)

২) দেখ—Bhandarkar. Vaisnavism etc, pp. 4-5

৩) 'শ্রমণ ভগবান্ মহাবীর', মুনি কল্যাণবিজয় গণী প্রণীত, জালোর, ১৯৯৮ বিক্রমসংবৎ, ৩৩ পৃষ্ঠা। আরও দেখ—৩৬২ ও ৩৮১ পৃষ্ঠা কুণ্ডাকসংনিবেশ ও মদ্দনাসংনিবেশ ও কাশীরাষ্ট্রের পূর্বে অবস্থিত ছিল। (পূর্বে দেখ)

৪) The Silappadikaram, Eng. Trans. by V. R. Ramchandra Dikshitar, Madras, 1934, pp. 151-2. আরও দেখ—'বালিয়োনের (বলদেবের) মন্দিরে, যাঁহার বর্ণ শ্বেত শঙ্খের মত ছিল।' (p. 117)

৫) S. K, Aiyangar, "Pancaratra in Classical Tamil Literature", Prof. Winternitz Fetschrift, 1932. (reprinted in Ancient India and South Indian History and Culture, Vol. II, pp. 805—819; বিশেষ দেখ ৮০৭ পৃষ্ঠা।

৬) "You are, the say, the younger born to the one white as conch. you are indeed the younger brother of Valeyon (the white one, Baladeva); to him that wears dark garments, and has the palmirah for his flag, some say you are older; to them indeed you are the older of the two etc. (ঐ, ৮১১ পৃষ্ঠা)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কোন কোন পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, পুরুষোত্তম ক্ষেত্রে (বা পুরীতে) কৃষ্ণ, সঙ্কর্ষণ ও সুভদ্রার মূর্তিরই পূজা হইয়া থাকে।[১]

জ্যোতিষাচার্য বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা'য় (৬ষ্ঠ খৃষ্টশতকে মধ্যভাগে বিরচিত) বলরামের মূর্তি নির্মাণের বিবৃতি আছে।

"বলদেবো হলপাণির্মদবিভ্রমলোচনশ্চ কর্তব্যঃ।
বিভ্রৎ কুণ্ডলমেকং শঙ্খেন্দুমৃণালগৌরতনুঃ॥[২]

'বৈখানসাগমে' বলরামের মূর্তির প্রতিষ্ঠার ও পূজার বিধি বর্ণিত আছে। কথিত হইয়াছে যে "মহাবলকাম" সায়ুধ বলরাম মূর্তি স্থাপন করিবে, আর "কামভোগশুভার্থী" নিরায়ুধ মূর্তি স্থাপন করিবে।[৩]

উদয়পুরের ঘোসুণ্ডি গ্রামে প্রাপ্ত শিলালেখে (১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দপ্রায়) "নারায়ণ-বাটে" (অর্থাৎ ভগবান্ নারায়ণের মন্দিরের বা পূজাস্থানের অঙ্গনে) ভগবান্ সঙ্কর্ষণের ও বাসুদেবের "পূজাশিলাপ্রাকারে"র (...পূজাশিলার (চারিদিকে কৃত) প্রকারের, বা 'পূজা (স্থানের চারিদিকে কৃত) শিলা প্রাকারের') উল্লেখ আছে। দাক্ষিণাত্যের নানাঘাটের শিলা-লিপিতে ধর্ম, ইন্দ্র, যম, বরুণ, এবং কুবেরের সঙ্গে সঙ্গে সঙ্কর্ষণের এবং বাসুদেবেরও প্রার্থনা আছে। এবং ইঁহাদের দুইজনকে চন্দ্রবংশীয় বলা হইয়াছে। গোয়ালিয়র রাজ্যে তুমৈঁ গ্রামে বলরামের একটা মূর্তি পাওয়া গিয়াছে। উহা ২য় কি ৩য় খৃষ্ট শতকের।

রমাপ্রসাদ চন্দ মনে করেন যে, যাদব বা বার্ষ্ণেয় সঙ্কর্ষণ এবং বাসুদেবকে দেবতারূপে উপাসনা হইতে পাঞ্চরাত্র বা ভাগবতধর্মের উৎপত্তি হয়। তখন উঁহাদের দুইজনকে সমশ্রেণীর দেবতা মনে করা হইত। কালক্রমে বাসুদেবকে "দেবদেব" মনে করা হইতে থাকে। তখন বলদেবের স্থান তাঁহার পরে দ্বিতীয় হয়। নানাঘাট ও ঘোসুণ্ডির শিলালেখে সঙ্কর্ষণের নাম বাসুদেবের পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে। পরন্তু তৎপূর্বের বেসনগরের (১৫০ খ্রীষ্টাব্দের) শিলালেখে আছে, বাসুদেব "দেবদেব।" এইরূপে দেখা যায়, খ্রীষ্টপূর্ব ২য় শতকে দুই প্রকারের বাসুদেবোপাসনা প্রচলিত ছিল—(১) এক প্রকার উপাসনায় বাসুদেব "দেবদেব", আর (২) অপর প্রকার উপাসনায় সঙ্কর্ষণ বাসুদেব হইতে বড়। দ্বিতীয় প্রকারের উপাসনা প্রথমটি অপেক্ষা প্রাচীন।[৪]

মগধে নাগ-ফণা দ্বারা রক্ষিত বলরামের মূর্তি পাওয়া যায়। উহার তাৎপর্য এই যে নাগগণ বলরামের সমর্থক ও রক্ষক ছিলেন। কেননা, মগধে নাগ-ফণা দ্বারা রক্ষিত বুদ্ধের মূর্তিও পাওয়া যায়। বৌদ্ধ সাহিত্যে দেখা যায় যে ভগবান্ বুদ্ধ সময় সময় নাগ দ্বারা সংরক্ষিত

১) ব্রহ্মপু, ৫৭।২১-২— ২) বৃহৎসংহিতা, ৫৭।৩৬

৩) 'জ্ঞানকাণ্ড', ৮৩ অধ্যায় (১৩৫ পৃষ্ঠা; আরও দেখ—'বিমানার্চনাকল্প', ২১ পটল (১৪৬ পৃষ্ঠা) ও ৫৮ পটল (৩৮০ পৃষ্ঠা)

"সার্বভৌমকামো বলভদ্ররামং ভোগৈশ্বর্যসুখপ্রীত্যৈ কৃষ্ণং......পূজয়েদিতি বিজ্ঞায়তে।"
—('জ্ঞানকাণ্ড', ৩৭ অধ্যায় (৫৬ পৃষ্ঠা)

৪) R. P. Chanda, "Archaeology and Vaisnava Tradition", Memoirs of the Archaeological Survey of India, No. 5 (1920), p. 165.

৪৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়াছেন। 'বিনয়পিটকে' বিবৃত হইয়াছে যে বোধি লাভের পরে ভগবান্ বুদ্ধ যখন উরুবেলা গ্রামে এক বৃক্ষের নীচে বসিয়া মুক্তির আনন্দ উপভোগ করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ ঝড়-তুফান ও শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হয়। ঐ দৈব দুর্বিপাক সাতদিন পর্যন্ত থাকে। নাগরাজ মুগুলিন্দ সমস্ত সময় ঐ বিপদ হইতে বুদ্ধকে রক্ষা করেন।[১] অপর প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থেও ঐ হেতুতে উরুবেলার মুচলিন্দ নাগের প্রশংসা পাওয়া যায়। 'দিব্যাবদানে' বিবৃত আছে যে শ্রাবস্তী হইতে রাজগৃহে গমন-কালে বুদ্ধ নাগগণের ফণার উপর বসিয়া গঙ্গানদী পার হন।[২] 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীকে' আছে বুদ্ধ গৃধ্রকূট পর্বতের শিখরে বহু সংখ্যক নাগগণ দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া সমাবিষ্ট ছিলেন।[৩] বুদ্ধমূর্তিতে মস্তকের উপর নাগের ফণা ইহা দ্যোতিত করে যে নাগগণ বুদ্ধের সমর্থক এবং রক্ষক ছিলেন। বলরামের মূর্তিতে মস্তকের উপর নাগের ফণাও ঠিক সেই প্রকারে দ্যোতিত করে যে নাগগণ বলরামের সমর্থক এবং রক্ষক ছিলেন। কেহ কেহ মনে করেন নাগছত্র এই দ্যোতিত করে যে বলরাম ও বুদ্ধ নাগ-বংশীয় ছিলেন।[৪] ঐ অনুমান সত্য হইতে পারে না। কেননা, বলরাম ও বুদ্ধ যে ক্ষত্রিয় ছিলেন, তাহার বহু প্রমাণ আছে।

নয় বলদেব ও নয় বাসুদেব

জৈন শাস্ত্রে নয় জন বলদেবের সদ্ভাবের উল্লেখ আছে। তন্মতে ভারতবর্ষে বর্তমান অবসর্পিণীতে ৬৩ "শলাকা পুরুষ" উৎপন্ন হইয়াছে। যেই সকল মহাপুরুষ আজ পর্যন্ত জগতের ব্যাপারে আপন আপন প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন, উঁহাদিগকে জৈন শাস্ত্রে 'শলাকা পুরুষ' বলা হয়। ৬৩ শলাকা পুরুষের ২৪ জন 'তীর্থঙ্কর', ১২ জন 'চক্রবর্তী', ৯ জন বল বা বলদেব, ৯ জন বাসুদেব, এবং ৯ জন (বাসুদেবের) প্রতিশত্রু (৯ প্রতিবাসুদেব)। সমস্ত বাসুদেব বিষ্ণুর অবতার। সেইহেতু তাঁহাদিগকে বিষ্ণু, হরি, নারায়ণ প্রভৃতিও বলা হয়। বলদেবগণ "হরির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাগণ,—উঁহারা বৈমাত্রেয় ভাই। তবে প্রত্যেক বলদেব ও প্রত্যেক বাসুদেবের মধ্যে প্রগাঢ় প্রেম হয়।

৯ বলদেব = অচল, বিজয়, ভদ্র, সুপ্রভ, সুদর্শন, আনন্দ,নন্দন, পদ্ম, রাম ;

৯ বাসুদেব = ত্রিপৃষ্ঠ, দ্বিপৃষ্ঠ, স্বয়ম্ভূ, পুরুষোত্তম, পুরুষসিংহ, পুরুষ পুণ্ডরীক, (পুরুষ)দণ্ড, নারায়ণ, কৃষ্ণ ,

---

১) 'বিনয়পিটক', ১ম খণ্ড, ৩ পৃষ্ঠা

২) 'দিব্যাবদান', কাউয়েল ও নেইলের সংস্করণ, ৫৫-৬ পৃষ্ঠা

৩) 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক', Sacred Books of the East এ ভাষান্তর, ৫ পৃষ্ঠা

৪) "The representation of the Buddha with a hooded Naga only means that he was a great and respectable personality of the Naga people, similar to Balaram, as we have already seen. Even as regards Jainism the Naga is almost always found in Jaima temples as an object of worship, but definitefy subordinate to the Thirthankar to whom the temple is dedicated. Suparsva the seventh and Parsva the twenty-third Thirthankara of Jainas, were also, as can be seen from their representations with hooded Nagas, belonging to the tribe of Nagas. Great as they were they were always represented with the canopy of hooded Nagas, like Buddha and Balaram."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৯ প্রতিশত্রু=অশ্বগ্রীব, তারক, মেরক, মধুকৈটভ, নিকুম্ভ, বলি, প্রহরণ, রাবণ, জরাসন্ধ।[১]

কথিত হয় যে "৯ প্রতিশত্রু যুদ্ধে নয় বাসুদেবের হাতের নিজ নিজ চক্র দ্বারা সমাহত হইয়া নিরয়ক্ষেত্রে গমন করে।"[২] ৯ বলদেবের প্রত্যেকের ৪ রত্ন ছিল—মুসল, লাঙ্গল, স্যন্দন এবং রত্নাবলী হার।[৩]

জৈন শাস্ত্রে কৃষ্ণ অপেক্ষা বলদেবের মহত্তা অধিক। সমস্ত বলদেব নিদান-রহিত, আর সমস্ত কেশব নিদান-সহিত। সেই কারণে সমস্ত বলদেব উর্ধ্বগামী, আর সমস্ত কেশব অধোগামী হয়। প্রথম ৮ হলধর "নিশ্রেয়স" প্রাপ্ত হইয়াছেন। অন্তিম হলী "ব্রহ্মকল্প" প্রাপ্ত হইয়াছেন এবং কালান্তরে তথা হইতে চ্যুত হইয়া কৃষ্ণের তীর্থে সিদ্ধি প্রাপ্ত হইবেন। প্রথম হরি সপ্তম নরকে, পরের ৫ হরি ৬ষ্ঠ নরকে, এক ৫ম নরকে, এক ৪র্থ নরকে, এবং চরম হরি ৩য় নরকে গিয়াছেন। প্রতিশত্রুগণের গতিও সেই প্রকারই।[৪]

কোন কোন বলদেব এবং বাসুদেব কোন কোন জৈন তীর্থঙ্করের সময়ে জন্মিয়াছিলেন, তাহারও উল্লেখ জৈনশাস্ত্রে পাওয়া যায়। ৬ষ্ঠ, ৭ম ও ৮ম বাসুদেব ও বলদেব কোন তীর্থঙ্করের সমকালীন ছিলেন না। ৯ম বাসুদেব ও বলদেব কৃষ্ণ ও রাম বা বলভদ্র ২১তম তীর্থঙ্কর অরিষ্টনেমির বা নেমিনাথের সমকালীন ছিলেন। এবং ইহাও কথিত হইয়াছে যে তাঁহারা উঁহার ভক্ত ছিলেন।[৫]

---

১) সমবায়াংগসূত্র, ; তিলোয়পন্নত্তা, (যতি বৃষভাচার্য প্রণীত, অধ্যাপক শ্রীআদিনাথ উপাধ্যায় এবং অধ্যাপক শ্রীহীরালাল জৈন কর্তৃক সম্পাদিত, শোলাপুর, ১৯৯৯ বিক্রমসম্বৎ) ৪।৫০০—; অভিধানরাজেন্দ্র, ৪র্থ ভাগ, ২২৭৩-৪ পৃষ্ঠা। শেষ দুই বলদেব এবং বাসুদেবের নাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ মতভেদও আছে। কোন কোন মতে শেষ দুই বলদেব রাম ও বলভদ্র এবং বাসুদেব লক্ষ্মণ ও কৃষ্ণ। প্রত্যেক বলদেবের ও বাসুদেবের মাতা-পিতার, পূর্বজন্মের এবং ধর্মাচার্যের নামও জৈনশাস্ত্রে আছে। (অভিধানরাজেন্দ্র, ৪র্থ ভাগ, ২২৭৫ পৃষ্ঠা)

২) তিলোয়পন্নত্তী, ৪।১৪২৩ (৩৩০ পৃষ্ঠা)

৩) ঐ, ৪।১৪।৩৫ (৩৩২ পৃষ্ঠা)

৪) ঐ, ৪।১৪৩৬—৮ (৩৩০ পৃষ্ঠা)

৫) ঐ, ৪।১৪১৪—৬ (৩২৯ পৃষ্ঠা) ; সত্তরিসংঠানা, ১০৭।২২০-৪ গাথা (অভিধানরাজেন্দ্র, ৪র্থ ভাগ, ২২৯৭-৮ পৃষ্ঠা)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিংশ অধ্যায়

সময়

ভাগবতধর্মের মূল প্রবর্তক নারায়ণ ঋষির, তথা উহার আদ্যাচার্য নারদবিবস্বানাদির, সময় সম্বন্ধে আমরা এই পর্যন্ত কিছুই বলি নাই। তাহার কারণ এই যে তৎসম্বন্ধে এমন কিছু নিরূপণ করা যায় না যাহা আধুনিক ইতিহাস-বিচারকদিগের গ্রাহ্য হইবে। তবে মহাভারতপুরাণাদি বিশেষভাবে পর্যালোচনা করিলে তাঁহাদিগের কাহারও কাহারও বিষয়ে ইহা নিরূপণ করা যায় যে উনি কোন্ মন্বন্তরের কোন্ যুগের কোন্ ভাগে বর্তমান ছিলেন। আমরা এখন তাহা সংক্ষেপে প্রদর্শন করিব।

পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, মহাভারতপুরাণাদির মতে, ভগবতধর্মের প্রবর্তক নারায়ণ ঋষি এবং উহার আদ্যাচার্যদিগের অন্যতম বিবস্বান্ প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের দৌহিত্র;— নারায়ণ ধর্ম ঋষির পুত্র, আর বিবস্বান্ মারীচ কশ্যপ এবং অদিতির পুত্র। সুতরাং তাঁহারা প্রায় সমকালীন ছিলেন। 'মহাভারতে'র আর এক উক্তি হইতেও তাহা সমর্থিত হয়। কেননা, উহাতে কথিত হইয়াছে যে প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের সুপ্রসিদ্ধ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞের সময়ে নর ঋষি ও নারায়ণ ঋষি গন্ধমাদন পর্বতে তপস্যা করিতেছিলেন।[১]

প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের ঐ অশ্বমেধ মহাযজ্ঞ, 'মহাভারতে'র মতে, বৈবস্বত মন্বন্তরে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল।[২] কোন কোন পুরাণেও তাহা উক্ত হইয়াছে।[৩]

সুতরাং প্রাচেতস দক্ষ, নারায়ণ ঋষি এবং বিবস্বান্ বৈবস্বত মন্বন্তরে বর্তমান ছিলেন। কোন কোন পুরাণে তাহা সাক্ষাদ্ভাবেও উক্ত হইয়াছে। যথা, 'বায়ুপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে নর ও নারায়ণ ঋষি, তথা মারীচ কশ্যপ ও অদিতির সন্তান ইন্দ্রাদিবিষ্ণুপর্যন্ত 'দ্বাদশ আদিত্য' বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরে ("বৈবস্বতেঽন্তরে হ্যস্মিন্") জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।[৪] উহাতে পরে উক্ত হইয়াছে যে মারীচ কশ্যপ ও অদিতির কনিষ্ঠ পুত্র বিষ্ণু বৈবস্বত মন্বন্তরে উৎপন্ন হন।[৫] তৎপূর্বে উক্ত হইয়াছে যে প্রাচেতস দক্ষ এবং তাঁহার জামাতা কশ্যপ, ধর্ম, সোম প্রভৃতি মহর্ষিগণ বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের প্রারম্ভে ("উপস্থিতেঽন্তরে হ্যস্মিন্ মনোর্বৈবস্বতস্য হ") ছিলেন।[৬] 'ব্রহ্মপুরাণে' আছে, প্রাচেতস দক্ষ এবং তাঁহার জামাতা মারীচ কশ্যপ বৈবস্বত মন্বন্তরে ছিলেন।[৭]

'মহাভারতে'র এক স্থলে আছে, ভীষ্ম যুধিষ্ঠিরকে বলেন,

"কৃতে যুগে মহারাজ পুরা স্বায়ংভুবেঽন্তরে।
নরো নারায়ণশ্চৈব হরিঃ কৃষ্ণঃ স্বয়ংভুবঃ॥"[৮]

---

১) মহাভা, ১২।৩৪২।১০৭—
২) মহাভা, ১২।২৮৪।১—
৩) যথা দেখ—বায়ুপু, পূর্বার্ধ, ৩০।৭৬-৭. ৭৯ ; ব্রহ্মপু, ৩৪।২৮, ৪০-১, ৪৮—৯ ; ৩৯।১
৪) বায়ুপু, উত্তরার্ধ, ৫।৫৭—৬১ ; আরও দেখ—৩।১
৫) ঐ, ঐ, ৫।১৩০-১
৬) ঐ, ঐ, ৪।১২০-১, ১৫৭-৮ ; আরও দেখ—৫।১-৩
৭) ব্রহ্মপু, ৩৪।২৮, ৪০-১, ৪৩
৮) মহাভা. ১২।৩৩৪।৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই বচনে 'স্বায়ংভুবে' স্থলে 'বৈবস্বতে' পাঠ হইবে। অন্যথা উপরের বচনসমূহের সহিত বিরোধ হইবে।

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের কন্যা এবং মারীচ কশ্যপের স্ত্রী কদ্রু এবং বিনতা "পুরা দেবযুগে" ('পুরাকালে দেবযুগে') বর্তমান ছিলেন।[১] উহার অন্যত্র বিবৃত হইয়াছে যে "পুরাকালে দেবযুগে" ভগবান্ আদিত্য দ্যুলোক হইতে মনুষ্যলোকে আগমন করেন,[২] এবং মানুষরূপে বিচরণ করেন ("চরন্ মানুষরূপেণ")।[৩] ঐ মানুষরূপী ভগবান্ আদিত্য মারীচ কশ্যপ এবং দাক্ষায়ণী অদিতির পুত্র বিবস্বানই বলিয়া মনে হয়। কেননা, উনি সূর্যের অবতার বলিয়া প্রখ্যাত হন।[৪] তাহাতে জানা যায় যে বিবস্বান্ দেবযুগে বর্তমান ছিলেন। 'মহাভারতে' অপর এক স্থলে আছে, দৈত্যগণ এবং দানবগণ (অর্থাৎ প্রাচেতস দক্ষের কন্যা এবং মাচীচ কশ্যপের স্ত্রী দিতি এবং দনুর পুত্রগণ) "পুরাকালে দেবযুগে" বর্তমান ছিলেন।[৫]

'মহাভারতে'র এই সকল প্রমাণ হইতে নির্ণীত হয় যে প্রাচেতস দক্ষ এবং তাঁহার দৌহিত্র নারায়ণ ও বিবস্বান্ 'দেবযুগে' বর্তমান ছিলেন।

ঐ দেবযুগ কৃতযুগেরই নামান্তর বলিয়া মনে হয়। কেননা, যাঁহারা দেবযুগে বর্তমান ছিলেন বলিয়া উপরে উক্ত হইয়াছে, তাঁহাদের কেহ কেহ কৃতযুগে ছিলেন বলিয়াও উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। যথা,

(১) 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে নর ও নারায়ণ ঋষি কৃতযুগে জন্মগ্রহণ করেন।[৬]

(২) 'হরিবংশে' আছে, নারায়ণ ঋষি, ব্রহ্মা-ধর্মাদি মহর্ষিগণ, ইন্দ্রাদিবিষ্ণুপর্যন্ত আদিত্যগণ এবং সোম, শুক্র ও বৃহস্পতি ঋষি "কৃতযুগে বর্তমান ছিলেন।[৭]

(৩) বাল্মীকির 'রামায়ণে' আছে, প্রাচেতস দক্ষের কন্যা দিতি এবং অদিতি কৃতযুগে বর্তমান ছিলেন।[৮]

অথবা, হইতে পারে যে কৃতযুগের অংশবিশেষ,—যেই অংশে দেবগণের বিশেষ প্রভাব লোকসমাজে খ্যাপিত হইত এবং উহাঁদিগের প্রীত্যর্থ যাগযজ্ঞাদি বিশেষভাবে লোকসমাজে অনুষ্ঠিত হইত,—'দেবযুগ' নামে অভিহিত হয়।

অথবা, হইতে পারে যে, যে যুগে দেবগণের,—মারীচ কশ্যপ এবং দাক্ষায়ণী অদিতির পুত্র ইন্দ্রাদির, প্রাধান্য জগতে স্থাপিত হয়, তাহাই দেবযুগ।

বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের আদ্য ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগকেও দেবযুগ বলা হইত দেখা যায়। যথা, 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে অলর্ক নামে এক কীট ভগবান্ পরশুরাম কর্তৃক দৃষ্ট হওয়া মাত্রে প্রাণ ত্যাগ করে এবং অন্তরিক্ষে এক করাল রাক্ষসরূপে দেখা যাইতে লাগিল। ঐ রাক্ষস এই প্রকারে আত্ম-পরিচয় প্রদান করে,—"হে তাত, আমি পূর্বে,

১) দেখ—মহাভা, ১।১৬।৫—; ২২।৫।৩১।২৪
২) মহাভা, ২।১১।২
৩) মহাভা, ২।১১।৩'১
৪) পূর্বে দেখ।
৫) মহাভা, ৩।৯৪।৫-৬
৬) মহাভা; ১২।৩৩৪।৯ (পূর্বে দেখ)
৭) হরিবংশ, ১।৪২।১, ৩—
৮) রামায়ণ; ১।৪৫।১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুরাকালে দেবযুগে দংশ নামে মহাসুর ছিলাম। আমি বয়সে (মহর্ষি) ভৃগুর প্রায় সমানই ছিলাম। সেই আমি (মহর্ষি) ভৃগুর সুদয়িতা ভার্যাকে বলপূর্বক অপহরণ করি। মহর্ষির অভিশাপে আমি কৃমি হইয়া ভূমিতে পতিত হই।" ইত্যাদি।[১] যখন ঐ ঘটনা ঘটে তখন কর্ণ (রাধেয় এবং কুন্তী-নন্দন) সেইখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ঐ সময়ে পরশুরামের নিকট অস্ত্র-শিক্ষা করিতেছিলেন। সুতরাং ঐ ঘটনা দ্বাপরযুগের শেষভাগেই ঘটে। মহাসুর দংশের ঐ উক্তি হইতে জানা যায় যে মহর্ষি ভৃগু দেবযুগে বর্তমান ছিলেন। তাহার সাক্ষাৎ উক্তিও 'মহাভারতে' আছে। কোন সময়ে পিতৃগণ পরশুরামকে বলেন যে তাঁহার প্রপিতামহ ভৃগু দেবযুগে দীপ্তোদ তীর্থে উত্তম তপ করেন।[২] 'বায়ুপুরাণে' এবং 'ব্রহ্মপুরাণে'র মতে, ভৃগু প্রভৃতি মহর্ষিগণ বৈবস্বত মন্বন্তরের আদ্য ত্রেতাযুগে জন্মগ্রহণ করেন।[৩]

পণ্ডিত শ্রীভগবদ্দত্ত মনে করেন যে দেবযুগ হইতে ভিন্ন এবং উহার পূর্ববর্তী,—দেবযুগের পরে কৃতযুগ আসে।[৪] ঐ অনুমান ঠিক নহে। উপরের লেখা হইতে তাহা অনায়াসে বুঝা যাইবে। তাহার সমর্থনে আরও বলা যায় যে (১) 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে

"কৃতমাদির্যুগানাং চ সর্বেষাং নাত্র সংশয়ঃ।"[৫]

'কৃতযুগ সর্বযুগসমূহের আদি। তাহাতে কোন সংশয় নাই।' সুতরাং কৃতযুগের পূর্বে কোন যুগ থাকিতে পারেনা। (২) দেবযুগকে কৃতাদি হইতে ভিন্ন মনে করিলে যুগের সংখ্যা পাঁচ হইবে। পরন্তু শাস্ত্রের সর্বত্রই পাওয়া যায়, যুগ চারিটি।

আরও বিশেষ পর্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে দক্ষাদি বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের আদ্য কৃতযুগের শেষভাগে এবং ত্রেতাযুগের প্রথম ভাগে বর্তমান ছিলেন। কেননা,

(১) 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে বৈবস্বত মনু কৃতযুগে বর্তমান ছিলেন;[৬] আর তাঁহার পুত্র ইক্ষাকুর পৌত্রের পৌত্র করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিত "ত্রেতাযুগমুখে" ('ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে') বর্তমান ছিলেন।[৭] 'বায়ুপুরাণে'ও আছে, করন্ধম "ত্রেতাযুগমুখে" ছিলেন।[৮]

(২) 'বায়ুপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে মারীচ কশ্যপ এবং অদিতির সন্তান (ইন্দ্রাদি) দ্বাদশ আদিত্য বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের "আদ্য ত্রেতাযুগমুখ প্রাপ্ত হইলে" জন্মগ্রহণ করেন।[৯]

(৩) কোন কোন পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের পূর্বোক্ত যজ্ঞ "বৈবস্বত মনুর আদ্য ত্রেতাযুগমুখে" অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। ভৃগ্বাদি মহর্ষিগণও ঐ সময়ে জন্মগ্রহণ করেন।[১০]

---

১) মহাভা, ১২।৩।১৯-২০—

২) "দীপ্তোদং নাম তত্তীর্থং যত্র তে প্রপিতামহাঃ।
ভৃগুর্দেবযুগে রাম তপ্তবানুত্তমং তপঃ॥"—(মহাভা, ৩।৯৯।৭১)

৩) "ভৃগ্বাদয়স্তু তে সর্বে জজ্ঞিরে বৈ মহর্ষয়ঃ।
আদ্যে ত্রেতাযুগে পূর্ব মনোর্বৈবস্বতস্য হ॥"
—(বায়ুপু; পূর্বার্ধ, ৩০।৭৬; ব্রহ্মপু, ৩৪।৪৭ ২—৪৮·১

৪) পণ্ডিত শ্রীভগবদ্দত্ত, 'ভারতবর্ষ কা বৃহদ্ ইতিহাস' ১৫৫ পৃঃ)

৫) মহাভা, ১৪।৪৪।৯·১

৬) মহাভা, ১৪।৪।২

৭) মহাভা, ১৪।৪।১৭·১

৮) বায়ুপু, উত্তরার্ধ, ২৪।৭

৯) ঐ, ৬।৪২·২-৪৪·১

১০) বায়ুপু, পূর্বার্ধ, ৩০।৭৬-৭; ব্রহ্মপু, ৩৪।৪৭-৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(৪) 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে প্রাচেতস দক্ষের ঐ যজ্ঞের সময়ে, তৎকর্তৃক অপমানিত ভগবান্ রুদ্রের ক্রোধ হইতে জ্বরের উৎপত্তি হয়।[১] কোন কোন পুরাণেও তাহার উল্লেখ আছে।[২] আয়ুর্বেদ শাস্ত্রেও জ্বরের উৎপত্তি সেই প্রকারেই হয় বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে।[৩] 'চরকসংহিতা'য় আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে দক্ষের ঐ যজ্ঞ "দ্বিতীয় যুগে", অর্থাৎ ত্রেতাযুগে হইয়াছিল।[৪]

এইরূপে নির্ণীত হয় যে প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষ এবং নারায়ণ, বিবস্বান্ প্রভৃতি তাঁহার দৌহিত্রগণ বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের আদ্য কৃতযুগের শেষভাগে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন।[৫]

এই কাল-নির্ণয়ের সত্যতা অন্য প্রকার পরীক্ষা দ্বারা সিদ্ধ করা যায়। যথা,

(১) নারদ—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে ভাগবতধর্মের আদ্যাচার্য দেবর্ষি নারদ, যিনি উহার আদ্য-প্রবর্তক ভগবান্ নারায়ণ ঋষির স্বমুখ হইতে উহার উপদেশ প্রাপ্ত হন, তিনি ভগবান্ পরমেষ্ঠীর পুত্র। তিনি প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের পুত্র হর্যশ্বগণকে ও শবলাশ্বগণকে প্রব্রজ্যায় প্ররোচিত করেন। তাহাতে অতীব দুঃখিত ও ক্রোধিত হইয়া দক্ষ তাঁহাকে শাপ দিয়া নাশ করিতে উদ্যত হন। তখন পরমেষ্ঠী, মরীচ্যাদি মহর্ষিগণকে সঙ্গে লইয়া, দক্ষের নিকটে নারদকে ক্ষমা করিতে প্রার্থনা করেন। দক্ষ তাঁহাকে সম্পূর্ণরূপে ক্ষমা করিতে পারেন নাই। তবে ইহা হয় যে উহাঁর শাপে নারদকে উহাঁর এক কন্যার গর্ভে মহর্ষি কশ্যপের ঔরসে, জন্মগ্রহণ করিতে হয়।

সুতরাং পরমেষ্ঠীর পুত্র রূপে নারদ প্রজাপতি প্রাচেতস দক্ষের ও মরীচ্যাদি মহর্ষিগণের সমকালীন ছিলেন; এবং দক্ষের দৌহিত্র ও কশ্যপের পুত্র রূপে তিনি দক্ষের অপর দৌহিত্র বিবস্বান্ (কশ্যপনন্দন), নর ও নারায়ণ (ধর্ম-নন্দন), প্রভৃতির সমকালীন ছিলেন। অতএব ঐ কাল-নির্ণয় অনুসারে নারদ বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের আদ্য কৃতযুগের শেষভাগে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে ছিলেন, বলিতে হইবে। মহাভারতপুরাণাদিতে তাহার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। যথা,

(ক) 'মহাভারতে'র এক স্থলে বিবৃত হইয়াছে যে "পুরাকালে দেবযুগে" যখন ভগবান্ আদিত্য দ্যুলোক হইতে মনুষ্যলোকে অবতরণ করেন এবং মনুষ্যরূপে বিচরণ করিতেছিলেন, তখন উহাঁর, অর্থাৎ বিবস্বান্ আদিত্যের সহিত নারদের সাক্ষাৎ হয়।[৬]

(খ) 'মহাভারতে'র অন্য এক স্থলে বিবৃত হইয়াছে যে "পুরাকালে কৃতযুগে" অকম্পন নামে এক রাজা ছিলেন।[৭] তিনি যুদ্ধে শত্রুগণ দ্বারা পরাভূত হন। ঐ যুদ্ধে তাঁহার পুত্র

১) মহাভা, ১২।২৮৩ অধ্যায়
২) যথা দেখ—বায়ুপু, পূর্বার্ধ, ৩০।২৯৬ ; ব্রহ্মপু, ৩৯।৭৭ ; ৪০।১১২
৩) চরকসংহিতা; চিকিৎসাস্থান, ৩।১০. নিদানস্থান, ১।৩৮ ; সুশ্রুতসংহিতা, উত্তরতন্ত্র, ৩৯।৭ ৩০৬
৪) চরকসংহিতা, চিকিৎসাস্থান, ৩।১৩
৫) দেখ—পণ্ডিত শ্রীভগবদ্দত্ত, 'ভারতবর্ষ কা প্রাচীন ইতিহাস', ২য় সংস্করণ. ২০০৩ সম্বত ৪৩—৫ পৃষ্ঠা।
৬) মহাভা, ২।১১।২—
৭) মহাভা, ১২।২৫৬।৭'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরি নিহত হন। তাহাতে অকম্পন শোকে অতীব অভিভূত হইয়া পড়েন। ঐ সময়ে নারদ তাঁহাকে সান্ত্বনা দেন। তাহাতে জানা যায় যে নারদ কৃতযুগে বর্তমান ছিলেন।

(গ) 'ছান্দোগ্যোপনিষদে' আছে, নারদ মহর্ষি সনৎকুমারের শিষ্য হন এবং তাঁহার নিকট আত্মবিদ্যা,—ভূমাবিদ্যা শিক্ষা করেন।[১] সনৎকুমার দেবযুগে বর্তমান ছিলেন। সুতরাং নারদও তখন বর্তমান ছিলেন।

(২) পুরুরবা ঐল—পূর্বে প্রদর্শিত হইয়াছে যে পুরুরবা বৈবস্বত মনুর কন্যা ইলা এবং ঋষি সোমের পুত্র বুধের সন্তান। সুতরাং, ঐ কাল-নির্ণয় অনুসারে বলিতে হয় যে, পুরুরবা ঐল বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের আদ্য ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে ছিলেন।[২] 'বায়ুপুরাণে' তাহার উল্লেখ পাওয়া যায়। উহার এক স্থলে উক্ত হইয়াছে যে,—অগ্নি, ঐল পুরুরবার পূর্বে, একই ছিল; তিনিই ত্রেতাযুগে, উহাকে ত্রেধা বিভক্ত করিয়া যজ্ঞ করেন।[৩] এই উক্তি অনুসারে পুরুরবা ত্রেতাযুগে বর্তমান ছিলেন। 'বায়ুপুরাণে'র অন্যত্র আছে, পুরুরবার পিতামহ সোম ঋষি প্রাচেতস দক্ষের জামাতা ছিলেন।[৪] 'হরিবংশে' উক্ত হইয়াছে যে সোম কৃতযুগে বর্তমান ছিলেন।[৫]

(৩) অঙ্গিরা ও বৃহস্পতি—পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র মহর্ষি বৃহস্পতি দেবগণের গুরু ছিলেন। ঐ দেবগণ মহর্ষি মারীচ কশ্যপ এবং দাক্ষায়ণী অদিতির পুত্র ইন্দ্রাদিই।[৬] সুতরাং মহর্ষি বৃহস্পতি উহাঁদের সমকালীন ছিলেন। সেই কারণে ঐ কাল-নির্ণয় অনুসারে তিনি বর্তমান বৈবস্বত মন্বন্তরের আদ্য কৃতযুগের শেষ ভাগে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বর্তমান ছিলেন। 'মহাভারতে' এবং 'হরিবংশে' তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। 'হরিবংশে' সাক্ষাদ্ভাবে উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি বৃহস্পতি, তথা ইন্দ্রাদি আদিত্যগণ প্রভৃতি কৃতযুগে বর্তমান ছিলেন।[৭] 'মহাভারতে উক্ত হইয়াছে যে মহর্ষি অঙ্গিরা ইক্ষ্বাকুর পৌত্রের পৌত্র করন্ধমের পুত্র অবিক্ষিতকে যজ্ঞ করান।[৮] অঙ্গিরার পুত্র দেবগুরু বৃহস্পতি[৯] অবিক্ষিতের পুত্র মরুত্তেরও পুরোহিত ছিলেন।[১০] মরুত্ত ইন্দ্রের সঙ্গে স্পর্ধা করিতেন।[১১]

---

১) ছান্দোগ্যউ, ৭ম অধ্যায়

২) "এবং স দেবপ্রবরঃ পূর্বং কথিতবান্ কথাম্॥
সনৎকুমারো ভগবান্ পুরা দেবযুগে প্রভুঃ।"—(রামায়ণ, ১।১১।১০.২—১১.১)

৩) বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ২৯।৪৫ (পূর্বে দেখ)

৪) ঐ, ঐ, ৪।১৫৭-৮ ; ৫।২২

৫) হরিবংশ, ১।৪২।৪ (পূর্বে দেখ)

৬) পরে দেখ।

৭) হরিবংশ, ১।৪২।১, ৩— (পূর্বে দেখ)

৮) মহাভা, ১৪।৪।২২ আরও দেখ—মহাভা, ১৪।৫।৮.২ ; ৬।২—

৯) মহাভা, ১৪।৫।৪, ৭—

১০) মহাভা, ১৪।৪।২৩ ; ৫।১৪

১১) কথিত আছে যে, রাজা মরুও আবিক্ষিত যজ্ঞে শ্রীবৃদ্ধি দ্বারা দেবরাজ ইন্দ্রকে জয় করেন।
—(মহাভা, ১২।২০।১৩)

"যঃ স্পর্দ্ধয়াঽজয়চ্ছক্রং দেবরাজং পুরন্দরম্।"
তিনি স্পর্দ্ধা দ্বারাও ইন্দ্রকে জয় করেন।—(মহাভা, ১২.২৯।১৮.২—)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সেই কারণে ইন্দ্র বৃহস্পতিকে উহাঁর পৌরোহিত্য করিতে নিষেধ করেন।[১] তাহাতে বাধ্য হইয়া বৃহস্পতি মরুত্তের পৌরোহিত্য করিতে অস্বীকার করেন। তখন মরুত্ত, নারদের পরামর্শে, বৃহস্পতির ছোট ভাই সম্বর্তকে আপন পুরোহিত করেন।[২] এই কথার উল্লেখ 'ঐতরেয়ব্রাহ্মণে'ও আছে।[৩] তাহাতে জানা যায় যে মরুত্ত, বৃহস্পতি এবং নারদ সমকালীন। 'মহাভারতে' এবং 'বায়ুপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে মরুত্তের পিতা অবিক্ষিত কারন্ধম "ত্রেতাযুগমুখে" বর্তমান ছিলেন।[৪] সুতরাং বৃহস্পতি এবং অঙ্গিরা, তথা নারদ, ঐ সময়ে বর্তমান ছিলেন।

দেবাসুর-সংগ্রাম

এখন আমরা দেখাইব যে অন্য এক স্বতন্ত্র বিচারেও দক্ষনারায়ণবিবস্বানাদির সময় তাহাই বলিয়া পাওয়া যায়।

প্রাচীন কালে দেবগণের এবং অসুরগণের মধ্যে সংগ্রাম হইয়াছিল বলিয়া বেদে বহুত্র উল্লিখিত হইয়াছে।[৫] মহাভারতপুরাণাদিতেও তাহার উল্লেখ আছে।[৬] সুতরাং ঐ সংগ্রাম এই দেশে অতি বিখ্যাত হইয়াছিল।

কথিত হইয়াছে যে ঐ দেবগণ এবং অসুরগণ প্রজাপতির সন্তান ছিলেন; অসুরগণ জ্যেষ্ঠ, আর দেবগণ কনিষ্ঠ ছিলেন।[৭] 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে ঐ প্রজাপতি দক্ষই।

"অসুরাশ্চৈব দেবাশ্চ দক্ষস্যাসন্ প্রজাপতেঃ।
অপত্যং বহুলং তাত সংস্পর্ধন্ত পরস্পরম্॥"[৮]

---

১) মহাভা, ১৪।৫।১৫— ২) মহাভা, ১৪।৬।১—

৩) "এতেন হ বা ঐন্দ্রেণ মহাভিষেকেন সংবর্ত আঙ্গিরসো মরুত্তমাবিক্ষিতমভিষিষেচ।" ইত্যাদি।
—(ঐতব্রা, ৮।২১)

৪) পূর্বে দেখ।

৫) যথা দেখ—
"দেবাশ্চ চ বাঽসুরাশ্চ চ অস্পর্দ্ধন্ত"
—(তাণ্ড্যব্রা, ১২।৩।১৪ ; ১২।৫।২৩ ; ২১।১৬।১ ; মৈত্রায়ণীসং, ৪।৬।৮
আরও দেখ—তাণ্ড্যব্রা, ৬।৫।১১ ; ৮।৩।১—; ইত্যাদি.
"দেবাশ্চচ বা অসুরাশ্চচ সংযত্তা আসন॥
—(কাঠকসং, ২৭।৮ ; আরও দেখ—মৈত্রায়ণীসং, ৪।৩।৩
"দেবাসুরা বা এষু লোকেষু সমযতন্ত"
—(ঐতব্রা, ১।১৪ ; ১।২৩ ; ২।৩৬ ; ইত্যাদি।

৬) "কস্মাদ্দেবাসুরাঃ পূর্বমন্যোন্যমভিজঘ্নিরে।" —(মহাভা, ১২।১৬৯।৫৫*১)
আরও দেখ—মহাভা, ১২।৩৩।২৫—

৭) যথা দেখ,—
"দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ প্রজাপতের্দ্বয়াঃ পুত্রা আসংস্তেঽসুরা ভূয়াংসো বলীয়াংস আসন্ কনীয়াংসো দেবাঃ।" —(তাণ্ড্যব্রা, ১৮।১।২)
"দ্বয়া হ প্রাজাপত্যা দেবাশ্চাসুরাশ্চ ততঃ কানীয়সা এব দেবা জ্যায়সা অসুরাস্ত এষু লোকেষ্পর্দ্ধন্ত।"
—(শতব্রা (মাধ্য), ১৪.৪।১।১)

৮) মহাভা, ১৪।৪।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'অসুরগণ এবং দেবগণ প্রজাপতি দক্ষের অপত্য ছিলেন। তাঁহারা, হে তাত, পরস্পরকে বহু সংস্পর্ধা করিতেন।' 'নারদপুরাণে' আরও বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে তাঁহারা প্রজাপতি দক্ষের কন্যা দিতি ও অদিতির এবং প্রজাপতি কশ্যপের সন্তান ছিলেন। "ইন্দ্রাদি দেবগণের জনক ছিলেন কশ্যপ মুনি। তাঁহার দুই ভার্যা দিতি ও অদিতি দক্ষের কন্যা (ছিলেন)। অদিতি দেবগণের মাতা, (আর) দিতি দৈত্যগণের জননী। তাঁহাদিগের ঐ আত্মজগণ, হে বিপ্র, পরস্পরজয়ৈষী ছিলেন।" ইত্যাদি।[১] সুতরাং ঐ দেবগণ এবং অসুরগণ বৈমাত্রেয় ভাই ছিলেন।

উহাঁদিগের মধ্যে যুদ্ধ মুখ্যতয়া রাজ্যাদি ঐশ্বর্যেরই নিমিত্ত হইয়াছিল।[২] ধার্মিক আচার-ব্যাবহারের ভেদও দেবাসুর-সংগ্রামের এক কারণ ছিল দেখা যায়। কেননা, 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে, "সর্বলোকপিতামহ (ভগবান্ ব্রহ্মা) এই ভূতসৃষ্টি করিয়া অনন্তর বেদ-পঠিত শাশ্বতধর্ম প্রয়োগ করেন।"[৩] "দেবগণ, আচার্যগণ ও পুরোহিতগণ সহ ঐ ধর্মে স্থিত হন। আদিত্যগণ, বসুগণ, রুদ্রগণ, সাধ্যগণ, মরুদ্গণ, অশ্বিনীকুমারদ্বয়, ভৃগু, অত্রি, অঙ্গিরা, কশ্যপ, বশিষ্ঠ, গৌতম, অগস্ত্য নারদ, পর্বত······(সকলে) ব্রহ্মানুশাসনে স্থিত থাকেন।"[৪]

"দানবেন্দ্রাস্ত্বতিক্রম্য তৎপিতামহশাসনম্।
ধর্মস্যাপচয়ং চক্রুঃ ক্রোধলোভসমন্বিতাঃ॥"[৫]

'পরন্তু দানবেন্দ্রগণ, ক্রোধ ও লোভ সমন্বিত হইয়া, সেই পিতামহশাসনকে অতিক্রম করত ধর্মের অপচয় করেন।' "হিরণ্যকশিপু, হিরণ্যাক্ষ, বিরোচন, শম্বর, বিপ্রচিত্তি, প্রহ্লাদ, নমুচি এবং বলি—ইহাঁরা, তথা অপর বহু দৈত্যগণ ও দানবগণ, (নিজেদের) গণ সহ, ধর্মসেতুকে অতিক্রম করত অধর্মনিশ্চয় হইয়া রমণ করিতে লাগিলেন। 'দেবগণ যেমন, আমরাও তেমনই; কেননা, সকলে তুল্যাভিজাতীয়'—এই প্রকার ধর্মে আস্থিত হইয়া দেবগণ ও ঋষিগণের প্রতি স্পর্ধমান হইয়া অসুরসত্তমগণ, দর্প বশতঃ, তাঁহাদের সহিত মিলিতেন মিশিতেন না, সংবাদও করিতেন না। তাঁহারা

'ন প্রিয়ং নাপ্যনুক্রোশং চক্রুর্ভূতেষু ভারত।
ত্রীনুপায়ানুপাক্রম্য দণ্ডেন রুরুধুঃ প্রজাঃ॥'[৬]

'হে ভারত, প্রাণিগণকে করুণা করিতেন না। তাহাদের প্রিয় করিতেন না। (অপর)

---

১) নারদপু, পূর্বার্দ্ধ, ১০।৩-৪—

২) "তেষামপি শ্রীনিমিত্তং মহানাসীত্ সমুচ্ছ্রয়ঃ॥"
—(মহাভা, ১২।৩৩।২৬'১)
"তেষাং দায়নিমিত্তং বৈ সংগ্রামা বহবোঽভবন্।"
—(বায়ুপু উত্তরার্দ্ধ, ৩৫।৭২'১, ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৭১'২)
"তেষাং দায়নিমিত্তং বৈ সংগ্রামাস্তু সুদারুণাঃ।"
—(মৎস্যপু, ৪৭।৪১'১)

৩) মহাভা, ১২।১৬১।২১

৪) মহাভা, ১২।১৬৬।২২-৫

৫) মহাভা, ১২।১৬১।২৬

৬) মহাভা, ১২।১৬৬।৩০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন উপায়কে উপাক্রমণ করত (কেবল) দণ্ড দ্বারাই প্রজাগণকে দাবাইয়া রাখিতেন।"[১] 'বিষ্ণুপুরাণে' আছে, ভগবান্ বিষ্ণুকে স্তুতি করিতে গিয়া অসুরগণের দ্বারা পরাভূত দেবতাগণ বলেন,

"যন্তপ্যশেষভূতস্ত বয়ং তে চ তবাংশজাঃ।
তথাপ্যবিদ্যাভেদেন ভিন্নং পশ্যামহে জগৎ।
স্ববর্ণধর্মাভিরতা বেদমার্গানুসারিণঃ।
ন শক্যাস্তেঽরয়ো হন্তুমস্মাভিস্তপসাবৃতাঃ॥"[২]

'আমরা এবং তাহারা (অসুরগণ), যদিও নিখিলভূতস্বরূপ তোমার অংশজই, তথাপি অবিদ্যাভেদ বশতঃ আমরা (ও তাহারা) জগতকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে দেখি। বেদমার্গানুসারী, স্ববর্ণধর্মাভিরত এবং তপস্যা দ্বারা সুরক্ষিত সেই শত্রুগণকে হনন করিতে আমরা সমর্থ নহি।'

দেবগণের এবং অসুরগণের সংগ্রাম বহু বছর ধরিয়া চলে।[৩] তবে পুরাণে দেখা যায়, ১২ যুদ্ধকে প্রধান মানা হইয়াছে,[৪] এবং উহাদিগকে বিশেষ বিশেষ নাম দেওয়া হইয়াছে।

(১) নরসিংহ, (২) বামন, (৩) বরাহ, (৪) অমৃত-মন্থন, (৫) তারকাময়, (৬) আড়ীবক, (৭) ত্রৈপুর, (৮) অন্ধক, (৯) ধ্বজ, (১০) ধার্ত্র, (১১) হালাহল, এবং (১২) ঘোর কোলাহল।[৫]

প্রত্যেক মহাযুদ্ধের মুখ্য ঘটনা,—কোন মহাযুদ্ধে কোন প্রধান দৈত্য, কোন প্রধান দেবতা কর্তৃক, নিহত কিংবা নির্জিত হন—এবং যদনুসারে উহার নামকরণ হয়,—তাহারও উল্লেখ পুরাণে পাওয়া যায়। কথিত হইয়াছে যে প্রথম মহাযুদ্ধে ভগবান্ নরসিংহ কর্তৃক দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিহত হন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে ভগবান্ বামন কর্তৃক দৈত্যরাজ বলি নির্জিত এবং বদ্ধ হন। তৃতীয় মহাযুদ্ধে ভগবান্ বরাহ কর্তৃক হিরণ্যাক্ষ দৈত্য নিহত হয়। চতুর্থ মহাযুদ্ধে দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক দৈত্যরাজ প্রহ্লাদ নির্জিত হন। সমুদ্রকে মন্থন করিয়া প্রাপ্ত অমৃতের জন্য হইয়াছিল বলিয়া ঐ যুদ্ধ অমৃত-মন্থন নামে অভিহিত হয়। সপ্তম মহাযুদ্ধে ভগবান্ মহাদেব বিশ্বকর্মা ময় নির্মিত ত্রিপুর দগ্ধ করেন এবং অষ্টম মহাযুদ্ধে তিনি অন্ধকাসুরকে বধ করেন।[৬] নবম দেবাসুর-যুদ্ধে মায়াবী অসুর বিপ্রচিত্তি, তাঁহার অনুজগণ সহ, মহেন্দ্র কর্তৃক নিহত হন[৭] একাদশ যুদ্ধে বৃষা পরাজিত হন।[৮]

পঞ্চম দেবাসুর-মহাসংগ্রাম 'তারকাময়ে' দৈত্যরাজ প্রহ্লাদের তনয় বিরোচন দেবরাজ ইন্দ্র কর্তৃক নিহত হন।[৯] 'বায়ুপুরাণে' এবং 'হরিবংশে' আরও উক্ত হইয়াছে যে ঐ

---

১) মহাভা, ১২।১৬৬।২৭—৩১-১ ২) বিষ্ণুপু, ৩।১৭।৩৮-৯

৩) পরে দেখ।

৪) যথা দেখ—বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৩৫।৮৭।, ১০৪; মৎস্যপু. ৪৭।৫৪-৫, ৭৩; ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ. ৩।৭২।৮৭-৮, ১০৬।

৫) মৎস্যপু, ৪৭।৪২-৫, ৫২; বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৩৫।৭৩-৬; ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৭২·২—৭৬·১

৬) মৎস্যপু, ৪৭।৪৬-৭, ৫০; বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ ৩৫।৭৭-৯, ৮২—; ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৭৬·২—৭৯·১, ৮২—

৭) মৎস্যপু, ৪৭।৫২; বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৩৫।৮৫; ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৮৪

৮) মৎস্যপু, ৪৭।৫৩·২. ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৮৬·১

৯) বায়ুপু, উত্তরার্ধ, ৩৫।৮০=ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৭৯।২—৮০·১=মৎস্যপু. ৪৭।৪৮·২—৪৯·১ (অতি সামান্য পাঠান্তরে)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তারকাময় সংগ্রামে ভগবান্ বিষ্ণু কর্তৃক কালনেমি দৈত্য নিপাতিত হইয়াছিল।[১] 'হরিবংশে' আরও আছে যে উহাতে "নির্জ্জিতশ্চ ময়ো দৈত্যস্তারকশ্চ মহাসুরঃ" ('দৈত্য ময় এবং মহাসুর তারক নির্জিত হন')।[২] 'হরিবংশে' তারকাময়-সংগ্রামের বিস্তারিত বিবরণ আছে।[৩] অপর কোন কোন পুরাণেও উহার সংক্ষিপ্ত বিবৃতি পাওয়া যায়।[৪] সেই সকল হইতে জানা যায় যে, ঐ সংগ্রামের অঙ্কুর দেবগণেরই মধ্যে প্রথমে উপ্ত হয়। কথিত হইয়াছে যে ভগবান্ ব্রহ্মার মানস পুত্র মহর্ষি অত্রির পুত্র সোম রাজা হন। তিনি এক রাজসূয়-মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন। তাহাতে তাঁহার প্রভাব এবং প্রতিষ্ঠা অতিশয় বৃদ্ধি পায়। পরন্তু তাহাতে তিনি মদাবিষ্ট হইয়া পড়েন। ঐ মদে উন্মত্ত হইয়া তিনি দেবগুরু বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে হরণ করেন। বৃহস্পতি, তথা ভগবান্ ব্রহ্মা, দেবগণ এবং ঋষিগণ, বার বার অনুরোধ করিলেও সোম তারাকে প্রত্যর্পণ করিতে অস্বীকার করেন। বৃহস্পতির প্রতি দ্বেষবশতঃ দৈত্যগুরু উশনা সোমের পক্ষ গ্রহণ করেন; আর রুদ্র, বৃহস্পতির পিতা অঙ্গিরার নিকট বিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৃহস্পতির পক্ষ গ্রহণ করেন। তাহাতে সমস্ত দৈত্যগণ ও দানবগণ সোমের পক্ষে হন, আর দেবগণ বৃহস্পতির পক্ষে। এইরূপে দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে ভীষণ সংগ্রাম বাধে। 'বিষ্ণুপুরাণে'র মতে, তারার নিমিত্ত হইয়াছিল বলিয়াই ঐ সংগ্রাম 'তারকাময়' নামে অভিহিত হইতে থাকে।[৫] ঐ সংগ্রামের প্রকৃত বীজ সোমের রাজসূয়যজ্ঞ।[৬]

ষষ্ঠ দেবাসুর-মহাযুদ্ধ সম্বন্ধে 'ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে' ইহা বিবৃত হইয়াছে যে, "যিনি (ভগবান্) ভব হইতে বিশেষ অস্ত্রাদির দ্বারা অবাধ্যতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই জম্ভ ষষ্ঠে শক্রাবিষ্ট বিষ্ণু দ্বারা নিহত হন।"[৭] 'হরিবংশে' আছে, "পূর্বে আড়ীবক-যুদ্ধে বৃষভূত ইন্দ্রের ককুদে স্থিত হইয়া অসুরগণকে জয় করিয়াছিলেন; সেই কারণে (পুরঞ্জয়) 'ককুৎস্থ' বলিয়া স্মৃত (হন)।"[৮] 'বায়ুপুরাণে' উভয় বচন আছে।[৯] 'বিষ্ণুপুরাণে' শেষোক্ত ঘটনার পুরা বিবরণ

---

১) বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৩৫।২১—২২'২ =হরিবংশ, ১।৪০।২২—২৩'১ কালনেমি বধের বিস্তারিত বিবরণ 'হরিবংশে'র ১।৪৮ অধ্যায়ে আছে। (বিশেষতঃ ১।৪৮।৪৬—৫০ দেখ) আরও দেখ—হরিবংশ, ১।৫৫।৬৪

২) হরিবংশ, ১।৪০।২৩'২

৩) ঐ, ১।৪২—৮ অধ্যায়। আরও দেখ—ঐ, ১।২৫।২৯

৪) যথা দেখ—বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ২৮।২৭ . ব্রহ্মপু, ৯।১৮ ; বিষ্ণুপু, ৪।৬।৯ ; মৎস্যপু, ২৩।২৯

৫) দেখ—

"এবং চ তয়োরতীবোগ্রসংগ্রামস্তারানিমিত্তস্তারকাময়ো নামাভূত্।"—(বিষ্ণুপু, ৪।৬।১৬)

৬) দেখ—

"রাজসূয়স্তু সোমেন শ্রূয়তে পূর্বমাহৃতঃ।
তস্মাস্তে সুমহদ্যুদ্ধমভবত্তারকাময়ম্॥"

—(হরিবংশ, ৬।২।১৬)

৭) ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৮০ ২—৮১'১

৮) হরিবংশ, ১।১১।১৯-২—২০-১

৯) বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ২৬।৪২'২—২৫'১=হরিবংশ, ১।১১।১৯'২—২০'১
বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৭২।৮১=ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৮০'২—৮১'১

ভগবান বিষ্ণু কর্তৃক অসুর জম্ভকে বধের উল্লেখ 'মহাভারতে'ও আছে। বৃত্রকে বধের অনতিকাল পরে ভগবান্ বিষ্ণুকে স্তুতি করিতে গিয়া দেবগণ বলেন,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাওয়া যায়।[১] কথিত হইয়াছে যে ইক্ষ্বাকু মানবের জ্যেষ্ঠ পুত্র বিকুক্ষির (বা শশাদের) পুত্রের নাম পুরঞ্জয় ছিল। উহার রাজত্বকালে দেবগণ এবং অসুরগণের মধ্যে অতি ভীষণ যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে অতিবলবান্ অসুরগণ কর্তৃক পরাভূত হইয়া দেবগণ ভগবান্ বিষ্ণুর শরণাপন্ন হন। তাঁহাদের আরাধনা দ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া বিষ্ণু দেবগণকে বলেন, "রাজর্ষি শশাদের যে পুরঞ্জয় নামে ক্ষত্রিয়বর তনয় আছে, আমি স্বয়ং তাহার শরীরে অংশতঃ অবতীর্ণ হইয়া ঐ সমস্ত অসুরগণকে অশেষে হনন করিব। তাই তোমরা তেমন উদ্যোগ কর, যাহাতে পুরঞ্জয় অসুরবধার্থ (উদ্যত হয়)।"[২] তাহা শুনিয়া দেবগণ পুরঞ্জয়ের নিকটে গমন করেন এবং অসুর-বধে তাঁহার সাহায্য প্রার্থনা করেন। পুরঞ্জয় বলেন, এই যে আপনাদের ত্রৈলোক্যনাথ শতক্রতু ইন্দ্র, যদি তাঁহার স্কন্ধে অধিরূঢ় হইয়া আমি আপনাদের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ করিতে পারি, তবেই আমি আপনাদের সহায় হইব।"[৩] ইন্দ্র সহ সমস্ত দেবগণ তাহাতে স্বীকৃত হন। তখন ইন্দ্র বৃষরূপ ধারণ করেন। পুরঞ্জয় উহার "ককুদে স্থিত" হইয়া "অতিরোষসমন্বিত এবং চরাচর-গুরু ভগবান্ অচ্যুতের তেজ দ্বারা আপ্যায়িত হইয়া দেবাসুর-সংগ্রামে সমস্ত অসুরগণকে নিহত করেন। যেহেতু রাজা (পুরঞ্জয়) বৃষের ককুদে স্থিত হইয়াই দৈত্যগণের বলকে নিষূদিত করিয়াছিলেন, সেইহেতু 'ককুৎস্থ' সংজ্ঞা প্রাপ্ত হন।"[৪] ঐ ঘটনার কিঞ্চিৎ সংক্ষিপ্ত বিবরণ '(বিষ্ণু)ভাগবতপুরাণে'ও আছে।[৫] তথায় আরও উক্ত হইয়াছে যে ঐ হেতুতে পুরঞ্জয়ের আরও এক নাম হয় 'ইন্দ্রবাহ'।[৬] তাঁহার 'পুরঞ্জয়' নামও ঐ প্রসঙ্গেই হয় বোধ হয়। তিনি দৈত্যগণের পুর ও ধন জয় করেন এবং সমস্তই ইন্দ্রকে প্রদান করেন। তাহাতে তিনি 'পুরঞ্জয়' নামে আখ্যাত হইতে থাকেন।[৭] ষষ্ঠ দেবাসুর যুদ্ধের নাম 'আড়ীবক' কেন পক্ষে, বলা যায় না।[৮]

"অসুরশ্চর মহেষাসো জম্ভ ইত্যভিবিশ্রুতঃ
বজ্রক্ষোভকরঃ ক্রুরস্ত্বয়ৈব বিনিপাতিতঃ ॥" —(মহাভা, ৩।১০২।২৪)

উহার অন্যত্র শুক্র ও জম্ভের যুদ্ধের দৃষ্টান্ত আছে।

"শক্রজম্ভৌ যথা পুরা।"—(মহাভা, ৭।৯৬।২০॰২)

১) বিষ্ণুপু, ৪।২।২০—
২) ঐ, ৪।২।২৬
৩) ঐ, ৪।২।২৯
৪) ঐ, ৪।২।৩১-২
৫) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৯।৬।১৩—
৬) ঐ, ৯।৬।১২—
৭) ঐ, ৯।৬।১৯
৮) 'হরিবংশে' আর এক 'আড়ীবক' যুদ্ধের উল্লেখ আছে।

"হরিশ্চন্দ্রশ্চ রাজর্ষিঃ ক্রতুমেনমুপাহরৎ।
তত্রাপ্যাড়ীবকং নাম যুদ্ধং ক্ষত্রিয়-নাশনম্ ॥"—(হরিবংশ, ৬২।১৮)

টীকাকার লীলকণ্ঠ বলেন,

"আড়ী জলচরঃ পক্ষিবিশেষঃ তদ্রূপেণ বশিষ্ঠঃ বকরূপেণ বিশ্বামিত্রশ্চ ঋষিশাপজয়া প্রাকট্যেন যুদ্ধং কর্তুমশক্তৌ-তয়োর্যুদ্ধমাড়ীবকং নাম তন্নিমিত্তং উভয়পক্ষপাতিনাং ক্ষত্রিয়ানাং নাশো বৃত্ত ইত্যর্থঃ।"

এই আড়ীবক যুদ্ধ ষষ্ঠ দেবাসুর-যুদ্ধ হইতে অবশ্যই ভিন্ন। কেননা, ষষ্ঠ দেবাসুর-যুদ্ধ ইক্ষ্বাকুর পৌত্র পুরঞ্জয়ের সময়ে ঘটে, আর ঐ আড়ীবক যুদ্ধ উহার বহুকাল পরে হরিশ্চন্দ্রের সময়ে ঘটে। হরিশ্চন্দ্র পুরঞ্জয়ের বহু অধস্তন বংশধর। 'বিষ্ণুপুরাণে'র (৪।২।৩৩—) উভয়ের মধ্যে ২৫ পুরুষের অন্তর আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম দেবাসুর-মহাযুদ্ধে বৃত্রাসুর নিহত হন। সেইহেতু উহা 'বার্ত্র' বা 'বৃত্রঘাতক' নামে অভিহিত হয়। 'মহাভারতে' উহার কিঞ্চিৎ বিস্তারিত বিবরণ আছে।[১] কথিত হইয়াছে যে, 'কালকেয়' নামে খ্যাত ঘোর, যুদ্ধদুর্মদ এবং পরম দারুণ দানবগণ বৃত্রকে সমাশ্রয় করত দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ যাত্রা করেন। তখন দেবগণ বৃত্রকে বধ করিতে যত্ন করিতে লাগিলেন। তাঁহারা ইন্দ্রকে আগে করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হন, এবং বৃত্রকে বধ করিবার উপায় জিজ্ঞাসা করেন। ব্রহ্মা তাঁহাদিগকে দধীচি ঋষির নিকটে গিয়া ত্রিলোকের হিতার্থ স্বীয় অস্থি প্রদান করিতে প্রার্থনা করিতে পরামর্শ দেন;[২] এবং বলেন যে, উনি অস্থি প্রদান করিবেন; ঐ অস্থি দিয়া বজ্র নির্মাণ করিয়া ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করিতে পারিবে। তাহা শুনিয়া দেবগণ, ভগবান্ নারায়ণকে অগ্রে করিয়া, দধীচি ঋষির আশ্রমে উপস্থিত হন, এবং তাঁহার পায়ে পড়িয়া প্রণাম করিয়া, ব্রহ্মার পরামর্শ অনুসারে, তাঁহার অস্থি প্রার্থনা করেন। তাহা শুনিয়া দধীচি মুনি অতিপ্রসন্নচিত্তে, দেবগণের ও নিজের হিতার্থে, দেহ ত্যাগ করেন। দেবতাগণ প্রহৃষ্টচিত্তে তাঁহার অস্থি গ্রহণ করিয়া ত্বষ্টাকে দিয়া অতি উগ্ররূপ বজ্র নির্মাণ করান। এই বজ্র লইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ কালকেয় দানবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। পরন্তু উহাঁরা দানবগণের তেজ ও বেগ সহন করিতে পারিলেন না, ভয়-ভীত হইয়া এদিকে ওদিকে পলায়ন করিতে লাগিলেন। দেবতাগণের ঐ দুর্দশা, তথা অসুরগণের বর্ধমান তেজ দেখিয়া, ইন্দ্র মহাকশ্মলগ্রস্ত হন এবং কালকেয়-ভয়-সন্ত্রস্ত হইয়া দৌড়িয়া গিয়া ভগবান্ নারায়ণের শরণ গ্রহণ করেন। শক্রকে ঐ প্রকারে কশ্মলাবিষ্ট দেখিয়া ভগবান্ বিষ্ণু নিজের তেজের কিয়দংশ উহাঁকে প্রদান করেন এবং উহাঁর বল বিবর্ধিত করেন। তখন দেবগণ এবং মহর্ষিগণও ইন্দ্রকে নিজ নিজ তেজ প্রদান করেন। ঐ তেজ দ্বারা দৃপ্ত হইয়া ইন্দ্র বজ্র দ্বারা বৃত্রকে নিহত করেন। তারপর দেবগণ আরও বহু অসুরকে নিহত করেন। হতাবশিষ্ট কালকেয়গণ পলায়ন করত সমুদ্রে প্রবেশ করিয়া আত্মরক্ষা করে।

দধীচির অস্থি দ্বারা ত্বষ্টা কর্তৃক নির্মিত বজ্র দ্বারাই যে ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করেন, তাহার উল্লেখ বেদেও আছে।

"ইন্দ্রো দধীচো অস্থভির্বৃত্রাণ্যপ্রতিষ্কুতঃ।"[৩]

---

১) মহাভা, ১।১০০ ও ১০১ অধ্যায়। আরও দেখ—মহাভা, ৩।১০৩।৭-৮—
ইহা বোধ হয় বলা উচিত যে অপর কোন কোন দেবাসুর-যুদ্ধেরও উল্লেখ 'মহাভারতে' পাওয়া যায়। (দেখ—মহাভা, ৩।১৭১।১৭-৯) তারকাময় সংগ্রামের উল্লেখ। (মহাভা, ৩।১৬৯।২৪.২) অসুর অন্ধক মহাদেব কর্তৃক নিহত হন। (মহাভা, ৭।১৫৬।৯০ ইত্যাদি) মহাদেব কর্তৃক ত্রিপুর দহন। (মহাভা, ৭।১৫৬।১৩৫.২) বিষ্ণু কর্তৃক জম্ভকে বধ। (মহাভা, ৩।১০২।২৪)। শক্র কর্তৃক বিপ্রচিত্তিকে বধ। (মহাভা, ৬।৯৪।৩১-৩২.১) ইন্দ্র কর্তৃক তারকাসুরকে বধ। (মহাভা, ৮।৫৩।২৬.২)

২) "স্বান্যস্থীনি প্রযচ্ছেতি ত্রৈলোক্যস্য হিতায় বৈ।"—(মহাভা, ৩।১০০।৯ ১)

৩) ঋক্সং, ১।৮৪।১৩, সামসং; অথসং, ২০।৪১।১; মৈত্রায়ণীসং, ২।১৩।৬; কাঠকসং, ২৯।১২; তৈত্তিব্রা, ১।৫।৮।১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"ত্বষ্টা যদ্‌বজ্রং সুকৃতং হিরণ্যয়ং সহস্রভৃষ্টিং স্বপা অবর্তয়ৎ।
ধত্ত ইন্দ্রো নর্যপাংসি কর্তবেঽহন্ বৃত্রং নিরপামৌব্জদর্ণবম্॥"[১]

তথায় আরও উক্ত হইয়াছে যে বৃত্রকে বধ করার পর হইতে ইন্দ্র 'মহেন্দ্র' নামে প্রখ্যাত হন।

"ইন্দ্রো বৈ বৃত্রং হত্বা স মহেন্দ্রোঽভবৎ, সোঽন্যান্ দেবানত্যমন্যত।"[২]

"ইন্দ্রো বৈ বৃত্রমহন্, সোঽন্যান্ দেবানত্যমন্যত, স মহেন্দ্রোঽভবৎ।"[৩]

দ্বাদশ দেবাসুর—মহাসংগ্রামে রজি দেবতাগণের পক্ষে যোগ দেন এবং অসুরগণকে পরাভূত করেন।[৪] ঐ রজি ঐল পুরূরবার পৌত্র, এবং আয়ুর পুত্র, নহুষের ভাই। 'মৎস্যপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে উনি ভগবান্ বিষ্ণুকে আরাধনা করেন। তাঁহার তপস্যা দ্বারা তুষ্ট হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে অনেক বর দেন এবং তাহাতে "তিনি তখন দেবাসুরমনুষ্যগণের বিজয়ী হন।"[৫] রজির সময়ে দেবগণ ও অসুরগণের মধ্যে ঘোর যুদ্ধ হয়। ঐ যুদ্ধে অসুরদিগের নেতা ("ইন্দ্র") ছিলেন প্রহ্লাদ, আর দেবগণের শক্র। দীর্ঘকাল ধরিয়া যুদ্ধ করিয়াও উহাঁদের কেহ কাহাকেও জয় করিতে পারিলেন না। তখন উভয়ে ভগবান্ ব্রহ্মার নিকটে উপস্থিত হন এবং জিজ্ঞাসা করেন, উহাঁদের কে জিতিবে? ব্রহ্মা উত্তর করেন, রজি যাহাদের পক্ষে যোগ দিবে তাহারাই জয় লাভ করিবে। তখন দেবগণ ও অসুরগণ—উভয়েই রাজা রজির নিকটে গমন করেন, এবং স্ব স্ব পক্ষে যোগ দিতে তাঁহাকে আহ্বান করেন। রজি বলেন, যাঁহারা তাহাকে নিজেদের "ইন্দ্র" (=অধিপতি) স্বীকার করিবেন, তিনি তাঁহাদের পক্ষে যোগ দিবেন।[৬] অসুরগণ তাহাকে নিজেদের ইন্দ্র মানিতে স্বীকার করিলেন না,[৭] দেবগণ করিলেন। তাহাতে রজি দেবগণের পক্ষে যোগ দেন এবং অসুরগণকে পরাভূত করেন। যুদ্ধ বিজয়ের পর দেবরাজ ইন্দ্র পরিতুষ্ট হইয়া নিজেকে রজির পুত্র বলিয়া ঘোষণা করেন। তখন রজি উহাঁকে রাজ্য প্রদান করত তপস্যার্থ গমন করেন।[৮] ঐ ঘটনার স্বল্প-বিস্তর বর্ণনা অপর কোন কোন পুরাণেও পাওয়া যায়।[৯] ঐ যুদ্ধে প্রহ্লাদ নিহত হন।

পুরাণে কথিত হইয়াছে যে প্রহ্লাদের অন্তিম পরাজয়ের এবং নিধনের পরে, (অর্থাৎ দ্বাদশ মহাযুদ্ধের পরে) ইন্দ্রাদি দেবগণ নিষ্কণ্টকে রাজ্য-ভোগ করিতে থাকেন।[১০]

---

১) ঋক্‌সং, ১।৮৫।৯
২) কাঠকসং. ২৮।৩
৩) মৈত্রায়ণীসং, ৪।৬।৮
৪) দেখ—বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৩৫।৮৬; ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ২।৭২।৮৬·২
৫) মৎস্যপু, ৪৭।৩৬-৭·১
৬) রজি বলেন,
"ইন্দ্রো ভবামি ধর্মেণ ততো বোৎস্যামি সংযুগে।"
—(হরিবংশ. ১।২৮।১২ ২; ব্রহ্মপু, ১১।১২·২; বায়ুপু. উত্তরার্দ্ধ. ৩০।৮৩·২ ('ধর্মেণ', স্থলে ধর্মাত্মা পাঠান্তরে)
৭) অসুরগণ বলেন—
"অস্মাকমিন্দ্রঃ প্রহ্লাদোযস্যার্থে বিজয়ামহে।"
—(হরিবংস, ১।২৮।১৬·১; ব্রহ্মপু, ১১।১৬·১; বায়ুপু. উত্তরার্দ্ধ, ৩০।৮৪·১ ('তস্যার্থে' পাঠান্তরে)
৮) মৎস্যপু, ২৪।৩৭।২—৪২
৯) যথা দেখ—হরিবংশ, ১।২৮।৪—২১; বিষ্ণুপু, ৪।৯।২-১৪; ব্রহ্মপু, ১১।৪—; বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৩০।৭৭-৮৯
১০) বায়ুপু, উত্তরার্ধ, ৩৫।৯২-৩; মৎস্যপু, ৪৭।৬০-১; ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৯৩-৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে রাজা যযাতিও দেবাসুর-যুদ্ধে দেবগণের সহায়তা করিয়াছিলেন।[১] ঐ দেবাসুর-যুদ্ধ কোনটি, তাহা নির্দিষ্ট হয় নাই। পণ্ডিত শ্রীভগবদ্‌দত্ত মনে করেন যে, উহা অন্তিম দেবাসুর-মহাযুদ্ধই হইবে।[২]

ঐ সকল মুখ্য মুখ্য ঘটনা হইতে যুদ্ধের কাল, দেবাসুর-সংগ্রাম মোটের উপর কতকাল ধরিয়া চলিয়াছিল, তাহা সম্বন্ধে কিছু কিছু অনুমান করা যায়।

প্রথম মহাযুদ্ধে হিরণ্যকশিপু নিহত হন। তাঁহার সময়েই দেবগণের সহিত অসুরগণের সংগ্রাম আরম্ভ হয়। তিনি মারীচ কশ্যপ এবং দাক্ষায়ণী দিতির জ্যেষ্ঠ পুত্র। তৃতীয় মহাযুদ্ধে নিহত হিরণ্যাক্ষ তাঁহার সহোদর ভাই। নবম মহাযুদ্ধে নিহত বিপ্রচিত্তি তাঁহার বৈমাত্রেয় ভাই,—মারীচ কশ্যপ ও দাক্ষায়ণী দনুর জ্যেষ্ঠ পুত্র। দশম মহাযুদ্ধে নির্জিত কালকেয়গণ মারীচ কশ্যপ এবং বৈশ্বনরের দুহিতা কালকার সন্তান, সুতরাং হিরণ্যকশিপুর বৈমাত্রেয় ভাই। একাদশ যুদ্ধে নির্জিত বৃষা, হয়ত বৃষপর্বাই, যিনি দনুর পুত্র এবং বিপ্রচিত্তির ছোট ভাই। চতুর্থ মহাযুদ্ধে নির্জিত এবং দ্বাদশ মহাযুদ্ধে নিহত প্রহ্লাদ হিরণ্যকশিপুর পুত্র। অষ্টম যুদ্ধে নিহত অন্ধক বিপ্রচিত্তির পুত্র, সুতরাং, প্রহ্লাদের খুড়তুত ভাই। পঞ্চম মহাযুদ্ধে নিহত বিরোচন এবং ষষ্ঠ মহাযুদ্ধে নিহত জম্ভ উভয়েই প্রহ্লাদের পুত্র। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে নির্জিত বলি বিরোচনের পুত্র।

পুরাণে দেখা যায়, হিরণ্যকশিপু, প্রহ্লাদ এবং বলি,—এই তিন জনই অসুরদিগের "ইন্দ্র" (বা অধিপতি) ছিলেন।[৩] তথায় আরও কথিত হইয়াছে যে হিরণ্যকশিপুর পরে বলিই অসুরদিগের ইন্দ্র হন।[৪] হরিবংশে'র মতে তাঁহার সদ্‌গুণরাশি দেখিয়াই দৈত্যগণ বলিকে নিজেদের ইন্দ্র করেন। "নরসিংহ কর্তৃক হিরণ্যকশিপুকে হত দেখিয়া দৈত্যগণ দেববধার্থ বলিকে (নিজেদের) ইন্দ্র করেন। (তাঁহাকে) ধর্মপরায়ণ,—নিত্য সত্যবাক্ ও জিতেন্দ্রিয়, তথা শৌর্যাধ্যয়নসম্পন্ন, সর্বজ্ঞানবিশারদ, পরাবরগৃহীতার্থ, তত্ত্বদর্শী, অব্যয় ও তেজস্বী, তথা যেমন হিরণ্যকশিপু তেমনই সুররিপু, দেখিয়া (দৈত্যগণ) বৈরোচনি বলিকে দৈত্যাধিপত্যে দিব্য অভিষেক দ্বারা (অভিষিক্ত করেন)। তখন সমত্য সমস্ত দৈত্যগণ তাঁহাকে অতিপূজা করেন।" ইত্যাদি।[৫] ইন্দ্র হইবার পর বলি তাঁহার পিতা বিরোচনকে এবং প্রপিতামহ প্রহ্লাদকে কারারুদ্ধ রাখেন বোধ হয়।[৬] বলি দ্বিতীয় দেবাসুর-মহাযুদ্ধে বদ্ধ হন। সুতরাং অপর দশ মহাযুদ্ধ প্রহ্লাদের আধিপত্য-কালেই হইয়াছিল।

---

১) "ব্যূঢ়ে দেবাসুরে যুদ্ধে কৃত্বা দেবসহায়তাম্।"—(মহাভা, ৭)

২) 'ভারতবর্ষ কা ইতিহাস' ২য় সং, ৫৮ পৃষ্ঠা

৩) ইন্দ্রত্রয়স্তে বিখ্যাতা অসুরাণাং মহৌজসঃ।"

—(বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৩৫।৯১'১ ; মৎস্যপু, ৪৭।৫৯'১) ('বিখ্যাতা' স্থলে 'বিজ্ঞেয়া' পাঠান্তরে)
ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৯২ ১ ('অসুরাণাং' পাঠান্তরে)

৪) যথা দেখ—বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৩৫।৮৯'১ ; মৎস্যপু, ৪৭।৫৭'১ . ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৯০'১

৫) হরিবংশ, ৩।৪৮।১৭-২৩—

৬) কেননা, পুরাণে উক্ত হইয়াছে যে, "পরন্তু বলির রাজ্যাধিকার যাবৎকাল পর্যন্ত রহিল প্রহ্লাদ তাবৎকাল পর্যন্ত অসুরগণ কর্তৃক" "গৃহীত" (বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৩৫।৯০), "নিবৃত্ত" (মৎস্যপু, ৪৭।৫৮) বা "নির্জিত" (ব্রহ্মাণ্ডপু মধ্যভাগ, ৩।৭২।৯১) ছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপে দেখা যায় দেবাসুর-যুদ্ধ অসুরদিগের দুই (কিংবা তিন) পুরুষ ধরিয়া চলিয়াছিল।

এখন দেবগণের পক্ষ বিচার করা যাউক। যিনি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে বলিকে নির্জিত এবং বদ্ধ করেন, সেই বামন কশ্যপের এবং দাক্ষায়ণী অদিতির কনিষ্ঠ পুত্র; সুতরাং হিরণ্যকশিপুর বৈমাত্রেয় ভাই। যাহার সহায়ে দেবগণ ষষ্ঠ মহাযুদ্ধে জয়লাভ করেন, সেই পুরঞ্জয় ইক্ষ্বাকু মানবের পৌত্র। আর যাহার সাহায্যে দেবগণ অন্তিম মহাযুদ্ধে বিজয়ী হন, সেই রজি মনুর দৌহিত্রের পৌত্র।[১] 'মহাভারতে'র একস্থলে উক্ত হইয়াছে যে যযাতি প্রজাপতি হইতে দশম।[২] ঐ প্রজাপতি ব্রহ্মাই হইবেন।[৩] কেহ কেহ মনে করেন যে ঐ প্রজাপতি প্রচেতাই হইবেন।[৪] উহার অন্যত্র আছে, "কুরুদিগের বংশবর্ধন সোম একজন পূর্ব প্রজাপতি। নহুষাত্মজ এই যযাতি ঐ সোম হইতে ষষ্ঠ পুরুষ।"[৫] ঐ সোমই পঞ্চম দেবাসুর মহাযুদ্ধের মূল কারণ। তিনি দর্পোন্মত্ত হইয়া বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে অপহরণ করেন, এবং তাহারই ফলে ঐ যুদ্ধ হয়। 'হরিবংশে' আছে যে যযাতি ককুৎস্থের কন্যা গাকে বিবাহ করেন।[৬] রজি যযাতির পিতা নহুষের ছোট ভাই এইরূপে দেখা যায়, দেবাসুর যুদ্ধ দেবগণের ছয় পুরুষ ধরিয়া চলিয়াছিল।

ঐ দেবগণ এবং অসুরগণের সহিত দুই ঋষি এবং উহাঁদের পুত্রপৌত্রাদি অতি ঘনিষ্টভাবে সম্পর্কিত ছিলেন। উহাঁদের একজন বৃহস্পতি ভাগবতধর্মের আদ্যাচার্যদিগের অন্যতম। সুতরাং উহাঁদেরও কথা এখানে কিঞ্চিৎ অলোচনা করা উচিত হইবে।

অসুরগণকে বিজিগীষু হইয়া দেবগণ বৃহস্পতিকে নিজেদের পুরোহিত বরণ করেন। তখন অসুরগণ উহাঁর প্রতিস্পর্ধী শুক্রকে (বা উশনাকে) নিজেদের পুরোহিত বরণ করেন। বৃহস্পতি ভগবান্ ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি অঙ্গিরার পুত্র, আর শুক্র ব্রহ্মার মানসপুত্র মহর্ষি ভৃগুর পৌত্র। ভৃগুর পুত্র কবি, কবির পুত্র শুক্র বা উশনা।[৭] বৃহস্পতির মহিমা পূর্বে-বিবৃত হইয়াছে। শুক্রও "যোগাচার্য এবং মহাবুদ্ধি" ছিলেন।[৮] বৃহস্পতি এবং শুক্র পরস্পরকে সতত স্পর্ধা করিতেন।[৯]

---

১) মনু (বৈবস্বত)—ইক্ষ্বাকু—বিকুক্ষি—পুরঞ্জয়
ইলা—পুরূরবা—আয়ু—নহুষ ও রজি

২) মহাভা, ১।৭৬।১১; মৎস্যপু, ২৫।৪'১

৩) ব্রহ্মা—মরীচি—কশ্যপ—বিবস্বান্—মনু—ইলা—পুরূরবা—আয়ু—নহুষ—যযাতি

৪) 'ভারত কা ইতিহাস' ২য় সং, ৫৮-৯ পৃষ্ঠা
প্রচেতা—দক্ষ—অদিতি—বিবস্বান্— ... ...

৫) মহাভা, ৫।১৪৯।৩
অজগর-সর্প-রূপী রাজা নহুষ এই বলিয়া আত্ম পরিচয় দেন যে তিনি সোম হইতে পঞ্চম এবং আয়ুর পুত্র। (মহাভা, ৩।১৮০।১১)
" সোম—বুধ—পুরূরবা—আয়ু—নহুষ—যযাতি।

৬) হরিবংশ, ১।৩০।৩'১

৭) মহাভা, ১।৬৬।৪২

৮) মহাভা, ১।৬৬।৪৪

৯) "ব্রাহ্মণৌ তাবুভৌ নিত্যমন্যোন্যং স্পর্ধিনৌ ভৃশম্।" —(মৎস্যপু, ২৫।১০'১

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুক্রের চারিপুত্র—ত্বষ্ট্রা, বরুত্রী, শণ্ড, ও অমর্ক, এবং এক কন্যা দেবযানী।[১] ত্বষ্ট্রার তিন পুত্র—ত্রিশিরা বিশ্বরূপ, বৃত্র এবং বিশ্বকর্মা ময়, এবং এক কন্যা সংজ্ঞা বা স্বরেণু। ত্বষ্ট্রার পুত্র ত্রিশিরা বিশ্বরূপের উল্লেখ 'শতপথব্রাহ্মণে' আছে,[২] এবং বৃত্রের উল্লেখ যাস্কের নিরুক্তে' আছে।[৩]

শুক্রের পুত্রগণও তাঁহার ন্যায় অসুরদিগের পুরোহিত ছিলেন। ঐ কথা বেদেও উল্লিখিত হইয়াছে।[৪] ত্বষ্ট্রার কন্যা স্বরেণু বিবস্বান্ আদিত্যের স্ত্রী ছিলেন। তাহা পূর্বে উক্ত হইয়াছে।[৫]

পঞ্চম দেবাসুর মহাযুদ্ধ বৃহস্পতির স্ত্রী তারাকে লইয়া, এবং মুখ্যতয়া তাঁহার প্রতি শুক্রের বিরোধিতা বশতঃই হয়। দশম দেবাসুর মহাযুদ্ধে অসুরগণের অধিপতি বৃত্র শুক্রের পৌত্র এবং ত্বষ্ট্রার পুত্র শুক্রের কনিষ্ঠ পুত্রদ্বয়, শণ্ড এবং অমর্ক, অন্তিম মহাযুদ্ধে দেবগণ দ্বারা বিজিত হন। পুরাণে তাহা প্রায় একবাক্যে উক্ত হইয়াছে।[৬] সুতরাং অসুরদিগের পুরোহিতগণের বিচারেও দেবাসুর-যুদ্ধ দুই (কিংবা তিন) পুরুষ ধরিয়া চলিয়াছিল।

এইরূপে পুরুষ-বিচারে দুই পুরুষ কাল অল্প বলিয়া মনে হইলেও, পুরাণে দেখা যায় দেবাসুরের যুদ্ধ অতি সুদীর্ঘকাল ধরিয়া চলিয়াছিল। 'বায়ুপুরাণে' উক্ত হইয়াছে যে হিরণ্যকশিপু ১০,৭২,৮০,০০০ বৎসর ত্রিলোকে অধিপতি ছিলেন; তাঁহার পরে বলি ১৩,০০,৬০,০০৯ বৎসর। দৈত্যগণ সর্বসমেত দশযুগ ত্রিলোকে আধিপত্য করিয়াছিলেন।[৭] 'বিষ্ণুপুরাণে'র মতে, দেবাসুর-যুদ্ধ দিব্য শত অব্দ ধরিয়া চলিয়াছিল।[৮] 'মৎস্যপুরাণে' আছে, অন্তিম মহাযুদ্ধ ৩০০ বৎসর ধরিয়া হইয়াছিল।[৯] যাহা হউক, ঐ সকলে আমাদের কোন প্রয়োজন নাই। তবে, একটা এখানে উল্লেখ করা উচিত মনে করি। তাহা এই যে বলি বদ্ধ হইবার পর হইতেই দেবাসুরের যুদ্ধ "সম্প্রবৃত্তঃ সুদারুণঃ" (অর্থাৎ অতীব ভীষণ হইয়া উঠে)।[১০] সুতরাং

---

১) বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৪।৭৫·২—৭৭, ৮৪·২

২) "ত্বষ্টুর্হ বৈ পুত্রঃ। ত্রিশীর্ষা ষড়ক্ষ আস তস্য ত্রীণ্যেব মুখান্যাসুস্তদ্যদেবং রূপ আস তস্মাদ্বিশ্বরূপো নাম ॥১॥……তমিন্দ্রো দিদ্বেষ তস্য তানি শীর্ষাণি প্রাচচ্ছেদ ॥২॥ ইত্যাদি।

—(শতব্রা (মাধ্য), ১।৬।৩।১—)

৩) "তৎ কো বৃত্রঃ? মেঘ ইতি নৈরুক্তাঃ। ত্বাষ্ট্রোঽসুর ইত্যৈতিহাসিকাঃ।"

—(নিরুক্ত, ২।৫।১৬)

৪) "অথ বা এতৌ তর্হ্যসুরাণাং ব্রাহ্মণো আস্তাং ত্বষ্টাবরূত্রী।"

—(মৈত্রায়নীসং, ৪।৮।১

"দেবাশ্চ বা অসুরাশ্চ সংযত্তা আসন্ বৃহস্পতির্দেবানাং পুরোহিত আসীৎ শণ্ডামর্কা অসুরাণাং তে ন ব্যজয়ন্ত" ইত্যাদি —(কাঠকসং, ২৭।৮) আরও দেখ—মৈত্রায়নীসং, ৪।৬।৩

৫) পূর্বে দেখ।

৬) যথা দেখ—বায়ুপু, উত্তরার্দ্ধ, ৩৫।৭২, ৮৭·১; মৎস্যপু, ৪৭।৪১, ৫৪·১; ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৩।৭২।৭১·২—৭২·১, ৮৭·১

৭) বায়ুপুণ উত্তরার্দ্ধ ৩৫।৮৮-৯; ব্রহ্মাণ্ডপুর্মধ্যভাগ ৩।৭২।৮৮·২-৯০৯২ আরও দেখ মৎস্যপুঃ ৪৭।৫৫, ২-৭৫৯

৮) বিষ্ণুপু, ৩।১৭।৯

৯) মৎস্যপু, ২৪।৩৭·২

১০) মৎস্যপু, ৪৭।৩৮·১; ব্রহ্মাণ্ডপু, মধ্যভাগ, ৭২।৭০·২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রহ্লাদের সময়েই দেবাসুরের যুদ্ধ অতীব ভীষণ হয়। তাহার অপর প্রমাণ এই যে তাঁহারই আধিপত্য-কালে দশ মহাযুদ্ধ হয়।

'মহাভারতে দেখা যায়, মহর্ষি লোমশ যুধিষ্ঠিরকে বলেন,

"হে মহীপতি, দৈত্যগণ এবং দানবগণ অধর্ম দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে এবং পুনঃ ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। হে বিভু, পুরাকালে দেবযুগেই এই সমস্ত মৎকর্তৃক দৃষ্ট হইয়াছে। সুরগণ ধর্মে রুচি করিতে লাগিলেন, আর অসুরগণ ধর্মকে পরিত্যাগ করিলেন।" ইত্যাদি।[১]

তাহাতে জানা যায়, দেবাসুরের যুদ্ধ দেবযুগেই হইয়াছিল, অথবা অন্ততঃ আরম্ভ হইয়াছিল।

'হরিবংশে' এবং 'ব্রহ্মপুরাণে' বিবৃত হইয়াছে যে, দৈত্যদিগের আদিপুরুষ হিরণ্যকশিপু পুরাকালে, কৃতযুগে, ১১,০০৫ বৎসর ধরিয়া, সুমহৎ তপস্যা করিয়া ভগবান্ ব্রহ্মা হইতে অনেক বর লাভ করেন। তাহার মদে দৃপ্ত হইয়া তিনি দেবগণের এবং ধর্মের উপর অত্যাচার করিতে আরম্ভ করেন। তখন ভগবান বিষ্ণু নারসিংহ রূপ ধারণ করিয়া তাঁহাকে বধ করেন।[২] তাহাতে জানা যায় যে হিরণ্যকশিপু কৃতযুগে বর্তমান ছিলেন। দেবাসুরের প্রথম মহাযুদ্ধও ঐ যুগে হয়, বোধ হয়। বাল্মীকির 'রামায়ণের' মতে, চতুর্থ মহাযুদ্ধ অমৃত-মন্থনও ঐ কৃতযুগেই হয়।[৩] কোন কোন পুরাণেও প্রকারান্তরে তাহাই উক্ত হইয়াছে। উহাদিগেতে উক্ত হইয়াছে যে "পুরাকালে, কৃতযুগে, বসিষ্ঠ নামে জনৈক বেদনির্ণয়তৎপর এবং ধর্মাত্মা বিপ্র" ভগবান্ কার্তিকেয়কে ভগবান্ শিবের নীলকণ্ঠত্ব বিষয়ে জিজ্ঞাসা করেন।[৪] অমৃতমন্থনে উৎপন্ন বিষ পানেই উহা হয়।[৫] তাহাতে সিদ্ধ হয় যে উহাদের মতে অমৃতমন্থন কৃতযুগেই হইয়াছিল। তাহা অন্য প্রকারেও সিদ্ধ করা যায়। 'মহাভারতে' বিবৃত হইয়াছে যে সমুদ্র-মন্থনে উৎপন্ন অশ্বরত্ন লইয়া কদ্রু এবং বিনতা—এই দুই বোনের মধ্যে বিবাদ হয়।[৬] কদ্রু ও বিনতা দেবযুগেই ছিলেন।[৭] সুতরাং অমৃত-মন্থন মহাযুদ্ধ দেবযুগেই হইয়াছিল।

দেবাসুরের ষষ্ঠ মহাযুদ্ধ 'বিষ্ণুপুরাণে'র মতে, ত্রেতায় হইয়াছিল,[৮] আর '(বিষ্ণু)ভাগবত-পুরাণে'র মতে, "কৃতান্তে" হইয়াছিল।[৯] 'কৃতান্তে' শব্দের অর্থ, 'কৃতযুগের অন্ত হইয়া গেলে' গ্রহণ করিলে উভয়পুরাণের মধ্যে কোন বিরোধ থাকে না। সুতরাং ষষ্ঠ মহাযুদ্ধ ত্রেতাযুগের প্রারম্ভেই হইয়াছিল।

দশম মহাযুদ্ধও অবশ্যই, ষষ্ঠ মহাযুদ্ধের পরে হইয়াছিল বলিয়া, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভেই হইয়াছিল। পরন্তু তাহাতে শঙ্কা করা যায়। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে ঐ যুদ্ধের মূলে ছিল 'কালকেয়' নামে খ্যাত দানবগণ; তাঁহারা বৃত্রকে সমাশ্রয় করত দেবগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যাত্রা করেন। 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে, উহাঁরা কৃতযুগে বর্তমান ছিলেন।[১০] উহাঁরা

১) মহাভা, ৩।৯৪।৫-৬—
২) হরিবংশ, ১।৪১।৩৯— ; ৩।৪১।১ ; ব্রহ্মপু, ২১৩।৪৩—
৩) রামায়ণ, ১।৪৫।১৫—
৪) বায়ুপু. পূর্বার্দ্ধ, ৫৪।১৮=ব্রহ্মাণ্ডপু, পূর্বভাগ, ২৫।১৫
৫) মহাভা, ১।১৮।৪২-৪
৬) মহাভা, ১।১৭।১—, ২০।১—
৭) মহাভা, ১।১৬।৫-৬ (পূর্বে দেখ)
৮) বিষ্ণুপু, ৪।২।২২
৯) (বিষ্ণু)ভাগপু, ৯।৬।১৩১—
১০) মহাভা, ৩।১০০।৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মহর্ষি কশ্যপের সন্তান, সুতরাং হিরণ্যকশিপুর বৈমাত্রেয় ভাই। অতএব উহাঁরা যে কৃতযুগে ছিলেন বলা হইয়াছে, তাহা ঠিকই হইয়াছে। পরন্তু ইহা হইতে পারে যে তাঁহারা বৃত্রকে নিজেদের পক্ষে আনয়ন করিতে করিতে এবং দেবতাদিগের বিরুদ্ধে অভিযান করিতে করিতে তথা দেবতাগণকে দধীচি মুনির অস্থি সংগ্রহ করিতে এবং তদ্দ্বারা বজ্র নির্মাণ করাইতে, অনেক সময় লাগিয়াছিল, কৃতযুগ ব্যতীত হইয়া গিয়াছিল; সুতরাং প্রকৃত মহাযুদ্ধ যাহাতে বৃত্র নিহত হন, ত্রেতাযুগের প্রারম্ভেই হইয়াছিল।

'হরিবংশে' আছে

"বৃত্তে বৃত্রবধে তাত বর্তমানে কৃতে যুগে।
আসীৎত্রৈলোক্যবিখ্যাতঃ সংগ্রামস্তারকাময়ঃ॥"[১]

এই বচনের প্রথম ভাগ পরের ভাগের সহিত যেন মিল খায় না। পরের ভাগ হইতে জানা যায় যে দেবাসুরগণের তারকাময়সংগ্রাম, পঞ্চম মহাযুদ্ধ, কৃতযুগ বর্তমান থাকিতে হইয়াছিল।

এইরূপে দেখা যায় দেবগণের ও অসুরগণের ১২ মহাযুদ্ধের প্রথম পাঁচটি কৃতযুগে হইয়াছিল, পরের সাতটি ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে হইয়াছিল।

নরঋষি এবং নারায়ণঋষি দেবগণের এবং অসুরগণের ঐ সকল মহাযুদ্ধের কোন কোনটিতে যোগ দিয়াছিলেন। 'মহাভারতে' বিবৃত আছে যে উহাঁরা অমৃত-মন্থন মহাযুদ্ধে দেবগণের পক্ষে যোগ দিয়াছিলেন।[২] উহাঁরা আরও এক মহাযুদ্ধে যোগ দিয়াছিলেন। কথিত হইয়াছে ঐ যুদ্ধে নর-ঋষি জম্ভ নামক মহাসুরকে বধ করেন।[৩] সুতরাং উহা ষষ্ঠ দেবাসুর-মহাযুদ্ধই।

এইরূপে দেবাসুরের যুদ্ধের আধারে বিচার করিয়াও পাওয়া যায় যে নারায়ণ ঋষি, ও ও বিবস্বান্, সুতরাং তাঁহাদিগের মাতামহ দক্ষ, বৈবস্বত মন্বন্তরের আদ্য-কৃতযুগের শেষ ভাগে এবং ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে বিদ্যমান ছিলেন।

রাম, পরশুরাম ও বিশ্বামিত্র

'মহাভারতে'র মতে রাম বা দাশরথিরাম, পরশুবাম বা জামদগ্ন্য রাম এবং মহর্ষি বিশ্বামিত্র ত্রেতাযুগ এবং দ্বাপর-যুগের সন্ধি-কালে বর্তমান ছিলেন। 'নারায়ণীয়াখ্যানে' বিবৃত হইয়াছে যে ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলেন যে তিনি ত্রেতা-যুগে ভৃগুকুলোদ্বহ রাম হইবেন এবং "ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধ্যাংশ সমনুপ্রাপ্ত হইলে" তিনি দাশরথি রাম হইবেন।[৪] উহার অন্যত্র আছে "ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে শস্ত্রভৃৎগণের শ্রেষ্ঠ রাম ক্রোধ দ্বারা চোদিত হইয়া পৃথিবীস্থ ক্ষত্রিয়গণকে বার বার বধ করেন।"[৫]

পরশুরাম কর্তৃক দাশরথি রামকে যুদ্ধে আহ্বানের এবং দাশরথি কর্তৃক পরশুরামের তেজ হরণের কথা 'মহাভারতে' এবং 'রামায়ণে' বিবৃত আছে।[৬] তাহাতেও জানা যায় যে তাঁহারা

---

১) হরিবংশ, ১।৪২।১০,
২) মহাভা', ১।১৯।১৯—(পূর্বে দেখ)
৩) পূর্বে দেখ
৪) মহাভা, ১২।৩৩৯।৮৪-৫ (পূর্বে দেখ)
৫) মহাভা, ১।২।৩
৬) মহাভা, ৩।৯৯।৪২—; রামায়ণ, ১।৪৭।১৮—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দুই জনে সমকালীন ছিলেন। ঐ সময়ে রাম যুবক মাত্র ছিলেন, আর পরশুরাম বৃদ্ধ ছিলেন।

মহর্ষি বিশ্বামিত্রও ঐ সময়ে বর্তমান ছিলেন। কেননা, তিনিই, রাক্ষসদিগের উৎপাত হইতে নিজের যজ্ঞকে রক্ষার্থ রামকে অযোধ্যা হইতে দণ্ডকারণ্যে লইয়া যান এবং যজ্ঞান্তে রামকে লইয়া মিথিলাপুরীতে গমন করেন। ঐখানে রাম এবং পরশুরামের বিবাদের সময়ে তিনি উপস্থিত ছিলেন। তাহার সাক্ষাৎ উক্তিও আছে। 'মহাভারতে' উক্ত হইয়াছে যে লোকে "বিশ্বামিত্রের এবং চাণ্ডালের সংবাদ (রূপ) পুরাতন ইতিহাসের উদাহরণ দিয়া থাকে।"[১] পরে বিবৃত হইয়াছে যে "ত্রেতা ও দ্বাপরের সন্ধিতে"—ত্রেতার বিমোক্ষের, আর দ্বাপরের প্রতিপাদনের সময়ে" ঐ সংবাদ হইয়াছিল।[২]

ব্যাস, কৃষ্ণ ও বলরাম

পরমর্ষি বেদব্যাস, কৃষ্ণ এবং বলরাম দ্বাপর ও কলিযুগের সন্ধি-কালে জন্মগ্রহণ করেন 'মহাভারতে'র 'নারায়ণীয়াখ্যানে' বিবৃত হইয়াছে ভগবান্ নারায়ণ দেবর্ষি নারদকে বলেন যে "দ্বাপর ও কলির সন্ধির পর্যবসানে মথুরায়, কংসের জন্য, (তাঁহার) প্রাদুর্ভাব হইবে।"[৩] ভীষ্ম বলেন, "দ্বাপর-যুগের অন্তে কলিযুগের আদিতে" কৃষ্ণ বলরাম কর্তৃক বাসুদেবের অবতার বলিয়া ঘোষিত হইয়াছিলেন।[৪]

পারমেশ্বর-সংহিতার মত

পূর্বের আলোচনা হইতে জানা যায় যে ভাগবতধর্ম কৃতযুগের অন্তে ও ত্রেতাযুগের প্রারম্ভে নারায়ণ ঋষি কর্তৃক প্রবর্তিত হইয়াছিল এবং দ্বাপরযুগের অন্তে এবং কলিযুগের প্রারম্ভে কৃষ্ণ ও বলরাম কর্তৃক পুনরুজ্জীবিত ও পুনঃ প্রচারিত হইয়াছিল। 'পারমেশ্বরসংহিতা' নামে এক পাঞ্চরাত্রসংহিতা হইতেও প্রায় সেই কথা জানা যায়। উহার বক্তা মহর্ষি শাণ্ডিল্য বলেন যে ভাগবতধর্ম "কার্তযুগধর্ম।"[৫] উহা "কৃতযুগে প্রবর্তিত হয়;[৬] "আদ্য ভাগবতধর্মকে আদিভূত কৃতযুগে যোগ্যভূত মানবগণ নিত্যশঃ অনুষ্ঠান করে।"[৭] তারপর কালক্রমে উহার প্রচার মন্দ হইতে মন্দতর হইতে থাকে; উহা প্রায় অন্তর্হিত হয়।[৮] তখন, শাণ্ডিল্য বলেন "অনেকসহস্র বৎসর তপস্যার অন্তে"

"দ্বাপরস্য যুগস্যান্তে আদৌ কলিযুগস্য চ ॥
সাক্ষাৎ সঙ্কর্ষণাদ্‌ব্যক্তাৎ প্রাপ্ত এষ মহত্তর।"[৯]

---

১) মহাভা, ১২।১৪১।১২ ২) মহাভা, ১২।১৪১।১৩-১৪— ৩) মহাভা, ১২।৩৩৯।৮৯·২—৯০·১ (পূর্বে দেখ)

৪) মহাভা, ৬।৬৬।৪০ (পূর্বে দেখ)

৫) পরমেশ্বরসং, ১।৩৫·২

৬) ঐ, ১।৭৫·১ আরও দেখ—

"এষ কার্তযুগো ধর্মো নিরাশীঃকর্মসংজ্ঞিতঃ ॥
যোগাখ্যো যোগধর্মাখ্যো শাস্ত্রাখ্যশ্চ সমাগমঃ।
প্রবর্ত্যতে ভগবতা প্রথমে প্রথমে যুগে ॥"—(ঐ, ১।৩৫·২—৩৬)

৭) ঐ, ১।৭৮

৮) ঐ, ১।৩৭—, ৭৯—৮০

৯) ঐ, ১।৫৫·২—৫৬·১ আরও দেখ,—

"যথা পুরা ময়া প্রাপ্তো দেবাদ্‌জ্ঞানবলাশ্রয়ঃ।" —(ঐ, ১।৮১·১)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

'দ্বাপরযুগের অন্তে এবং কলিযুগের আদিতে মহত্তর ইহা (মৎকর্তৃক) সাক্ষাৎ উক্ত সংকর্ষণ (অর্থাৎ সংকর্ষণের প্রাদুর্ভাব বলরাম) হইতে প্রাপ্ত হইয়াছে।'

'জয়াখ্যসংহিতা'য় উক্ত হইয়াছে যে ভাগবতধর্ম কৃতযুগে নারদকর্তৃক পৃষ্ট হইয়া ভগবান্ কর্তৃক উপদিষ্ট হইয়াছিল।[১]

পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে পাঞ্চরাত্রাগম চতুর্ধা ভিন্ন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে (১) আগম-সিদ্ধান্ত, (২) মন্ত্রসিদ্ধান্ত, (৩) তন্ত্রসিদ্ধান্ত এবং (৪) তন্ত্রান্তর-সিদ্ধান্ত।[২] 'পারমেশ্বর-সংহিতা'য় বিশেষ করিয়া বলা হইয়াছে যে আগম-সিদ্ধান্তই কৃত যুগে প্রচলিত ছিল। "এই আগম-সিদ্ধান্তকে শ্রুতিরূপ বলিয়া জান। ইহা কার্তযুগ ধর্ম এবং সর্বধর্মোত্তম বলিয়া স্মৃত।"[৩] অনন্তর ত্রেতাযুগের আদিতে ঐ আগম-সিদ্ধান্ত হইতে ভোগমোক্ষপ্রসিদ্ধ্যর্থ, মন্ত্র-সিদ্ধান্ত নামক বহুভেদক (সিদ্ধান্ত) নিঃসৃত হয়।[৪] অপর দুই সিদ্ধান্ত, তন্ত্রসিদ্ধান্ত ও তন্ত্রান্তর-সিদ্ধান্ত, কখন প্রবর্তিত হয়, তাহা উল্লিখিত হয় নাই।

---

১) জয়াখ্যাসং, ১।৭০—

২) পূর্বে দেখ। আরও দেখ—পারমেশ্বরসং, ১৯।৫২২—

৩) "এতদাগম-সিদ্ধান্তং শ্রুতিরূপং তু বিদ্ধি তং।
এষ কার্তযুগো ধর্মঃ সর্বধর্মোত্তমঃ স্মৃতঃ॥" (ঐ, ১৯।৫২৮)

আরও দেখ "আদ্যং ভাগবতং ধর্মমাদিভূতে কৃতে যুগে।" (ঐ, ১।৭৮)

৪) ঐ, ১৯।৫২৯)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi